INTRODUCTION

TO

THE BENGÁLÍ LANGUAGE.

BY

THE LATE REV. W. YATES, D. D.

IN TWO VOLUMES.

EDITED BY J. WENGER.

VOL. II.

CONTAINING SELECTIONS FROM BENGÁLÍ LITERATURE.

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, CIRCULAR ROAD.
TO BE HAD ALSO OF MESSRS. THACKER AND CO., MESSRS. OSTELL
AND LEPAGE, AND MESSRS. DE ROZARIO AND CO.

1847.

CALCUTTA.
Printed by J. Thomas, Baptist Mission Press.

PREFATORY NOTE.

In the preface to the first volume the Editor intimated that the following pages contained the pieces selected by Dr. Yates himself. This statement is correct, excepting so far as the Appendix is concerned, which has been substituted for a contemplated chapter of Proverbial and Moral Sayings, translated partly from the English and partly from the Persian. The reasons which induced the Editor to make this change are the following. On the one hand, among the papers referring to this work, none furnished any satisfactory indications as to what proverbial and moral sayings the lamented Author intended to introduce. On the other hand, the preceding pieces contain not a small number of such sayings, more original, and therefore better adapted to the object of the work, than a collection derived from the English and the Persian could have been. It was therefore thought preferable to subjoin an Appendix, containing some specimens of poetry, and of the periodical literature of the day. In his selection of the latter the Editor was guided by accidental circumstances: he gave extracts from those papers which happened to be at hand; but he believes them to be pretty fair specimens of the average staple of native periodicals.

In preparing this volume, it was the Author's intention to give specimens of Native composition only, to the exclusion of all pieces translated from the English, or composed under the influence either of Christianity or of an English education. The Editor felt strongly tempted to deviate from this rule at least so far as to give, in the Appendix, a few extracts from the Rev. K. M. Banerjea's Encyclopedia Bengalensis: but on second thoughts he abstained from overstepping the limits traced by his late revered friend.

CONTENTS.

SELECTIONS FROM BENGÁLÍ LITERATURE.

Page

APPENDIX.

SELECTIONS FROM BENGA'LI' LITERATURE.

TALES OF A PARROT.*

তোতা ইতিহাস।

I.—*The history of Maimun and Khojestá.*

ময়মুনের জন্ম ও খোজেস্তার প্রেমগ্রস্ত হওয়ার বিবরণ।

পূর্ব্বকালের ধনবানদের মধ্যে আমদ সুল্‌তান নামে এক জন ছিলেন; তাঁহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল; একসহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র তারের সহিত তাঁহার দ্বারে হাজীর থাকিত। কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না, এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ সুলতান্ ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্লচিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমুল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন। যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন আমদ সুল্‌তান এক জন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারসী শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার ধারামতে কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন।

---

* The style of these tales, which are translated from the Persian or the Urdu, is by no means pure, but deserving of attention as a very fair specimen of the colloquial language and its almost unbounded negligence.

আমদ সুলতান সেই বালকের নাম ময়মুন রাখিয়া খোজেস্তা নামে সুন্দরী সূর্য্যমুখী চন্দ্রের ন্যায় শরীর এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষ দুই জনেতে যথেষ্ট প্রীতি হইল। প্রতি দিন তাঁহারা একত্র আহ্লাদ ও আমোদে থাকেন ও ভোজন করেন ও নিদ্রা যান। এক দিবসে ময়মুন পাল্কিতে আরোহণ করিয়া বাজারের কৌতুক দেখিতে গেলেন; বাজারের মধ্যে এক ব্যক্তি তোতাবিক্রেতা তোতার পিঞ্জর হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ময়মুন তাহাকে দেখিয়া কহিলেন যে এই তোতার মূল্য কত হইবে? তোতা বিক্রেতা উত্তর করিল, ইহার মূল্য মহলগে এক সহস্র হূন। ইহা শুনিয়া ময়মুন জবাব দিলেন, যে জন বড় নির্ব্বোধ অজ্ঞান ক্ষিপ্ত, সেই জন এই এক মুষ্টি পাখা বিড়ালের এক গ্রাস কি এত মূল্য দিয়া ক্রয় করে? তৎক্ষণে তোতা বিবেচনা করিল, যদি এই ধনবান বড় মনুষ্য আমাকে ক্রয় না করেন, তবে আমার বড় দুর্দ্দশা হইবে; জ্ঞানী ও উত্তমদের সভাতে থাকিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়। তোতা ইহাই ভাবিয়া জবাব দিল, ওহে যুবা রূপবান উপযুক্ত ধনবান, শুন, আমি তোমার দৃষ্টিতে এক মুষ্টি পাখা এবং বিড়ালের এক গ্রাস বটি, কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আকাশে উড়িতে পারি, এবং সৎকথকেরা আমার মিষ্ট ভাষা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত থাকেন, আর আগত কল্য যে কার্য্য হইবে তাহা আমি অদ্য বলিতে পারি, তাহার প্রমাণ এই শুন। কাবল দেশহইতে সওদাগর এই দেশে সম্বুল ক্রয় করিতে আসিবেন; অতএব তুমি এই দেশের সম্বুল সমস্ত কিনিয়া এক গৃহে জমা করিয়া রাখহ, তবে এই বাণিজ্যেতে বিস্তর লাভ পাইবা। ময়মুন তোতার এই সব বাক্য শুনিয়া এক সহস্র হূন দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। পরে ময়মুন ঐ দেশের সমস্ত সম্বুলবিক্রেতাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমস্ত সম্বুলের মূল্য কি হইবে? সম্বুল বিক্রেতারা কহিল যে এ সকল সম্বুলের দর দশ সহস্র হূন হইবে। ময়মুন তৎক্ষণাৎ আপন ভাণ্ডারহইতে দশ সহস্র হূন দিয়া সকল সম্বুল ক্রয় করিয়া এক বাটীতে একত্র রাখিলেন। তৃতীয় দিবসের পর তোতার কথনানুযায়ী কাবল দেশহইতে সওদাগরেরা পঁহুছিয়া সকল স্থানেতে সম্বুলের বিস্তর অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও সম্বুলের চিহ্ন না পাইয়া সেখানকার সওদাগরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া ময়মুনের সাক্ষাতে আসিয়া পঞ্চাশ সহস্র হূন দিয়া সেই সমস্ত সম্বুল ক্রয় করিয়া লইয়া আপনাদের দেশে গমন করিলেন। ময়মুন তোতার বাক্য যথার্থ পাইয়া বড় তুষ্ট হইয়া তোতার শরীরের একাকীর ভয় দূর হইবার জন্যে এক সারী পক্ষিণী ক্রয় করিয়া দুই পক্ষিকে একত্র রাখিলেন। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে আপন২ জাতিতে প্রণয় হয়; তাহার নিদর্শন এই, ‘কপোত কপোতের এবং বাজ বাজের সহিত উড়ে’; অতএব তোতা আর সারী একত্র থাকিয়া উভয়ে তুষ্ট রহিল।

এক দিবস ময়মুন খোজেস্তাকে কহিলেন যে কিছু কালের জন্যে নদী আর বিদেশে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যাবৎ আমি বাহুড়িয়া না আইসি, তাবৎ যখন তোমার যে কার্য্য প্রয়োজন হয়, তখন তুমি তোতা আর সারীকে জিজ্ঞাসা করিবা; ইহাদের পরামর্শ আর অনুমতি ব্যতিরেক কোন কর্ম্ম করিও না। এই রূপ কএক কথা কহিয়া ময়মুন বিদেশে গমন করিলেন। ময়মুনের যাওনের পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের বিচ্ছেদেতে বড় দুঃখিতচিত্ত হইয়া দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতেন না, আর ভোজন করিতেন না। তোতা প্রত্যহ উত্তম উপন্যাস কহিবার দ্বারা খোজেস্তার মনের দুঃখ দূর করিত, এই মতে ষষ্ঠ মাস গত হইল। পরে এক দিবস খোজেস্তা স্নান এবং শরীরের লাবণ্য করিয়া অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া গবাক্ষের দ্বারহইতে পথের কৌতুক দেখিতেছিলেন, ইতিমধ্যে অন্য দেশহইতে এক রাজকুমার ভ্রমণার্থে ঐ সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, খোজেস্তার সূর্য্যতুল্য বদন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন, এবং খোজেস্তাও রাজপুত্রকে দৃষ্টি করিয়া তদনুরূপ হইলেন। তাহার পর রাজার বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে খোজেস্তার নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন যে এক রাত্রি চারি দণ্ডের কারণ আমার বাটীতে আইসেন, তাহার বদলে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের এক অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দিব। খোজেস্তা প্রথম স্বীকার করিলেন না, পরে কুট্টনীর বহুবিধ ভুলানেতে সম্মত হইয়া উত্তর করিয়া পাঠাইলেন, দিবসে গন্তব্য নয়, অর্দ্ধরাত্রি গতে রাজকুমারের নিকটে আমি পঁহুছিব। পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির উপরে বসিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী এবং সারীও স্ত্রী, এ সব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকটে আমাকে যাইতে অনুমতি দিবে; ইহা বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন। পরে সারী নীতি বাক্যদ্বারাতে কহিল যে এ কর্ম্ম স্ত্রীজাতির অতি অকর্ত্তব্য, ইহাতে বড় দুর্নাম হইবে আর লজ্জা পাইবা। খোজেস্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন, অতএব সারীর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতিদৃঢ় করি ধরিয়া সারীকে ভূমিতে এমত আছাড়িলেন, যে সারীর প্রাণ শরীরহইতে ত্যাগ করিলেক। সেই সারী মরিলে পরে সারীর পিঞ্জর খালি পড়িয়া রহিল। পরে খোজেস্তা সেই কোপ থাকিতে২ তোতার নিকট পঁহুছিয়া আপন মনের কথা আর সারীর মরণের কথা বিস্তারিত করিয়া তোতাকে জ্ঞাত করাইলেন। তোতা জ্ঞানী জ্ঞাত হইয়া মনে বিচার করিল, যদ্যপি আমি সারীর মত বারণ করি, তবে নিশ্চয় মরিব; এই শঙ্কা প্রযুক্ত অতি কোমল বাক্যে খোজেস্তাকে তোতা কহিতেছে, শুন খোজেস্তা, সারী স্ত্রী পক্ষিণী, কেন তুমি বিশেষ কথা তাহাকে কহিয়াছিলা? সে অনুচিত করিয়াছে। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে বিস্তর স্ত্রীজাতি নির্ব্বোধ হয়, বিশেষ কথা সকল ইহাদের

নিকটে প্রকাশ করা উপযুক্ত নয়। কিন্তু তুমি এখন এই জন্যে ভাবিত হইও না। যাবৎ আমার প্রাণ শরীরে আছে, তাবৎ তোমার কার্য্যেতে আমি চেষ্টা করিব। *

II.—*Story of the Sentinel.*

এক জন চৌকিদার রাজা তেবরস্তানের সহিত হিতকর্ম্ম করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ এই।

পূর্ব্বের মনুষ্যেরা এবং মন্ত্রিরা এমত কহিয়াছেন যে রাজা তেবরস্তান এক দিবস আপন সভা স্বর্গের ন্যায় সাজাইয়া উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন এবং নানা প্রকার মদ্য মাংস ভক্ষ্য দ্রব্য সভামধ্যে রাখিয়া ঐ দেশীয় রাজপুত্র ও মর্য্যাদক ও পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুদিগকে সেই স্থানে উপস্থিত করিয়া রাজা তেবরস্তান সেই সব উত্তম দ্রব্য তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ সেই স্থানে এক জন বিদেশী উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজসভাস্থ প্রধানেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে? কোথাহইতে আসিয়াছ? কি কার্য্য কর? সেই ব্যক্তি উত্তর করিল যে আমি তলওয়ার মারিতে আর ব্যাঘ্র ধরিতে পারি; ইহা ব্যতিরেক আর ২ রূপ শিল্পকর্ম্ম জ্ঞাত আছি, এবং তীর এমত মারিতে পারি, যে আমার তীর কঠিন প্রস্তরেতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয়। এবং খজেন্দর নামা এক জন ধনবান আছেন, আমি কিছু দিবস তাঁহার নিকটে চাকর ছিলাম, কিন্তু খজেন্দর আমার কিছু গুণ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন না, অতএব আমি তাঁহার চাকরি ত্যাগ করিয়া মহারাজ তেবরস্তানের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকরি করিতে আসিয়াছি। মহারাজ তেবরস্তান এই কথা শুনিয়া রাজদরবারের লোকদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে এই ব্যক্তিকে চৌকিদারি কর্ম্মে নিযুক্ত কর। পরে কর্ম্মকর্ত্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চাকরিতে নিযুক্ত করিলেন। সেই জন প্রত্যহ রাত্রিতে এক পদে দাঁড়াইয়া রাজার অট্টালিকার দিগে দৃষ্টি করিয়া থাকে; এক দিবস অর্দ্ধরাত্রের পরে রাজা উপর ঘরের ছাতে বেড়াইয়া সকল দিগে দৃষ্টি করিতেং নীচেতে দেখিলেন, যে এক জন এক পদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে বট? অর্দ্ধনিশাতে কি কারণ এক পদে দাঁড়াইয়া আছ?

---

* The parrot, after thus professing a williogness to aid Khojesta in attainiog her wicked ohject, goes on to give her some advice, illustrated by a long tale. Khojesta listens to the tale, which is spun out to such a length that when it is concluded, the dawn appears, and compels her to delay her visit to the next night, when the parrot keeps her at home by the same expedient, which is resorted to every night, until at leogth her husband returns.—In the stories which follow, the introduction and conclusion are omitted.

চৌকিদার কহিল যে রাজদর্শনার্থে আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম, অদ্য আমার ভাগ্যের সহকারেতে দর্শন করিয়া বড় আহ্লাদিত আমোদিত হইলাম। রাজা আর চৌকিদারেতে এই কথোপকথন হইতেছিল, ইতিমধ্যে মাঠের দিগ হইতে এক শব্দ রাজার কর্ণকুহরে পঁহুছিল; সে শব্দ এই, এক জন কহিতেছে যে আমি যাইতেছি, কে এমত মনুষ্য আছে যে আমাকে ফিরাইবে? ইহা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া চৌকিদারকে কহিলেন যে ওহে চৌকিদার, এ শব্দের বৃত্তান্ত তুমি কিছু জান? চৌকিদার উত্তর করিল, ও মহারাজ, কএক দিবস রাত্রিযোগে এই রূপ শব্দ শুনিতেছি, কিন্তু চৌকিদারি কর্ম্মেতে থাকি, এ কারণ গমন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারি না যে এ শব্দ কাহার। যদি আপনি আজ্ঞা দেন, তবে অতি শীঘ্র গমন করিয়া শব্দের নিশ্চয় জানিয়া তোমার দাসদের সাক্ষাতে বিস্তারিত নিবেদন করিতে পারি। রাজা কহিলেন, শীঘ্র যাইয়া সম্বাদ আন। চৌকিদার রাজাজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন। পরে রাজা কৃষ্ণবর্ণ এক কম্বলেতে শরীর ঢাকিয়া চৌকিদারের পশ্চাৎ গেলেন। চৌকিদার সে স্থানে পঁহুছিয়া দেখিল যে পথিমধ্যে এক সুন্দরী দাঁড়াইয়া কহিতেছে যে আমি যাইতেছি, আমাকে কে ফিরাইবে? ইহা শুনিয়া চৌকিদার প্রশ্ন করিল যে ও স্ত্রীলোক, তুমি এমত কথা কেন কহিতেছ? সে স্ত্রীলোক উত্তর করিল, যে আমি রাজা তেবরস্তানের পরমায়ুর প্রতিমূর্ত্তি, রাজার আয়ুর শেষ হইয়াছে, অতএব আমি যাইতেছি। চৌকিদার ইহা শুনিয়া কহিল, তুমি রাজার পরমায়ু; এখন তুমি কি রূপে বাহুড়িয়া থাকিবা? প্রতিবিম্ব কহিলেন, শুন হে চৌকিদার, যদ্যপি তুমি আপন পুত্রকে রাজার পরমায়ুর বদলেতে আমার সম্মুখে বলিদান দেও, তবে আমি অবশ্য ফিরিয়া থাকিব, রাজাও কতক কাল বাঁচিয়া থাকিবেন, কদাচ শীঘ্র মরিবেন না। চৌকিদার ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া উত্তর করিল যে যদি আমার প্রাণ আর আমার পুত্রের প্রাণ এই দুই দিলেও রাজা রক্ষা পান, তবে অবশ্য দিব; কিন্তু তুমি মুহূর্ত্তেক বিলম্ব কর; আমি বাটী যাইয়া আপন সন্তানকে আনিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিদান করি। ইহা বলিয়া চৌকিদার আপন গৃহেতে যাইয়া এই সমস্ত কথা বড় পুত্রকে অবগত করিল। তদনন্তর সেই পুত্র সৎবিবেচক জ্ঞানী, ইহাই শুনিয়া উত্তর করিল, যে রাজা তেবরস্তান অতি বিচারক ও প্রজাপালক দৈন্য দুঃখ দূরকর্ত্তা; যদি আমাকে বলিদান করিলে তিনি রক্ষা পান, এ বড় উত্তম প্রকরণ; কেননা আমার মরণেতে ক্ষতি নাহি। এ রাজার মন্দ হইলে আর কোন দুর্জ্জন ব্যক্তি রাজা হইবেন, তাহার দুষ্টতাতে সহস্র ২ লোক নাশ হইয়া দেশ ওএরাণ হইবে। রাজা তেবরস্তান বাঁচিলে সহস্র ২ প্রজা লোকদিগের সুখ এবং দেশের আবাদ হইবেক; ও আমি শিক্ষাগুরুর স্থানে শুনিয়াছি, তিনি এক দিবস চৌবাটীর পড়ুয়াদিগকে কহিতেছিলেন যে রাজসমভিব্যাহৃত লোকেরা যদি বিচারক রাজার

প্রাণ রক্ষার্থে এক জন প্রজাকে নষ্ট করে, ইহাতে পাপ হয় না। ঈশ্বর করেন যে এমত রাজা না মরেন, আর অবিচারক রাজা রাজ্য না করে; অতএব শীঘ্র আমাকে প্রতিমার নিকট লইয়া যাও এবং ছেদন কর। তার পর চৌকিদার প্রতিমার সাক্ষাতে পুত্রকে আনিয়া হস্তপাদাদি বন্ধন করিয়া তীক্ষ্ণ ছোরা আপন করে লইয়া হেঁটমুণ্ড হইয়া ছেদন করিতে উদ্যত হইল। প্রতিবিম্ব ইহা দেখিয়া শীঘ্র চৌকিদারের হস্তে ধরিয়া নিষেধ করিলেন যে তুমি তোমার পুত্রের গলা ছেদন করিও না; ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তোমার যোগ্যতা আর উত্তমতাতে বড় তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ফিরিয়া যষ্ঠি শত বৎসর থাকিতে আজ্ঞা দিলেন। চৌকিদার এই মঙ্গল সমাচার শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইল। চৌকিদারে আর প্রতিমাতে এবং চৌকিদারের পুত্রেতে যে কথোপকথন হইয়াছিল, রাজা সেই সমস্ত শুনিয়া এবং দেখিয়া চৌকিদারের আগমনের পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া অট্টালিকার উপরে পূর্ব্ববৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চৌকিদার অর্দ্ধদণ্ড গতে রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিল যে মহারাজার আয়ুঃ ও ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্য আর সৈন্যের বৃদ্ধি হউক। তার পর রাজা জিজ্ঞাসিলেন,ও হে চৌকিদার, কহ, শব্দের বৃত্তান্ত কি জানিলা? চৌকিদার কহিল, মহারাজ শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক; এক স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী আপন স্বামির সহিত কলহ করিয়া বাটীহইতে বাহিরে আসিয়া পথমধ্যে বসিয়া মনোদুঃখেতে শব্দ করিতেছিল যে আমি যাইতেছি, এমত কোন ব্যক্তি আছে আমাকে ফিরাইবে? আমি সেই স্ত্রীর সাক্ষাতে পঁহুছিয়া কোমল বাক্যদ্বারা তুষিয়া তাহাদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিলাম; এখন সেই স্ত্রী স্বীকৃত হইলেন যে আমি স্বামির বাটীহইতে আর যষ্ঠি শত বৎসর কোথাও যাইব না। রাজা চৌকিদারের উত্তম ধারাতে আর জ্ঞানেতে বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ওহে চৌকিদার, যে কালে তুমি আমার বাটীর বাহির হইলা, সেই সময় আমিও তোমার পশ্চাৎ গমন করিয়া দূরহইতে তোমার আর প্রতিমার এবং তোমার তনয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়াছি, আর তোমরা যাহা করিয়াছিলা তাহাও দেখিয়াছি; ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন। এবং আমিও ভগবানের প্রার্থনার দ্বারা তোমার দৈন্য দূর করিব ও ধনবান করিব। তার পর রাজা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে দেশের প্রধানেরা এবং সকল বিচারকেরাও হাজীর হইলেন, এই সময় রাজা তাঁহাদের সাক্ষাতে চৌকিদারকে প্রধান মন্ত্রী আর ধনভাণ্ডারির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পণ করিলেন।

III.—*Story of the Goldsmith and the Carpenter.*

স্বর্ণকার আর সূত্রধর দুই জন স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করিয়া গোপনে রাখিয়াছিল তাহার কথা।

এক দেশে এক স্বর্ণকারেতে আর এক সূত্রধরেতে এমত প্রণয় ছিল, যে সকল লোকেরা ইহাদিগকে দেখিয়া ইহারা দুই ভ্রাতা এই অনুমান করিত। পরে স্বর্ণকার আর সূত্রধর একত্র বিদেশ গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া খরচপত্রহীন হইয়া আপনারা ঠাওরাইল যে এই নগরের মধ্যে এক দেবালয় আছে, সেই দেবালয়েতে অনেক স্বর্ণবিগ্রহ আছেন; অতএব পরামর্শ এই যে আমরা ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সেই দেবালয়েতে যাইয়া দেবতাদের পূজা অর্চ্চনা করি; যখন অবকাশ পাইব, তখন কএক বিগ্রহ চুরি করিব। এই মন্ত্রণা দুই জনে স্থির করিয়া দেবালয়েতে গিয়া সেবা পূজাদি আরম্ভ করিল। আর২ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের দুই জনের আরাধনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন; দুই এক জন ব্রাহ্মণ সেই দেবালয়েতে গমন পুনরায় করিলেন না; যদি কেহ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিত যে তোমরা কি কারণ দেবালয় ত্যাগ করিলা? তাঁহারা উত্তর করিতেন যে দুই ব্রাহ্মণ আসিয়া যে রূপ দেবতাদের সেবা ও অর্চ্চনা করিতেছেন, তেমন আমরা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া দেবালয় ত্যাগ করিয়াছি। এই প্রকার ক্রমে২ পূর্ব্বের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা দেবতার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। পরে এক দিবস রাত্রিতে স্বর্ণকার আর সূত্রধর সেই সব বিগ্রহ লইয়া আপন দেশের দিগে প্রস্থান করিয়া যখন আপন নগরে পঁহুছিলেন, তখন বিগ্রহদিগকে এক বৃক্ষের তলে পুতিয়া রাখিয়া আপন২ বাটীতে আসিলেন। এক রাত্রে স্বর্ণকার একাকী যাইয়া সমস্ত বিগ্রহ মৃত্তিকাহইতে উঠাইয়া আপন গৃহে আনিল। পরদিবস প্রাতে সূত্রধরের কাছে গিয়া কহিল যে ও হে সূত্রধর, পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অংশসুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা; সে ধন কত কাল ভোগ করিবা? ইহা শুনিয়া সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে স্বর্ণকার এই মত আমাকে বঞ্চনা করিয়া সকল বিগ্রহ লইল। ইহাতে সূত্রধর বিবেচনা করিয়া উত্তর করিল যে ওহে স্বর্ণকার, যাহা তুমি করিয়াছ তাহা আমি বুঝিলাম, কিন্তু তুমি ঈশ্বরদিগে দৃষ্টি না করিয়া আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলা; ভাল, ঈশ্বর আছেন। ইহাই বলিয়া চেষ্টান্তর পাইতে লাগিল। তারপর সূত্রধর বড় সুবোধ স্বর্ণকারের সহিত কলহ করাতে কিছু লভ্য না দেখিয়া নিরস্ত রহিল। কতক দিবস গতে সূত্রধর স্বর্ণকারের অবয়ব এক কাষ্ঠ পুত্তলিকা গঠন করিয়া স্বর্ণকারের বেশের ন্যায় পরিচ্ছদ সেই পুত্তলিকাকে পরাইল, এবং ভালুকবৎস দুইটি আনিয়া সেই বৎসদের খাদ্য দ্রব্য ঐ পুত্তলিকার জামার দামনে আর আস্তিনে রাখিত। ভালুকবৎসেরা ক্ষুধিত

হইয়া সেই দামন আর আদ্মিনহইতে ভক্ষণীয় বস্তু লইয়া ভোজন করিত। সূত্রধর দেখিল যে বৎসদের অত্যন্ত প্রীতি পুত্তলিকার সহিত হইল, তাহার পর সূত্রধর এক দিবস সস্ত্রীক স্বর্ণকারকে এবং আর ২ প্রতিবাসী নারীগণকে আহ্বান করিল। স্বর্ণকারের পত্নী আপনার দুই বালক সুদ্ধ সূত্রধরের আলয়ে আইল। অনন্তর সূত্রধর ঐ বালকদিগকে এক স্থানে গোপনে রাখিয়া সেই দুই ভালুকবৎসকে বাহির করিয়া চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি? স্বর্ণকারের দুই নন্দন অকস্মাৎ ভালুকবৎসের ন্যায় হইল; এ বড় খেদের বিষয়। স্বর্ণকার এই বাক্য শুনিয়া সেই স্থানে যাইয়া দেখিয়া সূত্রধরকে কহিল যে ওহে সূত্রধর, মনুষ্য কখন ভালুক হয় না; এ তোমার মিথ্যা কথা। শেষে স্বর্ণকারে আর সূত্রধরে কলহ করিয়া সেই দেশের বিচারকর্ত্তা কাজির নিকটে গেল। তার পর কাজি সূত্রধরকে জিজ্ঞাসিলেন, যে মনুষ্য কি রূপে ভালুক হইল তাহা কহ। সূত্রধর উত্তর দিল যে স্বর্ণকারের বালকেরা একত্র ক্রীড়া করিতে-ছিল; অকস্মাৎ ভূমিতে পড়িয়া ভালুকবৎসের ন্যায় হইল। ইহা শুনিয়া কাজি কহিলেন যে তোমার এ কথার প্রমাণ না পাইলে কি মতে প্রত্যয় করি? সূত্রধর কহিল যে পূর্ব্বের পুস্তকে আমি দেখিয়াছি, এক জন্তু অন্য এক জন্তুর ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বমত বুদ্ধি ছিল। বালকেরা যদি ভালুক হইয়া থাকে, তবে স্বর্ণকারকেও চিনিবে, এবং আমার কথাও সত্য হইবেক; যদ্যপি না হইয়া থাকে, তবে স্বর্ণকারকেও চিনিবে না ও তাহার নিকট যাইবে না। সূত্রধরের এই কথা কাজি গ্রাহ্য করিয়া বৎসদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে সূত্রধর কাজির আজ্ঞানুসারে ভালুকবৎসদিগকে আনিয়া কাছারিতে সকল লোকের মধ্যে ছাড়িয়া দিল। সেখানে বিস্তর লোক ছিল, কিন্তু ভালুকবৎসেরা আর কাহারো নিকট না যাইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার অবয়ব এবং পরিচ্ছদ স্বর্ণকারকে দেখিয়া তাহার পায়েতে আপনাদের মস্তক ঘষিয়া খেলা করিতে লাগিল। কাজি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন, ও হে স্বর্ণকার, আমার প্রত্যয় হইল যে তোমার পুত্রেরা ভালুকবৎসের আকৃতি হইয়াছে; উহাদিগকে তুমি বাটীতে লইয়া যাও; বৃথা কেন সূত্রধরের সহিত কলহ করিতেছ? অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সূত্রধরের বাটীতে আসিয়া সূত্রধরের পাদাবনত হইয়া কহিল যে তোমার অংশ দিই নাই, একারণ তুমি এই প্রকার করিয়াছ। এখন তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া আপন অংশ লও, এবং আমার ছাওয়ালদিগকে আমাকে দেও। সূত্রধর কহিল যে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম করিয়াছিলা, তেকারণ তোমার বড় পাপ হইয়াছে; আর কখন তুমি এমত কার্য্য করিও না; ইহাহইতে মন ফিরাও, তবে কিছু আশ্চর্য্য নহে যে তোমার বালকেরা ভালুকমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাকার হইবে। পরে সূত্রধর স্বর্ণের অংশ বুঝিয়া লইয়া সেই সন্তানদিগকে স্বর্ণকারের সাক্ষাতে আনিয়া দিল।

IV.—*Story of the Soldier's wife.*

এক জন প্রধান লোকের সন্তান এক সীপায়ের স্ত্রীর চরিত্র বিচার করিয়াছিল তাহার কথা।

এক নগরেতে সীপায়ের এক অতি বড় সুন্দরী স্ত্রী ছিল, কিন্তু সীপাই আপন স্ত্রীকে সর্ব্বক্ষণ সাবধানে রাখিত, পাছে সে স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়। এই সন্দেহ প্রযুক্ত সীপাই আপন পত্নীকে কোথাও রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতে যাইত না। এই প্রকারে কিছু কাল গতে সীপাই বড় দুঃস্থ হইল, একারণ এক দিবস সেই স্ত্রী কহিল যে স্বামি, কেন তুমি বিদেশ যাও না? এবং কি জন্যে চাকরি ব্যবসায় ত্যাগ করিলা? স্বামী জবাব দিল যে পাছে আমি কার্য্যার্থে গেলে তুমি দুষ্ট ক্রিয়া কর, এই ভাবনা করিয়া তোমাকে কুত্রাপি রাখিয়া চাকরি করিতে যাইতে পারি না। ইহা শুনিয়া স্ত্রী কহিল যে আপনি এমত বিচার করিতেছেন, এ ভাল নহে; কেননা যে স্ত্রী সাধ্বী হয়, তাহাকে কেহ ভুলাইয়া দুষ্টা করিতে পারে না; এবং যে নারী ভ্রষ্টা হয়, তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানেতে কখন রাখিতে পারে না।

তখন সীপাই প্রশ্ন করিল যে এখন তুমি আমাকে কি বল? সেই ভার্য্যা কহিল, শুন স্বামি, আমার পরামর্শ এই যে তুমি বিদেশে যাইয়া চাকরি করহ, এবং আমি তোমাকে এক পুষ্পগুচ্ছ দিব; যদবধি সেই পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকিবে, তদবধি তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি কোন মন্দ কর্ম্ম করি নাই; যখন পুষ্পগুচ্ছ শুষ্ক হইবে, তখন জানিবা যে আমা-হইতে কিছু মন্দ ক্রিয়া হইয়া থাকিবে। সীপাই ইহা শুনিয়া বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করিল। সীপায়ের স্ত্রী স্বামিকে বিদেশ গমন কালে আপন এক পুষ্পগুচ্ছ দিয়া বিদায় করিল। অনন্তর সীপাই আর এক সহরে পঁহুছিয়া তদ্দেশীয় এক জন প্রধান লোকের পুত্রের নিকটে চাকর হইল, কিন্তু স্ত্রীদত্ত পুষ্পগুচ্ছ সর্ব্বদা আপন সঙ্গে রাখিত। হেমন্ত কাল উপস্থিত হইলে পর সেই বড় মানুষের তনয় সভাস্থ লোকদিগকে কহিল যে এই সময় কোন পুষ্পোদ্যানে নবীন ফুল দৃষ্টিতে আইসে না, এবং ধনবান-দেরও হস্ত প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে এই দৈন্য সীপাই প্রত্যাবধি নূতন পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে আনে? সভাস্থ ব্যক্তিরা কহিল যে আমরাও ইহাতে চমৎকৃত হইতেছি। তার পর সেই ধনবানের পুত্র সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি এ পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে এবং কি প্রকারে আন? সীপাই কহিল যে এই পুষ্পগুচ্ছ আমার গৃহিণী আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছে যে যাবৎ এই পুষ্পগুচ্ছ নবীন থাকিবে, তাবৎ তুমি নিশ্চয় জানিবা আমি সাধ্বী আছি, কোন মতে ভ্রষ্টা হই নাই; যখন শুষ্ক দেখিবা, সেই কালে জানিবা যে আমি দুষ্ট ক্রিয়া করিতেছি; ইহা বলিয়া পুষ্পগুচ্ছ আমাকে দিয়া বিদায় করিয়াছে। আমিরের পুত্র ইহা

শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে তোমার স্ত্রী মোহিনী জানে, অতএব পুষ্পগুচ্ছ নবান দর্শাইতেছে। পরে সেই ধনবানের পুত্রের নিকট দুই জন পাচক অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বোদ্ধা ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন পাচককে ধনবানের নন্দন আজ্ঞা করিলেন যে তুমি সীপায়ের বাটীতে যাইয়া ছলের দ্বারাতে সীপায়ের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া সকল অবগত কর। সূপকার সেই ধনবানের পুত্রের আজ্ঞামত সীপায়ের সহরে গেল; সেখানে পঁহুছিয়া এক কুট্টনীকে সীপায়ের স্ত্রীর সমীপে প্রেরণ করিল। কুট্টনী সীপায়ের পত্নীর নিকট যাইয়া কোন প্রকারে পাচকের সমাচার পঁহুছাইল। সীপায়ের স্ত্রী শুনিয়া কুট্টনীকে কিছু কথা কহিয়া এই উত্তর দিল যে সে পুরুষকে আমার নিকট আনহ, প্রথম আমি সে পুরুষকে দেখি, আমার উপযুক্ত বটে কি না। পরে কুট্টনী সেই সূপকারকে সঙ্গে করিয়া সীপায়ের বাটী লইয়া গেল। পরে সীপায়ের স্ত্রী সূপকারের কর্ণেতে কহিলেন যে তুমি একণে এ বাটীহইতে গমন কর এবং কুট্টনীকে এই রূপ কহ, যে ঐ স্ত্রী লোক আমার উপযুক্ত নহে, এমত স্ত্রীর সহিত আমি প্রীতি করিব না। তার পর তুমি একাকী আমার গৃহে আইস, কেননা কুট্টনী জাতি বিশেষ জ্ঞাত হইলে তার পরে প্রকাশ হয়; অতএব কুট্টনীকে এ সংবাদ কহিও না। সূপকার এই কথা পসন্দ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিল। সীপায়ের বাটীতে এক শুষ্ক কূপ ছিল; সীপায়ের স্ত্রী সেই কূপের উপর ভগ্ন রজ্জুতে ছাওয়া এক খট্টা, তাহাতে এক চাদর বিছাইয়া সূপকারের আইসনের পূর্ব্বে সেই কূপোপরে সেই শয্যা রাখিল। সূপকার আসিবামাত্র সীপায়ের স্ত্রী সে খট্টাতে বসিতে বলিল। পরে সূপকার তাহাতে বসিবামাত্র একবারে কূপমধ্যে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল। তদনন্তর সীপায়ের পত্নী জিজ্ঞাসিল, কহ, হে মনুষ্য, তুমি কে বট? কোথাহইতে আসিয়াছ? সূপকার অনুপায় দেখিয়া সীপায়ের আর আমিরের পুত্রের সকল কথার বিস্তার বলিল। পরে সূপকার এইরূপ আপদগ্রস্ত হইয়া যাইতে পারিল না। আমিরের তনয় সূপকারের যাওনের বিলম্ব হওয়াতে দ্বিতীয় সূপকারকে বিস্তর ধন দিয়া সওদাগরের ন্যায় সাজাইয়া সীপায়ের স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে দ্বিতীয় সূপকার সীপায়ের বাটীতে পঁহুছিয়া পূর্ব্ব পাচকের দশার মত কূপের ভিতর পড়িয়া দুই জনে একত্র রহিল। ইহাদিগের এক জনেরও ফিরিয়া না যাওয়াতে আমিরের পুত্র কহিলেন যে ইহারা দুই ব্যক্তি গেল, তাহার মধ্যে এক জনও ফিরিল না, ইহার কারণ কি? বুঝিতে পারি না; অতএব এইক্ষণে আমি গেলে ভাল হয়। ইহা মনে বিচার করিয়া এক দিবস মৃগয়ার নাম করিয়া সীপাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীহইতে গমন করিয়া সীপায়ের দেশে পঁহুছিলেন। পরে সীপাই আপন আলয়ে যাইয়া সেই তাজা পুষ্পগুচ্ছ আপন স্ত্রীর সম্মুখে

রাখিল। এবং স্ত্রীকে যে সব বিষয় ঘটিয়াছিল,তাহা বিশেষিয়া স্ত্রী আপন স্বামিকে কহিল। পরদিবস সীপাই আমিরপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে লইয়া অতিথি সেবা করিল। সীপায়ের স্ত্রী সেই দুই সূপকারকে কূপহইতে বাহির করিয়া কহিল যে আমার আলয়ে অদ্য অতিথিরা আসিয়াছেন, অতএব তোমরা স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া অন্নাদি খাদ্য দ্রব্য তাহাদের সম্মুখে রাখ আর সেবা কর, তবে তোমাদিগকে মুক্ত করিব। দুই জন সূপকার নারীর বস্ত্র পরিয়া খাদ্য সামগ্রী সেই আমিরের নন্দনের সাক্ষাতে লইয়া গেল; কিন্তু পাচকদিগের কূপে থাকাতে আর মন্দ আহার করাতে মস্তক আর দাড়ির চুল উঠিয়া গিয়াছিল, এ জন্যে আমিরের পুত্র প্রথম চিনিতে না পারিয়া সীপাইকে জিজ্ঞাসিল যে তোমরা কি অপরাধে এই দাসীদের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ? সীপাই জবাব দিল যে ইহারা যে ঘাইট কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ নিবেদন করিব। পরে আমিরের পুত্র অতি নিরীক্ষণ করিয়া চিনিলেন যে সেই সূপকারেরা। তাহারাও আমিরপুত্রের সাক্ষাতে বিস্তর রোদন করিল এবং আমিরপুত্রের পাদাবনত হইল। ইত্যবসরে সীপায়ের পত্নী ঘরহইতে কহিল যে ওহে আমিরনন্দন, শুন, তুমি আমার স্বামির হস্তে পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া হাস্য করিয়া এই ব্যক্তিদিগকে আমার সতীত্ব বিবেচনার্থে পাঠাইয়াছিলা; এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিলা আমি কি প্রকার স্ত্রী। আমিরপুত্র সকল দেখিয়া আর কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

V.—*Tale of the Fowler and Parrot.*

এক ব্যাধ এক তোতাকে বাচ্চাসুদ্ধা ধরিয়াছিল তাহার কথা।

এক সময়েতে এক ব্যাধ এক তোতার বাসাতে ফাঁদ পাতিয়া যখন বাচ্চাসুদ্ধা তোতাকে ধরিল, তখন তোতা অনুপায় হইয়া বাচ্চাদিগকে কহিল, এখন এই যুক্তি যে তোমরা সকলে মৃতের ন্যায় হও, তবে ব্যাধ তোমাদিগকে মৃত দেখিয়া ফাঁদহইতে বাহিরে ফেলাইয়া দিবে; আমাকে একাকী লইয়া গেলে ক্ষতি নাই, কেননা আমি কোন উপায়ে রক্ষা পাইয়া তোমাদের নিকটে পঁহুছিব। পরে বাচ্চারা তদনুরূপ করিল। ব্যাধ তাহাদিগকে মৃত জানিয়া ফাঁদহইতে বাহিরে ফেলিবামাত্রেই তাহারা উড়িয়া এক বৃক্ষের শাখাতে বসিল। পরে ব্যাধ ইহাই দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া তোতাকে ভূমে আছাড় দিতে উদ্যত হইল এবং কহিল, বাচ্চারা তোর পরামর্শেতে পলাইয়াছে অতএব তোকে নষ্ট করিব। তখন তোতা কহিল যে ওহে ব্যাধ, আমাকে হত্যা করিলে তোমার কি লাভ

হইবে? তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমি আপনার মূল্য তোমাকে এত দেখাইব, যতকাল বাঁচিবা তত দিবস আর কোন ব্যবসা করিতে হইবেক না, কেননা আমি বৈদ্যক শাস্ত্রেতে অতি নিপুণ। ব্যাধ এই সকল কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া কহিল, শুন তোতা, আমার দেশের রাজার নাম রায় কামরূপ; তিনি অনেক দিবস অবধি বড় পীড়িত,তুমি তাঁহাকে সুস্থ করিতে পারিবা। তোতা কহিল, এ বড় ক্ষুদ্র বিষয়; আমি এমত চিকিৎসক, যদি এক জনের শরীরে দুই সহস্র ব্যাধি থাকে, তাহাও আমি সহজ ঔষধে দূর করিতে পারি; কিন্তু তুমি আমাকে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া আমার বিদ্যার পরিচয় দেও, তবে তুমি আমাকে বহুমূল্যেতে বিক্রয় করিতে পারিবা। তার পর ব্যাধ তোতাকে পিঞ্জরমধ্যে করিয়া রায় কামরূপের সমীপে লইয়া গিয়া কহিল, মহারাজ, এই তোতা চিকিৎসাশাস্ত্র বড় ভাল জ্ঞাত আছে। রায়কামরূপ ইহা শ্রবণ করিয়া কহিল যে এক জন শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকে আমার বড় প্রয়োজন আছে; যদি এ তোতা বড় ভাল চিকিৎসক হয়, তবে ইহার মূল্য কি লইবা? তাহা বল। ব্যাধ কহিল যে এ তোতার মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা। রায় তৎক্ষণাৎ দশ হাজার তঙ্কা ব্যাধকে দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া লইলেন। পরদিবস তোতা রায় কামরূপের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে রাজার পীড়া অর্দ্ধেক উপশম করিয়া কহিল, ও রায় কামরূপ মহারাজ, আমার নিবেদন শুন, আমার ঔষধে তোমার অর্দ্ধেক ব্যামোহ দূর হইয়াছে; যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে পিঞ্জরহইতে বাহির কর, তবে আর যে ঔষধেতে প্রয়োজন আছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া আনিয়া ভাল করিতে পারি; নতুবা পিঞ্জরে থাকিয়া কি প্রকারে চেষ্টা করিব? রায়কামরূপ এই কথা সত্য জ্ঞান করিয়া তোতাকে পিঞ্জরহইতে বাহির করিয়া দিলেন। তোতা পিঞ্জরের বাহির হইবামাত্র উড়িয়া গেল, আর আইল না।

VI—*Tale of the Tiger and Bráhman.*

এক ব্যাঘ্রের কাছে এক ব্রাহ্মণ লোভ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল তাহার কথা।

এক নগরে এক ব্রাহ্মণ ধনবান ছিলেন; অকস্মাৎ সে ব্রাহ্মণ দৈন্য হইয়া অনুপায় দেখিয়া বিদেশে গমন করিলেন। পরে এক দিবস সেই বিপ্র বনমধ্যে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে এক সরোবরের পাড়েতে এক ব্যাঘ্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে এক খেঁকশিয়ালি আর এক হরিণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিপ্র ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়া দাঁড়াইলেন, ইতিমধ্যে সেই খেঁকশিয়ালির আর মৃগের দৃষ্টি ব্রাহ্মণের উপর পড়িবা-

মাত্রে তাহারা পরামর্শ করিল, যদি ব্যাঘ্র এই দুঃখি ব্যক্তিকে দেখে, তবে নষ্ট করিবেক; অতএব কোন উপায় কর্ত্তব্য, যেন ব্যাঘ্র উহাঁকে নষ্ট না করিয়া কিছু দেয়। মৃগ আর খেঁকশিয়ালি এই যুক্তি স্থির করিয়া ব্যাঘ্রকে কহিতে লাগিল যে তোমার দান এমত প্রকাশ হইয়াছে, যে ইহা শুনিয়া অদ্য এক দুঃখি ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহাকে আপন নিকটে ডাকিয়া বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে যে সব ব্যক্তিদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাদের অলঙ্কার সকল সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছিল, সে সমস্ত অভরণ বিপ্রকে দিয়া বিদায় করিল। পরে ব্রাহ্মণ স্বর্ণের লোভেতে পুনরায় সেই ব্যাঘ্রের নিকটে গেলেন। সে দিবস এক গোবাঘা আর এক কুক্কুর সেই ব্যাঘ্রের নিকটে ছিল; তাহারা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ব্যাঘ্রকে কহিল, এই মনুষ্যের এত আস্পর্দ্ধা যে তুমি না ডাকিতে আপনি তোমার সমীপে আসিতেছে, কিছু ভয় করে না। ব্যাঘ্র ইহাদের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া লম্ফ দিয়া আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে চিরিয়া খান২ করিল।

VII—*Tale of the Cat and the Mice.*

এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের নিকট এক বিড়াল মূষিকদিগকে নষ্ট করিয়া আপন কার্য্যহইতে অপদস্থ হইয়াছিল তাহার কথা।

এক বনেতে এক অতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র থাকিত; সেই ব্যাঘ্রের বার্দ্ধক্যের কারণ সমস্ত দন্তেতে ছিদ্র হইয়াছিল; ব্যাঘ্র যখন মাংস ভোজন করিত, তখন মাংসখণ্ড সেই দন্তের ছিদ্রেতে কিঞ্চিৎ লাগিয়া থাকিত; অপর সেই বনে বিস্তর মূষিক ছিল, তাহাতে ব্যাঘ্র নিদ্রা গেলে তাহারা ঐ সকল মাংসখণ্ড দন্তহইতে টানিয়া লইত; এ জন্যে ব্যাঘ্রের সুখের নিদ্রাতে দুঃখ হইত। ব্যাঘ্র ইন্দুরদিগকে দূর করিবার কারণ আর২ যে সব সভাসদ পশু ছিল, তাহাদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসিল; তাহাতে খেঁকশিয়ালি নিবেদন করিল যে তোমার প্রজা এক বিড়াল আছে, তাহাকে আজ্ঞা কর যে সমস্ত রাত্রি এখানে চৌকিদারি করে। ব্যাঘ্র খেঁকশিয়ালির মন্ত্রণায় নিষ্কর্ম্মান্বিত এক বিড়ালকে ডাকাইয়া কোটালের কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিল। পরে বিড়াল তদাজ্ঞানুসারে কোটালি কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইলে ইন্দুরেরা বিড়ালকে দেখিয়া পলাইল। সেই দিবসাবধি ব্যাঘ্র স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইত, এ কারণ ব্যাঘ্র সেই বিড়ালকে বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া তাহার পদবৃদ্ধি করিল। কিন্তু বিড়াল ইন্দুরদিগকে কেবল ভয় দেখাইত, কেননা ইন্দুরদিগকে নষ্ট করিলে ব্যাঘ্রের সহিত আমার কোন প্রয়োজন থাকিবেক না এবং আমাকেও এ কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেক না,

ইহা বিবেচনা করিয়া কখন একটি ইন্দুরকেও নষ্ট করিত না। পরে এক দিবস বিড়াল আপন বৎসকে ব্যাঘ্রের নিকট আনিয়া কহিল যে আমি অন্য কোন স্থানে এক কার্য্যে যাইতে চাহি; যদি আজ্ঞা হয়, তবে আপন বৎসকে এ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া যাই, কল্য আসিয়া পঁহুছিব। পরে ব্যাঘ্র বিদায় করিলে বিড়াল আপন বৎসকে কার্য্যস্থানে রাখিয়া অন্যত্র গেল। অনন্তর বিড়ালের বৎস যে ইন্দুরকে দেখে তাহাকেই নষ্ট করে; এই রূপে সকল ইন্দুরকে নষ্ট করিল, এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যে সকল ইন্দুর নষ্ট হইল। দ্বিতীয় দিবস বিড়াল পঁহুছিয়া ইন্দুরদিগকে নষ্ট দেখিয়া আপন বৎসকে তিরস্কার করিয়া কহিল যে তুই কেন ইন্দুরদিগকে নষ্ট করিয়াছিস? বৎস বলিল যে তুমি গমন সময়ে কেন আমাকে বারণ কর নাই? ইহাতে বিড়াল ও বিড়ালবৎস দুই জনেই অপ্রস্তুত হইলে কএক দিবস পরে ব্যাঘ্র কোটালি কর্ম্মহইতে বিড়ালকে তগির করিল।

VIII.—*Tale of the Frog and the Snake.*

সকল মণ্ডূকের প্রধান সাপুর নামে এক মণ্ডূক ছিল, তাহার এবং এক ভুজঙ্গের কথা।

আরব্ দেশে এক বড় গভীর কূপমধ্যে বিস্তর মণ্ডূকের সরদার সাপুর নামে এক মণ্ডূক ছিল। পরে সাপুর সমস্ত মণ্ডূকের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলে মণ্ডূকেরা ব্যস্তিব্যস্ত হইয়া পরস্পর কহিল যে সাপুরের উৎপাতেতে আমাদের প্রাণ শেষ হইল, অতএব এই উচিত যে আর এক মণ্ডূককে প্রধান করি। তাহারা এই পরামর্শ স্থির করিয়া আর এক ভেককে সরদার করিয়া সাপুরকে সে স্থানহইতে বাহির করিয়া দিল? অনন্তর সাপুর অনুপায় দেখিয়া এক সর্পের সুড়ঙ্গের নিকট যাইয়া অল্পেং শব্দ করিতে লাগিল। সর্প ঐ শব্দ শুনিয়া সুড়ঙ্গহইতে আপন মস্তক বাহির করিয়া সাপুর মণ্ডূককে দেখিয়া বিস্তর হাস্য করিয়া কহিল যে ও মণ্ডূক, তুমি আমার ভক্ষ্য দ্রব্য, অতএব কেন আপন প্রাণ দিতে আমার নিকটে আসিয়াছ? সাপুর উত্তর করিল যে আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। সর্প জিজ্ঞাসিল যে সে কি? তাহা কহ। সাপুর মণ্ডূক আপনার দশা জানাইয়া বলিল যে মণ্ডূকদিগকে তুমি নষ্ট করিয়া আমার স্থান আমাকে দেও। সর্প ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সাপুরকে অনুগ্রহ করিয়া কহিল, সে কূপ আমাকে দেখাও, তবে তাহাদিগকে হস্তবশ করিয়া তোমার বাসস্থান তোমাকে দিয়া আসিব। পরে সাপুর ভুজঙ্গকে সঙ্গে লইয়া গমন করিয়া সেই কূপ দেখাইলে সর্প তাহার মধ্যে যাইয়া কিছু দিবসেতে সাপুর ব্যতিরেক সে সকল মণ্ডূককে ভক্ষণ করিল। পরে

এক দিবস সেই সর্প সাপুরকে কহিল যে আরতো একটি মণ্ডুকও কূপমধ্যে নাই; এখন আমি বড় ক্ষুধিত আছি, অতএব শীঘ্র তুমি আমার আহারের আয়োজন কর, কদাচ অভুক্ত রাখিও না। সাপুর সর্পকে কহিল যে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া মণ্ডুকদিগকে নষ্ট করিয়া আমার বাসস্থান লইয়াছ, এখন আমার স্থান আমাকে দিয়া তুমি আপন বাটীতে যাও। ইহাতে সর্প বলিল যে তোমাকেও ত্যাগ করিয়া যাইব না। ইহা শ্রবণমাত্র সাপুর ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায়! কেন সর্পের স্থানে উপকার চাহিয়াছিলাম? ভাল করি নাই। পরে সাপুর বিবেচনা করিয়া সর্পকে কহিল যে এ স্থানহইতে কিছু দূরে মণ্ডুকেতে পরিপূর্ণ এক কূপ আছে; যদি আমাকে আজ্ঞা কর, তবে আমি সে স্থানে যাইয়া কোন রূপে তাহাদিগকে ভুলাইয়া তোমার নিকটে আনি। ইহা শুনিয়া সর্প তুষ্ট হইয়া সাপুরকে বিদায় দিল। পরে সাপুর সেই কূপহইতে বাহিরে আসিবামাত্র পলাইয়া এক বড় পুষ্করিণীতে লুকাইয়া রহিল। কএক দিবসাবধি সাপুরের না আসাতে সর্প কূপহইতে বাহির হইয়া আপন স্থানে গমন করিল।

IX.—*Tale of the Black Rabbit and Tiger.*

এক শিয়াগোস এক ব্যাঘ্রের স্থান লইয়াছিল তাহার কথা।

এক গহনে এক ব্যাঘ্র আর তাহার সভাসদ এক বানর ছিল; পরে এক দিবস ব্যাঘ্র ভ্রমণ করিতে গেলে এক শিয়াগোস সেই স্থান ভাল দেখিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইলে সেই বানর তাহাকে কহিল যে ও শিয়াগোস, এ স্থান ব্যাঘ্রের; তোমার এমন কি ক্ষমতা যে তুমি বিনা আজ্ঞায় ব্যাঘ্রের স্থানে বাস করিবা? শিয়াগোস উত্তর করিল যে এই স্থান আমার পৈত্রিক, অতএব আমি লইলাম; তুই কি জানিস যে আমাকে এমত বলিস? বানর ইহা শুনিয়া নিরস্ত হইলে সেই শিয়াগোসের স্ত্রী শিয়াগোসকে কহিল যে আমাদের এ স্থানে থাকা কোন প্রকারেই পরামর্শ নয়, কেননা আমরা ক্ষুদ্র জন্তু হইয়া ব্যাঘ্রের সহিত আপনাদিগকে সমান করিতেছি এ কেবল নষ্ট হইবার কারণ। ইহা শুনিয়া শিয়াগোস স্ত্রীকে কহিল যে প্রিয়ে, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না; যে কালে ব্যাঘ্র আসিবে, সেই কালে আমি কোন ছলেতে তাহাকে এ স্থানহইতে দূর করিব। পরে কিছু কালান্তরে সেই বানর ব্যাঘ্রের আগমনের সংবাদ পাইয়া অগ্রে গিয়া শিয়াগোসের সহিত যেমত২ কথোপকথনের দ্বারা কলহ হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত ব্যাঘ্রকে জ্ঞাত করাইল। ব্যাঘ্র তাহা শুনিয়া কহিল, সে শিয়াগোসের সাধ্য নয় যে আমার স্থান লয়; অতএব বুঝি সে আমাহইতে কোন বলবান জন্তু হইবেক। বানর বলিল, সে তোমাহইতে কোন

মতে বড় নয়। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার উত্তর করিল সে এ কি কথা? আমাহইতে বহু জন্তু বলবান এবং বড় আছে। ইহা বলিয়া ব্যাঘ্র ভীত হইয়া আপন স্থানের নিকট গমন করিয়া গোপনে রহিল। শিয়াগোস ব্যাঘ্রের আগমনের পূর্ব্বে আপন স্ত্রীকে কহিল, আমি অনুমান করিতেছি, বানর ব্যাঘ্রকে আনিতে গিয়াছে; কি জানি কখন্ আইসে। অতএব এক্ষণে এই পরামর্শ, যখন ব্যাঘ্র নিকট পঁহুছিবে, তখন তুমি বৎসদিগকে ক্রন্দন করাইও; তাহাতে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, যে কেন বৎসেরা রোদন করিতেছে? সেই সময় তুমি কহিও, ঘরে যে মাংস আছে, তাহা ভোজন না করিয়া ব্যাঘ্রের টাট্‌কা মাংস ভোজন করিতে চাহিয়া রোদন করিতেছে। তাহার পর শিয়াগোসের স্ত্রী ব্যাঘ্রকে বাটীর নিকট আসিতে দেখিয়া বৎসদিগকে রোদন করাইতে লাগিল; তাহা শুনিয়া শিয়াগোস আপন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিল, বৎসেরা কি জন্যে ক্রন্দন করিতেছে? স্ত্রী কহিল যে বৎসেরা খাইতে না পাইয়া রোদন করিতেছে। শিয়াগোস কহিল, কেন? কালিকে বিস্তর ব্যাঘ্রের মাংস আনিয়া তোমাকে দিয়াছিলাম, তাহা কিছু নাই? স্ত্রী উত্তর করিল যে বাসি মাংস ভক্ষণ না করিয়া টাট্‌কা মাংস খাইতে চাহে। তখন শিয়াগোস বৎসদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল সে তোমরা রোদন করিও না, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি শুনিয়াছি যে এখানকার ব্যাঘ্র অদ্য পঁহুছিবে, অতএব কিছু ভাবনা নাই, ঐ ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিয়া টাট্‌কা মাংস ভোজন করাইব। পরে ব্যাঘ্র শিয়াগোসের এই কথা শুনিয়া তাহাকে চিনিতে না পারিয়া দূরে পলাইয়া বানরকে কহিল যে আমি পূর্ব্বে শুনিবামাত্রেই বলিয়াছিলাম, সে শিয়াগোস নয়, তাহার এমত যোগ্যতা কি? আর কোন শক্তিমান পশু হইবেক। বানর প্রত্যুত্তর করিল যে আপনি শঙ্কা করিবেন না, ও শিয়াগোসই বটে, তোমাকে ভয় দেখাইতেছে। এই কথায় ব্যাঘ্র ফের শিয়াগোসের বাসার সমীপে গেল। তাহা দেখিয়া শিয়াগোসের স্ত্রী পুনর্ব্বার বৎসদিগকে রোদন করাইতে লাগিল। শিয়াগোস কহিল যে ও স্ত্রী, বৎসদিগকে চুপ করাও, অদ্য ব্যাঘ্রের মাংস অবশ্য পাইব,কেননা বানর আমার অতি প্রিয়তম, অতএব আমার নিকট দিব্বি করিয়া কবুল করিয়াছে যে কোন প্রকারে ব্যাঘ্রকে ভুলাইয়া আমার নিকটে আনিবেক; অতএব তুমি বৎসদিগকে চুপ করাও, নতুবা ব্যাঘ্র আমাদের কথার শব্দ শুনিয়া এখানে আসিবে না। ব্যাঘ্র এই সকল বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বানরকে ধরিয়া খান২ করিয়া পলায়ন করিল, পুনর্ব্বার আর আইল না।

X.—*Tale of the Weaver.*

জরির নামে এক জন তাঁতি ছিল, সে আপনার কপাল সহকারি করে নাই, তাহার কথা।

এক নগরে জরির নামে এক জন তন্তুবায় ছিল, সে সর্ব্বদা পট্টবস্ত্র বুনিত, এক দণ্ডও অবকাশ ছিল না, তথাচ তাহার কিছু লভ্য হইত না। এক জন মন্দবস্ত্রবুনক জরিরের বন্ধু ছিল। পরে এক দিবস জরির সেই বন্ধুর স্বর্ণাদি পরিপূর্ণ অট্টালিকাময় বাটীতে যাইয়া মনে২ বিবেচনা করিল যে আমি রাজাধিরাজের উপযুক্ত বস্ত্র বুনি, তথাচ আমার রুটি-তে লবণ হয় না; এই ব্যক্তি এমন মন্দ বস্ত্র বুনিয়া এত অর্থ কোথাহইতে পাইল? ইহা বিবেচনা করিতে২ আপন বাটীতে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল যে এই নগরমধ্যে আমার তুল্য বস্ত্র বুনিতে কেহ পারে না, কিন্তু সকলে আ-মার ব্যবসাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে; অতএব উচিত হয় যে আমি অন্য সহরে যাই, সে স্থানে আমার বিস্তর সম্মান এবং মর্য্যাদা হইবেক। পরে জরিরের স্ত্রী উত্তর করিল, যাহা তোমার অদৃষ্টে আছে, যে খানে যাইবা তাহাই হইবে, এক দিবসও কপালের অধিক কিছুই তুমি পাইবা না; অতএব কেন বিদেশ যাইয়া কর্ম্মভোগ করিবা? জরির ইহা না শুনিয়া গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া কিছু কাল সেই স্থানে থাকিয়া ব্যবসার দ্বারা বিস্তর মুদ্রা পাইল; পরে আপন বাটীতে গমন করিতে২ পথ-মধ্যে রাত্রি হইলে এক স্থানে থাকিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিল। পরে জরিরের নিদ্রা হইলে এক চোর তাহার সকল টাকা চুরি করিয়া পলাইতেই জরির গাত্রোত্থান করিয়া চোরের পশ্চাৎ দৌড়িয়া গেল; কিন্তু ধরিতে না পারিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার সেই দেশে যাইয়া কিছু কাল ব্যবসা করিয়া অনেক মুদ্রা একত্র করিয়া পুনর্ব্বার বাটী প্রস্থান করিল। যে স্থানে রাত্রি হয়, অতি সাবধানে সেই স্থানে থাকে, তথাচ তাহার মুদ্রা চোরে লয়। ইহাতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রিক্ত হস্তে বাটী পঁহুছিয়া এই সব কথা আপন স্ত্রীকে কহিল। স্ত্রী ইহা শুনিয়া উত্তর করিল যে প্রথমেতেই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে যাহা কপালে আছে, কোন স্থানে গেলে তাহার অধিক হইবে না; কিন্তু তুমি ইহা না শুনিয়া বিদেশ গিয়াছিলা। কহ, কি লভ্য করিলা? এই কথায় জরির বড় লজ্জিত হইল।

XI.—*Tale of the Four Friends.*

চারি জন ধনবান নির্ধন হইয়াছিল তাহার কথা।

বলক নামে এক সহরে চারি জন বন্ধু ধনবান ছিল, তাহাদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। কতক কাল পরে সেই চারি জন দুঃখী হইয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া আপনাদের দশার বিস্তারিত কহিলেন। সেই পণ্ডিত তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে চারি মণি দিয়া কহিলেন যে এই চারি মণি তোমরা চারি জন আপন ২ মস্তকে রাখিয়া প্রস্থান কর। কিন্তু যাহার মস্তকহইতে মণি যে স্থানে পড়িবেক, সেই ভূমি খনন করিলে যাহা বাহির হইবে, সে ব্যক্তি তাহাই লইবে। পণ্ডিত এই রূপে সকলকে বিদায় করিলে তাহারা পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরে গমন করিতে এক জনের মস্তকের মণি খুলিয়া ভূমিতে পড়িলে ঐ ব্যক্তি সেই স্থান খনন করিয়া তাম্র দেখিয়া আর তিন জনকে কহিল যে আমার প্রাক্তনে তাম্র ছিল, তাহা বাহির হইল, অতএব আমি এ তাম্রকে স্বর্ণহইতে উত্তম জানিয়া লইলাম; যদি তোমরা চাহ, তবে এই স্থানে থাক। তাহারা তিন ব্যক্তি স্বীকৃত না হইয়া কিছু পথ যাইতে দ্বিতীয় জনের মাথার মণি মৃত্তিকায় পতন হইলে সে ব্যক্তি সেই স্থান খুঁদিয়া রূপার আকর দেখিয়া অন্য দুই জনকে বলিল যে আমার কপালহইতে রূপা বাহির হইয়াছে, অতএব তোমরাও এই স্থানে থাকিয়া লও; এবং তাহারা দুই পুরুষ সম্মত না হইয়া সেই স্থানহইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিতেই তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকের মণি মাটিতে পড়িল। পরে সেই জন ঐ স্থান খুঁদিয়া স্বর্ণের আকর দেখিয়া চতুর্থ জনকে কহিল, স্বর্ণহইতে অধিক আর কোন বস্তু নাই; অতএব আইস, দুই জনে এই স্থানে থাকি। চতুর্থ ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া মনে করিল যে আরও অগ্রে গেলে রত্ন পাইব; ইহা ভাবিয়া এক ক্রোশ পথ গমন করিতেই সেই মণি ভূমিতে পড়িলে সে জন সেই স্থান খনন করিয়া লোহার আকর দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিল যে হায়! কেন স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম! যদি বন্ধুর কথা শুনিতাম, তবে ভাল হইত। ইহা বলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বন্ধুর এবং স্বর্ণের অন্বেষণ করিল। তাহা দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার সে লোহা লইতে আসিয়া বিস্তর অন্বেষণ করিলে তাহাও পাইল না। অনন্তর সেই দুঃখী অনুপায় দেখিয়া সেই পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তাহাকেও সে স্থানে না দেখিয়া অতি খেদিত হইল।

XII.—*Tale of the Jackal made king.*

এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।

এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাতে মস্তক প্রবেশ করাইলে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহুশ্রমে জালাহইতে বাহির হইয়া বনে গেল। আর২ জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিল যে এ কোন বৃহৎ জন্তু হইবে। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনাদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল; কিন্তু তাহার শব্দেতেও তাহাকে কেহ চিনিতে পারিল না। পরে সেই শৃগাল অন্য ক্ষুদ্র পশুদিগকে আপন নিকটে দরবারের সময় দাঁড় করাইত; শিবারা প্রথম সারিতে, এবং খেঁকশিয়ালিরা দ্বিতীয় সারিতে, ও হরিণেরা তৃতীয় সারিতে, বানরেরা চতুর্থ সারিতে, গোবাঘারা পঞ্চম সারিতে, ব্যাঘ্রেরা ষষ্ঠ সারিতে, হস্তিরা সপ্তম সারিতে, সকলে এই প্রকার দাঁড়াইয়া থাকিত। যখন শিবারা রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ করিত, একারণ তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত না। কতক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবাদের সহিত কলহ করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র আর হস্তিকে আপন নিকটে স্থান দিল; রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিত, সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহাদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল, তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিল।

XIII.—*Tale of the low man employed by a King.*

এক রাজা এক শুণ্ডিককে সেনাপতিকর্ম্মেতে চাকর রাখিয়াছিলেন, শেষে তাহাহইতে যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ হইল না, তাহার কথা।

এক দিবস এক শৌণ্ডিক মদিরাপানেতে মত্ত হইয়া কুজা আর বোতলের উপর পড়িয়া তাহার গাত্রে স্থানে২ ক্ষত হইয়াছিল; কিছু দিবসের পর সে সকল ক্ষত শুষ্ক হইয়া ভাল হইল, কিন্তু সকল গাত্রে তলোয়ারের চোটের ন্যায় চিহ্ন থাকিল। অকস্মাৎ সেই শৌণ্ডিকের দেশেতে বড় দুর্ভিক্ষ হইল, একারণ শৌণ্ডিক চাকরির জন্যে বিদেশ গমন করিয়া এক নগর মধ্যে পঁহুছিয়া সেই নগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাজা তাহার গাত্রেতে তলোয়ারের চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিলেন যে এ

ব্যক্তি বড় বীর হইবে, কেননা অস্ত্রাদির চিহ্ন সকল গাত্রে আছে। রাজা ইহাই বিবেচনা করিয়া সেই শৌণ্ডিককে চাকর রাখিয়া মর্য্যাদাবান করিলেন। কএক দিবসের পর রাজার অকস্মাৎ এক রিপু উপস্থিত হইল। তখন রাজা সেই শৌণ্ডিককে সকল সৈন্যের সেনাপতি কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত করিয়া আপন শত্রুর সহিত যুদ্ধার্থে পাঠাইতে চাহিলেন। শৌণ্ডিক সমরের কথা শুনিয়া অতিভীত হইয়া রাজার অগ্রে নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি জাতিতে শৌণ্ডিক, আমাহইতে কখন যুদ্ধ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে না, এবং আমি যুদ্ধ জানিও না। রাজা ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন যে আমি কুক্কুরকে সিংহের কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, এ আমার বড় লজ্জার বিষয়। ইহা ভাবিয়া আর এক জন উপযুক্ত মনুষ্যকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধের জন্যে প্রেরণ করিলেন

XIV.—*Tale of the compassionate Tiger.*

এক ব্যাঘ্র দয়া করিয়া এক শৃগালবৎসকে আপন বৎসদের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিল তাহার কথা।

এক বনে এক ব্যাঘ্র আর এক ব্যাঘ্রী এই দুই ব্যক্তি দুই বৎসের সহিত থাকিত। এক দিবস ব্যাঘ্র সেই বনের পার্শ্বে মৃগয়ার্থে বহু ভ্রমণ করিয়া কিছু না পাইয়া বহু শ্রমযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সে স্থানে আসিতেছিল, ইতিমধ্যে এক দিবসের এক শৃগালবৎস সেই পথের মধ্যে পড়িয়াছিল; তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র লইয়া আপন স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, অদ্য এই বৎস আমি পাইয়াছি, কিন্তু ইহাকে ভক্ষণ করিতে দয়া হয়, বরঞ্চ দুই এক দিবস অনাহারে থাকিব, তথাচ এমন বৎসকে আহার করিতে পারিব না; কিন্তু তুমি উপবাসী থাকিতে পারিবা না, ইহাকে যদি ভক্ষণ কর, তবে আমার গোচরে এই বৎসকে ভোজন করিও না। ব্যাঘ্রী ইহা শুনিয়া কহিল, তুমি পুরুষ, তোমাদের অন্তঃকরণ বড় কঠিন, তাহাতে তোমার দয়া জন্মিল; স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ বড় কোমল; আমিও স্ত্রী; কি প্রকারে এই বৎসকে আহার করিব? যদি তুমি আজ্ঞা কর, তবে এই বৎসকে পালন করি, যে প্রকার উহার মাতা পালন করিত। ব্যাঘ্র কহিল, ভাল। পরে ব্যাঘ্রী আপন বৎসদের সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। দুই তিন মাস পরে ব্যাঘ্রের দুই বৎস এবং শৃগালবৎস এই তিন বৎস বড় হইল; কিন্তু ব্যাঘ্রবৎসেরা ঐ শৃগালবৎসকে আপনাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া একত্র খেলা করিত। এক দিবস সেই তিন বৎস মৃগয়া করিতে গমন করিয়া এক হস্তিকে দেখিয়া

ব্যাঘ্রের দুই বৎস হস্তির দিগে দৌড়াইল। শৃগাল ক্ষুদ্র পশু, হস্তিকে দেখিয়া পলায়ন করিয়া এক তরুর গহ্বরে গোপন হইল। যখন ব্যাঘ্র বৎসেরা দেখিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পলাইয়াছেন, তখন তাহারা বাটীর দিগে গমন করিয়া এক দণ্ড পরে বাটী পঁহুছিয়া আপন মাতাকে আপনাদের সমস্ত কথা গোচর করিল। ব্যাঘ্রী শুনিয়া কহিল যে তোমরা ব্যাঘ্রবৎস, সে শৃগালপুত্র, কি প্রকারে তোমাদের ন্যায় সাহস করিয়া হস্তির সহিত যুদ্ধ করিবে? ও পুত্রেরা, শুন; যে জন বড় তাহার বড় সাহস, সেই উত্তম কর্ম্ম করিতে চাহে; যে ক্ষুদ্র তাহার অল্প সাহস, সে কদাচিৎ বড় কার্য্য করিতে পারে না এবং বৃহৎ ব্যাপার করিতেও উদ্যত হয় না।

XV.—*Tale of the Serpent preserved.*

এক প্রধান লোকের পুত্র তিনি আপন জামার আস্তিনের মধ্যে সর্পকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার কথা।

এক প্রধান লোকের পুত্র এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, অকস্মাৎ এক সর্প যাইয়া সেই বড় মনুষ্যের সন্তানের অগ্রে উপস্থিত হইয়া কহিল, ও বড় মনুষ্যের পুত্র, আমার এক শত্রু যষ্টি হস্তে লইয়া আমাকে নষ্ট করিতে আমার পশ্চাৎ২ আসিতেছে, অতএব তুমি আশ্রয় দিয়া আমাকে রক্ষা কর। ইহা শুনিয়া আমিরপুত্র সেই নাগকে অনুকূল হইয়া আপন জামার আস্তিনেতে স্থান দিলেন, সর্পও সেই আস্তিন মধ্যে গোপন হইল। এক দণ্ড পরে এক ব্যক্তি লাঠি লইয়া সেইখানে পঁহুছিয়া সেই উত্তম লোকের পুত্রকে জিজ্ঞাসিল, এক কৃষ্ণবর্ণ সর্প আমার অগ্রে পলাইয়া আসিয়াছে, তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি না? আমির-নন্দন কহিলেন, আমি সর্প দেখি নাই। পরে সেই ব্যক্তি সেই স্থানের আশপাশ দৃষ্টি করিয়া সর্পের অন্বেষণ না পাইয়া বাহুড়িয়া বাটী গেল। তৎপরে আমিরপুত্র কহিলেন,ও সর্প, তোমার বৈরী বাটী গমন করিয়াছে, তুমি এখন বাহির হও। ভুজঙ্গ ইহা শুনিয়া কহিল, ও আমিরপুত্র, প্রথম তোমাকে দন্তাঘাতে নষ্ট করিব, তবে আমি বাহির হইয়া যাইব। ইহা শুনিয়া আমিরপুত্র কহিলেন,ও সর্প, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, তুমি আমাকে নষ্ট করিবা, এ কোন মতে ভাল নহে। সর্প উত্তর করিল, তুমি বড় মূর্খ ও নির্ব্বোধ; ইহা জান না, আমি সর্প খল জাতি? যখন তুমি আমাকে স্থান দিয়াছ,তখন আপনার মন্দ করিয়াছ। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন, যাহাদের উপকারবোধ নাই, তাহাদের উপকার করা অতি অকর্ত্তব্য এবং অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম। আমিরপুত্র ইহাই শ্রবণ করিয়া মনে ভয়

পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি প্রকারে ইহার হস্তহইতে রক্ষা পাই? পরে আমিরপুত্র সর্পকে চাতুরির দ্বারা কহিলেন, ও সর্প, শুন, আর এক সর্প আসিতেছে, তুমি বাহির হইয়া আমার সঙ্গে আইস, তাহাকে এই সব কথা দুই জনে জ্ঞাত করাই; সে তোমার জাতি, কিন্তু সে যদি বলে যে ইহাকে দংশন করা উচিত হয়, তবে তোমার স্বেচ্ছা যাহা হয় তৎক্ষণাৎ তুমি তাহাই করিও। সর্প ইহাই শুনিয়া আমার আস্তিনহইতে মুখ বাহির করিয়া অন্য ভুজঙ্গকে দেখিতে লাগিল। ইত্যবসরে আমিরের পুত্র এক বড় প্রস্তর হস্তে লইয়া ঐ দুষ্ট সর্পের মস্তকে সেই প্রস্তরাঘাত করিলেন; সেই প্রস্তরাঘাতে সর্প প্রাণত্যাগ করিল এবং আমিরনন্দন রক্ষা পাইলেন।

XVI.—*Tale of the Soldier and Goldsmith.*

এক সিপাই আর এক স্বর্ণকার অর্থের কারণ নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।

এক সিপাই এক ধনবান স্বর্ণকারের সহিত বন্ধুতা করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার যথেষ্ট ভরসা রাখিত এবং যথেষ্ট প্রত্যয় করিত, আপন কোন বিষয়ের কথা তাহাকে গোপন করিত না। এক দিবস সিপাই নগর ভ্রমণ করিতে যাইতেছিল, অকস্মাৎ পথমধ্যে দেখিল যে একটা থলি পড়িয়া রহিয়াছে। সিপাই সেই থলি হস্তে করিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দেখিল যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা আছে। পরে তাহাই দেখিয়া অতিহৃষ্ট হইয়া থলিহইতে সার্দ্ধ দ্বিশত স্বর্ণমুদ্রা গণনা করিয়া পুনর্ব্বার সেই থলির মধ্যে রাখিয়া থলি বন্ধ করিল। পরে সেই থলি সুদ্ধা আপনার বন্ধু স্বর্ণকারের নিকট গমন করিয়া কহিল, ও বন্ধু, এখন আমার প্রাক্তন ভাল হইয়াছে, বিনাশ্রমেতে এত স্বর্ণমুদ্রা পথমধ্যে পড়িয়া পাইলাম; কিন্তু আমার স্থানাভাব, অতএব তোমার গৃহমধ্যে রাখ। এই কথা বলিয়া সিপাই স্বর্ণমুদ্রা সুদ্ধা সেই থলি স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত করিল। কএক দিবসের পর সিপাই স্বর্ণকারের স্থানে সেই স্বর্ণমুদ্রা চাহিল। স্বর্ণকার স্বর্ণমুদ্রা না দিয়া তাহাকে কহিল, ও সিপাই, এতকাল তোমাকে বন্ধু জ্ঞান করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তুমি আমার শত্রু, কেননা আমাকে ধনবান দেখিয়াছ, এই হেতু মিথ্যা স্বর্ণমুদ্রার দাওয়া আমার উপর করিতেছ; তুমি কোন্ কালে আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলা? এ বড় মন্দ কথা যে আমার নিকট স্বর্ণমুদ্রা চাহ; যদি কোন ব্যক্তি শুনে, তবে সত্য কহিবে। সিপাই ইহাই শুনিয়া অনুপায় হইয়া কাজীর নিকট গিয়া সমস্ত

বৃত্তান্ত কহিল। পরে কাজী সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সিপাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও সিপাই, তোমার কেহ সাক্ষী আছে? সিপাই বলিল, আমার যদি সাক্ষী থাকিত, তবে সে কখন মিথ্যাকথা কহিতে পারিত না। পরে কাজী মনে বিচার করিলেন, স্বর্ণকার জাতি বড় বিশ্বাসঘাতক ও অধার্ম্মিক এবং চোর, এ সিপায়ের স্থাপিত ধন অবশ্য হরণ করিয়া থাকিবে, স্বর্ণকারের এ ক্রিয়া বড় আশ্চর্য্য নহে। কাজী এই বিবেচনা করিয়া সেই স্বর্ণকার আর তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারাও একান্ত মানিল না যে সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা জানি। কাজী স্বর্ণকারকে কহিলেন, ও স্বর্ণকার, আমি বিলক্ষণ জানিয়েছি. তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা লইয়াছ, কেন কবুল কর না? শুন, যদি তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা না দেও, তবে কল্য প্রাতে তোমার মস্তক ছেদন করিব। এই কথা কহিয়া কাজী আপন বাটীর মধ্যে গিয়া এক সিন্দুকের মধ্যে দুই জন মনুষ্য বসাইয়া সিন্দুকের মুখ বন্ধ করিয়া এক কুঠরির মধ্যে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার সেই স্বর্ণকারকে কহিলেন, ও স্বর্ণকার, যদি এখনও সিপায়ের মুদ্রা দেহ, তবে ভাল হয়; কিন্তু অদ্য যদি না দেহ, তবে তোমাদের দুই জনকে কল্য নষ্ট করিব। ইহাই বলিয়া সেই স্বর্ণকার ও তাহার স্ত্রী এই দুই জনকে যে গৃহে সিন্দুক রাখিয়াছিলেন, সেই গৃহে তাহাদের আটক করিতে আজ্ঞা দিলেন; দূতেরাও তাহাদের দুই জনকে সেই গৃহে আটক করিল। পরে অর্দ্ধরাত্রের সময় স্বর্ণকারের স্ত্রী স্বর্ণকারকে কহিল, ও নাথ, যদি তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা লইয়া থাক, তবে তাহা আমাকে বল, এবং কোথায় রাখিয়াছ তাহাও কহ। স্বর্ণকার কহিল, আমি স্বর্ণমুদ্রা লইয়াছি সত্য বটে, এবং ফলনা স্থানে ভূমির মধ্যে রাখিয়াছি। এই কথোপকথনের পর যখন রাত্রি প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইল, তখন কাজী বিচার করিতে বসিয়া স্বর্ণকার আর স্বর্ণকারের স্ত্রীকে আপন সাক্ষাতেডাকাইলেন। তাহার পর সিন্দুক আনাইয়া তাহাহইতে সেই দুই জনকে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, যে স্বর্ণকার রাত্রিতে আপন পত্নীকে কি কহিয়াছিল? তাহা কহ। তার পর সেই দুই জন যে কিছু কথোপকথন শুনিয়াছিল, সে সকল কাজীকে কহিল। কাজী আপন লোক স্বর্ণকারের বাটীতে পাঠাইয়া যে স্থানে সেই থলিসুদ্ধা স্বর্ণমুদ্রা পোঁতা ছিল, সেই স্থানহইতে থলিসুদ্ধা স্বর্ণমুদ্রা আনাইয়া সিপাইকে দিয়া স্বর্ণকারকে শূলেতে বসাইয়া নষ্ট করিলেন।

XVII.—*Tale of the Elephant.*

এক মণ্ডূক এক ভ্রমর এক পক্ষী ইহারা এক হস্তিকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা।

এক নগরের মধ্যে এক বৃক্ষ, তাহার শাখা ছত্রের ন্যায়, তাহার উপর এক ক্ষুদ্র পক্ষী অণ্ড রাখিয়াছিল। তার পর এক দিবস এক হস্তী সে স্থানে গমন করিয়া সেই বৃক্ষেতে আপন গাত্র ঘর্ষণ করিতে২ শরীরের ঠেসেতে বৃক্ষ লড়িয়া সেই সকল অণ্ড ভূমে পড়িয়া নষ্ট হইল। পরে সেই ক্ষুদ্র পক্ষী মনোদুঃখেতে দুঃখিত হইয়া সেই তরুর শাখাতে শরীর আছাড়িয়া সর্ব্বদা রোদন করিত। কিন্তু এক দিবস সেই ক্ষুদ্র পক্ষী মনে বিবেচনা করিল, আমি মসার তুল্য হস্তির কি করিব? পরে সেই পক্ষী হস্তিকে অভিশাপ দিয়া মনে বিবেচনা করিল যে এই হস্তী আমার বড় শত্রু; কোন ছল করিয়া ইহাকে দূর করিব; কিন্তু ইহাকে দূর করা আমার সাধ্য নহে; আমার এক দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী বন্ধু আছে, তাহার নিকট গমন করি। ইহাই স্থির করিয়া তাহার সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্তের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া কহিল, ও বন্ধ, এক হস্তী আমার দুঃখদায়ক হইয়াছে, অতএব আমার এই দুঃসময় উপস্থিত; তুমি আমার বন্ধু; যদি তুমি কোন উপায় না কর, তবে তোমার সহিত আমার কি প্রীতি? বন্ধুতা করা কিছু পরকালের কারণ নহে, কিন্তু বন্ধু তাহারে বলি যে দুঃসময়ে উপকার করে। ইহাই শুনিয়া দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী উত্তর করিল, এ বড় বিষম কর্ম্ম; আমি একাকী হস্তিকে দূর করিতে কখন পারি না; আমার এক বন্ধু ভ্রমর আছেন, তিনি অতি সুবোধ এবং বিবেচক; চল আমরা তাঁহার সহিত পরামর্শ করি। ইহা কহিয়া সেই দুই পক্ষী ভ্রমরের নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইল। ভ্রমর ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া কহিল, এ কর্ম্ম আমার সাধ্য নহে; চল, আমার এক বন্ধু মণ্ডূক আছেন, আমরা সকলে তাহার সমীপে যাইয়া পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয় তাহাই করিব। পরে তিন প্রাণী মণ্ডূকের নিকট পঁহুছিয়া তাহাকে ঐ সকল কথা জানাইল। ডিম্ব ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়া মণ্ডূক বিস্তর খেদ করিয়া কহিল, তুমি কিছু ভাবনা করিও না, নিরুদ্বেগে থাক; অনেকে পরামর্শ করিয়া চেষ্টা করিলে অতি উচ্চ পর্ব্বতকেও নীচ করিতে পারে। তাহার পর মণ্ডূক হস্তিকে সে স্থান ত্যাগ করাইবার কারণ মনোমধ্যে বিবেচনা স্থির করিয়া ভ্রমরকে কহিল যে তুমি হস্তির নিকট গমন করিয়া তাহার কর্ণে মধুর শব্দ কর যেন তাহা শুনিয়া সে মত্ত হয়; তদনন্তর এই দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী আপন ঠোঁঠের দ্বারা তাহার দুই লোচন উৎপাটন করিলে হস্তী পৃথিবীতে অন্ধ হইয়া ভ্রমণ করিবে; এই প্রকার কিছু কাল ভ্রমণ করিলে হস্তী

বড় ক্ষুধিত ও তৃষিত হইবে; যখন এই প্রকার হইবে, তখন তাহার অগ্রে আমি শব্দ করিতে২ যাইব; হস্তী আমার শব্দ শুনিয়া মনে বিবেচনা করিবে যে মণ্ডুক জল বিনা থাকে না, ইহা ভাবিয়া আমার পশ্চাৎ২ যাইবে; আমি তাহাকে এমত স্থানে ক্ষেপণ করিব, যে সে স্থানহইতে কখন উঠিতে পারিবে না এবং তাহার শব্দ কেহ শুনিতে পাইবে না, সে অনাহারে থাকিয়া মরিবে। এই পরামর্শ স্থির করিয়া তিন ব্যক্তি হস্তিকে ছলের দ্বারা নষ্ট করিয়াছিল।

XVIII.—*Tale of the Ass and Deer.*

এক গর্দ্দভ আর এক মৃগ এই দুই প্রাণী বন্ধনযুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।

এক গর্দ্দভ আর এক মৃগেতে অত্যন্ত প্রণয় ছিল, একারণ সর্ব্বদা একত্র ভ্রমণ করিত ও এক স্থানে থাকিত। কতক দিবসের পর বসন্তকাল উপস্থিত হইলে এক রাত্রিতে খর ও হরিণ এই দুই পশুতে আহারার্থে এক উদ্যানের মধ্যে গমন করিয়া গর্দ্দভ আহ্লাদিত হইয়া হরিণকে কহিল, ওহে হরিণ, এ বড় সুসময়, কেননা পুষ্প সকল বিকশিত হইয়াছে, এবং মন্দ২ সমীরণ বহিতেছে, তাহাতে কস্তুরীর সৌরভ আসিয়া দিক্ সকল আমোদিত করিতেছে, এখন গান করাতে মনের বড় তুষ্টি হয়, এই হেতু আমি গীত গাইতে চাহি। হরিণ ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া গর্দ্দভকে কহিল, ও হে গর্দ্দভ, তুমি গীতের কি জান? তোমার গান শুনিয়া কেবল রজক ভাল বলিবে, আর কোন ব্যক্তিরা তোমার গান শুনিয়া হাস্য করিবে; অতএব তোমার গীততে কোন প্রয়োজন নাহি; তুমি আমি চোরের ন্যায় এই উদ্যানে আসিয়াছি, যদি তুমি আপন গুণ প্রকাশ কর, তবে উদ্যানরক্ষকেরা জাগ্রৎ হইয়া তোমাকে এবং আমাকে কএদ করিবে। যেমত চোরেরা ধনবানদের বাটীতে চৌর্য্যার্থে গমন করিয়া এক গৃহের কোণে এক বোতল সুরা পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়া সেই বোতল সম্মুখে রাখিয়া পরামর্শ করিল যে আইস, সকলে প্রথম সুরাপান করি, তাহার পর চুরি করিব; ইহাই স্থির করিয়া চোরেরা সুরাপানে মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল, বাটীর কর্ত্তা ইহা শুনিয়া জাগ্রৎ হইয়া আপন ভৃত্যদিগকে জাগাইয়া সেই চোরদিগকে ধরিয়া বন্ধন করিল। এই কথা শুনিয়া গর্দ্দভ কহিল, ও হরিণ, শুন, আমি নগরে থাকি, তুমি বনে থাক, অতএব গীত কি বস্তু তাহা তুমি জ্ঞাত নহ; আমি তোমার বারণ একান্ত শুনিব না। ইহাই বলিয়া গর্দ্দভ গীত আরম্ভ করিল। অনন্তর উদ্যানরক্ষকেরা জাগ্রৎ হইয়া তাহাদের দুই পশুকে বন্ধন করিল।

LETTERS—FROM THE LIPI MÁLÁ OR THE GARLAND OF WRITING.

লিপিমালা।

1.—*Letter of one King to another.*

রাজা অন্য রাজাকে লেখেন।

পবিত্রপুর পরগনায় আপনকার পিতামহ বাপী খননেতে দৈবক্রমে কতগুলি ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন রাজাধিরাজ তার প্রতি মনোযোগ করিলেন না। সেই ধনোপলক্ষ্যে তাহার পুত্র কএক জন সেনা সংগ্রহ করিয়া শিরসী পরগনার রাজা নিঃসন্তান বিয়োগ হইলে তাহার কিঞ্চিৎ ভূমি অন্যায় ক্রিয়া করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। পিতাহইতে পুত্র ভাগ্যবন্ত ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন বটে, তথাচ এই দ্বারের অপেক্ষিক, কখন অহঙ্কারে মত্ত হইতেন না, এবং অন্যের হিংসাহীন ছিলেন। এখন শুনি আপনি দৈবপরাক্রান্ত, লোক দান শৌর্য্য কীর্ত্তি বীর্য্য রাজ্য সম্পদে মহা অহঙ্কৃত, এবং দেবীসীমার চর যাহা চিরকালাবধি এ মহারাজ্যভুক্ত, শিরসীর সহিত তাহার কোন অংশাংশী নাই, তথাচ আপনকার ইচ্ছা নিজ পরাক্রমে তাহা অধিকার করেন, এ কি আশ্চর্য্য? ভাল২ এও ভাল। আপনকার এমত২ পরাক্রম হইল, এ একটা আনন্দের বিষয় বটে; কিন্তু শুন কহি, অবধান কর; এ কি? তুমি কোন্ মানুষ যে তুমি কটক পাঁচনী কর এ অঞ্চলের উপর? এ তোমার কি প্রকার ইতর বিবেচনা? কোথা শুনিয়াছ? "শুনি

* The *Lipi málá* was printed in 1802, when Bengáli prose was in its infancy. The extracts from it which follow here, contain numerous *disjecti membra poetæ*, and some of them are very difficult.

আহারে শার্দ্দূল?" স্থগিত হও; এ সামান্য বিষয় প্রযুক্ত এখানকার কোপের বাহুল্য হয় না; "শৃগালের গর্জ্জনে কেশরী নাহি রোষে।" যদিস্যু হইল তবে তোমার কি গতিক হইবে? কোথায় যাইবা? তোমার সহায় বা কে? এবং রক্ষা বা কে করিতে পারে? এখানকার ক্রোধ যদি হয়, তবে "প্রতি ইন্দ্র সখা করিলেও না পাবে রক্ষা," বৈরিদম্য সেনা মোর যদ্যপি কোপে সসৈন্যেতে সংহার করিবে। সকুটুম্বে সাবধান; আপনার পিতৃ পিতামহের সুখ্যাতিতে সুখ্যাতান্বিত হইয়া কোন ক্রমে দিনপাত করিতেছ, ইহাতে বিরস কেন হয়? এখানকার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তুমি কি স্থির করিবা? নিসাদাধিপ রাজা বলবন্ত রায়, যাহার অসঙ্খ্য সেনা, এবং দর্প মান কত বড়, তাহার পরাক্রমের সীমা কি? "যমসম বৈরী হইলে দৃষ্টে করে ভেদ।" যাহার রাজ্য পঞ্চবিংশতি দিবসের পথ বিস্তার, ও সেনার কোলাহল সিন্ধুগর্জ্জন প্রায়, এমত মহারাজা নরপুরী নগরের আশে আপন শক্তি প্রকাশ করিয়া রণ করিল। বৎসরাবধি সে বিরোধ উপস্থিত ছিল; অবশেষে বৈরিদম্য সেনা আপনাদের পরাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে সহজে বলবন্তকে সংহার করিয়া এবং তাহার প্রতিবাদী যে কেহ আসিয়া হইল সমস্তকে নিবারণ করিল, জয়২কার ধ্বনি সর্ব্বত্র ব্যাপক করাইল। এখন সে নিসাদ রাজ্য এ অধিকার ভুক্ত। ইহাতে তোমার এ কি বুদ্ধি? "শিবা হইয়া কর বাদ সিংহের সহিত।" তুমি কাঙ্গাল এ প্রযুক্ত তোমাকে কহি, সাবধান২, এমত২ দুঃসাহস আর কখন করিও না। তুমি দীন, এখানকার লেখায় দরিদ্র, সহায়হীন; যদি দেবীসীমার চরে তোমার সেনার গমন হইয়া থাকে, তবে সেখানকার প্রজারা যাহাতে এ পর্য্যন্ত আন্দোলন না করে, এই জন্যে তাহাদের যে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহার দ্বিগুণ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পরিতোষ করা তোমার উচিত। তাহা না করিলে রক্ষা পাওয়া ভার। যাহা হউক, এমত ২ করিয়া সবান্ধববর্গে ও সসৈন্যে একত্র হইয়া বৈরিদম্য সেনার সাধনা করিলে বুঝি রক্ষা হইতে পারে। একারণ ক্ষীণ হীন দীন অকিঞ্চন লোকদের ব্যামোহেতে আমার অন্তর সদা কাতর এবং স্তবের বশ, অতএব ইহাই কর কহি শুন; যদি তোমার ভাগ্যোদয়ক্রমে জ্ঞানের বাহুল্য হয়, তবেই সে তোমার রক্ষা, নতুবা নয়। কিন্তু যদি দুষ্টমতি তোমার প্রকৃতির সখা হইয়া থাকে, তবে আর হিতোপদেশের আবশ্যক নাই, সৈন্য সাজনা বাহির হইয়া সমাচার লিখিলেই বৈরিদম্য প্রস্তুত হইবে। ইহার যাহাতে অভিরুচি, কিন্তু অদ্যই দেবীসীমাহইতে লোক উঠাইয়া লও, তাহার দ্বিক্ষণ গৌণ করিবা না। তোমার দশা গৌড়াধিপ ও একবর সাহের মত হবে। উপায় কি? ইতি।

II.—*Reply—Death of Parikhyita.*

রাজা অন্য রাজাকে।

বটে, আপনি যে প্রকার লিখিয়াছেন সে প্রমাণ। পূর্ব্বকালে আমার পিতামহ দৈবানুগ্রহে ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে পিতা মহারাজা দৈবপরায়ণ, এতদর্থে দেখ ভগবান তাঁহার সন্তান গুণসাগর রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি দৈবানুগৃহীত এবং আমার সামন্তও দৈবশিক্ষিত, তবে দৈবের সহিত অন্যের তুল্যতা কি? "নচদৈবাৎ পরং বলং।" আপনি কি আপনাকে বাখানিয়া অহঙ্কার করেন? দৈব গতিক এই, এবং তাহার সৃষ্টি এই মত; দেখ মান্ধাতা সগর দিলীপ প্রভৃতি যতং দিক্‌পতি ছিলেন তাহারা কোথায়? ইদানীন্ত দুর্য্যোধন কুরুপতি একাদশ অক্ষৌহিণীর কর্ত্তা, ভীষ্ম দ্রোণ তাহার সহায়, এবং ভগদত্তাদি অনেকং মহারাজানুগত বনবাসী, পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই সপ্ত অক্ষৌহিণীতে কি মত দৈবক্রমে সমস্তকে সংহার করিয়াছেন আসমুদ্র অধিকার যুধিষ্ঠির নৃপবর, সখা তার দেব নারায়ণ, অতএব দৈব বড় সভাহইতে হয় দৃঢ়, ইথে দ্বিধা না কর রাজন্। এখন আপনকার উচিত দেবীসীমার চর যাহা আদ্যোপান্ত শিরসীরদের ব্যাপ্ত তাহা দিয়া দৈবানুগৃহীতদিগের পূজা করেন, এবং কদাচ ভাবান্তর না করেন, তবে রক্ষা হইতে পারে। যদি আপনকার অনেক সেনা, এখানকার অল্প, তাহাতে কি করে? সহস্রাবধি মৃগমণ্ডলীতে এক সিংহ প্রচুর। কতগুলা কাকের পাল সেনা গোট করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এখানকার দুই চারি পরাক্রান্ত বীর যথেষ্ট; সামন্তের কার্য্য থাকুক। এ জন দৈবভাজন, দেবদত্ত পরাক্রম, সজ্জমান হইলে কাহার সাধ্য সম্মুখী হইবে? তোমার যোত্র কি? এবং কত বড় সাধ্য? আপনকার কার্য্য কি? যদি আপনকার বান্ধববর্গ রাজগণ একত্র হইয়া সজ্জমান হয়েন, দৈব প্রাদুর্ভবে একা আমার সুসাধ্য।

একার প্রতাপ এই শুনহ রাজন।
একা সিংহে কি করিবে ছাগ পশুগণ॥
একা ভীম শত ভাই কুরু পুত্র শাসে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে॥
একেলা বামন বলি পাতালে লইল।
এক নরহরি হিরণ্যাক্ষ বিদারিল॥
একার প্রতাপে ভয় কর মহাশয়।
অল্প হেতু সবংশেতে না হও নিক্ষয়॥

বিবেচনা করিবা দেবীসীমা শিরসী রাজ্য, সে আপনার নহে, অতএব পরধন লোভ বর্জ্জিত হও; নীতি শাস্ত্রোক্ত দুর্নীতি আকাঙ্ক্ষিত না হইবেন। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, সারোদ্ধার জানিবেন; দেখ কুরুপতি ধৃত-

রাষ্ট্র পরধনে লোভ করিয়া উত্তরকালে তাঁহার কি গতি হইল? আপনিও বৃদ্ধ, সেই দশা না হয়; দৈবের সহিত সাবধান হইবেন, বিবাদে প্রাধান্য যাইতে পারে। দেখ জ্ঞানবান দৈবের সহিত বিবাদ করে না, তাহার সাক্ষী কস্যপ পরিক্ষিত; সে বিষ প্রতিকার বিদ্যাতে অতি পারক ছিল, তথাপি দৈব বিরোধার্থে বাহুড়িল। তাহার বিশেষ করিয়া বলি, আপনি মনোযোগ করুণ, এ মহাভারতের এক অধ্যায়।

দ্বাপর যুগান্তে ভারতবংশে অভিমন্যু সন্ততি মহারাজা পরিক্ষিত সাধু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্ব প্রকারেতে শিষ্ট। এক দিবস মৃগয়াতে কার্য্যক্রমে অমাত্য ও সেনাগণের সঙ্গহইতে ভিন্ন হইয়া দৈবে দূর বন প্রবেশ করিয়াছিলেন; অত্যন্ত শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল না পাওনেতে বিবুক্ত জল অন্বেষণ করিতে২ দেখেন এক রম্য স্থল, কিন্তু জল নিকটের মধ্যে দেখেন না; এক জন মৌনব্রতে বসিয়াছে, তাহাকে বার২ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে উত্তর না পাইয়া কোপান্বিত হইয়া সেই স্থানে মৃত সর্প ছিল, তাহা সেই মুনির গলায় বেষ্টন করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। সে মুনির পুত্র আসিয়া পিতার বিগতি দেখিয়া উষ্মায় উষ্মান্বিত হইয়া জল হস্তে করিয়া শাপ দিল, যে জন মৃত সর্প আমার পিতার গলায় জড়াইয়াছে, অদ্যহইতে সপ্তম দিবসে তাহাকে তক্ষক কালসর্প দংশুক। পশ্চাৎ কাল বিদিত হইল সে ব্যক্তি ছিল রাজা পরিক্ষিত। মহামুনি মৌন ভঙ্গ হইয়া বিবরণ জ্ঞাপনেতে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পুত্রকে কহিলেন, পুত্র, মহারাজা পরিক্ষিতকে শাপগ্রস্ত করিলা? এ অনুচিত ক্রিয়া; আমার আশ্রমে অতিথি হইয়াছিল, আমরা তাহার আতিথ্য করিতে অভাজন হইলাম; সে আমাকে জ্ঞাত ছিল না। তাহাতে যদিস্যু কিছু অপরাধ করিয়া থাকে, তাহাতে এ মহাশাপ ঘাতি করণ অতি অবিচার; অতএব তাহাকে শাপান্ত কর। মুনিপুত্র নিবেদন করিল, পিতঃ, আমি মহাকোপে এ শাপ দিয়াছি, ইহার বিমোচন আমার সাধ্য নহে, ইহা জানিয়া যে কর্ত্তব্য হয় আজ্ঞা হউক। ইহাতে সে ঋষি বিমর্ষ হইয়া বিস্তর রোদন করিলেন এবং জানিলেন, অমোঘ ব্রহ্মশাপ মোচন হইতে পারে না। তাহার এক শিষ্য দিয়া রাজাকে সম্বাদ দিলেন। রাজা সপরিবারে ব্রহ্মশাপার্থ ভীত হইয়া এক মুক্তিস্থানের মধ্যে এক মঞ্চ রচনা করিয়া তাহার উপর রত্ন মণ্ডিত বিরাজের স্থান রচনা করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিলেন, এবং অনেক২ সর্পবিদ্যার ওঝাগণ স্থানে২ আপনাদের ঔষধ ও গুণ মন্ত্র স্থাপনা করিয়া রহিলেন। এই মতে ষষ্ঠ দিবস গত হইলে সপ্তম দিবসে তক্ষক সর্পরাজ বান্ধবগণের সহিত প্রস্তুত হইয়া গতি করিতেছিল। ইতিমধ্যে কস্যপ ব্রাহ্মণ দরিদ্র, ধন ও সুখ্যাতি পাওনের আশয়ে রাজা পরিক্ষিতকে সর্প বিষজ্বালে রক্ষা করণার্থে হর্ষচিত্তে হস্তিনায় গতি করিতেছিল। পথের মধ্যে কামরূপী নাগরাজ

ব্রাহ্মণের বেশে গতি করিতেছিল, দ্বিজকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কহ দ্বিজ, কোথায় গমন করিতেছ? কশ্যপ বলিলেন, শুনিয়াছি অদ্য তক্ষক নাগ রাজা পরিক্ষিতকে দংশন করিবে, আমি গুরুমন্ত্র বলে তাহাকে রক্ষা করিব; ইহাতে আমার ঐহিক পারত্রিকের দুয়েরি ফল হইবে। ইহা শুনিয়া নাগ বলিল, তুমি নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ, "কার সাধ্য রক্ষা করে তক্ষক দংশনে?" দ্বিজ বলিল, এমত কেন কহ? তক্ষক কোন ছার? আমি গুরুমন্ত্র প্রভাবে অবাধে রাজাকে রক্ষা করিব। এ কথা শুনিয়া নাগ কোপান্বিত হইয়া বলিল, আমি তক্ষক, শুন, তুমি কি মত ওঝা দেখিব; দেখ, আমি বৃক্ষে দংশন করি রক্ষা কর দেখি। এমত কহিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া যাইয়া বৃক্ষকে দংশন করিল, তাহার মহাবিষানলে বৃক্ষ সমূলে ভস্ম হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ওঝা দ্বিজ উল্লম্ফন করিয়া তাহারি এক মুষ্টি ভস্ম ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই গর্ত্তে মহামন্ত্রাভিষিক্ত করিয়া স্থাপনা করিলে তাহাতে একটী অঙ্কুর হইয়া সেই দণ্ডে বৃদ্ধি পাইতে২ পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্বমত বৃক্ষ হইল, তাহার কিঞ্চিৎ বিচ্ছেদ হইল না; বিশেষতঃ কাষ্ঠাহরণ কারণ যে এক ব্যাধ তাহাতে আরোহণ করিয়া বৃক্ষের সহিত ভস্ম হইয়াছিল, সেও আরবার জীবন পাইল। এ সমস্ত দেখিয়া নাগরাজ বিমর্ষ হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, দ্বিজ, আমি জানিলাম তোমার শক্তি আছে আমার দংশন রক্ষা করিতে, কিন্তু বিপ্রশাপ দৈব ক্রিয়া, তাহাতে কিমতে রক্ষা করিবা? "কার শক্তি রক্ষা করে দৈব নির্ব্বন্ধনে? যদি তু তাহাতে কেহ হয় শক্তিমান, দৈব বিরোধে কাহারো নাহিক কল্যাণ।" শুন দ্বিজ, তুমি দরিদ্র, কিঞ্চিৎ ধনার্থে দৈবের বাধা জন্মাইতে চাহ? ইহা করিও না; আমি তোমাকে এক মহাধন দিব যাহা তার ভাণ্ডারে নাই। এত বলি নাগরাজ আপনার মস্তকহইতে মণি কাড়িয়া দিল, শওয়া মোন সোণা প্রতিদিন প্রসব হয়। দ্বিজ ভাবিলেন, ধন পাইলাম, ব্রহ্মশাপ দৈব বটে, অতএব দৈবের সহিত বিরোধ অনুচিত; ধন পাইয়া বাহুড়িয়া পুনর্ব্বার নিজালয় গমন করিলেন। অতএব জ্ঞানবান লোক জানে দৈব বিরোধে ভদ্র নাই, বিবেচনা করিও।

পরে সে সর্প কি কর্ম্ম করিলেন, তাহা যদি জানিতে চাহ, তবে বলি শুন। নাগ দূতমুখে সম্বাদ পাইয়া জানিল, রাজার সমীপে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক কেহ যাইতে পারে না, অতএব তাহার পরিবার সমস্তই দ্বিজরূপ হইয়া কতগুলীন ফল ও পুষ্প রাজাকে আশীর্ব্বাদ কারণ হাতে করিয়া লইলেন; কামরূপী নাগরাজ তাহারি এক ফলের মধ্যে কীটরূপ হইয়া প্রবেশ করিয়া রহিলেন। নাগ কিঞ্চিৎ বেলা বক্রি থাকিতে যাইয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই ফল ও পুষ্পে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বসিলে রাজা কহিলেন, এ কি হইল? সূর্য্য অস্তগত হইল আসিয়া, অমোঘ ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হইল, এ কি চমৎকার? ইহাতে

আমার বহু পাপ জন্মিবে। এই কহিতে২ সেই আশীর্ব্বাদীয় ফল ভঙ্গ করিতে২ তাহারি এক ফলের মধ্যে দেখেন এক কীট অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ-বর্ণ, তাহার মুখ রক্তবর্ণ। দেখিয়া রাজা কহিতেছেন, শুন তোমরা সবে, ব্রহ্মশাপ ব্যত্যয় হয়, এত ভাল নহে, অতএব এ কীট তক্ষক হইয়া আমাকে সংহার করুক। এত বলিয়া ব্রহ্মতালুতে কীট থুইয়া বলিলেন, এ তক্ষক হউক, সকলি বলিল, হউক না! কামরূপী নাগ নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া রাজাকে নাশ করিয়া অন্তরীক্ষে গতি করিয়া প্রস্থান করিল, রাজার শরীর বিষা-নলে দাহন হইয়া গেল।

আর আপনি যাহা লিখিয়াছিলেন সেনা সাজান করিয়া সম্বাদ দিতে, তাহাতে ধমকানের অনুভব হইল, আপনি আপনাকে যে জ্ঞান করিয়াছেন তাহা এখন ত্যাগ করুণ; এখন সে কাল গত হইল; এখন বাতাস ফিরিয়া বহিতেছে জানিবেন। আর এও বাস্তব্য বটে; যদি সর্ব্বকাল এক জন দুর্ভাগ্যগ্রস্ত থাকে, তবে অন্যের গত্যন্তর হইবে না। ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার, বর্ষাকাল গতে শীতের সমাগম হইবেই। অতএব কালক্রমে এক জনের বৃদ্ধি, তাহাতে শোকিত কেন? নিগূঢ় বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবেন। আমার বিবেচনা এই আইসে, এই আপনকার ভদ্র, অনেক কালাবধি রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, এখন দৈব ইচ্ছা এক জনকে সর্ব্বাধিপ করিতে, এবং আপনিও আপন মনে বুঝিয়াছেন আমি দৈব পরাক্রান্ত। এমত হইলে পরিবারের সহিত প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকি-বার আটক হয় না, নতুবা বুঝি আপনকার শেষদশা উপস্থিত, কেবল দেবীসীমার চরের কারণ সবংশে সংহার হয়েন বা। এ দুইতেই আমি সম্মত, যাহাতে আপনকার ইচ্ছা হয় সেই মত করিবেন। অদ্য এখান-কার সামন্ত প্রস্তুত মতে দেবীসীমায় প্রস্থান করিল; সাবধান পূর্ব্বক জ্ঞাপনমিতি।

III.—*Letter of a king to a subject—of Dakhya.*

রাজা চাকরকে লেখেন।

অথ বিবরণঞ্চ বিশেষ, তোমার ও অঞ্চলের মধ্যে মহাপীঠ জ্বালামুখী সে অতি চমৎকৃত স্থান। শুনিলাম সেখানকার সেবাদি এখন পূর্ব্বমত হয় না, তোমার বড় একটা মনোযোগ সে বিষয় প্রতি নাই; এ বড়ই বিরুদ্ধ কথা। আমি বুঝি তুমি তাহাতে জ্ঞাত নহ, অতএব সে বিবরণ লিখিতেছি, মনোযোগ করিবা। মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা, মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে, তাহার নাম সতী। দক্ষ মহাব্যক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র, শিব তাহার যামাতা বটে; কিন্তু ইনি অনাদি, কত

কোটি ব্রহ্মা ইহার আজ্ঞাবহ; তাহাতে দক্ষ কোন্ ব্যক্তি? তাহার পূর্ব্ব সাধনাক্রমে মহাশক্তি ভগবতী তাহার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইলেন। মহাদেব দক্ষকে শ্বশুর ভাবে প্রণাম করেন না, ইহাতেই দক্ষ মহাদেবের প্রতি আনন্দিত কখন নহেন, বরং কুপিত হইয়া কখন কুৎসা বাক্য মহাদেবের বিপরীতে কহেন। এই মতে কতক কাল গত হয়।

এক সময় ভৃগু মহামুনি যজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ হইলে সমস্ত দেবগণের আগমন, দক্ষ প্রজাপতি ইত্যাদিসমস্তই সভাস্থ, এই কালে মহাদেবের আগমনে সকলেই উত্থান করিয়া অভ্যর্থনা করিলে প্রজাপতি দক্ষ অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া মহাদেবের প্রণাম না করাতে উত্থান করিলেন না, এবং আলাপও না করিয়া অন্য লোকের সহিত শিবনিন্দায় প্রবর্ত্ত। সেই হইতে দক্ষের দ্বেষ বিদ্বেষ এবং শিবনিন্দা সদা। পরে দক্ষ মহাকোপে নিজালয় যাইয়া আপনি যজ্ঞারম্ভ করিলেন, বিবেচনা এই যে আমার যজ্ঞে মহাদেবের নিমন্ত্রণ করিব না, ইহাতেই তাহার অপমান হইবে। এই মতে যজ্ঞারম্ভ করিয়া সমস্ত আহ্বান করিলেন, মহাদেব তাঁহার যামাতা, তাহার কন্যা মহাশক্তি সতী শিবের ঘরণী, তথাচ তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া রোষযুক্ত সমস্তই বিস্মৃতি কন্যা কি যামাতা কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলেন না।

এই মতে দক্ষের যজ্ঞ হইতেছে, ইতি মধ্যে সতী পিতৃগৃহে উৎসব শুনিয়া উৎকণ্ঠচিত্তা হইয়া অত্যন্ত কাতরা নিবেদন করিতেছেন, মহাদেব প্রভো, পিতৃগৃহে মহোৎসব, আমার চিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, পিতৃগৃহে যাইতে ইচ্ছা দেখ প্রাণনাথ, চিরকাল গত হইল মঙ্গলসূত্র করে তোমার ঘরে আসিয়াছি, পরে কখন পিতৃগৃহে যাই নাই, এবং মাতা পিতাকে দেখি নাই; আমি আমার মাতার কন্যা, মাতা আমাকে বড় ভাল বাসেন, আমিও সেই মত, আমার ইচ্ছা পিতৃগৃহে যাইতে, তুমি আজ্ঞা কর। এ কথা কহিয়া মহাদেবের চরণে ধরিয়া সাধনা করিলে মহাদেব বিমর্ষচিত্তে কহিতেছেন, শুন, তোমার পিতা পাষণ্ড, আমাকে মানে না। দেখ, সে আমাকে অমান্য করিবার নিমিত্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিল না, বিনা নিমন্ত্রণে তুমি গেলে সম্মান পাইবা না, এবং আমার নিন্দাতে তোমার দুঃখ হইবে, পশ্চাৎ তাহার বারণ হইবে না। অতএব অনিমন্ত্রিত স্থানে যাওয়া উচিত নহে। সতী কহিতেছেন, প্রাণনাথ, আপনার মাতা পিতার নিমন্ত্রণ অনিমন্ত্রণে কি হয়? তাঁহাদের কাছে পুত্র কন্যার সম্মান অসম্মান কি? আমার পিতা আমাকে বড়ই ভাল বাসেন, আমি বুঝি আমার অসম্মান করিবেন না।

সতী যাওনের উদ্যুক্তা, নিতান্ত শিবাজ্ঞা নহিলে সতী খিদ্যমানা রোদন করিতে২ মহাক্রোধেতে ক্রোধিতা হইয়া পদবৃজে গতি করিলে মহাদেব নন্দি মহাকাল শিবসেবককে আজ্ঞা করিলে মহাকাল মহাযান লইয়া

পশ্চাৎবর্ত্তিতা করিয়া কতক দূরে গেল। দেবী সে যানারোহণে দক্ষালয় উপস্থিতা হইলে প্রসূতী সতী কন্যাকে দৃষ্টমাত্রেই প্রেমানন্দে পুলকিতা হইয়া গদগদ চিত্তে যাইয়া কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই মতে প্রেমাসক্ত সতী মাতাকে প্রণাম করিয়া আর ২ সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণকে সম্ভাষ করিয়া যজ্ঞস্থানে পিতার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবামাত্রেই হরকোপে কুপিত হওয়াতে শিবনিন্দায় প্রবর্ত্ত হইয়া কহিল, কন্যে, তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ? তোমার স্বামী ভূতের পতি, শ্মশানে মসানে তাহার অবস্থিতি, হাড় মালা গলায়, সাপ লইয়া তাহার খেলা, বাদিয়ার বেশ; তোমার কপাল মন্দ, অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে, আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। এ দেবসভা, আমি ব্রহ্মার পুত্র, বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পারে না। সতী কহিলেন, পিতা, এমত কুৎসা মহাদেবের প্রতি কহ কেন? মহাদেব দেবদেব, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি যাঁহার পদযুগে শরণাগত, যে হর মহাবীর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিলেন, যে হর কালকূট পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন, তাঁহাকে কুৎসা বাক্য তোমা ব্যতিরেক কেহ কহে না; তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন কর? নন্দি কহিল, দক্ষ, নিন্দার প্রতিফল পাইবা; যে মুখে শিবনিন্দা করিলা, তাহা তোমার নাশ হইয়া ছাগলবদন হইবে। এই সকল বাক্যে দক্ষ পুনর্ব্বার শিবনিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে সতী মহাক্রোধে উত্থান করিয়া কহিতেছেন, পিতা, সকলের উপযুক্ত গুরুনিন্দা শ্রবণে লোক নিন্দকের শির ছেদন করিবেক, নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেক, কিম্বা সে স্থান ত্যাগ করিবেক। আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করিব, তোমার আত্মজা তনু আর রাখিব না। এই কহিয়া বসন আঁটিয়া পরিয়া মধ্যস্থানে বসিয়া শিবরূপ ধ্যানে প্রাণত্যাগ করিলেন। সভার মধ্যে দানাগণে কোলাহল করিলে দক্ষ তাহাদিগকে মারিয়া খেদিয়া দিল। নন্দি দানাগণ সমুদায় লইয়া রোদন করিতে২ শিব সাক্ষাৎ নিবেদন করিবামাত্রেই মহাদেব ক্রোধাবিষ্ট, শিবের লোমাঞ্চিত হইতে২ মহাক্রোধাবেশ কালান্তকানল সম হইয়া মস্তকহইতে এক জটা ছেদন করিয়া ফেলিলেই তাহাতে মহাবীর বীরভদ্র উৎপন্ন হইলেন। বীরের মস্তক গগণে স্পর্শ করিলে মহাদর্পবান বীর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ সদা ক্রোধযুক্ত জন্মিবামাত্রেই করপুটে নিবেদন করিলেন, দেবদেব, আমি কি কর্ম্ম করিব? শিব কহিলেন, দক্ষকে সংহার করহ, এবং নষ্ট কর তাহার যজ্ঞ। আজ্ঞানুসারে বীর সাত কোটি দানা সহিত সজ্জমান হইয়া ক্ষণমাত্রেই দক্ষালয় উত্তরিয়া নখেতে দক্ষকে ছেদন করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে সমর্পণ করিলেন, এবং দানাগণে প্রস্রাব করিয়া যজ্ঞকুণ্ড পরিপূর্ণ করিল; ব্রাহ্মণদিগকে পৈথির রজ্জু দিয়া করবদ্ধ

করিয়া নানা মত দুর্নীতি করিল, কাহার অঙ্গ উৎপাটন করে, কাহার দন্ত ভাঁগিয়া ফেলে। এই মত অবস্থা সকলকে করিয়া যজ্ঞ নাশিয়া যাইয়া নিবেদন করিল চন্দ্রচূড়ের সন্নিধানে। পরে মহাদেব সতী অঙ্গ দর্শনার্থে দক্ষের ভবনে উপস্থিত হইয়া সতীর মৃতাঙ্গ মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে প্রবর্ত্ত, এই মতে মহাদেবের নৃত্যে পৃথিবী ভারাক্রান্তা হইয়া আর সহিষ্ণুতা করিতে পারিলেন না, ব্যস্তসমস্ত হইয় ব্রহ্মার গোচর নিবেদন করিলে ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণু ব্যতিরেক ইহার উপায় আমাদিয়া কিছু হইতে পারে না। পরে বিষ্ণুর স্তব করিয়া কহিলেন, প্রভো, পৃথিবী আর ভার সহিতে পারে না, এই মতে ব্রহ্ম বিষ্ণু সেই যজ্ঞস্থানে যাইয়া বিবিধ প্রকারে মহাদেবের স্তব করিয়া বিষ্ণু চক্রেতে সতী অঙ্গ ছেদন করিতে২ সমুদায়িক ছেদন হইয়া খণ্ড২ হইয়া পতন হইল। সাকল্যে একান্ন ভাগ হইয়া একান্ন স্থানে পতন হইল; সেই একান্ন স্থান হইল পৃথক ২ এক২ পীঠস্থান, তাহাতে মহাশক্তির এক২ এবং এক ২ ভৈরব অধিষ্ঠান, চূড়ামণি তন্ত্রে তাহার বিশেষণ দিয়াছে, অতএব এমত মহাস্থান তাহার সেবা চর্য্যা প্রকৃত মত করিবা, তাহার ইত্যাদির উপর অতিক্রম করিবা না। সাবধান ইতি।

IV.—Letter of a Son to his Father—Account of Chaitanya.

পরম পূজনীয় শ্রীযুত অমুক২ মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

শ্রীচরণ নিকটহইতে প্রস্থানের পরে চতুর্থ দিবসে এ স্থানে পৌঁছিয়া দেখি, এখানকার সমস্ত লোক চৈতন্য দেবের মেলায় গিয়াছে। চৈতন্য দেবের বিবরণ এই। বৈষ্ণবেরা কহে, পূর্ব্বকালে বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণব পৃথিবীতে অতি অল্প ছিল, হরিভক্তি ব্যতিরেক জীবের মুক্ত্যভাব, এতদর্থে আপনি কৃষ্ণ বৎসর শত চারি হইল নবদ্বীপ পুরিমধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণের ঔরসে সচি ব্রাহ্মণীর উদরে অবতার হইলেন, তাহার নাম থুইলেন গৌরাঙ্গ চন্দ্র। পরে এই মতে বাল্যক্রীড়ায় অল্প কাল যাপন করিয়া নবদ্বীপের প্রধান ভট্টাচার্য্য শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাটীতে পড়েন; যেমত আর২ পড়ুয়ারাও পড়েন, উনিও সেই মত পাঠ করেন বটে, কিন্তু ভট্টাচার্য্য যাহা একবার অধ্যয়ন করান তাহা তৎক্ষণাৎ অভ্যাস হয়, এমত উৎপন্নমেধা; এবং যাহা পাঠের মধ্যে আইসে নাই, তাহাও শুনিয়া অবগত, এমত শ্রুতিধর; আর রূপবান এবং কোমলাঙ্গ, বাক্য অমৃত তুল্য। ইহাতে সার্ব্বভৌম বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিবেচনা করিলেন, এ বালক কদাচ সামান্য নহে, ইহার তদন্ত আর কিছু থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই। এই চিন্তাতে ভট্টাচার্য্য সদা সর্ব্বদা

চৈতন্যের প্রতি তটস্থ থাকেন; ইহার পরীক্ষার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সমস্ত পড়ুয়াদের আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এক জন প্রতি দিবস প্রাতে আমার প্রাতঃস্নানের সময় ধূতি বস্ত্র এবং পুষ্পের শাজি ঘাটে লইয়া যাইও। এই নিয়ম থাকিল। তদনন্তরে পড়ুয়ারা প্রতি দিবস সেই নিয়ম মত এক জন বস্ত্র ও পুষ্প ঘাটে লইয়া যান, এই মত চৈতন্যের পালার দিন হইলে তিনিও সেই মত করিলেন। ভট্টাচার্য্য গৌরাঙ্গগমন জানিয়া কটি পর্য্যন্ত জলে দাণ্ডাইয়া বস্ত্রের কারণ চৈতন্যের দিগে হস্ত বিস্তার করিলে তিনি জলে তিন চারি পাদার্পণ করিলেন। তাহার পদবিক্ষেপের স্থলে এক২ পদ্ম প্রস্ফুটিত প্রতি পদের তলে হইল, ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু তখন কিছুই বলিলেন না। পরে সময়ান্তরে ভট্টাচার্য্য কহিলেন, গৌরাঙ্গ, শুন আমার নিবেদন, এত দিবস পর্য্যন্ত তুমি আমার পড়ুয়া ছিলা বটে, আজি অবধি আমার স্থানে আর আবশ্যক নাই পাঠ করিতে। যাহা হউক আমার সমস্ত পুথি প্রস্তুত আছে; যদি আবশ্যক হয় তাহা দৃষ্টি কর, ইহাতেই সমস্ত অভ্যাস হইবে; তুমি কেটা তাহা আমার সুগোচর হইল; তুমি সামান্য মনুষ্য নহ, তাহা আমার বস্ত্র প্রদানের সময় প্রকাশ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ কুণ্ঠিত হইয়া কহিতেছেন, মহাশয়, আমি আপনকার পড়ুয়া; যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমার কর্ত্তব্য। অতএব সেই দিবসহইতে চৈতন্য ভট্টাচার্য্যের সমস্ত পুস্তক আপনি২ আবৃত্তি করিতে২ অল্প কালেই মহামহোপাধ্যায় হইলেন। দেশেতে প্রকাশ হইল যে গৌরাঙ্গ সামান্য মনুষ্য নহেন, ইনি কোন অবতার হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে কতক কাল গত হয়, ইতিমধ্যে ইহাঁর বিবাহ ক্রমে২ একের বিয়োগে অন্য হইল, বয়ঃক্রমও পঁচিশ বৎসর হইল; তাবৎ সুন্দর রূপ প্রকাশ হয় নাই। ইতিমধ্যে কেশব ভারতী নামে এক জন দণ্ডী পশ্চিমহইতে আসিয়া চৈতন্যকে গুপ্তেতে ডাকিয়া কহিলেন, কহ, তুমি নিশ্চিন্ত আছ, তোমার বুঝি কিছু মনে নাই। যে কারণ তোমার আগমন, বুঝি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। এমত কথনের পরে তিনি কহিলেন, আমি প্রকাশ হওনের অসঙ্গতিতে নিরস্ত আছি, এবং আপনকার আপেক্ষিক। পরে দুই জন নবদ্বীপহইতে প্রস্থান করিয়া শান্তিপুর যাইয়া আর দুই জন অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ তিন জন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। এখানে চৈতন্যের মাতা এবং তাহার ব্রাহ্মণী এ সম্বাদ শ্রবণেতে নিতান্ত শোকাবৃতা হইয়া চিন্তাসমুদ্রে মগ্না। পরে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের সংসার আকাঙ্ক্ষা দূর হয় নাই, চৈতন্য আপনার ঐশিক গুণে ইহা জ্ঞাত হইয়া দুই জনকে কহিলেন, ভ্রাতারা, আমি বুঝি তোমাদের সংসারের মায়া আছে; অতএব হরি নাম প্রকাশ করণের মুল তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা হইবে, এই জন্যে তোমরা যাইয়া বিবাহ কর এবং

গৃহস্থাশ্রমে থাক, যত্নপূর্ব্বক হরি নাম প্রকাশ করহ। ইহাঁদিগকে এমত কহিয়া চৈতন্যদেব দণ্ড গ্রহণ করিলেন; ইহাঁরা দুই জন গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেন। চৈতন্য দেবের আর২ অনেক শিষ্য হইল; শত দুই শত লোক পারমার্থিক সাথে করিয়া সমস্ত ভূমি ভ্রমণ করেন, এবং লোকদিগকে ভক্তি জন্মাইয়া হরিমন্ত্র প্রদান করেন। কতক কাল এমত২ করিতে২ অনেক২ লোক বৈষ্ণব হইল। হরিনাম পৃথিবী ব্যাপ্ত হইলে আপনি চৈতন্য নীলাচলে যাইয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন। সেই চৈতন্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি নবদ্বীপে আছে, তাহার মহোৎসব বৎসর২ হয়; তাহাতে সমস্ত লোক দর্শনার্থে গিয়াছে; তাহাদের আগমন পর্য্যন্ত আমার এ স্থানে নিরুপলক্ষ থাকিতে হইল, কার্য্য সাধনা ব্যতিরেক প্রত্যাগমন করিলে কি হইবে? অতএব লোকদের আগমনাপেক্ষিক আছি, জ্ঞাতকারণ শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। এখানকার যাবদীয় লোক প্রায় বৈষ্ণব, শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য প্রায় নাই। ব্রাহ্মণ যাহারা আছেন, তাঁহারাও স্বধর্ম্ম ত্যাগী বৈষ্ণবপথাশ্রয়ী। এখানকার মোহন্ত এক জন বৈষ্ণব তাহার শিষ্য সকলে ব্রাহ্মণেরা, ও তাহার পাদোদক ইত্যাদি গ্রহণ করিতেছেন, এবং অধরামৃত লইতেছেন, বৈষ্ণবকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছেন, তাহাতে কোন দ্বিধা করেন না। ইহাতে যাহারা অধ্যাপক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ প্রকার অসঙ্গত ক্রিয়া কর কেন? তোমরা ব্রাহ্মণশরীর; তোমাদের শাস্ত্রে কহে ব্রাহ্মণ সকলের প্রধান; তবে বৈষ্ণবের ভজন কর কেন? তোমাদের এক জন ব্রাহ্মণ ভৃগু নামে বিষ্ণু বক্ষস্থলে পদাঘাত করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি সালগ্রামের মধ্যে আছে, এখন তোমরা এমত২ আচরণ কর কেন? ইহার প্রত্যুত্তর কাহা দিয়া হয় না; কহেন "বৈষ্ণব ভক্তি নহিলে সকলি বিফল," তাহার কারণ এই, জাতি অজাতি বিভেদ করণাকর্ত্তব্য, হরিতে ভক্তি যার সেই মহাজন জানিয়া শাস্ত্রে বলে "চণ্ডালোপি মুনি শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ। হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপিচাধমঃ।" অতএব হরি ভক্তিতে বর্ণের ভেদাভেদ করিবে না, এই এক আশ্চর্য্য এ দেশে দেখিতেছি, বিশেষ শ্রীচরণ নিকট পৌঁছিয়া নিবেদন করিব। ইতি।

V.—Letter of a Teacher to his Disciple.

গুরু লঘুকে।

অনেক দিবসাবধি তোমার ওখানকার সমাচার পাই নাই, তন্নিমিত্ত উদ্বিগ্ন; লোক যাতায়াতে মঙ্গলাদি সমাচার লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবা। তোমাদিগের অধিকারের কি ধারা হইতেছে তাহার বিশেষ বিশেষণ

লিখিবা; সুশাসিত যে প্রকারে হয়, তাহা করিবা; তাহাতে যে ব্যয় ব্যসন আবশ্যক হয় আমাকে লিখিবা; তাহা এখানহইতে পাঠাইব। তোমার ছোট খুড়া কোন্ স্থানে আছেন? এবং তাহার কার্য্য কর্ম্ম হইয়াছে কি না? যদি কোন স্থানে না গিয়া থাকেন, তবে এ স্থানে আসিতে কহিবা; এক কার্য্য উপস্থিত আছে, অতএব শীঘ্র পাঠাইবা। এ কার্য্য বড় ভাল, তিনি এখানে আসিয়া চেস্টা করিলে হইতে পারে; এ কার্য্য হইলে তাহার সাতে আর দুই এক জন প্রতিপালন হইতে পারিবে। আমাদীপুরের রাজস্ব কোন্ পর্য্যন্ত হস্তগত হইয়াছে তাহা লিখিবা, এবং তাহাতে মনোযোগ অতি বিস্তারিত আবশ্যক। প্রজালোক শত পঞ্চাশ ঘর পত্তন যে প্রকারে হয় করিবা। ব্যয় ব্যসনের যে আবশ্যক হয় লিখিলে এখানহইতে পাঠান যাইবে, কোন বিষয় ভাবনা করিবা না; দুর্গা প্রতুল করিবেন। বাটীর সংবাদ শীঘ্র যাহাতে পাই তাহা করিবা; সাঙ্গত্যক্রমে যদি তুমি একবার এ অঞ্চলে আসিতে পারহ, চেস্টা পাইবা; আবশ্যক আছে জানিবা। এবং এখানকার জন্য এক জন সেবাতি সেই স্থানহইতে আনিলে ভাল হয়, এ স্থানে সেবাতি লোক বিস্তারিত বেতনাকাঙ্ক্ষা করে, ওখানহইতে আনিলে অল্প বেতনে পাইবে। সংপ্রতি শুনিলাম তোমাদিগের ওখানে এক জন রাজক্রিয়াধ্যক্ষ আসিয়া ভূপাল লোককে বহু উৎপাত করিয়াছেন; কি নিমিত্ত তাহার বিশেষ লিখিবা; এবং প্রজা লোককে ধরাধরি করিতেছেন। যদিতু সত্য হয় তবে তুমি একবার শীঘ্র এখানে পৌঁছিবা, আমি এখানকার কর্ত্তার এক লিপি করিয়া দিলে আর কোন উৎপাত করিতে পারিবেন না। যদি ওখানে সুগতিক বুঝিতে পারহ, তবে আইসনের আবশ্যক নাই। জগদীশপুরের শ্রীযুত রতিকান্ত রায় কার্য্যান্তরে আমার এখানে আসিয়াছেন, এইক্ষণে ইনি এখানহইতে কিছুকাল যাইতে পারিতেছেন না। ইহার কি চেষ্টায় কথোপকথন তোমার সহিত ছিল তাহার বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ করিবা। এ ব্যক্তি নিতান্ত সজ্জন; ইহাঁর বিষয় যাহা কিছু করিতে পারহ, তাহাতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা উভয় লাভ। তুমি সদ্বিবেচক এ বিষয় বিস্তারিত লিখনাধিক। আর ২ বিষয় পূর্ব্ব২ পত্রে সমস্তই লিখিয়াছি, তাহাতেই জ্ঞাত আছহ, সেই মত করিবা। ঘোষ বাবু কি ধারায় কার্য্য করিতেছেন তাহার বিশেষ লিখিবা; তিনি বড় কার্য্যক্ষম নহেন। যখনকার যে বিষয় তাহাকে সাবধান করিয়া দিবা। তোমাদিগের অনুগত লোক যাহাতে কার্য্য শিক্ষা হয়, তাহা করিবা। এ সকল লোককে ভাল করিলে ঘোষণা থাকিবে, এবং ঐহিক পারত্রিকের সুখোৎপত্তি বটে, বিবেচনা করিবা। শ্রীযুত গোরাচাঁদ ঘোষের বুঝি শ্রীপুরের কর্তৃত্ব ভার হইবে, এমত শুনা যাইতেছে। যদিতু সত্য হয়, তবে আহ্লাদের বিষয় বটে; আমাদিগের এক আদ কার্য্য ভাল হইতে পারিবে। ইহার নিশ্চয় জানিয়া সমাচার

পশ্চাৎ লিখিব। বাটীর ছালিয়াদের পড়িবার নিমিত্তে এক জন গুরু রাখিবা; তাহাতে যে ব্যয় হইবে তাহা আমি মাসেং পাঠাইব। সে বিষয় যথেষ্ট মনোযোগ করিবা। বালকদিগকে নীত্যভ্যাস না করাইলে যে প্রকার তাহা বুঝিতে পারহ। অতএব এক জন নীতিজ্ঞ মানুষ যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া বালকদিগকে নীত্যভ্যাস করাইবা, অবশ্য ২ ইহার অন্যথা করিবা না। কিমধিকমিতি।

V.—Letter of a Teacher to his Disciple—Of Rávana.

গুরু লঘুকে।

প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত অমুক ২ পরমকল্যাণবরেষু। তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জানিলাম। লিখিয়াছ ওখানকার লোকেরা তোমাকে বৈদ্যনাথ দেবের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহার উত্তর করিতে পারহ নাই, এ আশ্চর্য্য। বিশিষ্ট লোকের সন্তানের এ সকল জানন অত্যাবশ্যকের মধ্যে; এখন আপনার বালকদিগকে এ সমস্ত শাস্ত্র শুনায় এমত পণ্ডিত এক জন চাকর রাখিয়া দিবা, যে বালকদিগকে নানা মত পুরাণ ইত্যাদি প্রস্তাব অভ্যাস করাণ। পূর্ব্বে আমার এখানে সর্ব্ব পুরাণবেত্তা পণ্ডিত এক জন নিযুক্ত থাকিতেন; ইদানীন্ত কিছু কাল হইল আমাদের সময়ের মন্দতা প্রযুক্ত তাহার ত্রুটি হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছা এখন তোমাদিগের কোন বিষয়েতে ন্যূনতা নাই, অতএব এ সময়তে এ সকল চালনা না করণে নিন্দার কথা। অতএব অত্যাবশ্যক জানিয়া এ বিষয়েতে প্রভুলের মনোযোগ করিবা। সে বিবরণ আমি লিখিতেছি; মনোযোগ করিয়া অবগত হইয়া লোকদের কাছে প্রকাশ করিবা।

পূর্ব্বকালে রাম রাবণের যুদ্ধের সময়ে রাবণ বিবেচনা করিল রাম বিষ্ণু অবতার, তাহাকে জয় করণ মহাদেবের আরাধনা ব্যতিরেক সংশয়, অতএব হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া কঠোর তপস্যায় আশুতোষ মহাদেবকে সিদ্ধ করিয়া সহায়ার্থ এক শিবলিঙ্গ সেই স্থানহইতে লঙ্কায় স্থাপনার্থে লইয়া যাইতেছে। মহাদেবের সহিত নিয়ম এই, আমি লঙ্কায় স্থাপিত হইলে তোমার পরাজয় হইবে না; কিন্তু যে স্থানে আমাকে নামাইবা, আমি সেই স্থানেতেই থাকিব, তথাহইতে কদাচিৎ উঠিব না; তাহা বুঝিয়া যে হয় করহ। রাবণ ভাবিল এক বিন্দু প্রস্তর কোন ভার নহে, ইহা অনায়াসে লঙ্কায় লইয়া যাইব; মহাদেবের প্রসন্নতাতে আমার জয় হইবে; মহাদেবের বাক্যে কোন সন্দেহের বিষয় নহে; রামকে মারিতে পারিলে সীতা আমারি হইবে; তাহাকে মোক্ষারাণী করিব, মন্দোদরী আমার পাটরাণী আছে, তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না, ভরণ পোষণ করিতে হইবে।

সে জন্য আমার বড় ভাবনা নহে, মহাবীর ইন্দ্রজিত তাহার পুত্র, সে একটা সামান্য নহে ; আমার শেষকালের রাণী হইলেন সীতা, তাহার সন্তান কেহ নাই; আমার আর সমস্ত যাউক, সীতা আমার এবং আমি সীতার, এইরূপে কাল যাপনা করিব। এই সকল বিবেচনা করিতে২ যাইতেছে। দেবতারা দেখেন রাবণ মহাদেবকে মস্তকে করিয়া সান্নিধ্য হইল আসিয়া, উপায় কি হইবে? সকলে পরামর্শ করিয়া মেঘ ও পবনকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা রাবণের পীড়া জন্মাইয়া, মহাদেব লওনের বাধা জন্মাও যাইয়া।" দেবাজ্ঞাতে মেঘ ও পবন তাহাদের সাধ্য মত ঝড় বৃষ্টি করিল, তথাচ রাবণ তাহাতে পরিশ্রান্ত হইল না; সকলেই নিরূপায় কি করিবেন ভাবিয়া পান না। ব্রহ্মা বলিলেন বরুণকে, তুমি সমুদ্রগণকে উহার উদরে প্রবিষ্ট করাও, তাহাতে রাবণ প্রস্রাব পীড়াতে ব্যস্ত হইবে, তাহাতে সে ভক্ত লোক মহাদেবকে নামাইলে মহাদেব সেই স্থানে রহিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; অতএব বরুণ, তোমরা যাইয়া এই সমস্ত কর। বরুণের আজ্ঞায় সমুদ্র রাবণের উদরে প্রবেশ করিলে রাবণ অতিশয় পীড়িত হইয়া ব্যস্ত হইল, কিন্তু শিবকেও মৃত্তিকাতে ত্যাগ করিতে পারে না, নিরূপায় হইল। এই কালে ইন্দ্র দেবরাজ মায়া করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাবণ তাহাকে দেখিয়া পরমাহ্লাদে আদর পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ঠাকুর, তুমি আমার এই উপকার করহ। আমি রাবণ রাজা, ইহার পরে আমি তোমার যথেষ্ট প্রতুল করিযা দিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ ক্ষীণবল এবং বৃদ্ধ, অতি ব্যাপককাল রাখিতে পারিব না। রাবণ বলিল, তাহার বিষয় কি? তুমি এক দণ্ড পর্য্যন্ত শিব ধারণ কর, তবে আমি প্রস্রাব করিয়া আসি। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ভাল, আমি আপনকার আজ্ঞায় দুই দণ্ড পর্য্যন্ত ধারণ করিব, ইহার অধিক আর পারিব না। রাবণ তথাস্তু বলিয়া ব্রাহ্মণের মস্তকে শিবলিঙ্গ রাখিয়া প্রস্রাব করিতে বসিলে দুই দণ্ডের পরে ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ, আমার আর সাধ্য হয় না, আপনিও আসিতে পারিলেন না, আমি শিবলিঙ্গ মৃত্তিকায় ত্যাগ করি। ইহা বলিয়া শিবলিঙ্গ মৃত্তিকাতে থুইয়া প্রস্থান করিল। এক প্রহর গতে রাবণ পবিত্র হইয়া আসিয়া শিবকে তুলিতে ইচ্ছা করিয়া আপন পরাক্রম মত নাড়া চাড়া করিল, এক তিলও নাড়িতে পারিল না। ইহাতে অতিদুঃখিত হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। পরে সেই স্থানে বন হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত মহাদেব গুপ্ত ছিলেন; পরে কলিযুগের প্রথমে বৈদ্য নামে এক জন গোয়ালাকে প্রত্যাদেশ করিলে তাহাহইতে প্রকাশ হইয়াছেন, অতএব তাহার নাম হইল বৈদ্যনাথ। সে স্থান সামান্য নহে ; সে স্থানে যিনি যাহা বাঞ্ছা করিয়া যান তাহা সিদ্ধ হয়, সর্ব্বত্র বিখ্যাত এই বৈদ্যনাথের বিবরণ। অতএব সকলকে এই২ মত কহিবা, এবং আপনারা মধ্যে২

সন্তাতে পুরাণ অধ্যয়ন করাইবা, যাহাতে এমত ২ কথা অবগত হইতে পারহ। ও দেশ লবনাম্বু, অতি বড় সাবধান হইয়া থাকিবা, আর কোন লোকের সহিত বিবাদ করিবা না। ও দেশের লোক সকল দুর্জ্জন আসুরিক স্বভাব, যাহাতে সর্ব্বত্র রক্ষা হয় তাহা করিবা।

আমি শুনিয়াছি ঐ দেশে এক বৃহৎকায় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহার তলায় ভূরিশ্রবা রাজার হাতের হাতমাদুলি পড়িয়াছিল, তাহা প্রকাশ হওনেতে এক জন স্ত্রীর মরণ হইল তাহার বিশেষণ লিখিতেছি; জ্ঞাত হইয়া অন্বেষণ করিবা। ঐ দেশে এক হাটে এক জন মাছুয়া ও তাহার স্ত্রী মাছুয়ানী মৎস্য বিক্রয় করিতেছিল। ইতিমধ্যে একটা চিলপক্ষী তাহার দোকানহইতে একটা শকুল মৎস্য ছোঁ দিয়া নিয়া যায়; মৎস্যটা তার ওষ্টাগেু করিয়া যাইতেছিল ইহাতে মাছুয়ানী, হাঁসিয়া উঠিলে মাছুয়া বড় ক্রোধ করিয়া বলিল, এ কিরে হারামজাদী, তোর মাচ লইয়া যায়, আর তুই হাঁসিস? তুই কি পাগলী না কি? সে বলিল, আমি তাহার কারণ হাঁসি নাই। মাছুয়া বলে, তবে হাঁসিলি কেন? সে বলিল, হাঁসিলাম, দেখ এখানকার চিল এখন এমত দুর্ব্বল হইয়াছে যে একটা শকুল মৎস্য নিয়া যাইতে পারে না। মাছুয়া কহে, বল, তুই ইহাহইতে অধিক শক্তিমন্ত চিল কোথায় দেখিয়াছিস? সে বলে, না, আমি দেখি নাই। তবে হাঁসিলি কেন? ইহাতে তাহাকে বিস্তারিত প্রহার করিল। স্ত্রীটা বলিল, ছেদেরে, আমারে ও কথা জিজ্ঞাসা করিস না, যদি আমি তাহার বিবরণ কহি, তবে মরিব। বেটা বলিল, তুই মরিস কি বা কিছু হইস, বলিতেই হইবে, এবং আরবার তাড়না করিল। মাছুয়ানী বলে, শুন, আমি পূর্ব্ব জন্মে চিল ছিলাম, ভারত সংগ্রামে অর্জ্জুন ভূরিস্রবা রাজার হস্ত বাণেতে কাটিয়া ফেলিল, আমি সে হস্ত নিয়া ঐ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া খাইয়াছিলাম, তাহাতে একটা মাদুলি ছিল, তাহা ঐ গাছের তলায় পড়িয়া আছে, দেখ যাইয়া। এই কহিতে ২ সে মাগী ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে তাহারা সেই তলা খনন করিয়া এক হাতমাদুলি পাইল চারি যোন স্বর্ণ; তাহাতে সে মাছুয়া ধনবান হইল। অতএব লিখিতেছি, ইহার তদন্ত জানিয়া সমাচার লিখিবা। ইতি।

VI.—Letter to a Teacher by his Pupil.

লঘু পোষ্য গুরুকে।

প্রণামাবিজ্ঞাপনঞ্চ তদ্বিশেষঃ ভবাশিষ অত্রানন্দ পরং।

ওখানকার সমাচার অনেক দিবস না পাইয়া একান্ত ভাবিত ছিলাম, এখন শ্রীজয়গোপাল ঘোষের হাত পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত

হইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। লিখিয়াছ আপন কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ শ্রীযুত রাজনারায়ণ রায়ের পুত্রের সহিত হইয়াছে, তাহার কুলমর্য্যাদা একশত টাকা দিতে হইবে। এ সম্বন্ধ ভাল বটে, কিন্তু টাকার সাংগত্য বৃহৎ ব্যাপার। এইক্ষণে তাহার সংস্থাপনার্থে একশত টাকা পণ দিতে হইবে, তদ্ভিন্ন আপনাদের ব্যয় তিন চারি শত টাকার ন্যূনে হইতে পারিবে না, তাহার সকল সঙ্গতি এইক্ষণে হইতে পারিবে না। আমার এখান-হইতে একশত টাকার সুসার হইতে পারিবে, ইহার অধিক কপর্দ্দক হইবে না; বক্রি চার শত অন্য কোন্ স্থানহইতে সঙ্গতি করিতে পার, এমত স্থান আমি দেখিতে পাই না। অতএব সুতরাং এ সম্বন্ধ এইক্ষণে হইতে পারিল না। যদি কোন স্থানহইতে টাকার সাংগত্য করিতে পার, তবে প্রবর্ত্ত হইবা; আমি পশ্চাৎ তাহা পাঠাইয়া দিব, তাহার ভাবনা কিছু করিবা না। শ্রীযুত রাজা মহাশয় অদ্য তিন দিবস হইল ফলনা পরগনায় যাত্রা করিয়াছেন; আমিও দুই এক দিনের মধ্যে যাত্রা করিব। সে স্থানে যাইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্ত না হইলে টাকার সকল সাংগত্য কি প্রকারে হয়? কিন্তু পশ্চাৎ হওনের বাধ হইবে না; যদি এ সম্বন্ধ মাসেক দুই মাস পরে হয়, তবে কোন ব্যামোহ হয় না; শ্রীযুত কৃষ্ণ রায় মহাশয়কে লিখিতেছি, এ সম্বন্ধ এইক্ষণে না হইয়া পশ্চাৎ অগ্রহায়-ণাদিতে হয়, তিনি এমত করিয়া দিবেন। শ্রীযুত রামসুন্দর বসুজাকে আ-শ্বিনাদিতে সে স্থানে পাঠাইবেন, এক আদ কার্য্য অবশ্য করিয়া দিতে পারিব। আমার প্রতি সাহেবের নিতান্ত অনুগ্রহ আছে, ইহাতে যখন যাহা সাহেবকে কহি, তাহা প্রামাণ্য করেন। কার্য্য অতি বড় হইয়াছে, ইহাতে যদি কিছু কাল এই কার্য্যে নির্বিঘ্নেতে থাকিতে পারি, তবে ঈশ্বরেচ্ছাতে যথেষ্ট লোকের প্রতিপালন হইতে পারিবে। সংপ্রতি এক কার্য্য উপস্থিত আছে, বড় মন্দ নহে; বসুজাকে যদি শীঘ্র পাঠাইতে পারেন, তবে ইহাতেই প্রবর্ত্ত করিয়া দিতে পারি; নতুবা ঈশ্বরীপূজার সময় আমি বাটী আসিব, সাক্ষাতে সমস্ত কহিয়া শুনিয়া পরামর্শপূর্ব্বক যাহা হয় করিব। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোন আবশ্যক হয়, তবে আপনি এ পর্য্যন্ত আসিবেন। বিশেষ বিদিত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহার চেষ্টা চরিত্র করা যাইবেক, কিম্বা কোন কৌশলে কার্য্য চলে, তবে তাহাই করিব। শ্রীযুত রামগোবিন্দ রায় মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন, অদ্য দুই দিবস হইল বারাণশী প্রস্থান করিয়াছেন; তাঁহার পত্র এখানে ছিল তাহা পাঠাইতেছি, শীঘ্র তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাঁহাকে এক শত টাকা পথি ব্যয় নিমিত্ত দিয়া শ্রীযুত রামানন্দ বাবুর সহিত পাঠাইয়াছি; পাটনা পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে পৌঁছিতে পারিবেন; সেখানহইতে বাবু সাতি সঙ্গতি করিয়া দিবেন, সে জন্য কোন ভাবনার বিষয় নহে। এ সকল সমাচার তাহাদিগের বাটীতে আপনি যাইয়া

বিশেষ বিশেষণ করিয়া কহিবেন, বাটীর কেহ ব্যস্ত না হয়েন; যাতায়াতে মঙ্গলাদি লিখিবেন। কিমধিকমিতি।

VII.—*Letter of a Teacher to his Disciple.—Of Jaban.*

গুরু প্রতিপালক লঘুকে।

পোষ্টাবর শ্রীযুত অমুক২ রায়চৌধুরী মহাশয়
পরম কল্যাণবরেষু।

কএক দিবস গত হইল শ্রীযুত অমুকের বাটীতে মহাভারত প্রসঙ্গ সভাতে যবন বিবরণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে সময় নিরবকাশ ক্রমে বাহুল্য মতে নিবেদন করিতে পারি নাই; এখন সেই বিবরণ লেখা যাইতেছে, অবধান করিবেন। ত্রেতাযুগে ক্ষেত্রিয় কুলে সূর্য্যবংশজাত তালজঙ্ঘ হাহা হূহূ প্রভৃতি কএক জন রাজা ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ মহামুনির সহিত কন্দল করিয়া শাপ ভয় প্রযুক্ত পলায়ন করিয়া অতি দূরদেশ পশ্চিম সমুদ্রতীরে যাইয়া বসতি করিল। চিরকাল এই মতে গত হয়, তাহাদের সন্তানোপসন্তান সহস্রাবধি হইল, কিন্তু বশিষ্ঠ শাপের ভয়েতে নির্ভয় হইতে পারে না। কত কাল পরে নারদ মুনি ভ্রমণ করিতে২ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন ক্ষেত্রিবংশীয় কতগুলি লোক সভয় হইয়া বসতি করিতেছে, ঋষির আগমনে অধিক সঙ্কাকুল হইল, ইহাতে নারদ বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধ্যানে জানিলেন যে ইহারা তালজঙ্ঘ হাহা হূহূর সন্তান, বশিষ্ঠ শাপ ভয়ে গুপ্তভাবে এখানে বসতি করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস করিয়া কহিলেন, ভয় করিও না, আমি নারদ, বশিষ্ঠ নহি। ইহাতে তাহারা নারদকে অতি আদর গৌরবে রত্নসিংহাসনে বসাইয়া পাদ্যার্ঘ্য দ্বারায় পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, প্রভো, আমাদিগের কি উপায়? পূর্ব্বপুরুষেরা বশিষ্ঠ শাপ ভয়েতে দেশভ্রষ্ট হইয়া এই স্থানে বসতি করিয়াছেন, আমরাও সেই মত আছি; ইহাহইতে কি রূপে ত্রাণ পাইতে পারি? তাহার আজ্ঞা হউক। নারদ কহিলেন, শুন, বশিষ্ঠ মহাঋষি, তাহার কোপহইতে এ ধর্ম্ম থাকিতে কদাচ মুক্ত হইতে পারিবা না; কিন্তু উপায় আছে, করিতে পারিলে হয়। তাহারা বলিল, আপনি যে রূপ আজ্ঞা করিবেন, আমরা তাহাই করিব। নারদ কহিলেন, তবে বিধর্ম্ম আচরণ করহ, আচার ও ব্যবহারের বিপর্য্যয় কএক পুরুষে করিলে তবে ব্রহ্মশাপে কিছু করিতে পারিবে না তোমাদিগের সন্তানদিগকে। তাহারা নারদোপদেশে সেই মত করিল, এবং তাহাদের বুদ্ধিমান লোক সেই ব্যবহার মত এক শাস্ত্রও প্রকাশ করিল; সেই হইল যবনশাস্ত্র; অতএব তালজঙ্ঘ হাহা হূহূর সন্তানেরাই যবন। সেই জাতিতে মহাবীর

কালযবন উদ্ভব, যে কৃষ্ণহিংসাতে মুচুকুন্দ রাজার কোপদৃষ্টে ভস্ম হইল, সে বিবরণও লেখা যাইতেছে অবধান করিবেন।

দ্বাপরযুগে শ্রীবিষ্ণু কংস বধার্থ দৈবকীগর্ব্ভে অবতার হইয়া কংসকে বধ করিলেন। রাজা জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর, কন্যামুখে শুনিল যে কৃষ্ণ কংস বধ করিয়াছে; তাহা শ্রবণমাত্র মহাক্রোধান্বিত হইয়া নিজ সেনা এবং অন্তরঙ্গ রাজাগণকে সজ্জমান করিয়া কৃষ্ণ দমনার্থে মথুরা গমন করিল। ইতিমধ্যে জরাসন্ধের সখা কালযবন আপন সৈন্য সমেত অগ্রগামী হইয়া মথুরাপুরী বেষ্টন করিলে উগ্রসেন প্রভৃতি মহাক্রোধে সসজ্জ হইয়া তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। যবন অতি বলবান, উগ্রসেনাদি তাহার স্থানে পরাভূত হইলে কৃষ্ণ ভাবিলেন, এ দুরন্ত কালযবন আমার বধ্য নহে; অতএব প্রকারান্তরে ইহাকে নাশ করিতে হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই উচ্চৈস্তর প্রাচীরের উপর উঠিলেন। কালযবন তাহা দেখিয়া মনে২ বুঝিল, ইহারা ভয়েতে পলায়, এই বেলা ধরি। ইহা বিবেচনা করিয়া দুই জনকে ধরিতে গেল। কৃষ্ণ বলরাম প্রাচীরহইতে উল্লম্ফন করিয়া দ্রুত বেগেতে পলায়ন করিলেন, কালযবনও মহাবেগে পশ্চাৎ গতি করিল। এ রূপে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে২ কৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন, পূর্ব্বে তারকাসুরের যুদ্ধে দেবগণ পরাভব হইয়া রাজা মুচুকুন্দকে যুদ্ধার্থ সেনাপতি করিয়াছিলেন; রাজা মুচুকুন্দ মহাবল পরাক্রম, চিরকালাবধি অসুর সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবতাদিগের সাহায্য করিল; ইহাতে ব্রহ্মা তাহাতে তুষ্ট হইয়া বরদানে যত্নবান হইলে সে কহিল, পিতামহ, আমি চিরকালাবধি অনিদ্রিত আছি, ব্যাপককাল নিদ্রা যাইব, ইহাতে যে নিদ্রা ভঙ্গ করিবে, সে আমার দৃষ্টিমাত্রেই ভস্ম হইবে; এবং এক নিভৃত স্থান আমাকে দেহ, সেই স্থানে যাইয়া শয়ন করি। ব্রহ্মা বলিলেন, তথাস্তু, তুমি হিমালয় পর্ব্বত গুহা মধ্যে যাইয়া শয়ন করহ। এবং সে সেই নিদ্রাতে আছে, তাহারি দ্বারা এ দুষ্টের নিপাত করিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া দুই ভাই যাইয়া হিমালয়ের সেই গুহা প্রবেশ করিয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন। কালযবনও সেই গুহা প্রবেশ করিয়া দেখে, এক জন পুরুষ শয়নে আছে। মহাকোপে বলিল, অরে পাপিষ্ঠ, এখন বড় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রাতে মন দিয়াছ? পশ্চাৎবর্ত্তী যম আছে, তাহা জানহ না? ইহা বলিয়া তাহার বক্ষস্থলে দম্ভেতে পদাঘাত করিল। রাজা মুচুকুন্দ পদাঘাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দৃষ্টি করিবামাত্র কালযবন ভস্মরাশি হইল। এই প্রকারে কালযবন ক্ষয় হইল; এই শাস্ত্রোক্ত যবন বিবরণ জানিবেন। ইতি।

VIII.—*Letter of a Father to his Son.—Nárad and Parbat.*

পিতা পুত্রকে এবং পুত্রতুল্য সমস্তকে।

প্রাণপ্রতিম শ্রীযুত অমুক পরম কল্যাণবরেষু।

চিরকাল গতে ওখানকার সমাচারপত্রদ্বারা জ্ঞাত হইলাম, রঘুনাথের আত্মবিস্মৃতি কারণ লিখিতে লিখিয়াছিলা, তাহার বিশেষ লিখিতেছি, অবগত হইবা। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে সূর্য্যবংশীয় রাজা অম্বরীশ নামে মহাপুণ্যবান দাতা সত্যবাদী পরম বৈষ্ণব ছিলেন; আপনি লক্ষ্মী তাহার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রীমতী পরমসুন্দরী পদ্মিনী কন্যা, তাহার রূপের প্রতিযোগিতা পৃথিবীতে কাহার সহিত ছিল না। রাজা অতিথিভক্ত বড়, প্রতিদিবস যত অতিথি আইসেন বিশিষ্ট রূপে সকলের সেবা করেন; ব্রাহ্মণ অতিথির পদ প্রক্ষালনের জল শ্রীমতী আনিয়া দেন। এই মতে কত কাল গত হয়। এক দিবস নারদ ও পর্ব্বত দুই ঋষি অম্বরীশ রাজার বাটীতে অতিথি হইলে রাজা মহা আমোদে আমোদিত হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া চরণ বন্দনা করিয়া সিংহাসন দিলেন, শ্রীমতী জল আনিয়া মুনিদিগের চরণ ধৌত করাইতেছেন, এই সময় কন্যার মুখচন্দ্রিমা আলোকন করিয়া মুনিরা দুই জনেই মদনাসক্ত হইয়া ইচ্ছা করিলেন এই কন্যাকে বিবাহ করি। মহাঋষি নারদ মনে২ বিবেচনা করিলেন, আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার সাক্ষাৎ নিয়ম করিয়া দারা পরিত্যাগী হইয়াছি,এখন এ কন্যাকে দেখিয়া অশক্ত হইলাম; অতএব নিয়মচ্যুত হইয়া এ কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে; ইহাতে আমার নিয়মভঙ্গ জন্য মহাপাপও স্বীকার। পর্ব্বত মুনিও মনে২ এই মত বিবেচনা করিলেন। এই ভাবনাতে দুই জনে সমস্ত রাত্রি যাপনা করিয়া প্রাতঃস্নানের পর রাজার সন্নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রথমে নারদ মুনি রাজাকে ডাকিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, শুন মহারাজ, সকলই জানহ; আমি দারত্যাগী দেবঋষি, এইক্ষণে তোমার কন্যাকে দেখিয়া আমার দারগ্রহণ ইচ্ছা হইল; তোমার কন্যাকেই বিবাহ করিব, তুমি তাহার আয়োজন করহ। ইহার পশ্চাৎ পর্ব্বত মুনিও তথায় যাইয়া নারদের সাক্ষাৎ রাজাকে কহিলেন, মহারাজ, পূর্ব্বে আমি পণ করিয়াছি তোমার শ্রীমতী নামা কন্যাকে বিবাহ করিব, তন্নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; বিবাহের উদ্যোগ করহ। রাজা এ কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, ঠাকুর, আমার এক কন্যা শ্রীমতী, তাহার অভিলাষী আপনারা দুই জন, কেহ সামান্য নহ, আমি কাহাকে প্রদান করিব? এক জন ক্রোধ করিলেই রক্ষা নাই। রাজা ইহা বলিয়া মৌনাবলম্বী হইলেন। পরে মুনিরা কহিলেন, মহারাজ, ইহার এক বিবেচনা আছে; শ্রীমতীকে স্বয়ম্বরা করাও; তাহার যাহাকে ইচ্ছা হইবে তাহাকে বরণ করিবেন, ইহাতে তুমি আমাদিগের কাহারো কাছে অপ-

রাধী হইবা না, পরে বিধিমতে সেই বরণীয় পাত্রকে দান করিবা। রাজা শুনিয়া কহিলেন, যে আজ্ঞা; তবে আপনারা কল্য আগমন করিবেন, যে আজ্ঞা করিলেন, ইহাই হইবেক। মুনিরা বলিলেন, তথাস্তু। পথে যাইতে ২ পরস্পর অন্তঃকরণে বিবেচনা করিতেছেন, আমরা দুই জন ঋষি, কল্য কি হয় না জানি। নারদ বিবেচনা করিতেছেন, আমার নাম কিছু ব্যাপ্ত বটে, কিন্তু পর্ব্বতহইতে বয়োধিক এবং কুরূপ; পর্ব্বত যুবা এবং রূপবান; স্ত্রীলোকের প্রথমে স্বামির রূপাকাঙ্ক্ষা, গুণের বিবেচনা পশ্চাৎ কেহ করে, ইহাতে বুঝা যায় কদাচিৎ পর্ব্বতকে ত্যাগ করিয়া আমাকে বরণ করে, অতএব ইহার একটা উপায় করিতে হইবেক। পরে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ সহিত আলাপ সম্ভাষ কতক্ষণ হইল; তদনন্তরে নিবেদন করিলেন, প্রভো, আমি দারত্যাগী তাহা অবগত আছেন; কিন্তু রাজা অম্বরীশের কন্যা শ্রীমতীর মুখ দর্শন করিয়া মোহিত, আর ধৈর্য্যাবলম্বন হইতে পারে না; আমি নিয়ম ভঙ্গ করিলাম; সেই কন্যা বিবাহ করিব, এমত বাসনা হইয়াছে; এবং পর্ব্বত মুনিও সেইমত; আমরা দুই জন কল্য সে স্থানে যাইব; রাজার পণ কন্যা স্বেচ্ছাধীন যাহাকে বরণ করিবে তাহাকে সম্প্রদান করিবেন। তাহাতে আমি বিবেচনা করিয়াছি, পর্ব্বত যুবা এবং রূপবান, আমি বুড়া এবং কুৎসিত, অতএব আমাকে কদাচিৎ বরণ করে, উপায় ব্যতিরেক ইষ্ট সিদ্ধ হওয়া ভার; আজ্ঞা করুন কন্যা যেন কল্য পর্ব্বতের মুখ দেখে বানরের মুখের ন্যায়। বিষ্ণু বলিলেন, তথাস্তু। এই বরপ্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদক্রমে প্রস্থান করিলেন। পর্ব্বত বিবেচনা করিতেছেন, রাজার অনুমতিতে আমরা কল্য প্রাতঃকালে সে স্থানে যাইব, তাহাতে কি হবে? নারদ মহাতপা, আমি তাহার শতাংশের তুল্য নহি; তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমাকে কোন্ গুণে বরণ করিবে? অতএব ইহার উপায় নারায়ণ বিনা দেখি না। এইমত ভাবিতেছিলেন, তখন নারদ ফিরিয়া যান। পর্ব্বত কহিলেন, নারদ, তুমি এই স্থানে ক্ষণ কাল তিষ্ঠ, আমার একটা নিবেদন অপেক্ষা আছে, তাহার প্রতুল করিয়া আসি। পর্ব্বতও সেই মত প্রভুর সাক্ষাৎ হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন, প্রভো, এই ২ মত হইয়াছে, ইহাতে উপায় কেবল আপনি; আজ্ঞা করুন কল্য যেন কন্যা নারদের মুখ দেখে ভল্লুকের মুখের ন্যায়। বিষ্ণু বলিলেন, তথাস্তু। এই মতে দুই জন সে দিবস যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নানাদি সমাপন করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিলেন, গঙ্গামৃত্তিকার তিলক করিলেন, ব্রহ্মচারী হইয়া উত্তরীয় বস্ত্রমধ্যে কর নিবিষ্ট করিয়া রাজপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে রাজা কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি ভূষিতা করিয়া চতুর্দ্দোলারোহণে মুনিরাজদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কন্যা দেখে এক জন ভল্লুক, আর জন বানর। কন্যা ইহার কিছু বিবেচনা করিয়া

পান না, ভাবিতে লাগিলেন, পিতা কহিলেন, নারদ মুনি আর পর্ব্বত মুনির আগমন হইয়াছে, ইহারা কেটা? তাঁহারা কোথায় গেলেন? ইহা ভাবিয়া স্থগিত হইয়া দাণ্ডাইল। সকলে দেখে শূন্যহইতে এক জন বিষ্ণু রথারোহে বায়ু গতিতে আসিয়া কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া নিয়া পুনর্ব্বার উর্দ্ধে গতি করিল এবং রাজসভাতে হাহাকার শব্দ হইল। নারদ মুনি ও পর্ব্বত মুনি মহাক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ত্রিভুবন স্থানে অন্বেষণ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়া নারায়ণের সাক্ষাতে শাপ দিল; কহিল, প্রভো, শুন, আমাদের এই২ গতিক হইয়াছে; কোন্ বেটা আমাদের এমত মনস্তাপ দিল? ইহা আর কাহারো সাধ্য হয় নাই, দেবতা বেটারাই করিয়াছে; কে করিল বিশেষ জানিতে পারিলাম না। ভাল, এই কহিতেছি, যদি আমরা ব্রাহ্মণ হই, তবে যে দেবতা ইহা করিয়াছে, সে নরযোনি প্রাপ্ত হউক, এবং যেমত রাক্ষসবৃত্তি করিল, তাহার স্ত্রী রাক্ষসে হরণ করিবে; সে আত্ম বিস্মৃতি হইয়া পৃথিবীতে জন্ম লউক। অভিসম্পাত শুনিয়া বিষ্ণু কহিলেন, এ কি কর্ম্ম করিলা? অম্বরীশের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী অবতার হইয়াছিলেন, তাহাকে আমি আনিয়াছি; অতএব এখন কি হইবে? নারদ কহিলেন, তবে কেন আপনি পূর্ব্বে কহিলা না? যাহা হউক, আমাদের শাপ অন্যথা হইবে না, তোমার আবশ্যক আছে রামরূপে আত্ম বিস্মৃতি হইয়া রাজা দশরথের গৃহে জন্ম লইবার; তাহার বিবরণ বাল্মীক রামায়ণে বাহুল্য আছে, আবশ্যক হয় দৃষ্টি করিবা। ইতি।

IX.—*Another.—Account of Bhágirathi.*

পুত্রকে ও পুত্রতুল্য সমস্তকে।

পরম কল্যাণবর শ্রীযুত অমুক২ পরম কল্যাণবরেষু। তোমাদিগের মঙ্গলাদি সমাচার অনেক দিবস পাই নাই, তাহাতেই ভাবিত আছি; সমাচার বিশেষ লিখিবা। চিরকাল হইল তোমার খুল্লতাত গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন হেতু সমাচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। এখন আনুপূর্ব্বিক লিখিতেছি, তাহাকে দিয়া সমাচার লিখিবা। এক কালে মহাদেব বিষ্ণুর সাক্ষাতে বীণা যন্ত্রে গান করিতে২ মহাবিষ্ণু মহাদেবের গানে আমোদিত হইতে২ মহানন্দে দ্রব হইলেন, সেই দ্রবের নাম হইল গঙ্গা; ব্রহ্মা পরম যত্নেতে সেই জল কমণ্ডলু করিয়া রাখিলেন। শাস্ত্রে বলে তিনি মহাবিষ্ণুর শক্তি শক্তিরূপা দ্রবময়ী পতিতপাবনী, তিনি ব্রহ্ম লোকের কমণ্ডলুতে আছেন, তাহা অন্য কেহ জানে না বিষ্ণুভিন্ন। পৃথিবীতে সগর রাজা মহাবল পরাক্রম দানে মহাদাতা মহা পুণ্যবান, তাহার যশের সীমা নাই, তাহার

ষাটি সহস্র পুত্র। রাজা ধর্ম্মাচারকার্য্য অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, ব্রতী হইয়া অশ্ব ছাড়িলে অন্যং বিস্তর লোক ও আপনার ষাটি সহস্র পুত্রকে অশ্বের রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। আপনি ইন্দ্র অশ্ব হরণ করিয়া পাতাল পুরীতে কপিল সন্নিকটে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এখানে সগর পুত্রেরা সৈন্যসামন্ত সমেত পৃথিবীর চতুর্দ্দিগ বেষ্টন পূর্ব্বক ঘোটকের অনুসন্ধান করিয়া ফিরেন, উদ্দেশ কোথাই পান না, ইহাতেই বিস্তত কত কাল গত হইতেছে। ইতিমধ্যে নারদ মহামুনি নরলোক ভ্রমণে ছিলেন, সগর পুত্রদিগকে কহিলেন, তোমাদের বরিত ঘোড়া চোরে নিয়া পাতালপুরীতে রাখিয়াছে। ইহা শুনিয়া সগরপুত্রেরা সেই স্থানে বসুধা খনন করিয়া পাতাল প্রবেশ করিল, সেই খাতের নাম হইল সাগর, তাহার অর্থ এই সগরদের কৃত সাগর। সগরপুত্রেরা পাতাল প্রবেশ করিয়া দেখে এক স্থানে তাহাদের সৈন্ধব অশ্ব বদ্ধ আছে, এবং এক জন তাহার নিকটে বসিয়া তপস্যা করিতেছে। সগরপুত্রেরা অনুমান করিল এই বেটা চোর, আমাদের হয় চুরি করিয়া আনিয়াছে, এখন আমাদের আগমন জ্ঞাত হইয়া ভণ্ড তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে, অত-এব ইহাকে প্রথমে সংহার করহ। সে তপস্বী কপিল মহামুনি তপস্যাতে আছেন; তাহারা বিবেচনা না করিয়া চোর ভ্রমে কপিলকে তাড়না আরম্ভ করিল, পরে কপিলের নেত্রানলে তাহারা ষাটি সহস্র পুত্র ও সমস্ত সেনা ভস্ম হইয়া গেল, অতএব ঘোড়ার উদ্দেশ হইল না। ঘোড়া ব্যতিরেক যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। সগরের আর এক পুত্র অতি ধার্ম্মিক, সেই যাইয়া অন্বেষণ করিতে২ নারদোপদেশে পাতাল প্রবেশ করিয়া আ-পন ঘোড়া কপিলাশ্রমে পাইল, এবং বহুমত প্রকার স্তব করিয়া কপিল মুনিকে বশীভূত করিল। তুষ্ট হইয়া মুনি কহিলেন, তোমার ভ্রাতারা দুষ্টতা প্রযুক্ত আমার কোপানলে ভস্ম হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মকোপে তাহাদের অধোগতি হইয়াছে, তাহাদের মুক্তির উপায় আর নাই, কেবল পতিতপাবনী গঙ্গা তিনি ব্রহ্মলোকে আছেন, তাঁহাকে আনিতে পা-রহ, তবে ইহাদের উদ্ধার হইবেক, নতুবা আর উপায় নাই। তিনি ইহা শুনিয়া ঘোড়া লইয়া যাইয়া যজ্ঞ পূর্ণ করিলেন; পরে গঙ্গা আনয়ন চেষ্টায় ব্যস্ত এবং কপিলের আগে প্রকাশ করিলে বশিষ্ঠ তাহাদের পুরোহিত তিনি বলিলেন, তবে ব্রহ্মার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে না; অতএব আমি তোমাকে ব্রহ্মার মন্ত্র প্রদান করি, তুমি হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া ব্রহ্মার সাধনার্থে তপস্যা করহ। তিনি সেই মত করিতে২ প্রাণত্যাগ করিলেন, কার্য্য সিদ্ধি হইল না। তাহার পুত্র রাজা তিনিও সেই মতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সগর নির্ব্বংশ হইলেন, মহারাজ্য রক্ষা পায় না, কেবল দুই বিধবা রাণীমাত্র শেষ। সমস্ত ব্যস্ত কারণ দৈববাণী হইল, দুই রাণীকে বল, তাহারা দুই জনে সঙ্গ

করুক, তাহাতে এক জন গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব হইবে; সেই পুত্র সমস্ত রক্ষা করিবে; সেই হইবে কুলের দীপক। এই মতে দুই রাণী করিলে কনিষ্ঠ রাণী গর্ব্ভবতী হইল, দশম মাসে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর পুত্র জন্মিলে দৈববাণী জয়২ কার হইল, এবং বালকের উপর পুষ্প বৃষ্টি হইল; সর্ব্বত্র সকলেই হর্ষান্তঃকরণ পুত্রের জাত কর্ম্ম বিধিমতে করিয়া আমোদযুক্ত পুত্রের প্রতিপালন করিতে২ মহারাজ ভগীরথ সর্ব্বগুণেতেই তৎপর হইলেন; মহাবলবান উগ্রতপা প্রজার প্রতিপালন বিধিমতে করেন। পরে শুনিলেন তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা পাতালে কপিলাশ্রমে ব্রহ্ম শাপে ভস্ম হইয়া রহিয়াছেন, তাহাতে খিদ্যমান হইয়া পিতৃলোকের উদ্ধারার্থ সচেষ্ট হইলেন, শুনিলেন তাহার পিতা ও পিতামহ পিতৃলোক উদ্ধার জন্য তপস্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। ভগীরথ বিবেচনা করিলেন, তবে তাহাদের যে গতি হইয়াছে, আমারও সেই গতি; তবে দেবতা যাহা করুণ। তিনিও সেই মত হিমালয়ে যাইয়া মহাতপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া গঙ্গার অনুসন্ধান তাঁহার স্থানে পাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, কহ, গঙ্গানাম এখন পর্য্যন্ত আমার শ্রবণে প্রবিষ্ট হয় নাই, আমি তাহার তদন্ত কি জানিব? তুমি যাইয়া বিষ্ণুর তপস্যা করিয়া তাহাকে সিদ্ধি করহ, তাহার প্রসন্নতা হইলে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে, নতুবা ইহার আর উপায় নাই। তদনন্তরে ভগীরথ ব্রহ্মার আজ্ঞাতে সহস্র বৎসর অনাহার তপস্যা করিলে বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বরদানে যত্নবান হইলে ভগীরথ বিধিমতে স্তুতি করিয়া কহিলেন, প্রভো, পিতৃগণ উদ্ধারার্থ পতিতপাবনী দ্রবময়ী গঙ্গা প্রাপ্তি বর আজ্ঞা হউক। বিষ্ণু কহিলেন, তথাস্তু; কিন্তু গঙ্গা ব্রহ্মলোকে আছেন, আমি তথা যাইয়া তোমাকে গঙ্গা প্রদান করিব; ভাবনা নাই, তুমি স্থির থাকহ। পরে বিষ্ণু ভগীরথকে সহিত লইয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া এক কালীন মায়া করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের জল হরণ করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর আগমনে কোটী২ প্রণাম করিয়া রত্নাসন বসিতে দিলেন, পাদ্য দেওনের জল পান না, ইহাতে অতিব্যস্ত হইয়া ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক সমস্ত স্বর্গ ও পৃথিবী ও পাতাল ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেন; কোথাও জল পাইলেন না। অতি অপরূপ কি করিবেন, ভাবিয়া পান না। সর্ব্বত্র রটন করিয়া পুনর্ব্বার বিষ্ণু সম্মুখে আসিয়া দাণ্ডাইবামাত্র স্মৃতি হইল, আমার কমণ্ডলুতে না জল আছে, তবে আমি জলাভাবে এমত ব্যগ্র হই কেন? কমণ্ডলু সমেত সেই মহাবারি আনয়ন করিয়া বিষ্ণুর যুগলপদ ধৌত করিলেন, তাহাতে তিন ধারা বেগবতী হইলেন, এক ধারা স্বর্গে স্থিত করিলেন, তাহার নাম মন্দাকিনী হইল, তিনি স্বর্গগঙ্গা; দ্বিতীয় পাতালে, তাহার নাম ভোগবতী, তিনি পাতালগঙ্গা; তৃতীয় ধারা ভগীরথকে প্রদান করিয়া কহিলেন, এই মহাবস্তু পতিতোদ্ধারিণী দ্রবময়ী, তুমি পৃথিবীতে

লইয়া যাও, তোমার পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধার করহ, এবং তাবৎ পাপী ইহাঁর স্মরণেই মোক্ষপদ পাইবেক। কিন্তু তুমি কিমতে লইয়া যাইবা? ইহাঁর বেগ ধারণ করিতে পৃথিবীর সাধ্য নহে; তিনি পতন হইলে পৃথিবী রসাতলে প্রস্থান করিবেন, তবে সৃষ্টি নাশ হইবে। ইহাঁর বেগ ধারণ করে এমত আর কেহ নাই, কেবল মহাদেব, অতএব তুমি যাইয়া শিবারাধনা করহ, তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতিরেক ইহার উপায় নাই। ভগীরথ নিরুপায় কতকাল হরের তপস্যাতে নিযুক্ত হইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া মস্তকে গঙ্গার বেগ ধারণ করিয়া মত্ত হইয়া গেলেন, মস্তকহইতে ত্যাগ করিতে চাহেন না, এবং গঙ্গা চিরকালাবধি শিরজটার মধ্যে ভ্রমণ করেন, বাহির হইতে পথ পান না। গঙ্গা এই সময় বিষ্ণুর পাদোদক হইলেন, ইহাতে তাহাকে শাস্ত্রে বলে বিষ্ণু পাদোদ্ভবা গঙ্গা। ভগীরথ মহাদেবের সাধনা করিলে আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া আপনার জটা বিদার করিয়া দিলেন; সেই ছিদ্রে ভাগীরথী বাহির হইয়া হিমালয়ে পড়িলে পর্ব্বতহইতে বাহির হওনের পথ না পাওনে ভগীরথ নিরুপায় হইয়া কাঁন্দিতে লাগিলেন গঙ্গা আপনি তাহাকে কহিলেন, পুত্র, হিমালয় বিদার করে এমত ব্যক্তি অন্য কেহ নাই, কেবল ঐরাবত, অতএব তুমি ইন্দ্রের স্তব করহ, তদ্ব্যতিরেকে উপায় নাই। ভগীরথ গঙ্গার আজ্ঞার ইন্দ্রের স্তব করিলে সুরপতি সদয় হইয়া ঐরাবত করণক পর্ব্বত বিদার করিয়া দিলে বেগ বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে দ্রুতবেগে যাইতেছিলেন। ইহাতে ভগীরথ কহিল, মাতা, আমি শুনিয়াছি আমার পিতৃলোক দক্ষিণে। ইহা শুনিয়া বেগ পূর্ব্বে যাইতেছিলেন, তাহারি কিঞ্চিৎ রাজমহলের নীচে দিয়া দক্ষিণ মুখে বেগবতী হইলেন; বড় ধারা পূর্ব্ব দেশে গেল, তাহার নাম হইল পদ্মা। এ দিগে বেগ হাতিয়াগড় পর্য্যন্ত আইলে গঙ্গা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগীরথ, তোমার পিতৃলোক কোথায়? সে বলিল, মাতঃ, আমি শুনিয়াছি এই দিগে, নিশ্চয় বলিতে পারি না। ইহাতে গঙ্গা সেই স্থানে এক শত ধারা হইয়া অন্বেষণ করিতে ২ সকল সাগরে পড়িয়া সগরখনিত খাত দিয়া পাতাল প্রবেশ করিয়া সগর বংশ উদ্ধার করিলেন। তাহারা সমস্ত রথারোহে স্বর্গে গতি করিল। ভগীরথ আনীতা গঙ্গা ইহাতে তাহার নাম হইল ভাগীরথী। গঙ্গার পৃথিবীতে আগমন প্রসঙ্গ এই জানিবা। ইতি।

BATRISH SINGHASAN, OR STORIES OF VIKRAMADITYA.*

বত্রিশ সিংহাসন।

I.— *Finding and disposing of the Throne.*

দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল, সেই নগরের নিকটে শম্ব-দত্তর নামে এক শস্যক্ষেত্র থাকে; তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত। সেই কৃষক শস্যক্ষেত্রের চতুর্দ্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুতী জাতী সেবতী কদলী দাড়িম্বী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন। সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল, সে বনহইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার বানর বনশূকর শশক ভালুক হরিণ আদি অনেক পশু জন্তু প্রত্যহ আসিয়া শস্য নষ্ট করে। এ জন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বসিয়া থাকে, ততক্ষণ রাজাধিরাজের যে মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা, সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে। যখন মঞ্চহইতে নামে, তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে, এ কি আশ্চর্য্য ? এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন।

* The style of this work is far superior to that of the two preceding. King Vikramáditya is supposed to have been a contemporary of Cæsar. He was the Augustus of India, being the patron of Sanscrit poets.

The title literally means *the thirty-two thrones*; it should rather be *the thirty-two images of Vikramáditya's throne.* Each of these images is introduced as relating a story descriptive of the princely character of that king, and showing that a prince worthy of succeeding him cannot be found.

অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রিকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপরে থাকে তাবৎ রাজাধিরাজের প্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরও নয় এবং মন্ত্রিরও নয়, কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোনহ বস্তু আছে, তাহারি শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজ প্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন; আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা খনন করিল। তৎপর সেই স্থানহইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্নসিংহাসন উঠিল। সেই সিংহাসনের তেজে রাজা ও রাজার পরিজন লোকেরা সিংহাসন প্রতি অবলোকন করিতে পারিলেন না। তৎপর রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যবর্গকে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা সিংহাসন চালন কারণ অনেক যত্ন করিল, সে স্থানহইতে সিংহাসন নড়িল না। তৎপর আকাশবাণী হইল, যে হে রাজন্, নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কারাদি উপকরণ দিয়া এ সিংহাসনের উদ্দেশে পূজা বলিদান হোম কর, তবে সিংহাসন উঠিবে। তাহা শুনিয়া রাজার সেই রূপ করাতে সিংহাসন অনায়াসে উঠিল।

তৎপর ধারা নামে নিজ রাজধানীতে সিংহাসন আনিয়া স্বর্ণ রূপ্য প্রবাল স্ফটিকময় স্তম্ভেতে শোভিত রাজসভাস্থানের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে রাজা সেই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিত লোকদিগকে আনাইয়া শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া ভৃত্যবর্গকে অভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা আজ্ঞা পাইয়া দধি দূর্ব্বা চন্দন পুষ্প অগোর কুঙ্কুম গোরোচনা ছত্র তরাস চামর ময়ূরপুচ্ছ অস্ত্রশস্ত্র পতিপুত্রবতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পণাদি অধিবাস সামগ্রী সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর চিহ্নেতে চিত্রিত এক ব্যাঘ্র চর্ম্ম, এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎপর শ্রীভোজরাজ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতিতে বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের প্রথম পুত্তলিকা রাজাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্, শুন, যে রাজা গুণবান অত্যন্ত ধনবান অতিশয় দাতা অত্যন্ত দয়ালু অতি বড় শূর সাত্ত্বিকস্বভাব সদা উৎসাহশীল প্রবল প্রতাপ হন, সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য, অন্য সামান্য রাজা উপ-

যুক্ত নয়। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, হে পুত্তলিকে, আমি যাচ্ঞা মাত্রে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ সুবর্ণ দি, অতএব আমাহইতে অধিক দাতা পৃথিবীতে অন্য কে আছে? ইহা শুনিয়া পুত্তলিকা উপহাস করিয়া কহিলেন, হে রাজন্ শুন, যে লোক মহৎ হয় সে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করে না; তুমি আপন গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলা, ইহাতেই বুঝিলাম তুমি অতি ক্ষুদ্র। বড় লোক সেই, যার গুণ অন্যে বর্ণন করে; আপনার গুণ আপনি বর্ণন করণেতে কিছু ফল নাই, পরন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে। যেমত যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন মর্দ্দন আপনি করিলে কিছু সুখ নাই, কিন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন, হে পুত্তলিকে, এ সিংহাসন কার? কি রূপে হইয়াছে? বৃত্তান্ত কহ। পুত্তলিকা কহিলেন, মহারাজ, সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন।

II.—*Account of the Throne.*

অবন্তী নাম নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার অভিষেক কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনহ অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্রতুল্য প্রজা পালন দুষ্টের দমন এই রূপ পৃথিবী পালন করেন। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন। সেই নগরে এক ব্রাহ্মণ ভুবনেশ্বরী আরাধনা করেন, আরাধনাতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ, বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল, হে দেবি, আমার প্রতি যদি প্রসন্না হইয়াছেন, তবে আমাকে অজরামর করুন। ইহা শুনিয়া দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে এক ফল দিলেন ও কহিলেন, এ ফল ভক্ষণ করিলে অজর অমর হইবা। দেবী এই রূপ বর দিয়া অন্তর্ধান হইলেন, ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আইলেন। পরদিবস স্নান পূজাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে বসিয়া মনে বিচার করিলেন, আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক, আমার দীর্ঘকাল জীবনে প্রয়োজন কি? রাজা ভর্তৃহরি পরম ধার্ম্মিক, তাঁহার দীর্ঘকাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে। এই বিচার করিয়া রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সে ফল দিলেন, এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা ফল পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন, ব্রাহ্মণের অনেক পুরস্কার করিলেন। ব্রাহ্মণ আপন ঘরে গেলেন; রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, এই প্রযুক্ত রাণীকে সেই ফল দিলেন এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাণী প্রধান মন্ত্রির সঙ্গে

থাকেন, এই জন্যে সেই ফল প্রধান মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন, প্রধান মন্ত্রী এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন, সেই বেশ্যাকে বৃত্তান্ত কহিয়া সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল পাইয়া বিচার করিল, এই ফল যদি আমি রাজা ভর্তৃহরিকে দি, তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়া সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সে ফল পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই ফল আমি রাণীকে দিয়াছিলাম, এ গণিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিক প্রীতি কি রূপে হইল? অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। অনন্তর সংসার বিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে দোষ বিবেচনা করিলেন। আমি যে স্ত্রীকে প্রাণ-হইতে অধিক প্রিয় করিয়া জানি, সে আমাতে বিরক্ত হইয়া মন্ত্রিতে অনুরক্ত হয়; সে মন্ত্রীও রাণীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে অনুরক্ত হয়, সে বেশ্যারও মন্ত্রিতে অনুরাগ নাই, কেবল ধনেতে অনুরাগ; অতএব স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়েতে প্রীতি করা ভ্রমমাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন, তথাতে দেবীদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকিলেন। রাজা ভর্তৃহরির সন্তান ছিল না; রাজ্য অরাজক হইল চোর দস্যুর ভয় দিনে দিনে অতিশয় হইল, অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করিলেন। ইহাতে মন্ত্রিগণেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্য রক্ষার কারণ রাজলক্ষণযুক্ত এক ক্ষত্রিয় বালককে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে দিবস করিলেন, সেই দিবস রাত্রিযোগে অগ্নিবেতাল আসিয়া সে রাজাকে নষ্ট করিয়া গেল। এই রূপ মন্ত্রিগণেরা যখন যাহাকে আনিয়া রাজা করেন, তখন তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন, ইহাতে দেশে রাজা স্থির হইতে পারিলেন না। দুষ্ট লোকের দুষ্টতাতে দেশ দিনে দিনে নষ্ট হইতে লাগিল; মন্ত্রিগণেরা রাজ্য রক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন, কোনহ উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

এক দিবস মন্ত্রিগণেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে শ্রীবি-ক্রমাদিত্য অন্য বেশ ধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, মন্ত্রি-দিগকে কহিলেন, এ রাজ্য অরাজক কেন? মন্ত্রিরা কহিলেন, রাজা বন প্রবেশ করিয়াছেন; আমরা রাজ্য রক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি, রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন, অদ্য আমাকে রাজা কর। মন্ত্রিরা শ্রীবিক্রমা-দিত্যকে রাজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কহিলেন, অদ্য প্রভৃতি আপনি অবন্তী দেশের রাজা হইলেন। আপনকার আজ্ঞানুসারে আমরা আপন আপন কর্ম্ম করিব। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী দেশের রাজা হইয়া সমস্ত দিবস রাজ্যোপযুক্ত সুখভোগ করিয়া রাত্রিকালে অগ্নি-বেতালের কারণ নানা প্রকার মদ্য মাংস মৎস্য মোদক পিষ্টক পর-

মাম্ম অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত চন্দন পুষ্পমালা নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহের মধ্যে রাখাইয়া সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শয্যাতে জাগিয়া থাকিলেন। তার পর অগ্নিবেতাল খড়্গ হস্তে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কহিলেন, অগ্নিবেতাল, শুন; আপনি যখন আমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছেন অবশ্য নষ্ট করিবেন, কিন্তু আপনকার নিমিত্তে যে সকল খাদ্য সামগ্রী করিয়াছি, সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া পশ্চাতে আমাকে নষ্ট করিবা। অগ্নিবেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম; এই অবন্তী দেশ তোমাকে দিলাম; পরম সুখে ভোগ করহ, কিন্তু আমাকে এই রূপ প্রত্যহ ভোজন করাইবা। রাজাকে ইহা কহিয়া অগ্নিবেতাল সে স্থানহইতে স্বস্থানে গেলেন। রাজা প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়া করিয়া সভাতে বসিলেন। মন্ত্রী প্রভৃতিরা রাজাকে দেখিয়া আপন২ মনে নিশ্চয় করিলেন, ইনি অগ্নিবেতালহইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন, অতএব কোন মহাপুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচার করিয়া রাজাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপন২ কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজা ভয় ও প্রীতিতে মন্ত্রি প্রভৃতিকে আপন আজ্ঞার অধীন করিয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে রাজকর্ম্ম করেন। প্রতিদিন রাত্রি হইলে অগ্নিবেতালকে পূর্ব্বের মত ভোজন করান। এই রূপ উপায়েতে অগ্নিবেতালকেও বশ করিলেন।

অনন্তর এক দিবস রাত্রিকালে অগ্নিবেতাল ভোজন করিয়া আনন্দিত হইয়া বসিয়া আছেন, সেই সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেতাল, তুমি কি করিতে পার? কি বা জান? বেতাল কহিলেন, আমি যাহা মনে করি তাহাই করিতে পারি, এবং সকলি জানি। রাজা কহিলেন, বল দেখি, আমার পরমায়ু কত? বেতাল কহিলেন, তোমার এক শত বৎসর আয়ু। রাজা কহিলেন, আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে, সে ভাল নয়; অতএব শতের উপর এক বৎসর অধিক করিয়া, কিম্বা শতহইতে এক বৎসর ন্যূন করিয়া দেও। বেতাল কহিলেন, হে রাজন্, তুমি অতি বড় সাত্ত্বিক দাতা দয়ালু ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় দেব ব্রাহ্মণ পূজক; তোমার আযুর্দ্দায় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে, ন্যূনাতিরেক করিতে কেহ পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন, বেতাল আপন স্থানে গেলেন। পর রাত্রিতে বেতালের ভোজনের সামগ্রী না করিয়া যুদ্ধসজ্জাতে থাকিলেন। বেতাল আসিয়া ভোজন সামগ্রী কিছু না দেখিয়া রাজার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ওরে শঠ রাজা, অদ্য আমার খাদ্য দ্রব্য কেন কিছু করিস নাই? রাজা কহিলেন, যদ্যপি তুমি আমার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক করিতে পারিবা না, তবে নির-

র্থক তোমাকে নিত্য২ কেন ভোজন করাই? বেতাল কহিলেন, হাঁ, এখন তোর এমন কথা; আয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, আজি তোকেই খাব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রোধেতে যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। অনন্তর বেতালের সহিত রাজার অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার যুদ্ধ হইল। বেতাল যুদ্ধেতে রাজার বল পরাক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজন্, তুমি বড় বলবান, তোমার যুদ্ধ পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইলাম; বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন, তুমি যদ্যপি প্রসন্ন হইয়াছ, তবে আমাকে এই বর দেও, যখন তোমাকে স্মরণ করিব, তখন আমার নিকটে আসিবা। বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া আপন স্থানে গেলেন। পর দিনে প্রভাতে মন্ত্রিরা রাজার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া এবং রাজার পরিচয় পাইয়া বড় ঘটা করিয়া রাজার অভিষেক করিলেন। এই রূপে রাজা অভিষিক্ত হইয়া পরমসুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করেন।

ইতোমধ্যে এক দিবস এক যোগী আসিয়া রাজাকে কহিলেন, হে মহারাজ, তুমি যদি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ না কর, তবে আমি কিছু তোমাকে যাচ্ঞা করি। রাজা কহিলেন, হে যোগি, আমার যত সম্পত্তি আছে, সে সকল সম্পত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয়, তথাপি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী কহিলেন, আমি এক মন্ত্র সাধন করিয়াছি, তুমি তাহাতে উত্তরসাধক হও। রাজা স্বীকার করিলেন। তারপর যোগী রাজাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে গেলেন, শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন, হে রাজা, এখানহইতে দুই ক্রোশে শিংশপা বৃক্ষে এক শব বাঁধা আছে, তাহা শীঘ্র আন। এই মতে রাজাকে শব আনিতে পাঠাইয়া আপনি শ্মশানের পূর্ব্বদিগে ঘর্ঘরা নদীর তীরে শ্রীকালীকার মন্দিরে মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজা শিংশপা বৃক্ষের নিকটে গিয়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া খড়্গেতে শবের বন্ধন কাটিলেন, শব বৃক্ষের তলে পড়িল। রাজা বৃক্ষহইতে নামিবামাত্র শব বৃক্ষের উপর গিয়া পূর্ব্ব মত থাকিল। রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে উঠিয়া শব লইয়া নামেন। এই সময়ে অগ্নি বেতাল রাজার বিপৎকাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথা কহিয়া রাজার শ্রম দূর করিয়া দিলেন। এই পঞ্চবিংশতি কথার বিস্তার বেতাল পঞ্চবিংশতিতে আছে। বেতাল কহিলেন, হে মহারাজ, এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী, তোমাকে উত্তম পুরুষ জানিয়া আনিয়াছে, সুবর্ণ পুরুষ সিদ্ধির কারণ তোমাকে বলি দিবেক, এই মনে করিয়াছে, অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধান থাকিবা। এ যোগী যখন যাহা করিতে বলিবে, তাহা বিবেচনা করিয়া করিবা। দুর্জ্জনের উপকার করাতে উত্তর কাল ভাল হয় না। রাজা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং মনে বিচার করিলেন, এ যোগী

স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছে; আমি দেশের রাজা, অনেকের প্রতিপালক, আমাকে বলি দিয়া স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধ হইলে কেবল ধন হয়, পরমার্থের লেশ নাহি, এ দুষ্ট যোগী কেবল আপনারি সুখের কারণ অনেকের আত্যন্তিক মন্দ যাহাতে হয়, এমত পাপকর্ম্মে উদ্যত হইয়াছে। মূর্খেরা লোভেতে এক জন্মের যৎকিঞ্চিৎ সুখের জন্যে এমত পাপ করে, যে সেই পাপের ফলে সহস্র জন্ম পর্য্যন্ত নানা প্রকার দুঃখ পায়। দুষ্ট লোক যদি পুণ্যের সমুদ্রে থাকে, তথাপি আপন দুষ্টতা ত্যাগ করে না। যেমত ক্ষীরসমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধ পান করিয়া যে সর্প থাকে, সে সর্প বিষোদ্গার ব্যতিরেকে অমৃত বমন কদাচ করে না। আর সর্পের বিষের দমন মন্ত্র মহৌষধিতে যেমত হয়, তেমত নীতি শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া কর্ম্ম করিলে দুষ্ট লোকের দুষ্টতা অকিঞ্চিৎকর হয়; কিন্তু এ অতি বড় দুষ্ট যোগী, ইহার বধ রাজধর্ম্ম। এই রূপ পরামর্শ করিয়া খড়্গ হস্তে শীঘ্র আসিয়া যোগির মস্তক ছেদন করিলেন। মস্তক ছেদন করিবামাত্রে স্বর্ণপুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার প্রভাব প্রশংসা করিলেন, এবং তদবধি রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকিলেন। রাজা প্রভাতে পরমানন্দে স্বর্ণপুরুষ লইয়া আপন রাজধানীতে আইলেন, স্বর্ণপুরুষের প্রসাদে কুবেরের তুল্য ধনবান হইয়া নানা প্রকার সুখ বিলাস করেন।

ইত্যবসরে সিদ্ধসেন নামে এক ব্রাহ্মণ কাণ্যকুব্জ দেশহইতে রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্, সম্পত্তি স্ত্রী হন; তোমার এ সম্পত্তি যদি তোমাহইতে হইয়া থাকেন, তবে তোমার কন্যা হইলেন; যদি তোমার পিতাহইতে হইয়া থাকেন, তবে তোমার ভগিনী হইলেন: যদ্যপি অন্য কাহারোহইতে তুমি পাইয়াছ, তবে পরস্ত্রী হইলেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ, সর্ব্বদা সম্পত্তি ভোগের উপযুক্ত হন না, এই নিমিত্তে সজ্জনেরা সম্পত্তি পাইয়া বিতরণ করিয়া থাকেন। তুমিও সজ্জন, তোমাকে দান করিবার উচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন, বড় অট্টালিকাতে বসিলে দিব্য হস্তী উত্তম অশ্বের উপরে চড়িলে কিম্বা অপূর্ব্ব সুন্দরী সম্ভোগ করিলে লোক বড় হয় না, কিন্তু আপন ধনেতে পরের ধনের ন্যায় মমতা ত্যাগ করিয়া যে ধন দান করে, সেই বড় লোক এবং প্রশংসার পাত্র। ইহা মনে স্থির করিয়া এমত দান সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন যে পৃথিবীমণ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকিল না; দেবলোক পর্য্যন্ত রাজার সুখ্যাতি হইল। দেবলোকে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র, তাঁহার সভাতে দেবতারা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদা প্রতিষ্ঠা করেন।

এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শুনিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন, মনুষ্যলোকে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা শিরোমণি আমার

তুল্য, অতএব দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় আমার সিংহাসন আমি প্রসন্ন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দিলাম। হে বায়ুদেবতা, তুমি দিয়া আইস। ইন্দ্রের আজ্ঞামাত্র পবন দেবতা আপন বেগে রাজসভা মধ্যে সিংহাসন আনিয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বৈসেন, তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদযোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়। তদনন্তর সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের উপদেশে বিতরণ করাতে আমার এ দিব্য সিংহাসন লাভ হইল, রাজা মনে এই নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সভাসৎ পণ্ডিতদের প্রধান করিলেন। রাজসভাতে প্রত্যহ শত২ বেদজ্ঞ বেদান্তী মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতি-শাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির ধন্বন্তরি প্রভৃতি বৈসেন। পণ্ডিতবর্গের সহিত রাজা নানা শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ও বিবিধ প্রকার কবিতার আমোদে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করেন।

প্রথমা পুত্তলিকা কহেন, হে ভোজরাজ, এ সকল কথাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না। পৃথিবী বহুরত্না পুরুষের তপ জপ দান জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্মবলেতে দুর্লভ কিছু নাহি। শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি প্রতাপের নানা প্রকার কথা আছে, তাহা কহা যায় না।

এই রূপে রাজার কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসর পরমায়ু হইল। বেতালের কথা স্মরণ করিয়া আপন মৃত্যুর সময় হইল, ইহা বুঝিলেন। বিবেচনা করিলেন ক্ষত্রি জাতির সম্মুখ যুদ্ধে মরণ হইলে অনায়াসে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠান পুরের শালিবাহন নামে রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রিগণকে সেনাসজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগণেরা সহস্র২ রথী অযুত২ গজারূঢ় লক্ষ২ অশ্বারূঢ় নিযুত২ উষ্ট্রারূঢ় কোটী২ অশ্বতরারূঢ় অর্বুদ২ ধানুষ্ক বৃন্দ২ অগ্নিযন্ত্র খর্ব্ব২ খড়্গচর্ম্মধারী শত২ কণ তূণ বাণ ধনু ঢাল তরোয়ার খড়্গ বড়শা কাটার টাঙ্গি বন্দুক কামান নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র পূরিয়া চালান করিলেন। ডেরা দণ্ডা তাম্বু কানাত রাউটি পাল বান নিশান এ সকল চালান করিয়া ঢক্কা জয়-ঢক্কা ডঙ্কা ঢোল ডম্ফ তাসা মুরফা ভেরী তূরি নফেরী রণসিংঙ্গ জয়সিংঙ্গা মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্য চালান করিলেন। মন্ত্রিগণেরা রাজার আজ্ঞানুসারে ব্যাপার করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য অশ্বযুক্ত নানা রত্নে খচিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ সেনাতে বেষ্টিত হইয়া শালিবাহন রাজার সহিত যুদ্ধ

করিতে গেলেন। পরে যুদ্ধস্থানে গিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সম্মুখ যুদ্ধেতে শালিবাহন রাজার অস্ত্র প্রহারেতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গেলেন। অবন্তী দেশ অরাজক হইল, রাজলক্ষ্মী অনাথা হইলেন। রাজার মরণ শুনিয়া পাটরাণী মন্ত্রিবর্গকে আশ্বাস করিয়া কহিলেন, তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না, আমার গর্ভ আছে, ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে, ঐ রাজা হইয়া তোমাদের প্রতিপালন করিবে। অনন্তর কিছু কাল পরে রাণী পুত্র প্রসব করিলে পুত্রকে মন্ত্রিদিগকে সমর্পণ করিলেন, আপনি অগ্নি প্রবেশ করিয়া স্বর্গলোকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তম সুখভোগ করিতে লাগিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন রাজ্যেতে অভিষিক্ত হইয়া পিতার তুল্য প্রজার পালন করেন, কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে বসেন না।

শুন হে রাজা ভোজ, সেই অবধি পরম সিংহাসনে কেহ বসেন নাই। ইতোমধ্যে আকাশবাণী হইল, এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পৃথিবীমণ্ডলে কেহ নহে, অতএব পবিত্র স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখ। ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগণেরা সিংহাসন পুতিয়া রাখিলেন। পুত্তলিকা কহেন, শুন মহারাজ; সেই সিংহাসন এই তুমি পাইয়াছ।

III.—*Vikramáditya's liberality to a Beggar.*

প্রথম পুত্তলিকার কথা।

পুনশ্চ পুত্তলিকা কহেন, বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব শুন।

এক দিবস রাজা অবন্তী পুরীতে সভামধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন, ইতোমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কথা কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন, যে লোক যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত হয়, তাহার মরণ কালে যেমন শরীরের কম্প হয় এবং মুখহইতে কথা নির্গত হয় না, ইহারও সেই মত দেখিতেছি, অতএব বুঝিলাম, ইনি যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন, কহিতে পারেন না। এই পরামর্শ করিয়া রাজা হাজার হূন দেওয়াইলেন। হাজার হূন পাইয়াও সে তথাহইতে গেল না, কথাও কিছু কহিল না। তখন রাজা কহিলেন, হে যাচক, কেন কথা কহ না? ভিক্ষুক কহিল, লজ্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হূন দেওয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাচক, আশ্চর্য্য কথা কিছু যদি জান, তবে কহ। ভিক্ষুক কহিলেন, মহারাজ, তোমার শত্রুর কীর্ত্তি ঘরহইতে কদাচিৎ কোথাও

বাহিরায় না, তাহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহে। তোমার কীর্ত্তি স্বর্গ মর্ত্য পাতালে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে, ইহাকে কবিরা সতী বলেন, এই আশ্চর্য্য। রাজা এই কথা শুনিয়া তাহাকে লক্ষ মুদ্রা দেওয়াইলেন। তৎপর যাচক কহিলেন, হে রাজন্, নিবেদন করি; যে রাজা গুণবান্ লোক নিকটে রাখে তাহার মন্দ কখন হয় না, এবং অনেক বিপত্তিহইতে উত্তীর্ণ হয়। ইহার বৃত্তান্ত শুন। বিশালা নামে এক পুরী ছিল, তাহার রাজার নাম নন্দ, যুবরাজের নাম বিজয়পাল, মন্ত্রির নাম বহুশ্রুত, গুরুর নাম শারদানন্দ, রাণীর নাম ভানুমতী। রাজা রাণী ভানমতীর রূপ গুণে অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া রাজ্যের ভদ্রাভদ্র চিন্তা করেন না; যদি কদাচিৎ রাজকার্য্য করেন, তবে ভানুমতীর সহিত সভামধ্যে সিংহাসনে বসিয়া রাজকর্ম্ম করেন। এক দিবস মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ, আমি এক নিবেদন করি; রাজসভাতে রাণীর আগমন উচিত নহে। রাজা কহিলেন, মন্ত্রী, ভাল কহিলা, কিন্তু রাণী ব্যতিরেকে আমি এক ক্ষণ থাকিতে পারি না। মন্ত্রী কহিলেন, পটে ভানুমতীর রূপ চিত্র করিয়া আপন নিকট রাখ। রাজা চিত্রকরকে ভানুমতীর রূপ দেখাইয়া পটে চিত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। চিত্রকর সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজার সাক্ষাতে দিল। রাজা শারদানন্দ গুরুকে চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, চিত্র কেমন হইয়াছে? শারদানন্দ কহিলেন, রাণীর রূপ এই বটে, কিন্তু ভানুমতীর বাম উরুতে একটি তিল আছে, ইহাতে তিল নাহি, এইমাত্র বিশেষ। ইহা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন, শারদানন্দ ভানুমতীর উরু দেশের তিল কি রূপে জানিলেন? কিছু কারণ থাকিবে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন, শারদানন্দকে নষ্ট কর। মন্ত্রী শারদানন্দকে আপন গৃহে লইয়া চিন্তা করিলেন, রাজা শারদানন্দের দোষ নিশ্চিত না করিয়া বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন, নির্ণয় না করিয়া উত্তম পুরুষের বধ করা উপযুক্ত নহে, নষ্ট করিলে রাজার পাপ হবে। মনের মধ্যে এই সকল বিচার করিয়া আপন ঘরে মৃত্তিকার ভিতর ঘর করিয়া শারদানন্দকে রাখিলেন। কিছু দিন পরে রাজপুত্র বিজয়পাল মৃগয়া করিতে বনে গেলেন, বনে প্রবেশ করিয়া এক শূকর দেখিলেন, শূকরকে মারিবার কারণ পাছে২ গিয়া গহন বন মধ্যে উপস্থিত হইলেন, সৈন্য সামন্ত সকল কমনে গেল। রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়া জল খুঁজিলেন, অনন্তর এক পুষ্করিণী পাইয়া তাহাতে জল খাইয়া বসিয়া থাকিলেন। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল, ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন। সেই গাছে এক বানর ছিল, সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল, হে রাজপুত্র, কিছু ভয় নাহি, উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উঠেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য

দেখিয়া বানর কহিল,হে রাজপুত্র,বৃক্ষের নাযতে ব্যাঘ্র আছে,তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেই রূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে কহিল, ওহে বানর, মনুষ্যজাতিতে বিশ্বাস করিও না, রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেহ, তোমার ও আমার আহার হউক। বানর কহিল, শুন রে ব্যাঘ্র, রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল। কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া বসিলেন। বানর রাজপুত্রের ঊরুদেশে মস্তক দিয়া নিদ্রা গেল। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল, হে রাজকুমার, বানরজাতিকে বিশ্বাস কি? তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ, তাহাতে আমার আহার হইলে আমাহইতে তোমার আর কোন ভয় থাকিবে না। ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া রাজপুত্র বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিলে নাযতে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল, রাজপুত্র, ভয় করিও না। তার পর প্রাতঃকাল হইল, ব্যাঘ্র সে স্থানহইতে গেল, রাজপুত্র 'বিসেমিরা ২' কহিয়া বাতুল হইয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ঘোটক নগর মধ্যে আপন স্থানে গেল; রাজা যুবরাজের অশ্ব দেখিলেন, যুবরাজকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সৈন্যসামন্তের সহিত আপন পুত্রের অন্বেষণ করিতে বনে গেলেন; বনে গিয়া দেখিলেন যুবরাজ বনের মধ্যে 'বিসেমিরা ২' বলিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। রাজা যুবরাজকে ঘরে আনিলেন, অনেক মন্ত্র মহৌষধি করিলেন, কোন প্রকারে ভাল হইল না। রাজা কহিলেন, যদি শারদানন্দ গুরু থাকিতেন, তবে আমার পুত্রের কি চিন্তা? শারদানন্দকে আপনি নষ্ট করিয়াছি। এই কালে মন্ত্রী কহিল, মহারাজ, নিবেদন করি, যে গিয়াছে তার শোক করিলে কি হইবে? সম্প্রতি সহরে ঢেঁড়ি সর্ব্বত্রে ঘোষণা দেয়াও, যুবরাজকে যে ভাল করিবে, তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দিব। ইহা শুনিয়া রাজা নগরে ঘোষণা দেওয়াইলেন। মন্ত্রী আপন গৃহে গিয়া শারদানন্দকে এ সকল কহিলেন। শারদানন্দ মন্ত্রিকে কহিলেন, তুমি রাজাকে কহ, আমার সাত বৎসরের এক কন্যা আছে, সে আপনকার পুত্রকে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে। মন্ত্রী এই সকল কথা রাজার নিকটে কহিলেন। রাজা শুনিবামাত্র পুত্রকে লইয়া মন্ত্রির গৃহে আইলেন, যে খানে শারদানন্দ থাকেন, তাহার নিকটে যবনিকা দেওয়াইলেন, যবনিকার বাহিরে রাজা পুত্রের সহিত বসিলেন। শারদানন্দ যবনিকার ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, বিশ্বাস করিয়া যে যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে, তাহাকে যে বঞ্চনা করে তাহার কি পুরুষার্থ? এই অর্থের এক শ্লোক পড়িলেন। তাহা শুনিয়া রাজপুত্র 'বি' অক্ষর ত্যাগ করিয়া 'সেমিরা ২' কহিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন,

সেতুবন্ধ গেলে কিম্বা গঙ্গাসাগরে গেলে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নষ্ট হয়, মিত্রহত্যার পাপ কোনহ প্রকারে নষ্ট হয় না। ইহা শুনিয়া রাজকুমার 'সে' অক্ষর ত্যাগ করিয়া 'মিরা ২' বলিতে লাগিলেন। শারদানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন, মিত্রহিংসক কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক এই সকল লোকেরা নরক ভোগ করে, যাবৎ কাল চন্দ্র সূর্য্য থাকেন। এই কথা শুনিয়া যুবরাজ 'মি' ছাড়িয়া 'রা ২' করিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন, রাজা, তুমি যুবরাজের যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর, তবে নানাবিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণদিগকে দেও, গৃহস্থ লোকের দানেতে পাপ খণ্ডে। এ সকল কথা শুনিয়া রাজপুত্র সুস্থ হইলেন। তারপর রাজপুত্র ব্যাঘ্র বানরের বৃত্তান্ত সমস্ত রাজার সাক্ষাতে কহিলেন, বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। রাজা সবিস্ময় হইয়া কন্যাকে কহিলেন, হে কন্যে, তুমি ঘরহইতে কখন যাও না, বনের মধ্যে বানর ব্যাঘ্র মানুষ ইহাদের বৃত্তান্ত ঘরে থাকিয়া কি রূপে জানিলা? ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন, গুরুদেবতার অনুগ্রহেতে আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন, এই প্রযুক্ত আমি সকল জানি, যেমত ভানুমতীর উরুদেশের তিল জানিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন, ইনি গুরু শারদানন্দ। তৎপর রাজা যবনিকা উঠাইয়া পুত্রের সহিত গুরুকে প্রণাম করিলেন; রাজা আনন্দিত হইয়া মন্ত্রিকে অনেক প্রশংসা করিয়া কহিলেন, মন্ত্রি, তুমি ধন্য, তোমাহইতে গুরুর এবং পুত্রের প্রাণরক্ষা হইল। এই সমস্ত কথা যাচক বিক্রমাদিত্যকে কহিয়া কহিলেন, হে রাজন্ অতএব কহি, সজ্জন নিকটে থাকিলে অনেক ভাল হয়। এই কথা রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে কোটি হূন দিলেন; যাচক হূন পাইয়া আপন ঘরে গেলেন। রাজা কোষাধীশকে কহিলেন, তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হূন দিবা; যে যাজ্ঞা করিবে, তারে দশ হাজার হূন দিবা; যে শাস্ত্রের আলাপ করিবে, তারে লক্ষ দিবা। আমি আজ্ঞা করিলে কোটি দিবা।

প্রথম পুত্তলিকা কহিলেন, শুন, হে রাজা ভোজ রাজা, বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমাকে কহিলাম; যদি তোমার এ সকল থাকে, তবে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও।

IV.—*Liberality to a Yogi.*

দ্বিতীয় পুত্তলিকার কথা।

[illegible] রাজা অন্য এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ দিন[illegible] সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে

সিংহাসনের দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন, শুন হে রাজা ভোজ, শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যার মহত্ত্ব থাকে, সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন, বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি রূপ? পুত্তলিকা কহিলেন, রাজা, শুন শুন।

অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন, এক দিবস আশ্চর্য্য দেখিবার জন্যে রাজা ভৃত্যবর্গকে নানা দেশে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, হে মহারাজ, নিবেদন করি, চিত্রকূট পর্ব্বতে দেবতার এক মন্দির, তার নিকটে এক পুষ্পোদ্যান আছে, এবং মন্দিরের সম্মুখে এক নদী আছে, সেই নদীতে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যবান লোক যদি স্নান করে, তবে তাহার শরীরে সেই জল দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয়; যদি কেহ পাপী সকলঙ্ক লোক স্নান করে, তবে তাহার শরীরে সেই জল কজ্জলের সমান দৃষ্ট হয়; সেই স্থানে এক যোগী জপ ধ্যান হোম নিরন্তর করিতেছেন, কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হন নাহি। এই সকল কথা রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সেই নদীতে স্নান করিয়া আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া জানিলেন; তৎপর দেবতাকে নমস্কার করিয়া যোগির নিকটে গমন করিলেন। রাজা সন্ন্যাসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যোগি, তুমি তপস্যা কত কাল করিতেছ? তপস্বী কহিলেন, শুন, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুণ চৈত্র এই বার মাসে এক বৎসর হয়, এমন এক শত বৎসর তপস্যা করিতেছি, তথাপি দেবতা প্রসন্ন হন নাই। এই কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন, শরীর ধারণ করিলে মরণ অবশ্য হয়, কিন্তু যদি পরের উপকারের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ হয়, তবে সে মৃত্যু উত্তম বটে। রাজা এই বিচার করিয়া অন্তঃকরণে দেবতাকে ভাবনা করিয়া খড়্গ লইয়া আপনার মস্তক ছেদন করেন, এই কালে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া রাজার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, তুমি মস্তক ছেদন করিও না, তোমারে সন্তুষ্ট হইলাম, বর যাজ্ঞা কর। রাজা কহিলেন, হে ভগবতি, এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিতেছেন, ইহারে প্রসন্ন না হইয়া অতি শীঘ্র আমারে প্রসন্ন হইলা, ইহার কারণ কি? দেবী কহিলেন, শ্রীবিক্রমাদিত্য, শুন, মন্ত্র তীর্থ দেবতা কিচিৎসক গুরু এই সকলে যার যে রূপ ভাবনা তার সেই রূপ সিদ্ধি হয়, এই সন্ন্যাসির আমাতে দৃঢ় ভাবনা নাহি। ইহা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন, কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর ইহাতে দেবতা নাহি, কিন্তু দেবতা ভাবেতে থাকেন, অতএব ভাব সিদ্ধির কারণ। অনন্তর রাজা পরের উপকারের জন্যে দেবীকে কহিলেন, হে দেবি, যদি আমারে তুষ্ট হইলা, তবে এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিয়া যথেষ্ট ব্যামোহ পাইয়াছেন, অতএব এই বর

যোগিকে দেহ। দেবী সেই বর সন্ন্যাসিকে দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য দেবীদত্ত বর তপস্বিকে দিয়া নিজ স্থানে আইলেন।

V.—*Liberality to a Bráhman.*

তৃতীয় পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজরাজ অভিষেকের জন্যে অপর এক সময় নিরূপণ করিয়া সিংহাসনের সমীপে যাইবামাত্র তৃতীয় পুত্তলিকা কহিতেছেন, হে ভোজরাজ, আমার কথা শুন, এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে, যার মহত্ত্ব রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান হয়। রাজা ভোজ বলিলেন, বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি প্রকার? তৃতীয়া পুত্তলিকা কহিল, শুন ২, রাজা ভোজ।

উদ্যম সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় যাহার থাকে তাহাকে দেবতাও শঙ্কা করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের এই ছয় আছে; এক দিবস তিনি বিচার করিলেন, ধন আর মেঘ ইহারা যখন হয়, তখন কোথাহইতে আইসে, এবং যখন যায় তখন কোথায় যায়, ইহা বুঝিতে পারা যায় না; সম্প্রতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে, পরে কি রূপ হবে ইহার নিশ্চয় নাই। রাজা এই সকল ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র স্ত্রী বালক অনাথা অক্ষম প্রভৃতিদিগকে প্রত্যহ যথোচিত দান করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রজাদের স্থানে কর অত্যল্প গ্রহণ করিতে লাগিলেন, নানাবিধ যজ্ঞ জপ হোম বলি পূজা বিষয়ে সদ্বৃত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া সকল দেবতার সন্তোষ করিলেন, অপর এক ব্রাহ্মণকে জলদেবতার উপাসনার নিমিত্তে সমুদ্রের নিকটে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ গিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সমুদ্রকে স্তব করিলেন; করিলে পর সমুদ্র সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আমি বিক্রমাদিত্যের ভাবেতে প্রসন্ন হইলাম, তিনি দূরে থাকিলেও আমার অত্যন্ত প্রিয়; তুমি এই চারি রত্ন রাজা বিক্রমাদিত্যকে দিবা, এই রত্নের গুণ কহিবা। এক রত্নের প্রভাবে খাদ্য সামগ্রী যখন যাহা মনে করিবেন তৎক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয় রত্নহইতে যথেষ্ট ধন হয়। তৃতীয় রত্নের স্থানে রথ হস্তী ঘোটক পদাতি সৈন্য সামন্ত এ সমস্ত মিলে। চতুর্থ রত্নের গুণে তাবৎ অলঙ্কার হয়। ব্রাহ্মণ চারি রত্ন লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া চারি রত্ন রাজাকে দিলেন, এবং মণির প্রভাবও কহিলেন। রাজা দক্ষিণার কারণ ঐ চারি মণির মধ্যে এক মণি ব্রাহ্মণকে নিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমার স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ আছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি; তাঁহারা যে মণি লইতে বলিবেন সেই মণি লইব। ব্রাহ্মণ রাজাকে এই কথা কহিয়া আপন গৃহে গিয়া স্ত্রী

পুত্র ও পুত্রবধূ ইহাদিগকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্র কহিলেন, যাহাতে হস্তী ঘোটক হয় সেই রত্ন আন। স্ত্রী কহিলেন, যে মণিতে খাদ্য সামগ্রী হয় তাই লও। পুত্রবধূ কহিলেন, যে রত্নেতে অলঙ্কার হয় সেই ভাল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, যাহাতে ধন প্রসবে সে মণি উত্তম। এই রূপে চারি জনাতে পরস্পর কলহ করিয়া রাজার সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ গিয়া এ সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজা শুনিয়া চারি জনের সন্তোষের জন্যে ঐ চারি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন।

VI.—*Liberality to a Scholar.*

চতুর্থ পুত্তলিকার কথা।

পুনশ্চ অভিষেক কারণ অন্য লগ্ন নিরূপণ করিয়া ভদ্রাসনের নিকটে রাজা ভোজ গেলেন। এই সময়ে সিংহাসনের চতুর্থ পুত্তলিকা কহিলেন, রাজা ভোজ, আমার কথা শুন। এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের, তার তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে সে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। রাজা কহিলেন, বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি প্রকার? পুত্তলিকা কহিলেন, শুন ২, রাজা ভোজ।

অবন্তী পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন; সেই নগরে শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ শাস্ত্র এই ছয় অঙ্গের সহিত ঋক যজু সাম অথর্ব্ব চারি বেদ পূর্ব্বমীমাংসা উত্তরমীমাংসারূপ মীমাংসাশাস্ত্র, তর্ক বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জলরূপ ন্যায়, বিস্তর স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রাদিরূপ অর্থশাস্ত্র, এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্থ প্রধান, পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা অদৃষ্টার্থ প্রধান, এই সমুদয়ে অষ্টাদশ বিদ্যা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যাতে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ থাকেন, তিনি অপুত্রক। এক দিবস ঐ পণ্ডিতের স্ত্রী পণ্ডিতেরে কহিলেন, হে স্বামি, আমার গর্ব্ভে যাহাতে পুত্র হয়, এমত দেবতার আরাধনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ব্রাহ্মণি, ভাল কহিলা, গুরু শুশ্রূষা ব্যতিরেকে বিদ্যা হয় না, পুণ্য ব্যতিরেকে পুত্র হয় না। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া পত্নীর অনুরোধে কুলদেবতার আরাধনা করিলেন। সেই পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইলেন, তাহার নাম দেবদত্ত হইল। অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেবদত্তকে তাবৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন; দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গেলেন। দেবদত্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের উপরে

আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়াছিলেন; বনের মধ্যে মৃগ অন্বেষণ করিতে২ সৈন্যসামন্ত সকল নানা স্থানে গেল; রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে২ ঐ দেবদত্ত নামা ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আমি তৃষার্ত্ত হইয়াছি, আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক্ক উত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকটে দিলেন। রাজা সে ফল খাইয়া এবং জল পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। তার পর ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিলেন, রাজা আপন স্থানে গেলেন। অন্য এক দিবস রাজা মন্ত্রিগণের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন, সেই উপকার সভাস্থ লোকদিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের অনেক প্রশংসা করিলেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন, উত্তম লোকের উপকার করিলে সে উপকারে উত্তম লোক যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে, উপকার বিস্মৃত কখন হয় না; দেখি রাজার উপকারজ্ঞতা কি পর্য্যন্ত। এই পরামর্শ করিয়া কোনহ উপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন। তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয়া পুত্রের অন্বেষণ কারণ নানা স্থানে দূতগণ প্রেরণ করিলেন, দূতগণ কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব পাইল না। রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ইতোমধ্যে এক দিবস দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্ত আপন ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন। ভৃত্য বণিকের দোকানে অলঙ্কার দেখাইতেছে, ইত্যবসরে রাজার লোকেরা দেখিয়া সে অলঙ্কার সমেত ব্রাহ্মণের ভৃত্যকে বান্ধিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। রাজা তাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, এ অলঙ্কার আমার পুত্রের; তুই কোথায় পাইলি? আমার পুত্র বা কোথায়? সে লোক কহিল, মহারাজ, এ অলঙ্কার দেবদত্ত ব্রাহ্মণ বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন, আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, আমি আর কিছু জানি না। রাজা এই কথা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এ অলঙ্কার তুমি এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলা? ব্রাহ্মণ বলিলেন, বটে, আমি দিয়াছি। রাজা কহিলেন, তুমি এ অলঙ্কার কোথায় পাইলা? ব্রাহ্মণ বলিলেন, তোমার পুত্রের স্থানে পাইয়াছি। রাজা বলিলেন, আমার পুত্র কোথায়? ব্রাহ্মণ কহিলেন, তোমার পুত্র মরিয়াছেন। রাজা বলিলেন, কি রূপে মরিয়াছেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি মারিয়াছি। তদনন্তর রাজা কহিলেন, তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিরপরাধি রাজবালককে কেন নষ্ট করিলা? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার ধনলোভে এ পাপবুদ্ধি

হইল, এই প্রযুক্ত নষ্ট করিয়াছি। অনন্তর রাজা মন্ত্রিগণের প্রতি অবলোকন করিলেন। মন্ত্রিগণেরা কহিলেন, মহারাজ, যে লোক রাজকীয় লোকদিগকে নষ্ট করে, তাহাকে রাজা তৎক্ষণে নষ্ট করিবেন। ইনি রাজপুত্রকে নষ্ট করিয়াছেন, ইহাঁকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয়; কিন্তু ইনি ব্রাহ্মণ, অতএব ইহাঁর বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাঁকে আপন দেশহইতে দূর করিয়া দেও। রাজা ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রি লোকদের বাক্যে আদর না করিয়া ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপন ঘরে আসিয়া রাজপুত্রকে স্নান ভোজন করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজসভাতে লইয়া গেলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি কি আশয়ে এ ব্যবহার করিলা? আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমার পূর্ব্বকৃত উপকারে তুমি কি রূপ বদ্ধ আছ, ইহা বুঝিবার কারণ আমি এরূপ ব্যাপার করিয়াছিলাম। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন। ব্রাহ্মণ আপন গৃহে গেলেন।

VII.—*Liberality to a Devotee.*

পঞ্চমী পুত্তলিকার কথা।

শ্রী ভোজরাজা পুনর্ব্বার অন্য সময় নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ মন্ত্রিগণের সহিত সিংহাসনের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতোমধ্যে পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন, শুন হে রাজা ভোজ, রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্য্য যাহার থাকে সেই এই সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন, হে পুত্তলিকে, রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ? পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন, ভোজরাজ, শুন।

অবন্তী নগরে মন্ত্রিগণের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য রত্নাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন, ইতোমধ্যে ক্রীড়াবনের রক্ষক রাজদ্বারে আসিয়া দ্বারিকে কহিলেন, আমি রাজার সাক্ষাৎ যাইব, তুমি মহারাজের নিকটে সমাচার দেহ। ইহা শুনিয়া দ্বারী রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বনরক্ষককে রাজ সন্নিধানে লইয়া গেল। উদ্যানপালক কপালে দুই হস্ত দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে মহারাজ, নিবেদন করি; আপনার ক্রীড়োদ্যানে আম্র নারিকেল গুবাক জম্বীর নাগরঙ্গ চম্পক অশোক কিংশুক মল্লিকা তাল তমাল শাল পিয়াল কদলী কক্কোল লবঙ্গ এলাবতী কেতকী কুন্দ দমনক আদি

সকল বৃক্ষ লতা নূতন পল্লব পুষ্প ফলে শোভিত হইয়াছে; এই বসন্ত কাল বনক্রীড়ার সময়। রাজা ইহা শুনিয়া রাণীগণের সহিত দাসী ও নর্ত্তকীতে পরিবৃত হইয়া আরামে গেলেন। ক্রীড়াবনে গিয়া স্নেহোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণ হাস্য লাস্য ভাব হাব বিলাস বিভ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুরা সুরতিতে পণ্ডিতা পদ্মিনী চিত্রিণী স্ত্রীগণের সহিত রাজা কোন স্থানে পুষ্প চয়ন করিতেছেন, কোথাও জলক্রীড়া করিতেছেন, কোন স্থানে গান করিতেছেন, কোথাও দুলিতেছেন, কোন স্থানে কদলী গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। এই রূপে বসন্তকালে শ্রী বিক্রমাদিত্য নানা প্রকার সাংসারিক সুখানুভোগ করিতেছেন।

ইত্যবসরে সেই বনের এক প্রদেশে এক তপস্বী বহুকাল পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপস্যা করণে ক্ষীণশরীর রাজার বনবিহার দর্শনে বিকারপ্রাপ্তচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি উত্তম বস্ত্র ধারণে দিব্য অলঙ্কার পরণে দিব্য গন্ধদ্রব্য লেপনে অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন ভক্ষণে উত্তম পালঙ্ক শয়নে সুগন্ধি দ্রব্য ঘ্রাণে জাতীফল লবঙ্গ এলাচী কর্পূরাদি মিশ্রিত তাম্বূল চর্ব্বণে গীত বাদ্য শ্রবণে নর্ত্তক নর্ত্তকী নর্ত্তন দর্শনে উত্তম সুন্দরী স্ত্রী সহিত হাস্য কৌতুক করণে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎকার হয় তাহা না করিয়া, তপস্যা করিলে স্বর্গসুখ হবে, এই ভাবি সন্দিগ্ধ অপ্রত্যক্ষ সুখের কারণ এতাবৎ তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবঞ্চনা করিলাম। যে সকল লোক আত্মপুরুষার্থে এই সকল সুখ ভোগ না করিয়া ভবিষ্যৎ সুখভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন কৌপীন পরিধান করেন, তাহারা আপনার বিড়ম্বনা আপনারা করেন, এই মাত্র লোকে প্রকাশ করেন, ভবিষ্যৎ সুখ হওনের প্রমাণ কি? এই রূপ নাস্তিক মতাবলম্বনে যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে রাজার নিকটে আসিলেন।

রাজা যোগিকে দেখিয়া বহু মান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যোগি, কিমর্থে আপনকার আমার নিকটে আগমন? যোগী কহিলেন, হে মহারাজ, আমি অনেক কাল অবধি এই বনে তপস্যা করিতেছি, অদ্য আমার আরাধিত দেবতা আমাকে সুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি শ্রীরাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাও, তিনি তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। এতদর্থে আমার আপনকার নিকটে আগমন। রাজা যোগির এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন এ যোগী অনিশ্চিত শাস্ত্রার্থ যোগভ্রষ্ট সাংসারিক সুখার্থে আতুর হইয়াছেন। অতএব আর্ত্তের বাঞ্ছা পূরণ কর্ত্তব্য হয়। এই মনের মধ্যে বিচার করিয়া বড় এক নগরের মধ্যে উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া যোগিকে দিলেন, নানালঙ্কারেতে ভূষিতা একশত যুবতী স্ত্রী একশত গ্রাম অনেক ধন দাস দাসী গো মহিষী হস্তী ঘোটক

প্রভৃতি যোগিকে দিয়া আপনি যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া আকাশপথে বায়ুবেগে রাজধানীতে আইলেন। যোগী বাঞ্ছিতহইতে অধিক সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকিলেন।

VIII.—*Romantic self-denial.*

ষষ্ঠী পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজরাজা পুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষেকের জন্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এই সময় ষষ্ঠী পুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন, শুন রাজা ভোজ, রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয়, সে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, রাজা বিক্রমাদিত্যের উপকারকতা কি ? পুত্তলিকা কহিলেন, বিক্রম চরিত্রে মনযোগ কর।

অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব দেশের আধিপত্য করেন, রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব্বদা স্বস্ববর্ণের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন করেন না, নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করেন, অধর্ম্মে দৃষ্টি কদাচ করেন না, পরোপকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন, প্রাণান্তেও মিথ্যাবাক্য বলেন না, আত্ম শরীরকে অনিত্য করিয়া জানেন, পরমাত্মার চিন্তা নিরন্তর করেন। ঐ পুরীতে ধনদত্ত নামা এক বণিক থাকেন, সেই ধনদত্তের এত ধন যে তিনি আপনার ধনের পরিমাণ আপনি জানেন না; যে২ সামগ্রী কোন নগরে নাহি তাহা ধনদত্তের গৃহে আছে। এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন, পরলোকে উপকার হয় এমত পুণ্য করিলাম না, আমার গতি কি হবে ? এই বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার অনেক দান ধর্ম্ম করিয়া তীর্থ দর্শন কারণ দেশান্তরে গেলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে, মন্দিরের নিকটে এক সরোবর থাকে, সেই সরোবরের চারিদিগে চারি ঘাট চন্দ্রকান্ত মণিতে খচিত আছে, ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী ও দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন, কিন্তু দুই জনের দুই মস্তক ছিন্ন হইয়া পৃথক্ আছে। মস্তকের সমীপে এক প্রস্তরে এইরূপ কতকগুলি অক্ষর লেখা আছে, উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দিবে, তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস হবে। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, তৎপর ধনদত্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত কথা প্রসঙ্গে রাজার সমীপে এ সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার কাছে নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, ধনদত্ত, সেই স্থানে আমার

সহিত চল, কৌতুক দেখিব। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ধনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন; গিয়া ধনদত্ত পূর্ব্বে যে সকল কহিয়াছিলেন, সে সমস্ত রাজা আপনি সাক্ষাতে দেখিয়া বিচার করিলেন, পরের যৎকিঞ্চিৎ উপকারের নিমিত্তে উত্তম লোকে প্রাণপণ করে; আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে জীবৎশরীর হইবে, অতএব এ উত্তম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; শরীর ধারণে অবশ্য মৃত্যু আছে, পরোপকার করিয়া মরিলে পরলোকেও উত্তম গতি হয়। ইহা জানিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর সাক্ষাতে আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত। ইতোমধ্যে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, হে রাজন্, তুমি উত্তম পুরুষ, তোমাকে সন্তুষ্টা হইলাম, বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন, হে দেবি, যদি প্রসন্না হইলা, তবে এই দুই স্ত্রী পুরুষের প্রাণদান করিয়া এই দেশের রাজত্ব দেও। দেবী ইহা শুনিয়া কহিলেন, হে বিক্রমাদিত্য, তুমি উত্তম পুরুষ, পরোপকারের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত। ইহা কহিয়া দেবী ঐ স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস করিয়া এবং সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন। নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে উঠে, এই রূপ স্ত্রী পুরুষ দুই জন গাত্রোত্থান করিলেন, দেবীর অনুগ্রহে স্ত্রী পুরুষ দুই জনা সেই দেশে রাজা রাণী হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য আপন রাজধানীতে আইলেন।

IX.—*Liberality to a Lover.*

অষ্টমী পুত্তলিকার কথা।

তারপর এক দিবস শ্রীভোজরাজা সকল অভিষেক সামগ্রী লইয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন, হে ভোজরাজ শুন, শ্রীবিক্রমাদিত্যের ন্যায় যে পরবাঞ্ছাপূরক, সেই এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পরবাঞ্ছাপূরক ছিলেন? পুত্তলিকা বলিলেন, হে রাজন্, শুন।

অবন্তীপুরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন। ঐ পুরে ত্রিপুরাকর নামে রাজপুরোহিত বাস করেন, তাঁহার পুত্র কমলাকর নামে, তিনি অত্যন্ত মূর্খ। ত্রিপুরাকর আপন পুত্রকে মূর্খ দেখিয়া সর্ব্বদা ভাবিত থাকেন, এক দিবস আপন পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন, হে পুত্র, শুন, সংসারে জীব মনুষ্যজন্ম অনেক পুণ্যের ফলে পায়। জীব মনুষ্যশরীর পাইয়া যদি বিদ্যা উপার্জ্জন করেন,

তবে মনুষ্যজন্ম সার্থক, নতুবা সে মনুষ্যরূপী পশু। বিবেচনা করিয়া আপন মনে বুঝ, শয়ন আসন ভোজন প্রভৃতি ব্যবহার মনুষ্যের পশুর অবিশেষ, তবে পশুহইতে মনুষ্যের এই তরতম যে পশুর বিদ্যা হয় না, মনুষ্যের বিদ্যা হয়। ইহাতে যে মনুষ্যের বিদ্যা না হইল সে পশু কেন নয়? আরো দেখ, রাজত্বহইতে পাণ্ডিত্য বড়, কেননা রাজার স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পরদেশে তাদৃশী নয়, পণ্ডিতের স্বদেশে পরদেশে তুল্য মর্য্যাদা। আর দেখ, যত ধন সংসারের মধ্যে আছে, সকল ধনহইতে বিদ্যা উপাদেয় ধন; অন্য ধনের দ্বারা চোর অগ্নি রাজাদি-ভীতি আছে, বিদ্যাধনের সে ভয় নাই; এবং আর ধন ব্যয় করিলে ক্ষীণ হয়, বিদ্যাধনের ব্যয়েতে বৃদ্ধি হয়; এবং অন্য ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে না, বিদ্যাধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে। আর দেখ, যত ভূষণ আছে, সকলহইতে বিদ্যা বড় ভূষণ, কেননা অন্য অলঙ্কার বাল্য যৌবন অবস্থাতেই শোভা পায়, জরাবস্থাতে শোভা পায় না, বিদ্যা সর্ব্বাবস্থাতে শোভা পায়। হে পুত্র, এ বিদ্যা তুমি উপার্জ্জন করিলা না, অতএব তোমার জীবন মরণ তুল্য। ফল বিবেচনা করিয়া বুঝ, পুত্র না হওয়া এবং হইয়া মরা এবং বাঁচিয়া থাকিয়া মূর্খ হওয়া, এ তিনের মধ্যে বরঞ্চ না হওয়া কিম্বা হইয়া মরা ভাল, মূর্খ হইয়া জীবদ্দশাতে থাকা কদাচ ভাল নয়, যেহেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া লোক নিরস্ত থাকে, হইয়া মরিলে বড় মাসেক দুমাস লোক শোক করে, মূর্খ পুত্র পিতা মাতার সর্ব্বদা দুঃখের নিমিত্ত হয়। অতএব বলি, মূর্খ পুত্রের মরণই ভাল। কমলাকর পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া বিদ্যা উপায় করিতে বিদেশে প্রস্থান করিলেন, অনেক দিবসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন, সে দেশে চন্দ্রমৌলি নামে সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, কমলাকর বিদ্যার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমৌলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শুশ্রূষাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীর সিদ্ধ মন্ত্র দিলেন। কমলাকর সিদ্ধ মন্ত্র প্রভাবে অষ্টাদশ বিদ্যাতে পণ্ডিত হইলেন। তাহার পর কমলাকর কাঞ্চীপুরীতে গেলেন, কাঞ্চীপুরীতে এক বাটীর মধ্যে নরমোহিনী নামে এক কন্যা থাকেন, সে বাটীতে আর কেহ থাকে না, সর্ব্বদা দ্বার মুক্ত থাকে; সে বাটীর কর্ত্তা দুর্জ্জয় নামে এক রাক্ষস, সে রাত্রিযোগে বাটী আইসে; যে কেহ বিদেশী সে বাটীর মধ্যে যায়, ঐ কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে, রাত্রিযোগে রাক্ষস আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে, এই রূপে অনেক পথিক তথাতে মরিয়াছে। কমলাকর এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বদেশে আসিয়া এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন, আর কহিলেন, হে মহারাজ, এ পদ্মিনী স্ত্রীকে আমাকে দেও। রাজা তাহা স্বীকার করিয়া কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া

কাঞ্চীপুরে নরমোহিনী কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন, রাজার সে কন্যা দেখাতে কিছুমাত্র মোহ হইল না। রাজা অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয়। তারপর রাক্ষস নিশাতে রাজাকে খাইতে উদ্যত হইবামাত্র রাজা খড়্গ চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইলেন, তদনন্তর রাজা ঐ রাক্ষসের সহিত নানা প্রকার যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন। রাক্ষস নষ্ট হইবাতে নরমোহিনী কন্যা সন্তুষ্টা হইয়া রাজার অনেক প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে রাজন, তুমি আমাকে রাক্ষসহইতে ত্রাণ করিয়া প্রাণদান দিলা, অতএব আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম। রাজা কন্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে কন্যে, তুমি যদি নিতান্ত আমার শরণাপন্না হইলা, তবে আমি যাহা বলি তাহা প্রতিপালন কর। এই যে কমলাকর, ইনি বড় পণ্ডিত, আমার অতিশয় প্রিয়, ইহাঁকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই কথাতে কন্যা সম্মতা হই- লেন। এই রূপে শ্রী বিক্রমাদিত্য কমলাকরকে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন, কমলাকর পদ্মিনী কন্যাকে লইয়া আপন বাটীতে গেলেন।

X.—*Liberality to the Poor.*

নবমী পুত্তলিকার কথা।

ভোজ রাজা পুনর্ব্বার এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যোমধ্যে নবমী পুত্তলিকা কহিলেন, হে ভোজরাজ, শুন; রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে, সে এই ভদ্রাসনে বসিতে পারে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, হে পুত্তলিকে, রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কিরূপ? পুত্তলিকা কহিলেন, ভোজরাজ, শুন।

অবন্তী পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন, ঐ নগরীতে এক যোগী আসিয়া উদ্যানের মধ্যে থাকিলেন, সে যোগী সর্ব্বজ্ঞ এবং বাকসিদ্ধ নিরাকাঙ্ক্ষ পরম বৈরাগ্যযুক্ত, যাহাকে যাহা বলেন তার তাহাই সিদ্ধ হয়। যোগির এই সকল বৃত্তান্ত রাজা লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া যো- গিকে আনিবার কারণ সভাসৎ পণ্ডিতদিগকে পাঠাইলেন। যোগী পণ্ডিতের প্রমুখাৎ রাজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না, কহিলেন, আমার রাজার নিকট গিয়া প্রয়োজন কি? যে পুরুষ নিষ্কাম সে তৃণের ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে; যে নিষ্পাপ সে তৃণতুল্য যমকে জানে; যে নির্লোভ সে রাজৈশ্বর্য্যকে তৃণপ্রায় জানে, যে নিষ্প্রয়োজন সে রাজাকে তৃণ সমান মানে। যোগির এই সকল কথা পণ্ডিতেরা শুনিয়া রাজার সাক্ষাতে আসিয়া কহিলেন। রাজা শুনিয়া বুঝিলেন,

যোগী ভাল বটে। লোক রাজার নিকটে আসিতে প্রার্থনা করে, আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম, তথাপি আইলেন না, অতএব বুঝিলাম এ যোগী নিতান্ত নিস্পৃহ বটেন। রাজা এই বিচার করিয়া আপনি যোগির নিকটে আইলেন, যোগী রাজার রাজচিহ্ন ও মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে দিব্য এক ফল দিলেন, এবং সে ফলের প্রভাব কহিলেন, যে এ ফল খায় সে অজর অমর নিরোগ হইয়া থাকে। রাজা সে ফল পাইয়া আপন বাটীতে আসিতেছেন, ইতিমধ্যে পথে এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগার্ত্ত দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন।

XI.—*Liberality to Subjects.*

দশমী পুত্তলিকার কথা।

তৎপর অন্য এক মুহূর্ত্তে অভিষেক কারণ শ্রীভোজরাজ সিংহাসন সমীপে আসিলেন। দশমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে দেখিয়া উপহাস করিয়া কহিলেন, হে ভোজরাজ, তুমি এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদৃশ যে রাজা সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে। ভোজরাজা কহিলেন, রাজা বিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন? দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন, হে ভোজরাজ, শুন, শ্রীবিক্রমাদিত্য যে রূপ গুণবান্ ছিলেন, তাহা কহি।

এক দিন শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূমণ্ডল অবলোকন কারণ যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া চলিলেন; নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ এক স্থানে পর্ব্বতে অতি বড় গহ্বরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিয়া সে বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলেন; তারপর সে বৃক্ষের উপরে চিরজীবী নামে এক পক্ষী থাকেন, সেই পক্ষির পরিবারগণ নানা দেশে আহার প্রচারণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে ঐ বৃক্ষের উপরে আসিয়া পক্ষিরা পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক পক্ষী কহিলেন, আজি আমার অতি বড় দুঃখ হইয়াছে। পক্ষি সকল ঐ পক্ষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার কি দুঃখ? পক্ষী কহিলেন, তোমরা আমার অন্তঃকরণের দুঃখের বৃত্তান্ত মনোযোগ করিয়া শুন।

সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপের রাজা এক রাক্ষস, প্রজা মনুষ্য লোকেরা। এক দিবস ঐ রাক্ষস সকল মনুষ্য খাইতে উদ্যত হইল, এই ভয় প্রযুক্ত সকল প্রজাতে পরামর্শ করিয়া কহিলেন, হে রাক্ষস, তুমি আমাদের রাজা, আমরা তোমার প্রজা। প্রজা পালন রাজধর্ম্ম। তুমি রাজা হইয়া প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হও এমত উপযুক্ত নহে। আমরা তোমার আহার কারণ প্রতি দিন এক

মনুষ্য পর্য্যায়ানুসারে দিব। রাক্ষস সেই দিন অবধি প্রত্যহ এক২ মনুষ্য আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, প্রজাদিগের অধিক উপদ্রব করে না। আমি ,আজি সেই দেশে চরণে গিয়াছিলাম, সেই স্থানে আমার এক মিত্র আছে, তাহার এক পুত্র। আমার মিত্রকে অদ্য এক মনুষ্য দিতে হইবে, অতএব আমার মিত্রপুত্রকে রাক্ষস ভক্ষণ করিবে, এই নিমিত্তে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

রাজা বিক্রমাদিত্য বৃক্ষের তলে থাকিয়া পক্ষির কথা শুনিয়া যোগ-পাদুকাতে আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাজার দেশে গেলেন। পক্ষির মিত্র-পুত্র আপন শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিবার কারণ মরণ ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে বালক, তুমি নিজ গৃহে যাও, আমি তোমার হইয়া নিজ শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিব। বালক কহিলেন, হে পুণ্যাত্মা, তুমি কে? আমাকে পরিচয় দেহ। রাজা কহিলেন, আমার পরি-চয়ে তোমার কি প্রয়োজন? বালক বিক্রমাদিত্যের এই কথা শুনি-য়া আনন্দিত হইয়া আপন গৃহে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাক্ষ-সের আহারস্থানে হাস্যবদনে নির্ভয় হইয়া বসিয়া থাকিলেন। রাক্ষস আহারের কালে সেই স্থলে আসিয়া উত্তম পুরুষ দেখিয়া কহি-লেন, হে মনুষ্য, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, ইহাতে ভয় না করিয়া হাস্য করিতেছ? তুমি কে? আমাকে পরিচয় দেহ। বিক্রমা-দিত্য কহিলেন, আমি তোমার আহারের কারণ আসিয়াছি, পরিচয়ে কি প্রয়োজন? আমাকে ভক্ষণ কর। রাক্ষস তুষ্ট হইয়া কহিল, হে উত্তম পুরুষ, তুমি বড়ই পুণ্যাত্মা, আমি তোমাকে তুষ্ট হইলাম; আমার স্থানে তোমার যে অভিলষিত থাকে তাহা যাজ্ঞা কর। রাজা কহিলেন, যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইলা, তবে অদ্য অবধি প্রজার হিংসা করিবা না। অনন্তর রাক্ষস তথাস্তু বলিয়া রাজার বাক্য স্বীকার করিলেন। রাজা যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানীতে আইলেন। সে অবধি রাক্ষসের প্রজা লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল।

XII.—*Liberality to a Pandit.*

পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপোপস্থিত শ্রীভোজ-রাজাকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন, হে ভোজরাজ, শুন, এ সিংহাসনে বসিবার যে উপযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুন। রাজা কহি-লেন, কহ, সে বৃত্তান্ত কিরূপ?

পুত্তলিকা কহিলেন, এক সময়ে শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক রূপ চতুরঙ্গিনী সেনাসমভিব্যাহারে সর্ব্বদিগ্বিজয় করিয়া এবং রাজা-সমূহকে স্ববশীভূত করিয়া ধীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভামধ্যে বসিয়াছেন। ইত্যবসরে ক্রীড়াবনাধ্যক্ষেরা রাজসাক্ষাৎকারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ, সকল ঋতুরাজ বসন্ত আপনকার বিলাসবিপিনসমূহে প্রবেশ করিলেন, বনরাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরী ভারেতে পরম শোভাবি-শিষ্ট হইয়াছেন, সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে, ভ্রমরমালা মধুপানে মত্ত হইয়া মনোহর শব্দ করিতেছেন, কোকিলমিথুন মধুর রব করিতেছেন। উদ্যানপালদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীড়াবনে গমন করিলেন, নানা স্থানে নানাবিধ সুখানুভব করিয়া বন-মধ্যবর্ত্তী বিচিত্র মণ্ডপ মধ্যস্থিত মণিমণ্ডিত কণকময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মাধিকারি পণ্ডিত জ্ঞানশাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন, হে মহারাজ, শুন, রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয়, এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয়, অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানি জনের উপযুক্ত নয়। প্রীতি যেমন সুখদায়ক, বিচ্ছেদ ততোধিক দুঃখ-দায়ক হয়; অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ করা জ্ঞানির কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমপুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয়; তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগারহইতে মুক্ত হয়। রাজা ধর্ম্মাধিকারির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল আত্মমনে বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মাধিকারি, তুমি যাহা কহিলা তাহা যুক্ত বটে। বহুতর ছিদ্রবিশিষ্ট শরীরেতে প্রাণবায়ুর স্থিতি জীবের জীবন, তাদৃশ প্রাণবায়ুর শরীরহইতে নির্গম জীবের মরণ। অতএব জীবের জীবন বড় আশ্চর্য্য, মরণ সহজ। সাংসারিক যাবৎ বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত; মরণোত্তর কাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে না, ইহা প্রত্যক্ষ; সকলে জানিয়াও বিষয়েতে মত্ত থাকে। ইহার পর অজ্ঞান বা কি? এ জ্ঞান নষ্ট না হইলেও পরমপুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না। অজ্ঞান নাশ যৎসঙ্গ করণে হয়, সেই পরম সাধু; অতএব তুমি পরম সাধু বট। বিক্রমাদিত্য এই রূপ নানা প্রকার জ্ঞানকথা কহিয়া ধর্ম্মাধিকারিকে পরিতোষার্থ অষ্ট লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন।

XIII.—*Liberality to an Enemy.*

ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজ-রাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন, হে ভোজরাজ, শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য ধৈর্য্য ঔদার্য্যশালী যে হয়, সে এ সিংহা-সনে বৈসুক। রাজা কহিলেন, শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যাদি কি রূপ? পুত্তলিকা কহিলেন, হে ভোজরাজ, শুন।

অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন; ঐ নগরে ধনপতি নামে ত্রিংশৎ কোটীশ্বর এক বণিক থাকেন, তাহার চারি পুত্র। ঐ বণিক আপন মৃত্যুসময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন, হে পুত্রেরা, তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা, বিভক্ত কদাচ হইবা না; সহবাসের গুণ বিস্তর; ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরাও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারেন; যেমন তৃণ সমূহ একত্র হইয়া দৈবি বৃষ্টি নিবারণ করেন; ঐ তৃণেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারেন না, পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যায়; অতএব মিলিয়া থাকা ভাল। যদি দৈবাৎ সম্বলিত হইয়া থাকিতে না পার, তবে আ-মার শয়নস্থানে তোমাদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি কলস পুঁতিয়া রাখিয়াছি, তাহা আপন২ নামানুসারে লইবা। এই রূপ পুত্রদিগকে শাসন করিয়া ধনপতি দেহত্যাগ করিলেন। কিয়ৎ কালান্তর বণিকপুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্ব২ নাম চিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকাহইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন, জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা, দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার, তৃতীয়ের কুন্ডে অস্থি, চতুর্থের কলসে তুষ; ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; ইহার অভিপ্রায় কেহ কহিতে পারিলেন না। এই রূপে অনেক দি-বস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে কাল যাপন করিলেন।

এক দিন ঐ চারি বণিকপুত্রেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভাতে গিয়া সভ্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তত্রাপি কলসের তত্ত্ব নিরূপণ হইল না। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান নগরে দুই ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহাদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী, তাহাকে পাতালহইতে এক নাগপুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত গর্ভবতী হইলেন। তাহার ভ্রাতা দুই জন বিধবা ভগিনীর গর্ভ দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন। ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের পর এক পুত্র প্রসব করিলেন, তাহার নাম শালিবাহন, ঐ শালিবাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকার-গৃহে থাকেন। তিনি সেই ঘটচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রতি-

ষ্ঠান নগরস্থ রাজসভাতে আসিয়া কহিলেন, হে সভ্যবর্গ, এ ঘটচতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপণ আমি করিব। ইহা শুনিয়া সকল সভ্য লোকেরা সে নাগপুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালক কহে, মৃত্তিকা পূরিত ঘট যাহার নামে, ভূমি ধন তাহার। অঙ্গার পূরিত কলস যাহার নামে, স্বর্ণ রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীশক লোহরূপ অষ্ট ধাতু দ্রব্য তাহার। অস্থি পূরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত, তাহার হস্তী ঘোটক গো মহিষ ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ চতুষ্পদ ধন। তুষ পূরিত গর্গরী যাহার নামে, ধান্য যব গোধূম কলাই মুদ্গ চনক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্যধন তাহার। নাগপুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃকৃতাংশানুসারে স্ব ২ ভাগ লইয়া পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করিলেন।

নাগপুত্র কৃত নির্ণয় লোক পরম্পরাতে শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্রের আনয়ন নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শালিবাহন আইলেন না, কহিলেন, বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাওনের কি প্রয়োজন? যদি তাঁহার কিছু প্রয়োজন থাকে, তবে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন? দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাতে গিয়া কহিল। রাজা বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনাপরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠান পুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালিবাহন রাজার সম্ভাষার্থে বিক্রমাদিত্যের নিকট আইলেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক প্রেরণ করিয়া শালিবাহনের পুরী গৃহ রোধ করিলেন। তদনন্তর শালিবাহন স্বগৃহাবরোধন দেখিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি স্বপিতৃপ্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দিলেন। শালিবাহনের সৈন্যেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সৈন্যের সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ করিলেন। তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎসৈন্যেরা ভঙ্গ হইল না। এক দিবস রাত্রিযোগে শালিবাহনের পিতা পাতালপুরস্থ নাগপুত্র আসিয়া বিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দংশিয়া বিষজ্বালাতে মূর্চ্ছিত করিয়া গেলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অমৃত সেচনে সৈন্যদের জীবনার্থে নাগরাজ বাসুকির মন্ত্র জপ করিলেন। বাসুকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া বাঁচাইতে যাইতেছেন, পথিমধ্যে শালিবাহন প্রেরিত পুরুষদ্বয় রাজার সম্মুখে আসিয়া ঐ অমৃত প্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম, যে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাকে তাহাই দিব। অতএব স্বনিয়ম ভঙ্গ ভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহতের মহত্ত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরণ কদাচ না হয়। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য একাকী পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন, শুভ কর্ম্ম করণার্জ্জিত পুণ্যবলে পুরুষ দুস্তর

বিপৎসাগর তরে, এই শাস্ত্রের প্রমাণ আছে। অতএব ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন। রাজা এই ভাবনা করিতেছেন, ইত্যবসরে পাতালনগরীহইতে বাসুকি স্বয়ং আসিয়া অমৃত বৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন, সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিত প্রায় কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যদের জীবন দানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনার সহিত স্বপুরীতে আইলেন। অন্যোন্য প্রভাতে অন্যোন্য বিস্মিত হইলেন।

XIV.—*Liberality to all.*

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার কথা।

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজরাজকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন, হে ভোজ রাজ, এতদ্ব্দাসন উপবেষ্টা শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ গুণোপাখ্যান শ্রবণ কর।

এক সময়ে অবগ্রহ প্রযুক্ত প্রায় তাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজা লোকেরা শস্য মাহার্ঘ্য প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন, মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক, তাঁহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি, অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রাণ রক্ষা করি। এই রূপ পরামর্শ করিয়া অন্য ২ রাজার দেশহইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দূত প্রমুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্রে আজ্ঞা দিলেন, বিদেশাগত অন্নার্থিরা যে স্থানে যে ভক্ষ্যদ্রব্য পাইবেন, তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবেন; ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে। যাহার যত টাকার দ্রব্য এতদর্থে ব্যয় হইবে, সে তত টাকা আমার ভাণ্ডারহইতে পাইবে। এইরূপ ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে ব্যবহার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকেরা আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার সাক্ষাতে নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ, আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক, কৃষিকর্ম্ম কখন করি নাহি, ক্রীত শস্যমাত্রোপজীবী; সম্প্রতি এক মুদ্রালভ্য শস্য শত মুদ্রাতেও পাই না; এতন্নিমিত্তক সপরিবারে আমাদের প্রাণরক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য বিশিষ্ট লোকদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। মনে বিচার করিলেন, যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষুদিগকে বারণ করি, তবে বাক্য মিথ্যা হয়। যদি গ্রাহকদিগকে ক্রয়নার্থে নিবারণ করি, তবে সর্ব্বোপকারিতাব্রত ভঙ্গ হয়। এই রূপ চিন্তান্বিতচিত্ত হইয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করিলেন। পর-

মেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, হে মহারাজ, বর প্রার্থনা কর। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধবাক্য প্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন, হে দেবি, যদ্যপি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ, তবে এই বর দেও, আমার দেশের সকলের গৃহে অক্ষয় ভক্ষণীয় দ্রব্য হউক। দেবী তথাস্তু বলিয়া রাজার পরোপকারকতাধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে চিন্তামণি নামে এক রত্ন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রজাবর্গের স্বাস্থ্যে সুস্বান্তঃকরণ হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত মহামাত্র প্রভৃতিদের সহিত বিচার করিয়া তীর্থযাত্রার কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া বসিয়াছেন। ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপট সন্ন্যাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষমাত্রপ্রমাণবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহারাজ, এ সকল সামগ্রী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে? রাজা কহিলেন, আমি তীর্থযাত্রা করিব, তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল, তীর্থ বা কি? তীর্থযাত্রা করিলে বা কি হয়? রাজা কহিলেন, গঙ্গাদি তীর্থ; তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয়, তৎপুণ্যে ফলাকাঙ্ক্ষির স্বর্গ হয়, ফলাভিসন্ধিরহিতের চিত্তশুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিলেন, প্রতারক কল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞানিরা নষ্ট হউক। কিন্তু মহারাজ, তুমি জ্ঞানবান সারগ্রাহী, তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞানিদের যে কথা তাহা শুন। যে অজ্ঞান পুরুষেরা স্বর্গার্থে কর্ম্ম করে, তাহাদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম। যে কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষতো দেখে, সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিধ্বস্ত কারণ কখন কার্য্যের জনক হয় না; যেমন দগ্ধ সূত্র পটের জনক হয় না। অতএব স্বর্গ মিথ্যা, এবং এই যুক্তিতে নরকও মিথ্যা; আর বর্ত্তমান দেহপাতোত্তর ভাবি দেহান্তরসম্বন্ধ আত্মার হয়, এ কথা নিতান্ত অন্ধপরম্পরাসিদ্ধ কথার ন্যায়। অতএব আত্মার শরীরান্তরপ্রাপ্তি মিথ্যা, এ প্রযুক্ত স্বর্গ ও নরক ও মর্ত্ত্য এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা; দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এ যে কথা গগণকুসুম প্রায়; মহারণ্যস্থ বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃ স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়শালি সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর, এই যে কল্পনা সে কল্পনামাত্র; অতএব প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্যবুদ্ধি সে অপ্রামাণিক; কিন্তু অন্ধগোলাঙ্গুলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারণ অসদুপদেশমাত্র। শ্রীবিক্রমাদিত্য চার্ব্বাকের এই রূপ নানা প্রকার বেদবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অরে নাস্তিক, প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাহি, এ বাক্য কহ যে তুমি, তুমি এই স্থল

মতাবলম্বনে অনুমানাদি প্রমাণ যদ্যপি না মান, প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণই মান, তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত বধির হন, তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্যগ্রহ কি রূপে হয়? যদি না হয়, তবে তাহার কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু লোকে দেখিতেছে, এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। আর যদি কখন তুমি স্বশিরশ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ, তবে তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি মৃত ব্যবহার কর, কিম্বা জীবদ্ব্যবহার কর? যদি মৃতব্যবহার কর, তবে তুমি বিলক্ষণ বিচক্ষণ বট। যদি জীবদ্ব্যবহার কর, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইল। অতএব তোমাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ অনুমান প্রমাণ অবশ্য মানিতে হইবে। আর সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি কি আকাশপতিতাগত, কিম্বা যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত? যদি বল, আকাশপতিতাগত, তবে তুমি উন্মত্ত। যদি বল, যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত, তবে তোমার তদ্বংশজাতত্ত্বে প্রমাণ কি? ইহাতে বলিবা, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা অমুক বংশজাত, ইহা আমি প্রামাণিক লোকদের স্থানে শুনিয়াছি; অতএব অনিচ্ছাতেও তোমাকে প্রামাণিক বাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ মানিতে হইল। যদি এই রূপ অনুমান শব্দ প্রমাণ মানিলা, তবে অনুমানসিদ্ধ এবং শব্দপ্রমাণসিদ্ধ যাবদ্বস্তু অবশ্য মানিবা। কিন্তু অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়বৎ বাক্য উপযুক্ত নয়। সে সকল কথা যা হউক, প্রতিনিয়ত দেশ কাল কারণ জাত শুভাশুভকর্ম্মফল সুখ দুঃখাত্মক শিল্পকর স্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংসার, ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইবে। আত্মচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝ ন্যূনাধিক্যভাবে বর্ত্তমান যে২ বস্তু, সে সকল বস্তুর সীমাস্থান অবশ্য কেহ আছে। যেমন সরোবর হ্রদ নদী নদাদিতে ন্যূনাধিক্যভাবেতে স্থিত হইয়াছে যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র। তদ্বৎ প্রায় ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেক ভাবে প্রাণিবর্গে আছেন, অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তমগুণের সীমাস্থান কাহাকেও অবশ্য বলিতে হইবে। ইহাতে যাহাকে বলিবা তিনি এক পরমেশ্বর; তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা, কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত; সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপার সাক্ষী, পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ, এবং পাণিহীন সর্ব্বগ্রাহী, নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী, শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা, তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানে না; সর্ব্বত্রস্থিত, কিন্তু সকলেরি দুর্লভ; তাঁহার কেহ আধার নয়, তিনি সকলের আধার; সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ, তাঁহার শক্তি দুর্ঘটঘটনপটুতরা, অতএব তাহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন। তিনি সকল জগতের মূলকারণস্বরূপা, অতএব তাহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন। ঈশ্বরভক্তজ্ঞেরা ঈশ্বরশক্তির কার্য্য জগৎকে

স্বপ্নের ন্যায় জানেন; অতএব ঈশ্বরশক্তিকে মহানিদ্রা করিয়া বলেন। এতাদৃশ শক্তিসহকারী নির্গুণ নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণক হন। এবম্বিধ পরমেশ্বর বিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হয়। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন, হে চার্ব্বাক, সকল শাস্ত্রের হৃদয়ার্থ তোমাকে বলি শুন। যেমন মাতা সন্তানের রোগনিবৃত্তি নিমিত্তক কটুতিক্ত কষায়ৌষধি পান করাইবার সময়ে সান্ত্বনা নিমিত্তক কহেন, হে পুত্র, ঔষধি পান করিলে তোমাকে মিষ্টমোদকাদি দিব, এই রূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান করান; তদ্বৎ প্রায় মাতৃরূপা শ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য রূপ রোগ নিবৃত্তি কারণ স্বর্গাদিরূপ ফল দর্শাইয়া ব্যায়াস সাধ্য কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তান। যেমন রোগ নিবৃত্তির ফল সুস্থতা, তেমন কামাদি নিবৃত্তির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা। অতএব সকল কর্ম্মকাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা। যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা হইল, তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি। যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা নাহি, তাহার কর্ম্ম মিথ্যাফলক। অতএব তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠা না করিয়া পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যে বৃথা কাল ক্ষেপণ কেন কর? রাজার এই সকল বাক্য শ্রবণ মহৌষধি পানে চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা পিশাচী পলায়ন করিলেন; চার্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল বাক্য মানিলেন। ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে নানা প্রকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

দ্বাত্রিংশতি পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্ত হইবামাত্রে সকল পুত্তলিকা একত্র হইয়া কহিলেন, হে ভোজরাজ, শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোপলক্ষে রাজাদের যে সকল উত্তম গুণ, তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম; এ সকল গুণ যার থাকে সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত, অন্য রাজা বসিলে তাহার সমূহ অমঙ্গল হয়; অতএব আমরা তোমার হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে বারণ করিলাম; ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। তুমি আমাদের মহোপকারী; তোমার প্রসাদে আমরা মুনিশাপপ্রাপ্ত স্থাবরভাবহইতে মুক্ত হইয়া জঙ্গমভাব প্রাপ্ত হইলাম; তোমার মঙ্গল হউক; পরম সুখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে গমন করি। পুত্তলিকারা শ্রীভোজরাজকে এই কথা কহিয়া সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং রাজাও আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

FROM THE HISTORY OF INDIAN KINGS.

রাজাবলি।

I.—*Introduction.*

পিতৃকল্পাদি ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণবশতো বর্ত্তমান শ্বেতবারাহ কল্প যাইতেছে; একৈক কল্পেতে চতুর্দ্দশ২ মনু হয়; তাহাতে শ্বেতবারাহ কল্পের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু যাইতেছেন। একৈক মনুতে ২৮৪ দুই শত চৌরাশি যুগ হয়। তাহার মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুতে ১১২ এক শত বার যুগের যুগ এই কলি যুগ যাইতেছে। ইহার পরিমাণ ৪৩২০০০ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। ইহার মধ্যে ১৭২৬ সত্তের শত ছাব্বিশ শকাব্দ* পর্য্যন্ত গত ৪৯০৫ চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর, বাঁকি ৪২৭০৯৫ চারি লক্ষ সাতাইশ হাজার পঁচানব্বই বৎসর।

আকাশ বায়ু তেজো জল ভূমি এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে পৃথিবীর আট আনা অন্য২ আকাশাদি চারি ভূতের দুই২ আনা এ সমুদায় ষোল আনাতে মিশ্রিত, ও চন্দ্র বুধ শুক্র রবি মঙ্গল বৃহস্পতি শনি এই সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষাতে ও নক্ষত্রমণ্ডলকক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিপিণ্ড কেবল শূন্যের উপরে আছে। ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা মূর্ত্তিমান কেহ নাই। অনন্ত প্রভৃতি শরীরী এই ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা, ইহা পৌরাণিকেরা বর্ণনা করেন, সে কেবল বর্ণনামাত্র। এই ভূমিপিণ্ডের উপরে অধোতে ও পার্শ্বেতে সর্ব্বত্র দেব মনুষ্য দানব দৈত্য পশু পক্ষ্যাদি ও পর্ব্বত গ্রাম নগর বন নদী নদাদিতে কেশরনিকরেতে কদম্বকুসুমের গ্রন্থির ন্যায় গ্রথিত আছে।

এই ভূমিপিণ্ডের অর্দ্ধেক লবণসমুদ্রের উত্তর, এই জম্বুদ্বীপ। ঐ ভূমিপিণ্ডের আর অর্দ্ধেকেতে জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে শাক শাল্মল কৌশ ক্রৌঞ্চ গোমেদক পুষ্কর এই২ নামে ছয় দ্বীপের ও লবণ ক্ষীর দধি ঘৃত ইক্ষুরস মদ্য স্বাদুজল নামে সপ্ত সমুদ্রের সন্নিবেশ

* i. e. A. D. 1804.

হইয়াছে; এই রূপে এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। এ সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বূদ্বীপ নামে এই দ্বীপ। এই জম্বূদ্বীপ নবখণ্ড; তাহার প্রত্যেকের নাম, ভারতবর্ষ, কিম্নরবর্ষ, হরিবর্ষ, কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, রম্যকবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, এই নব বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ নামে পৃথিবীর নব ভাগের এক ভাগ এই। ভারতবর্ষের নব ভাগ; সে সকল ভাগের নাম এই, ঐন্দ্র, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমৎ, নাগ, সৌম্য, বারুণ, গান্ধর্ব্ব, কুমারিকা; এই নব খণ্ডের মধ্যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যাহাতে আছে সে কুমারিকা খণ্ড এই। আর ২ খণ্ড সকলের মধ্যে অন্ত্যজ লোকের বসতি।

পরমেশ্বর এই পৃথিবীর পালন নিমিত্ত ইক্ষ্বাকু নামে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে রাজাকে সত্য যুগে প্রথমত আরোপিত করিয়াছিলেন। ঐ রাজার স্কন্ধশাখাদ্বয়রূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ। এই দুই বংশের ধারাবাহিক সন্তানপরম্পরাতে চারি যুগে এই পৃথিবীমণ্ডল অধিকৃত ছিলেন। এই উভয় বংশীয় রাজাদের মধ্যে মহত্তম ধর্ম্মতপোবলপ্রভাবে কেহ২ সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন; কেহ২ মহত্তর ধর্ম্মতপস্যাবল ও প্রতাপে জম্বূদ্বীপমাত্রের অধিকার করিয়াছেন; কেহ২ মহাধর্ম্মতপোবলবশতো ভারতবর্ষমাত্রের অধিকার করিয়াছেন; কেহ বা কুমারিকা খণ্ডমাত্রের রাজা ছিলেন। এই দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট্ হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন। ইহাদের বিবরণ পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে।

এই উভয় বংশীয় রাজাদের অধিকারে ১৭২৮০০০ সতের লক্ষ আটাইশ হাজার বৎসর সত্য যুগের, ও ১২৯৬০০০ বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর ত্রেতাযুগের, ও ৮৬৪০০০ আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর দ্বাপর যুগের অবসান হইলে পর বর্ত্তমান কলি যুগের আরম্ভ অবধি ৪৯০৫ চারি হাজার নয় শত পাঁচ গত বৎসর পর্য্যন্ত যে২ রাজা ও বাদশাহ ও নবাব হইয়াছেন, তাহাদের বিবরণ ১৮০০ আঠার শত ইংরাজি সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।

এই বর্ত্তমান কলিযুগে শকপ্রবর্ত্তক ৬ ছয় রাজা। কলির প্রথমাবধি ৩০৪৪ তিন হাজার চৌয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজার শক গত হইয়াছে। তাহার পরে উজ্জয়নীতে বিক্রমাদিত্য রাজার ১৩৫ এক শত পয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত শক গত হইয়াছে, এই দুই শক গত। বর্ত্তমান নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে শালিবাহন নামে রাজার শক যাইতেছে, এ শক বিক্রমাদিত্য রাজার শকের পর ১৮০০০ আঠার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে। তাহার পর চিত্রকূট পর্ব্বত প্রদেশে বিজয়াভিনন্দ নামে রাজা হইবেন; তাঁহার শক শালিবাহন রাজার শকের পর ১০০০০ দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত হইবে। তাহার পর পরিনাগার্জুন নামে এক রাজা হইবেন, তাহার শক এই কলির ৮২১ আট

শত একইশ বৎসর শেষ থাকা পর্য্যন্ত থাকিবে। তাহার পর সম্ভল দেশে গৌড় ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কি দেবের অবতার হইবে। এই মতে ৬ ছয় শক-কর্ত্তা রাজাদের মধ্যে ২ দুই গত, ১ এক বর্ত্তমান, ৩ তিন ভাবী।

এই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর চারি দিক্, অগ্নি নৈঋত বায়ু ঈশান চারি কোণ, আর মধ্য, এই রূপে নয় ভাগ। এই নয় ভাগের মধ্যভাগে যে২ দেশ সকল, তাহাদের নাম সারস্বত মৎস্য সূরসেন মথুরা পঞ্চাল শাল্ব মাণ্ডব্য কুরুক্ষেত্র হস্তিনা নৈমিষ বিন্ধ্যাদ্রি পাণ্ড্য ঘোষ যামুন কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ গয়া মিথিলা ইত্যাদি। পূর্ব্ব ভাগে মগধ শোণ বরেন্দ্র গৌড় রাঢ় বর্দ্ধমান মনোলিপ্ত প্রাগ্জ্যোতিষ উদয়াদ্রি ইত্যাদি দেশ। অগ্নিকোণে অঙ্গ বঙ্গ উপবঙ্গ ত্রৈপুর কোশল কলিঙ্গ উৎকল আন্ধ্র বিদর্ভ শবর ইত্যাদি দেশ। দক্ষিণে অবন্তী হেমাদ্রি মলয় ঋষ্যমূক চিত্রকূট মহারণ্য কাঞ্চী সিংহল কোঙ্কন কাবেরী তাম্রপর্ণী লঙ্কা ত্রিকূট ইত্যাদি দেশ। নৈঋৎ কোণে দ্রবিড় আনর্ত্ত মহারাষ্ট্র রৈবত যবন পহ্লব সিন্ধু পারশীক ইত্যাদি দেশ। পশ্চিমে হৈহয় অস্তাদ্রি ম্লেচ্ছবাস শক ইত্যাদি দেশ। বায়ু কোণে গুজরাট লাট জালন্ধর ইত্যাদি দেশ। উত্তরে চীন নেপাল হূন কেকয় মন্দর গান্ধার হিমালয় ক্রৌঞ্চ গন্ধমাদন মালব কৈলাস মদ্র কাশ্মীর ম্লেচ্ছ দেশ খস ইত্যাদি দেশ। ঈশান কোণে স্বর্ণভৌম গঙ্গাদ্বার টঙ্কন বাহ্লীক ব্রহ্মপুর কিরাত দরদ ইত্যাদি দেশ। এই সকল দেশের মধ্যে মধ্যদেশস্থিত সম্রাট্ রাজারা নরপতি, উত্তর দেশীয় সম্রাট্ রাজারা অশ্বপতি, দক্ষিণ দেশীয় সম্রাট রাজারা গজপতি, এই তিন প্রকার সম্রাট রাজাদের মধ্যে নরপতি রাজাদের বিবরণ সামান্যতো লিখি।

এই কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুই শত সাতষষ্ঠি বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ এক শত উনিশ জন নানাজাতীয় হিন্দু দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট হন। ইহার বিবরণ; রাজা যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমকপর্য্যন্ত ২৮ আটাইশ জন ক্ষত্রিয় জাতি পুরুষেতে ১৮১২ আঠার শত বার বৎসর। এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল। তাহার পর মহানন্দি নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসেতে শূদ্রাগর্ভজাত নন্দের বংশজ বিশারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ চৌদ্দ জনেতে ৫০০ পাঁচ শত বৎসর। এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার পর গৌতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বি ১৫ পনের জনেতে ৪০০ চারি শত বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ময়ূরবংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত নয় জনেতে ৩১৮ তিন শত আঠার বৎসর। তাহার পর শকাদিত্য নামে পর্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ চৌদ্দ বৎসর। এই রূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪

তিন হাজার চৌয়াল্লিশ বৎসর গত হইলে মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকেরও নিবৃত্তি হইল।

তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল। এই সম্বতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যেরা পিতা পুত্রে দুই জনেতে ৯৩ তিরা-নব্বই বৎসর। তাহার পর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত ১৬ ষোল জন যোগিতে ৬৪১। ৩ ছয় শত একচল্লিশ বৎসর তিন মাস। তাহার পর তিলকচন্দ্র অবধি গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী প্রেমদেবী পর্য্যন্ত ১০ দশ জনেতে ১৪০। ৪ এক শত চল্লিশ বৎসর চারি মাস। তাহার পর হরি-প্রেম বৈরাগী অবধি মহাপ্রেম পর্য্যন্ত ৪ চারি জন বৈরাগিতে ৪৫। ৭ পঁয়তাল্লিশ বৎসর সাত মাস। তাহার পর ধীসেন অবধি দামোদর সেন পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশীয় বৈদ্য জাতি ১৩ তের জনেতে ১৩৭। ১ এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর এক মাস। তাহার পর দীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্য্যন্ত চোহান রাজপুত জাতি ৬ ছয় জনেতে ১৫১ এক শত একান্ন বৎসর। তাহার পর পৃথুরায় এক জনেতে ১৪। ৭ চৌদ্দ বৎসর সাত মাস। এই রূপে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ অবধি ১২২৩ বারশত তেইশ বৎসর গত হইল। এবং কলির প্রথম অবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুই শত সাতষষ্ঠি বৎসর গত হইল। এই পর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদের সাম্রাজ্য ছিল।

তাহার পর মুসলমানদের সাম্রাজ্য হইল। যবনদের সাম্রাজ্য হওয়া অবধি ১৭২৬ সতের শত ছাব্বিশ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৫১ একান্ন জনেতে ৬৫১। ৩। ২৮ ছয় শত একান্ন বৎসর তিন মাস আটাইশ দিন গত হইয়াছে।

II.—*Of the Ancient Kings.*

সূর্য্য চন্দ্রোভয় বংশের মধ্যে দ্বাপর যুগের অবসানে সূর্য্য বংশের অবসান হইল; চন্দ্রবংশেরও ঔরস সন্তানের উপরতি হইল; কিন্তু চন্দ্র-বংশের ক্ষেত্রজ সন্তানদের রাজত্ব হইল। দ্বাপর যুগের শেষভাগে বিচি-ত্রবীর্য্য নামে চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্ত্রীসম্ভোগে আসক্ত হইলেন, এই প্রযুক্ত রোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোক গত হইলেন। তাঁহার সন্তান ছিল না, অতএব বেদব্যাস আপন মাতা সত্যবতীর আজ্ঞানুসারে ঐ বিচিত্রবীর্য্য রাজার ক্ষেত্রে তিন সন্তানোৎ-পাদন করিলেন। সে তিন সন্তানের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ও বিদুর। এই তিন সন্তানের মধ্যে পাণ্ডুর রাজত্ব হইল। তিনি শাপাভিভূত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগরহিত হইলেন, তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ঔরস সন্তান হইল না অতএব তাঁহার কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই স্ত্রী আপন স্বামির আজ্ঞামতে

ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার এই চারি দেবতাহইতে পাঁচ পুত্র জন্মাইলেন। তাহার বিবরণ; কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন নামে তিন; ও মাদ্রীর যমজ পুত্র নকুল ও সহদেব নামে দুই; এই রূপে পাণ্ডু রাজার পাঁচ ক্ষেত্রজ সন্তান হইল; ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত সন্তান হইল। পাণ্ডু রাজা স্বর্গারূঢ় হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও সুশীল ও পরম সাত্ত্বিক ও দাতা ও সর্ব্ব লোকানুরক্ত দেখিয়া আপন এক শত পুত্র থাকিতেও রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এই রূপে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতাদের ও ভীমাদি ভ্রাতাদের একবাক্যে পরম সুখে ৭৬ ছেহত্তরি বৎসর রাজ্য করেন। তাহার পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার বনবাস হইলে পর কেবল দুর্য্যোধন ১৩ তের বৎসর রাজত্ব করিলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতারা বনবাসহইতে আসিয়া সসৈন্য সসহায় দুর্য্যোধনাদিকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠির ৩৬ ছত্রিশ বৎসর রাজ্য করিয়া দ্রৌপদী ও ভীমাদি চারি ভ্রাতার সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। তাহার পর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত ৬০ ষাটি বৎসর রাজ্য করিয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া তক্ষক দংশনে নষ্ট হইলেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র জনমেজয় রাজা হইলেন; তিনি সর্পযজ্ঞে অনেক সর্প নষ্ট করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করণে ব্রহ্মহত্যা পাপাভিভূত হইয়া বেদব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনিহইতে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তৎপাপহইতে মুক্ত হইয়া পরলোকগামী হইলেন। তাঁহার রাজ্য সর্ব্বসুদ্ধ ৮৪ চৌরাশী বৎসর। এ সকল রাজাদের কথা মহাভারতে অতিবিস্তৃতা আছে, অতএব সংক্ষেপে লিখিলাম। তদনন্তর তৎপুত্র শতানীক ৮২।২ বিরাশী বৎসর দুই মাস রাজ্য করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র সহস্রানীক ৮৮।২ অষ্টাশী বৎসর দুই মাস রাজ্য ভোগ করেন; তদনন্তর অশ্বমেধজ নামে সহস্রানীকের পুত্র ৮১।১১ একাশী বৎসর এগার মাস রাজ্য করেন। পরে তৎপুত্র অসীম কৃষ্ণের রাজ্য ৭৫।২ পঁচহত্তরি বৎসর দুই মাস। অনন্তর তৎপুত্র নিচক্রু ৭৬।৩ ছেহত্তরি বৎসর তিন মাস রাজ্য ভোগ করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র উপ্ত ৭৮ আটহত্তরি বৎসর পৃথিবীপালন করেন। পরে উপ্তের পুত্র চিত্ররথের রাজ্য ৮০ আশী বৎসর; তাহার পরে চিত্ররথের পুত্র শুচিরথের রাজ্য ৬৫।২ পঁয়ষট্টি বৎসর দুই মাস থাকে। তদনন্তর তৎপুত্র ধৃতিমান্ ৬৯।৫ উনসত্তরি বৎসর পাঁচ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হন। পরে তাহার পুত্র সুষেণ ৬৪।৭ চৌষট্টি বৎসর সাত মাস রাজ্য করেন। তদনন্তর ৬২।১ বাষট্টি বৎসর এক মাস সুষেণের পুত্র সুনীথের রাজ্যে অধিকার থাকে। তদনন্তর তৎপুত্র নৃচক্ষু ৫১।১১ একান্ন বৎসর এগার মাস পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র পারিপ্লব ৪২।১১ বিয়াল্লিশ বৎসর এগার মাস রাজ্যাধিকারী হন। তাহার পর

তাহার পুত্র সুতপা ৫৮।৩ আটান্ন বৎসর তিন মাস রাজা হন। অনন্তর সুতপার পুত্র মেধাবী ৫৫।৮ পঞ্চান্ন বৎসর আট মাস রাজ্যাধিকারী হন। পরে তৎপুত্র নৃপঞ্জয় ৫২।৯ বায়ান্ন বৎসর নয় মাস পর্য্যন্ত রাজা হন। পরে তাঁহার পুত্র দর্ব্ব ৫০।৮ পঞ্চাশ বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। তদনন্তর দর্ব্বের পুত্র তিমি ৪৭।৯ সাতচল্লিশ বৎসর নয় মাস রাজ্য করেন। তদনন্তর তিমির পুত্র বৃহদ্রথ ৪৫।১১ পঁয়তাল্লিশ বৎসর এগার মাস রাজ্য করেন। পরে তৎপুত্র সুদাস ৪৪।৯ চোয়াল্লিশ বৎসর নয় মাস পর্য্যন্ত রাজা হন। তাহার পরে তাঁহার পুত্র শতানীক নামে রাজা ৪৪।৯ চৌয়াল্লিশ বৎসর নয় মাস রাজ্যাধিকার করেন। তৎপরে শতানীকের পুত্র দুর্দ্দমন নামে রাজা ৫১ একান্ন বৎসর রাজ্য পালন করেন। তাহার পর তৎপুত্র বহীনর রাজা হইয়া ৩৮।৯ আটত্রিশ বৎসর নয় মাস রাজ্য প্রতিপালন করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র দণ্ডপাণি ৪০।৩ চল্লিশ বৎসর তিন মাস রাজা হন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র নিধি ৩৬।৩ ছত্রিশ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। তাহার পর নিধির পুত্র ক্ষেমক ৫৮।৫ আটান্ন বৎসর পাঁচ মাস রাজা হইয়া থাকেন। এই ক্ষেমক রাজা সদা রোগাতুর ছিলেন, এই প্রযুক্ত পাত্র মিত্র সৈন্য সামন্তের ভাল মন্দ দেখা শুনাতে অসমর্থ এবং নিঃসন্তান ছিলেন। অতএব নন্দবংশজাত বিশারদ নামে তাঁহার মন্ত্রী রাজকীয় যাবৎ লোককে আত্মসাৎ করিয়া ঐ ক্ষেমক রাজাকে নষ্ট করিয়া আপনি রাজা হইল। এই মতে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের অধস্তন ২৮ আটাইশ পুরুষে বংশবিচ্ছেদ হইল, ও সন্তান পরম্পরাক্রমে কলির আরম্ভ অবধি ১৮১২ আঠার শত বারো বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য ছিল। তদনন্তর যুধিষ্ঠিরের বংশরূপ চন্দ্র অস্ত হইলে পর নন্দবংশরূপ তারার উদয় হইল, তাহার বিবরণ।

বিশারদের রাজত্ব ১৭।৪ সতের বৎসর চারি মাস। অনন্তর তৎপুত্র শূরসেনের রাজ্যাধিকার ৪২।৮ বিয়াল্লিশ বৎসর আট মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র বীরশাহ নামে রাজা ৫২।২ বায়ান্ন বৎসর দুই মাস রাজত্ব করেন। তৎপরে তস্য পুত্র আনন্দ শাহ ৪৭।৯ সাতচল্লিশ বৎসর নয় মাস রাজা হন। তাহার পর তাঁহার পুত্র বরজিৎ ৩৫।১ পঁয়ত্রিশ বৎসর এক মাস পর্য্যন্ত রাজা হন। অনন্তর বরজিতের পুত্র দুর্ব্বীর নামে রাজা ৪৪।৩ চৌয়াল্লিশ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত রাজ্য রক্ষা করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র সুকৃপাণ ৩০।৯ ত্রিশ বৎসর নয় মাস পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে তাঁহার পুত্র পুরন্ধ ৪২।১০ বিয়াল্লিশ বৎসর দশ মাস রাজ্যাধিকারী হন। তদনন্তর তৎপুত্র সঞ্জয় ৩২।৩ বত্রিশ বৎসর তিন মাস রাজ্য পালন করেন। তাহার পরে তাঁহার পুত্র অমরযোধ ২৭।৪

সাতাইশ বৎসর চারি মাস রাজ্য সম্ভার ধারণ করেন। অনন্তর অমরযোধের পুত্র ইনপাল নামে রাজা ২২। ১১ বাইশ বৎসর এগার মাস পৃথিবী পালন করেন। তৎপর তস্য পুত্র বীরধি নামে রাজা ৪৭।৭ সাত চল্লিশ বৎসর সাত মাস রাজ্য রক্ষা করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র বিদ্যার্থ রাজা হইয়া ২৫।৫ পঁচিশ বৎসর পাঁচ মাস রাজকর্ম করেন। তাহার পর তাহার পুত্র বোধমল্ল ৩১।৮ একত্রিশ বৎসর আট মাস রাজা হন। এই রূপে নন্দ বংশের চতুর্দশ পুরুষে পঞ্চশত বর্ষীয় সাম্রাজ্য সমাপন হইল।

এই বোধমল্ল রাজা বড় ভাঁগী ছিল; অতএব রাজব্যাপারে সর্ব্বদা অনবহিত থাকিত; তৎপ্রযুক্ত গৌতমবংশজাত বীরবাহু নামে তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে মারিয়া আপনি রাজা হইল। এই নন্দবংশীয় চতুর্দশ পুরুষের বীজপুরুষ নন্দ নামে মগধ দেশের রাজা ছিলেন। তিনি মহানন্দের পুত্র, শূদ্রাগর্ভজাত মহাবল পরাক্রম দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় যাবৎ ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া প্রায় নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী করিয়াছিলেন। ইনি মহাপদ্মসংখ্যক সেনার পতি ছিলেন, এই প্রযুক্ত ইহার নামান্তর মহাপদ্মপতি। সেই সকল ক্ষত্রিয় বংশ বিনাশকারি নন্দের বংশের বিনাশ এই কলির ২৩১২ দুই হাজার তিন শত বারো বৎসরে হইল। তদনন্তর গৌতম বংশজাত মায়াদেবীর পুত্র গৌতমহইতে নাস্তিকের বংশের প্রচার হইল। ঐ গৌতম নাস্তিক ছিলেন।

নাস্তিকদের মত এই। যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে পাই তাহাই আছে; অনুমানাদি প্রমাণসিদ্ধ যে সকল সে সকল কিছুই নাহি; অতএব এ জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর কেহ নাহি। মহাবনস্থ বৃক্ষের ন্যায় এই সংসার আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল স্বর্গ নরক নাহি; এবং বর্ত্তমান দেহে ক্রিয়মাণ ঈশ্বরপূজাদিরূপ কর্ম্মের ফল ভোগ যে দেহান্তরে হয় তাহাও নাহি। ও দেহের যে পাত সেই মোক্ষ, এই শরীরপাতের পর জীবের আর দেহান্তর নাহি। এই রূপে সকলি নাহি নাহি বলে। অতএব তাহার নাম নাস্তিক। ইহাকে সকলে বৌদ্ধ করিয়া কহে। এই মতের মূল জলশরাব নামে বেদভাগে আছে, সে মূল এই।

দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ও অসুরদের রাজা বিরোচন ঐ দুই জন একত্র হইয়া ব্রহ্মার নিকটে এক দিবস গেলেন। পরে দুই জনে এক কালে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের আত্মা বা কি? ও ব্রহ্ম বা কি? ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা আপনার সম্মুখে জলপূর্ণ এক পাত্রে স্বশরীরের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, তাহার উপর দৃষ্টি করিয়া আপন শরীরে হাত রাখিয়া কহিলেন যে এই আত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্মার এ উত্তর শুনিয়া বিরোচন ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, এই স্থূল শরীর

যে সেই আত্মা সেই ব্রহ্ম, এই নিশ্চয় করিয়া পাপবৃক্ষবীজরূপ দেহাত্মবাদের আরোপণ করিল। ইন্দ্র আপন স্থানে আসিয়া ব্রহ্মার উত্তরের বিলক্ষণরূপে বিবেচনা করিয়া পুনঃপুনঃ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অভিপ্রায় ভাল মতে বুঝিয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে যেমন প্রকৃত শরীরের প্রতিবিম্ব পাত্রস্থ জলের যে পর্য্যন্ত বিদ্যমানতা সেই পর্য্যন্ত থাকে, ও প্রকৃত শরীরহইতে হয় ও প্রকৃত শরীরের মত, ও প্রকৃত শরীরে যে সত্তা তাহার সেই সত্তা, তদ্ব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাহি; অতএব সে বস্তুতঃ কিছুই নয়, কিন্তু প্রকৃত যে শরীর সেই বস্তু সৎ; তেমনি জলশরাদস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় জীববস্তু অসৎ, প্রকৃত শরীরের ন্যায় ব্রহ্মবস্তু সৎ। এই স্থির করিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক শুদ্ধ ধর্ম্মের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আরোপণ করিলেন। এই রূপে বিরোচন যে নাস্তিক মতের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা বৈদিক ধর্ম্মের প্রতাপে এত দিন প্রগল্ভ হইতে পারিয়াছিল না। কিন্তু শূদ্রাগর্ভজাত নন্দবংশের পাপেতে পৃথিবী পাপময়ী হইলে পর সেই নাস্তিক মতের প্রচার এই কলিতে গৌতম করিলেন। তাঁহার বংশের বিবরণ এই।

বোধমল্লের মন্ত্রী বীরবাহু ৩৫ পঁয়ত্রিশ বৎসর সাম্রাজ্য করিলেন। তদনন্তর বীরবাহুর পুত্র যযাতি সিংহ ২৭। ৭ সাতাইশ বৎসর সাত মাস। তৎপর তাহার পুত্র শত্রুঘ্ন ২১ একুশ বৎসর। তাহার পর শত্রুঘ্নপুত্র মহীপতি ২৫। ৪ পঁচিশ বৎসর চারি মাস। তদনন্তর তাহার পুত্র বিহারমল্ল ১৪। ৩ চৌদ্দ বৎসর তিন মাস। তাহার পর তৎপুত্র স্বরূপদত্ত ২৮। ৩ আটাইশ বৎসর তিন মাস। তদনন্তর তৎপুত্র মিত্রসেন ২৭। ২ সাতাইশ বৎসর দুই মাস। তাহার পর তাহার পুত্র জয়মল ২৮। ২ আটাইশ বৎসর দুই মাস। তাহার পর তাহার পুত্র কলিঙ্গ ৩৯। ৪ উনচল্লিশ বৎসর চারি মাস। তদনন্তর কুলমণি নামে কলিঙ্গপুত্র ৪৬ ছচল্লিশ বৎসর। তাহার পর কুলমণিপুত্র শত্রুমর্দ্দন ৮। ১১ আট বৎসর এগার মাস। পরে তৎপুত্র জীবনজাত ২৬। ৯ ছাব্বিশ বৎসর নয় মাস। তৎপরে তৎপুত্র হরিযোগ ১৩। ২ তের বৎসর দুই মাস। তদনন্তর তৎপুত্র বীরসেন ৩৫। ২ পঁয়ত্রিশ বৎসর দুই মাস। তৎপর তৎপুত্র আদিত্য ২৩। ১১ তেইশ বৎসর এগার মাস। এই রূপে পঞ্চদশ পুরুষে ৪০০ চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত গৌতম বংশীয় সাম্রাজ্য সমাপন হইল।

গৌতম বংশীয় অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ আদিত্য নামে মহারাজের ময়ূর বংশীয় ধুরন্ধর নামে মন্ত্রী ছিল, সে আদিত্য রাজাকে মারিয়া আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ৪১ একচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য করিল। তদনন্তর তৎপুত্র সেনোদ্ধত ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর সাম্রাজ্য করিল। তাহার পর তৎপুত্র মহাকটক ৪১ একচল্লিশ বৎসর। পরে তৎপুত্র মহাযোধ ৩৩ তেত্রিশ বৎসর। তদনন্তর নাথ নামে তাহার পুত্র ২৮

আটাইশ বৎসর। তাহার পরে নাথপুত্র জীবনরাজ ৪৫। ৭ পঁয়তাল্লিশ বৎসর সাত মাস। তৎপরে তৎপুত্র উদয়সেন ৩৭। ৫ সাঁইত্রিশ বৎসর পাঁচ মাস। তাহার পর তৎপুত্র বিন্ধ্যাচল ২২ বাইশ বৎসর। তদনন্তর তৎপুত্র রাজপাল ২৫ পঁচিশ বৎসর সাম্রাজ্য করিল। এই রাজপাল নামে রাজা সকল রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নাচ দেখাতে ও গান শুনা-তে সদা আসক্ত থাকিতেন; ইহা শুনিতে পাইয়া কামাউ পর্ব্বত দেশের শকাদিত্য নামে এক পর্ব্বতীয় রাজা রাজপালকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি সম্রাট্ হইল। ময়ূর বংশের নয় পুরুষেতে ৩১৮ তিন শত আঠার বৎসর সাম্রাজ্য করিল।

এই রূপে কলির আরম্ভাবধি শকাদিত্য পাহাড়ীয়া রাজার সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত ৩০৪৪ তিন হাজার চোয়াল্লিশ বৎসর গত হইল। এই পর্য্যন্ত শ্রীমম্মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকের নিবৃত্তি হইল।

III.—*Of Vikramáditya.*

শকাদিত্য পাহাড়ীয়া রাজার অধর্ম্ম ব্যবহার শুনিয়া উজ্জয়নীর রাজা বিক্রমাদিত্য সসৈন্য দিল্লীতে আসিয়া শকাদিত্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি দিল্লীতে সম্রাট্ হইলেন। এই বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্তের উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখি।

বিক্রমাদিত্য পঞ্চ বর্ষের বালক হইলে পর তাহার মাতামহ ধার-রাজ ভর্ত্তৃহরির ও বিক্রমাদিত্যের শিক্ষার্থে নানা বিদ্যাতে নিপুণ অনেক পণ্ডিত লোকদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বিক্রমাদিত্যেরা দুই ভাই নানা প্রকার বিদ্যার অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এক দিবস ধাররাজ বিক্রমাদিত্যকে ও ভর্ত্তৃহরিকে আপন নিকটে আনাইয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন, অরে বাছারা, বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু; অতএব নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদের প্রমুখাৎ আপনার হিত শুনিয়া ও বেদ ও ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তম রূপে অধ্যয়ন কর; এই সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও; ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না; ও হস্তি অশ্ব রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও ও নিত্য ব্যায়াম কর, ও লম্ফেতে ও উল্ল-ম্ফেতে ও ধাবনেতে ও গড়চক্রভেদেতে ও ব্যূহরচনাতে ও ব্যূহভঙ্গে-তে নিপুণ হও, ও সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয় এই ছয় রাজ-গুণে ও ভেদ দণ্ড সাম দান এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও। এই২ রূপে নানা প্রকার উপদেশ করিয়া অধ্যাপক সকলকে আজ্ঞা

করিলেন, আমি যেমন২ উপদেশ করিলাম, এইমত যে রূপে হয়, ইহাতে তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাকিবা, অন্যথা না হয়। এইরূপ ধাররাজ শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্যাদিকে পাঠশালাতে বিদায় করিলেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতা অত্যন্ত মনোযোগে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া রাজা যে২ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে সকলহইতেও অধিক বিবিধ বিদ্যাতে অল্পকালে বিদ্বান্ হইলেন। অনন্তর ধাররাজ এক দিবস তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য দেখিয়া মন্ত্রিদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া মালুয়া দেশের রাজত্ব দিতে বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিলেন, ও কহিলেন, হে বিক্রমাদিত্য, আমি তোমাকে মালুয়া দেশের রাজত্ব দিলাম, তুমি সে দেশে রাজা হও। যেমন তৈলকণা জলের এক প্রদেশ স্পর্শ করিবামাত্রে অনেক জলকে ব্যাপে, তেমনি যাঁহারা পুরুষসিংহ হন, তাঁহারা এই পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ অধিকার করিয়া অল্পকালে সকলি আক্রমণ করিতে পারেন। তুমিও পুরুষসিংহ বট, অনেক করিতে পারিবা।

তদনন্তর বিক্রমাদিত্য ধাররাজের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ, আপন প্রসাদলব্ধ যৎকিঞ্চিৎহইতে যে আমার অনেক হইতে পারিবে সে যথার্থ বটে, এবং আপনকার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি আছেন; জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজা হওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ; অতএব তিনি রাজা হউন, আমি মন্ত্রী হই। বিক্রমাদিত্যের এই বাক্যেতে মন্ত্রিবর্গেরা বিক্রমাদিত্যের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হে বিক্রমাদিত্য, তুমি পরম ধার্ম্মিক বট, যেহেতুক রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠাতেই থাকিলা। রাজ্যাদিবিষয় যে সে অর্থ, ধর্ম্মহইতে অর্থ হয়, ইহা সকলে জানে; কিন্তু তদনুরূপ ব্যবহার যে করা সে কোন২ সাধু পুরুষের কর্ম্ম, কিন্তু পুরুষমাত্রের নয়। এবং রাজাও বিক্রমাদিত্যের কথাতে পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ উজ্জয়িনীতে গিয়া অতিবড় সমারোহ করিয়া মালুয়া দেশের রাজত্বে ভর্ত্তৃহরিকে অভিষিক্ত করিয়া রাজকীয় যাবদ্ব্যাপারের ভার বিক্রমাদিত্যকে দিয়া আপন রাজধানী ধারা নগরীতে আসিয়া থাকিলেন। এইরূপে ভর্ত্তৃহরি মালুয়া দেশের রাজা হইলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনী নগরী ভর্ত্তৃহরি রাজার রাজধানী হওয়াতে দীর্ঘে ১৩ ক্রোশ প্রস্থে ৯ ক্রোশ বসতি হইল। রাজা ভর্ত্তৃহরি অনঙ্গা ও পিঙ্গলা নামে দুই স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু অনঙ্গার রূপ লাবণ্য কামকলাকৌশলে অনঙ্গাতে দিনে২ এমন অনুরক্ত হইলেন, যে দুই চারি দিনে কদাচিৎ কখন রাজসিংহাসনে আসিয়া বসিতেন। রাজার এই ব্যবহার দেখিয়া বিক্রমাদিত্য এক দিন তাঁহাকে সভার মধ্যে

কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ, আপনি অশেষ শাস্ত্রার্থবেত্তা; আপনি যে এইরূপ ব্যবহার করেন সে বড় আশ্চর্য্য। রাজার স্ত্রৈণতা সর্ব্বনাশের কারণ। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় দশরথ নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রৈণতা ব্যবহারে যশ ও প্রাণ নষ্ট হইল, অতএব রাজার স্ত্রৈণতা ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত। আর রাজার ইন্দ্রব্রত ও সূর্য্যব্রত ও বায়ুব্রত ও যমব্রত ও বরুণব্রত ও চন্দ্রব্রত ও পৃথিবীব্রত এই সপ্ত ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। সে সপ্ত ব্রত এই; যেমন ইন্দ্র বর্ষা চারি মাস জলেতে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করেন, তেমনি রাজা ধনেতে ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিবেন, এই ইন্দ্রব্রত। যেমন সূর্য্য আট মাস পৃথিব্যাশ্রিত বৃক্ষাদি যাহাতে নষ্ট না হয় এমন করিয়া পৃথিবীহইতে রসের আকর্ষণ করেন, তেমনি রাজা প্রজাশ্রিত পরিজনাদির বাধা যাহাতে না হয়, তেমন করিয়া প্রজাদের হইতে কর গ্রহণ করিবেন, এই সূর্য্যব্রত। যেমন বায়ু সকল ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন, তেমনি রাজা চারদ্বারা সকল লোকের বাহ্যাভ্যন্তর ব্যবহার জানিয়া থাকিবেন, এই বায়ুব্রত। যেমন যম নিয়মিত মৃত্যুকাল পাইয়া, এ আমার প্রিয়, ও এ আমার অপ্রিয়, এ বিবেচনা কিছুই করেন না, কিন্তু সকলকেই নষ্ট করেন, তেমনি রাজা ন্যায্য দণ্ডকাল পাইয়া প্রিয়াপ্রিয় বিবেচনা কিছুই করিবেন না, কিন্তু ন্যায্য দণ্ড অবশ্য দিবেন, এই যমব্রত। যেমন বরুণ পাশেতে বদ্ধ করেন, তেমনি রাজা দস্যু চোর প্রভৃতি দুষ্ট লোকদিগকে কারাগারেতে বদ্ধ করিবেন, এই বরুণব্রত। যেমন চন্দ্র ষোড়শ কলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আপন কিরণ বিতরণ করিয়া সকল লোকের মন আহ্লাদিত করেন ও সকলকে স্নিগ্ধ করেন, তেমনি রাজা নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দান মানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন ও সকলকে দুঃখ সন্তাপরহিত করিবেন, এই চন্দ্রব্রত। যেমন পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন, ও সকলের সকলি সহেন, তেমনি রাজা সকল প্রজা লোকদিগকে সমভাবে আপন মনে ধারণ করিবেন, ও সকলের উপযুক্ত মত সকলি সহিবেন, এই পৃথিবীব্রত। হে মহারাজ এই সপ্ত ব্রতের নিত্য অনুষ্ঠান করেন যে রাজা, সে রাজা ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখে থাকেন; রাজা স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হন। অতএব হে মহারাজ, আপনি সাবধান হউন, রক্ত মাংস অস্থি পূয় শ্লেষ লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের চর্ম্মমাত্রাচ্ছাদনে যে সৌন্দর্য্য সে কি? এবং তাহাতে যে উপাদেয়তাগ্রহ সেই বা কি? ইহার অনুসন্ধান করুন; ইতর লোকদের মত কেবল বাহ্যদর্শী না হউন, অন্তস্তত্ত্বদর্শী হউন। আমি আপনাকে এ সকল শিক্ষার্থে কহি না, কিন্তু স্মরণার্থে কহি; ইহাতে আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহা করুন। ভর্তৃ-

হরি বিক্রমাদিত্যের এই সকল কথা শুনিয়া সে দিবস ভ্রাতাকে কিছু কহিলেন না, কিন্তু মনে২ ক্রুদ্ধ হইলেন, কেননা যখন যে জন যে বিষয়ে অত্যন্ত রাগান্ধ হয়, তখন সে জন সে বিষয়ের প্রত্যক্ষ দোষ সকল আপনি দেখিতে পায় না, অন্য কেহ বলিলেও তাহাকে ভাল বাসে না। রাজা ভর্তৃহরির স্ত্রী অনঙ্গা বিক্রমাদিত্যের এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইল, এবং বিক্রমাদিত্যের প্রতি ভর্তৃহরির মনোভঙ্গ যাহাতে বাড়ে এইরূপ চেষ্টা দিনে২ করিতে লাগিল। ভর্তৃহরিও স্ত্রী-বুদ্ধিতে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্যকে সভামধ্যে এক দিবস বলিলেন, হে বিক্রমাদিত্য, তুমি আমার নিকটে আর আসিও না, আমি তোমাকে দেখিতে চাহি না। বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ভাল, পশ্চাৎ জানিবেন, সম্প্রতি আমাকে সহিতে হয়।

বিক্রমাদিত্য এই কথা কহিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া . নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া গুজ্জরাট দেশে এক মহাজনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। বিক্রমাদিত্যকে রাজা ত্যাগ করিলে পাত্র মন্ত্রি প্রভৃতি এবং প্রজা লোকেরা সকলেই বিমনা হইয়া থাকিলেন, ও সর্ব্বত্র ভর্তৃহরির অপ্রতিষ্ঠা হইল, ও রাজা থাকিতেও দেশ অরাজক প্রায় হইল, এবং রাজাও দিনে২ উম্মনা হইতে লাগিলেন, রাজধানীতে দিগ্দাহ উল্কাপাত দিনে নক্ষত্র দর্শন ও শৃগালদের ঘোর ক্রূর রব পর্ব্বতকম্পন অকাল ফল পুষ্পাদিরূপ নানা প্রকার অদ্ভুত লক্ষণ হইতে লাগিল। ভর্তৃহরি এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া বন ভ্রমণ করিতে গেলেন, তথা গিয়া দেখিলেন, এক স্ত্রী আপন মৃত স্বামিকে ক্রোড়ে করিয়া জ্বলদগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহমরণ করিল। ভর্তৃহরি অন্তঃকরণের স্বাস্থ্য কারণ বনমধ্যে নানাবিধ পক্ষিগণের মধুর ধ্বনি শুনিয়া ও নূতন বৃক্ষলতাদি পুনঃপুনরবলোকন করিয়া রাজধানীতে আইলেন। আর এক দিন অন্তঃপুরে গিয়া অনঙ্গাকে ও পিঙ্গলাকে নিকটে ডাকিয়া বনে যে এক স্ত্রীর সহমরণ দেখিয়াছিলেন, তাহা কহিতে লাগিলেন। অনঙ্গা সে কথাতে তাদৃশ আমোদ করিল না, কিন্তু পিঙ্গলা শুনিয়া কহিল, স্ত্রীলোকদের যে শরীর সে তাহাদের নয়, কিন্তু স্বামির, এতাদৃশ জ্ঞান যে স্ত্রীর আছে, তাহার স্বামির শরীরের সহিত নিজ দেহের দাহ করা কর্ত্তব্য বটে। তাহার পর আর এক দিবস রাজা আপনার কোন্ স্ত্রী কেমন ইহা ভাল মতে জানিবার নিমিত্তে মৃগয়া করিতে গিয়া সঙ্গিলোক সকলকে কহিলেন, যে তোমরা বাটীতে গিয়া ইহা কহ, রাজা মৃগয়া করিতেছিলেন, তাঁহাকে ব্যাঘ্রে নষ্ট করিল। লোকেরা বাটীতে আসিয়া সেইমত কহিল। পিঙ্গলা এ কথা শুনিয়া ঘরের থাম ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি প্রাণত্যাগ করিল। অনঙ্গা মনে বড়ই আনন্দিতা

হইয়া বিচার করিতে লাগিল, ভাল হইল, বিক্রমাদিত্যকে দূর করিয়া দিয়াছি, রাজা মরিলেন, সতীন এক বালাই ছিল, সেও গেল; এখন আমি আপন প্রিয়তম উপপতিকে রাজা করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করি। অনঙ্গা এইরূপে মনোরাজ্য করিতেছে, ইতিমধ্যে রাজা ভর্তৃহরি আসিয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনঙ্গা রাজার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রে অত্যন্ত চমৎকৃতা হইয়া পিঙ্গলার মরণেও সন্দিগ্ধা হইয়া নিশ্চয় কারণ পিঙ্গলার মৃত শরীর নাড়িতেছে, ইত্যবসরে রাজা ভর্তৃহরি পিঙ্গলার মরণ সম্বাদ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। অনঙ্গা রাজাকে দেখিল ও অতিব্যস্তা হইয়া উঠিয়া রাজাকে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল ও কহিল, আমি আপনকার অশুভ বার্ত্তা শুনিয়া অনুমরণ করিতে উদ্যতা ছিলাম, কিন্তু না জানি পিঙ্গলার কি শূলব্যাধি ছিল, কিম্বা আর কোন রোগ ছিল, অকস্মাৎ এই স্তম্ভ ধরিয়া যেমন দাণ্ডাইয়াছিল, তেমনি প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এই প্রযুক্ত এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অনুমরণ করিতে পারি নাই; নতুবা এতক্ষণ অনুমরণ অবশ্য করিতাম; তবে আর তোমার মুখ চন্দ্রামৃত পান করিতে পারিতাম না। এই২ রূপে নানা প্রকার প্রীতিসূচক বাক্য কহিয়া রাজার সহিত আনন্দ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা পিঙ্গলার দাসীবর্গের প্রমুখাৎ তাহার মৃত্যুর বিশেষ প্রকার শুনিয়া পিঙ্গলা যে পতিপ্রাণা সাধ্বী ছিল, তাহা নিশ্চয় জানিয়া তাহার নিমিত্তে অনেক শোক করিয়া তাহার দাহাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন।

এক দিবস রাজা ভর্তৃহরি সভামধ্যে পাত্র মন্ত্রিসমেত বসিয়াছেন, ইত্যবসরে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ দেবপ্রসাদলব্ধ অলৌকিক এক ফল লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া ঐ ফল দিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কহিলেন, হে মহারাজ, এ ফল খাইলে মনুষ্য দেবতুল্য অজর অমর হইয়া থাকে। রাজা ঐ ফল পাইয়া ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়া ঐ ফল লইয়া অনঙ্গাকে বড় ভাল বাসেন, এই প্রযুক্ত তাহাকে দিলেন। অনঙ্গা আপন উপপতিকে বড় ভাল বাসে অতএব ঐ ফল উপপতিকে দিল। অনঙ্গার উপপতি লক্ষা নামে এক বেশ্যাকে বড় ভাল বাসিত, এতাবতা সেই ফল তাহাকে দিল। সে ঐ ফল পাইয়া রাজা ভর্তৃহরিকে দিল। রাজা ভর্তৃহরি সে ফল দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাহাকেও কিছু না কহিয়া, এ ফল বেশ্যা কি রূপে পাইল, ইহার অনুসন্ধান মনে২ করিতে লাগিলেন। কএক দিবসের পর সবিশেষ তদন্ত করিয়া অনঙ্গার যে কেবল কপট প্রীতি ইহা বিলক্ষণ রূপে নিশ্চয় জানিয়া এক কবিতা করিলেন, সে কবিতার অর্থ এই, যে অনঙ্গাকে আমি মনে সর্ব্বদা চিন্তা করি, সে অনঙ্গা আমাতে বিরক্ত হইয়া অন্য পুরুষকে ইচ্ছা করে, সে পুরুষ তাহাতে অনুরক্ত

না হইয়া অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত হয়; আমাদের তিনে যে এই মিথ্যা প্রীতি ইহাতে পিঙ্গলাদি স্ত্রীরা আমাদের উপরে ক্রুদ্ধা থাকিতেন, অতএব এ সংসারে রাগ দ্বেষমূলক যে আনুকূল্য প্রাতিকূল্য জ্ঞান সে কেবল ভ্রমমাত্র; অতএব সে অনঙ্গকে ধিক্; তাহার উপপতিকে ধিক্; ইহার ঘটক যে কাম তাহাকে ধিক্; এ বেশ্যাকে ধিক্; এবং আমাকে ধিক্; এই২ মতে রাজা ভর্তৃহরি সদসদ্বিবেচনা করিয়া জ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশানুসারে সাংসারিক যাবদ্বস্তু বিষয়ক দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন-প্রবেশ করিলেন। এই রাজা ভর্তৃহরিকৃত অনেক কাব্যাদি শাস্ত্রের প্রচার অদ্যাবধি লোকেতে আছে। এবং ঐ ভর্তৃহরি ঐ ফল ভক্ষণ করিয়া যোগিরূপে চিরজীবী হইয়া আছেন।

এইরূপে রাজা ভর্তৃহরি বনপ্রবেশ করিলে পর মালুয়া দেশ অত্যন্ত অরাজক হইল, উজ্জয়নীর রাজধানী শ্মশানপ্রায় হইল; ইহাতে অগ্নিবেতাল নামে এক বেতাল ঐ দেশকে আক্রমণ করিয়া প্রজা লোকদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে পাত্র মন্ত্রি প্রভৃতিরা অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ঐ অগ্নিবেতালকে তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত এক নিয়ম করিলেন। সে নিয়ম এই প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক পুরুষ রাজা হইয়া সমস্ত দিন রাজকর্ম্ম করে, রাত্রি হইলে অগ্নিবেতাল তাহাকে ভক্ষণ করে।

এইরূপে কিছু দিন গেলে পর বিক্রমাদিত্য গুজরাট দেশে যে মহাজনের নিকটে ছিলেন, সেই মহাজন বিক্রমাদিত্যকে সঙ্গে করিয়া ও নানাপ্রকার সামগ্রী লইয়া বাণিজ্য জন্যে যাইতেছিল; পথমধ্যে উজ্জয়নীর নিকটে আসিয়া উত্তরিল। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়নী শহর দেখিবার নিমিত্তে প্রাতঃকালে গুপ্তরূপে শহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শহর নিতান্ত উচ্ছিন্ন প্রচ্ছিন্ন হইয়াছে, প্রজা লোকেরাও অত্যন্ত ব্যাকুল, রাজধানীও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে; এই সকল দেখিয়া মনে২ ভাবনান্বিত হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে দেখিলেন যে এক কুম্ভকারের বাটীর নিকটে রাজকীয় পাত্র মন্ত্রি সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া ঐ কুম্ভকারের বালককে রাজোপযুক্ত বস্ত্র ভূষণাদি পরাইতেছে, ও ঐ কুম্ভকার এবং তাহার স্ত্রী প্রভৃতি পরিজনেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছে। বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া ঐ কুম্ভকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সকল লোকেরা এ বালককে কি করিতেছে? তোমরা বা কেন রোদন করিতেছ? কুম্ভকার কহিল, এ বালক আমার পুত্র, ইহাকে এই সকল লোকেরা আজি রাজা করিতে লইয়া যাইতেছে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, তোমার পুত্র রাজা হইবে, এ তোমার আনন্দের বিষয়; ইহাতে তুমি রোদন কেন কর? কুম্ভকার কহিল, এ দেশের রাজা ভর্তৃহরি ছিলেন, তিনি বনপ্রস্থান

করিয়াছেন; অতএব এ দেশ অরাজক হওয়াতে অগ্নিবেতাল নামে এক দেবযোনি এ দেশ আক্রমণ করিয়াছে; সে প্রজা লোকদিগকে ভক্ষণ করিতেছে, অতএব মন্ত্রিবর্গেরা তাহার সহিত এই নির্ধারিত করিয়াছেন যে আমরা পর্য্যায়ক্রমে এক২ নূতন রাজা করিব, সে ব্যক্তি দিবসে রাজকর্ম্ম করিবে, রাত্রিতে তাহাকে তুমি ভক্ষণ করিবা। আজি আমার পালা হইয়াছে; আমি অতিবৃদ্ধ ও রোগাতুর, অতএব আমাকে না লইয়া, আমার এক পুত্র এই, ইহাকে লইয়া আজি রাজা করিবে; রাত্রি হইলে ইহাকে বেতাল ভক্ষণ করিবে, অতএব আমরা রোদন করিতেছি। যদি রাজার ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য জীবদ্দশাতে থাকিতেন, তবে আমাদের এতাদৃশ দুঃখ হইত না, বুঝি তিনিও নাই। কুম্ভকার এই বলিয়া পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া কুম্ভকারকে কহিলেন, হে কুম্ভকার; তোমার পুত্রের বদলে আজি আমাকে দেও; ইহাতে তোমাদের ও আমার উভয়থা ভাল; কেননা যদি আজি রাত্রি বেতাল আমাকে ভক্ষণ করিতে পারে, তবে তোমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা হয়, ও আমার পরপ্রাণ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ দানরূপ পরম ধর্ম্ম হয়। যদি ভক্ষণ করিতে না পারে, তবে আমি এ দেশের রাজা হই, তোমাদের এ দুঃখ হয় না। কুম্ভকার এ কথা শুনিয়া কহিল, তুমি যাহা বলিলা, সে সত্য বটে; কিন্তু যদি আজি রাত্রিতে বেতাল তোমাকে খায়, তবে আত্মপুত্র প্রাণরক্ষার্থে, তুমি অতিথি, তোমার প্রাণনাশ জন্য অধর্ম্ম আমার হইবে; এবং আরবার যখন আমার পালা উপস্থিত হইবে, তখন পুত্র সমর্পণ করিতেই হইবে, অতএব আপন পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থে পরপুত্রের প্রাণ বিনাশরূপ পাপে আমার কার্য্য নাই; আমার ভাগ্যে যে আছে তাহাই হউক। বিক্রমাদিত্য কুম্ভকারের এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, হে কুম্ভকার, তুমি সন্দিগ্ধ হইও না; আমার কথার ফল পশ্চাৎ জানিতে পারিবা। বড় মন্দ হইলে ঈশ্বর অবশ্য ভাল করেন, বুঝি এখন অবধি ঈশ্বর এ দেশের ভাল করিবেন। আমি তোমার পুত্রের প্রতিনিধি হইয়া আজি অবশ্য যাইব, আপন পুত্রকে বেতালের ভক্ষণার্থে আর কখনও তোমাকে দিতে হইবে না, ইহা নিশ্চয় জান। কুম্ভকার এই কথাতে বিক্রমাদিত্যকে লইয়া রাজকীয় লোকদের নিকটে সমর্পণ করিল, ও কহিল, ইনি পথিক, রাজা হইতে ইচ্ছা করেন; আমি ইহাঁকে সমস্ত বিষয় বিবরণ করিয়া কহিলাম, তথাপি ইনি নিবৃত্ত হইলেন না; বেতালকে দেখিতে ইহাঁর বড় ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আমার পুত্রের বদলে ইহাঁকে লইয়া যাও, আমার পুত্রকে দেও। রাজকীয় লোকেরা কুম্ভকারের এই বাক্যেতে তাহার পুত্র তাহাকে দিয়া বিক্রমাদিত্যকে লইয়া অঙ্গ মার্জন ও রাজযোগ্য

বেশভূষাদি করিতে লাগিল, তাহাতে বিক্রমাদিত্যের যে অঙ্গসৌন্দর্য্য হইল, তাহা দেখিয়া প্রায় পাত্র মন্ত্রি প্রভৃতি সকলেই ইনি যে বিক্রমাদিত্য ইহা মনে ২ জানিল, কিন্তু কেহ কাহাকেও কিছু বলিল না। এই রূপে বিক্রমাদিত্যকে লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে উপস্থিত রাজকর্ম্ম সকল করিয়া বেতালের ভক্ষণীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবর্গেরা আপন ২ স্থানে গেল। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে পর সায়ংকালীন নিত্য কৃত্য সমাপন করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া থাকিলেন। কিছু রাত্রি হইলে পর অগ্নিবেতাল রাজধানীতে আসিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য সকল ভক্ষণ করিয়া বিক্রমাদিত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইবামাত্রে বিক্রমাদিত্য ঐ বেতালের সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে অতিক্লান্ত করিয়া তীক্ষ্ণ খড়্গদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেই ঐ বেতাল বিক্রমাদিত্যকে কহিতে লাগিল, হে বিক্রমাদিত্য, আমি নিশ্চয় বুঝিলাম তুমি বিক্রমাদিত্য বট, কেননা সম্প্রতি মনুষ্যলোকে এমন কেহ মনুষ্য নাই যে আমাকে পরাস্ত করে; তুমি আমাকে পরাস্ত করিলা, অতএব তুমি মনুষ্যশরীরমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের পৌত্র বীর বিক্রমাদিত্য বট, এ রাজ্য তোমার, এ রাজ্যের রাজা হইতে তোমাব্যতিরেকে কেহ যোগ্য নয়; অতএব যে যখন রাজা হইত তাহাকে আমি ভক্ষণ করিতাম; আমি আজি অবধি তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিলাম। বেতালের এই কথাতে বিক্রমাদিত্য তাহাকে নষ্ট করিলেন না, এবং পূর্ব্ববৎ সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। এইরূপে বিক্রমাদিত্যের বেতাল সিদ্ধ হইল। বেতাল আপন স্থানে প্রস্থান করিল; বিক্রমাদিত্য পরম সুখে নিদ্রা গেলেন। তাহার পর অতিপ্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপরে অবস্থিত বিক্রমাদিত্যকে মন্ত্রিবর্গেরা দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া আপন ২ পরিচয় দিয়া বিক্রমাদিত্যকে সকলে প্রণাম করিল ও কহিল, হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য, আপনকার রাজ্য আপনি করুন; আজ্ঞাকারি ভৃত্য যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন সে তাহা করিবে। রাজা বিক্রমাদিত্য এই বাক্য শুনিয়া পাত্র মন্ত্রি সৈন্য সামন্ত প্রভৃতির আশ্বাস ও সম্মান করিয়া অতিশুভ ক্ষণে আপনি অভিষিক্ত হইয়া অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সাধু লোকদের প্রতিপালন ও দুষ্ট লোকদের দমন করিয়া পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। পরে বিক্রমাদিত্য আপন ধর্ম্মবলে ও বাহুবলে উৎকল ও বঙ্গ ও কোঁচবিহার ও গুজ্জরাট ও সোমনাথ এই সকল দেশ অধিকার করিলেন। এই সময়ে শকাদিত্য নামে কামাউ পাহাড়ের পাহাড়ীয়া রাজা রাজপাল নামে দিল্লীশ্বরকে নষ্ট করিয়া আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সাম্রাজ্য করিতেছিল, ইহা বিক্রমাদিত্য শুনিতে পাইয়া ঔড্র দেশাদি

অনেক দেশ অধিকার করিয়া আপনি বিলক্ষণমতে বদ্ধমূল হইয়া ঐ শকাদিত্য রাজাকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া দিল্লীতে সম্রাট্ হইয়া পৃথিবীস্থ যাবৎ রাজবর্গকে স্বাধীন করিয়া যুধিষ্ঠির দেবের ন্যায় ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে আপন পরমায়ুর শেষ জানিয়া নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরের শালিবাহন নামে রাজার সহিত ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। পরে শালিবাহন রাজা বিক্রমা-দিত্যকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া ও তাঁহাকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক জানিয়া তাঁ-হার পদে আপনি অভিষিক্ত হইলেন না, এবং তাহার শকাব্দেরও অন্যথা করিলেন না, এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রিবর্গকে কহিলেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের যদি সন্তান থাকে, তবে তাহাকে পিতৃপদে তোমরা অভিষিক্ত কর। মন্ত্রিবর্গেরা শালিবাহন রাজার এই বাক্যেতে বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেনকে অতিবালক কালে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা রাজ্যাদি করিতে লাগিলেন।

IV.—*Of Prithu.* (A. D. 1176—1192.)

দিল্লীর রাজা পৃথুর অধিকার সময়ে যবন জাতিরা যে প্রকারে দিল্লীতে অধিকার করিল, তাহা লিখি।

কান্যকুব্জ দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবল পরাক্রম ছিলেন, এবং বড় ধনী ছিলেন; কাহাকে বলেতে, কাহাকে প্রীতিতে, এইরূপে প্রায় কুমারিকাখণ্ডস্থ সকল রাজাকে আপন বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনঙ্গমঞ্জরী নামে অপূর্ব্বসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে যে২ বর উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ তাঁ-হার মনোনীত হইল না। পরে রাজা এক দিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যা-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমার বিবাহের নিমিত্তে যে বর উপস্থিত করি, সে তোমার মনোনীত হয় না, ইহাতে তোমার মনস্থ কি? তাহা আমাকে কহ, আমি তদনুরূপ করি। রাজকন্যা এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মহারাজ, আপনি আমার কর্ত্তা, আপনকার যে মনস্থ তাহাই হইতে পারে; আমার মনস্থে কি করে? তবে আপন মনস্থ যাহা তাহা আজ্ঞানুসারে কহি। আপনি সম্প্রতি অতিবড় রাজা, যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন: আমি আপনকার কন্যা, ইহার মত বিবাহ হইলে বড় ভাল হয়। ইহাতে আমি এই মনে করি-য়াছি, আপনি এক রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করুন, তাহাতে সকল রা-জাদের নিমন্ত্রণ করুন, তবে সকল রাজারা অবশ্য আসিবেন; সেই

রাজাদের মধ্যে আপন মনোনীত যে রাজাকে দেখিব, তাহাকে স্বয়ং বরণ করিব। রাজা কন্যার এই বাক্য শুনিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ করিয়া সকল রাজাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। সে নিমন্ত্রণে কুমারিকাখণ্ডস্থ সকল রাজারা আইলেন; কিন্তু দিল্লীর পৃথু রাজার আগমন কালে তাঁহার প্রাচীন এক চাকর তাঁহাকে কহিল, হে মহারাজ, রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণে গেলে কররূপে কিছু দিতে হয়; আপনি দিল্লীর রাজা; আপনি যে অন্য রাজাকে কিছু কর দেন, সে ভাল নয়; তবে প্রীতিতে যজ্ঞ সমাপনার্থে কিছু দিলেও লোকতঃ অপ্রতিষ্ঠা হইবে; অতএব এ নিমন্ত্রণে আপনকার যাওয়া উপযুক্ত নয়। রাজা এই কথাতে সেই নিমন্ত্রণে আইলেন না। কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্র এই কথা শুনিতে পাইয়া অন্তঃকরণে অতিক্রুদ্ধ হইয়া সভাস্থ পণ্ডিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দিল্লীর রাজা আইলেন না, যজ্ঞ সমাপন কিরূপে হয়? পণ্ডিতেরা কহিলেন, রাজসূয় যজ্ঞের অঙ্গ রাজারা হন, অঙ্গের অভাবে প্রতিনিধিতেও প্রধান কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, অতএব দিল্লীর রাজার প্রতিনিধি এক স্বর্ণ প্রতিমা নির্ম্মাণ করুন। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্র নামে এক মহারাজ হইয়াছিলেন; তিনি নৈমিষারণ্যে যখন যজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে কিছু দিন কোন কারণেতে আপন স্ত্রী সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, অতএব যজ্ঞকালে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন না, এই প্রযুক্ত বশিষ্ঠ জাবালি প্রভৃতি মহামুনিরা রামচন্দ্রের স্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে এক স্বর্ণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞ করাইয়াছিলেন; আপনিও সেই মত করুন; যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমাপন না করিলে বড়ই দোষ। রাজা পণ্ডিতদের এই বাক্যেতে পৃথু রাজার প্রতিনিধিরূপে এক স্বর্ণ প্রতিমা করিয়া ঐ প্রতিমাকে দ্বারিরূপে স্থাপন করিলেন; কেননা রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত যে ২ রাজারা আসিয়া থাকেন, তাহারা উপযুক্তমত কেহ কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন। জয়চন্দ্র রাজা পৃথু রাজার না আসাতে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার প্রতিমাকে অনুপযুক্ত কর্ম্মে স্থাপন করিলেন। ইহা পৃথু রাজা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জদেশে আসিয়া জয়চন্দ্র রাজার অনেক সৈন্য নষ্ট করিয়া ঐ স্বর্ণ প্রতিমা লইয়া গেলেন। তদনন্তর রাজা জয়চন্দ্র কোন প্রকারে যজ্ঞ সমাপন করিয়া অত্যন্ত অপমানিত হইয়া রহিলেন।

এই প্রকারে পৃথু রাজাকে বড় বলবান্ ও রূপবান্ দেখিয়া রাজকন্যা যে ২ রাজারা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও স্বয়ম্বরণ না করিয়া কহিলেন, আমি পৃথু রাজা ব্যতিরেকে অন্য রাজাকে বরণ করিব না। জয়চন্দ্র রাজা আপন কন্যার এই নিশ্চয় জানিয়া কন্যার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে আপন বাটীহইতে দূর করিয়া দিলেন ও কহিলেন, তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর গিয়া।

রাজকন্যা অন্য কোন অন্তরঙ্গ লোকের বাটীতে আসিয়া রহিলেন। এ সকল বিষয় পৃথু রাজা শুনিতে পাইয়া চন্দ্র নামে এক ভাটকে জয়চন্দ্র রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ও এক পত্র লিখিলেন; তাহার পাঠ এই। হে মহারাজ জয়চন্দ্র, তোমার কন্যা আমাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাঁহার যে এ মনস্থ সে উপযুক্ত বটে, কিন্তু তুমি যে ইহাতে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ সে অত্যন্ত অনুচিত করিয়াছ; তোমার কন্যার মনস্থ অন্যথা কখনও হইবে না; ইহা নিশ্চয় জানিবা। এইরূপ পত্র দিয়া চন্দ্রভাটকে পাঠাইয়া আপনিও সসৈন্যে কান্যকুব্জ দেশে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্র ভাট রাজার কাছে গিয়া সে পত্র দিলেন, কিন্তু জয়চন্দ্র রাজা সে পত্রার্থাবগত হইয়া কিছু উত্তর দিলেন না। পৃথু রাজা চন্দ্রভাটের প্রমুখাৎ ইহা জ্ঞাত হইয়া আপন যোগ্যতাতে রাজকন্যাকে লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। পৃথু রাজার সৈন্য সকল কনোজেতে থাকিল। পশ্চাৎ জয়চন্দ্র রাজা ইহা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে আসিয়া পৃথু রাজার সৈন্যের সহিত বড় যুদ্ধ করিলেন। ঐ যুদ্ধে দুই দিগেতে ৭০০০ সাত হাজার লোক নষ্ট হইল। জয়চন্দ্র রাজা আপনার অনেক লোক নষ্ট হওয়াতে যুদ্ধহইতে বিরত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পৃথু রাজার অবশিষ্ট সৈন্য দিল্লীতে আসিয়া পহুঁছিল। এইরূপে পৃথু রাজার ও জয়চন্দ্র রাজার বড় শত্রুতা হইল।

তদনন্তর পৃথু রাজা অনঙ্গমঞ্জরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার গুণ ও রূপ লাবণ্যাদি দেখিয়া আর২ অনেক সুন্দরী স্ত্রী থাকিতেও ঐ রাজকন্যাতে এমন আসক্ত হইলেন, যে মন্ত্রিদের উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়া প্রায় অন্তঃপুরেতেই থাকিতেন। এইরূপে পৃথু রাজা জয়চন্দ্রের সহিত ও সোলতান শাহাবুদ্দীন যবনের সহিত শত্রুতা করিয়া রাজকর্ম্মে অনবহিত হওয়াতে যেমন কেহ উচ্চতর তৃণরাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া বায়ুসম্মুখে তাহার সমীপে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায়, তেমনি নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করা হইল। পূর্ব্বে পৃথু রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল যে সোলতান শাহাবুদ্দীন, সে এই সকল সমাচার শুনিতে পাইয়া অনেক উত্তম সামগ্রী দিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত মিলিয়া তাঁহাকে সহায় করিয়া পৃথু রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অনেক সৈন্য লইয়া আসিয়া নারায়ণ গ্রামে উপস্থিত হইল। পৃথু রাজার মন্ত্রিবর্গ এ সম্বাদ পাইয়া বিচার করিতে লাগিলেন, রাজার আজ্ঞা আছে যে আমার সাক্ষাৎ কেহ কোন কথা নিবেদন করিও না, রাজকর্ম্মের ভার তোমাদের উপর থাকিল, তোমরাই করিও; সম্প্রতি এ সমাচার রাজার সাক্ষাৎ কি প্রকারে দেওয়া যাইবে? চন্দ্র ভাটকে রাজা বড় ভাল বাসেন, তিনি রাজার নিকটে বড় প্রস্তুত, মধ্যে২ অন্তঃপুরে

গিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা এ সমাচার দেওয়া যাউক। সকলে এই বিচার করিয়া চন্দ্র ভাটকে সমাচার দিতে কহিলেন। চন্দ্র ভাট অন্তঃপুরে গিয়া রাজাকে সম্বাদ দিলেন, হে মহারাজ, যেমন বালির ভয়ে পলায়িত সুগ্রীব বানর রামচন্দ্রকে সহায় করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছিল, তেমনি মহারাজের ভয়ে কান্দিশীক শাহাবুদ্দীন যবন জয়চন্দ্রকে সহায় করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে নারায়ণ গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে, বিহিত অবধান হউক। পৃথু রাজা চন্দ্র ভাটের এই বাক্য শুনিয়া সে পূর্ব্বপরাজিত জ্ঞানে সুসাধ্য জানিয়া তাচ্ছীল্য করিয়া কহিলেন, নারায়ণ গ্রামে যে সৈন্য আছে, সেই সৈন্য তাহার পরাজয়েতে পর্য্যাপ্ত আছে, অতএব নারায়ণ গ্রামস্থ সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা পাঠাইয়া দিতে মন্ত্রিদিগকে বল। তদনন্তর চন্দ্রভাট মন্ত্রিদিগকে রাজাজ্ঞা জানাইলেন, মন্ত্রিবর্গ রাজাজ্ঞানুসারে নারায়ণ গ্রামের সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে কহিয়া পাঠাইলেন, এবং আর ২ অনেক সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু মনে সকলেই রাজার 'প্রতি বিরক্ত হইলেন। কোন২ মন্ত্রী কহিলেন, রাজার অনীত্যাচরণে রাজলক্ষ্মী কখনও থাকেন না; যে পরাজিত শত্রু পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আইসে, সে দৃঢ়তর উপায় সমবধান না করিয়া আইসে না। শাহাবুদ্দীন পূর্ব্বে পরাজিত হইয়া পলাইয়াছিল, সম্প্রতি জয়চন্দ্র রাজাকে সহায় করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। জয়চন্দ্র রাজার মহাবল পরাক্রান্ত অনেক যোদ্ধা আছে, মহারাজ এ সকল বিলক্ষণরূপে জানেন, তথাপি এইরূপ নিশ্চিন্ত, না জানি ঈশ্বরেচ্ছা কি আছে। আর এক মন্ত্রী কহিলেন, অনেক দিন হইল, এক সময়ে রাজা যবনদের প্রাগল্‌ভ্য শুনিতে পাইয়া অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া কহিলেন, হে পণ্ডিতেরা, এমন কোন যজ্ঞের আরম্ভ কর, যাহাতে যবনদের প্রতিভা ও প্রাগল্‌ভ্য উত্তরোত্তর হ্রাস হয়। পণ্ডিতেরা আজ্ঞা করিলেন, হে মহারাজ, এমন যজ্ঞ আছে, আমরা করিতেও পারি; কিন্তু আমরা যে সময়ে অবধারণ করিব, সেই সময়ে এ যজ্ঞের যূপ স্থাপন যদি হয়, তবে সে যূপ যাবৎ থাকিবে, তাবৎ যবনেরা এ দেশে কখনও আসিতে পারিবে না। রাজা পণ্ডিতদের এই বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বড় সমারোহ করিয়া যজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। যূপ স্থাপনের সময় হইলে পণ্ডিতদের অনুমতিমাত্রে যূপ স্থাপন করিতে যূপ উঠাইতে নানা যত্ন করিলেন, যূপ কদাচ উঠিল না। তদনন্তর পণ্ডিতেরা কহিলেন, হে মহারাজ, ঈশ্বরের যে ইচ্ছা সেই হয়, পুরুষ ঈশ্বরেচ্ছার উপর প্রবল নয়, কিন্তু তাহার সহকারী বটে; ঈশ্বরেচ্ছা সহকৃত পুরুষ কার্য্যসাধক হয়, অতএব নিবৃত্ত হও, বুঝি এ সিংহাসন যবনাক্রান্ত হইবে। বোধ হয়, মহারাজ পণ্ডিত লোকদের এই বাক্য স্মরণ করিয়া

যুদ্ধে শৈথিল্য করিলেন। এইরূপে মন্ত্রিবর্গেরা নানা প্রকার কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া আপন২ স্থানে গেলেন। তদনন্তর নারায়ণ গ্রামে শাহাবুদ্দীন পৃথু রাজার সৈন্য সকল প্রায় নষ্ট করিয়া সসৈন্য দিল্লীতে আসিয়া পহুঁছিল। তদনন্তর পৃথু রাজা সম্বাদ পাইয়া অন্তঃপুরহইতে নির্গত হইয়া শাহাবুদ্দীনের সহিত ঘোরতর রণ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে শাহাবুদ্দীন যবন ঐ রঙ্গভূমিতে পৃথু রাজাকে ধরিয়া পৃথু রাজা জয়চন্দ্র রাজার জামাতা হন, এই অনুরোধে তাঁহাকে নষ্ট করিলেন না, কিন্তু কএদ করিয়া খাড়া২ আপন দেশে গজনেনে পাঠাইয়া দিলেন।

এই রূপে শাহাবুদ্দীন যবন যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লীতে কএক দিবস থাকিয়া চন্দ্রভাটকে পৃথু রাজার সকল বিষয়ের জ্ঞাতা জানিয়া তাহাকেও কএদ করিয়া সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে আপন পিতার দাসীপুত্র কোতবুদ্দীন যবনকে রাখিয়া আপনি আর২ রাজাদের ভয়েতে সহসা সিংহাসনে না বসিয়া স্বদেশ গজনেনে গেলেন। কোতবুদ্দীন যবন কিছু দিন পরে দিল্লীতে আপন আম্‌লা বসাইল, এবং সোলতান শাহাবুদ্দীনের নামে সিক্কা ও খোতবা জারি করিল। শাহাবুদ্দীন যবন হিন্দুস্থানে সাত বার আসিয়া কিছু করিতে পারিয়াছিল না, অষ্টম বারে জয়চন্দ্র রাজার আনুকূল্যে জয়ী হইল। সোলতান শাহাবুদ্দীন গজনেনে চন্দ্রভাটকে আপন নিকটে মধ্যে২ ডাকাইয়া পৃথু রাজার সকল বিষয় ও হিন্দুস্থানের আর২ বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিত। এক দিবস চন্দ্রভাট কহিল, হিন্দুস্থানের মধ্যে পৃথু রাজা অতি বড় তীরন্দাজ। শাহাবুদ্দীন এ কথা শুনিয়া পৃথু রাজাকে আপন নিকটে ডাকাইয়া এক নিশানা দেখাইয়া দিয়া নিশানা মারিতে কহিল। তদনন্তর পৃথু রাজা বড় শীঘ্রকর্ম্মা ছিলেন, নিশানা মারিতে যে বাণ ধনুকে যোগ করিলেন, সেই বাণের তামাসা দেখিতে অন্যমনস্ক ছিল যে শাহাবুদ্দীন, তাহাকে নষ্ট করিলেন। তৎক্ষণে শাহাবুদ্দীনের লোকেরা পৃথু রাজার ও চন্দ্রভাটের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে এক দিনে পৃথু রাজা ও চন্দ্রভাট ও শাহাবুদ্দীন নষ্ট হইল।

V.—*Of Akbar.* (A. D. 1556—1605.)

অকবরের জন্ম নগরকোঠেতে হইল। তাহার পিতা হুমায়ু এক ক্ষণমাত্র পুত্রকে অবলোকন করিয়া মনে২ ঐ পুত্রকে পরমেশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিয়া ঐ বালকের ও ঐ বালকের মাতার যোগ ক্ষেমার্থে বয়রম খাঁ খানখানাকে রাখিয়া আপনি বাইশ জন লোকের সহিত

তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর মহমুদ হুমায়ুর ভ্রাতা মীরজা অস্করি ভ্রাতৃস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অতি ত্বরাতে নগরকোঠে উপস্থিত হইয়া তথাকার উর্দ্দু বাজার লুঠ করিতে লাগিল। ইহার আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ বয়রম খাঁ অকবরের মাতার তথাতে থাকা ভাল নয়, ইহা বুঝিয়া তাহাকে স্থানান্তরে রাখিয়া পশ্চাৎ অকবরকেও লইয়া যাইবেন, এই সময়ে লুঠ হইল। ঐ মীরজা অস্করি উর্দ্দু বাজার সমস্ত লুঠ করিয়া একাকী বালক অকবরকে পাইয়া প্রতিপালনার্থে আপন বেগমের নিকট তাহাকে সমর্পণ করিলেন। পরে মহমদ হুমায়ু খোরাসানে আসিয়া পহুঁছিলেন। তথাতে শাহ তহমাস্পের পুত্র মীরজা মহমুদ হুমায়ুর নানা প্রকার দান মানাদিতে পুরস্কার করিলেন। তাহার পর মহমুদ হুমায়ু মসহদে গিয়া পঁহুছিলেন, তথাতে ঐ তহমাস্প বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন ভ্রাতাদের শত্রুতাপ্রযুক্ত আপনার নানা স্থানীয়তার সবিশেষ কহিলেন। তাহাতে বাদশাহ কহিলেন, তোমার পিতা বাবোর আমার সহিত এই রূপ অনেক করিয়াছিলেন; সে যাহা হউক, কিন্তু এই ক্ষণে আমি সৈন্য সামন্ত দিয়া তোমার সাহায্য করিব, কিন্তু তুমি জয়ী হইলে পর বলখ ও কন্ধার এই দুই দেশ আমাকে দিবা। মহমুদ হুমায়ু তাহার এই কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক এক পুত্র ও দশ হাজার লশকর লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর কন্ধার ফতেহ করিয়া কিল্লার সহিত ঐ দেশ স্বীকারানুসারে ঐ তহমাস্প বাদশাহের পুত্রের হাওয়ালে করিলেন, এবং আপনিও কাবোল দেশে গেলেন। এই সময় কজলবাসের ফৌজেরা কন্ধারে আসিয়া উপদ্রব করিল, ও ঐ সময়ে তহমাস্পের পুত্র মরিল। এই কারণ মহমুদ হুমায়ু পুনর্ব্বার কন্ধারে আসিয়া ঐ কজলবাসের ফৌজদিগকে দূর করিয়া আপনি পুনর্ব্বার কাবোলে গেলেন, সেখানে ফৌজ জমা করিয়া মীরজা কামরালের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাকে কাবা পাঠাইয়া দিলেন। মীরজা অস্করিও কাবা প্রস্থান করিয়াছিলেন, পথে তাঁহার মৃত্যু হইল, ও মীরজা হেন্দাল বিষ খাইয়া মরিলেন। ইহাতেই মহমুদ হুমায়ুর এবং তাঁহার বেরাদারির যেখানে যত প্রাচীন ও নব্য সৈন্য ছিল, সকলে আসিয়া ইহাঁর কাছে উপস্থিত হইল। ইহাতে বাদশাহ কাবোলহইতে প্রস্থান করিয়া সেকন্দর শূরকে পরাজয় করিয়া লাহোর ও সিন্ধু অধিকার করিলেন। সেখানে অনেক ধন পাইয়া দিল্লীতে আসিয়া তক্তে বসিলেন এবং খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারী করিলেন। তাহার পর হিন্দুস্থানেরও অনেক কিল্লা ফতেহ হইল। তাহার পর তিনি এক দিবস সিঁড়িহইতে নামিতেছেন, এই সময়ে আজার শব্দ শুনিয়া তথাহইতেই তটস্থ হইয়া

কিঞ্চিৎকাল থাকিলেন, পশ্চাৎ নামিবার উপক্রম করিতেই তথাহইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাঁর এই বারের বাদশাহী কেহ২ দশ বৎসর লিখে, কেহ বা ১০ দশ মাস লিখে; কিন্তু অঙ্কের মিলনের কারণ আমি দশ মাস গ্রহণ করিলাম।

তাহার পর তাঁহার পুত্র সোলতান জলালুদ্দীন মহম্মদ অকবর বাদশাহ হইলে বয়রম খাঁ খানখানার পরামর্শে লাহোরের নিকটে কালানওরে তক্তে বসিয়া ৯৬৩ নয় শত তেষট্টি হিজিরি সনে জলুস করিলেন, ও সকল দিগে আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন, খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারী করিলেন; হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাত প্রভৃতি অনেক দেশ ও অনেক বন্দর আয়ত্ত করিলেন, ও অনেক প্রধান লোক যত ইহাঁর অনুগত হইল। আর অকবরের এমনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে ইহাঁর নামেতেই জয় হইতে লাগিল, কখন কোন স্থানে ইহাঁর পরাজয় হয় নাই। পরে খানখানা বয়রম খাঁ কোন বিষয়ে বাদশাহের কিছু আজ্ঞোল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। অতএব বাদশাহ তাঁহাকে এক দিবস কহিলেন, আপনি অতিবৃদ্ধ হইলেন, অতএব সম্প্রতি কাবা প্রস্থান করুন, আপনকার পুত্র মুনিয়ম খাঁ উজীরী করুন। বাদশাহ তাঁহাকে এই রূপ কহিয়া অতি বড় মর্য্যাদাপূর্ব্বক তাহাকে কাবা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার পুত্র মুনিয়ম খাঁকে খানখানা খেতাব দিয়া উজীরী কর্ম্মে রাখিলেন। পরে প্রয়াগে ইলাহাবাদ নামে এক কিল্লা করিয়া প্রায় সেই খানেই থাকিতেন, ও প্রয়াগের জল বিনা অন্য জল পান করিতেন না, এবং অক্বরাবাদ নামে এক শহর আবাদ করিয়া এক কিল্লা সেখানে করিলেন ও সলতনৎ সকল প্রায় সেখানেই থাকিত; মর্ম্মঠভট্ট প্রভৃতি অনেক দেশীয় নানা শাস্ত্রজ্ঞ অনেক পণ্ডিতদের সহিত ও ফয়জী ও অবুলফজল ও হকীম অবুল ফতেহ প্রভৃতি অনেক মওলানদের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় কথার আমোদে থাকিতেন, ও অনেক সংস্কৃত শাস্ত্রের ফারসীতে তর্জ্জমা সেই কালে হয়। এই রূপে নানাবিধ শাস্ত্রজ্ঞানজন্য পারমার্থিক বুদ্ধিপ্রতিভাতে মহম্মদের মতে অনাস্থা করিয়া মনে২ হিন্দুদের মতেই আস্থা করিতেন; অতএব ইরান ও তুরানের রাজারা ইহাঁকে অনুযোগ করিয়া লিখিতেন। সেই সময়ে আর২ দেশেও এমত পণ্ডিত ও মহাপুরুষ সকল হইয়াছিলেন, যে তাঁহাদের করা শাস্ত্র ও মত সকল এখনও লোকে প্রচররূপ আছে, ও ইহারি করা আইনের মতে এখনো অনেক রাজকীয় ব্যাপার হইতেছে। পরে স্বজাতীয় অনেক বেগম থাকিতেও এক হিন্দু রাজাকে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার এক কন্যা আপনি বিবাহ করিলেন, সে রাণী অন্তঃপুরে হিন্দুদের মতানুসারে সূর্য্যার্ঘ্য দানাদি দেবপূজা নিত্য করিতেন। ঐ রাণীর পুত্র জাহাঁগীর যিনি ইহার

পর বাদশাহ হইবেন। আর যে মহাপুরুষের বার্ত্তা শুনিতেন, সে মহাপুরুষের নিকটে যাইবার দুই ক্রোশ থাকিতে সকল লোক রাখিয়া পদব্রজে আপনি তাঁহার স্থানে গিয়া তাঁহাকে বিনয় প্রার্থনাদি করিতেন, ইহাতেই কোন মহাপুরুষের প্রসাদে ইহার পুত্র হয়। পরে ইহার সভাতে তানসেন নামে এক অতি বড় গায়ক ছিলেন, তাঁহার করা গান প্রকাশেতে এখনও গায়কেরা গান করে, ও পূর্ব্বে যে২ দেশে যে২ হাকিম থাকিতেন, তাঁহারাই স্বস্বদেশে আপনাকে বাদশাহ করিয়া জানিতেন, ও কেহ কখনও লালাবন্দি ও পেশ কোশ রূপে কিছু খাজানা দিতেন। এই বাদশাহ একৈক প্রদেশকে একৈক সুবা করিয়া তাহার হাকিম একৈক সুবেদার করিলেন, তদবধি তত্তৎ প্রদেশীয় রাজারা জমীদার নামে কথিত হইল। ও রাজা তোড়মল্ল নামে ক্ষত্রিয় জাতীয় এক প্রধান মন্ত্রী প্রায় হিন্দুস্থানীয় সকল দেশের জমী জব্দ করিয়া জমাবন্দি করিলেন। সেই অবধি প্রত্যেক সুবাতে কানুনগোই সিরস্তা ও বাদশাহী একৈক অশ্বশালা ও একৈক হস্তিশালা মোকরর হইল। আর ইনি দামি হিসাবে মুনসব নিয়মিত করিলেন। আর বীরবর নামে এক মাথুর ব্রাহ্মণ ইহার সভাসদ ছিলেন, তিনি অতি বড় উপস্থিতবক্তা ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার সহিত অক্‌বর বাদশাহ প্রায় সর্ব্বদা শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও অন্যোপদেশ প্রভৃতি নানাবিধ সালঙ্কার বাক্যেতে আমোদ করিতেন। তাঁহাদের সেই সকল খোশ গল্প এখনও অনেক লোক করিয়া থাকে। ইনি ফয়জীকে ছদ্মরূপে কাশী পাঠাইয়া তাঁহার দ্বারা অনেক সংস্কৃত বিদ্যার আহরণ করিয়াছিলেন। আর ইহাঁর সভাতে কবিগঙ্গ প্রভৃতি অনেক ক্রতকবি ভাট ছিল, তাহার মধ্যে কবিগঙ্গ বড় কবি ছিল। তাঁহার করা অনেক দোঁহা ও কবিতা এখনও লোকতঃ প্রচার আছে। আর শাহ অকবর উদ্দাম দাতা ছিলেন; এক২ দিনে কোটি টাকা দান করিতেন, এ রূপ দান প্রায়ই মধ্যে২ করিতেন; আর ইনি গোমাংস ভক্ষণ করিতেন না, এবং কিল্লার মধ্যেতেও গোবধ বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তদবধি এখনও তাঁহার কিল্লাতে গোবধ হয় না। আর ইহাঁর শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য গুণজ্ঞতা গুণগ্রাহকতা দোষত্যাগিতা শিষ্টসমাদরকারিতা দুষ্টবিনাশকারিতা বিদ্যামোদিতা দীনদয়ালুতা দুঃখিজনবন্ধুতা ধনিজনরক্ষকতা বক্তৃতা রসিকতা দাতৃতা ধার্ম্মিকতা প্রজামনোরঞ্জকতা সাহসিকতা সদোৎসাহিতা নিত্যোদ্যমকারিতা মাতৃপিতৃভক্তা পরমেশ্বরানুরাগিতা প্রভৃতি উত্তম গুণের কথা আমি কত লিখিব? ইহাঁর অনেক তওয়ারিখ আছে, তাহাতে সে সকল কথার বিস্তার আছে। ইহার বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব? শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে

তাহাতে সে সকল কথার বিস্তার আছে। ইহাঁর বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব? শ্রী বিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে অকবর শাহের সমান সম্রাট আর কেহ হন নাই।

VI.—*Of Jehángir* (A. D. 1605—1628.)

তাহার পর নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঁগীর বাদশাহ হইলেন। ইনি কিছু অনবস্থিতচিত্তের মত ছিলেন। ইনি যে মহাপুরুষের প্রসাদে জাত হইয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ অকবরকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তোমার হিন্দুরাণীর গর্ব্ভে যে পুত্র হইবে, সে কিছু অনবস্থিতচিত্তের মত হইলে ইহাতে তুমি তাঁহার প্রতি কখনও বিরক্ত হইবা না; সেই বাদশাহ হইবে। ইনি ১০১৪ এক হাজার চৌদ্দ হিজরি সনে অকবরাবাদের কিল্লাতে তক্তে বসিয়া পিতৃ শাসিত সকল দেশের প্রজাদের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। হিন্দু রাজার এক কন্যা আনাইয়া পিতার জীবদ্দশাতেই বিবাহ করিয়াছিলেন। এ রাণীর গর্ব্ভে শাহজাহাঁ নামে ইহার পুত্র অকবরের বর্ত্তমানে জন্মিয়াছিলেন। ইনি প্রায় হিন্দুদের মত বেশ ভূষা ধারণ করিতেন। ইহার মাতা স্নেহ প্রযুক্ত ইহার কর্ণবেধ করাইয়া কুণ্ডল পরাইয়াছিলেন; তাহাতেই ইনি কুণ্ডল ধারণ করিয়া তক্তে প্রায় বসিতেন। কিছু দিনের পর বাঙ্গালাতে শেরফগন খাঁ নামে এক ওমদা ছিল সে ইহার বাদশাহীর সময়ে মারা গেল: তাহার স্ত্রী অতিবড় সুন্দরী ও অতিবড় গুণবতী ও পণ্ডিতা ও কবি ও বুদ্ধিমতী ও বিবেচিকা। অতএব ঐ স্ত্রীকে আনাইয়া জাহাঙ্গীর নিকা করিলেন। ঐ স্ত্রীতে জাহাঙ্গীর বাদশাহ দিনে২ অতিশয় আসক্ত হইলেন; পূর্ব্বে ঐ স্ত্রীর নাম নুরমহল দিয়াছিলেন, তাহার পরে নূরজাঁহা নাম দিলেন। খোতবা ও সিক্কাতে ঐ নাম আপন নামের সহিত জারী করিলেন। আর নূরজাঁহা বেগমকে এক দিন আজ্ঞা করিলেন, যে ন্যায় ব্যতিরেকে বাদশাহীর যে কিছু বিষয় সে সকলি তোমার; কেবল আধ সের মাংস ও এক সের মদিরা তুমি আমাকে নিত্য দিবা। নূরজাঁহা দরিদ্র ও কাঙ্গালি ও ফকীরদিগকে অনেক ধন দিতেন, ও অবিবাহিতা অনেক কন্যাদের বড় ঘটাতে বিবাহ দিতেন, শাহজাহাঁও এমন পিতৃভক্ত ছিলেন যে এ ব্যাপারেতেও পিতার প্রতি কোন মতে বিরক্ত না হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পিতাতে বড়ই অনুরক্ত থাকিতেন, ও পিতৃ আজ্ঞাতে আর২ অনেক দেশ আয়ত্ত করিলেন। যখন রাণার দেশ জয় করিয়া শাহজাঁহা আইলেন, তখন জাহাঙ্গীর বাদশাহ অনুবজিয়া পুত্রকে আনিয়া পুত্রস্নেহে ও পুত্রের জয়েতে স্নেহার্দ্রচিত্ত হইয়া পুত্রকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া অনেক ধন বিতরণ করিলেন, ও অনেক বহু-

মূল্য রত্ন পুত্রের নিছুনি করিয়া দিলেন, এবং অনেক বহুমূল্য রত্নেতে পুত্রের সম্মান করিলেন, ও পুত্রের সঙ্গে যে২ ওমরা গিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত মত খিলাত ও নানা প্রকার রত্নাদি দিয়া পুরস্কার করিলেন, এবং আপন নিকটস্থ প্রধান ওমরাদিগকে আজ্ঞা দিয়া আপন নিকটেই পুত্রকে নজর দেওয়াইলেন। এবং নূরজাঁহাও অনেক ধন বিতরণ করিয়া নানা প্রকার রত্নাদি সামগ্রী শাহজাহাঁর নিকটে নজর পাঠাইয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ যথার্থ ন্যায় করিতেন, তাহাতে কাহারও উপরোধ করিতেন না। এক দিবস শাহজাহাঁ বাদশাহজাদা ঘোড়ার উপর চড়িয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহার আসিবার কালে কোন একপুত্রা বৃদ্ধা স্ত্রীর পুত্র অশ্বের পদাঘাতে নষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী আপনি মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে২ বাদশাহের নিকটে আসিয়া পুত্রকে বাদশাহের সাক্ষাৎ ফেলিয়া দিয়া নিবেদন করিল, যে আমার পুত্রকে কে মারিল ইহা বিবেচনা করিয়া যথার্থ দণ্ড কর। ইহাতে বাদশাহ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে শাহজাহাঁ বাদশাহজাদার ঘোড়ার পদাঘাতে মরিয়াছে; অতএব ঐ বাদশাহ-জাদাকে আনাইয়া ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে দিলেন, ও আজ্ঞা করিলেন, তোমার পুত্র ইহাহইতে নষ্ট হইয়াছে অতএব ইহাকে আমি তোমাকে দিলাম, যাহা মনে লয় তাহা কর। ইহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী রাণীর ও আর২ বেগমদের নানা প্রকার লোভ প্রদর্শন না মানিয়া আপন কুটীরের নিকটে সরে রাস্তার উপরে বাদশাহজাদাকে আনিয়া বসাইল। শাহ-জাহাঁও এমন পিতৃভক্ত ছিলেন, যে পিতৃ আজ্ঞার রক্ষার্থ ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী যেমন২ করিল তাহাই স্বীকার করিলেন। তদনন্তর ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী আপন মৃত পুত্রের চারি দিগে শাহজাহাঁর হাত ধরিয়া সাত বার ফিরাইয়া কহিল, যা, আমার এই মৃত পুত্রের নিছোনি করিয়া তোকে তোর প্রাণ দিলাম।

পরে পুরাণা দিল্লীতে ব্রাহ্মণাদি হিন্দু লোকেরা অনেকে বাস করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা বাদশাহের চাকরি করিতেন না, আর কখনও কোন বিবাদ করিয়া বাদশাহের নিকটে ফরিয়াদ করিতে আসিতেন না, আপনারাই সামঞ্জস্য করিতেন। দৈবাৎ তাহাদের মধ্যে কোন এক স্ত্রী পুরুষের ব্যভিচার প্রকাশ হইল, ইহাতে ঐ স্ত্রীর কর্ত্তা ঐ স্ত্রীকে মারিয়া ফেলিল, ও ঐ পুরুষের কর্ত্তা ঐ পুরুষকে মারিয়া ফেলিল, ইহাতে তথাকার ফৌজদার ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের নিকটে লোক পাঠাইল। ইহাতে ঐ বিশিষ্ট লোকেরা বাদশাহের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, আমাদের পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে, আমাদের মধ্যে কাহারও ঘরে যদ্যপি কোন বিরোধ কিম্বা মন্দ ক্রিয়া দৈবাৎ হয়, তবে তাহার প্রতিকার আমরা আপ-

নারাই বিবেচনাপূর্ব্বক করি, সে কথা রাজদ্বারে প্রকাশ করাতে আমাদিগের মর্য্যাদার হানি হয়, এ কারণ এ বিষয় আমরা রাজদ্বারে প্রকাশ করি নাই, কিন্তু তথাকার ফৌজদার আপনাহইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া আমাদের নিকটে লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাদশাহ তাহাদের কথাদ্বারা বিশিষ্ট জানিয়া তাহাদের সম্মান করিয়া তাহাদের সকল বিষয় তাহাদেরি অধীন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে রাজশাসনের বহির্ভূত করিয়া বিদায় করিলেন। ইনি যখন বিচার করিতেন, তখন অর্থি প্রত্যর্থির কথা আপনি সাক্ষাৎ শুনিতেন, কখনও কাহারও দ্বারা কাহারও কথা শুনিতেন না। এই রূপ বিচারেতে দেশে২ বড় প্রতাপ হইল, প্রায় দেশ বিবাদরহিত হইল। যদি কখনও দৈবাৎ কোথাও বিবাদ হইত, তবে সে বিবাদ আপনা হইতেই সমঞ্জস হইত, বাদশাহের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত প্রায় আসিত না। আর ইনি বন্য ব্যাঘ্রদিগকে আনাইয়া আপন সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিতেন। তাহাতে যদি কেহ কহিত, আপনি এ কি করেন? এ ব্যাঘ্রজাতি হিংস্রস্বভাব, না জানি কখন কি করে। ইহাতে আজ্ঞা করিতেন, আমি কি কেবল মনুষ্যদের রাজা, ইহাদের কি রাজা নহি? বাস্তব সে বন্য ব্যাঘ্রেরাও বাদশাহের নিকটে নতমস্তক হইয়া থাকিত। আর ইহাঁর তক্তের উভয় পার্শ্বে সোহনা ও মোহনা নামে দুই শূকর থাকিত। যদি কোনহ মুসলমান কহিত, এ রূপ মহম্মদী দীনের ধর্ম্ম নয়, আপনি এ কি করেন? তবে বাদশাহ আজ্ঞা করিতেন, সে বাস্তব বটে, আমি তাহা জানি; কিন্তু মাতৃকুলের ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে এই দুই শূকরকে কেবল আপনি নিকটে রাখি, ও পিতৃকুল ধর্ম্মরক্ষার্থে ভক্ষণ করি না। ইহাঁর অধিকারের সময় অবধি বাদশাহী সিংহাসনের সম্মুখে ওমরাদের বসিবার বারণ হওয়াতে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রথা হইল। নূরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীরশাহ বাদশাহের এই২ রূপ অনেক প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে। ইনি রোগগ্রস্ত হইয়া মরেন, ইহাঁর বাদশাহী সর্ব্বসুদ্ধা ২২ বাইশ বৎসর।

VII.—*Of Shah Jehán* (A. D. 1628—1658.)

তাহার পর তাঁহার পুত্র শাহাবুদ্দীন মহম্মদ শাহজাহাঁ বাদশাহ হইলেন। ইহার বাল্যাবস্থাতে খোরম নাম ছিল; অকবরাবাদের কিলাতে ইনি জলুস করিলেন এবং ইনি পিতৃবর্ত্তমানেই আপন বাহুবলে অনেক২ দেশ সুশাসিত করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত সে সময়েও প্রতাপান্বিত ছিলেন, বাদশাহ হইলে পর ততোধিক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হইলেন। ইহার

মহম্মদী মতের কিছু তাৎপর্য্য ছিল। ইনি বাদশাহ হইয়াই আপন সন্তান ব্যতিরেকে হিন্দুস্থানস্থ স্বকীয় বংশের সমূল বিনাশ করিলেন। এক প্রধান পণ্ডিতকে আনাইয়া মন্ত্রী করিলেন, তাহার নাম শাদুল্লা খাঁ। সে কোনহ ওমরার সন্তান ছিল না, কিন্তু পাণ্ডিত্যেতে ও নানা গুণেতে মনুষ্যআপন্ন হইতে যে২ উপযুক্ত হয়, সে সকলেতে সম্পূর্ণ ছিল; এবং অন্য সকল মন্ত্রিদের মধ্যে ও ওমরাদের মধ্যে এ প্রধান ছিল, এবং রাজকীয় যাবৎ ব্যাপার সকলি ইহার পরামর্শের অধীন ছিল। এ মন্ত্রী হইলে পর অতি জীর্ণ ও মলিন পূর্ব্বাবস্থার আপনার পরিধেয় বস্ত্র অতি যত্নপূর্ব্বক এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিত। যখন বাদশাহের সম্মুখে যাইত, তখন ঐ বস্ত্র অবলোকন করিয়া যাইত। ইহাতে আর২ ওমরারা ও মন্ত্রিরা বাদশাহের নিকটে নিবেদন করিল, শাদুল্লা খাঁ যখন সাক্ষাৎ আইসেন, তখন এক সিন্দুকের মধ্যে কি আছে, তাহাই দেখিয়া আইসেন; ইহাতে বুঝি সাক্ষাৎহইতে তাহার প্রতি উত্তরোত্তর যে অধিক অনুগ্রহ হইতেছে তাহার কারণ এই হইবে। ইহাতে বাদশাহ ঈষৎ সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাদের লোকদ্বারা ঐ সিন্দুক সাক্ষাৎ আনাইয়া দেখিলেন কএক খান জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। আজ্ঞা করিলেন, শাদুল্লা খাঁ, এ কি? শাদুল্লা খাঁ নিবেদন করিল? ইহা আমার পূর্ব্বাবস্থার স্মারক। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন, ফল কি? শাদুল্লা খাঁ নিবেদন করিল, রাজপ্রসাদজন্য মত্তার অঙ্কুশস্বরূপ; কেননা পুরুষ বিষয়মদে মত্ত হইলে অপ্রকৃতিস্থ হয়, অপ্রকৃতিস্থ হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য গুহ থাকে না কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য গুহ না থাকিলে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব উত্তম পুরুষের এই কর্ত্তব্য, ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত ভালই হউক কিম্বা মন্দই হউক, তাহাতে মত্ত ও বিষণ্ণ না হইয়া সর্ব্বদা আপনার স্বরূপ স্মরণ ত্যাগ করিবে না। ইহাতে বাদশাহ শাদুল্লা খাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমার যে উত্তমত্ব জানিয়া আমি তোমাকে মন্ত্রিপদাভিষিক্ত করিয়াছি, আজি সে উত্তমতা বরং ততোধিক উত্তমতা ইহাদের হইতে বিলক্ষণ মতে লোকতঃ প্রকাশ পাইল।

আর শাহজাহাঁ দিল্লীর প্রান্তে কএক কোটি টাকা খরচ করিয়া অতিবড় এক শহর ও কিল্লা আবাদ করিয়া তাহার নাম শাহজাহাঁনাবাদ রাখিলেন। পরে কএক কোটি টাকা খরচ করিয়া এক রত্নময় সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম তক্তহাউসী রাখিয়া ঐ কিল্লাতে এ সিংহাসনে বসিলেন। পরে ঐ কিল্লাতে দেওয়ান খাসের দ্বারের জালী ও বহিঃপ্রকোষ্ঠের কাঠরা ও ছাত মড়াইতে কএক কোটি টাকার রূপা ও সোনা লাগাইয়াছিলেন, এবং আর২ প্রধান২ প্রাসাদের নির্ম্মাণেতে সঙ্গমরমর ও সঙ্গমূসা ও সঙ্গবাদল ও সঙ্গ এসম ও যকীক ফীরোজা প্রভৃতি নানাজাতীয় ও নানাবর্ণ প্রস্তর ও সোনা ও

রূপা ও নানাপ্রকার রত্ন যথোপযুক্ত স্থানে বিনিবেশিত করিয়াছিলেন। এবং আপন খুশির ছলেতে কেবল গরীব গোরবারদের প্রতিপালনার্থে প্রায় আপনার খুশির মজলিসে কোনং খুশিতে ১০০০০০০ দশ লক্ষ, কাহাতে ২০০০০০০ কুড়ি লক্ষ, ও কাহাতেও ২৫০০০০০ পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ করিতেন ও এই বাদশাহ অতি বড় দাতা ছিলেন। শাহজাহানাবাদে আপনি, আর প্রতি সুবাতে বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে সুবেদারেরা স্বর্ণ রূপ্যাদি তৈজসের ও ব্রীহি যবাদি সামগ্রীর মাসে২ দুই তোলা দান করিতেন। ইনি ধর্ম্মনিষ্ঠ বড় ছিলেন, পিতার সাক্ষাৎ সুরাপান ত্যাগ করিয়া তিন লক্ষ টাকার রত্নাদি নির্ম্মিত পানপাত্র সকল দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন; তদবধি আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত কখনও সুরাপান করেন নাই। আর ইনি যথাকালে রাজকীয় ব্যাপার করিয়া ঈশ্বরপর হইয়া থাকিতেন, প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সকল সমাপন করিয়া তসবী জপিতে২ কিরণ নামে এক অলঙ্কার মুখের পার্শ্বে ধারণ করিয়া দর্শনী ঝরোকা নামে এক গবাক্ষদ্বারে আসিয়া নিত্য বসিতেন। সেখানে বাহিরে কানা খোঁড়া নুলা ও অতুরাদি দরিদ্রেরা একত্র হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে সেই সময় স্বর্ণ রূপ্যাদি দানেতে পরিতোষ করিতেন। দুই প্রহরের পর শাহজাঁহানাবাদে যেখানে যে বুভুক্ষিত লোক থাকিত, তাহাদের নিকটে খাস খানা পাঠাইয়া পশ্চাৎ আপনি খানা খাইতেন। এই মত দুই প্রহর রাত্রিতেও করিতেন। ইহার অধিকারের সময়ে প্রজারা ও ওমরারা সকলে বড় সুখী ছিল। আর ইহার তাজমহল বেগমের গর্ব্ভজাত চারি পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন; পরে ঐ তাজমহল বেগম কিছু দিনের পর মরিলেন; তাহাতে শাহজাহাঁ বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখী হইয়া প্রায় অনেক রাজভোগ ত্যাগ করিলেন, ও ঐ বেগমের যত ধন ছিল, সে সকল ধন তাহার সন্তানদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন, ও ঐ বেগমের এক মকবরা কিছু অধিক কোটি টাকাতে তৈয়ার করিয়া দিলেন ঐ মকবরার রোজা তাজমলুক নাম রাখিলেন। তথাকার কোরান খানি ও খিচুড়ি বাঁটা প্রভৃতি খরচের কারণ প্রত্যহ ২০০০ দুই হাজার টাকা নির্ব্বন্ধ করিয়া দিলেন। এই শাহজাহাঁ বাদশাহের অন্য২ দেশে এমন নাম হইল, যে ইরান ও তুরানের বাদশাহেরা ইহাঁহইতে সশঙ্ক হইয়া প্রায় দূতদ্বারা প্রতি বৎসর উপঢৌকন সামগ্রী পাঠাইলেন। এবং বলখ প্রভৃতি কএক দেশের বাদশাহেরা ইহাঁর নিকটে আসিয়া ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়া স্ব স্ব দেশে নিঃশঙ্ক হইয়া বাদশাহী করিতে লাগিলেন। পরে বাদশাহ আপন চারি পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেবকে দক্ষিণ দেশের অধিকার দিলেন; শাহসুজাকে পূর্ব্ব দেশের অধিকার দিলেন; মহম্মদ মুরাদকে গুজরাট প্রভৃতি দেশের অধিকার দিলেন; আর আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা

সিকোকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অতএব তাঁহাকে যুবরাজ করিয়া আপন নিকটে রাখিলেন। কিছু দিনের পরে বাদশাহ মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত হইলেন; ইহাতে অন্য২ দেশে গিয়াছিলেন যে পুত্রেরা, তাঁহারা সকলে এ বার্ত্তা শুনিয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া শাহশুজা আসাম দেশ পর্য্যন্ত পলায়ন করিলেন; মহম্মদ দারা সিকো ইরান পর্য্যন্ত পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে মরিলেন; মহম্মদ মুরাদও মারা গেলেন; আওরঙ্গজেব রাজধানীতে আসিয়া পিতাকে কএদ করিয়া আপনি তক্তে বসিলেন। শহাবুদ্দীন মহম্মদ শাহজাহাঁ ঐ কএদে মরিলেন। ইহার বাদশাহী সর্ব্বসুদ্ধা ৩১। ৩। ২০ একত্রিশ বৎসর তিন মাস কুড়ি দিন।

VIII.—*Of Aurangzeb.* (A. D. 1658—1707.)

তাহার পর মহীউদ্দীন মহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ হন। ইহার পিতৃ বর্ত্তমানে এক জলূস, পিতার মৃত্যুর পর আর এক জলূস, এই জলূস ১০৬৮ এক হাজার আটষট্টি হিজরি সনে হয়। ইনি মহম্মদী মতে অতিবড় তৎপর হইলেন। আর প্রধান২ অনেক দেবস্থান নষ্ট করিলেন, হিন্দুদের মতে সূর্য্যার্ঘ্য ও গণেশ পূজাদি দেবকৃত্য সকল বাদশাহী কিল্লার মধ্যে অকবর অবধি নিয়মিত ছিল, সে সকল ক্রিয়া বারণ করিলেন, ও অকবর অবধি যে২ আইন জারী ছিল, তাহার মধ্যে অনেক আইনের অন্যথা করিয়া স্বকপোলরচিত অনেক আইন জারী করিলেন। দক্ষিণ দেশে যে২ দেশ শাসিত ছিল না, সে সকল দেশের শাসনের নিমিত্তে লোক পাঠাইলেন, ও আপন মধ্যম পুত্র আজমশাহকে কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের অধিকার দিলেন। পরে ইরান ও তুরান ও বলখ ও বোখারা ও মিসর ও কাশগর ও বসরা, এই সকল দেশের বাদশাহদের উকীলেরা সে সকল দেশের উত্তম২ সামগ্রী ও মঙ্গলসম্বাদ পত্র সমেত বাদশাহের সাক্ষাৎ আইল। তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করিয়া প্রত্যেকের প্রত্যুত্তর পত্র ও উত্তম২ সামগ্রী দিয়া বিদায় করিলেন। ইরানের বাদশাহের কিছু উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত সে ইহাঁহইতে সাহায্য চাহিয়াছিল; অতএব তাহার সাহায্যার্থে অনেক সৈন্য পাঠাইয়া কিছু দিনের পর আপনিও তাহার সাহায্যার্থে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে শুনিলেন যে ইরানের বাদশাহের সহিত যে উপদ্রব করিয়াছিল সে রোগে মরিয়াছে, ইহা শুনিয়া পথহইতে ফিরিয়া আইলেন। পরে দক্ষিণ দেশের বিজানগরের হাকীম আদলশাহ কিছু২ পেশকোশ বরাবর ইহাদিগকে দিত, সে ইহাকে তাহা দিল না; অতএব অনেক সৈন্য সহিত রাজা জয়-

সিংহ রায়কে তাহার দমনার্থে পাঠাইলেন। তিনি তথা গিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার দেশ সকল আয়ত্ত করিয়া গড়সেতার প্রভৃতি অনেক গড় অধিকার করিয়া আইলেন। পরে গুলকণ্ডার হাকীম অবুলহসন্ খাঁ তানাশাহ বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মাজ্জম বাহাদুর শাহের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া স্বদেশে উপযুক্ত মত রাখিয়াছিল, পরে ঐ তানাশাহ আলমগীর বাদশাহহইতে কিছু বিমনা হইল; তৎপরে আলমগীর আপন পুত্র ও পুত্রবধূকে কোন ছলে আপন নিকটে আনাইয়া তাঁহাদিগকে কএদ করিয়া আপনি সসৈন্যে গুলকণ্ডাতে গিয়া তানাশাহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গুলকণ্ডা গড় সমেত তাহার দেশ সকল অধিকার করিয়া স্বস্থানে আইলেন। এই ২ মতে দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহদের দেশ ও গড় সকল অধিকার করিয়া ও যথেষ্ট নানা প্রকার রত্নাদি ধন পাইয়া সর্ব্বসুদ্ধ ২২ বাইশ সুবা কুপ্ত করিলেম। অকবরের সময়ে ১১ এগার সুবা কুপ্ত ছিল। সেই বাইশ সুবার বিবরণ এই। দক্ষিণে ৯ নয় সুবা, ও উত্তরে এক সুবা, ও পূর্ব্বে ৩ তিন সুবা, ও পশ্চিমে ৮ আট সুবা, ও শাহজাহাঁনাবাদ ১ এক সুবা। ইহাতে আলমগীর বাদশাহের অতিবড় প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য হইল; প্রায় রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমন ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ কোনহ দিল্লীর রাজার হয় নাই। নিত্য জিলোখানাতে সসজ্জ হইয়া পঞ্চাশ হাজার সওয়ার প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত হাজীর থাকিত; সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অন্য পঞ্চাশ হাজার সওয়ার এই রূপে নিত্য হাজীর থাকিত। ইহার বালককালে মহীউদ্দীন মহম্মদ নাম ছিল। পরে এক দিবস শাহজাহাঁ বাদশাহ তেমহলার উপরে বসিয়া হস্তিযুদ্ধ দেখিতেছিলেন, ঐ দালানের দ্বিতীয় মহলে বসিয়া বাদশাহজাদারা কৌতুক দেখিতেছিলেন; এই কালে হাতিরা অতিমত্ত হইয়া বড় যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইহাতে শাহজাহাঁ বাদশাহ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ দারা সিকোকে নিকটে ডাকিয়া লইলেন। মহীউদ্দীন মহম্মদ বারাণ্ডাতে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, ইত্যবসরে এক মত্ত হস্তী হামলা করিয়া মহীউদ্দীন মহম্মদকে শুড়ে জড়িয়া লইল। তৎক্ষণে মহীউদ্দীন মহম্মদ কিছু উপায় না পাইয়া কমরে যে খঞ্জর ছিল, তাহা লইয়া ঐ হাতির কণ্ঠদেশ বিদারণ করিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিলেন, তৎপ্রযুক্ত বাদশাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আওরঙ্গজেব খেতাব দিলেন। পরে বাদশাহ হইলে আলমগীর নাম হইল। আর যখন এই আওরঙ্গজেব দক্ষিণ দেশে গিয়াছিলেন, তখন সৈন্যখরচের কারণ এক গুজরাতি মহাজনহইতে অনেক টাকা কর্জ লইয়াছিলেন; সে কর্জ্জের তমস্সুক লিখা গেল; সেই তমস্সুকে খাতক বাদশাহ হইলেন। পূর্ব্বে মহাজনের নামের নীচে খাতকের নাম লিখা যাইত, এই

রীতি ছিল ; বাদশাহের নাম নীচেতে লিখা উপযুক্ত নয়, অতএব এ তমস্সুকে খাতকের নাম মহাজনের নামের উপরে লিখা গেল ; তদবধি ফারসি তমস্সুক লিখার এই শৈলী হইল। আর তখন এমনি মহাজন সকল ছিল, যে এই মহাজন ঐ টাকার মধ্যে কেবল এই বাদশাহের জলুসী এক রকম কোটি টাকা দেয়। পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুরশাহের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহার দোষ ক্ষমা করিয়া ১৪ চৌদ্দ বৎসরের পর তাঁহাকে কএদহইতে খালাস করিয়া কাবুল দেশের অধিকার দিলেন, ও মধ্যম পুত্র আজমশাহকে দক্ষিণ দেশের অধিকার দিলেন। পরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র মহম্মদ মহীউদ্দীন ও আজীমুদ্দীন নামে দুই পৌত্রকে পাটনা ও কোর্‌রা এই দুই দেশের অধিকার দিলেন। পরে কামবখষ নামে পুত্রকে বাঙ্গালা ও কিছু দক্ষিণ দেশ সহিত উড়িস্যার অধিকার দিলেন, ও আজমশাহের পুত্র বেদারবক্তকে মালুয়া ও খান্দেশের অধিকার দিলেন। এই২ রূপে পুত্র ও পৌত্রেরা যে২ দেশের অধিকার পাইলেন, সে২ দেশের বিলক্ষণ শাসন করিয়া বাদশাহের আজাবহমতে পরম সুখে থাকিলেন ; এবং আসদ খাঁ উজীর ও জাফর খাঁ আমীর লওমরা ও রাজা রঘুনাথ নামে প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি হজুরি ওমরারা অন্য২ দেশীয় বাদশাহদের হইতে অধিক সুখে ছিলেন, এবং সুবেজাতেও যে২ ওমরারা ছিল তাহারাও বড় সুখে ছিল। আর বাদশাহ প্রায় যোগাভ্যাসে থাকিতেন ও তপস্বির ন্যায় আচরণ করিতেন ও আপন পৈতৃক কএক বিঘা ভূমির করেতে যাহা পাইতেন, তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হইত, রাজভোগ কিছুই করিতেন না ও মদ্য মাংসাদি কিছুই খাইতেন না, ও সকল জিনিসের মহসুল বারণ করিয়া দিলেন, ও কম্বলে শয়ন করিতেন, ও সপেতে বসিতেন, ও দেড় টাকার অধিক মূল্যের বস্ত্র পরিতেন না ও মহম্মদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু করিতেন না। ইনি ৪০ চল্লিশ বৎসর বয়সে বাদশাহ হইয়া এই২ রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃবর্ত্তমানে অনেক রাজভোগ করিয়াছিলেন। আর যখন তক্তে বসিতেন তখনি কেবল রাজোপযুক্ত বস্ত্র ভূষণ ধারণ করিতেন। পরে দক্ষিণ দেশে মারহাট্টারা বড়ই উপদ্রব করিতে লাগিল, ইহাতে বাদশাহ অনেক সৈন্য সহিত দক্ষিণ দেশে গিয়া ভিঁওরা নদীর তীরে ছাউনি করিলেন, ও আওরঙ্গাবাদ নামে এক শহর আবাদ করিলেন, বাদশাহ প্রায় তথাতেই থাকিতেন। এক দিবস মারহাট্টারা এমন যুদ্ধ করিল, যে তাহাতে বাদশাহেরও রক্ষা পাওয়া ভার হইল, তাহাতে তোপখানার ইংরাজেরা ব্যূহরচনা করিয়া বাদশাহের প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া প্রধান২ ইংরাজদিগকে উত্তম২ পদ দিতে চাহিলেন, তাঁহারা সে সকল কিছুই না লইয়া কেবল এই কলিকাতাতে

কিছু ভূমি লইলেন। এই ইংরাজ বাহাদুরের এ হিন্দুস্থানে ভূমিসম্বন্ধের প্রথমাঙ্কুর হইল। তাহার পর বাদশাহ এক দিবস সৈন্যের মউজূ দাদ লইলেন; তাহাতে অন্য২ সৈন্যের কথা কি লিখিব? কেবল হাতী ৫৬০০০ ছাপ্পান্ন হাজার হইল। ইহাতে বাদশাহের মনে বড় যে অহঙ্কার হইল, সেই অহঙ্কার চূর্ণ করিতে ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত ভিওরা নদীর এমন এক দহ পড়িল, যে তাহাতে প্রায় সকল সৈন্য নষ্ট হইল। ইনি প্রধান২ অনেক দেবস্থানের ব্যাঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্বালামুখী ও লছমণবালাতে বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়া তাহাদিগকে মানিয়া সেবার্থে অনেক টাকার ভূমি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে ঐ আওরঙ্গাবাদে ১২ বারো বৎসর থাকিয়া এক ব্রাহ্মণের শাপে বিকৃত শব্দ করিতে২ মরিলেন। ইহার বাদশাহী ৪৯ উনপঞ্চাশ বৎসর।

From the Life of Raja Krishna Chandra Ray.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র।

I.—*His Birth.*

রামজীবন রায় মহারাজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা রামকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর নামে যে এক নগর করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রাজধানী করিলেন। রামজীবন রায় মহারাজ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হইয়া রাজ্য অতিশয় শাসিত করিয়া কাল ক্ষেপণ করেন। সময়ক্রমে মহারাজের দুই পুত্র হইল; জ্যেষ্ঠ রঘুরাম, কনিষ্ঠ রামগোপাল। কিছু কালানন্তরে রঘুরাম রায় রাজা হইলেন। রঘুরাম রায় মহারাজ অতিবড় দাতা পুণ্যবান পরম সুখে কাল যাপন করেন; রাজা রাণীর অধিক বয়ঃক্রম হইল; পুত্র না হওয়াতে সর্ব্বদা খেদিত থাকেন। এক দিবস মনে২ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, ঈশ্বরের আরাধনা ব্যতিরেকে উত্তম রত্ন লাভ হয় না; অতএব আমরা দুই জনে কঠোর তপস্যা করি, তবে ঈশ্বর অবশ্য পুত্র দিবেন। রাজা রাণী ইহাই স্থির করিয়া আরাধনার নিয়ম করিলেন। অতিপ্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানানন্তর ঈশ্বরের মহতী পূজা করিয়া সূর্য্য দৃষ্টি করিয়া রাজা রাণী প্রত্যহ ঈশ্বরের তপস্যা করেন, এই রূপে এক বৎসর গত হইল। রাজা রাণীর তপস্যাতে সকল লোকের চমৎকার বোধ হইয়া বিস্তর২ প্রশংসা করিল। আরাধনার নিয়ম এক বৎসর। তাহা পূর্ণ হইলে মহতী ঘটা করিয়া যজ্ঞ করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে এক দিবস রাত্রে রাজা রঘুরাম রাণীর সহিত অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, রজনী শেষে রাণী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া সচৈতন্য হইয়া রাজাকে গাত্রোত্থান করাইলেন, রাজার চৈতন্য হইলে পর নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ, আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। রাজা কহিলেন, কি স্বপ্ন দেখিয়াছ? রাণী কহিলেন, আমি নিদ্রায় ছিলাম; এক জন অপূর্ব্ব পুরুষ আসিয়া আমাকে কহিলেন, আমি তোমার পুত্র হইব, আমাহইতে তোমরা অনেক সুখী হইবা, এবং যাবদীয় লোক তোমাকে সুবর্ণগর্ভা কহিবে, যেহেতু আমাকে প্রসব করিবা। আমি কহিলাম, আপনি কে? তাহাতে কহিলেন,

তোমরা যাঁহার আরাধনা করিয়াছিলা, আমি তাঁহার অনুগৃহীত; তোমার পুত্র হইতে আমাকে আজ্ঞা হইয়াছে। ইহাই বলিয়া অতিক্ষুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা রঘুরাম রায় স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহানন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া রাণীকে কহিলেন, তোমার অপূর্ব্ব বালক হইবে; অদ্য তোমার গর্ব্ভাধান হইল; এ কথা অন্যকে কহিবা না। কিঞ্চিৎ কাল পরে রাণীর গর্ব্ভ প্রচার হওনে পাত্র মিত্র আত্মীয়বর্গের সমূহ আনন্দ হইল; দিনে২ নানা প্রকার উৎসাহ হইতেছে। সময়ক্রমে রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল, এই সম্বাদ রাজা শুনিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এমত পণ্ডিতগণকে লইয়া রাজা অন্তঃপুরের নিকটে বসিলেন। যাবদীয় প্রধান২ ভৃত্যেরা সদা সাবধানে আছে; যখন যাহাকে যে আজ্ঞা হইবে, তৎক্ষণেতে সে কার্য্য করিবে। ইতিমধ্যে শুভক্ষণে শুভলগ্নে অপূর্ব্ব এক পুত্র হইল। পুত্রের রূপে পুরী চন্দ্রের ন্যায় আলো করিল। রাজপুরে জয় ২ ধ্বনি হইবামাত্র অট্টালিকার উপরে বাদ্যোদ্যম শঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ি তূরী ভেরী ঝাঁঝরী রামশিঙ্গা ঢক্কা ঢোল দামামা এবং বীণা মৃদঙ্গ কাংস্য করতাল রামবেণী প্রভৃতি নানা যন্ত্রের বাদ্যে কোলাহল শব্দে নগরস্থ রমণীরা রাজপুরে আসিয়া হুলু ২ ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা পরমাহ্লাদে শত ২ সুবর্ণ এক২ ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ও অন্ধ আতুরকে এবং খঞ্জকে প্রদান করিতে লাগিলেন; যাবদীয় নগরস্থ লোকদিগের সন্তোষের সীমা নাই। কিঞ্চিৎ কাল পরে পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন, যাবদীয় নগরের লোকের বাটীতে মৎস্য ও দধি এবং সন্দেশ ভারে ২ প্রদান কর। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে সকলের বাটীতে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রাজার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ, অন্তঃপুরে যাইয়া পুত্র দর্শন করুন, এবং ভৃত্যদিগেরও বাসনা রাজপুত্র দেখে। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, কর্ত্তব্য বটে। রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেন, পশ্চাৎ দাসীদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, পাত্র প্রভৃতি যাবদীয় ভৃত্যেরা রাজপুত্র দর্শন করিতে আসিতেছে, সকলকে দেখাও। দাসীরা রাজপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া যাবদীয় প্রধান২ ভৃত্যদিগকে দেখাইল। পরে সকলেই অন্তঃপুরহইতে আগমন করিয়া রাজসভাতে বসিলেন, সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে জ্যোতিষি ভট্টাচার্য্যেরা নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখিলেন অপূর্ব্ব বালক হইয়াছে; রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, এই যে রাজপুত্র হইয়াছেন, ইহাঁর দীর্ঘ পরমায়ু হইবে, সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং ধর্ম্মাত্মা হইবেন; সকল লোক ইহাঁর অতিশয় যশ ঘুষিবে; মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বহুকাল রাজ্য করিবেন; ইহাঁর গুণে কুল উজ্জ্বল হইবে। রাজা জ্যোতিষি ভট্টাচার্য্যদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত

হর্ষযুক্ত হইলেন। কিছু কালানন্তরে নর্ত্তকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার সম্মুখে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, দিবারাত্রি সর্ব্বদাই নগরস্থ লোকদিগের আনন্দের সীমা নাই, এই রূপে কালক্ষেপণ করেন। রাজপুত্র দিনে ২ চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছেন; নাম রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; শ্রুতিধর যখন যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ অভ্যাস হয়; সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন। পরে বাঙ্গালা ও পারস্য শাস্ত্রেও পণ্ডিত হইয়া অস্ত্রবিদ্যাতে প্রবর্ত্ত হইয়া অল্প দিনেই অস্ত্র শিক্ষা করিয়া রাজকীয় ব্যাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজাদিগের যেমন নীতিবর্ত্ম আছে, তাহা শিক্ষা করিলেন, অল্প কালের মধ্যে সকল বিষয়ে পারগ হইলেন।

II.—*His Marriage.*

রাজা রঘুরাম রায় দেখিলেন, পুত্র সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত হইলেন; অতএব পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজ্য করিয়া আমি ঈশ্বরস্থানে যাইয়া নিজ কর্ম্মের সাধন করি, ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া সকল সভাসদ জনদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সকলে বিবেচনা করিয়া উত্তম বংশে পরমসুন্দরী কন্যা স্থির কর; আমি রাজপুত্রের বিবাহ ত্বরায় দিব। সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল। পরে অনেকে কন্যার অন্বেষণ করিতে লাগিল; শত ২ স্থানে লোক প্রেরিত হইল; পরে সকলের বিবেচনায় উত্তম বংশে পরমসুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাঢ় গৌড় বঙ্গনিবাসী যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ ও প্রধান ২ মনুষ্য নিমন্ত্রণ করিলেন; বিবাহের দিবস ফাল্গুণ মাসে স্থির হইল; যাবদীয় মনুষ্যের কারণ নানা স্থানে ভাণ্ডার হইল, প্রতি ভাণ্ডারে চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ, এবং যে যেমন মনুষ্য তাহারি মত থাকনের স্থান নির্ম্মাণ হইল। রাজধানীতে তাবৎ দেশীয় লোক আগমন করিতে লাগিল। রাজা আত্মজনদিগের প্রতি আজ্ঞা করিয়া দিলেন, তোমরা সর্ব্বদা তত্ত্ব করিবা, বিস্তর লোকের আগমন হইতেছে, যেন কেহ অভুক্ত না থাকে; যে যত লয় তাহাই দিবা। রাজাজ্ঞানুসারে তাহারা স্ব ২ কার্য্যে সদা সাবধানে আছে। পরে রাজগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আপনি প্রত্যেক রাজার নিকটস্থ হইয়া সমাদর পূর্ব্বক উত্তমালয়ে থাকনের স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন, এবং উপযুক্ত মনুষ্য রাজগণের নিকটে নিয়োজিত করিলেন, যে যেমন রাজা সেই রূপ সমাদর করেন; এবং সামগ্রীর আয়োজন

করিয়া প্রেরণ করিলেন। পরে রাজা রঘুরাম নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে অতিবিস্তর লোক আসিয়াছে, এত লোকের খাদ্যসামগ্রী কি প্রকারে ভৃত্যেরা দিতে পারিবে? অতএব নগরস্থ যাবদীয় খাদ্য সামগ্রীর দোকান আছে, ইহাই আমি ক্রয় করিয়া সকলকে অনুমতি করি, যে যত লয় তাহা দেও। ইহা মনে স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যে রূপ লোক আসিয়াছে, ইহাতে কেহ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া যশ লইতে পারিবে না, কিন্তু যদি কেহ উপবাসী থাকে, তবে বড় অখ্যাতি; অতএব নগরে যত আহারের দ্রব্যের মহাজন লোক আছে, তাহাদিগকে কহ, যে যত চাহে তাহাকে তত দেয়, এবং যে আপনি লয় তাহাকে বারণ না করে; লোক সকল আপন২ স্বেচ্ছামত দ্রব্য লউক, পরে মহাজনদিগের লিপিমত টাকা দেওয়া যাইবে। আর ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোককে কহ, যে যত চাহে তাহার দশ গুণ করিয়া সামগ্রী দেয়; এবং তুমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবা যেন কেহ দুঃখ না পায়। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অসংখ্য মনুষ্যের আগমন হইয়াছে; কোলাহলে নগরের লোক বধির হইল; নগরের শোভার সীমা নাই; রক্ত পীত শুভ্র নীল ইত্যাদি সহস্র২ পতাকা উড্ডীয়মানা নানাজাতীয় বাদ্যোদ্যম রাজপুরে মহামহোৎসব অন্য রাজগণ দর্শন করিয়া ধন্য২ করিতেছেন। আর অনেক পণ্ডিত লোক আগমন করিয়া স্ব২ স্থানে কাল ক্ষেপণ করিতেছেন। রাজপুরে প্রত্যহ অপূর্ব্ব সভা হয়; যাবদীয় রাজগণ ও পণ্ডিতগণ ও প্রধান মনুষ্য সকলেই রাজসভায় গমন করিয়া স্ব২ স্থানে উপবিষ্ট হন। নর্ত্তক নর্ত্তকী শত২ আসিয়া নৃত্য গীত বাদ্য শ্রবণ করায়। এইরূপ প্রত্যহ। লগ্নক্রমে মহতী ঘটাপূর্ব্বক রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হইল। পরে মহারাজ রঘুরাম রায় অনাহূত যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহাদিগকে মনোনীত ধন দিয়া বিদায় করিলেন; সকলে সুখ্যাতি করিয়া আপন২ দেশে গমন করিল। পরে রাজগণদিগকে উপযুক্ত মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন; পণ্ডিতদিগকে এবং প্রধান২ মনুষ্যদিগকে যে যেমন পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন; সকলেই সুখ্যাতি করিলেন; যশে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। এই প্রকার মহতী ঘটা করিয়া রাজা রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবাহ দিলেন। রাজা রাণী পুত্র এবং পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিঞ্চিৎকাল যায়; পরে মহারাজ রঘুরাম রায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া আপনি ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রমত প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন; রাজ্যের লোকদিগের কোন ব্যামোহ নাই; ভৃত্যবর্গেরা নিজ২ কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কালক্ষেপণ করে। মহা-

রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই। তখন রাজধানী মুরশিদাবাদে; নওয়াব সাহেবের নিকট মহারাজের অত্যন্ত সম্ভ্রম; সর্ব্ব প্রকারে মহারাজচক্রবর্ত্তির ন্যায় ব্যবহার।

III.—*His sacrifice.*

এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে এ বংশে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন? তাহাতে পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র, কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজারা আর২ প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন, যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন, আমি অতি বৃহদ্ যজ্ঞ করিব, তুমি আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজ প্রধান২ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া, কি যজ্ঞ করিবেন তাহা স্থির করুন, পশ্চাৎ যেমন২ আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। পাত্রের বাক্যে ভট্টাচার্য্যদিগের আগমনার্থ রাজা সর্ব্বত্র লিপি প্রেরণ করিলেন। প্রধান২ পণ্ডিতেরা রাজপত্র প্রাপ্ত হইয়া মহাহর্ষে রাজধানী কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।

পরে রাজা শ্রবণ করিলেন, যে প্রধান২ পণ্ডিতেরা আমার আহ্বানানুসারে আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন, অনেক২ পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে, অতএব তাঁহাদিগকে উত্তম স্থানে বাসা এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রী দেহ, যেন কোন মতে ব্যামোহ না পান। পাত্র রাজাজ্ঞামতে যাবদীয় পণ্ডিতদিগকে উত্তম স্থান দিয়া খাদ্য সামগ্রী যথেষ্টরূপ দিলেন। পর দিবস রাজা সভা করিয়া পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিলেন পণ্ডিতেরা নিকটে আসিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভোপবেশনপূর্ব্বক নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচারানন্তর পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন, আমাদিগের প্রতি রাজলিপি কি কারণ গিয়াছিল? তাহাতে রাজা কহিলেন, আমি বাসনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব। অতএব আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুন, কি যজ্ঞ করিব? আর কিরূপ করিলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি হইবে? এই বাক্য ধীরবর্গেরা শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন, এ অপূর্ব্ব পরামর্শ করিয়াছেন; অদ্য আমরা বাসায় প্রস্থান করি, কল্য আসিয়া নিবেদন করিব।

পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমনপূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে সভায় বসিলেন। পরে রাজা পণ্ডিতদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, আপনারা কি স্থির করিয়াছেন? পণ্ডিতেরা কহিলেন, মহারাজ

অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর করিলেন, দুই যজ্ঞ এককালীন করিব, কি পৃথক্২ করিব ? ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন, এবং কত ব্যয়ে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবে তাহাও আজ্ঞা করুন। পণ্ডিতেরা কহিলেন, রাজার যজ্ঞদ্বয়ের বিবেচনা মহারাজ করিবেন, যজ্ঞের যে২ সামগ্রীর আবশ্যক তাহা লিপি করিয়া দিই। রাজা কহিলেন, ভাল, তাহাই দিউন। পরে পণ্ডিতেরা রাজসভাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামগ্রীর ফর্দ্দ করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, যে২ দ্রব্য যজ্ঞেতে লাগিবে, তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম। পরে পাত্র সামুদায়িক বরাদ্দ করিয়া দেখিলেন, বিংশতি লক্ষ টাকা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবে। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, আয়োজন করহ। পরে পাত্র যজ্ঞদ্রব্য সকল আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাঢ় গৌড় কাশী দ্রাবিড় উৎকল কাশ্মীর প্রভৃতি দেশস্থ যাবদীয় পণ্ডিতদিগের প্রতি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। যজ্ঞের কাল উপস্থিত হইলেই তাবৎ দেশীয় ধীরবর্গ সমাগত হইলেন। রাজা অতিশয় ঘটাপূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন, এবং সকল লোককে যথেষ্ট ধন দিয়া পরিতোষ জন্মাইলেন; রাজার সুখ্যাতির সীমা নাই। যাবদীয় পণ্ডিতেরা রাজার নাম রাখিলেন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়। মহারাজ এই নাম প্রাপ্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পশ্চাৎ যাবদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগকে বহুবিধ ধন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া মনের হর্ষে রাজ্য করেন। রাজ্য শাসিত হইলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি পাইলেন; প্রজা সকলের যথেষ্ট আহ্লাদ, কোন রূপে ব্যামোহ নাই, এই রূপে কালক্ষেপণ করেন।

IV.—*His Residence, amusements, &c.*

এক দিবস মহারাজার অন্তঃকরণে হইল মৃগয়ার্থ যাইব। পরে ভৃত্যবর্গদিগকে আজ্ঞা করিলেন, আমি মৃগয়া করিতে যাইব, তোমরা সসজ্জ হও। আজ্ঞাপ্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন। ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতি রম্য স্থান, চারি দিগে নদী, মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ, এবং স্থানে২ অনেক পশু পক্ষী আছে, নানা প্রকার শব্দ হইতেছে। রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, এ অপূর্ব্ব স্থান, আমি এই স্থানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব। রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার থাকিবার উপযুক্ত

স্থান করিয়া পশ্চাৎ আপনাদিগের স্থান নিরূপণ করিয়া সকলেই সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন, আমি এই স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব, পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল। পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, তুমি এই স্থানে অপূর্ব্ব এক পুরী প্রস্তুত কর, যেন কোন রূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজ, রাজধানীতে গমন করুন, আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই; পশ্চাৎ প্রস্তুত হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে গমন করিলেন। পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। চারি দিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল; দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ, এবং সৈন্যের বাসোপযুক্ত স্থান করিলেন; বড় ২ কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন, যে হটাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে। তৎপরে অপূর্ব্ব অট্টালিকা, তৎপরে বাদ্যাগার, তৎপরে অতি উচ্চ অট্টালিকা, তন্মধ্যে ঘড়ি, তদূর্দ্ধে ঘণ্টা, তাহার পর চারি পুরদ্বার; মধ্যে সদাগরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট, নানাজাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক, তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ, কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা, তন্মধ্যে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রিরা বাদ্যোদ্যম করিবে। পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা, দক্ষিণ দ্বারি এক অট্টালিকা, তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবে। তিন পার্শ্বে অট্টালিকা, তন্মধ্যে ভৃত্যেরা থাকিবে, পরে এক চতুঃসীমা তন্মধ্যে ঈশ্বরের আলয়। অপূর্ব্ব রম্য স্থান, সহস্র২ লোকে দর্শন করিতে পারে। পরে অপূর্ব্ব এই পুরী, তন্মধ্যে মহারাজের বিরাজ করণের স্থান, চারি দিগে অট্টালিকা, পরে অন্তঃপুর, অতি বৃহৎ বাটী, নানা স্থানে নানা প্রকার অট্টালিকা। অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুষ্পোদ্যান, চতুর্দ্দিগে প্রাচীর, মহারাণী প্রভৃতি পুষ্পোদ্যানে গমন করিতে পারেন; পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় পুষ্প, তন্মধ্যস্থানে এক অট্টালিকা, তাহাতে বসিয়া রাণী নর্ত্তকীদিগের নৃত্য দর্শন এবং গীত বাদ্য শ্রবণ করেন। পশ্চিমদিগের যে পথ সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্ম্মশালা, সেখানে অন্ধ আতুর পঙ্গু এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবে, যাহার যে ইচ্ছা আহারের দ্রব্য পাইবে, ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দ্রব্য রাখিলেন।

পরে পূর্ব্ব দিগে এক অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্যান, তাহার মধ্যস্থানে অট্টালিকা এবং নানা জাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প। এই পুষ্পোদ্যানের পর যাবদীয় মহারাজের জ্ঞাতি এবং কুটুম্বদিগের পৃথক্২ অট্টালিকাময় বাটী; প্রত্যেক বাটীতে দেবালয়; এই রূপ অনেক প্রকার বাহুল্য করিয়া বাটী প্রস্তুত করিলেন। পরে পাত্র বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া

মহারাজকে সম্বাদ দিলেন যে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। মহারাজ সপরিবারে নূতন বাটীতে আগমন করিয়া সকল পুরী দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পাত্রকে রাজপ্রসাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপকদিগের স্থান করিয়াছ? পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজের যে পুষ্পের বাগান হইয়াছে, তাহারি নিকটে স্থান আছে; আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে প্রস্তুত করি। রাজা কহিলেন, অতি শীঘ্র প্রস্তুত কর। রাজাজ্ঞানুসারে পৃথক্২ পাঠশালা প্রস্তুত করাইলেন; সেই সকল পাঠশালায় প্রধান২ পণ্ডিতেরা বাস করিয়া অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন, এবং নানা দেশীয় গুণবান লোক আসিয়া গুণ শিক্ষা করান এবং করেন; রাজা শুভক্ষণে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, আহ্লাদের সীমা নাই। পুরীর নাম শিবনিবাস, নদীর নাম কঙ্কণা রাখিলেন। পুরবাসী যাবদীয় মনুষ্যেরা মহাসুখে সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস্যেতে কালক্ষেপণ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এই রূপে মহারাজ বসতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

V.—*His acquaintance with the Nawáb.*

মধ্যে২ রাজা মুরশিদাবাদে গমন পূর্ব্বক নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট শিষ্টাচার করেন, এবং নানাজাতীয় ভেটের দ্রব্য নবাবকে দেন। তখন নবাব আলাবৃদ্ধি খাঁ অতিবড় ধর্ম্মাত্মা সকলের প্রতি দয়ালু পুণ্যশীল; সকল রাজারা রাজকর নবাবকে দিয়া সুখেতে কালক্ষেপণ করিতেছেন, রাজ্যোৎপাত কাহারো নাই, যে যেমন মনুষ্য তাহার প্রতি সেই রূপ নবাবের কৃপা; কিন্তু নবাব সাহেবের পুত্র নাই; এক কন্যা; কন্যার প্রতি নবাব সাহেবের অতিশয় স্নেহ। কিছু কালান্তরে নবাব সাহেবের এক দৌহিত্র হইল, নাম রাখিলেন স্রাজেরদৌলা। নবাব সাহেবের বাসনা দৌহিত্র সর্ব্বদাই নিকটে থাকে, এই রূপে কিছু কাল যায়। স্রাজেরদৌলা অতিবড় দুর্বৃত্ত হইলেন, যাহা মনে আইসে তাহাই করেন, কেহ বারণ করিতে পারে না। নবাব সাহেবের পাত্র মহারাজ মহেন্দ্র এবং আর২ প্রধান২ চাকর অনেক আছে, সকলেই ঐক্য হইয়া নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন, স্রাজেরদৌলা অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন, আপনি ইহার কোন উপায় করুন। তাহার পর নবাব সাহেব স্রাজেরদৌলাকে ডাকাইয়া কহিলেন, তুমি যাবদীয় লোকের উপর দৌরাত্ম্য কর, এ অতি মন্দ কর্ম্ম; সাবধান, কদাচ মন্দ ক্রিয়া করিও না। এই রূপ শাসিত করণে স্রাজেরদৌলা প্রধান পাত্রগণকে আহ্বান করিয়া দমন করিলেন,

আমি যে কার্য্য করি, তাহা যদি নবাব সাহেবের কর্ণগোচর হয়, তবে তোমাদিগের উচিত দণ্ড করিব; এবং এ কথা নবাব সাহেবের নিকট তোমরা কহিয়াছ; যদি আমার নবাবি হয়, তবে ইহার প্রতিফল সুন্দর-মতে দিব। প্রধান২ ভৃত্যেরা মহাশঙ্কান্বিত হইয়া নীরব হইলেন। অনন্তর স্নাজেরদৌলা নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলেন; নদী দিয়া নৌকা যায়, সে নৌকা ডুবায়, মনুষ্য সকল ডুবিয়া মরে, ইহাই দেখে; এবং যাহার আলয়ে শুনে পরম সুন্দরী কন্যা আছে, বলক্রমে সেই কন্যা হরণ করে, ও গর্ব্বিণী স্ত্রী আনিয়া উদর চিরে, এই রূপ অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সকল লোক বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল, পরস্পর বিবেচনা করিলেন, এ দেশে আর থাকা পরামর্শ নহে। নগরস্থ লোক সকল মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল; হাহাকার শব্দ উঠিল; সকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইল, যে এ দেশে জবন অধিকারী না থাকে। কিছু দিন যায়; নবাব আলাবৃদ্দির লোকান্তর হইলে স্নাজেরদৌলা নবাব হইলেন। যাবদীয় প্রধান২ ভৃত্যবর্গেরা ভেট দিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন, আপনি এখন এ দেশের কর্ত্তা হইলেন; যাহাতে রাজ্যের লোক সুখী হয়, তাহা করিবেন; ঈশ্বর আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিলেন, এ দেশের লোককে সুখে রাখিলে বহুকাল রাজ্য করিতে পারিবেন। এই প্রকার পাত্র মিত্র লোকে সর্ব্বদা বুঝান, কিন্তু তিনি দুষ্ট প্রকৃতি ত্যাগ ও উত্তম বাক্য শ্রবণ করেন না। সকল লোক এবং প্রধান২ চাকরেরা বিবেচনা করিলেন, স্নাজেরদৌলা নবাব থাকিলে কাহারো কল্যাণ নাই, অতএব কি হইবে? কোথা যাব? ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। পরে যাবৎ দেশীয় রাজা ঐক্য হইয়া নবাবের প্রধান পাত্র মহারাজ মহেন্দ্রকে নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজবর্গ এই২, বর্দ্ধমানের রাজা, নবদ্বীপের রাজা, দিনাজপুরের রাজা, বিষ্ণুপুরের রাজা, মেদিনীপুরের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি সকল রাজগণ প্রধান পাত্রের নিকট যাত্রা করিয়া স্নাজেরদৌলার দৌরাত্ম্য নিবেদন করিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র সকলকে আশ্বাস দিয়া স্ব২ রাজ্যে প্রেরিত করিলেন।

পরে যাবদীয় মন্ত্রিরা নবাব স্নাজেরদৌলাকে নীতিশিক্ষা করান; যত উত্তম কথা কহেন, স্নাজেরদৌলা ততোধিক মন্দ করে। পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, ও মীর জাফরালি খাঁ, এই সকল লোক ঐক্য হইয়া এক দিবস জগৎ সেট মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া জগৎ সেটের সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন, আমি যাহা কহি তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। আমরা এ দেশে অনেক

কালাবধি আছি, এবং নবাব সাহেবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রাধান্যরূপে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপণ করিতেছি। এখন যিনি নবাব হইলেন, ইহার নিকট মানের লঘুতা দিন২ হইতে লাগিল, আর সকল লোকের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য; কতরূপে নিষেধ করিলাম এবং বুঝাইলাম, তাহা কদাচ শুনে না, আরও দৌরাত্ম্য করে। অতএব ইহার উপায় কি? সকলে বিবেচনা করুন। রাজা রামনারায়ণ কহিলেন, ইহার উপায়ার্থে হস্তিনাপুরে জনেক গমন করিয়া এ নবাবকে তগির করাইয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন, এ পরামর্শ কিছু নয়, হস্তিনাপুরের বাদশাহ জবন; তিনি আর এক জন নবাব দিবেন, সেও জবন; অতএব জবন অধিকারী থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। এই রূপ কথোপকথন, স্থির কিছুই হয় না। শেষে এই পরামর্শ হইল, যাহাতে জবন দূর হয়, তাহার চেষ্টা কর। ইহাতে জগৎ সেট কহিলেন, এক কার্য্য কর, নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় বুদ্ধিমান, তাঁহাকে আনিতে দূত পাঠাও; তিনি আইলেই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিব। সকলে সত্য কহিয়া দূত প্রেরণ করিয়া নিজ২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে মহাহর্ষে বিশ্রাম করিতেছেন; সর্ব্বদা আনন্দিত, পুরবাসিরা সর্ব্বক্ষণ উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত; নানা দেশীয় গুণবান ব্যক্তি আসিয়া রাজসভায় বসিয়া গুণের পরীক্ষা দিতেছেন; পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহৃত রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন; এই প্রকার প্রত্যহ হইতেছে; দ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সভা, সকলেই মহারাজকে প্রশংসা করে, দিনে২ রাজ্যের বৃদ্ধি এবং প্রজার বাহুল্য হইতেছে। রাজার পাঁচ পুত্র, কোন অংশে ত্রুটি নাই, যাবদীয় লোক সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে, কিন্তু নবাব সুরাজেরদৌলা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়াছে; মহারাজ চিন্তান্বিত আছেন, দেশাধিকারী দুরন্ত, কখন্ কি করে? মধ্যে২ পণ্ডিতদিগের প্রতি আজ্ঞা করেন, দেখ, দেশাধিকারী অতি দুর্বৃত্ত, আপনারা সকলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যে দুষ্ট অধিকারী এ দেশে না থাকে; কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিবা, কদাচ প্রচার না হয়। এইরূপে নিজ রাজ্যে বাস করিতেছেন। ইতিমধ্যে মুরশিদাবাদহইতে পত্র লইয়া দূত রাজপুরে উপস্থিত হইল। দ্বারী কহিল, তুমি কে? কোথাহইতে আইলা? দূত আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, তুমি মহারাজকে সম্বাদ দেও, পরে যেমন আজ্ঞা করিবেন সেই মত কার্য্য করিও। দূতের বাক্যক্রমে দ্বারী মহারাজকে নিবেদন করিল, মহারাজ, মুরশিদাবাদহইতে পত্র লইয়া এক দূত আসিয়াছে। রাজা দ্বারির বাক্য শ্রবণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, দূতকে তোমার নিকটে রাখ, পত্র আনহ। দ্বারী অতি শীঘ্র গমন

করিয়া দূতকে আত্মস্থানে বসাইয়া পত্র আনিয়া মহারাজকে দিল। রাজা সভা ত্যাগ করিয়া গোপনে বসিয়া পত্র পাঠ করিয়া যাবদীয় সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন। বিস্তারিত সম্বাদ জ্ঞাত হইলে হর্ষ বিষাদ দুই হইল। হর্ষ হইল, যাবদীয় পাত্র মিত্র ও প্রধান২ মন্ত্রিরা একত্র হইয়াছেন, অতএব বুঝি অধিকারের ভাল হইবে। বিষাদ হইল, নবাব অতি দুরন্ত, যদি এ সকল কথা প্রকাশ হয়, তবে জাতি প্রাণ যাইবে। এই রূপে মনোমধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, প্রচার কিছু করিলেন না, কোন ভৃত্যকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন, যে দূত আসিয়াছে, তাহাকে হাজার টাকা দেও, আর খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট করিয়া দেও।

VI.—*His joining a conspiracy.**

পরে রজনীতে রাজা আত্মীয়বর্গের সহিত বসিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া অতি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সকলকে পত্রার্থ জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন, তোমরা বিবেচনা কর, ইহার কি কর্ত্তব্য? নবাবের প্রধান পাত্র লিখিয়াছেন শীঘ্র মুরশিদাবাদে যাইতে, এবং নবাবের দৌরাত্ম্যক্রমে সকল প্রধান২ মন্ত্রিরা ঐক্য হইয়া আমাকে আজ্ঞালিপি লিখিয়াছেন। আমি সে স্থানে যাইলে যে হয় বিবেচনা করিবেন। সকলেই নিঃশব্দ, কাহারো মুখে বাক্য নাই। ক্ষণেক পরে পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজ, দেশাধিকারির বিষয়ে অতি সাবধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে হইবে। রাজা কহিলেন, কি বিবেচনা করা যায়? পাত্র নিবেদন করিলেন, অগ্রে মহারাজ গমন না করিয়া আমাকে গমন করিতে দিউন; সেখানকার সমস্ত প্রকরণ জ্ঞাত হইয়া ভৃত্য যেমন নিবেদন লিখিবে সেই রূপ কার্য্য করিবেন, হঠাৎ মহারাজের যাওয়া পরামর্শ হয় না। এই কথা পাত্র কহিলে পর আর২ মন্ত্রিরা কহিল, মহারাজ, এই কর্ত্তব্য। এই পরামর্শ স্থির করিয়া কিঞ্চিৎকালের পর পাত্রকে প্রেরণ করিলেন, তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কালীপ্রসাদ সিংহ। মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া পাত্র স্বীয় রাজার এক বাটীতে থাকিয়া মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন, আমাদিগের মহারাজকে নিকট আসিতে আজ্ঞাপত্র গিয়াছিল; পত্র পাইয়া মহারাজ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আগমনের দিন স্থির করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়া হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট

---

* Much of this narrative is a mere fiction, probably invented in order to gain the favour of the English.

হইলেন, এ নিমিত্ত আমাকে নিকটে পাঠাইয়াছেন, এবং ভেটের কিঞ্চিৎ দ্রব্যও পাঠাইয়াছেন, দৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হউক। মহারাজ মহেন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি অদ্য রজনীতে আসিবা; বিশেষ কার্য্য আছে। কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে গেলেন। পরে রজনীযোগে মহারাজের রাজবাটীতে আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্রকে সম্বাদ দেওয়াইলেন। মহারাজ মহেন্দ্র শ্রবণ করিলেন কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়াছেন; আর ২ যত মনুষ্য নিকটে ছিল তাহাদিগকে কহিলেন, অদ্য তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ কর্ম্ম আছে। আর ২ যত লোক সভায় ছিল, সকলে বিদায় হইয়া গেল। পরে কালীপ্রসাদ সিংহকে আনিতে অনুমতি দিলেন। কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়া নমস্কার করিয়া নিকটে বসিয়া নিবেদন করিলেন, কি জন্যে আমার মহারাজকে আসিতে আজ্ঞাপত্র গিয়াছিল? তাহাতে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন, আমাদিগের দেশাধিকারির প্রকরণ সমস্তই শুনিতেছ; এ নবাব থাকিলে কাহারো জাতি প্রাণ থাকিবে না। তোমার রাজা অতি বিজ্ঞ এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অতিবড় বুদ্ধিমান, অতএব তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার কোন উপায় চেষ্টা পাওয়া যায়। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কালীপ্রসাদ সিংহ করপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ যেং আজ্ঞা করিলেন, সকলি প্রমাণ; কিন্তু রাজ্যকর্ত্তা অতি দুর্বৃত্ত, সাবধানে এ সকল পরামর্শ করিবেন, আমার মহারাজাও সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই চিন্তিত আছেন; অতএব নিবেদন করি, যদি মহারাজদিগের সকলের ঐক্য বাক্য হইয়াছে, তবে অবশ্য ইহার উপায় হইবে, কিন্তু জবন দমন না করিয়া যদি এ রূপ দৌরাত্ম্য সহ্য করেন, তবে কাহারো জাতি প্রাণ থাকিবে না, এবং জবন অধিকারী না হইয়া অন্য কোন দেশীয় মনুষ্য দেশাধিকারী হন, তাহা হইলে সকল মঙ্গল হইবে। মহারাজ মহেন্দ্র উত্তর করিলেন, এই রূপ আমাদিগের বাসনা; এই নিমিত্তে তোমার রাজাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম; তিনি শারীরিক পীড়িত হইয়াছেন, অতএব তুমি শীঘ্র বিদায় হও, যাহাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শীঘ্র এখানে আসিতে পারেন, তাহা করিবা, আর এ স্থানে গৌণ করিও না। কালীপ্রসাদ সিংহ নিবেদন করিলেন, এ স্থানে আসিয়া নবাব সাহেবের সহিত যদি সাক্ষাৎ না করিয়া যাই, আর যদি দুষ্ট লোকে নবাবের গোচরে সমাচার কহে, তবে নবাবের উষ্মা হইবে; আর নবাবের আজ্ঞাব্যতিরেকে এ শহরে আমার মহারাজ আসিতে পারেন না, অতএব নিবেদন করি, আমাকে নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করান; আমি নবাবের গোচরে নিবেদন করিব, আমার মহারাজের একবার শ্রীপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

নিতান্ত বাসনা, এবং আর২ যে বিশেষ নিবেদন আছে তাহা সাক্ষাতে নিবেদন করেন; এই রূপ কহিয়া নবাব সাহেবের মত করিয়া শেষে মহারাজ এখানে আইলে ভাল হয়; মহারাজ কর্ত্তা ইহাতে যেমন আজ্ঞা করেন তাহাই করি। মহারাজ মহেন্দ্র শুনিয়া কহিলেন, উত্তম কহিয়াছ, কল্য তোমাকে নবাব সাহেবের গোচরে লইয়া যাইব, তুমি অতিপ্রাতে প্রস্তুত হইয়া আমার নিকটে আসিবা। কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বাসায় বিদায় হইলেন।

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ ভেটের নানা জাতীয় আয়োজন করিলেন; প্রাতে ভেটের সামগ্রী লইয়া মহারাজের বাটীতে উপস্থিত হইলেন; মহারাজ মহেন্দ্রের চতুর্দ্দোল প্রস্তুত হইল। কিঞ্চিৎ পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং কালীপ্রসাদ সিংহ নবাব সাহেবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া অগ্রে মহারাজ মহেন্দ্র নবাবের গোচরে গেলেন, যেমন নিয়ম আছে সেই মত নমস্কার করিয়া নবাব সাহেবের সভাতে ক্ষণেক বসিলেন। পরে নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন, নবদ্বীপের রাজা আত্মপাত্রকে প্রেরিত করিয়াছেন, এবং কিঞ্চিৎ ভেটের দ্রব্য পাঠাইয়াছেন, আজ্ঞা হইলেই নিকটে আইসেন। নবাব সাহেব ক্ষণেক থাকিয়া কহিলেন, আসিতে বল। এক জন ভৃত্য গিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে নবাব সাহেবের গোচরে আনিল। কালীপ্রসাদ সিংহ সহস্র২ নমস্কার করিয়া ভেট দিয়া নিবেদন করিলেন, অনেক দিবস আমার রাজা সাহেবকে দর্শন করেন নাই, এবং আত্ম নিবেদন আছে তাহাও গোচর করেন নাই; যদি অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করেন, তবে দর্শন করিয়া আত্ম নিবেদন করেন। নবাব এ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তখন মহারাজ মহেন্দ্র করপুটে নিবেদন করিলেন, যদি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আসিবার কারণ নিবেদন করিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহাতে আসিতে আজ্ঞা হইলে ভাল হয়। তখন নবাব সাহেব আজ্ঞা করিলেন, ভাল, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আমার নিকট আসিতে আজ্ঞাপত্র দেও। এই বাক্যের পর কালীপ্রসাদ সিংহ অনেক২ নমস্কার করিয়া নবাব সাহেবের নিকটহইতে যেখানে মহারাজ রাজকর্ম্ম করেন সেই স্থানে আসিয়া বসিলেন। কিঞ্চিৎ পরে মহারাজ মহেন্দ্র উপস্থিত হইয়া নবাবের অনুমতি লিপি দিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে বিদায় করিলেন।

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা বিরলে গিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মুরশিদাবাদের যাবদীয় সম্বাদ বিস্তার করিয়া কহ। কালীপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আত্মপাত্রকে

রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মানপূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন, ভাল দিবস স্থির কর রাজধানীতে যাইব। কিঞ্চিৎ গৌণে শুভক্ষণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তম২ মন্ত্রী লইয়া মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নবাবের যাবদীয় প্রধান২ পাত্র মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া সম্বাদ দিলেন। নবাব সাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন, আসিতে কহ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানাবিধ ভেটের দ্রব্য দিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; ভেটের সামগ্রী নবাব সাহেব দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শারীরিক ভাল আছ? রাজা করপুটে নিবেদন করিলেন, সাহেবের প্রসাদাৎ সকল মঙ্গল এবং শারীরিকও মঙ্গল। এইরূপ অনেক শিষ্টাচার গেল। ক্ষণেক বসিয়া রাজা নিবেদন করিলেন, যদি আজ্ঞা হয়, তবে বাসায় যাই; অনেক২ নিবেদন আছে, পশ্চাৎ গোচর করিব। নবাব অনুমতি দিলেন। ঐ দিবস রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ ইহাঁদিগের নিকটে লোক প্রেরণ করিলেন, আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব। সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও; ক্রমে২ রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্ম নিবেদন করিলেন। পরে জগৎসেট কহিলেন, এ দেশের অত্যন্ত অপ্রতুল হইল, দেশাধিকারী অতি দুরন্ত, কাহারো বাক্য শুনে না, দিনে২ দৌরাত্ম্য অধিক হইতেছে; অতএব সকলে একবাক্য হইয়া বিবেচনা না করিলে কাহারো নিষ্কৃতি নাই। এই কথার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, আপনারা রাজদ্বারের কর্ত্তা, আমরা আপনকাদিগের মতাবলম্বী। যেমন২ কহিবেন সেই রূপ কার্য্য করিব। ইহাই শুনিয়া জগৎসেট কহিলেন, অদ্য বাসায় যাউন, আমি মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত এক স্থানে বসিয়া আপনাকে ডাকাইব। সে দিবস বিদায় হইয়া রাজা বাসায় গেলেন। পরে এক দিবস জগৎসেটের বাটীতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন। দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল, যথা যোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন, আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন, দেশাধিকারী অতিশয় দুর্বৃত্ত, উত্তর২ দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব কি করা যায়? এই কথার পর মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন, আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর; যদি আমাদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয়, তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি; অতএব আমি কোন মন্দ কর্ম্মের মধ্যে থাকিব না। তবে যে পূর্ব্বে এক আধ বাক্য কহিয়াছিলাম, সে বড় উষ্মাপ্রযুক্ত

এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম, এ সকল কার্য্য ভাল নয়। এই কথার পর রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ ও রাজা রামনারায়ণ কহিলেন, যদ্যপি আপনি এ পরামর্শহইতে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না, এবং ভদ্র লোকের জাতি ও প্রাণ থাকা ভার হইল। অনেক২ রূপ কহিতে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন, আপনারা কি প্রকার করিবেন? তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন, পূর্ব্বে এই কথার প্রস্তাব এক দিবস হইয়াছিল, তাহাতে সকলে কহিয়াছিলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতি বড় মন্ত্রী, তাঁহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক; তিনি যেমন২ পরামর্শ দিবেন, সেই মত কার্য্য করিব। এইক্ষণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উপস্থিত আছেন, ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করুন; যে২ পরামর্শ কহেন তাহাই গ্রহণ করিয়া যে হয় পশ্চাৎ করিবেন। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সকলই জ্ঞাত হইয়াছেন, এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়েরা সকলেই প্রধান, আপনকারা আমাকে পরামর্শ দিতে যে অনুমতি করিতেছেন বড় আশ্চর্য্য। সে যে হউক; আমার নিবেদন এই, যে আমাদিগের দেশাধিকারী যবন ইহার দৌরাত্ম্যে আপনারা ব্যস্ত হইয়া প্রতিকারোপায় চিন্তা করিতেছেন। সমস্তিব্যাহারি মীর জাফরালি খাঁ সাহেবও জাতিতে যবন, অতএব আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঁ, ইনি যবন বটেন, কিন্তু ইহাঁর প্রকৃতি অতি উত্তম, আপনি ইহাঁর প্রতি সন্দেহ করিবেন না। পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন, এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে; নতুবা এককালীন এত হয় না। প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহাঁর পরানিষ্ট চিন্তা যৎপরোনাস্তি; যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে, তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন, এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন। দ্বিতীয় বরিগী আসিয়া লুঠ করে; তাহাতে মনোযোগ নাই। তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে, তাহাই ভাঙ্গিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ করে, তাহা কেহ নিবারণ করে না। অশেষ প্রকারে এ দেশে উৎপাত হইয়াছে। অতএব দেশের কর্ত্তা যবন থাকিলে কাহারো ধর্ম্ম ও জাতি থাকিবে না; অতএব ঈশ্বরের বিড়ম্বনা না হইলে এত উৎপাত হয় না। আমি এ কারণ অনেক২ বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি, আপনারা ঈশ্বরের আরাধনা করুন যাহাতে উৎপাত বারণ হয় এবং যবন অধিকারী না থাকে, আত্মজাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায়। এই রূপ ব্যবহার আমি সর্ব্বদাই করিতেছি। অতএব নিবেদন করি, ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, নষ্ট করিবেন না; কিন্তু এক সুপরামর্শ আছে; যদি সকলের মত হয়, তবে আমি তাহার চেষ্টা

করিতে পারি। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পরামর্শ? কহুন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

দেশের অধিকারী সর্ব্ব প্রকারে উত্তম হন, এবং অন্যজাতীয় ও এতদ্দেশীয় না হন, তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট প্রভৃতি কহিলেন, এমন কে? তাহা বিস্তার করিয়া কহ। রাজা কহিলেন, বিলাতনিবাসী জাতিতে ইংরাজ কলিকাতায় কোঠী করিয়া আছেন, যদি তাঁহারা এ দেশের রাজা হন, তবে সকল মঙ্গল হইবে। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন, তাঁহাদিগের কি গুণ আছে? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, তাঁহাদিগের গুণ এই, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরহিংসা করেন না, অতি বড় যোদ্ধা, প্রজার প্রতি যথেষ্ট দয়া, এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়, ধনেতে কুবেরের তুল্য, পরম ধার্ম্মিক, অর্জ্জুনের ন্যায় পরাক্রম, প্রজাপালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির, এবং সকলেই একবাক্য, শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন, রাজার সকল গুণই তাঁহাদিগের আছে। অতএব তাঁহারা দেশাধিকারী হইলে সকলের নিস্তার, নতুবা যবনে সকল নষ্ট করিবে। এই কথার পর জগৎসেট কহিলেন, তাঁহারা উত্তম বটেন, আমি জ্ঞাত আছি, কিন্তু তাঁহাদিগের বাক্য আমরা বুঝিতে পারি না, এবং আমাদিগের বাক্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, এখন তাঁহারা কলিকাতায় কোঠী করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন, সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালী-ঘাট, তত্রস্থ কালীদেবীর পূজনার্থ আমি মধ্যে ২ গিয়া থাকি, সেই কালে ঐ কোঠীর বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি, ইহাতে তাঁহার চরিত্র আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। এই কথার পর রাজা রামনারা-য়ণ কহিলেন, আপনি কলিকাতার বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু তাঁহার বাক্য আপনি কি প্রকারে বুঝেন? এবং আপনকার কথাই বা তিনি কি প্রকারে জ্ঞাত হন? এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় করিলেন, কলিকাতায় অনেক ২ বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে, তাঁহারা সকলেই ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন, এবং সেই সকল বিশিষ্ট লোক সাহেবের চাকর, তাঁহারাই বুঝাইয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলই কহিলেন, ইঁহারা এতদ্দেশের কর্ত্তা হইলে সকল রক্ষা পায়; অতএব আপনি কলিকাতায় গমন করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইল, ইহা কোঠীর বড় সাহেবকে জ্ঞাত করাইবেন। তিনি যেমন ২ কহেন, বিস্তারিত আমাদিগকে কহিবেন; এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন, যে তাঁহারা দেশাধিকারী হইলে আমাদিগের এ রাজ্যের প্রতুল করি-বেন, এবং এখন যে ২ কার্য্য আমাদিগের আছে তাহাই রাখিবেন। এই কথার পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, তাঁহারা দেশাধিকারী হইবেন, রাজ্যের প্রতুল রাখিলে রাজার প্রতুল হয়, এ কথা আমাদের

কহিতে আবশ্যক নাই; তবে যে কথা কহিলেন, আপনাদিগের যে কার্য্য আছে তাহাই বজায় রাখিবেন, তাহার কোন সন্দেহ মহাশয়েরা করিবেন না। তাঁহাদের রাজ্য হইলে সকল লোক সুখী হইবে, কিন্তু আপনারা আমাকে স্থির করিয়া অনুমতি করুন। পরে সকলেই কহিলেন, এই স্থির হইল, আপনি গমন করুন। ইহা বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সকলে স্ব২ স্থানে গমন করিলেন।

VII.—*His Negociations with the English.*

পরদিবস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সাহেবের নিকটে আত্মরাজ্যের অপ্রতুল নিবেদন করিয়া রাজধানীহইতে বিদায় হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পরে শিবনিবাসের বাটীতে পঁহুছিয়া রাজা যাবদীয় পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন, আমি একবার কালীঘাটে যাত্রা করিব, তোমরা প্রস্তুত হও। সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া রাজসভাহইতে স্ব২ স্থানে আসিয়া রাজার যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ গৌণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পাত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে উপনীত হইলে পরে পাত্রকে কোঠীর বড় সাহেবের নিকটে ইহা কহিয়া প্রেরণ করিলেন, তুমি সাহেবকে নিবেদন কর, কল্য আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব। তাহাতে রাজার পাত্র আগমন পূর্ব্বক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীঘাটে আসিয়াছেন, এইক্ষণে বাসনা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাহেব আজ্ঞা করিলেন, আসিতে কহিবেন। সাহেবের আজ্ঞাতে পাত্রকে সমভিব্যাহার করিয়া পরদিবসে সাহেবের নিকট আগত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র সাহেব যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া উপবেশনার্থে সিংহাসন প্রদান করিলেন। রাজা ও সাহেব উভয়ে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অনেক কথা প্রসঙ্গে হাস্য পরিহাসাদি করণ পূর্ব্বক রাজা অনেক শিষ্টাচার করিলেন। সাহেবের প্রধান চাকর উভয়ের বাক্যই উভয়কে বুঝাইয়া দিলেন। অনেক২ কথার পর রাজা কহিলেন, কিঞ্চিৎ বিশেষ নিবেদন আছে। সাহেব কহিলেন, কি নিবেদন? কহুন। রাজা মুরশিদাবাদের তাবদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, এ রাজ্য আপনকারা রক্ষা না করিলে যাবদীয় লোক অত্যন্ত ক্লেশ পায়, এবং যবনের অধিকার থাকিলে দেশ নষ্ট হয়; এই কারণ নবাবের প্রধান পাত্র মিত্রগণ আপনকার নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

সাহেব সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন, এই সম্বাদ আমি বিলাতে লিখি; তথাকার আজ্ঞা প্রাপ্তে পশ্চাৎ যুদ্ধ করিয়া এতদ্দেশ হস্তগত করিয়া তাবৎ প্রজাকে পরম সুখে রাখিব। আপনি এই সমাচার নবাবের অমাত্যদিগকে লিখুন। সাহেব যথেষ্ট আশ্বাস বাক্যে সম্বর্দ্ধিত করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বিলাতে লিখিলেন। রাজা শিবনিবাসের বাটীতে উপস্থিত হইয়া নবাব সাহেবের প্রধান পাত্রকে বিস্তারিত রূপে তাবৎ জ্ঞাপন করিলেন। সকলেই শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন।

দৈব ঘটনাক্রমে নবাবের বিপদ উপস্থিত হইল, তদ্বৃত্তান্ত এই।

ইংরাজের বাণিজ্যের কোঠী অনেক গ্রামে ছিল। যে জিনিসের যে রাজকর নিয়ম ছিল, সেই মত নবাব সাহেব পাইতেন। নবাব সুরাজেদ্দৌলা অন্তঃকরণে করিলেন, ইংরাজেরা ব্যাপার বাণিজ্য অতি বিস্তর করিতে লাগিলেন, অতএব আমি এখন অধিক রাজকর লইব। ইহাই বিবেচনা করিয়া প্রধান২ পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন, সর্ব্বত্র সম্বাদ লিখ, যেখানে২ ইংরাজের বাণিজ্যের কোঠী আছে সেই২ স্থানে আমার যে২ চাকরেরা রাজকরের নিমিত্ত আছে, তাহাদিগের উপর এই লিখ, যে সকল নিয়ম আছে তাহা অপেক্ষা রাজকর অধিক লয়। ইহা শুনিয়া পাত্র কহিলেন, ইংরাজ সাহেবেরা বিদেশি মহাজন, এ দেশে অনেক কালাবধি ব্যাপার বাণিজ্য করেন, নিয়মিত রাজকর বরাবর দেন, কখনো অধিক দেন নাই, এখন আপনি অধিক লইবেন, এ উত্তম পরামর্শ হয় না; তবে মহাশয় কর্ত্তা, যেমত আজ্ঞা হয়। এই কথায় যাবদীয় প্রধান২ পাত্র মিত্রগণ সকলেই কহিলেন, মহারাজ মহেন্দ্র যে কহিলেন এই উত্তম; আদ্যোপান্ত যে হইয়া আসিতেছে এখন তাহার ব্যতিক্রম করা ভাল নহে। পাত্র মিত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নবাব উষ্মান্বিত হইয়া কহিলেন, তোমরা আমার চাকর; আমি যেমন২ কহিব, সেই মত কার্য্য করিবা। তোমাদিগের বিবেচনায় কি করে? পুনরায় যদি এ বিষয়েতে কেহ বাক্য কহ, তবে তাহার যথেষ্ট শাস্তি করিব। সকলে নিঃশব্দ হইলেন। পরে যেখানে২ কোঠী ছিল, সেই২ স্থানে আজ্ঞাপ্রমাণে চাকরের প্রতি লিখিলেন, ইংরাজ সাহেব লোকেরা যে বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের করের যে নিয়ম ছিল, অদ্যাবধি তাহা অপেক্ষা অধিক লইবা। এই সমাচার পাইয়া নবাবের চাকর লোকেরা কোঠীর চাকরদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইতে উদ্যত হইল; কোঠীর চাকর সমস্ত কলিকাতার কোঠীর বড় সাহেবকে বিস্তারিত সমাচার লিখিলেন। সাহেব ঐ সকল পত্র পাইয়া সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন।

এই সময়ে নবাব সাহেব রাজা রাজবল্লভের উপর কোন কার্য্যের

কারণ উষ্মান্বিত হইলেন, কিন্তু বাহ্যে প্রকাশ করেন নাই। রাজা রাজবল্লভ আপন পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত গোপনে বিবেচনা করিলেন, যে নবাব সাহেব আমাদিগের উপর উষ্মা করিয়াছেন; অতএব যদি আমরা এখানে থাকি, তবে জাতি প্রাণ ও ধন সকল যাইবে, অতএব এই সময় সপরিবারে পলায়ন করি। রাজা কৃষ্ণদাস কহিলেন, নবাবের সাক্ষাৎ থাকিলে এ সকলি সারিবে, কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব? সকল দেশ নবাবের। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন, চল, কলিকাতায় যাই, সে স্থান নবাবের অধিকার নহে, ইংরাজ সাহেবদিগের অধিকার, এবং তাঁহাদিগের গুণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বিস্তারিয়া কহিয়াছেন, তাহাতে আমি জ্ঞাত আছি; তাঁহারা শরণাগত জনকে ত্যাগ করেন না। অতএব কলিকাতায় গমন করা পরামর্শ, নতুবা সকল নষ্ট হইবে। এই স্থির করিয়া সপরিবারে পলায়ন করিয়া রাজা রাজবল্লভ কলিকাতায় আসিয়া কোঠীর বড় সাহেবের শরণ লইয়া বিস্তারিত নিবেদন করিলেন। কোঠীর সাহেব আশ্বাস করিয়া বলিলেন, তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই; কলিকাতায় থাক। ইহা বলিয়া আপনার প্রধান চাকরকে কহিলেন, রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জন নবাবের শঙ্কায় পলায়ন করিয়া আমার শরণ লইয়াছে; তুমি যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া উত্তম এক স্থানে রাখ। সাহেবের আজ্ঞামতে প্রধান ২ চাকর উত্তম স্থানে তাঁহাদিগকে রাখিলেন।

কিছুকাল গৌণে নবাব স্রাজেরদৌলা শ্রবণ করিলেন যে রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস সপরিবারে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় গিয়া রহিয়াছেন; শুনিবামাত্র অতি ক্রোধান্বিত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন, কলিকাতার কোঠীর বড় সাহেবকে পত্র লিখ যে আমার চাকর রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস এখানহইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে আছে, তাহাদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে শীঘ্র পাঠাইবা। মহারাজ মহেন্দ্র নবাব সাহেবের আজ্ঞা শুনিয়া নিঃশব্দে রহিলেন; ক্ষণেকের পর নিবেদন করিলেন, যে আজ্ঞা তাহাই লিখিতেছি, কিন্তু এক নিবেদন আছে। নবাব কহিলেন, কি? কলিকাতার কোঠীর যে বড় সাহেব আছেন, তাঁহাদিগের জাতির এক নিয়ম আছে, যদি কেহ শরণাগত হয় তাহার জন্যে আপনার প্রাণ দিলেও যদি সে রক্ষা পায় তাহাও করেন; এ কেবল তাঁহাদিগের নিয়ম নহে, সকলেরি শাস্ত্রে এই মত, শরণাগত ত্যাগ করিলে অধর্ম্ম, কিন্তু বিশেষ তাঁহাদিগের পণ, প্রাণ থাকিতে শরণাগত ত্যাগ করেন না। অতএব নিবেদন করি, কিঞ্চিৎ কালের জন্যে রাজবল্লভ কলিকাতায় থাকুন, পশ্চাৎ কৌশলক্রমে আমি তাঁহাকে আনিতেছি। হঠাৎ এমত লিখন যদি আপনি লিখেন, আর কোঠীর বড় সাহেব

রাজবল্লভকে ত্যাগ না করেন, তবে বিবাদ উপস্থিত হইবে; তাহাতে যেরূপ কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন, সেই মত কার্য্য করি। নবাব শুনিয়া অধিক ক্রোধ করিয়া কহিলেন, এখনি কোঠীর সাহেবকে লিখ। পরে মহারাজ মহেন্দ্র মুনসি লোককে পত্র লিখিতে আজ্ঞা করিয়া দিলেন। পত্রের বিবরণ এই। আত্ম মঙ্গল সম্বাদ লিখিয়া লিখিলেন, "আমার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস এখানহইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে রহিয়াছে। অতএব ভাইজী, দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন, ইহাতে কদাচ অন্য মত করিবেন না।"

এই মত পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কোঠীর বড় সাহেব লিপি পাইয়া আপন প্রধান২ পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া পত্র দেখাইলেন। চাকরেরা পত্র জ্ঞাত হইয়া সাহেবকে পত্রের অর্থ জ্ঞাত করাইলেন। পত্রের অর্থ শুনিয়া সাহেব হাস্য করিয়া আত্মচাকরকে আজ্ঞা করিলেন, পত্রের উত্তর লিখ। তাহার বিবরণ এই।

আত্মমঙ্গল সমাচার লিখিয়া লিখিলেন, "ভাই সাহেবের এক পত্র পাইয়া পরমহৃষ্ট হইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনকার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে; তাহার কারণ এই, ভাই সাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে, আমার নিকট থাকিলে ইহারা ভয়হইতে মুক্ত হইবে। অতএব এ ক্ষুদ্র লোক, ইহার প্রতি আপনকার ক্রোধ যেমন মেষের উপর সিংহের পরাক্রম, অতএব আপনি এ দেশাধিকারী, সকলের উপর কৃপাবলোকন করিয়া প্রতিপালন করা উচিত হয়। ইহাতে যদ্যপি অল্প২ অপরাধে চাকরদিগের উপর নিগ্রহ করেন, তবে কর্ত্তার মহিমার ত্রুটি হয়। আর লিখিয়াছেন দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র পাঠাইতে, এ বড় আশ্চর্য্য বাক্য। শরণাগত জনকে ত্যাগ করিতে সর্ব্ব শাস্ত্রে নিষেধ, এবং আমাদিগের শাস্ত্রে ও ব্যবহারে যথেষ্ট মন্দ। অতএব কিঞ্চিৎকালের জন্যে আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি কৌশলক্রমে রাজবল্লভকে নিকট পাঠাইব। আর আমাদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে, তাহাতে রাজকরের যে নিয়ম আছে তাহা দিতেছি; হঠাৎ আপনকার চাকরেরা অধিক লইতে চাহে; এ বিষয় আপনি আত্মলোকদিগকে বারণ করিয়া দিবেন, অধিক না চাহে।"

নবাব সাহেব কোঠীর সাহেবের পত্রের উত্তর জ্ঞাত হইয়া পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন, কলিকাতার কোঠীর সাহেব যে উত্তর লিখিয়াছেন, তাহার শীঘ্র প্রত্যুত্তর লিখ। পাত্র আজ্ঞামতে পত্র লিখিলেন; তাহার বিবরণ এই।

আত্মমঙ্গল লিখিয়া লিখিলেন, "ভাইজীর প্রত্যুত্তর পত্র পাইয়া সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম। লিখিয়াছেন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছে, অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করণে যথেষ্ট অধর্ম্ম; সে প্রমাণ বটে। কিন্তু রাজাজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেও অধর্ম্ম আছে; আর আপনি বিদেশি মহাজন, দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয়, এমত কার্য্য করা উচিত নহে। অতএব আমি এ দেশের অধিকারী; আমার বাক্যে যদ্যপি আপনাদের নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহাও পণ্ডিতের কর্ত্তব্য। আপনকার সহিত যথেষ্ট প্রণয় আছে; যাহাতে প্রণয় ভঙ্গ না হয় এমত করিবেন। আর লিখিয়াছেন, আপনকার কোঠী যেখানে ২, সেই ২ স্থানে আমার লোক অধিক রাজকর লইতে উদ্যত হইয়াছে; তাহার কারণ এই, পূর্ব্বে যখন আপনারা এ দেশে কোঠী করিলেন, তখন অল্প ২ সামগ্রীর বাণিজ্য করিতেন, এখন অতিশয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে কিরূপে পূর্ব্বের মত রাজকর থাকে? সওদাগরদিগের এই ধর্ম্ম, যদি অধিক বাণিজ্য হয়, তবে যে দেশাধিকারী থাকে, তাঁহাকেও কিঞ্চিৎ অধিক দেয়। সে যে হউক, এখন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠাইবেন, এবং যে স্থানে আপনকার কোঠী আছে, সেই ২ কোঠীতে সমাচার লিখিবেন অধিক রাজকর দেয়; বরং এখন যে হারে রাজকর দিবেন সেই মত চিরকাল থাকিবে।" এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। দূত আসিয়া কোঠীর বড় সাহেবকে পত্র দিলেন। কোঠীর বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া পুনরায় উত্তর লিখিলেন; তাহার বিবরণ এই।

আপন মঙ্গল ও শিষ্টাচারের পর লিখিলেন, "নবাব ভাই জীউ সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের কারণ পুনঃ ২ লিখিতেছেন, আর লিখিয়াছেন যে দেশাধিকারির বাক্যে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে, এবং রাজাজ্ঞালঙ্ঘনে পাপ আছে, সেও প্রমাণ বটে। কিন্তু আত্ম ২ শাস্ত্রমতে এই হয় শরণাগত জনের কারণ বরঞ্চ প্রাণ দিবে, তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে না। সমান জনের সহিত শরণাগতের কারণ বিবাদ হইলে প্রাণ যাওনের ভয় কি? কিন্তু শরণাগতের জন্যে যদি দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয়, তবেই প্রাণপণ করা হয়; তাহাতে যদ্যপি প্রাণ যায়, তথাপি তাহাও স্বীকার করা ধর্ম্ম, এবং যে নিয়ম আছে তাহাও রক্ষা হইবে। অতএব আপনকার নিকট উত্তম ২ পণ্ডিত আছেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি তাঁহাদিগের ব্যবস্থাতে শরণাগতকে ত্যাগ করা যায়, তবে আমি ত্যাগ করিব। আর এ রাজ্য পূর্ব্বে হিন্দু লোকদিগের ছিল; আপনকার নিকটে অনেক ২ হিন্দু চাকর আছে, তাহারা অবশ্য আপন ২

শাস্ত্র জাত আছে। দেখুন অতিপূর্ব্বে দণ্ডী নামে এক রাজা ছিলেন, সর্ব্বদা মৃগয়া করিতেন। এক দিবস দণ্ডী রাজা এক বনের মধ্যে গমন করিয়া মৃগয়া করিতেছেন, ইতিমধ্যে অত্যন্ত চঞ্চলগতি এবং আ-শ্চর্য্যমূর্ত্তি এক অশ্বিনী দেখিয়া রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সকল সৈন্যকে কহিলেন, এই অশ্বিনীকে ধর। রাজাজ্ঞা পাইয়া সকল সৈন্য অশ্বিনীকে ধরিল। দণ্ডী রাজা অশ্বিনীকে লইয়া আত্মরাজ্যে গমন করিলেন। অশ্বিনী দিবসে ঘোটকী, রাত্রে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা হয়, ইহাতে দণ্ডী রাজার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। এইরূপে কিছুকাল যায়। এক দিবস রজনীতে সেই কন্যাকে দণ্ডী রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমাকে সত্য কহ। তখন সেই কন্যা কহিলেন, আমি স্বর্গের নর্ত্তকী ছিলাম, এক দিবস ইন্দ্রের নিকটে নৃত্য করিতে অন্যমনস্কা হইলাম, ইহাতেই তাল ভঙ্গ হইল; তাল ভঙ্গ হওনে ইন্দ্র উষ্মা করিয়া কহিলেন, তুমি মন্দ নৃত্য করিলা, এই জন্যে অশ্বিনী হইয়া সর্ব্বদা বনমধ্যে গিয়া নৃত্য কর। পরে আমি ইন্দ্রকে বহুবিধ স্তব করিলাম, তাহাতে ইন্দ্র কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি রজনীতে কন্যা হইবা, এবং দণ্ডী রাজা তোমাকে ধরিবে, তাহার পর মুক্তা হইয়া আমার নিকটে আসিবা। ইহা শুনিয়া দণ্ডী রাজা যত্নপূর্ব্বক অশ্বিনীকে রাখেন। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ আপন আলয়ে শ্রবণ করিলেন, দণ্ডী রাজা এক অপূর্ব্বা অশ্বিনী পাইয়াছেন। সেই অশ্বিনী চাহিলেন। দণ্ডী রাজা সে অশ্বিনী কদাচ দিলেন না। পরে শ্রীকৃষ্ণ বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন; দণ্ডী রাজা শ্রবণ করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন; তাহাতে পলাইয়া অনেক২ স্থানে গমন করিলেন। পরে পাণ্ডব পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব ইহাঁদিগের মধ্যে ভীমের শরণাপন্ন হইলেন; ভীম আশ্বাস করিলেন, হে দণ্ডি রাজ, অশ্বিনীর সহিত আমার নিকটে থাক, তোমার কোন চিন্তা নাই। দণ্ডী রাজা যথেষ্ট আশ্বাস পাইয়া ভীমের নিকটে রহিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে। পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইহা কহিয়া দূত পাঠাইলেন, দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত সেখানে আছে, অতএব তাহাকে এবং অশ্বিনীকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন। এই সম্বাদ পাইয়া ভীম বড় ভাবিত হই-লেন; ভীমদিগের বল বুদ্ধি বিক্রম যে কিছু সর্ব্বি শ্রীকৃষ্ণ। অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন শরণাগত জনকে রক্ষা যদি না করি, তবে প্রাণ ধারণ করা বৃথা; যদি না দিই, তবে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধেতে প্রাণরক্ষা হইবে না। তবে কি করি? অনেক মত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, বরং যুদ্ধেতে প্রাণ যায় সেও উত্তম, তথাপি শরণাগত জনকে দেওয়া মত নহে। ইহাই স্থির করিয়া কৃষ্ণের দূতকে বিদায় করিলেন, দণ্ডী রাজাও

অশ্বিনীকে দিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ এই সম্বাদ পাইয়া মহাক্রোধে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন; পশ্চাৎ ভীম আত্মসহোদরদিগকে সম্বাদ দিলেন; তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শুনিয়া মহাক্রোধান্বিত হইয়া রণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তোমরা আমার আশ্রিত হইয়া দণ্ডী রাজার কারণ আমার সঙ্গে কি রণ করিতে আসিয়াছ? ভীমার্জ্জুন কহিলেন, আপনি যাহা কহিলেন সে প্রমাণ বটে, কিন্তু শরণাগত জনের কারণ আমরা প্রাণ দিতে স্বীকার করিয়াছি? তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগের সাহস ও ধর্ম্মজ্ঞান দেখিবার কারণ এরূপ করিয়াছিলাম। এইরূপে কথোপকথন অনেক হইল। পশ্চাৎ অশ্বিনী সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণদর্শনে ইন্দ্রের অভিসম্পাতহইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্থানে গমন করিলেন।

"অতএব আমি হিন্দুলোকের স্থানে এমন কথা শ্রবণ করিয়াছি, এবং হিন্দুর শাস্ত্রেও অনেক স্থানে প্রমাণ আছে যে শরণাগতকে কদাচ ত্যাগ করিবে না; আমাদিগের শাস্ত্রেও শরণাগতকে ত্যাগ করিতে যথেষ্ট নিষেধ আছে; তথাপি বার২ লিখিতেছেন। আপনি এ দেশের কর্ত্তা, আপনকার নিকটে সকল জাতীয় মনুষ্য আছে, বরং সকলকে জিজ্ঞাসা করিবেন। বিশেষতঃ আমাদিগের পণ, প্রাণ সত্ত্বে শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিব না। অতএব রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে পশ্চাৎ কৌশলক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইব, এইক্ষণে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে স্থির থাকিবেন। আর যে লিখিয়াছেন, আমাদিগের বাণিজ্য অধিক হইতেছে, অতএব রাজকর অধিক লাগিবে; কিন্তু আমাদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে, তাহাতে হস্তিনাপুরের সম্রাট রাজা এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, এবং কত২ সুবা গিয়াছে, কখনো অধিক দেই নাই, এখনও অধিক দিব না। আপনি বিবেচক, বিবেচনা করিয়া যে সৎপরামর্শ হয় তাহাই করিবেন।" এই মত লিখন লিখিয়া নবাব সাহেবের নিকটে পাঠাইলেন।

নবাবসাহেব কলিকাতার কোঠীর বড় সাহেবের পত্র জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন, কলিকাতার কোঠীর সাহেব বুঝি আমার বাক্য শুনিলেন না, অতএব আর এক পত্র লিখ; যদি বাক্য পালন করেন তবে ভালই, নতুবা আমি কলিকাতা লুঠ করিয়া তাঁহাদিগকে এ দেশে থাকিতে দিব না। পাত্র নিবেদন করিলেন, আপনি দেশাধিকারী, কিন্তু শাস্ত্রমত বিচার করিলে ভাল হয়। তাহাতে নবাব কহিলেন, আমার আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করিব না; তুমি শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখিয়া আন। মহারাজ মহেন্দ্র নীরব হইয়া পত্র লেখাইলেন; তাহার বিবরণ এই।

আত্মবিশিষ্টাচারের পত্র লিখিলেন, "ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া

সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি অনেক ২ শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন, এবং পূর্ব্বে যেমন ২ হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন, এ সকলি প্রমাণ বটে, সর্ব্বত্রই রাজাদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না; তাহার কারণ এই, রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন, তবে রাজ্যের বাহুল্য হয় না, এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয়। কিন্তু আপনি রাজা নহেন, কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিতেছেন; ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন? অতএব যদি রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে এখানে শীঘ্র পাঠান, তবে ভালই; নতুবা আমি আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব, আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন। কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন, তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে, এইক্ষণে তাহাই দিবেন; আমি আপন চাকর-দিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম, এবং শ্রীযুত কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবে, তাহারি নিয়ম থাকিবে। কিন্তু আর যত সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব। অতএব আপনি বিবেচক সৎপরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন।" এই রূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।

কোঠীর বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া আপনার চাকর লোককে জ্ঞাত করিলেন, আর কহিলেন, আমি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে কদাচ দিব না; অতএব বুঝি নবাবের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু নবাব এ দেশাধিকারী, তাঁহার সৈন্য অধিক, আমি মহাজনীয় ব্যবসায় করি, সৈন্য নাই, তাহাতে চারা কি? তোমরা এ নগরে বাস করিয়া রহিয়াছ, অতএব আত্ম২ পরিবার অন্য দেশে প্রেরণ কর, আর কিছু সৈন্য যদি সংগ্রহ করিতে পার, তাহারও চেষ্টা পাও, এবং নবাবের পত্রের উত্তর লিখ।

এই মত পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর অনেক ২ গেল। নবাব সুজের-দৌলা কদাচ কাহারো বাক্য শ্রবণ করিলেন না, মহাক্রোধান্বিত হইয়া যাবদীয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া যুদ্ধের কারণ কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

নবাব সুজেরদৌলা সসৈন্য যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া কলিকাতার কোঠীর বড় সাহেব আপনার যাবদীয় চাকর লোককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমাদিগকে পূর্ব্বেই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছি; সম্প্রতি নবাব সসৈন্য রণ করিতে আসিতেছেন; তোমরা সকলে সাবধান থাক, এবং আর কিছু সৈন্য আমাকে আনিয়া দেহ। সাহেবের যত ২ চাকর লোক সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং সাহেবের আজ্ঞানুসারে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আত্ম২ পরিজন লোককে অন্য স্থানে গোপনে রাখিয়া আপনারা সকলে সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে

লাগিলেন। পুরাণ কোঠীর গড়ের উপর থরে ২ কামান রাখিয়া রণসজ্জা করিয়া সকলে সাবধান থাকিলেন। তখন পুরাতন কোঠীর নীচে গঙ্গা ছিলেন, তাহাতে যুদ্ধের ছোট জাহাজ প্রস্তুত করিলেন, এবং যাবদীয় ধন ও বহুমূল্য দ্রব্য সমস্তই জাহাজে রাখিয়া অত্যন্ত সাহস করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন, এবং বাগবাজারের পুলের উপর পঁচিশ কামান ও কিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিলেন।

কিঞ্চিৎ গৌণে নবাব স্রাজেরদৌলা পশ্চাৎ সৈন্য লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বাগবাজারের পুলের নিকট উপস্থিত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের বহু সৈন্য ছিল, তথাপি পুলের সৈন্যগণকে জয় করিতে পারিতেছে না, বরং নবাবের অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। কলিকাতানিবাসী লোক সকল তরণিতেই প্রায় আছে। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস নৌকাযোগে বঙ্গ দেশে গমন করিয়া অতি গোপনে রহিলেন। পরে বাগবাজারে অনেক যুদ্ধ করিয়া কোঠীর বড় সাহেবের সৈন্য কাতর হইল। পরে নবাবের সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া নগরনিবাসিদিগের ধন এবং দ্রব্য যে যাহা পায়, সে তাহাই লইতে লাগিল। পশ্চাৎ নবাবের প্রধান ২ সৈন্য সকল পুরাণ কোঠীর নিকট উপনীত হইলেই কোঠীর সাহেব রণ করিতে আরম্ভ করিলেন, নবাবের সৈন্যও রণ করিতে লাগিল। কিন্তু কাহারো শক্তি হয় না যে এক পদ অগ্রগামী হন। সাহেবের যুদ্ধ ও সাহস দেখিয়া সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন, যে এমন যোদ্ধা কখন কেহ দেখে নাই; শিলাবৃষ্টির ন্যায় গোলা গুলি পড়িতেছে। এইরূপ সপ্তাহ যুদ্ধ হইল, নবাবের বিস্তর সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। কোঠীর সাহেবের সৈন্য অল্প, কি করিবেন? গড়ে তিষ্ঠিতে না পারিয়া জাহাজের উপর আরোহণ করিলেন। পশ্চাৎ নবাব সাহেবের সৈন্য গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোঠীর বড় সাহেব জাহাজের উপর থাকিয়া অনেক প্রকার যুদ্ধ করিলেন, বিস্তর সৈন্যে অল্প সৈন্য কি করিতে পারে? অনেক যুদ্ধের পর জাহাজ ভাসাইয়া সাহেব বিলাতে গমন করিলেন। তখন ভদ্র লোক সকলেই বিমর্ষ হইয়া কহিতে লাগিলেন, এ দেশের আর মঙ্গল হয় না, কেননা বিদেশী সওদাগর লোক আর আসিবে না। যদি কখনো ইংরাজেরা এ দেশে আইসেন, আর ঈশ্বর যদি যবনাধিকারিকে নষ্ট করেন, তবেই এ রাজ্যের মঙ্গল হইবে; নতুবা এ দেশের লোকের যথেষ্ট দুর্গতি হইবে। এইরূপ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এবং ক্ষুদ্র লোক সকলেই হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। আর সকলেই মনে ২ নবাবেরে মন্দ কহিতে লাগিল। কোন ব্যক্তি কহে, ভাই হে, ইংরাজের তুল্য সত্যবাদী নাই, এবং দয়া যথেষ্ট। যে লোক অন্য স্থানে

যে বেতন পাইত, সেই লোক সাহেবের চাকর হইলে তাহার দ্বিগুণ বেতন মিলিত। এই রূপ সকলে সাহেবের গুণানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পরে নবাব সুরাজেরদৌলা সমরে জয়ী হইয়া যাবদীয় লোককে আজ্ঞা করিলেন, কোঠীর বড় সাহেবের চাকর লোকের বাটী ঘর যত আছে, সকল ভাঙ্গিয়া ফেল। আজ্ঞামতে সকল ভৃত্যেরা কলিকাতার যাবদীয় অট্টালিকা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল, নগরমধ্যে উত্তম স্থান রাখিল না। এইরূপ নগর ভগ্ন করিয়া সর্ব্বত্র সৈন্য রাখিয়া নবাব মুরশিদাবাদে গমন করিলেন। পাত্র মিত্রগণ সকলে অন্যায় দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, শঙ্কায় কেহ কিছু কহিতে পারেন না। এই রূপে এক বৎসর গত হইল।

পরে ইংরাজ সাহেব লোক সৈন্যেতে পাঁচ জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া কলিকাতার নিকটে আসিয়া দূতদ্বারা সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন, যে নবাব কিছু সৈন্য রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। পরে যে সকল সৈন্য কলিকাতায় ছিল, তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে সব সৈন্য নিপাত করিয়া কলিকাতার কোঠীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আত্ম পতাকা উঠাইয়া দিলেন।

পশ্চাৎ সকলে পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল; এবং পূর্ব্বে যে সকল লোক চাকর ছিল, তাহারা শ্রবণ করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া আপন২ পরিবার লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পরে সাহেবের নিকট নানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্য ভেট দিয়া আত্ম২ সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। সাহেব হাস্য করিয়া অনেক প্রকার আ-শ্বাস দিয়া পূর্ব্বে যে২ লোক যে২ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, সেই২ লোককে সেই২ কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিলেন। নগরবাসি লোকদিগের আনন্দের সীমা নাই। পরে সাহেব প্রধান চাকরকে আজ্ঞা করিলেন, পূর্ব্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, বিলাতের আজ্ঞা না পাইয়া আমি নবাবের সহিত বিবাদ করিতে পারি না। এখন বিলাতের কর্ত্তার আজ্ঞা পাইয়া আসি-য়াছি; নবাবের সহিত যুদ্ধ করিব, তাঁহারা আমার সাহায্য করি-বেন কি না? এই সমাচার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলে তিনি কি উত্তর করেন, তাহা যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারি তাহা কর। প্রধান পাত্র কহিলেন, যে আজ্ঞা, আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে দূত প্রেরিত করিয়া সম্বাদ আনাইতেছি। পরে সাহেবের চাকর সাহেবের আগমন সমাচার বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া মহারাজের নিকটে দূত পাঠাইলেন। দূত কৃষ্ণনগরে উপনীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র দিল। রাজা পূর্ব্বেই সাহেবের আগমন সম্বাদ পাইয়াছিলেন; পরে পত্র

পাইয়া সকল জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া দূতকে রাজপ্রসাদ দিয়া পত্রের উত্তর লিখিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবকে যে পত্র লিখিলেন, তাহার বিবরণ এই।

আপন মঙ্গল এবং অনেক২ প্রকার শিষ্টাচার লিখিয়া লিখিলেন, "সাহেব পুনরায় আগমন করিয়া কলিকাতা অধিকার করিয়াছেন, ইহাতে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়াছি, এবং বুঝি আমাদিগের এ রাজ্য রক্ষা পাইবে। আপনকার সহিত পূর্ব্বে যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই সকল সম্বাদ কারণ মুরশিদাবাদে মনুষ্য প্রেরণ করিলাম, আপনি রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকিবেন, মুরশিদাবাদের সমাচার পাইলেই নিবেদন লিখিব। পূর্ব্বে যে নিবেদন করিয়া আসিয়াছি, তাহার অন্যথা কদাচ হইবে না।"

এই প্রকার পত্র লিখিয়া কলিকাতায় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে মুরশিদাবাদে আত্মপাত্রকে পাঠাইলেন। সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের লিপি পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন, পশ্চাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র মুরশিদাবাদে উপনীত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ প্রভৃতি সকলকে পূর্ব্বের সমাচার স্মরণ করিয়া দিলেন। সকলেই যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া কহিলেন, তোমার রাজাকে সম্বাদ দেহ, যে কলিকাতায় মনুষ্য পাঠান ও যাহাতে সাহেব ত্বরায় সৈন্য সহিত আইসেন, তাহা করেন। মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন, আমি নবাবের সেনাপতি, সকল সৈন্য আমার বশতাপন্ন; যেমত২ কহিব, তাহাই সৈন্যেরা করিবে। কিন্তু আমার এক কথা সাহেবকে পালন করিতে হইবে, ইহাই সাহেব পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া নিষ্পন্ন কর; তবে যেমত২ সাহেব আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই মত কার্য্য করিব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কহিলেন, কি কথা? আজ্ঞা করুন, আমি সাহেব পর্য্যন্ত নিবেদন লিখিয়া নিষ্পন্ন করিব। মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন, পশ্চাৎ এ দেশের নবাবি আমাকে দিবেন; যদি সাহেব এই প্রতিজ্ঞা করেন, তবে আমি মনোযোগ করিয়া সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিব না। এই সমাচারের উত্তর আন।

পশ্চাৎ কালীপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত সমাচার আপন আত্মীয় অনেক মনুষ্য দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ মুরশিদাবাদের যাবদীয় সম্বাদ লিখিয়া কলিকাতার সাহেবকে জ্ঞাত করাইলেন। সাহেব বিস্তারিত সমাচার শুনিয়া যথেষ্ট হৃষ্ট হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লিখিলেন, নবাব সুরাজেরদৌলার সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ নবাবি চাহিয়াছে, আমিও স্বীকার করিলাম; সুরাজেরদৌলাকে দূর করিয়া মীর জাফরালি খাঁকে নবাব করিব, তুমি এই সমাচার মীর জাফরালি খাঁকে দিলে সে

যেমত উত্তর করে, তাহা আমাকে লিখিবা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের পত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া বিস্তারিত সমাচার লোকদ্বারা আপন পাত্রকে জানাইলেন।

রাজপাত্র সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মীর জাফরালি খাঁর নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। মীর জাফরালি খাঁ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি আর মনোযোগ করিয়া রণ করিব না; তুমি সাহেবকে সমাচার দেও, যুদ্ধ করিয়া শীঘ্র জয়ী হউন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র নিবেদন করিলেন, যেমন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, আপনাকে নবাব করিবেন, তেমন আপনিও স্বীকার করুন, যে মনোযোগ করিয়া সমর করিবেন না। এই কথার পর মীর জাফরালি খাঁ হাস্য করিয়া স্বীকার করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিদায় হইলেন।

পরে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া দেখেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে গিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাবের শঙ্কায় কখন্ কোন্ বাটীতে থাকেন, ইহা আত্মভৃত্যবর্গেরাও জানে না; সর্ব্বদা চিন্তান্বিত, এই সকল কথার যোজনকর্ত্তা আমি, যদি নবাব সুরাজেরদৌলা কিঞ্চিৎ সন্ধান পায়, তবে আমার জাতি প্রাণ রাখিবে না; ইহাতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। পরে পাত্র মুরশিদাবাদহইতে মহারাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ জ্ঞাত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি অদ্যই কলিকাতায় প্রস্থান কর, বিস্তারিত সমাচার সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়া শীঘ্র যাহাতে নবাব নিপাত হয়, তাহার চেষ্টা পাও গিয়া। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে কলিকাতায় আসিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। সাহেব তুষ্ট হইয়া রাজপাত্রকে প্রসাদ দ্রব্য দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া বিদায় করিলেন। তখন কালীপ্রসাদ সিংহ কিঞ্চিৎ গৌণে বাটী প্রস্থান করিল। সাহেব আপন যাবদীয় সৈন্যকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সকলে সুসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হও, আমি কল্য নবাব সুরাজেরদৌলার সহিত সমর করিতে যাইব। আজ্ঞামাত্রে সকল সৈন্য রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হইল। সাহেব দেখিলেন, সকল সৈন্য প্রস্তুত; তখন শুভক্ষণে সাহেব গমন করিলেন, নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে লাগিল, বাদ্যের ধ্বনিতে এবং সৈন্যের অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইয়া সকলেই জয়২ ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং যাত্রিক দ্রব্য সকল সম্মুখে রাখিয়া গ্রামের মনুষ্যেরা মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল। সাহেব হাস্য করিয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন, গ্রামের লোকের উপর কোন সৈন্য দৌরাত্ম্য করিতে না পারে। সাহেব এই রূপে সৈন্য সঙ্গে করিয়া চলিলেন।

পরে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সমাচার হইল যে ইংরাজ সাহেব নবাবের সহিত রণ করিতে আসিয়াছেন, এবং নবাব সাহেব পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন, বিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া পলাশির বাগানে গিয়া প্রস্তুত থাক। সাবধানে সমর করিবা, কোন রূপে ইংরাজ জয়ী হইতে না পারে, বাকি যে সৈন্য এখানে থাকিল, তাহা লইয়া আমি পশ্চাৎ গমন করিব, কিন্তু ইংরাজেরা বড় যোদ্ধা এবং অশেষ মন্ত্রণাজ্ঞানে, কোন রূপে ত্রুটি না হয়, সাবধান২। সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ বিস্তর২ সাহস দিয়া সৈন্যের সহিত পলাশির বাগানে আসিয়া রণসজ্জা করিয়া আছেন, কিন্তু মনোমধ্যে বিচার করিতেছেন, কিরূপে ইংরাজেরা জয়ী হইবেন। অনেক বিবেচনার পর সৈন্যের মধ্যে প্রধান২ যে২ সৈন্য, তাহাদিগের সহিত প্রণয় করিয়া কহিলেন, তোমরা কেহ মনোযোগ করিয়া রণ করিও না। যে সেনাপতি সেই এমন গতি করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতে সুতরাং সকল সৈন্য ঔদাস্য করিয়া অসাবধানে থাকিল। পরে ইংরাজের যাবদীয় সৈন্য পলাশির বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাবি সৈন্য সকল দেখিল, যে প্রধান২ সৈন্যেরা মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না, ইংরাজের অগ্নি বৃষ্টিতে শত২ লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, কি করিব? ইহাতে কেহ উক্তাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না, ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহন দাস নামে এক জন নবাব সাহেবকে কহিল, আপনি কি করেন? আপনকার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব কহিলেন, সে কেমন? মোহন দাস কহিল, সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ ইংরাজের সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না; অতএব নিবেদন করি, আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশির বাগানে পাঠান, আমি যাইয়া যুদ্ধ করি। আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন, পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন, এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। এমন বাক্য শ্রবণ করিয়া নবাব ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহন দাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশিতে প্রেরিত করিলেন। মোহন দাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মোহন দাসের যুদ্ধেতে ইংরাজের সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল। মীর জাফরালি খাঁ দেখিলেন, এ কর্ম্ম ভাল হইল না; যদ্যপি মোহন দাস ইংরাজকে পরাভব করে, আর এ নবাব থাকে, তবে আমাদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবে, অতএব মোহন দাসকে নিবারণ করিতে হয়। ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া এক জন লোককে পাঠাইলেন, সে মোহন দাসকে কহিল, আপনাকে নবাব সাহেব ডাকিতেছেন,

শীঘ্র চলুন। মোহন দাস কহিল, আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব? নবাবের দূত কহিল, আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না? মোহন দাস বিবেচনা করিল, এ সকলি চাতুরী, এ সময় নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন? ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীর জাফরালি খাঁ বিবেচনা করিল, বুঝি প্রমাদ ঘটিল, পরে আত্মীয় এক জনকে আজ্ঞা করিল, তুমি ইংরাজের সৈন্য হইয়া মোহন দাসের নিকট গিয়া মোহন দাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাইয়া এক জন মনুষ্য মোহন দাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণে মোহন দাসকে মারিল, সেই বাণে মোহন দাসের পতন হইল। পরে নবাবি যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, ইংরাজের জয় হইল।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে২ বিবেচনা করিলেন, কোন মতে রক্ষা নাই, আমার সৈন্য বৈরী হইল, অতএব আমি এখানহইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকোপরি আ-রোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইংরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীর জাফরালি খাঁ মুরশিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইংরাজী পতাকা উঠিয়া দিলে সকলে বুঝিল, ইংরাজ মহাশয়দিগের জয় হইল। তখন সমস্ত লোক জয়২ ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। যাবদীয় প্রধান২ মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেই২ কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন; মীর জাফরালি খাঁকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সকলে সাবধানপূর্ব্বক রাজ-কর্ম্ম করিবা, রাজ্যের প্রতুল হয়, এবং প্রজা লোক দুঃখ না পায়। সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান। তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকট এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নৌকার কর্ণধারকে কহিলেন, এই ফকিরের স্থান, তুমি ফকিরকে বল, কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী দেও, এক জন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিৎ আহার করিবে। ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া দেখিল, নবাব স্রাজেরদৌলা অত্যন্ত বিষণ্ণবদন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে, বিবেচনা করিল, নবাব পলায়ন করিয়া যায়, ইহাকে আমি ধরিয়া দিব; আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করি-য়াছিল, তাহার শোধ লইব। ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া করপুটে বলিল, আমি আহারের দ্রব্য প্রস্তুত করি, আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকিরের প্রিয় বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া

ফকিরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল। এবং নিকটে নবাব মীর জাফরালি খাঁর চাকর ছিল, তাহাকে সম্বাদ দিল, যে নবাব সুাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায়, তোমরা নবাবকে ধর। এ সম্বাদ পাইবামাত্র মীর জাফরালি খাঁর অনেক লোক একত্র হইয়া নবাব সুাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরশিদাবাদে আনিল।

পরে তাহারা অতি গোপনে নবাব মীর জাফরালি খাঁর পুত্র মীর মীরণকে সম্বাদ দিয়া ইংরাজের বড় সাহেবকে সম্বাদ দিতে যায়; তাহাতে মীর মীরণ নিষেধ করিয়া কহিলেন, আর কাহাকেও এ সমাচার কহিবা না। মীর মীরণ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, যদি বড় সাহেব এ সম্বাদ শ্রবণ করেন, তবে সুাজেরদৌলা কদাচ নষ্ট হইবে না, এবং আমাদিগেরও মঙ্গল হওয়া ভার। এবং যে২ পাত্র মিত্রগণ আছে, ইহারা শ্রবণ করিলেও কদাচ নষ্ট করিতে দিবে না, এবং নবাব সুাজেরদৌলাকে নবাবি দেওনের চেষ্টা পাইবে, অতএব নবাব সুাজেরদৌলাকে এক দণ্ড রাখা নয়। ইহাই স্থির করিয়া আপনি খড়্গ হস্তে করিয়া নবাব সুাজেরদৌলার নিকটে উপনীত হইলেন। নবাব সুাজেরদৌলা দেখিলেন, মীরণ আমাকে ছেদন করিতে আসিতেছে, তখন মীরণকে অনেক২ স্তুতি করিলেন। কিন্তু নির্দ্দয় মীরণ কদাচ ক্ষান্ত হইল না। পশ্চাৎ নবাব সুাজেরদৌলা ঈশ্বরে মনোযোগ করিয়া নিঃশব্দে রহিলেন; তখন মীরণ খড়্গেতে নবাবকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রচার করিল। এই সকল বৃত্তান্ত বড় সাহেব শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট খেদ করিলেন, এবং পাত্র মিত্রগণ সকলেই মহাব্যথিত হইয়া কাতর হইলেন।

মহারাজ মহেন্দ্র পাত্রকর্ম্মে আপন ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় সপরিবারে আসিলেন। তখন বড় সাহেব বিবেচনা করিলেন, যবনকে প্রত্যয় নাই, অতএব পূর্ব্বে যেমত নবাবি ভার ছিল, সেমত না রাখিয়া রাজ্য করতল করিতে লাগিলেন; স্থানে২ সাহেব লোক কর্ত্তা, নবাবের লোক কার্য্য করে, এই রূপ রাজকর্ম্ম হইতে লাগিল; রাজ্যের শাসন দিনে২ হইতে লাগিল, প্রজালোকের যথেষ্ট সুখ, কোন শঙ্কা নাই, ভয়ক্রমে কেহ কাহারো উপরে দৌরাত্ম্য করিতে পারে না; রাম রাজার প্রজাদের ন্যায় মনুষ্য সকল সুখী হইল, এই রূপে কাল ক্ষেপণ করেন।

কিঞ্চিৎ কালের পর বড় সাহেব কলিকাতায় আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন। রাজা বড় সাহেবের আজ্ঞা পাইয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়া বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া কহিলেন, তোমার মনোনীত যাহা, তাহা বিস্তারিত করিয়া বল, আমি পূর্ণ করিব।

মহারাজ করপুটে নিবেদন করিলেন, আমি কেবল অনুগ্রহের আকাংক্ষী। এই কথার পর বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলেন, তুমি আমার নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র, এবং তোমার মন্ত্রণায় সর্ব্বত্র জয়ী হইলাম; তোমার যাহাতে ভাল হয়, তাহা আমি সর্ব্বদা করিব, ইত্যাদি অনেক প্রিয় বাক্য কহিয়া সে দিবস মহারাজকে বাসায় বিদায় করিলেন। পরদিবস রাজাকে বিস্তর ২ রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিলেন, আর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পূর্ব্বে যে রাজকর দিতেন, তাহার পাঁচ লক্ষ তঙ্কা ক্ষমা করিয়া কেবল ছয় লক্ষ তঙ্কা রাজকরের নিয়ম করিয়া দিলেন; ও রাজার সুখ্যাতি বিলাত পর্য্যন্ত লিখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিলেন। রাজা বড় সাহেবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ও রাজ্যের প্রতুল করিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিলেন। এবং যখনকার যে সমাচার হয় তাহা সাহেবপর্য্যন্ত নিবেদন করাইবার কারণ সর্ব্বাংশে ভাল এক জন লোককে সাহেবের নিকটে নিযুক্ত করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বে যে নাম ব্রাহ্মণেরা দিয়াছিলেন, বড় সাহেবও সেই নাম প্রচার করাইলেন। যাবদীয় মনুষ্য পত্রাদিতে লেখেন, অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর। এইরূপে সর্ব্বত্রই মহারাজের সুখ্যাতি হইল।

VIII.—*His Posterity.*

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দুই রাণী, প্রধান রাণীতে পঞ্চ পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম শিবচন্দ্র, দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র, তৃতীয় মহেশচন্দ্র, চতুর্থ হরচন্দ্র, পঞ্চম ঈশানচন্দ্র; এই পঞ্চ পুত্র বড় রাণীর। ছোট রাণীর এক পুত্র শম্ভুচন্দ্র; রাজার এই ছয় পুত্র। পুত্র সকল সর্ব্বাংশে উত্তম, নানা বিদ্যাতে বিশারদ; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুত্র সকলের রূপে এবং গুণে অত্যন্ত হৃষ্ট। রাজার সর্ব্বক্ষণ ধীরবর্গের সহিত অশেষ শাস্ত্রের বিচার এবং নিজাধিকারের অতিশয় শাসন, ও যাবদীয় লোকের প্রতি দয়া, এবং দরিদ্রে দান ক্ষুধার্ত্ত জনেরে ভোজন করান, এইরূপে কাল ক্ষেপণ। কিছু কালানন্তরে বিবেচনা করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রায়কে অত্যন্ত শান্ত ও পণ্ডিত এবং সর্ব্বগুণে গুণান্বিত দেখিয়া নিজ রাজ্যে শিবচন্দ্র রায়কে অভিষিক্ত করিয়া রাজা করিলেন, এবং আপনি ঈশ্বরে মন স্থির করিয়া ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃসেবাতেই মনোযোগ করেন, এইরূপে বহুকাল যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইল।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায় নিয়ম মতে ক্রিয়ানন্তরে কলিকাতায় আসিয়া বড় সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব অনুগ্রহ করিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা পূর্ব্বক অধিকারের প্রতুল মতে রাজ্যে বিদায় করিয়া দিলেন।

রাজা শিবচন্দ্র রায় নিজ রাজ্যে গমন করিয়া যাবদীয় প্রধান ২ পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমরা অনেক কালের মন্ত্রী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং আমার পূর্ব্বপুরুষ মহাশয়েরা যেমন ২ রাজনীতি কর্ম্ম করিয়াছেন, সেইমত আমাকেও তোমরা মন্ত্রণা দিবা, আমি ও সেইমত কার্য্য করিব। এই বাক্য পাত্র মিত্রগণেরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আপনি মহামহোপাধ্যায়, সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত, মহাশয়কে মন্ত্রণা দিবার অপেক্ষা নাই; তবে যখন যাহা আজ্ঞা করেন তাহা নিবেদন করিব। পাত্র মিত্রগণের বাক্যে রাজা শিব-চন্দ্র রায় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া সকলের সম্মান করিলেন; এইরূপে পরম সুখে রাজ্য করেন।

কিঞ্চিৎ কালের পর মহারাজ শিবচন্দ্র রায় মনোমধ্যে বিবেচনা করিতেছেন, পূর্ব্বে যে সকল মহারাজেরা আমাদিগের বংশে ছিলেন, তাঁহারা অশেষ প্রকার পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেশ দেশান্তরে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন, অতএব আমিও সেই মতাচরণ করিব; ইহাই স্থির করিলেন।

কিঞ্চিৎ গৌণে নবদ্বীপহইতে প্রধান ২ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা যে মহতী ঘটা করিয়া একটী যজ্ঞ করি, অতএব আপনারা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন, কি যজ্ঞ করিব। পণ্ডিতবর্গেরা কহিলেন, মহারাজ, সোমযাগ করুন। মহারাজ শিবচন্দ্র রায় পণ্ডিত-দিগের বাক্যে উত্তম ২ যজ্ঞ করণানন্তর বহুবিধ দান করিয়া ঈশ্বরে মনোর্পণ পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিলেন।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের এক পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায়; কিছু দিনানন্তরে ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয় নবদ্বীপের রাজা হইলেন। পূর্ব্বের যে সকল মন্ত্রিরা ছিলেন, সে সকল মন্ত্রিদিগেরও লোকান্তর হইয়াছে, উপযুক্ত মনুষ্য না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত, দিনে ২ রাজ্যের ক্ষীণতা এবং নানা প্রকারে অর্থব্যয়, এই প্রকারে কতক কাল রাজ্য করিলেন। ইহাঁর পুত্র গিরীশচন্দ্র রায়। মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় কল্পতরুর ন্যায় দাতা এবং ঈশ্বরে সর্ব্বদা মন ও বহুবিধ দান করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

পরে গিরীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে সাহেব লোক সকলে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, এইক্ষণে তিনিই নবদ্বীপের রাজত্ব করিতেছেন; কিন্তু রাজ্যের অনেক ক্ষীণতা হইয়াছে। তথাপি পূর্ব্বের মহারাজেরা যেমত ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেইমত আচরণ করিতেছেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায় অত্যন্ত দাতা, যাচক জনকে কদাচ বিমুখ করেন না, এইরূপে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং পূর্ব্ব ২ মহারাজদিগের যে সকল কৃত্য

তাহার যেরূপ ব্যয় ছিল, এখন যে রাজ্যের ন্যূনতা হইয়াছে, তথাপি সে সকল ব্যয়ের ন্যূনতা নাই; এবং পূর্ব্বে যেমত ২ রাজনীতি ছিল এখনও সেই মত আচরণ করিতেছেন। যাবদীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গেরা আগমন করিলে যথেষ্ট সম্মান করেন, এবং অশেষ প্রকারে ধীর সকলকে সন্তোষ করিয়া বিদায় করিতেছেন, কোন মতেই নিন্দার কর্ম্ম করেন না। *

* This Rájá died some years ago.—Ed.

FROM THE TRIAL OF MAN.†

পুরুষ পরীক্ষা।

I.—*The Hero of Kindness.*

অথ দয়াবীর কথা।

দয়ালু যে পুরুষ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবের উপকারক; তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়। তাহার বিবরণ এই।

কালিন্দী নদীতীরে যোগিনীপুর নামে এক নগর, তাহাতে অলাবুদ্দীন নামে এক যবনরাজ ছিল; সে এক সময়ে কোন কারণে মহিমাসাহ নামে আপন সেনাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। মহিমাসাহ কুপিত প্রভুকে প্রাণগ্রাহক জানিয়া এই চিন্তা করিল, যে সক্রোধ নরপতিতে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে, তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। রাজা এবং সূচক ও সর্প, ইহারা কখনো বিশ্বাসযোগ্য হয় না, যেহেতুক সম্ভ্রম দর্শন করাইয়া নষ্ট করে; তাহা পূর্ব্বে অনুভব করা যায় না। অতএব যাবৎ আমি বদ্ধ না হই, তাহার মধ্যে সম্প্রতি কোন স্থানে গিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করি। এই বিবেচনা করিয়া নিজ পরিবারের সহিত পলায়ন করিল, এবং পলায়ন করত এই বিবেচনা করিল যে আমার পরিজনের দূর গমনে সাধ্য হইবে না, এবং পরিজন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা অকর্ত্তব্য, তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। যে লোক নিজ কুল ত্যাগ করিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষার্থে অতিদূরে পলায়ন করে, সে স্বজনত্যাগী পরলোকগত প্রায় হয়, তাহার জীবনেই বা কি প্রয়োজন? অতএব এই স্থানে হম্বীরদেব নামা রাজা দয়াবীর আছেন, তাঁহার আশ্রয়ে থাকি। এই পরামর্শ করিয়া যবনসেনাপতি রাজা হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, হে মহারাজ, বিনাপরাধে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত যে প্রভু, তাঁহার

† This work is translated from a Sanscrit original. Its style, though far superior to that of the two preceding works, borders upon the pedantic, as will be seen from the compound terms, many of which are too difficult.

ত্রাসেতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। যদি আমাকে রক্ষা করিতে পার, তবে আশ্বাস দান কর, নতুবা এখানহইতে অন্যত্র গমন করি। রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন, হে যবন, তুমি আমার শরণাগত, আমি জীবদ্দশায় থাকিতে তোমাকে যমও পরাভব করিতে পারিবেন না; যবনরাজ কোন্ তুচ্ছ হইবে? অতএব এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। মহিমাসাহ রাজার অভয়বাক্যেতে রণস্তম্ভন নামে দুর্গেতে নিঃশঙ্ক হইয়া বাস করিতে লাগিল। তদনন্তর মহিমাসাহ ঐ দুর্গেতে আছে, যবনরাজ ইহা জানিয়া হম্বীরদেব রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী ও অশ্ব এবং পদাতিদিগের পদাঘাতে পৃথিবীকে কম্পায়মানা করত এবং বাহনসমূহের কোলাহলেতে দিকস্থ লোক সকলকে বধির করত এক দিবসে তাবদ্ধর্ম্মো-ল্লঙ্ঘন করিয়া হম্বীরদেব রাজার দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রলয়কালের মেঘের বৃষ্টির ন্যায় বাণ বর্ষণ করিলেন। হম্বীরদেব রাজা গভীর পরিখাযুক্ত চতুর্দ্দিক এবং নাগদন্ত সহিত প্রাচীর যুক্ত ও পতাকাতে শোভিত দ্বার সকল, এই মত দুর্গ প্রস্তুত করিয়া শ্রবণাসহ্য এমত ধনুর্গুণের শব্দপূর্ব্বক বাণ নিঃক্ষেপদ্বারা গগণমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্ধকার করিলেন। প্রথম যুদ্ধের পর যবনরাজ রাজা হম্বীরদেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া কহিল, রাজন্, শ্রীযুত যবনেশ্বর তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন, যে আমার অপ্রিয় কার্য্যকারক মহিমাসাহকে ছাড়িয়া দেও; যদি না দেও, তবে আগামি প্রভাতে তোমার দুর্গ চূর্ণ করিয়া মহিমাসাহের সহিত তোমাকে যমালয় প্রস্থান করাইব। রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন, রে দূত, আমি এ কথার উত্তর তোরে কি দিব? তোর প্রভুকে খড়্গধারদ্বারা ইহার উত্তর দিব, কেবল বাক্যেতে উত্তর করিব না। শুন, আমার শরণাগত লোককে যমও শত্রুভাবে দর্শন করিতে পারেন না, যবনরাজ কি করিতে পারিবে? অনন্তর তিরস্কৃত দূত নিকটাগত হইলে যবনাধিপতি উন্মাদিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল। পরে উভয় সৈন্যের সংগ্রামে কোন২ বীর সম্মুখ যুদ্ধ করি-তেছে, কেহ২ পলায়ন করিতেছে, কেহ২ বা নষ্ট হইতেছে, কোন২ যোদ্ধারা বৈরি সংহার করিতেছে, এতদ্রূপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন সংগ্রাম হইল। যবনরাজ অর্দ্ধাবশিষ্টসৈন্য হইয়া এবং দুর্গগ্রহণে অসমর্থ হইয়া নিজ নগরে গমনোদ্যোগী হইলেন। সেই সময়ে রায়মল্ল এবং রায়পাল নামে হম্বীরদেব রাজার দুই দুষ্ট মন্ত্রী যবনেশ্বরের নিকটে গিয়া একবাক্য হইয়া কহিল, হে যবনাধীশ, আপনি কোন স্থানে যাইবেন না; আমাদের দুর্গে দুর্ভিক্ষোপস্থিতি হইয়াছে; আমরা দুই জন দুর্গের তথ্য সম্বাদ জানি, কল্য কিম্বা পরশ্ব তোমার দুর্গ-গ্রহণ যাহাতে হয় তাহা করিব। যবনরাজ ইহা শুনিয়া ঐ দুই মন্ত্রিকে পুরস্কার করিয়া দুর্গদ্বার রোধ করিল। রাজা হম্বীরদেব অত্যন্ত

বিপদ্ দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে কহিলেন, অরে যাজ্ঞদেশসম্ভূত যোদ্ধা সকল, আমি পরিমিত সৈন্য করণক প্রচুর সেনাযুক্ত যবনেশ্বরের সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিব; এবং যুদ্ধনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে, অতএব তোমরা দুর্গহইতে দূরে যাও। যোদ্ধারা নিবেদন করিল, হে মহারাজ, তুমি করুণাপ্রযুক্ত যবনানুরোধে যুদ্ধে আপনার মরণ স্বীকার করিতেছ; আমরা তোমার জীবনানুগত, সম্প্রতি এতাদৃশ উত্তম স্বামী যে তুমি, তোমাকে ত্যাগ করিয়া কেন কাপুরুষের পথে গমন করিব? এ অকর্ত্তব্য। যবনরাজ অতি ক্ষুদ্র, ইহাকে স্থানান্তরে পাঠাইব, তাহাতেই আশ্রিতদিগের রক্ষা হইবে; অতএব এই আরম্ভই রক্ষণীয় লোকের রক্ষার নিমিত্তে হউক। পশ্চাৎ যবনসেনাপতি কহিল, হে মহারাজ, আমি বিদেশীয়, এক সামান্য লোক; আমার রক্ষার নিমিত্তে কেন স্ত্রী এবং পুত্র ও রাজ্য আর আত্ম প্রাণ নষ্ট করিবা? আমাকে ত্যাগ কর। হম্বীরদেব রাজা কহিলেন, হে মহিমাসাহ, তুমি আমাকে এ কথা কহিও না; নশ্বর যে ভৌতিক শরীর, তাহাতে যদি চিরস্থায়ি যশ লভ্য হয়, তবে কোন্ জন তাহা ত্যাগ করিতে বাসনা করে, যদি তুমি আমার কথা মান্য কর, তবে তোমাকে নির্ভয় স্থানে পাঠাইতে পারি। যবন সেনাপতি উত্তর করিল, আপনি আমাকে এ প্রকার আজ্ঞা করিবেন না; আমি সর্ব্বাগ্রে বিপক্ষের মস্তকে খড়্গ প্রহার করিব, কিন্তু স্ত্রীলোক-দিগকে দুর্গের বাহির করুন। স্ত্রী সকল প্রত্যুত্তর করিলেন, আমাদের স্বামী শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে স্বর্গযাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, আমরা তাঁহা ব্যতিরেকে কি প্রকারে পৃথিবীতে থাকিব; যেমন লতা সকল বৃক্ষ ব্যতিরেকে অবস্থিতি করে না, সেই রূপ স্ত্রী লোক পতি ব্যতিরেকে জীবদ্দশায় থাকিবে না। সংসারের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রীদিগের প্রাণ স্বামির জীবনানুগত হয়; তন্নিমিত্তে আমরা বীরপত্নীর উপযুক্ত কার্য্য যে অগ্নি প্রবেশ, তাহাই করিব, যেহেতুক হম্বীরদেব রাজার পরার্থে প্রাণত্যাগ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং বীরগণের সংগ্রাম অঙ্গীকৃত হইয়াছে; তদ্রূপ যোষিদ্বর্গেরও অগ্নিপ্রবেশ অভিমত হইয়াছে। অনন্তর প্রভাতে উপস্থিত যুদ্ধে রাজা হম্বীরদেব সন্নাহযুক্ত হইয়া হস্তিতে আরোহণ করিয়া উত্তম যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া পরাক্রম করত দুর্গহইতে বহির্গমন করিলেন। পরে খড়্গপ্রহা-রে বিপক্ষের সৈন্য এবং হস্তী ও অশ্বসমূহকে নিপাত করিয়া এবং পদাতিদিগকে সংহার করিয়া সেনাগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক কবন্ধবর্গকে নৃত্য করাইলেন, এবং রুধিরধারাপ্রবাহেতে পৃথিবী ভূষিতা করিয়া, এবং বাণেতে বিক্ষতশরীর হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে হস্তিপৃষ্ঠহইতে ভূমিতে পড়ি-লেন, এবং শরীর ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্যমণ্ডলে লীন হইলেন। সেই কালে পণ্ডিতেরা কহিলেন, যে উত্তম প্রসাদ ও অনুপম গুণ বশীভূতা

যুবতি স্ত্রী আর বহু সম্পত্তি সহিত রাজ্য ইহার এক বস্তুও কেহ ত্যাগ করিতে পারে না; রাজা হম্বীরদেব এই সকল সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে রণে পতিত হইলেন।

II.—*The Hero of Truth.*

অথ সত্যবীর কথা।

কলিকালে লোক সকল কামাদিতে মগ্ন হইয়া মিথ্যাবাদী হইবেন, কিন্তু সত্যবীরের কথা শ্রবণ করিয়া সকল পাপহইতে মুক্ত হইবেন।

পূর্ব্ব কালে হস্তিনা নগরে মহামদ নামে এক যবনরাজ ছিলেন, তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল শাসন করিয়া রাজ্য করেন। মহামদের ঐশ্বর্য্যাসহনশীল কাফর রাজ সৈন্যসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া মহামদের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার নিকটে গেলেন। যবনেশ্বর কাফর রাজকে নিকটোপস্থিত জানিয়া বাহ্লীক দেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ ২ অশ্বোত্তমেতে পরিবৃত হইয়া নগরোপান্তে গিয়া সমর স্বীকার করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষের যুদ্ধে যবনরাজের যোদ্ধা সকল কাফর রাজের বলবান বীরগণ কর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া রণভূমিহইতে পলায়ন করিল। পশ্চাৎ যেমত সিংহভয়েতে হস্তিযূথ পলায়ন করে, সেই প্রকার মরণভয়ে পলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনেশ্বর কহিতেছেন, হে আমার যোদ্ধা সকল, তোমাদের মধ্যে রাজা কিম্বা রাজপুত্র এমত কেহ নাহি যে সম্প্রতি অরিভয়েতে ভগ্ন আমার সেনাগণকে নিজ বাহুবলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে স্থির করিতে পারে? যবনস্বামির এই বাক্য শুনিয়া কর্ণাটজাতি নরসিংহদেব নামা রাজকুমার এবং চোহান জাতি চাচিকদেব নামে এক রাজপুত্র এই দুই জন রাজাকে নিবেদন করিলেন, হে স্বামিন্, নীচগামি সলিলপ্রায় শত্রুভয়ে পলায়মান যে তোমার সেনাগণ, তাহাদিগকে সম্প্রতি কে নিবারণ করিতে পারে? যদি আপনি এক ক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া এখানে পুনশ্চ আসিয়া দেখেন, তবে আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারে পরিচিত কিম্বা চিতাশায়ী করি। যবনাধিপতি কহিলেন তোমরাই সাধু, তোমাদের দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কোন্ পুরুষ এমত সাহস করিতে পারে? তাহার পর নরসিংহদেব সাহসে স্ফুরিতবাহু হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া এবং বিপক্ষবর্গের অলক্ষিত হইয়া কাফর রাজের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে নরসিংহদেব অতিশয় উদ্দীপ্ত শ্বেতচ্ছত্রের তলস্থিত কাফর রাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন।

কাফর রাজ সেই অস্ত্রপ্রহারেতে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িলেন। সেই কালে চাচিকদেব ভূতলে পতিত এবং ত্যক্তজীবন সেই কাফর রাজের মস্তক ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন। যবনরাজ ছিন্ন মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মস্তক কাহার? চাচিকদেব উত্তর করিলেন, এ মস্তক কাফর রাজের। যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ বীর কাফর রাজকে নষ্ট করিয়াছেন? চাচিকদেব উত্তর করিলেন, হে রাজাধিরাজ, অনুপম পরাক্রম এবং নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব কাফর রাজকে নষ্ট করিয়াছেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া কাফর রাজের শিরশ্ছেদন করিলাম। যবনস্বামী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, নরসিংহদেব কোথায় আছেন? চাচিকদেব কহিলেন, হে ভূপাল, কাফর রাজের সন্নিধিবর্ত্তী, এবং স্বামি সংহারজন্য কোপে কম্পিত কলেবর এমত বীরগণকর্ত্তৃক হন্যমান প্রায় নরসিংহদেবকে দেখিয়াছি; সম্প্রতি তিনি কোথায় গিয়াছেন এবং কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না। সেই ক্ষণে যবনেশ্বর হতনায়ক এবং পলায়মান শত্রুসেনা সকলকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্গামি নিজ সেনাগণকে কহিলেন, হে আমার যোদ্ধাগণ, তোমরা কেন শত্রুসেনাগণকে নষ্ট করিতেছ? সম্প্রতি আমার রাজ্য রক্ষাকর্ত্তা এবং কাফর রাজান্তক যে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব, তাঁহাকে আনিয়া দেও। পরে যবনরাজ অনুসন্ধান করিয়া অনেক নারাচাস্ত্রপ্রহারেতে ছিন্নভিন্ন শরীর এবং গলিত রুধিরের সহস্র ২ ধারাতে স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায় ও অতিশয় বেদনাতে মূর্চ্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোটকহইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরসিংহদেব, তুমি বাঁচিবা? নরসিংহদেব উত্তর করিলেন, হে রাজাধিরাজ, আমি যাহা করিয়াছি, আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন? নরপতি প্রত্যুত্তর করিলেন, চাচিকদেব কহিলেন যে তুমি আমার শত্রু বিনাশ করিয়াছ, তাহাতেই আমি তোমার সমস্ত কার্য্য জানিয়াছি। নরসিংহদেব কহিলেন, আমি যাঁহার হিতেচ্ছাতে অতিশয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলাম, যদি তিনি সে সকল জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাতেই আমার শ্রমরূপ বৃক্ষ ফলবান হইল, অতএব আমি দীর্ঘজীবী হইব। তদনন্তর যবনরাজ নরসিংহদেবের শরীরে অতিশয় মগ্ন বাণ সকল উদ্ধার করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন ও পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে নরসিংহকে অক্ষত শরীর করিলেন। পরে যবনরাজ সহস্র ২ উত্তমাশ্ব ও লক্ষ ২ স্বর্ণছত্র এবং চামর আর অনেক অর্থ দিয়া নরসিংহদেবের পুরস্কার করিলেন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া নরসিংহদেব যবনরাজকে নিবেদন করিলেন, হে রাজাধিরাজ, যুদ্ধ করা রাজপুত্রদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমি কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিলাম যে আমার এতাদৃশ সম্মান করিলেন? সে যে হউক, যদি

আমার পুরস্কার বিহিত হইল, তবে চাচিকদেবের সম্মান করুন, তিনি সত্য প্রতিপালনের নিমিত্তে মহারাজের নিকটে শত্রুর মস্তক আনয়ন করিয়া আমার যশঃ প্রশংসা করিয়াছেন, স্বীয় পুরুষার্থ প্রকাশ করেন নাই; ইনি মারণচিহ্নরূপক শত্রুমস্তক আনিয়াও, আমি বৈরিবিনাশ করিয়াছি, ইহা কহেন নাই, তন্নিমিত্তে প্রথমত চাচিকদেবের পুরস্কার কর্ত্তব্য। পরে চাচিকদেব কহিলেন, হে রাজকুমার, আমার নিমিত্তে এ প্রকার বক্তব্য নহে, আমি কেন তোমার শৌর্য্যের ফল লইয়া পরের উচ্ছিষ্টভোগী হইব? তাহা শুনিয়া নরসিংহদেব কহিলেন, হে সত্যবীর চাচিকদেব, তুমি সাধু; তোমার এই সত্যতা হেতুক বুঝিলাম, তুমি পণ্ডিত এবং সতীপুত্র ও অতি প্রশংসনীয় মহাশয়। তদনন্তর যবনেশ্বর ঐ দুই রাজপুত্রের পরস্পরালাপে হৃষ্টচিত্ত হইয়া দুই রাজকুমারের তুল্য পুরস্কার করিলেন।

III.—*The Miser.*

অথ কৃপণ কথা।

কৃপণ লোক ধন দান করিতে পারে না, এবং ভোগ করিতেও পারে না, এই কারণ সকল লোকের অস্মরণীয় হইয়া কোন্ লোকের অপ্রিয় না হয়? অর্থাৎ সকলেরি অপ্রিয় হয়। সেই কৃপণের বিবরণ কহা যাইতেছে।

মথুরা নগরীতে গূঢ়ধন নামা এক বণিক অত্যন্ত কৃপণ ছিল। সে পিপ্পলীর বাণিজ্য করিয়া অতিশয় ধনবান হইল। এক সময়ে আসন্ন দুর্ভিক্ষ দেখিয়া এই চিন্তা করিল, যদি এই দুর্ভিক্ষেতে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারগণ আমার সকল অর্থ ভোজন করে, তবে সেই ধনশোকেতে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে; সে অতিমন্দ; যেহেতুক ধনবান পুরুষ যদি একাকী থাকে, তবে সেই সম্পত্তিই তাহার পরম মিত্র হয়; তদ্ভিন্ন যে সকল, তাহারা অনাত্মীয় হয়, যেহেতুক সংসারের মধ্যে যত বন্ধু আছে, সকলি ধনমূলক। অতএব নির্ধন হওয়া অনুচিত; সম্প্রতি অন্যের অদৃশ্য স্থানে সকল ধন রাখি; পশ্চাৎ অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তি চেষ্টা করিব, এই বিবেচনা করিয়া তাহা করিল। পণ্ডিতেরা সেই মত কহিয়াছেন, কৃপণ লোক ক্লেশ ও পাপাচরণ পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া এবং অপত্যাদি স্নেহ অল্পজ্ঞান করিয়া তদর্থে ধন ব্যয় করে না, এবং আপনিও কিছু ভোগ করিতে পারে না। অনন্তর এক সময় দুর্ভিক্ষ আগত হইলে সেই কৃপণ পরিবারদিগকে অন্নাভাবে ম্রিয়মাণ দেখিয়া কাহাকেও কিছু দিল না। তাহার পরিজনেরা কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া কিছু ধন যাচ্ঞা

করিলে সেই কৃপণ এক কবিতা পাঠ করিল, তাহার অর্থ এই, হে পরিবার সকল, শুন, কৃপণ লোকের ধনই প্রাণ, যদি তোমরা সেই ধন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তবে অপ্রাপ্তধনশোক যে আমার প্রাণ, তাহা কেন গ্রহণ না কর? অর্থাৎ আমার ধনগ্রহণ করাতেই প্রাণগ্রহণ সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কেবল প্রাণ গ্রহণ করিলে সে প্রাণ ধনশোক পাইবে না; অতএব ধনগ্রহণহইতে আমার প্রাণগ্রহণ করা ভাল। এই রূপ কেবল বাক্যব্যয়েতে তাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকলে পঞ্চত্ব পাইল। আপনিও অনশনেতে প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া বিবেচনা করিল, আমি যদি পুত্র কলত্রাদিকে স্বোপার্জ্জিত ধন দিলাম না, তবে নিজ জীবন রক্ষার্থে কেন ধন ভোজন করিব? এবং স্বজনহীন হইয়া জীবনে বা কি প্রয়োজন? এই বিবেচনাতে আত্ম প্রাণ রক্ষার্থেও ধন ব্যয় করিল না, কেবল উপবাসেতে দিন যাপন করিয়া অতি দুর্ব্বল হইল। সেই সময় তন্নগরবাসি দয়ালু পুরুষেরা ঐ বণিক্‌কে অতিক্ষীণ দেখিয়া কহিলেন, ধনসঙ্গে তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে, এমত অনুভব হইতেছে; তথাপি সেই অর্থ ব্যয় করিতে পার না। এমত ধনদ্বারা তুমি কি কার্য্য করিবা? অতএব তোমার মরণই উচিত, যেহেতুক কৃপণ লোক ধন উপার্জ্জন করিতে দুঃখ পায়, এবং ধনক্ষতি হইলে শোক পায়, এবং সেই অর্থের বিতরণজন্য ও ভোগজন্য যে সুখ তাহা প্রাপ্ত হয় না; না মরিলে যে ধন উৎসাহপূর্ব্বক দান করিতে পারে না, এবং ইচ্ছাক্রমে ভোগ করিতে পারে না, সঞ্চয়কর্ত্তার সেই ধন নিষ্ফল থাকে, এ অতি দুঃখের ও খেদের বিষয় হয়। ইহা শুনিয়া সেই গূঢ়ধন কহিল, হে নগরবাসি পুরুষেরা, আমাকে কি কহিতেছ? আমি অসুব্যয়েতেও বসুব্যয় স্বীকার করি না, অর্থাৎ প্রাণব্যয় করিতে পারি, কিন্তু ধনব্যয় করিতে পারি না। অনন্তর প্রতিবাসি পুরুষেরা কহিলেন, তবে তুমি পঞ্চত্ব পাইলে রাজা কিম্বা চোর তোমার ধনগ্রহণ করিবেন। বণিক কহিল, অন্য২ বুদ্ধিহীন জনের ধন অন্য লোক গ্রহণ করিতে পারে, আমি আপন ধন গলায় বাঁধিয়া মরিব, ইহা কহিয়া ধনের পোঁটলী লইয়া মরণার্থে গঙ্গাতীরে গেল। সেখানে এক নাবিককে সম্বোধন করিয়া কহিল, ও ভাই কৈবর্ত্ত, আমি আপনার কঠিন প্রাণ ত্যাগের বাসনা করিয়াও ত্যাগ করিতে পারি না, সম্প্রতি পরিজনের শোকেতে বড় ব্যাকুল হইয়াছি, আমাকে জলে মগ্ন করিয়া নষ্ট কর, আমি তোমাকে এক সুবর্ণমুদ্রা দিব। ধীবর কহিল, তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না, স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দেখাও। তদনন্তর বণিক কৈবর্ত্তকে স্বর্ণমুদ্রা দেখাইয়া এবং স্বয়ং পুনঃ২ দেখিয়া কহিল, হে ভাই নাবিক, আমি এই সকল স্বর্ণমুদ্রা বারম্বার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অতিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, ইহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যায় না, তুমি পুণ্যার্থে আমাকে নষ্ট করহ। নাবিক

সেই সকল সুবর্ণমুদ্রা দেখিয়া বলিল, ভাল, পুণ্যার্থেই তোমাকে নষ্ট করিব। ইহা কহিয়া সে ঐ গূঢ়ধন বণিককে জলে অত্যন্ত মগ্ন করিয়া মারিল, পরে সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চরিতার্থ হইল।

পণ্ডিতেরা কহেন, সকলের অনুপকারক এবং সকল ভোগেতে রহিত এমত যে কৃপণহস্তাগত ধন, এবং সেই বিষয়ে যে অবিবেচনা, সে কেবল ধনস্বামির হৃদয়ে খেদ জন্মায়, এবং অমঙ্গলদায়ক হয়, ও সকল যশ নষ্ট করে, আর গ্লানি জন্মায়।

IV.—*The indolent Man.*

অথ অলস কথা।

সকল কার্য্যের উদ্যোগের যে হেতু সেই উৎসাহ, তাহাকে জীবের ধর্ম্মবিশেষ কহা যায়। সেই উৎসাহহীন যে মনুষ্য সে অলস হয়। তাহার উদাহরণ এই।

মিথিলা নগরীতে বীরেশ্বর নামে এক রাজমন্ত্রী থাকেন, তিনি দানশীল, এবং অত্যন্ত দয়ালু, সকল দুর্গত ও অনাথ লোকদিগকে প্রতিদিন তাহাদের ইচ্ছামত আহার দান করেন, কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে অলস লোকদিগকে অন্ন এবং বস্ত্র দান করেন। যেহেতুক অলস লোক জঠরাগ্নিতে ব্যাকুল হইয়াও আলস্য প্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, অতএব অলস লোক সকল দুর্গতের মধ্যে প্রধান গণিত হইয়াছে, অথবা আলস্য পরম সুখস্থান তদাশ্রিতরূপে খ্যাত, যেহেতুক আলস্যমাত্রাবলম্বি পুরুষের অক্ষুব্ধ মন কোন বিষয়াকাঙ্ক্ষা করে না, এবং সে স্বয়ং কোন অভিলষিত কার্য্যে শ্রমযুক্ত হয় না, কেবল জঠরাগ্নি তাহার নিদ্রাজন্য সুখ নষ্ট করে, আমি এই বিবেচনা করি। পরে অনেক লোভী লোক অলসদের অভীষ্ট লাভ শুনিয়া সেখানে গিয়া অলসদিগের সহিত থাকিল, যেহেতুক স্বজাতীয়ের সহবাস সকলের সুখকর হয়, এবং স্বজাতীয়ের সুখ দেখিয়া কোন্ জীব সেখানে না যায়? পরে ধূর্ত্তেরা অলসদের সুখ দেখিয়া কৃত্রিম আলস্য প্রকাশ করিয়া সেখানে ভোজনদ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিল। পশ্চাৎ নিয়োগি পুরুষেরা অলসশালাতে অনেক দ্রব্য ব্যয় জানিয়া এই পরামর্শ করিল, স্বামী অলসদিগকে অক্ষম জানিয়া খাদ্য দ্রব্য দেন, কিন্তু অলসভিন্ন অন্য২ লোকও কপট করিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিতেছে, সে আমাদের বুদ্ধিভ্রম প্রযুক্ত, অতএব কেবল আমাদিগের দোষেতেই প্রচুর ধন নষ্ট হইতেছে, ইহাতে আমরা প্রত্যবায়ী হইব; অতএব সকল অলসদের পরীক্ষা করি। এই পরামর্শ করিয়া অলসেরা

যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল, সেই গৃহে অগ্নি দিয়া নিকটে থাকিল, তখন ঐ গৃহে শয়িত ধূর্ত্ত সকল গৃহেতে অতিশয় প্রজ্বলিতাগ্নি দেখিয়া ভয়েতে দূরে পলায়ন করিল। অল্পালস পুরুষেরাও পলায়ন করিল। প্রকৃত অলস চারি জন সেখানে শয়ন করিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল, এবং তাহাদের মধ্যে এক জন বস্ত্রেতে আপনার মুখ ঢাকিয়া বলিতেছে, ওহে ভাই, কি নিমিত্তে এই কোলাহল হইতেছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, আমি অনুভব করি, এই গৃহে অগ্নি লাগিয়া থাকিবে। তখন তৃতীয় অলস কহিতেছে, এখানে এমত ধার্ম্মিক লোক কেহ নাই যে আর্দ্র বস্ত্র কিম্বা আর্দ্র শয্যা করণক আমাদের শরীর আবৃত করে? চতুর্থ অলস ইহা শুনিয়া কহিল, ও বাচাল সকল, তোমরা কত কথা কহিতে পার? কি মৌনী হইয়া থাকিতে পার না? পশ্চাৎ নিয়োগি পুরুষেরা সেই চারি অলস লোকের পরস্পরালাপ শুনিয়া তাহাদিগের উপর অগ্নিপতনের ভয়েতে সেই চারি অলস লোকদের কেশাকর্ষণ করিয়া শীঘ্র গৃহের বাহিরে আনিলেন। অনন্তর নিয়োগী পুরুষেরা এক শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহার অর্থ এই, যেমত স্ত্রীলোকের স্বামী গতি, এবং বালকদিগের জননী গতি, সেই রূপ অলস লোকদিগের দয়ালু পুরুষই গতি, তদ্ব্যতিরেকে অন্য গতি নাই। পরে সেই নিয়োগী পুরুষেরা অলসদিগকে পূর্ব্বহইতে অধিক সামগ্রী দান করিতে লাগিলেন।

V.—*The ready witted Man.*

অথ সপ্রতিভ কথা।

উপস্থিত ব্যাপারে যাঁহার বুদ্ধি বিতর্কসংযুক্তা হইয়া স্ফূর্ত্তিমতী হয়, তাঁহাকে সপ্রতিভ কহা যায়। অথবা বুদ্ধির নূতন২ যে উন্মেষ তাহার নাম প্রতিভা, সেই প্রতিভাযুক্ত যে পুরুষ তাহার নাম সপ্রতিভ, তাহার ইতিহাস।

পূর্ব্বকালে পৃথু নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি এক সময়ে সুলোচনা নামে নিজ প্রেয়সীর সহিত মৃগয়ার কৌতুক দেখিতে রথারোহণ করিয়া ও চতুরঙ্গিনী সেনাতে বেষ্টিত হইয়া নগরের বাহিরে গেলেন। পশ্চাৎ এক বনমধ্যে উপস্থিত হইলে, সৈন্যেরা মৃগের অনুসন্ধান করিতে নানা দিগে গেল, রাজা রাণীর সহিত এক রথে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করত সদ্যোজাত এবং বস্ত্রখণ্ডোপরি শায়িত এক সুন্দর শিশুকে দেখিয়া রাণীকে কহিলেন, প্রিয়ে, আশ্চর্য্য দেখ; সিংহ ও ব্যাঘ্রেতে

ব্যাপ্ত এই বন, ইহার মধ্যে কি প্রকারে মনুষ্যশিশুর সঞ্চার হইল? রাজপত্নী কহিলেন, এই বালক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টিপ্রিয়, ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় করুণার্দ্র হইতেছে; হে নাথ, যদি তোমার আজ্ঞা হয়, তবে এই বালককে লইয়া গৃহে গিয়া পুত্রস্নেহেতে প্রতিপালন করি। রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আঃ পাপীয়সী, তুমি ঘৃণারহিতা, এবং অতি সাহসিকা, কি নিমিত্তে অজ্ঞাতজননীজনক এবং চণ্ডালশঙ্কাস্পদ এই যে বালক, ইহাকে তুমি অকারণ কোলে করিবা? রাজমহিষী কহিলেন, হে রাজন্, পুরুষ কখনও নিন্দনীয় হয় না, দশা নিন্দনীয়া হয়। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, পুরুষ কখনও নিন্দনীয় হয় না, দুর্দ্দশা নিন্দনীয়া হয়; বরং পুত্রের গুণেতে জননী রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা হন, এবং কাহার ললাটে বিধাতার কি প্রকার লিখন আছে, তাহাও জানিতে পারা যায় না, আর প্রশংসিত কুলব্যতিরেকে সামান্য বংশজাত বালকের এ প্রকার সৌন্দর্য্য হয় না; অতএব করুণাপ্রযুক্ত ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনন্তর রাজা মহিষীকে পুনঃ২ বারণ করিলেন, তথাপি রাণী বালক গ্রহণোদ্যতা হইয়া ভূপাল কর্তৃক তিরস্কৃতা হইলেন। ভূপালেরা স্বভাবত আজ্ঞাভঙ্গাসহিষ্ণু হন, এবং রাজপত্নীরাও সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা হন, এই প্রযুক্ত পরস্পর কলহ করিয়া রাজা রাণীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন, এবং রাণীকে রথহইতে অবরোহণ করাইয়া দিলেন। পরে রাজা সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, যে কেহ এই যে নীচানুরাগিণী দুর্ভগা স্ত্রী, ইহার সহিত গমন করিবে, আমি শত্রুর ন্যায় তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, জ্ঞাননাশক যে কোপ সে পুরুষের কোন্ দুরবস্থা না করে? অন্নব্যাঘাত এবং গৃহত্যাগ ও বলহানি আর সুহৃদ্ভেদ এই সকল অমঙ্গল করে। পশ্চাৎ রাজা সকল সেনার সহিত নিজ নগরে গেলেন। রাজপত্নী সেই নির্জ্জন বনমধ্যে অতিশয় ভীতা হইয়া এই চিন্তা করিলেন, নিষ্ঠুর পুরুষের পত্নীর পরিণামে এই রূপ দশাই হয়, অথবা এ চিন্তা বৃথা; আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি, সম্প্রতি তদনুসারে কার্য্য করি। এই বিবেচনা করিয়া শয়নীয় বস্ত্রের সহিত বালককে ক্রোড়ে লইয়া এবং দগ্ধারণ্যের ভস্মেতে আপনার বস্ত্র মলিন করিয়া ও শরীরহইতে সমুদায় ভূষণ খুলিয়া লইয়া এক দিগে গমন করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া হঠাৎ ব্রহ্মপুর নামে এক গ্রাম পাইলেন, সেখানে দয়াবতী এক ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে ভাগ্যবতি, আমি দরিদ্রের স্ত্রী, সপত্নীর নিমিত্তে দুঃখিতা হইয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবনরক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণী কহিলেন, তুমি দরিদ্রের বধূ নহ, কোন রাজপত্নী বট, যেহেতুক তোমার কর্ণদ্বয় কুণ্ডল ত্যাগ করিয়াছে, এবং বাহুদ্বয় রত্নাভরণ পরি-

ত্যাগ করিয়াছে, ও হারত্যাগের চিহ্নযুক্ত স্তনদ্বয়, আর পাদযুগল নূপুরহীন; সম্প্রতি ভূষণ ত্যাগ করিয়াছে যে তোমার সর্ব্বাঙ্গ, সে সৌন্দর্য্যদ্বারা এই নিবেদন করিতেছে, তুমি অবশ্য কোন রাজপত্নী বট, কিন্তু এখন আমার নিকটে তোমার অবস্থিতি করণে কোন বাধা নাই। পরে ঐ স্ত্রী ব্রাহ্মণীর আশ্রয়ে থাকিয়া বালকের প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন, এবং বিধানপূর্ব্বক ঐ বালকের বিশাখ এই নাম রাখিলেন। বিশাখ রাজ্ঞীকর্ত্তৃক পালিত হইয়া কৌমারদশা প্রাপ্ত হইলেন। পরে এক দিন রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পিতার নাম কি? রাণী উত্তর করিলেন, আমি তাহা জানি না। বিশাখ তাহা শুনিয়া কহিলেন, তুমি আমার জননী; যদি আপনি আমার পিতার নাম না জান, তবে আমি অমূলক বিশাখ, আর আমি অজ্ঞাতপিতৃক, তবে কি নিমিত্তে প্রাণ ধারণ করিব? যেহেতু পুত্র জন্মিলে পিতা আহ্লাদিত হন; আমি জন্মিয়াছি, ইহাতে কে আহ্লাদিত হইতেছেন? এবং জীবিত পুত্র পিতার তর্পণ করে, আমি জীবদ্দশায় থাকিয়া কাহার তর্পণ করিব? অতএব আমার জীবন অসার্থক। এই রূপ বিলাপ করত অতি কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী সেই মনস্বি বালককে মরণোদ্যত দেখিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল কহিলেন, যে হে পুত্র, এই সমুদায় বৃত্তান্ত শুন, এবং তোমার প্রতি স্নেহ করা এই যে অপরাধ, তাহাতে আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। বিশাখ সকল সম্বাদ শুনিয়া কহিল, আপনি এই প্রকার দুর্দ্দশা স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি আমাকে ত্যাগ করেন নাই, ইহাতে বুঝি যে আমিই তোমার দুর্দ্দশার কারণ, এবং আমার প্রতি তোমার মহতী প্রত্যাশা আছে, তন্নিমিত্তে পরিত্যাগযোগ্য যে প্রাণ, তাহা ত্যাগ করিব না, কেবল তোমার আশা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্তেই বাঁচিব। কহ, তুমি কোথায় আমাকে পাইয়াছ? যেহেতুক দেশ এবং কালের অনুসারে ও পূর্ব্বাপর জ্ঞানেতে জ্ঞাতব্য কার্য্য বিষয়ে পুরুষের বিবেচনা হইতে পারে; তাহাতে কোন্ পুরুষহইতে আমার জন্ম তাহা সেখানে গিয়া নিরূপণ করিব। পশ্চাৎ ঐ কুমার রাণীর সহিত গিয়া সকলারণ্য ভ্রমণ করিয়া এক সরোবর তীরস্থ সুখাসীন তপঃশীল নামা ঋষিকে দেখিয়া প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে মহাশয়, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি হেতু আসিয়াছ? পরে বিশাখ মুনিকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া ঋষি কহিলেন, যদি তোমার সেই সময়ের শয়নীয় বস্ত্র পাওয়া যায়, তবে তোমার পিতাকে ও মাতাকে জানিতে পারি। পরে কুমার রাণীর নিকটহইতে সেই বস্ত্রখণ্ড আনিয়া মুনিকে দেখাইলেন। মুনিও নিজ গৃহহইতে সেই বস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ড আনিয়া দেখাইলেন,

এবং উভয় খণ্ড নিরূপণ করিয়া এক বস্ত্রের দুই খণ্ড, ইহা নিশ্চয় করিয়া মুনি কিছু লজ্জিত হইয়া কহিলেন, হে কুমার, বৃত্তান্ত শুন। আমি তপস্যারম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া মনে করিলেন, যে বুঝি মুনি আমার ইন্দ্রত্ব লইবেন, ইহা ভাবিয়া আমার তপোভঙ্গের নিমিত্তে তিলোত্তমা বিদ্যাধরীকে আমার নিকটে পাঠাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, কমলের ন্যায় চক্ষু এমত রমণীয় কজ্জলমলিন কটাক্ষেতে কবলিতচিত্ত যে লোক, সে সদুপদেশ গ্রহণ করে না, ও ভয় গণনা করে না, ও প্রতিষ্ঠাভিলাষী হয় না। অতএব সেই স্ত্রীতে আমার ঔরসে তুমি জন্মিলা, তিলোত্তমা আমার তপস্যাভঙ্গেতে কৃতার্থা হইয়া নিজ পরিধানবস্ত্র দুই ভাগ করিয়া স্মরণার্থে আমাকে অর্দ্ধবস্ত্র দিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে শয্যা করিয়া তোমাকে শয়ন করাইয়া আপনি বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া স্বর্গে গেল। তখন বিশাখ জানিলেন, যে দেবকন্যার গর্ভে এবং মুনির ঔরসে আমি জন্মিয়াছি; ইহাতে পরম হৃষ্ট হইয়া মুনির বরপ্রাপ্ত হইয়া সুলোচনার সহিত পৃথু রাজের নগরে উপস্থিত হইলেন, সেখানে কোন লোকের গৃহে সুলোচনাকে গোপনে রাখিয়া আপনি সেবকরূপে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং পৃথু রাজের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সপ্রতিভ ও সর্ব্বধারাতে চতুর সেই কুমার ক্রমেতে রাজার দ্বারপাল হইলেন। পরে দ্বারির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রতাপে ও উপকারদ্বারা এবং দানেতে অধিকারস্থ সকল লোককে এবং যোদ্ধাগণকে আপন বশীভূত করিয়া সুলোচনাকে কহিলেন, হে জননি, তোমার কি ইচ্ছা? তাহা কহিলে সেই রূপ করি। সুলোচনা দেবী কহিলেন, হে পুত্র, যদি পার, তবে পৃথু রাজকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আমার নিকটে আনিয়া দেও। বিশাখ কহিলেন, এই কর্ম্ম আমার অনায়াসসাধ্য। পরে বিশাখ নিজানুরক্ত শৃঙ্খলহস্ত তিন চারি জনকে সঙ্গে লইয়া আপনি খড়্গহস্ত হইয়া রাজার সকল কর্ম্মাবসর দেখিয়া সভাসদ কএক পুরুষকে কহিলেন, হে সভাসদেরা, আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে তোমরা আমার সহিত এক কার্য্যোদ্যোগী হও, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এক পুরুষ আমার অনাত্মীয় আছে, সে যদি হস্ত পাদাদি চালন করে, তবে এই খড়্গেতে তাহাকে শীঘ্র নষ্ট করিব; সম্প্রতি আমি রাজাকে বাঁধিতেছি। ইহা কহিয়া শৃঙ্খলহস্ত পুরুষদ্বারা রাজাকে বাঁধিয়া সিংহাসনহইতে নামাইলেন। অনেক সভাসদ দেখিলেন যে অন্য ২ লোক এই কার্য্যে একপরামর্শ হইয়া কৃতসন্ধান হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহারা রাজার রক্ষার্থে কেহ অস্ত্রধারণ করিলেন না। পরে বিশাখ সহচর পুরুষদের আয়োজনেতে রাজা হইয়া কিঞ্চিৎ পরে বদ্ধ পৃথু রাজকে সুলোচনার নিকটে লইয়া গেলেন। সুলোচনা রাজাকে দেখিয়া পরম হৃষ্টা হইয়া কহিলেন, হে মহারাজাধিরাজ,

আমাকে চিনিতে পার? পরে নৃপতি কহিলেন, হে মহিষি, আমি তোমাকে জানিলাম, তুমি আমার পত্নী। সুলোচনা পুনর্ব্বার কহিলেন, এই বিশাখকে চিন? রাজা কহিলেন, আমি ইহাকে জানি না। রাজ্ঞী কহিলেন, যাহাকে দেখিয়া আমি কহিয়াছিলাম, যে দশা নিন্দনীয়া হয়, পুরুষ কখন নিন্দনীয় হয় না, সেই শিশু এমত ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে, যে তৎকর্ত্তৃক তুমি বদ্ধ হইয়াছ। এই কথাতে রাজা লজ্জিত হইয়া রাণীকে অনেক স্তব করিলেন, এবং রাণীর অনুগ্রহেতে পুনর্ব্বার সেই রাজ্যের রাজা হইলেন। অনন্তর বিশাখ ও রাণী রাজার অন্তঃপুরে গেলেন। বিশাখ রাজাতে পিতৃভক্তি প্রকাশ করিয়া যুবরাজ হইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, বিশাখ সৈন্য ব্যতিরেকে এবং ধনব্যতিরেকে ও বিনা স্নেহকারক বান্ধবেতে কেবল বুদ্ধিদ্বারা পৃথুরাজকে জয় করিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং রাজমহিষীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া রাজা ও রাণীর পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করাইলেন। অনন্তর সেই বিশাখ পৃথিবীমধ্যে অতি খ্যাত্যাপন্ন হইয়া আত্ম প্রতিভা হেতুক রাজমন্ত্রী হইলেন। সেই বিশাখের পুরুষকারের বিবরণ নীতিসর্ব্বস্ব পুস্তকে এবং মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থে লিখিত আছে, সেই সকল গ্রন্থ অদ্যাপি চলিতেছে, এবং তাহার ইতিহাস অদ্যাপি প্রকাশ পাইতেছে।

VI.—*The quick-witted Man.*

অথ মেধাবি কথা।

যিনি একবার উক্ত যে বিষয় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, এবং শ্রুত বৃত্তান্ত কখন বিস্মৃত হন না, তাঁহার বুদ্ধি যদি এই প্রকার ধারণাবতী হয়, তবে সেই পুরুষকে মেধাবী কহা যায়; তাহার উদাহরণ এই।

গৌড় দেশে শ্রীহর্ষনামা এক পণ্ডিত অতিশয় কবি ছিলেন। এক সময়ে তিনি নলচরিত্র নামে এক কাব্য রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন, যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং গুণালঙ্কারযুক্ত এই প্রকার যে কাব্য সে কবিদিগের যশের নিমিত্তে হয়, তদ্ভিন্ন যে কাব্য সে উপহাসের নিমিত্তে হয়; অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিবে, এবং সভার মধ্যে কবিতাবেত্তাদিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে। যে কাব্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ না করেন, সে কাব্যেতে কবির কি ফল? পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিতসমাজের উদ্দেশে বারাণসী গেলেন, সেখানে গিয়া কল্কোক নামা পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। কল্কোক

পণ্ডিত সংসার সুখে বিরক্ত সর্ব্বদা তপস্যাতে থাকেন, মধ্যাহ্নকালে স্নানার্থে যখন মণিকর্ণিকাতে গমন করেন, সেই সময় পথিমধ্যে গমন করত ঐ কাব্য শ্রবণ করেন। শ্রীহর্ষ প্রতিদিন সেই পণ্ডিতের সহিত যাইয়া স্বকৃত কাব্য শুবণ করান, কিন্তু কোন উত্তর পান না; এই নিমিত্তে এক দিন পণ্ডিতকে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমি এই কাব্যেতে অনেক পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার পরীক্ষার নিমিত্তে পণ্ডিতজ্ঞানে তোমার উদ্দেশে এবং স্বদেশীয় বাৎসল্যেতে অনেক দূরহইতে তোমার নিকটে আসিয়াছি, এবং কাব্যের সদসদ্বিবেচনা হওনের প্রত্যাশাতে পথে যাতায়াত করিয়া তোমাকে শুনাইতেছি, আপনি কাব্য শুনিয়া কিছু নিন্দা করেন না, প্রশংসাও করেন না, ইহাতে এই অনুভব করি যে আপনি কাব্যের মধ্যে কর্ণার্পণ করেন না। কক্কোক পণ্ডিত উত্তর করিলেন, আমি কি প্রকারে কর্ণার্পণ করিলাম না? সম্পূর্ণ কাব্য শ্রবণ করিয়া শব্দের এবং অর্থের সদসদ্বিবেচনা করিয়া ও সন্দর্ভশুদ্ধি জানিয়া বিশেষ কহিব, এই ইচ্ছাতে কিছু কহি নাই। এই কাব্য আমি শুনিয়াছি এবং মনেতে ধারণ করিয়াছি; যদি তুমি প্রত্যয় না কর, তবে শ্রবণ কর। ইহা কহিয়া কাব্যের শ্রুত যে শ্লোক সকল সেই সমুদায় পাঠ করিলেন। শ্রীহর্ষ তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং আনন্দিত হইয়া কক্কোক পণ্ডিতের পাদদ্বয়ে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে কক্কোক মহাশয়, আমি তোমার মেধামহত্ত্বে অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। কক্কোক পণ্ডিত সেই কাব্যের গুণের প্রশংসা করিয়া এবং দোষের সমাধান করিয়া এবং বিশেষ ২ অর্থ কহিয়া শ্রীহর্ষকে সহর্ষ করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে গুণজ্ঞ লোকেরা দোষ গ্রহণ না করিয়া যে ২ গুণ তাহাই গ্রহণ করেন; যেমত ভ্রমর কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের পুষ্পেতে মধুপান করিতে না পারিয়াও গন্ধ গ্রহণ করে।

VII.—*The intelligent Man.*

অথ সুবুদ্ধি কথা।

যে পুরুষের মেধা এবং প্রতিভা ও বুদ্ধি এই সকল গুরুতরা হয়, এবং যিনি সন্দেহভঞ্জনক্ষম হন, তিনিই সুবুদ্ধিরূপে খ্যাত হন। তাহার উদাহরণ।

মিথিলা নগরীতে কর্ণাট কুলসম্ভব হরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সভাতে সাঙ্খ্য শাস্ত্রবেত্তা এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্রে কুশল গণেশ্বর নামা এক মন্ত্রী ছিলেন। দেবগিরির রাজা রামদেব ঐ মন্ত্রির

নানা প্রকার সুবুদ্ধিতা শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া চিন্তা করিলেন, কি হেতু ভূমিনিবাসি গণেশ্বরের বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি শুনিতে পাই? ভাল, সকল নিরূপণ করিতেছি। ইহা ভাবিয়া রামদেব নরপতি হরসিংহ রাজার সহিত মিত্রতা করিলেন; যেহেতুক যাঁহাদের ক্রিয়ার স্থিরতা থাকে এবং যাঁহারা শূর ও মহাত্মা হন, সেই প্রকার সদৃশ লোকদের পরস্পর যে প্রীতি, সে কল্পলতার ন্যায় আচরণ করে। অপর কোষ এবং সৈন্য নষ্ট হইলেও আর ভৃত্য বিকারপ্রাপ্ত হইলেও যদি সদ্বংশজাত লোকের সহিত মিত্রতা থাকে, তবে সেই মিত্রতা কল্প বৃক্ষের মত ব্যবহার করে, অর্থাৎ মিত্রের অভিলষিত ফলপ্রদ হয়। অনন্তর উভয় পক্ষের উপঢৌকনদ্বারা সৌহৃদ্য হইলে রাজা রামদেব হরসিংহ রাজার নিকটে লিখনদ্বারা এই প্রার্থনা করিলেন, সন্দেহ নিরাসার্থ এক বুদ্ধিমান এবং এক মূর্খ, এই দুই লোককে আমার নিকটে পাঠাইবেন। হরসিংহ রাজা সেই লিখন দেখিয়া পাঠ করিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন, যেহেতুক মিত্রের বাক্য অলঙ্ঘ্য, সম্প্রতি কোন্ বুদ্ধিমানকে এবং কোন্ মূর্খকে পাঠাইব? এতদ্রূপ চিন্তাব্যাকুল রাজাকে দেখিয়া গণেশ্বর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্, তোমার কি চিন্তা? রাজা উত্তর করিলেন, মিত্রের আজ্ঞা নির্ব্বাহ করণের অসঙ্গতি দেখিয়া লজ্জা হইতেছে, কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষকে, ও কোন্ মূর্খকেই বা পাঠান যাইবে, ইহা চিন্তা করিতেছি। মন্ত্রী কহিলেন, হে মহারাজ, কোন পুরুষকে পাঠাইতে হইবে না। রাজা কহিলেন, আঃ, মিত্রের প্রার্থনা কি ভঙ্গ হইবে? মন্ত্রিরাজ কহিলেন, হে ভূপাল, তোমার মিত্রের প্রার্থনা সিদ্ধি হইবে, যেহেতুক রামদেব রাজার দেবগিরির রাজ্যেতে কি দুর্লভ সামগ্রী আছে? অনেক পণ্ডিত আছেন, অনেক মূর্খও আছে, সেই হেতুক এখানহইতে পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ লোককে পাঠাইলে তাঁহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আমি এই বিতর্ক করি, রামদেব রাজা পণ্ডিত এবং অতিশয় কৌতুকী, ঐ প্রকার দুই পুরুষ যাজ্ঞাছলে তোমার মন্ত্রী যে আমি, আমি পণ্ডিতকে আর মূর্খকে জানিতে পারি কি না, আমার এই পরীক্ষা করিবেন। অতএব হে নরেন্দ্র, আপনি এই উত্তর লিখিবেন, বুদ্ধিমান লোক এ রাজ্যে নাই, এবং তোমার অধিকারের মধ্যেও দেখি না; বারাণসীতে এবং অন্য২ পুণ্যতীর্থে বুদ্ধিমানের অনুসন্ধান করিবেন। উত্তম বুদ্ধির ফল এই যে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয়, অতএব ইন্দ্রজাল সদৃশ যে সাংসারিক ব্যাপার, তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোক কি নিমিত্তে অবস্থিতি করিবেন? তিনি কোন নির্জ্জন স্থানে আর গিরিগহ্বরে যোগাবলম্বন করিয়া থাকিবেন। তদ্ভিন্ন যে মূর্খ লোক, সে সর্ব্বত্র সুলভ, সেই অবস্তুর প্রেরণে কি ফল? অতএব তাহার পরিচায়ক চিহ্ন লি-

শিতেছি। ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সকল মনুষ্যের হস্ত পাদাদি সমান হয়, ইহাতে যে ব্যক্তি সকল লোক কর্তৃক নিন্দিত হয় সেই মূর্খ। অপর মানব জন্মপ্রাপ্ত হইয়া যে লোক পুণ্যসঞ্চয় না করে এবং যশ উপার্জ্জন না করে, তাহাকেই মূর্খ কহা যায়। রাজা হরসিংহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তাহাই কর। গণেশ্বর মন্ত্রী ঐ পরামর্শ পূর্ব্বক রামদেব রাজাকে সেই রূপ উত্তর লিখিলেন। রাজা রামদেব সেই পত্র পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সভাসদ সমাজের মধ্যে হরসিংহ রাজাকে এবং গণেশ্বর মন্ত্রিকে এই রূপ অনেক প্রশংসা করিলেন, সাধু রাজা সাধু, যেহেতুক তাঁহার রাজনীতিরূপা যে নদী তাহার কর্ণধারস্বরূপ এবং ধর্ম্মজ্ঞ এই গণেশ্বর মন্ত্রী আছেন। সেই কালে রাজা রামদেব এক শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহার অর্থ এই, যেমত পণ্ডিতেরা গণেশের গুণসমূহ গনণা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং লোকেরা সমুদ্রের সমুদায় জল কলসদ্বারা উঠাইতে প্রবৃত্ত হন, অর্থাৎ শেষ করিতে পারে না, সেই মত কোন ব্যক্তি ঐ গণেশ্বর মন্ত্রির গুণগ্রামের সংখ্যা কথনে প্রবৃত্ত হইয়া সকল কহিতে পারে না, এবং যাহার যাবল্লৌকিক কর্ম্মে ও বৈদিক কর্ম্মে অতিশয় নিপুণতা আছে, এবং চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশ এবম্ভূত যে সেই গণেশ্বর মন্ত্রী, তিনি জয়যুক্ত হউন।

VIII.—*The Deceiver.*

অথ বঞ্চক কথা।

যে লোক কুক্রিয়াতে নিপুণ, এবং যাহার বাক্য অতি মৃদু, আর কার্য্য অতি কুৎসিত, সেই পরচিত্তাপহারক লোক বঞ্চক রূপে খ্যাত হয়। তাহার উদাহরণ এই।

গোদাবরী নদীতীরে বিশালা নামে এক নগরী, তাহাতে সমুদ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন নামা. তিনি অত্যন্ত সরলহৃদয়, তাঁহাকে দেখিয়া সেই নগরবাসী কোন বঞ্চক বণিক রাজপুত্রের ধনাপহরণে চিন্তা করিল। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেমত মৃগ সকল ব্যাঘ্রের ভক্ষণীয় হয়, এবং সর্পেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হয়, এবং অন্য পক্ষিগণ সাঁচান পক্ষির ভক্ষ্য হয়, সেই প্রকার সাধু লোক কুলোকের ভক্ষণীয় হন। অতএব বণিক বিবেচনা করিল, এই রাজকুমার অতি সুপ্রকৃতি, ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে, সেই কারণ ইহার উপাসনা করি। পরে বণিক সেই রাজপুত্রের সেবা করিতে লাগিল। তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জ্জনের প্রকৃতি, প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা

হয়। বণিক সেই প্রকৃতিদ্বারা সেবা করত নানোপাসনাতে রাজকুমারকে বশীভূত করিল। অনন্তর সেই বঞ্চক চিন্তা করিল, যদি কোন উপায়েতে এই রাজকুমারকে দেশান্তরে লইয়া যাইতে পারি, তবে ইহার ভাণ্ডারের যে২ উৎকৃষ্ট রত্ন, তাহা গ্রহণ করিতে পারিব। পশ্চাৎ বঞ্চক নানা বিশ্বস্ত বাক্যকরণক কৌতুক প্রস্তাবে অন্য দেশের নানা মনোহর কথা কহিতে লাগিল, এবং সেই কথা শ্রবণেতে সন্তুষ্ট রাজকুমারকে কহিল, হে কুমার তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছ; কিন্তু নিত্য সুলভা অথচ উপভুক্তা যে স্ত্রী তাহাতে এবং অন্য২ যে ভোগ্য বস্তু তদ্দ্বারা তোমার কি সুখ হইতে পারে? দেশান্তরেই সুখানুভব হইতে পারে; যেখানে প্রতিদিন অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন হয়, এবং অভুক্ত দ্রব্যের ভোজন ও অননুভূত বস্তুর অনুভব হয়, সেই স্থানের বৃত্তান্ত সকল কহিতেছি, তুমি শুন। প্রফুল্ল সরসীরুহ সংযুক্ত সরোবর সকল, ও ষটপদসহিত যে কুসুম তাহাতে শোভিত লতা সকল ও তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত বন, এবং সুবর্ণ ও রত্নেতে বিচিত্রিত নিতম্ব দেশ এমত পর্ব্বত সমূহ, আর অত্যুচ্চ অট্টালিকাদি সহিত নগর, এবং নানা প্রকার কেলিকুশলা রমণী, আর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এমত যোদ্ধাগণ, এই সমুদায় দ্রব্য কোন বুদ্ধিমান লোক নানা দেশ ভ্রমণ না করিয়া দেখিতে পান? চন্দ্রসেন ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন, হে সখে, কি রূপে দেশান্তর দর্শন করিব, তন্নিমিত্তে আমার মহোদ্বেগ হইতেছে। বণিক কহিল, ভারেতে অল্প তথাচ মহামূল্য এমত ধনেতে বিদেশ দর্শন হইতে পারে। যদি তোমার মনঃ স্থির হয়, তবে তুমি রাজপুত্র বট, এবং তোমার অনেক ধন আছে, অন্তঃকরণ নিতান্ত স্থির কর, তবে অবশ্য সিদ্ধ হইবে। রাজপুত্র কহিলেন, হে মিত্র, আমি মনঃস্থির করিয়াছি। সেই সময়ে বঞ্চক বণিক বলিতেছে, যদি এই পরামর্শ অন্য লোকের কর্ণপথগামী না হয়, এবং কেহ বিতর্ক করিতে না পারে, তবে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। যুবরাজ কহিলেন, কেহ বিতর্ক করিতে পারিবে না। তদনন্তর ঐ বঞ্চক দেশান্তর দর্শনোৎসুক এবং নানা প্রকার অর্থসহিত রাজকুমারকে লইয়া ছলেতে অন্য দেশে চলিল, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেনাগণ কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া ফিরিয়া আইল। পরে রাজকুমার আর বঞ্চক এই দুই জন উত্তম অশ্বারোহণ করিয়া কোন দিগে গেলেন। পশ্চাৎ রাজকুমার দূরগমনে পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া কোন বনমধ্যে জলসমীপস্থ এক বৃহদ্বৃক্ষ দেখিয়া অশ্বহইতে নামিয়া সেই বৃক্ষের ছায়াতে বসিলেন। রাজকুমার স্বভাবতঃ সুখাভিলাষী, অতএব জলপান করিয়া ছায়ার মধ্যে তৃণশয্যাতে নিদ্রা গেলেন। বঞ্চক যুবরাজকে নিদ্রিত দেখিয়া মনে করিল, যে আমার কার্য্য সাধনের সময় এই। পরে ঐ দুরাত্মা বণিক রা-

জপুত্রের পাদসেবা করিতে২ তাঁহাকে অতিশয় নিদ্রিত বুঝিয়া লতাতে বন্ধন করিল, পশ্চাৎ লতাবদ্ধ সেই রাজকুমারের জনয়ারোহণ করিয়া শস্ত্রেতে দুই চক্ষু বিদ্ধ করিল। যখন রাজকুমার, হে মিত্র, আমাকে রক্ষা কর, এই বাক্য কহিতে লাগিলেন, সেই সময়ে বঞ্চক সকল ধন ও তুরগদ্বয় লইয়া কৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করিল। রাজকুমার সেই অরণ্য মধ্যে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন, এবং নেত্রবেদনাতে কাতর হইয়া হস্তপাদাদি নিক্ষেপ করণেতে বন্ধনহইতে মুক্ত হইলেন। অনন্তর ক্লেশকাতর যুবরাজ বলহীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে পড়িলেন। সেই বৃক্ষোপরি এক বৃদ্ধ শুক বসতি করে, তাহার দুই পুত্র মহাশুক, তাহারা সঞ্চরণাসমর্থ বৃদ্ধ পিতাকে প্রতিদিন আহার আনিয়া দেয়। এক সময়ে ঐ দুই শুক বৃদ্ধ তাতকে কহিল, হে পিতঃ, আজি আমরা নর্ম্মদা নদীতীরে এক অদ্ভুত কষ্টস্থান দেখিয়াছি। বৃদ্ধ শুক জিজ্ঞাসা করিল সেই অদ্ভুত কি প্রকার দেখিয়াছ? তাহা কহ। পরে মহাশুকদ্বয় কহিতে লাগিল, নর্ম্মদা নদীতীরে মৃথিকাপুর নামে এক নগর, তাহাতে নীলরথ নামে এক ভূপতি, তাঁহার পুত্র চিত্ররথ নামা তিনি অন্ধ। বৈদ্যেরা তাঁহার চিকিৎসা করিতেছে, তথাপি তাহার অন্ধতা দূর হইল না, তন্নিমিত্তে তাঁহার রাজ্য রাত্রিকালে দীপরহিত গৃহের ন্যায় হইয়াছে, সেই অতিশয় কষ্ট স্থান অদ্য দেখিয়াছি। বৃদ্ধ শুক কহিল, হে পুত্রদ্বয়, নষ্ট চক্ষু প্রতিকারের নিমিত্তে এক ঔষধ আছে, কিন্তু তাহা বৈদ্যেরা জানেন না। দুই শুক জিজ্ঞাসা করিল, সে ভৈষজ্য কি রূপ? বৃদ্ধ শুক উত্তর করিতেছে, এই বৃক্ষের শুষ্ক অথবা আর্দ্র পুষ্পেতে অঞ্জন করিয়া যদি নেত্রেতে দেয়, তবে নষ্টনেত্র যে লোক সে সুলোচন হয়। তখন বৃক্ষতলস্থ রাজপুত্র চিন্তা করিলেন, অহো বিধাতা অনুকূল হইলেন, বিহঙ্গের কথাপ্রসঙ্গে পরচক্ষুর ঔষধের প্রস্তাবক্রমে ঔষধোপদেশ হইল, সে ঔষধও সম্প্রতি সুলভ বটে; এই বৃক্ষের পুষ্পেতে অঞ্জন করি। তখন যুবরাজ তাহা করিলে, প্রথমাঞ্জনেতে নেত্রের বেদনা দূর হইল, দ্বিতীয়াঞ্জনেতে তারা হইল, তৃতীয়াঞ্জনেতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি হইল। তদনন্তর কুমার হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন, যদি এই স্থলেই দুষ্ট মিত্রকৃত বিপত্তিহইতে উত্তীর্ণ হইলাম, তবে সম্প্রতি কি কর্ত্তব্য? এই দুরবস্থাতে যদি পুনর্ব্বার গৃহে যাই, তবে অন্য লোকের উপহাসস্থান হইব, এবং আপনার অযোগ্যতা প্রকাশ হইবে; সে মরণহইতেও অত্যন্ত মন্দ; সেই হেতুক এখানহইতে নিজালয়ে গমন করিব না। অনুভূত এই ঔষধ লইয়া মৃথিকাপুরে যাই এবং সেই চিত্ররথ নামা রাজপুত্রের নেত্ররোগের উপশম করি; তাহা হইলে রাজা নীলরথ আমার বাঞ্ছাসিদ্ধি করিবেন। যুবরাজ এই পরামর্শ করিয়া পথান্বেষণ করিয়া কিছু কালেতে

যূথিকাপুরে গেলেন। অনন্তর নীলরথ নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিত্ররথ নামে রাজকুমারের নেত্ররোগ শান্তি করিলেন। রাজা নীলরথ পরমহৃষ্ট হইয়া ঐ যুবরাজকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সমাগত রাজপুত্রের কথা ও গুণেতে ও শীলদ্বারা তাহার কুল জানিয়া চিত্ররথের কনিষ্ঠা ভগিনী চিত্রসেনাকে সেই রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন, এবং তাঁহাকে চতুর্ভাগৈক ভাগ রাজ্য দিলেন। তদবধি চন্দ্রসেন চন্দ্রবদনা চিত্রসেনা যে নিজ পত্নী, তাহার সহিত রাজ্য সুখানুভব করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে চন্দ্রসেন শ্বশুর মন্দিরে গমন করিতেছেন, এই সময় পথিমধ্যে আগমন করিতেছে যে সেই বঞ্চক বণিক তাহাকে হঠাৎ দেখিলেন, এবং দর্শনক্ষণেই ঘোটকহইতে অবরোহণ করিবামাত্র ঐ বঞ্চক দেখিল যে সেই রাজপুত্র এখানে আছেন; ইহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। চন্দ্রসেন পদাতিদ্বারা বঞ্চককে আনাইয়া আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মিত্র, তোমার মঙ্গল? তাহা শুনিয়া বণিক কিছু উত্তর করিল না। রাজপুত্র মিত্রলাভেতে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজমন্দিরে গমন ত্যাগ করিয়া সেই বণিকের সহিত নিজ মন্দিরে গিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিলেন। পরে রাজকুমার পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সখে, তুমি এত ধন লাভ করিয়া কেন এমত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ? বঞ্চক কহিতেছে ভো রাজকুমার, আমি স্বাভাবিক লুব্ধ বণিক, তোমার ধন লইয়া বাণিজ্যার্থে বৃহন্নৌকারোহণ করিয়া সাগর পারে গিয়াছিলাম। সেখানে ক্রীত বস্তু বিক্রয় করিয়া মূল ধনহইতে একশত গুণ লাভ পাইয়া তথাহইতে আসিতে সমুদ্রের তটের নিকটে আমার বৃহত্তরণী মগ্না হইল, তাহাতেই আমার সকল ধন নষ্ট হইল, এখন প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া আসিয়াছি। সে যে হউক, আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে অনেক অপরাধ করিয়াছি, তন্নিমিত্তে তুমি আমার প্রাণদণ্ড কর। রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মিত্র, কিছু ভয় করিবা না, তুমি আমার বন্ধু, অতএব যাবজ্জীবন প্রতিপাল্য হইবা, এবং আমি সম্প্রতি তোমারে অনেক ধন দিব, তাহাতেই তুমি স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারিবা। অনন্তর বণিক অতিশয় ভীত হইয়া উত্তর করিল, হে রাজনন্দন, আমার মন স্বীয়াপরাধে নিতান্ত দুষ্ট হইয়াছে, এই কারণ তোমার কথা প্রত্যয় করে না, আর তোমাতে আমার কিছু মিত্রানুরক্তি ছিল না। অতএব তুমি কি কারণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবা? চন্দ্রসেন বঞ্চকের কথা শুনিয়া কহিলেন, আমার কার্য্য আমার বশীভূত বটে, কিন্তু আমি তোমার কার্য্যের প্রভু হইতে পারি না, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি। তুমি তোমার কার্য্যের কর্ত্তা এবং তোমার পথও অনুগত আছে, যেমত যেচ্ছা তাহাই করিবা; কিন্তু আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া কোন্ ২ কার্য্য না করিয়াছি? দেখ,

স্বজনসহিত রাজ্য এবং বিপুলৈশ্বর্য্য এই সমুদায় ত্যাগ করিয়াছি, অতএব আত্মকার্য্যে আমার অধিকার আছে, কিন্তু পরব্যাপারে কিছু প্রভুত্ব নাই। বঞ্চক এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল, এবং সেই লজ্জাতে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। রাজ-পুত্র বণিকের মরণজন্য দুঃখেতে কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। চিত্রসেনা স্বামিকে কাতর দেখিয়া নিবেদন করিলেন, হে নাথ, এই ব্যক্তি কে? এবং কোথাহইতে আসিয়াছিল? আর কি প্রকারে মরিল? এবং আপনিই বা কি নিমিত্তে করুণা-পরাধীন হইয়া রোদন করিতেছেন? পশ্চাৎ চন্দ্রসেন উত্তর করিলেন, এই লোক পূর্ব্বে আমার সহিত অতি বৈশিষ্ট্যাচরণ করিয়াছেন, যেহেতুক আমার সর্ব্বস্বাপহারক যে এই লোক আমি ইহার আয়ত্ত ছিলাম, তথাপি আমাকে প্রাণের সহিত নষ্ট করেন নাই। চিত্রসেনা বৃত্তান্ত শুনিয়া নিবেদন করিলেন, হে স্বামিন্, এই মনুষ্য যে তোমাকে নষ্ট করে নাই, সে ইহার ভ্রান্তিক্রমে হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক হয় নাই। পরে চন্দ্রসেন কহিলেন, হে প্রিয়ে, এই লোক কুকর্ম্মকারী বটে, তথাপি আমি ইহাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করি, যেহেতুক পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লজ্জাতে সম্প্রতি মোহিত হইল। নীতিবেত্তারা এই রূপ কহিয়াছেন, যে লোক কুপথগামী হইয়াও কদাচিৎ লজ্জিত হয়, সে লোক শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অনভিজাত লোকের মনেতে কখনও লজ্জা হয় না। এই রূপ কথোপকথনের পর রাজকুমার ঐ বণিকের স্বজাতীয় লোকদ্বারা দাহ ও শ্রাদ্ধ করাইলেন; তথাপি বণিক লৌকিক অকীর্ত্তি ও মরণোত্তর নরকরূপ যে স্বকর্ম্মের ফল তাহা ভোগ করিল।

IX.—*The mean Man.*

অথ পিশুন কথা।

যে লোক আত্মোপকারকের দ্বেষ করে, এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে সাপরাধ জ্ঞান করে, ও আপনি সাপরাধ হইয়াও লজ্জিত হয় না, সেই পুরুষ পিশুনরূপে খ্যাত, এবং সে জগতের অপ্রিয় হয়। তা-হার উদাহরণ।

কুসুমপুর নামে এক নগর তাহাতে প্রধান মন্ত্রিকর্ত্তৃক অভিষিক্ত চন্দ্রগুপ্ত নামা এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার শাসিত রাজ্যেতে কোন ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করেন। কিছু দিনে ব্রাহ্মণীর এক পুত্র জন্মিল; পরে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। ব্রাহ্মণী শিশুপোষণাসামর্থ্য প্রযুক্ত সেই পুত্রকে ত্যাগ করিল, তাহাতেই শিশু অনাথ হইল। সেই সময় ব্রাহ্ম-

ণের প্রতিবাসী সোমদত্ত নামে এক বণিক ঐ শিশুকে দেখিয়া দয়াৰ্দ্রচিত্ত হইয়া এবং সেই স্থানহইতে বালককে আনিয়া নিজ ধনব্যয়েতে প্রতিপালন করিল, এবং ব্রাহ্মণদ্বারা তাহার সংস্কার করাইয়া কায়স্থদ্বারা বিদ্যাভ্যাস করাইল। এক সময়ে কোন দৈবজ্ঞ কায়স্থ গৃহে সেই বালককে দেখিয়া এক শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহার অর্থ এই, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জাত এবং বণিকের অন্নেতে বর্দ্ধিত আর কায়স্থহইতে লব্ধবিদ্য যে এই বালক, এ অবশ্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি হইবে। তদ্দিনাবধি সকল লোক ঐ বালককে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বণিক সেই দ্বিজবালকহইতে প্রত্যুপকার বাসনা করিয়া তাহাকে রাজসন্নিধানে রাখিল, এবং যে পর্য্যন্ত রাজা সেই ব্রাহ্মণপুত্রের আরাধ্য হইয়া প্রসন্ন না হইলেন, তাবৎ বণিক নিজ ধনেতে ঐ বিপ্রসন্তানকে প্রতিপালন করিল। পরে রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল হইলে ব্রাহ্মণও ধনপ্রাপ্ত হইল। তাহা দেখিয়া বণিক তৎপ্রতিপালনে উদাসীন হইল। ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বণিককে উদাসীন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে তাত, তুমি এ পর্য্যন্ত আমার প্রতিপালন করিলা, এখন কেন না কর? বণিক উত্তর করিল, ভাল, তুমি সম্প্রতি রাজানুগ্রহেতে অনেক ধন লাভ করিতেছ, এবং অনেকের প্রতিপালন করিতে পার; আমি বণিকজাতি, কেন আমাহইতে এখন আত্মপ্রতিপালনেচ্ছা কর? বরং তুমি আমাকে প্রতিপালন করিতে পার। সেই দুই জনের পরস্পর এতদ্রূপ কথোপকথন হইল, কিন্তু বণিক বিপ্রহইতে উপকারাকাঙ্ক্ষী এবং বিপ্র বণিকহইতে ধনগ্রহণাভিলাষী এই রূপেতে পরস্পর দুই জনের বৈরোৎপত্তি হইল। পরে ঐ ক্ষুদ্রবুদ্ধি কুপিত হইয়া কহিল, হে বণিকাধম, তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ? এ পর্য্যন্ত আমার ভরণ পোষণ করিয়া ইহার পর কিছুই করিবা না? আর তোমার যত ধন আছে, তাহা কি আমি জানি না? এবং তোমার ধনের সম্বাদ কি রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, না? ভাল, যদি আমাকে কিছু না দেও, তবে ভূপালকে অবশ্য দিব। এই রূপ বিরোধোক্তিতে এবং ক্ষুদ্রবুদ্ধির নানা কুচেষ্টাতে বণিক অতিভীত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ২ ধন দিতে লাগিল, তাহাতেই বণিক ক্রমে২ ক্ষীণধন হইল। বণিকপত্নী ভর্ত্তাকে নির্ধন এবং চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে স্বামিন্, এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ তোমার প্রতিপালিত, এবং সম্প্রতি অনেক ধনোপার্জ্জন করিতেছে, তথাপি তোমারে কিছু দেয় না, বরং তোমার স্থানে কিছু২ লইতেছে, তুমি কিহেতু তাহাকে ধন দেও? বণিক ভার্য্যার কথা শুনিয়া উত্তর করিল, এই দ্বিজ দুর্জ্জন; যদি ইহাকে কিছু না দি, তবে এই খল রাজসমীপে খলতা করিয়া আমার মন্দ করিবে, সেই ভয়েতে কিছু২ দিতেছি। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহি-

য়াছেন, যে পিশাচ এবং পিশুন ও কুক্কুর এই তিন স্বাভাবিক লোভী; অতএব মনুষ্য কালযাপন কামনাতে কিছু২ দিয়া ইহাদিগকে নিবারণ করিবে। বণিগ্বধূ এই কথা শুনিয়া কহিল, হে নাথ, এই ব্রাহ্মণ যদি পিশুন, তবে কেন ইহাকে প্রতিপালন করিলা? বণিক উত্তর করিলেন, প্রথমে পিশুনস্বরূপে ইহাকে জানিতে পারি নাই; যেমত কফাদি ধাতু সকল শরীরে নিত্য অবস্থিতি করে, তেমন দুর্জ্জনের শরীরেতে সর্ব্বদাই দোষ থাকে, কিন্তু বিধাতা দুর্জ্জনের শীলপরিচায়ক কোন লক্ষণ নির্ম্মাণ করেন নাই, যে তদ্দ্বারা দুর্জ্জনকে চিনিতে পারা যায়; দুর্জ্জন পরকৃত উপকার অমান্য করে, তাহাতেই দুর্জ্জনকে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু সে পরকৃত উপকার গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইলে পর তাহার পরিচয়েতে কি ফল হইতে পারে? বণিকপত্নী তাহা শুনিয়া কহিল, হে নাথ, পরিচয়ের এই ফল, যে সম্প্রতি তাহাকে ত্যাগ কর। বণিক্ তাহার উত্তর করিল, যেমত প্রবল ব্যাধি অতিশয় অনিষ্টকারী, এই কারণ লোকের অবশ্য পরিত্যাজ্য, কিন্তু তাহা কেহ এক কালে ত্যাগ করিতে পারে না, নানা চেষ্টায় ক্রমেতে পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার ইহাকে হঠাৎ ত্যাগ করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ২ দিয়া কাল যাপন করিতেছি, পশ্চাৎ অবশ্য পরিহার্য্য হইবে। পশ্চাৎ বণিগ্বধূ কহিল, দানেতে ও সম্মানেতে কিম্বা প্রীতিতে খল লোক প্রসন্ন হয় না, কেবল প্রত্যপকারেতে খল পরাভূত হইয়া প্রসন্ন হয়; অপর যে লোক খলের সহিত প্রীতি করে, খল তাহাকে অসমর্থ জ্ঞান করে; যে লোক খলকে কিছু দেয়, খল সেই দানকর্ত্তার নিকটে পৌনঃপুন্য যাচ্ঞা করে; কিন্তু যে লোক খলের প্রত্যপকার করে, খল সেই অপকর্ত্তার বশীভূত হইয়া মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে। বণিক হিতভাষিণী যে স্ত্রী তাহার বাক্য শুনিয়া কহিল, হে প্রিয়ে, আমি উৎকৃষ্ট কুটুম্বপরিবৃত এবং লজ্জাবাধিত, কিন্তু সেই খল লজ্জা ভয় বিবর্জ্জিত, অতএব আমার শক্তিতে সে কি প্রকারে পরাভূত হইবে? সে আমাদিগকে যে পরাভব না করে, সেই তাহার পরাভব। পরে বণিক্পত্নী কহিল, ভাল, দানদ্বারা তাহাকে কত কাল প্রতিপালন করিতে পারিবা? তন্নিমিত্তে আমি এই পরামর্শ কহিতেছি, আপনি রাজার নিকটে এই সকল কথা নিবেদন কর। যেমত ভূপতিদিগের সেনাই বল এবং কুবুদ্ধি লোকের কুক্রিয়ারূপ বল ও দরিদ্র লোকের সাধু লোকই বল, সেই প্রকার সল্লোকদিগের যাথার্থ্যই বল; অতএব যথার্থ নিবেদন করিলে রাজা অবশ্য ইহার বিচার করিবেন। বণিক উত্তর করিল, এ কর্ম্ম কেবল গুপ্তকথন, অতএব অকর্ত্তব্য। যেমত পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া খলের মস্তকে বেদনা হয় ও সেই দুশ্চরিত্রতাতে খল লোক জগতের অপ্রিয় হয়, তেমন মনুষ্য কোন প্রকারে পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলেই সে সকলের অপ্রিয় হয়, অত-

এব তাহার মন্দ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। বণিগ্বধূ জিজ্ঞাসা করিল, সে ব্রাহ্মণের খলতা কি প্রকার? বণিক বলিল, হে প্রিয়ে, শুন। সেই ব্রাহ্মণ সম্প্রতি রাজার নিকটে প্রধান মন্ত্রির এই প্রকার অপ্রশংসা করিতেছে, হে মহারাজ, প্রধান মন্ত্রী কোন প্রকারে তোমার কিছু হিতেচ্ছা করেন না। বণিক্‌পত্নী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, রাজা ইহা শুনিয়া কি কহিলেন? বণিক উত্তর করিল, রাজা ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে এই কহিলেন, চাণক্য নামে ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী আমার গুরু এবং অতি শ্রেষ্ঠ, আমার এই যে রাজ্য দেখিতেছ ইহা তিনি আমাকে দিয়াছেন; এবং যখন আমার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখনি আমার শত্রুবধে খড়্গ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহার প্রতি নিশ্চিন্ত আছি; অতএব কোন বিষয়ে চাণক্য মন্ত্রির বুদ্ধির ব্যভিচার নাই। আর তিনি আমার যে২ আপদ্ নিবারণ করিয়াছেন, তাহা শুন। আমার হিতের নিমিত্তে পর্ব্বতকেশ্বর রাজাকে এখানে আনিয়া নষ্ট করিয়াছেন, এবং নন্দ রাজাকে সবংশে নষ্ট করিয়াছেন, আর বিষকন্যা প্রভৃতি আমার যে২ আপদ্ সে সমস্ত নিবারণ করিয়াছেন, এবং আমাকে নিশ্চলা রাজলক্ষ্মী দান করিয়াছেন; আমার সেই সদ্গুরু যে চাণক্য কি নিমিত্তে তাঁহার বুদ্ধিভ্রম হইবে? বণিকের স্ত্রী এই সকল কথা শুনিয়া কহিল, সাধু রাজা চন্দ্রগুপ্ত, সাধু; পুরুষের গুণ আভিজাত্যকে অতিক্রমণ করে, অর্থাৎ পুরুষ উত্তম গুণেতে স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠ হয়, এবং রাজা সৎপ্রভু হইলে তাঁহার কর্ণপথগামী খলবাক্য কি করিতে পারে? হে নাথ, তাহার পর ক্ষুদ্রবুদ্ধি কি করিল? বণিক কহিতেছে, সেই নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ তথাপি রাজা ও মন্ত্রী এই দুই জনের অন্যোন্য সম্প্রীতির ভেদের নিমিত্তে তিন শ্লোক পাঠ করিল, তাহার অর্থ এই। যেমত নিদ্রিত লোকের ধন চোরেরা অপহরণ করে, সেই প্রকার যে রাজা নিজ কার্য্য স্বয়ং নিরীক্ষণ না করেন, তাঁহার সম্পত্তি অন্য লোকেরা ভোগ করে। অপর, সহস্র২ অমাত্যেতে এবং কোটি২ সৈন্যেতে পরিবৃত হইলেও রাজা স্বয়ং আপনার হিত চেষ্টা করিবেন। আরও কহিতেছি, রাজা সকলের বিনয়কারী হইলে সেই সকল লোক কুপথগামী হয়, আর সেই দুঃশীল মনুষ্যেরা কোন কারণেতে রাজার প্রিয় হয়, কিন্তু শেষে অমঙ্গল করে; এই প্রকার সূচকবাক্য কহিল, অর্থাৎ ঠকামি করিল। তাহাতে রাজা তাহাকে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিলেন, এবং এই সকল কথা শুনাইলেন, মন্ত্রী সকল কার্য্যের ভার বহন করেন, রাজা রাজ্যের সুখ ভোগ করেন; রাজা কার্য্যের ভার বহন করিলে মন্ত্রীই সুখভাগী হন। রাজার এই সকল বাক্যেতে সেই নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ ভগ্নোদ্যম হইয়া প্রধান মন্ত্রির নিকটে গিয়া কহিল, হে মন্ত্রিরাজ, রাজা চন্দ্রগুপ্ত তোমার অহিতকারী, ইহা তুমি জান? বণিকের

স্ত্রী স্বামিকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, ইহা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী কি কহিলেন? বণিক উত্তর করিল, মন্ত্রী সেই দুর্জ্জনের কথা শুনিয়া ধর্ম্মশীল রাজার প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। বণিগ্বধূ ইহা শুনিয়া কহিল, মন্ত্রিরা কিছু কুটিলাশয় হন, যেহেতুক খলের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া সাধু লোকের প্রতি সন্দেহ করেন। সে যাহা হউক, হে মহাশয়, এই বৃত্তান্ত গোপনীয় থাকিবে না, এবং তুমি যে প্রকারে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতিপালন করিয়াছ, এই সমুদায় বৃত্তান্ত প্রধান মন্ত্রী যে প্রকারে জানিতে পারেন, তুমি সেই প্রকার চেষ্টা কর, এবং উপস্থিত কার্য্যের অনাদর করিও না। শীঘ্র মন্ত্রির নিকটে যাও। আমি এই অনুভব করিতেছি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি তোমার যে প্রকার অপকারী, তাহা মন্ত্রিরাজকে নিবেদন করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া অবশ্য ইহার বিহিত চেষ্টা করিবেন; তাহাতেই সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য পরাভব পাইবে। বণিক স্ত্রীর পরামর্শে সম্মত হইয়া কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া মন্ত্রির নিকটে গিয়া আপন দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করিল। মন্ত্রী পূর্ব্বে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতি সন্দিগ্ধ ছিলেন, পরে বণিকের বাক্য শুনিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে দুর্জ্জন জানিয়া তাহার প্রতীকারের উপায় বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বণিককে কহিলেন, হে সোমদত্ত, তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধির যে প্রকার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছ, আমি সে সকল জানি। সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি তোমার অহিতকারী হইয়াছে, ইহাতে সে অন্যের অহিতকারী হয়, ইহা আশ্চর্য্য নহে। সে সর্ব্বদা আমার সাক্ষাৎকারে রাজার দুর্নীতিসোধক মিথ্যা বাক্য কহে। তদনন্তর মন্ত্রী সোমদত্ত বণিককে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় আসিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত রাজাকে জ্ঞাত করাইলেন। রাজা ঐ সকল কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি মন্ত্রির প্রতি যে কথা কহিয়াছিল, তাহাও মন্ত্রিকে কহিলেন। তাহার পর রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে হাস্য করিয়া করতালধ্বনি করিয়া কহিলেন, অহো, দুর্জ্জনের কি পর্য্যন্ত নিপুণতা, যেহেতুক আমাদিগের উভয়ের প্রীতি বিচ্ছেদ করিতেও বাসনা করে। তদনন্তর সচিব কহিলেন, হে ভূপাল, যে খল পিতৃতুল্য প্রতিপালক এই বণিকের অনিষ্ট করিতেছে, সে কি না করিতে পারে? কিন্তু এই ব্যবহারেতে বোধ হয় যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য জারজ, ইহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন, নীচ কুলোদ্ভব মনুষ্যই কুবুদ্ধি হয়, এবং সে অল্প উপদ্রবেতে কাতর হয়, আর পৃথিবীর মধ্যে জারজ ব্যতিরেকে কেহ উপকারি ব্যক্তির অনুপকার করে না। পশ্চাৎ ভূপাল কহিলেন, যদি এই ব্রাহ্মণের প্রসবকর্ত্রী থাকে, তবে এই অনুভবের নিরূপণ হইতে পারে। বণিক উত্তর করিল, হে রাজাধিরাজ, এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির জননী আছে। পরে রাজা কৌতুকার্থে কোন ব্রাহ্মণীদ্বারা ক্ষুদ্রবুদ্ধির মাতাকে আনাইয়া

কিছু ধন দিয়া তাহার পুত্রোৎপত্তির সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই স্ত্রী ধনলাভে সন্তুষ্টা হইয়া যথার্থ নিবেদন করিল, হে মহারাজ, যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা সত্য। আমার ভর্ত্তা ভিক্ষুক ছিলেন; তিনি এক দিবস ভিক্ষার্থে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, কোন কারণে গৃহে আইলেন না। পরে অন্ধকার রাত্রিতে গ্রামচণ্ডাল আমাকে আক্রমণ করিল, তাহার ঔরসে এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন্মিয়াছে। নরপতি ইহা শুনিয়া কহিলেন, সুতর্কদ্বারা অবধারিত যে বিষয়, তাহার অন্যথা কখনো হয় না। এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি চণ্ডালজাত, ইহা সত্য। পশ্চাৎ সোমদত্ত বণিক ঐ সকল সম্বাদ শুনিয়া নরপতির নিকটে নিবেদন করিল, হে ভূপাল, আমি এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির মুখ দেখিয়া ও বাক্য শুনিয়া এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু আমি মূর্খ, এই কারণ ইহার আভিজাত্য জানিতে পারিলাম না। রাজা উত্তর করিলেন, হে বণিক, তুমি সেই কর্ম্মের ফল পাইয়াছ, যেহেতুক অদৃষ্ট পরিমিত ধর্ম্ম এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে প্রতি-পালন করিয়াছ, কিন্তু সেই অনভিজাতের সম্বর্দ্ধনা করাতেই ব্যাকুল হইয়াছ। পশ্চাৎ রাজা বণিকের ধন বণিককে দেওয়াইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির অব-শিষ্ট সর্ব্বস্ব আপনি লইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে সাগরপারে দূর করিয়া দিলেন। সেই কালে কোন পণ্ডিত এক কবিতা পাঠ করিলেন, তাহার অর্থ এই, ভ্রমেতে অথবা প্রমাদে কিম্বা দৈবযোগেও সাধু লোকের দুর্জ্জনসংসর্গ না হউক, যেহেতুক সেই সংসর্গেতে যে পাপ জন্মে, তাহা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত থাকে; অতএব কোন প্রকারে কখন দুর্জ্জনের সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে।

X.—*The gentle Devotee.*

অথ সাত্ত্বিক কথা।

মিথিলা নগরীতে বোধ নামা এক কায়স্থ তিনি নিরন্তর সদ্বংশজাত লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করত রাজকীয় ব্যাপার করিয়া নিজ পরিবার-বর্গ প্রতিপালন করেন, কিন্তু কোন জীবের হিংসা করেন না এবং পরধন গ্রহণ ও পরস্ত্রী হরণ করেন না, কেবল প্রভুদত্ত ধনেতে আত্মীয়বর্গের প্রতিপালন ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়া কালযাপন করেন, আর শূদ্রের কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরপূজা তাহা সর্ব্বদা করেন, এবং আপন উপার্জ্জন মত দান ও ব্রাহ্মণের সেবা করেন। ঐ কায়স্থ এই রূপে কিছু কালযাপন করিয়া পশ্চাৎ অন্য২ কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইয়া নিরন্তর শিবপূজাপরায়ণ হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর চরমকাল নিকট হইলে সেই কায়স্থ পুরাণের এক কবিতা স্মরণ করিলেন, তাহার অর্থ এই,

গঙ্গাদেবী কহিয়াছেন, পরহিংসা ও পরদ্রব্য গ্রহণ আর পরদার-সেবা এই সকল কার্য্যেতে পরাঙ্মুখ যে পুণ্যবান পুরুষ, তিনি কোন সময়ে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে পবিত্রা করিবেন। ঐ কায়স্থ এই বাক্যেতে প্রত্যয় করিয়া বিবেচনা করিলেন, আমি জন্মাবধি এই কাল পর্য্যন্ত কখন পরহিংসা করি নাই, এবং পরদ্রব্য হরণ ও পরস্ত্রীগমন করি নাই, আর কাহার অনিষ্ট করি নাই, বরং আ-পনার কার্য্য অল্পজ্ঞান করিয়া মিত্রবর্গের হিতকার্য্য করিয়াছি, আর একচিত্ত হইয়া সুকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া কালযাপন করিয়াছি। তবে সম্প্রতি গঙ্গাদেবীর বাক্যের পরীক্ষা কেন না করি? এই পরামর্শ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইবার উদ্যোগ করিয়া গঙ্গাতীরের এক ক্রোশের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এবং সেই স্থানে অল্পক্ষণ থাকিয়া পুরাণের সেই শ্লোকের দুই চরণ আর স্বকৃত দুই চরণ উভয় একত্র করিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন, তাহার অর্থ এই, পরহিংসা ও পরদ্রব্য হরণ ও পরস্ত্রীগমন এই সকল কর্ম্মেতে আমি পরাঙ্মুখ; হে দেবি, সম্প্রতি তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি পবিত্রা হও। গঙ্গাদেবী এই কথা শুনিয়া এবং কায়স্থের ভক্তির দৃঢ়তানুভব করিয়া পরমাহ্লাদপূর্ব্বক কুলস্থ তরঙ্গেতে তীর ভঙ্গ করিয়া ঐ কায়স্থের নিকটে গিয়া এবং কূর্ম্ম মীন মকর শিশুমারযুক্ত যে প্রবাহ তাহার ধবল জলধারাতে কায়স্থকে স্নান করাইলেন। সেই কায়স্থ বিধাতার অবধারিত যে আপন পরমায়ু, তাহা সম্পূর্ণ হওয়াতে গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সেই গঙ্গার অনুগৃহীত পাত্র এবং গঙ্গার মহিমাপরীক্ষক যে কায়স্থ, তাহাকে সাধুলোকেরা অদ্যাপি প্রশংসা করিতেছেন। অতএব কহি, সকল লোকের শরীর নষ্ট হয় এবং ধন নষ্ট হয় ও বন্ধুবর্গ নষ্ট হয়, কিন্তু উত্তমা খ্যাতি কখনও নষ্টা হয় না।

XI.—*The enthusiastic Devotee.*

অথ তামস কথা।

যে পুরুষ বিষয় বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সাহসপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করেন এবং স্বাভাবিক তমোগুণযুক্ত হন তাঁহার নাম তামস ধার্ম্মিক। তাহার বিবরণ এই।

রাত্না নগরীতে শ্রীকণ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি সকলশাস্ত্রবেত্তা ও নীতিজ্ঞ এবং কবি ছিলেন। এক সময়ে সেই ব্রাহ্মণ প্রথমকালাবধি শিক্ষিত বিদ্যার ফল ও প্রশংসা লাভের নিমিত্তে রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া প্রয়াগতীর্থে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর সূর্য্যগ্রহণ সময়ে এক কুম্ভীর ঐ গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের নিকটে তীরস্থ এক গোকে ধরিয়া জলে মগ্ন করে। ব্রাহ্মণ ঐ রূপ গোকে দেখিয়া করুণাযুক্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রয়াগের পর পুণ্যতীর্থ নাই, এবং সূর্য্যগ্রহণ সময়ের ন্যায় উত্তম পুণ্যকাল আর নাই, ও পরপ্রাণ রক্ষাহইতে অধিক ধর্ম্ম নাই; সম্প্রতি পুণ্যজনক সকল বিষয় এক স্থানে দেখিতেছি, ইহা ত্যাগ করা উপযুক্ত হয় না, অতএব কুম্ভীরের মুখহইতে গোরক্ষা করিব; নশ্বর যে শরীর তাহাহইতে যদি চিরস্থায়ি পুণ্য লাভ হয়, তবে কোন্ ভদ্র লোক তাহা ত্যাগ করে? অপর এই গোরক্ষা রূপ যে কার্য্য সে পরামর্শের কাল বিলম্ব সহ্য করে না, এবং কালাতীত হইলে আমার কোন ফল লাভ হইতে পারে না; পশ্চাৎ কেবল বিষাদ উপস্থিত হইবে। এই বিবেচনার পর সেই ব্রাহ্মণ কেবল ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা করিয়া এবং আপনার জীবন তৃণ জ্ঞান করিয়া জলমধ্যে ঝম্প দিলেন, আর তৎক্ষণাৎ কুম্ভীরের মুখে এক অস্ত্রাঘাত করিলেন। কুম্ভীর সেই অস্ত্রাঘাতের বেদনাতে কুপিত হইয়া অর্দ্ধগ্রস্ত গোকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল। গো কুম্ভীরের মুখহইতে পরিত্রাণ পাইয়া দূরে পলায়ন করিল। পরে কুম্ভীর ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিল। অতএব জীবদিগের স্বস্ব কর্ম্মের ফল যে ভদ্রাভদ্র তাহা কাল বিশেষে হঠাৎ উপস্থিত হয়, এবং কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারেন না, দেখ গো কুম্ভীরের মুখহইতে রক্ষা পাইয়া সুখী হইল। নিরুপদ্রব ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে কেবল ধর্ম্মলোভে কুম্ভীরগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু গোরক্ষা জন্য পুণ্যেতে ঐ ব্রাহ্মণের মস্তকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দিব্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গে গেলেন। প্রয়াগবাসি পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া ধন্য২ করিতে লাগিলেন, এবং বিবেচনা করিলেন, ধীর পুরুষেরা চিরকাল পরিশ্রম করিয়া যে পুণ্যলাভ করিতে অক্ষম হন, এই সাহসি ব্রাহ্মণ শীঘ্রকারিত্ব প্রযুক্ত সেই পুণ্য ও যশ লাভ করিলেন।

XII.—*The repentant man.*

অথ অনুশয়ি কথা।

যে পুরুষ প্রথমে পাপ করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্ত হইয়া সেই পাপ-হইতে নিবৃত্ত হয় এবং শেষে তপস্যা করে, পণ্ডিতেরা সেই ধার্ম্মিকের নাম অনুশয়ী কহেন। ইহার ইতিহাস এই।

গঙ্গাতীরে কাম্পিল্ল নামে এক নগর, তাহাতে হেমাঙ্গদ নামা এক

রাজা থাকেন। মন্ত্রিরা পরামর্শ করিয়া সেই রাজার পুত্র রুক্মাঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন। রুক্মাঙ্গদ যৌবরাজ্য পাইয়া পিতার উপার্জ্জিত ধনেতে গর্ব্বিত হইয়া এবং যৌবনমদেতে মত্ত হইয়া অন্য২ লোকের প্রতি অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রাচীনেরা কহিয়াছেন, বিশিষ্ট লোকের আত্মসদৃশ পুত্রেতে বংশরক্ষা হয়, এবং অতিধার্ম্মিক পুত্রদ্বারা বংশ উজ্জ্বল হয়, আর অধম পুত্রদ্বারা বংশ শীঘ্র ক্ষীণ হয়। অপর কোন্ অধম পুরুষ প্রচুর ধন ও যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া গর্ব্বিত না হয়? যিনি ধন ও যৌবন এবং বিদ্যা এই সকল লাভ করিয়া অহঙ্কারযুক্ত না হন, তিনিই সৎপুরুষ, আর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তিনি পূজনীয় হন। অপর যে পুরুষ ধন প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কার জয় করিতে পারেন এবং যৌবন সময়ে কন্দর্পকে পরাজিত করিতে পারেন, সেই সাধু লোক, কাহাকে জয় করিতে না পারেন? অর্থাৎ তিনি সকলকে জয় করিতে পারেন। অপর যে স্ত্রী কুলধর্ম্ম অতিক্রমণ করে, আর যে মনুষ্য ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন করে, সেই দুয়ের শরীরে কোন্ পাপ না জন্মে? যেহেতুক তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথগামী হয়, কেহ তাহাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না, যেমত উচ্ছৃঙ্খল হস্তী স্বচ্ছন্দে গমন করে, তাহাকে কেহ বারণ করিতে পারে না, তাহার ন্যায়। অনন্তর সেই রুক্মাঙ্গদ পিতৃবিয়োগের পর স্বয়ং রাজা হইয়া ধনিদিগের ধন হরণ এবং পরস্ত্রী হরণ আর অপরাধরহিত প্রজাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিল। তখন সেখানকার সকল লোক বিবেচনা করিলেন, এই রুক্মাঙ্গদ কখনও রাজা নহে, এ নিতান্ত দস্যু। আর যেমত মদান্ধ হস্তী স্থানভ্রষ্ট হইয়া দৌরাত্ম্য করে, সেই মত যৌবনমদে মত্ত এবং ধর্ম্মচ্যুত এই রাজা প্রজাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেছে। যদি সকল লোক একপরামর্শ হইয়া এই রাজার অপরাধের উপযুক্ত প্রতিকার করেন, তবে সকলের স্বামিদ্রোহরূপ পাপ হইবে। যদি কোন প্রতীকার না করেন, তবে সকলের বিনাশ হইবে; অতএব মুনিগণদ্বারা নরপতিকে ধর্ম্মোপদেশ করান কর্ত্তব্য। পরে সচিবেরা ও আর২ প্রধান লোকেরা মুনিদিগকে আহ্বান করিলেন। পশ্চাৎ মুনিগণ একত্র হইয়া রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন, হে মহারাজ, তুমি ধর্ম্ম সঞ্চয় কর; ধর্ম্মই রাজ্যের কারণ হইয়াছে। ধর্ম্মের ন্যূনতা প্রযুক্ত অন্য সকলে কেবল সামান্য মনুষ্য হইয়াছে; তুমি পূর্ব্ব জন্মে অধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছ, তাহার ফলে নরপতি হইয়াছ; পুনশ্চ ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহাতে ইহাহইতেও উত্তম পদ পাইবা। পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিগণ, ধর্ম্ম কি প্রকার? মুনিগণ উত্তর করিলেন, পরদ্রব্য হরণ ও পরদারাভিগমন এবং পরহিংসা, এই সকলের নিবৃত্তিরূপক; আর দয়া এবং দান ও প্রজাপালন ও যজ্ঞ এবং ব্রত এই সমুদায়ের প্রবৃ-

ত্রিরূপক বেদবোধিত যে কর্ম্ম, তাহার নাম ধর্ম্ম। রত্নাঙ্গদ নরপতি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ধর্ম্মেতে কি হয়? মুনিগণ কহিলেন, অর্থ কাম মোক্ষ এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয়। রাজা কহিলেন, ইহার প্রমাণ কি? ঋষিরা উত্তর করিলেন, ঈশ্বরের প্রণীত বেদ সকল ইহার প্রমাণ আছেন। রাজা বলিলেন, ঈশ্বর নাই; তাঁহার প্রণীত বেদ কি? যদি ঈশ্বর থাকিতেন, তবে আমার দৃশ্য অথবা অনুভূত হইতেন। তিনি আমার কিম্বা অন্য লোকের দৃশ্য হন না এবং অনুভূত হন না, অতএব ঈশ্বর নাই। তোমরা মুনি অত্যন্ত মান্য, কেন মিথ্যা কহিয়া আমাকে ভুলাইতেছ? যদি পুনশ্চ এই প্রকার কহ, তবে ইহার উপযুক্ত দণ্ড পাইবা। মুনিগণ এই কথা শুনিয়া ত্রাসেতে বাহিরে আসিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই রাজা নাস্তিক, এ আমাদিগের কথা গ্রহণ করিবে না, তবে কি প্রকারে ইহার মঙ্গল হইবে, ইহা কহিয়া তাঁহারা আপন ২ স্থানে গেলেন। অনন্তর মন্ত্রিরা যোদ্ধাদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন, এই রত্নাঙ্গদ অতিদুষ্ট প্রভু; ইহাকে কোন উপায়েতে রাজ্যহইতে দূর করিতে হইবে। এই কথোপকথনের পর ঐ সকল লোক এক-পরামর্শ হইয়া রাজাকে অপদস্থ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা করিলেন। শাস্ত্রের এই রূপ লিখন আছে, যে রাজার মন্ত্রী বিরক্ত হয়, সেই রাজার রাজ্য নষ্ট হয়; এবং যে নরপতির প্রজারা বিরক্ত হয়, তাঁহার আয়ুঃক্ষীণ হয়। সেই কালে রত্নাঙ্গদ চিন্তা করিলেন, আমার ভ্রাতা আমার রাজ্য লইলেন, ইহার পর আমার প্রাণ লইবেন; অতএব এখানহইতে পলায়ন করি। ইহা স্থির করিয়া লবঙ্গিকা নামে এক বেশ্যাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন; পরে কোন গ্রামের মধ্যে না থাকিয়া এক তপোবনের মধ্যে বাস করিলেন। পশ্চাৎ রত্নাঙ্গদ প্রতি দিন তপস্বিদিগের আনীত ফল মূলাদি লইয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তপস্বিরা রাজার দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া রাজাকে কহিলেন; হে নরপতি, তোমার ভ্রাতা তোমাকে নষ্ট করিতে এখানে আসিতেছেন। রাজা ঐ কথা শুনিয়া অতিভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, ভ্রাতার অনেক সহায় আছে, আমার অন্য সহায় নাই, কেবল এক বেশ্যা সহায় আছে, ইহাতে কি প্রকারে আপনার প্রাণ রক্ষা করিব? অতএব এখানহইতে দূরে যাই। ইহা স্থির করিয়া ঐ বেশ্যার সহিত বনান্তরে পলায়ন করিল। অনন্তর উভয়ের এক ২ বস্ত্র ছিল; তাহা জীর্ণ হইলে শীতকাল উপস্থিত হইল। তখন ঐ দুই জনের শীতত্রাণকর্ত্তা কেবল এক কম্বল থাকিল। দুই জন মিলিত হইয়া ঐ কম্বল আসন ও শরীরাবরণ করেন। যখন রাজা সেই কম্বল লইয়া মৃগয়া করিতে যান, তখন বেশ্যা শীতে অতি কাতরা হয়। এক দিন গণিকা শীতে অত্যন্ত কাতরা হইয়া রাজাকে কহিতে লাগিল, রে নরাধম, তুই রাজা হইয়া

কেবল আপনার জ্ঞানদোষেতে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিস, তথাপি সুখেচ্ছা করিয়া আমাকে বনমধ্যে আনিয়া নিতান্ত দুঃখ দিতেছিস। আমি আর দুঃখ সহ্য করিতে পারি না; আমাকে ত্যাগ কর। উত্তম খট্টা ব্যতিরেকে যাহার শয়ন হইত না, এবং ঘোটক ব্যতিরেকে যাহার গমনাগমন হইত না, আর কর্পূরাদি উত্তম সামগ্রী ব্যতিরেকে যাহার তাম্বূল চর্ব্বণ হইত না, ও যাহার সমীপে সর্ব্বদা চামর ব্যজন হইত, এই রূপ সুখী পুরুষ যে তুমি, এখন ব্যাধের ন্যায় জীব হিংসা করিয়া উদর পূরণ করিতেছ, অতএব তোমাকে ধিক্। রত্নাঙ্গদ বেশ্যার তিরস্কার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে প্রিয়ে, বিষাদ করিও না, কোন সময়ে পুরুষের বিপদ উপস্থিত হয়, এবং সময় বিশেষে সেই বিপদের প্রতীকারও হয়; ইহাতে উদ্বেগ কর্ত্তব্য নহে। আর আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই রাত্রিতে দ্বিতীয় এক কম্বল আনিয়া অবশ্য তোমাকে দিব, ইহার অন্যথা হইবে না। সম্প্রতি তুমি অগ্নিসেবা করিয়া শীত নিবারণ কর, আমি দ্বিতীয় কম্বলার্থে যাইতেছি। রাজা বেশ্যার নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ কম্বলেতে আপনার শরীর ঢাকিয়া এক নগরের মধ্যে গেলেন। পরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে সিঁধ দিয়া সেই সিঁধের মুখে আপনার কম্বল রাখিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ব্রাহ্মণের শরীরহইতে কম্বল আকর্ষণ করাতে ঐ ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাসিদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা শীঘ্র এখানে আসিয়া এই চোরকে মার। চোর সকল লোককে জাগ্রৎ জানিয়া অতিত্রাসেতে গৃহের বাহিরে আসিয়া ত্বরাপ্রযুক্ত আপনার কম্বল ত্যাগ করিয়া শীঘ্র পলায়ন করিল। পশ্চাৎ চোর নরপতি নগরের বাহিরে আসিয়া শীতে কাতর হইয়া বিবেচনা করিলেন, আমার যে এক কম্বল ছিল, তাহাও গেল। পরে স্থির চিত্তেতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কর্ত্তার ইচ্ছা ও যত্ন ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, এবং তাঁহার ইচ্ছা ও যত্নেতেই কার্য্য সিদ্ধ হয়; কিন্তু কাহার ইচ্ছাতে আমার কম্বল গেল? আমার এমন ইচ্ছা ছিল না যে আমার কম্বল যায়, বরং আমার ইচ্ছা ও যত্ন ছিল যে দ্বিতীয় কম্বল মিলে; তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত হইল, ইহা কাহার ইচ্ছাতে হইল? এবং তিনি বা কে? অতএব বুঝি সর্ব্বকর্ত্তা কেহ আছেন, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল সম্পন্ন হয়, তিনিই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ও পরমারাধ্য পরমেশ্বর। এমত যে পরম পুরুষ তাঁহাকে আমি মোহপ্রযুক্ত অদ্যাপি চিনিতে পারিলাম না, আর নানা দোষে ও অহঙ্কারে এবং অজ্ঞানতাতে শাস্ত্রসিদ্ধ বাক্য না শুনিয়া ত্রৈলোক্যের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে জানিতে পারিলাম না। এখন কি করিব? বিষাদ কর্ত্তব্য নহে। মনুষ্য অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অনেক জন্মেতে পাপকর্ম্ম করে, কিন্তু যখন তাহার ধর্ম্মেতে

প্রবৃত্তি হয়, সেই সময়ে তাহার শুভক্ষণ। অপর লোক যখন পাপ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়, তদবধি যে কাল সেই কাল তাহার স্বর্গভোগের নিমিত্তে হয়। আর যেমত ঔষধ রোগিদের সঞ্চিত রোগ নষ্ট করে, সেই মত পুণ্য পাপিদের সঞ্চিত পাপ নষ্ট করে। অতএব অদ্য প্রভৃতি আমি তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া সেই রাজা লবঙ্গিকা বেশ্যার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে বেশ্যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম, তুমি অভিলষিত স্থানে যাও। বেশ্যা ঐ কথা শুনিয়া নগরের মধ্যে গেল। তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কাল গিয়াছে তাহা পুনর্ব্বার আসিবে না, এবং যে কাল সম্প্রতি যাইতেছে তাহা আর মিলিবে না; অতএব আর বৃথা কালযাপন কর্ত্তব্য নহে। আমি এই অবধি মহাদেবের তপস্যা করিয়া তাবৎ কাল যাপন করিব। রাজা এই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া মহাতপস্বী হইলেন। সেই সময় মুনিগণ বিবেচনা করিলেন, মনুষ্য যে জাতিমাত্রেতে চোর অথবা ধার্ম্মিক হয় এমত নহে; যে প্রকার ক্রিয়া করে সেই রূপ খ্যাত হয়। দেখ রুক্মাঙ্গদ প্রথমে রাজা হইয়া মধ্যে দস্যুবৃত্তি করিয়াও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেতে শেষে তপস্বী হইয়া মহাপুরুষ হইলেন।

XIII.—*The Generous Rich.*

অথ মহেচ্ছ কথা।

যে লোক ন্যায়েতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থ দান ও ভোগ করেন, তিনি যদি পুণ্য ও যশের আশ্রয় হন, তবে সকল লোক তাঁহাকে মহেচ্ছ কহেন। তাহার উদাহরণ এই।

পাণ্ডুপত্তন নগরে গৌড় রাজার মন্ত্রী মহারাজদেব নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি স্বামি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আতপত্র পরিচিত নায়ক এই উপাধি পাইলেন, পশ্চাৎ সকল লোকের নিকটে সত্যরাজরূপে খ্যাত হইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, ধর্ম্ম ও অর্থ ও কাম ও মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষার্থ, কিন্তু প্রভুভক্তিতে ঐ চারি প্রকার পুরুষার্থ লাভ হয়। সেই স্বাভাবিক ধার্ম্মিক মন্ত্রী ধর্ম্মোপায়েতে ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহার ক্ষয় এবং স্থিতি ও বৃদ্ধি এই বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিলেন। অনন্তর মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন, অর্থই প্রধান পুরুষার্থ; কিন্তু আমি শ্রীমান, এই অভিমান যাহার হয় তাহার শ্রী দীর্ঘকাল থাকে না; যেহেতুক লক্ষ্মী চঞ্চলা, আর যে পুরুষের

অধিকাধিক ধনাকাংক্ষী এবং সর্ব্বকার্য্যে কুশল ও ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত আছেন, আর ধন বিষয়ে নিজ পরিজনদিগকে বিশ্বাস করেন না, ও ধনব্যয় করিতে পারেন না, তাঁহারা কেবল কার্য্যের ভার বহন করেন। অপর যে লোক সঞ্চিত ধনেতে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন, তাহার অর্থের বৃদ্ধি হয় না। অন্য প্রকার যে পুরুষের বলবান সহায় বশীভূত থাকে, তাহার ধনোপার্জ্জনের যোগ্যতা করাগুবর্ত্তিনী হয়; কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা ধনকে ধনজ্ঞান করেন না, ধনোপার্জ্জনের যোগ্যতাকে ধনজ্ঞান করেন। তাহার কারণ এই, ধন নষ্ট হয়, অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা হঠাৎ নষ্টা হয় না। সম্প্রতি আমার অনেক ধন আছে, এ প্রযুক্ত ধনচিন্তাও কর্ত্তব্যা নহে। আর রাজা এক শের পরিমিত দ্রব্য ভোজন করেন, চোরও এক শের দ্রব্য ভক্ষণ করে, অতএব আহারার্থে রাজার অধিক ধনেতে কি প্রয়োজন? এবং চোরের ধনহীনতাতেই বা কি হানি? তন্নিমিত্তে কেবল আহারার্থে ধনসঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে, সঞ্চিত ধনের যে প্রধান ফল তাহা লাভ করি, এই বিবেচনাতে অর্থব্যয় করিয়া মাল্য চন্দন ও বনিতা এবং তাম্বূলাদিদ্বারা সুখানুভব করিয়া পূর্ণাভিলাষ হইলেন, ও তুলা প্রভৃতি মহাদান করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন, ও প্রচুর ধনব্যয়েতে গুণবান লোক সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার গুণজ্ঞতাপ্রকাশ করিলেন। এই রূপে যৌবন কাল যাপন করিলেন। ঐ মন্ত্রী যৌবন সময়ের পর বিষয়ে বিরক্ত হইয়া ব্রত উপবাসাদি কায়ক্লেশসাধ্য যে ধর্ম্ম তাহাও সঞ্চয় করিলেন। অনন্তর সকল দর্পহর যে বার্দ্ধক্য তাহা উপস্থিত হইলে মন্ত্রী ক্রমে২ শরীরের সৌন্দর্য্যনাশ ও সামর্থ্যহানি আর গৃহের ধনক্ষয় এই সকল দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি পঞ্চত্ব পাইলে আমার সকল ধন নষ্ট হইবে, এবং সকল গুণ লুপ্ত হইবে, ও প্রভুভক্তি যাইবে, আর এই যে দেহের শ্রী ইহাও থাকিবে না। তবে সম্প্রতি ধর্ম্মার্থে কেন সকল সম্পত্তি বিতরণ না করি? আর মনুষ্য সকল বিষয় ত্যাগ করিতে পারিলেই বাসনারহিত হয়। ইহা স্থির করিয়া হরিশ্চন্দ্র রাজার মত আপনার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন, এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অনশন ব্রত করিয়া প্রয়াগতীর্থে দেহত্যাগ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিয়া দেবত্ব পাইলেন। সাধু লোকেরা মহারাজদেবের কীর্ত্তি শুনিয়া এবং মরণের ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, এই মন্ত্রী পরার্দ্ধ সংখ্যক ধন উপার্জ্জন ও বিতরণ করিয়া যাচকদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন, এবং যৌবন সময়ে কন্দর্পের সেবা করিয়াছেন, সম্প্রতি উত্তম তীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্ত হইলেন। অতএব এই সকল কার্য্যহইতে অধিক পুরুষার্থ কি আছে? অনেক ধনবান লোক দূরহইতে আগত অথচ নিজদ্বারস্থ

যাচকদিগকে কিঞ্চিৎ দান করেন। মন্ত্রী মহারাজদেব বিনা যাচ্ঞাতে যাচকদের গৃহেতে প্রচুর ধন প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব পৃথিবীর মধ্যে মহারাজদেবের তুল্য দাতা ও সকল পুরুষার্থযুক্ত অন্য কেহ নাই।

XII.—*The foolish Rich.*

অর্থ মূঢ় কথা।

যে লোক লভ্য ধনের প্রত্যাশাতে সমুদয় লব্ধ ধন ব্যয় করে, এবং ধর্ম্ম আর অর্থ ও কাম এই সমুদায়েতে অনভিজ্ঞ হয়, জ্ঞানবান লোকেরা তাহাকে মূঢ় কহেন। তাহার উদাহরণ এই।

অযোধ্যা নগরীতে ভূরিবসু নামে বণিকের প্রচুরধন নামা এক পুত্র ছিল, সে পিতৃ বিয়োগের পর পিতার সঞ্চিত ধন পাইয়া প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কি উপায়েতে এত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন? বৃদ্ধ লোকেরা কহিলেন, তোমার পিতা কেবল বাণিজ্যেতে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। শাস্ত্রের এই মত লিখন আছে, বৃদ্ধোপদেশে জ্ঞান জন্মে, এবং রাজসেবাতে মর্য্যাদা লাভ হয়, ও দানেতে পুণ্য আর যশোলাভ হয়, এবং বাণিজ্যেতে ধনসঞ্চয় হয়। প্রচুরধন তাহা শুনিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, বাণিজ্য কি প্রকার? বৃদ্ধেরা উত্তর করিলেন, শুন, গৌড় দেশে ক্রীত বস্তু গুজ্জর দেশে বিক্রয় করিয়া এবং গুজ্জরে ক্রীত বস্তু গৌড়ে বিক্রয় করিবে, অর্থাৎ যখন যে স্থানে যে২ দ্রব্য সুলভ হয়, তাহা ক্রয় করা, এবং যে সময়ে ও যে স্থানে সে দ্রব্য মহার্ঘ্য হয়, সেই সময় বিশেষে কিম্বা সেই স্থান বিশেষে তাহা বিক্রয় করা, এই বাণিজ্য। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, এক দেশহইতে অন্য দেশে দ্রব্যের আনয়ন, এবং এক সময়ে ক্রীত বস্তুর কালান্তরে বিক্রয় করণ, ইহার নাম বাণিজ্য, ইহাতে দ্রব্যের যে মূল্য বিশেষ হয়, তদ্দ্বারা বণিকেরা মূলধনহইতে অধিক লাভ করেন। অপর যে স্ত্রী পতিব্রতা না হয়, এবং যে পুরুষ ব্যবসায়ী না হয়, সেই দুই জন সময় বিশেষে অতিক্লেশ ভোগ করে। অতএব তুমিও ব্যবসায় করিতে উদ্যোগী হও। কোটীশ্বর যে পুরুষ তিনিও ব্যবসায় না করিলে নির্ধন হন। তদনন্তর সেই বণিক্‌পুত্র বিবেচনা করিল, আমার কোটি সংখ্যক ধন আছে, ইহার লক্ষ তঙ্কাতে ক্রীত বস্তু এক দেশহইতে অন্যদেশে লইয়া বিক্রয় করিলে তাহার চতুর্গুণ ধন পাইব; অতএব সর্ব্বদা এই প্রকার করিলে অসংখ্যেয় ধন হইবে; তাহাতে কোন চিন্তা থাকিবে না; দশ লক্ষ টাকার ব্যবসায়েতে পুনর্ব্বার

কোটি মুদ্রা অবশ্য সঞ্চয় করিতে পারিব। সম্প্রতি দশ লক্ষ মুদ্রা রাখিয়া ও অবশিষ্ট ধনব্যয় করিয়া যৌবনোচিত সুখভোগ করি; যেহেতুক অর্থ আইসে এবং যায় আর পুনঃ২ লভ্য হয়, কিন্তু বাল্যকালাদি যে বয়ঃক্রম তাহা অতীত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করে না। বণিকপুত্রের সহবাসি বয়স্যেরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, সাধু বণিকপুত্র, সাধু; তোমার পিতা কৃপণ ছিলেন, তিনি কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, কিছু ভোগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তুমি ধনস্বামী হইয়া অনায়াসে সমুদায় ভোগ করিতে পারিবা। অনন্তর সেই মূঢ় আপনার সহবাসিদিগের কথাতে উৎসাহযুক্ত হইয়া নিরন্তর ধন ব্যয় করিতে লাগিল। যাহার ধন থাকে সে যদি অপব্যয় করে, তবে সেই অযথার্থ ব্যয়রূপ ব্যসনে ঐ ধনির ধন ক্ষয় হয়; কিন্তু সেই ধনগ্রাহকদিগের এবং অন্য লোকদিগের কিছু হানি হয় না। অপর যাবৎ স্বামির বিভব থাকে, তাবৎ মনুষ্যেরা তাঁহার ধনাস্বাদন করে ও স্বামিকে স্তব করে, পশ্চাৎ প্রভু নির্ধন হইলে মনুষ্যেরা কেবল তাঁহার ত্যাগ ও নিন্দা করে। পরে সেই মূঢ় উত্তর কালে কি হইবে, ইহা বিবেচনা না করিয়া সম্বৎসরের মধ্যে মালা এবং চন্দন ও যুবতী আর তাম্বূল ও আর২ সুখকর সামগ্রীর নিমিত্তে সর্ব্বস্ব উচ্ছিন্ন করিল, এবং পূর্ব্বে দশ লক্ষ মুদ্রা রাখিবার যে পরামর্শ করিয়াছিল, তাহা না রাখিয়া এক লক্ষ মুদ্রামাত্র রাখিল, পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ কালেতে সেই এক লক্ষ টাকা অর্দ্ধেক ব্যয় করিল। যেমত প্রবাহরহিত কূপের জল লোককর্তৃক নীয়মান হইয়া ক্ষয় পায়, সেই মত উপায় রহিতজনপ্রযুক্ত গৃহের সঞ্চিত ধন অল্প ব্যয়েতেও ক্ষীণ হয়। পরে সেই বণিকপুত্র অল্প ব্যয়েতে কিঞ্চিৎ কালে নির্ধন হইয়া অবসন্ন হইল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, কোটীশ্বর পুরুষও ক্ষীণধন হইলে বুদ্ধি ও বিবেচনাতে রহিত এবং পূর্ব্বাভ্যাস ক্রমেতে ব্যয়বাসনা করিয়া সকল ধন ব্যয় করাতে অল্প কালে দরিদ্র হয়।

XV.—*The Covetous Man.*

অথ বহ্বাশ কথা।

যে লুব্ধ পুরুষ ধন লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় না, এবং বহু লাভেচ্ছা করিয়া সর্ব্বদা প্রচুর ধনেতে দীর্ঘ প্রত্যাশা করে, নীতিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে বহ্বাশ কহেন। তাহার উদাহরণ এই।

বিজয়নগরেতে কৃতিকুশল নামে এক মালাকার ছিল, সে অতি সুন্দর মালা প্রস্তুত করিত এবং মালাগ্রাহক নগরস্থ লোকের উপাসনা করিয়া

অনেক ধন লাভ করিয়া ও তাহা অল্প জ্ঞান করিয়া প্রচুর ধন লাভেচ্ছাতে রাজ সেবারম্ভ করিল। অনন্তর মালাকার মালাদানের কৌশলেতে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া নরপতির অনুগ্রহেতে মালার পুষ্পসংখ্যক মুদ্রা লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি মালাকারের প্রত্যাশার নিবৃত্তি হইল না; জ্ঞানবান লোকেরা কহিয়াছেন, যে লোক পরার্দ্ধ পরিমিত ধনাকাংক্ষা করিয়া ইতস্ততো ধাবমান হইয়া আপনাকে সদা নির্ধন জ্ঞান করে, সেই দুরাশ পুরুষের কোন স্থানে সুখ জন্মে না। অনন্তর সেই মালী প্রত্যাশাতে উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া এই চিন্তা করিল, অলব্ধ ধনেতে ঔদাস্য করা এবং লব্ধ বিভবেতে আপনার সন্তোষ ও পোষণ করা আর অর্থের পরিচয় দেওয়া এবং ধন ভোগ করা, এই সমুদায় কার্য্য করণেতে অর্থের বৃদ্ধি হয় না, বরং সঞ্চিতার্থের লোপ হয়। এই পরামর্শ করিয়া মালাকার পিপ্পলীর ব্যবসায় এবং কৃষিকর্ম্ম আর অন্য২ বাণিজ্য ও পশুপালনাদি ধনোপার্জ্জনের যে২ উপায় আছে, সেই সকল কার্য্যেতে আপনার অর্থ সকল নিযুক্ত করিল, এবং আপনি ঐ সকল ব্যবসায়েতে নিযুক্ত হইয়াও পূর্ব্বমত রাজসেবা করিতে লাগিল, এবং আত্মভিন্ন সকল লোককে অবিশ্বাস করিয়া স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া সকল ব্যাপার করাতে অত্যন্ত অশক্ত হইল। আর যখন বাণিজ্য ব্যবসায়ে থাকে, তখন কৃষিকর্ম্ম হয় না; যে সময়ে কৃষিকর্ম্মেতে থাকে, সে সময় পিপ্পলী সংগ্রহ হয় না, যাবৎ পিপ্পলী সংগ্রহ করে, তাবৎ পশুপালন হয় না। এই প্রকারে তাবৎ কর্ম্ম নষ্ট হইতে লাগিল, এবং আপনিও সর্ব্বদা পরিশ্রম করিয়া অতি দুর্ব্বল হইল। অনন্তর রাজা মালাকারের কোন অপরাধে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে, দাসেরা যদি নৃপতিকে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সেবা করে, তথাপি সেই রাজা সেবকদের যৎকিঞ্চিৎ অপরাধে ঐ সেবকদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হন, এবং সেই কোপেতে যদি সেবকদের প্রাণ দণ্ড না করেন, তথাপি দস্যুর ন্যায় তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন অনন্তর মালাকার নির্ধন হইয়া অধিক ক্ষুধা এবং দুর্লভ বস্তুর লাভেচ্ছা ও মুখরতা আর কাকুক্তি ও তাবৎ প্রসঙ্গে অনভিজ্ঞতা, দরিদ্রের যে এই পাঁচ দোষ তদ্যুক্ত হইল, এবং দরিদ্র হইয়া পরিজন পোষণেতে অসমর্থ হইয়াও পুনঃ২ ধনসঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে লাগিল। পশ্চাৎ মালাকার এক রাত্রিতে কতক গুলি মালা লইয়া নিজ নগরহইতে অন্য গ্রামে যাইতেছে, সেই সময় দুই পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে অতি বৃহৎ সাত ধনভাণ্ড যাইতেছে? ইহা দেখিল; এবং ঐ ধনভাণ্ড দেখিয়া বিবেচনা করিল, এই অচেতন বস্তু কি প্রকারে এক সরোবরহইতে অন্য সরোবরে যাইতেছে? এ বড় আশ্চর্য্য। কিন্তু আমি বিবেচনা করি এই সকল নিধিভাণ্ড হইতে

পারে, সেই নিধি শক্তিতে ইহারা গমন করিতেছে। আমি শীঘ্র এই সকল ভাণ্ড পূজা করি। ইহা স্থির করিয়া ঐ সকল মালা দিয়া প্রত্যেক ভাণ্ডের পূজা করিয়া নানা প্রকার স্তব করিল। তাহার পর প্রথম ভাণ্ডহইতে এই বাক্য নির্গত হইল, হে দরিদ্র, যে ভাণ্ড সকলের পশ্চাৎ আসিতেছে, তাহাহইতে তুমি কিছু ধন লইবা। তাহার পর আর পাঁচ ভাণ্ডও সেই প্রকার কহিল। শেষে সপ্তম ভাণ্ড আপন মুখের আবরণ খুলিয়া এবং সুবর্ণ প্রকাশ করিয়া কহিল, হে মালাকার, আমরা সকলে তুষ্ট হইয়া তোমাকে সাত অঞ্জলি স্বর্ণ দিতেছি, তুমি তাহা লও, কিন্তু ইহার অধিকাকাংক্ষা করিও না। মালী ঐ কথা শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া ঐ ভাণ্ডহইতে সাত অঞ্জলি স্বর্ণ লইয়া পুষ্পপাত্রে রাখিল, পরে অতিশয় লোভেতে অষ্টমাঞ্জলি গ্রহণ করিবার বাসনাতে ভাণ্ডের মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইল। তৎক্ষণাৎ ঐ ভাণ্ড নিজমুখে আবরণসংযুক্ত হইয়া ঐ মালাকারকে লইয়া অতি বেগে চলিল। তাহাতে মালাকার বেদনাযুক্ত হইয়া কাকুতিপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে ভাণ্ড, আমি আর ধন লোভ করিব না, আমার হস্ত ত্যাগ কর; বরং যে স্বর্ণ লইয়াছি, তাহা তোমাকে দিতেছি। এই রূপ কহাতে কিছুই হইল না। তাহাতে মালাকার বিবেচনা করিল, যদি এই ধনভাণ্ড আমাকে লইয়া জলমধ্যে মগ্ন করে, তবে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে; এই ভয়ে পাদদ্বয়েতে এক বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া রহিল। নিধিভাণ্ড মালাকারের হস্ত বলেতে আকর্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতেই ঐ মালির দুই বাহুমূলোৎপাটন হইল এবং সেই বেদনাতে মালাকারের পঞ্চত্ব হইল। প্রবীণেরা কহিয়াছেন, যে লোক ধন বিষয়ে সর্ব্বদা অতৃপ্ত থাকে এবং পরার্দ্ধ সংখ্যক ধনাকাঙ্ক্ষা করে, সেই দুরাশ লোক কখনও সুখী হয় না, এবং শেষে বিপদগ্রস্ত হয়।

XVI.—*The Man resigning all things.*

অথ নির্ব্বন্ধি কথা।

যে সৎপুরুষ সংসার বাসনা ত্যাগ করেন এবং গুরুবাক্যেতে প্রত্যয় করেন ও তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্তে দৃঢ়তর আগ্রহ করেন, এমত যে যতি তিনি নির্ব্বন্ধীরূপে খ্যাত হন। তাহার ইতিহাস এই।

দ্বারকা পুরীতে শুদ্ধযশা নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন; কোন সময়ে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল, ঐ পুত্রের নাম বিবেকশর্ম্মা। সেই শিশু শৈশবকালাবধি সংসার সুখে বিরক্ত, ও তিনি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারেতেই সংসারকে নিতান্ত অস্থির করিয়া জানেন। যেমত পক্ষিশাবকেরা জাতিস্বভাবপ্রযুক্ত

শস্যাদি ভক্ষণ করে এবং মৃগশাবকেরা জাতিস্বভাবেতে তৃণাদি ভক্ষণ করে ও মনুষ্যবালকেরা জাতমাত্র দুগ্ধপান করে, সেই রূপ তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষেরা জাতমাত্র সংসার সুখে বিরক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করেন। ঐ বালক বিদ্যাভ্যাসে শৈশবকাল যাপন করিয়া আপনার যৌবন সময়ের প্রথমে উদাসীন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্তে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে পিতঃ, আমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী; কিঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কালযাপন করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু গুরুর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না; তুমি আমার পিতা এবং তত্ত্ববেত্তা, অতএব তোমার নিকটে তত্ত্বজ্ঞান যাচ্ঞা করি। যেহেতুক কোন লোক যদি বৃক্ষের মূলেতে ফল প্রাপ্ত হয়, তবে সে বৃক্ষের শাখাতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে না; সেই রূপ গৃহেতে যদি বিদ্যা থাকে, তবে বিদ্যার্থী লোক দূর দেশ গমন করিয়া বিদ্যালাভ করিতে ইচ্ছা করে না, অতএব আমি অন্যত্র যাইতে বাসনা করি না, আপনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করাউন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন, হে পুত্র, তুমি যুবা পুরুষ, সম্প্রতি গৃহাশ্রমে থাকিয়া সাংসারিক সুখভোগ কর, পশ্চাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবা; পরে সন্ন্যাসী হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করিলেই তত্ত্বজ্ঞান পাইবা। যেমত মনুষ্য বৃক্ষের উচ্চ শাখারোহণেচ্ছা করিয়া প্রথমেই বৃক্ষের সেই উচ্চ শাখা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু যথাক্রমে গ্রহণ করিতে পারে, সেই মত সংসারী লোক নানাশ্রম করিয়া ও নানা যত্ন করিয়া ক্রমেতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বিবেকশর্ম্মা পিতার বাক্য শুনিয়া নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ, আমার দীর্ঘকাল জীবনের যদি কেহ প্রতিভূ হয় অর্থাৎ জামিন হয়, তবে আমি ক্রমেতে সকলাশ্রম করিয়া পশ্চাৎ তত্ত্বজ্ঞান পাইতে পারি; যদি শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়, তবে আমি সকলাশ্রম করিতে পারিব না, এবং আমার তত্ত্বজ্ঞানও হইবে না; অতএব অবিলম্বে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ কর্ত্তব্য, যেহেতুক সংসার অত্যন্ত অস্থির। আর পুত্র পীড়িত হইলে স্নেহযুক্ত পিতাও পুত্রের পীড়ার অংশী হইতে পারেন না, এবং যমদূতকর্ত্তৃক নীয়মান পরিজনকেও স্বামী রক্ষা করিতে পারেন না, আর জননী উদরস্থ বালকের পীড়ায় কাতরা হন না, এবং ব্যাধিতে বিকৃত হয় যে নিজ শরীর সেও মনুষ্যের স্ববশ থাকে না; অতএব কেহ কাহারো সুখ দুঃখের অংশী হন না, ও কেহ কাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না, এবং পরক্ষণে কি হইবে তাহাও পূর্ব্বে কেহ জানিতে পারেন না। আমার মন এই সকল নিশ্চয় করিয়া সাংসারিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না, এই কারণ উত্তম পুরুষার্থ যে মোক্ষ, আমি তাহাই সাধন করিতে ইচ্ছা করি। অর্থ আর কাম এই দুই পুরুষার্থ নহে, যেহেতুক ধন সুখজনক হয় না, তাহার কারণ

এই যে ধনব্যয় না করিলে সুখভোগ হয় না; যদি ধনব্যয় করে, তবে সেই লোক নিধন হয়। কিন্তু মনুষ্য প্রথমে ধনবান হইয়া এবং ঐ ধনব্যয়েতে নানা সুখভোগ করিয়া পশ্চাৎ নির্ধন হইয়া ধনব্যয় করিতে অশক্ত হয়, তাহাতে অনুভূত সেই সকল সুখেতে রহিত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখানুভব করে, সেই দুঃখানুভবের কারণ কেবল পূর্ব্বের ধনাগম। অতএব ধন সুখজনক না হইয়া কেবল দুঃখজনক হয়। আর ধন কাহারো প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না, কোটীশ্বর পুরুষেরও মৃত্যু হইতেছে; এবং সঞ্চিত ধনও মনুষ্যের তৃপ্তিজনক হয় না, কোটীশ্বর পুরুষেরও প্রাপ্ত ধনহইতে অধিকাধিক লাভেচ্ছা হয়, অতএব ধন পুরুষার্থ নহে। কামও পুরুষার্থ নহে, তাহার কারণ এই, নিরন্তর সেব্যমান যে কাম অর্থাৎ ক্রিয়মাণ যে কামজ ব্যাপার, সে পুরুষকে সম্যক প্রকারে তৃপ্ত করে না, অর্থাৎ তদুত্তর কালে পুরুষের তৃপ্তিজনক হয় না, অতএব কামও পুরুষার্থ নহে। অপর ধর্ম্মও ভোগেতে নষ্ট হয়, এই কারণ ধর্ম্ম উত্তম পুরুষার্থ হয় না। হে পিতঃ, আমি এই সকল বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে মোক্ষই উত্তম পুরুষার্থ, তাহা যে রূপে সিদ্ধ হয়, আপনি আমাকে সেই রূপ আজ্ঞা করুন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ আপন পুত্রের বাক্য শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিলেন, হে পুত্র, সংসার অস্থিরতর এবং অত্যন্ত বিরস, তুমি যে ইহা জানিয়াছ সে যথার্থ বটে, এখন বুঝিলাম তুমি নিতান্ত মোক্ষাকাঙ্ক্ষী বট, এবং মোক্ষপ্রাপ্তির যে উপায় জানিতে ইচ্ছা করিতেছ আমিও তাহার উপায় কহিতেছি। কিন্তু উপায়জ্ঞানমাত্রই প্রয়োজন নহে; যদি উপায়জ্ঞানমাত্রই প্রয়োজন হইত, এবং কেবল উপায়জ্ঞানেতেই ফল সিদ্ধ হইত, তবে আমি মোক্ষের উপায় জানি, আমার কেন মুক্তি না হইল? অতএব উপায় কেবল পথ, সেই পথে গমন করে এমত লোক অতিদুর্লভ। অপর শাস্ত্রে কহিয়াছেন, উপায়রূপ পথবেত্তা অনেক লোক আছেন, কিন্তু যে সৎপুরুষ সেই পথে গমন করেন, তিনিই পদপ্রাপ্ত হন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ এই সকল কথা কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে পুত্র, মোক্ষসাধনের যে উপায় কহিতেছি, তুমি তাহাতে মনোযোগ কর, গুরু প্রমুখাৎ সর্ব্বদা বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র শুনিয়া আত্মতত্ত্ব জানিবা, এবং আত্মতত্ত্ব জানিয়া যুক্তিতে তাহার নিশ্চয় করিবা ও সেই নিশ্চিত আত্মতত্ত্বেতে একচিত্ত হইবা, এই রূপ করিলেই তোমার মন বিষয়হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরেতে সংযুক্ত হইবে; ঈশ্বরেতে নিরন্তর মনঃসংযোগ হইলেই তোমার মুক্তি হইবে। পরন্তু মন দুই প্রকার, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, তাহার বিবরণ এই, শব্দ এবং রূপ ও রস আর গন্ধ এবং স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার বিষয়, এই সকল বিষয়েতে যে স্পৃহা তাহার নাম কামনা; সেই কামনা রহিত যে মন সেই শুদ্ধ; ঐ কামনাযুক্ত যে মন সে অশুদ্ধ। পরন্তু মন

নির্ব্বিষয় হইলেই অর্থাৎ শুদ্ধ হইলেই মুক্তি হওয়া অতি সুগম, কিন্তু মনের নির্ব্বিষয় হওয়া অতি কঠিন, যেহেতুক আশারূপা যে ব্যাঘ্রী সে প্রচুরৈশ্বর্য্য গ্রাস করিয়াও তৃপ্তা হয় না, আর যেমত দণ্ডনীয় বদ্ধ চোর অস্ত্রাঘাতেতে নষ্ট হয়, সেই রূপ কামী পুরুষ কামরূপ পাশে বদ্ধ হইয়া কামিনীর দৃষ্টিরূপ বাণেতে নষ্ট হইতেছে। এই সকল কারণেতে মুক্তির পথ অতিদুর্গম হইয়াছে, কিন্তু নানা প্রকার ধ্যান ধারণাদিতে যোগ সিদ্ধ হয়, হে পুত্র, তুমি সেই যোগাবলম্বন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে নির্বন্ধী হও অর্থাৎ তদেকচিত্ত হও, তাহাতেই তোমার মোক্ষ হইবে। ব্রাহ্মণের পুত্র এই সমুদায় বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে তাত, আমি তোমার অনুগ্রহেতে এই উপদেশানুসারে তত্ত্বজ্ঞানেতে নির্বন্ধী হইলাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, হে পুত্র, তবে তোমার মুক্তি হইবে; তত্ত্ববোধে নির্ব্বন্ধী হইলে জীব সংসারপারাবারোত্তীর্ণ হইতে পারেন, এবং বনজ মত্ত হস্তির ন্যায় যে মন তাহা বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারেন, আর সকল বিদ্যার পারগত হইয়া কর্ম্মরূপ যে পাশবন্ধন তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারেন, এবং সেই হেতুক মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারেন। ব্রাহ্মণের পুত্র পিতার আজ্ঞানুসারে যোগাবলম্বন করিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করিয়া মুক্ত হইলেন।

FROM THE HITOPADESHA*.

হিতোপদেশঃ।

I.—*Introduction.*

ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্র নামে এক নগর আছে, সেখানে সকল রাজগুণবিশিষ্ট সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন্। সেই ভূপতি এক সময়ে কাহারও কর্ত্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন; তাহার অর্থ এই; অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের দর্শক এমত যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু, ইহা যাহার নাহি সেই অন্ধ। আর যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা, এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেই অনর্থের নিমিত্ত হয়, আর যেখানে এ চতুষ্টয় একাধারবর্ত্তি, সেখানে কি হয়, তাহা কহিতে পারি না।

ইহা শুনিয়া সে রাজা অজ্ঞাতশাস্ত্র এবং সর্ব্বদা বিপথগামি আপন পুত্রদিগের শাস্ত্রবিজ্ঞাপনার্থে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন, যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক নয়, সে পুত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন? বরং অনর্থ হয়। যেমন কাণচক্ষুতে কিছু প্রয়োজন নাহি; কাণচক্ষু কেবল পীড়ারই কারণ হয়। আর অজাত ও মৃত ও মূর্খ, ইহাদের মধ্যে আদ্যদ্বয় ভাল, অন্তিম ভাল নয়, যেহেতুক আদ্যদ্বয় একবার দুঃখদায়ক হয়, কিন্তু অন্তিম পদে২ দুঃখদায়ক হয়। অপর গর্ত্তস্রাবও ভাল; স্ত্রী অভি-গমন না করা ও জন্মিয়া মরাও ভাল, কন্যা হওয়াও ভাল, ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়াও ভাল, গর্ত্তহইতে ভূমিষ্ঠ না হওয়াও ভাল, তথাপি রূপ ও ধন সমূহবিশিষ্ট মূর্খ পুত্র কিছু নয়। এবং যে পুত্র জন্মিলে বংশ উন্নতি পায়, সে জন্মুক, নতুবা জন্ম মরণ ধর্ম্মশালি সংসারে কে বা মরিয়া না জন্মে? অপর গুণিসমূহের গণনারম্ভে সত্ত্বমেতে যাহার নামে খড়ী না পড়ে, সে পুত্রেতে মাতা যদি পুত্রবতী হয়, তবে বল, বন্ধ্যা কেমন হয়? গুণবান্ এক পুত্রও ভাল, তথাপি শত২ মূর্খ পুত্র কিছু

* The extracts from this work have been greatly abridged, but not otherwise altered.

নহে। যেমন এক চন্দ্র অন্ধকার নষ্ট করে, কিন্তু তারাসমূহ কিছু করিতে পারে না। এবং কোন পুণ্যতীর্থে যে অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়াছে, তাহার পুত্র অবশ্য ধনবান্ ও ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত হয়। সেই প্রকার পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, প্রতিদিন অর্থের আগমন ও অরোগিতা এবং প্রিয়া ভার্য্যা ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা ও বিনয়ী পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা, এই ছয় সংসারে সুখদায়ক হয়। আর গোলাগৃহের পূরণার্থে যে আঢ়ি তত্তুল্য অনেক পুত্রেতে কে ধন্য হয়? কিন্তু কুলাচারাবলম্বী এক পুত্রও ভাল, তাহাতে পিতা খ্যাত হন।

এখন এই আমার পুত্রদিগকে গুণবন্ত করা যাউক। যেহেতুক আহার ও নিদ্রা ও ভয় ও নিধুবন, এই সকল ব্যবহার পশুদের যাদৃশ মনুষ্যদেরও তাদৃশ হয়; কিন্তু পশুদের হইতে মনুষ্যদের অধিক ধর্ম্ম, এই বিশেষ; অতএব ধর্ম্মহীন মনুষ্যেরা পশুদের সমান। যেহেতুক ধর্ম্ম ও অর্থ ও কাম ও মোক্ষ ইহাদের মধ্যে একও যাহার নাহি, তাহার জন্ম ছাগলের গলদেশস্থিত স্তনের ন্যায় নিরর্থক হয়। অপরও কহা যাইতেছে, আয়ুঃ ও কর্ম্ম ও ধন ও বিদ্যা ও মরণ এই পাঁচ জীবের গর্ভস্থাবস্থাতেই সৃষ্ট হয়। এবং যে হইবার উপযুক্ত নয় সে হইতে পারে না, যে হইবার উপযুক্ত তাহার অন্যথা হইতে পারে না, এই যে চিন্তারূপ বিষনাশক ঔষধি, ইহা কেন লোককর্ত্তৃক পীত হয় না? এ কোন কার্য্যাক্ষম লোকদিগের আলস্যবচন, যেহেতুক যেমন এক চক্রেতে রথের গতি হয় না, তেমন পুরুষার্থ ব্যতিরেকে দৈব সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বজন্ম কৃত যে কর্ম্ম তাহার নাম দৈব কহা যায়; সেই হেতুক নিরালস্য হইয়া পুরুষার্থেতে যত্ন করিবে। আর লক্ষ্মী উদ্যোগি পুরুষসিংহকে পায়েন, অদৃষ্টপ্রযুক্ত হয় ইহা কাপুরুষেরা কহে। অতএব অদৃষ্টকে অনাদর করিয়া আপন শক্ত্যনুসারে পুরুষার্থ প্রকাশ করহ, যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে কি দোষ? যেমন কুলাল ঘট ও শরাবাদি যাহা ২ ইচ্ছা করে, তাহাই এক মৃৎপিণ্ডহইতে নির্ম্মাণ করে, এবং মনুষ্য আপন কৃতকর্ম্মহইতে নানা ফল পায়। অপর সম্মুখেতে কাকতালীয়ের ন্যায় অকস্মাৎ প্রাপ্ত নিধিকে দেখিলেও দৈব আপনি আনিয়া দেন না, কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে। যেহেতুক উদ্যোগেতে কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়, মনোরথ মাত্রেতেই হয় না, কেননা সুপ্ত সিংহের মুখেতে মৃগেরা স্বতঃ প্রবেশ করে না। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন, যে পিতা মাতা বালককে পাঠ করায় না সে পিতা মাতা শত্রু, ঐ বালক সভামধ্যে শোভা পায় না, যেমন হংসের মধ্যে বক। রূপ ও যৌবনেতে সম্পন্ন এবং মহাকুলসম্ভব যে সকল, তাহারাও বিদ্যাহীন হইলে শোভা পায় না, যেমন গন্ধহীন পলাশ পুষ্প। অপর যে ব্যক্তি গুরু নিকটে অধ্যয়ন করে নাই, ও আপনিও পুস্তকে অধ্যয়ন করে নাই, সে সভামধ্যে শোভা পায় না।

ইহা চিন্তা করিয়া সেই রাজা পণ্ডিতসভা করাইলেন, অনন্তর রাজা কহিলেন, ভো ভো পণ্ডিতগণ, আমার কথা শ্রবণ করুন, নিত্য বিপথগামি ও অবিদিতশাস্ত্র যে আমার পুত্রগণ, তাহাদের এখন নীতিশাস্ত্রোপদেশ-দ্বারা পুনর্জন্ম করাইতে সমর্থ হয় এমন পণ্ডিত কেহ আছে? যেহেতুক কাচ যেমন কাঞ্চন সংসর্গেতে মরকতমণির দীপ্তি ধারণ করে, তেমনি পণ্ডিত সন্নিধানেতে মূর্খও প্রবীণত্বকে পায়। পণ্ডিতেরা সে প্রকার কহিয়াছেন, হীনলোকদের সহবাসেতে মতি হীনা হয়, এবং সমান লোকদের সহবাসেতে মতি সমতাকে পায়, এবং উত্তম লোকদের সহবাসেতে মতি উত্তমতাকে পায়।

ইতিমধ্যে বৃহস্পতি তুল্য সকল নীতিশাস্ত্রের যথার্থজ্ঞাতা বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক পণ্ডিত কহিলেন, হে মহারাজ, এই রাজপুত্রেরা সৎকুলোদ্ভব, এই হেতুক আমি তাহাদিগকে নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করাইতে পারি। যেহেতুক কোন ক্রিয়া অস্থানে পতিতা হইলে ফলবতী হয় না; যেমন নানা প্রকার যত্নেতেও বক শুকপক্ষির ন্যায় কখনো পড়ে না। আর এ গোত্রে নির্গুণ সন্তান জন্মে না, যেহেতুক পদ্মরাগ মণির আকরেতে কাচ মণির জন্ম কোথায়? আমি ছয় মাসের মধ্যে তোমার পুত্রদিগকে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করিব।

রাজা পুনর্ব্বার বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, পুষ্প সহবাসেতে কীটও সল্লোকের মস্তকে আরোহণ করে, এবং সল্লোক কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তরও দেবত্বকে পায়। আর যেমন উদয়াচলস্থ দ্রব্য সূর্য্যসন্নিধানে দীপ্তি পায়, তেমনি সৎসন্নিধানেতে হীনবর্ণও দীপ্তি পায়। আমার এই পুত্রদিগকে নীতিশাস্ত্রোপদেশের নিমিত্তে তোমরাই প্রমাণ হইয়াছ। ইহা কহিয়া সেই বিষ্ণুশর্ম্মার বহুসম্মান পূর্ব্বক পুত্রদিগকে সমর্পণ করিলেন।

II.—*Of Friendship.*

মিত্রলাভ।

অনন্তর প্রাসাদের উপরে সুখেতে উপবিষ্ট রাজপুত্রদিগের সম্মুখে প্রস্তাব ক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন, কাব্য শাস্ত্রের আমোদেতে পণ্ডিতদের কাল যাপন হয়, ব্যসন অর্থাৎ স্ত্রী ও দ্যূত ও পান ও বৃথা পর্য্যটন ও মৃগয়া ও দিবসে নিদ্রা ও কলহ ইত্যাদিতে মূর্খদের কাল যাপন হয়; অতএব তোমাদের আমোদের নিমিত্তে কাক কূর্ম্মাদির বিচিত্র কথা কহি। রাজপুত্রেরা কহিলেন, কহুন্। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন, রাজপুত্রেরা শ্রবণ করহ।

সম্প্রতি মিত্রলাভ প্রস্তাব করি, যাহার প্রথমেতে এই শ্লোক; কাক ও কূর্ম্ম ও মৃগ ও মূষিক ইহারা উপায়রহিত অথচ ধনহীন হইয়াও বুদ্ধিমত্তাপ্রযুক্ত শীঘ্র কার্য্য সাধন করে।

রাজপুত্রেরা কহিলেন, সে কি প্রকার? বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন, গোদাবরীর তীরে এক বড় শাল্মলী বৃক্ষ থাকে, নানাদিগ্দেশহইতে পক্ষিরা আসিয়া ঐ বৃক্ষে রাত্রিকালে বাস করে। অনন্তর কোন দিনরাত্রি অবসন্না হইলে কুমুদিনী নায়ক চন্দ্র অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে অর্থাৎ অস্ত গেলে পর লঘুপতন নামে কাক জাগ্রৎ হইয়া দেখিল, এক ব্যাধ দ্বিতীয় যমের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে; সে তাহাকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, অদ্য প্রাতঃকালেই অমঙ্গল দর্শন হইল, না জানি কি অমঙ্গল দেখাইবে। ইহা কহিয়া ব্যাধের পশ্চাৎ গমন ক্রমেতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া চলিল।

অনন্তর সেই ব্যাধ তণ্ডুল কণা ছড়াইয়া এবং জাল বিস্তীর্ণ করিয়া আপনি লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। এই কালে চিত্রগ্রীব নামে কপোতরাজ সপরিবারে আকাশে বিহরত সেই তণ্ডুলকণা সকল অবলোকন করিল। অনন্তর কপোতরাজ তণ্ডুলকণলোভি কপোতদিগকে কহিল, কি রূপে এ নির্জন বনে তণ্ডুলকণার সম্ভব? তাহা নিরূপণ কর, এ জাল দেখি না, এই তণ্ডুলকণার লোভেতে আমরাও প্রায় তেমনি হইব; যেমন কঙ্কণলোভেতে দুস্তর পঙ্কেতে মগ্ন যে পথিক, সে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া মরিয়াছে। কপোতেরা কহিল, সে কি প্রকার?

কপোতরাজ কহিল, আমি এক সময়ে দক্ষিণারণ্যে বিহরত দেখিলাম, এক সরোবরের তীরে এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্র স্নাত ও কুশহস্ত হইয়া কহিতেছে, ভো২ পথিক, এই সুবর্ণ কঙ্কণ গ্রহণ কর। পরে লোভী কোন পথিক পরামর্শ করিল, ভাগ্যক্রমে এতাদৃশ লাভ হয়; কিন্তু প্রাণের সন্দেহ, এ বিষয়েতে প্রবৃত্তি কর্ত্তব্য নয়। তথাপি সর্ব্বত্র ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি সন্দেহেতেই হয়। সে প্রকার পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সংশয়েতে আরোহণ না করিলে মনুষ্য মঙ্গল দেখে না; কিন্তু সংশয়েতে আরোহণ করিয়া যদি বাঁচে, তবে মঙ্গল দেখে; অতএব তাহা নিরূপণ করি। পথিক প্রকাশ করিয়া কহিতেছে, কঙ্কণ কোথায়? ব্যাঘ্র হস্ত বিস্তার করিয়া দেখাইল। অনন্তর পথিক কহিল, তুমি হিংস্রক, তোমাতে কি প্রকারে বিশ্বাস হয়? ব্যাঘ্র কহিল, শুন রে পথিক, পূর্ব্বকালে যৌবনদশাতে আমি অতিদুর্বৃত্ত ছিলাম, অনেক গো ও মনুষ্যদিগের বধ করাতে আমার স্ত্রী ও পুত্রেরা মরিয়াছে, অতএব বংশহীন হইয়াছি; অনন্তর কোন ধার্ম্মিক আমাকে কহিলেন, তুমি দান ও ধর্ম্মাদি আচরণ কর, সেই উপদেশ প্রযুক্ত এখন আমি দানশীল ও দাতা হইয়াছি, তবে বৃদ্ধ ও গলিতনখদন্ত যে আমি, আমি কেন বিশ্বাসপাত্র না হই?

আমার এমনি লোভ বিরহ হইয়াছে, যে আপন হস্তগত সুবর্ণ কঙ্কণ অন্য লোককে দিতে ইচ্ছা করিতেছি। তথাপি ব্যাঘ্র মনুষ্যকে খায়, এই অপবাদ লোকে আছে, তাহা নিবারণ করা যায় না। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছি শুন, যেমন আপনার প্রাণ ইষ্ট, তেমন সকল জীবের প্রাণও ইষ্ট হয়। এই হেতুক সাধুলোকেরা আত্মবৎ সকল জীবকে দয়া করেন। তুমি অতি দরিদ্র, সেই হেতুক তোমাকে দিতে আমি সচেষ্ট হইয়াছি। অতএব এই সরোবরে স্নান করিয়া সুবর্ণ কঙ্কণ গ্রহণ কর। অনন্তর পথিক তাহার বাক্যেতে প্রত্যয় করিয়া লোভেতে স্নান করিবার নিমিত্তে সরোবরে প্রবিষ্ট হইলে মহাপঙ্কে মগ্ন হইয়া পলাইতে অসমর্থ হইল। তখন ব্যাঘ্র পঙ্কে পতিত পথিককে দেখিয়া কহিল, হায় ২ মহাপঙ্কে পতিত হইয়াছ, অতএব তোমাকে আমি উঠাই। ইহা কহিয়া সেই ব্যাঘ্র অল্পে ২ নিকটে গিয়া তাহাকে ধরিল। তখন সে ব্রাহ্মণ চিন্তা করিল, দুরাত্মার ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠ ও বেদের অধ্যয়ন ধর্ম্মিষ্ঠ হওনের কারণ নহে; অতএব মারাত্মক ব্যাঘ্রে বিশ্বাস করিয়া ভাল করি নাই। এই প্রকার চিন্তা করত ঐ পথিক ব্যাঘ্রকর্তৃক ধৃত ও ভক্ষিত হইল। অতএব আমি কহি, কঙ্কণের লোভেতে যেমন পথিক ব্রাহ্মণ পঙ্কেতে মগ্ন হইল ইত্যাদি। এই নিমিত্তে সর্ব্বপ্রকারে অবিচারিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়।

এ কথা শুনিয়া কোন কপোত দর্প করিয়া কহিল, আঃ, এ কি কহিতেছ? আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধলোকের বাক্য গ্রাহ্য হয়, আর অন্যত্রও বিচারক্রমে গ্রাহ্য হয়; কিন্তু ভোজন বিষয়ে গ্রাহ্য নয়। যেহেতুক পৃথিবীমণ্ডলে সকল অন্ন ও জলাদি আশঙ্কাদ্বারা ব্যাপ্ত আছে, তাহাতে কোথা প্রবৃত্তি কর্ত্তব্য? কি প্রকারে বা জীবন ধারণ কর্ত্তব্য? ইহা শুনিয়া সকল কপোত সে স্থানে উপবিষ্ট হইল; পরে সকলেই জালেতে বদ্ধ হইল।

অনন্তর যাহার বাক্যেতে সে স্থান অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাকে সকলে তিরস্কার করিতে লাগিল। যেহেতুক কার্য্য সিদ্ধ হইলে সকলেরই সমান ফল, কিন্তু কার্য্যে বিঘ্ন হইলে প্রধান ব্যক্তি দোষভাগী হয়।

তাহার অপমান শুনিয়া চিত্রগ্রীব কহিল, ইহার এ দোষ নয়; বিপৎকালে বিস্ময়াপন্ন হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, অতএব এ সময়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া উপায় চিন্তা কর।

এখনও ইহা কর, সকলে একচিত্ত হইয়া জাল লইয়া উড়। যেহেতুক তুচ্ছ বস্তুর যে সমূহ, তাহাতেও কার্য্য সাধন হয়; যেমন রজ্জুত্ব পাইলে তৃণসমূহকর্তৃক মত্ত হস্তী বদ্ধ হয়। ইহা চিন্তা করিয়া সকল পক্ষিরা জাল লইয়া উপরে উড়িল। অনন্তর সে ব্যাধ অতিদূরহইতে জালের অপহারক কপোতদিগকে দেখিয়া পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া এই ভাবনা করিল, এ কপোতেরা সকলে একত্র হইয়া আমার জাল হরণ করিয়াছে,

কিন্তু যখন পৃথিবীতে পড়িবে, তখন আমার বশীভূত হইবে। তৎপরে সেই পক্ষিরা ব্যাধের চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রমণ করিলে সেই ব্যাধ নিবৃত্ত হইল।

তাহার পর ব্যাধকে নিবৃত্ত দেখিয়া কপোতেরা কহিল, এখন কি করা উচিত? চিত্রগ্রীব কহিল, মাতা ও পিতা ও মিত্র ইহারা তিন জন স্বভাবেতে হিতকারী হন, আর অন্য লোকও কার্য্য কারণ প্রযুক্ত হিতকারী হয়। অতএব আমাদের মিত্র হিরণ্যক নামে মূষিকরাজ চিত্রবনে গণ্ডকী নদীর তীরে বাস করে, সে আমাদিগের পাশ কাটিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া সকলে হিরণ্যকের গর্ত্তের নিকটে গেল।

হিরণ্যক সর্ব্বদা উপদ্রবশঙ্কাতে শতদ্বার গর্ত্ত করিয়া বসতি করে। অনন্তর হিরণ্যক কপোতদের পতন শব্দের ভয়েতে ভীত হইয়া চুপ করিয়া থাকিল। তাহাতে চিত্রগ্রীব বলিল, হে মিত্র হিরণ্যক, কেন আমাদিগকে সম্ভাষা কর না? তখন হিরণ্যক মিত্রের বাক্য বুঝিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া বলিল, আঃ আমি কি পুণ্যবান্। আমার পরম সুহৃৎ চিত্রগ্রীব আসিয়াছেন। তাহার পর সে কপোতদিগকে জালে বদ্ধ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া কহিল, সখে, এ কি? চিত্রগ্রীব কহিল, হে মিত্র, আমাদের পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফল এই। উন্দুর চিত্রগ্রীবের বন্ধন ছেদন করিতে শীঘ্র সমীপে যাইতেছে, তাহা দেখিয়া চিত্রগ্রীব কহিল, হে মিত্র, এমন করিও না, অগ্রে আমার আশ্রিত এই কপোতদের পাশ ছেদন কর, পশ্চাৎ আমার জাল ছেদন করিও। তখন হিরণ্যক কহিল, আমি অল্পবলী, আর আমার দন্তও কোমল, এই কারণ এই সকলের বন্ধন ছেদন করিতে কি রূপে শক্ত হইব? তবে আমার দন্ত যতক্ষণ না ভাঙ্গে, ততক্ষণ তোমার পাশ ছেদন করি, পশ্চাৎ ইহাদেরও যত পারিব ছেদন করিব। চিত্রগ্রীব কহিল, এমন হউক, তথাপি যেমন সামর্থ্য ইহাদিগের বন্ধন কাট। হিরণ্যক কহিল, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রিত লোকের যে রক্ষা করা, সে নীতিজ্ঞ লোকদের সম্মত নহে। চিত্রগ্রীব বলিল, হে মিত্র, নীতিশাস্ত্র এই রূপই বটে, কিন্তু আমি আপন আশ্রিত লোকদিগের দুঃখ কোন প্রকারে সহিতে পারি না, সেই নিমিত্তে ইহা বলি। ইহা শুনিয়া হিরণ্যক হৃষ্টচিত্ত ও পুলকিত হইয়া বলিল, সাধু, এই আশ্রিত বাৎসল্যেতে ত্রিলোকের প্রভুত্ব তোমাতে উপযুক্ত হয়; ইহা কহিয়া সেই হিরণ্যক সকল কপোতের বন্ধনচ্ছেদন করিল।

অনন্তর হিরণ্যক সকল কপোতকে সম্মান করিয়া কহিল, হে সখে চিত্রগ্রীব, এই জালে বন্ধন হওয়াতে দোষ আশঙ্কা করিয়া আপনাতে অবজ্ঞা কর্ত্তব্য নহে, এই প্রকারে প্রবোধ করিয়া আতিথ্য করিয়া আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিল; তাহাতে চিত্রগ্রীব সপরিবারে আপন

অভিলষিত দেশে গেল; হিরণ্যকও আপন বিবরে প্রবিষ্ট হইল। অতএব লোক শত শত মিত্র করিবে; দেখ, উন্দুর মিত্রেতে কপোতেরা বন্ধনহইতে মুক্ত হইল।

অনন্তর লঘুপতনক নামে কাক এই সকল দেখিয়া ইহা বলিল, কি আশ্চর্য্য! হে হিরণ্যক, তুমি শ্লাঘ্য; আমিও তোমার সহিত মিত্রতা ইচ্ছা করি, এই নিমিত্তে আমাকে মিত্রতাতে অনুগ্রহ করিতে সম্মত হও। ইহা শুনিয়া হিরণ্যক গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া কহিল, কে তুমি? সে বলিল, আমি লঘুপতনক নামে কাক। হিরণ্যক হাসিয়া বলিল, তোমার সহিত মিত্রতা কি? আমি ভোজ্য, তুমি ভোক্তা, ইহাতে কি প্রকারে প্রীতি হইবে? ভক্ষ্য ও ভক্ষকের যে প্রণয় সে বিপত্তির কারণ হয়; কেননা শৃগালহইতে পাশেতে বদ্ধ মৃগ কাককর্ত্তৃক রক্ষিত হইল। কাক কহিল, এ কি প্রকার?

হিরণ্যক কহিতেছে, মগধদেশে চম্পকাবতী নামে এক বন আছে, তাহাতে হরিণ ও কাক দুই জন বহুকাল বড় স্নেহেতে বাস করে; সেই হরিণ আপন ইচ্ছাতে ভ্রমণ করিলে কোন শৃগাল তাহাকে হৃষ্ট-পুষ্টাঙ্গ দেখিয়া চিন্তা করিল, আঃ কি প্রকারে এই উত্তম ললিত মাংস খাইব? যাহা হউক, বিশ্বাস জন্মাই। এই পরামর্শ করিয়া সমীপে গিয়া বলিল, হে মিত্র, তোমার কি মঙ্গল? মৃগ কহিল, কে তুমি? শৃগাল কহিতেছে, ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে শৃগাল আমি, এই বনেতে বান্ধবহীন হইয়া মৃত শরীরের ন্যায় বাস করি, সম্প্রতি তোমাকে মিত্র পাইয়া পুনর্ব্বার সবান্ধব হইয়া সজীব হইলাম, এখন আমি সর্ব্বদা তোমার অনুচর হইব। মৃগ শৃগালকে কহিল, ভাল, তাহাই হউক।

অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত গেলে মৃগের বাসস্থানে সেই মৃগ ও শৃগাল গেল। সেখানে চম্পকবৃক্ষের ডালেতে মৃগের চিরকালের মিত্র সুবুদ্ধি নামে কাক বাস করে। তখন কাক হরিণ আর জম্বুককে দেখিয়া বলিল, মিত্র, দ্বিতীয় এ কে? হরিণ কহিতেছে, ইনি জম্বুক, আমার সহিত মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা করিয়া আসিয়াছেন। কাক বলিতেছে, সখে, অকস্মাৎ আগন্তুকের সহিত মিত্রতা উচিত নয়, যেহেতুক বিড়ালের দোষেতে জরদ্গব নামে গৃধ্র নষ্ট হইল। মৃগ আর শৃগাল জিজ্ঞাসিল, সে কি প্রকার?

কাক কহিতেছে, গঙ্গাতীরে গৃধ্রকূট নামে পর্ব্বতে বৃহৎ এক পাকুড় বৃক্ষ থাকে, তাহার কোটরে দৈববিপাকে নখ ও চক্ষুরহিত জরদ্গব নামে এক শকুনি বসতি করে। অনন্তর তাহার জীবনের নিমিত্তে সেই বৃক্ষবাসি পক্ষিরা কৃপা করিয়া আপন২ আহারহইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া তাহাকে দেয়, তাহাতে ঐ জরদ্গব বাঁচে। পরে কোন দিন দীর্ঘকর্ণ নামে এক মার্জ্জার পক্ষিবালকদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তে সেখানে

আইল। তাহাতে পক্ষিবালকেরা সেই বিড়ালকে আসিতে দেখিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া কোলাহল করিল। তাহা শুনিয়া জরদ্গব বিড়ালকে কহিল, এ কে আইসে? দীর্ঘকর্ণ শকুনিকে দেখিয়া সভয় হইয়া খেদেতে কহিল, আমি নষ্ট হইলাম; এখন নিকটে পলাইতে অসমর্থ; তবে যে ভবিতব্য, তাহা হউক, বিশ্বাস জন্মাইয়া ইহার সমীপে গমন করি। ইহা আলোচনা করিয়া নিকটে গিয়া বলিল, হে শ্রেষ্ঠ, তোমাকে অভিবাদন করি। শকুনি কহিল, কে তুমি? সে কহিল, বিড়াল আমি। শকুনি বলিতেছে, দূরে যাও; যদি না যাও, তবে আমি তোমাকে নষ্ট করিব। মার্জ্জার বলিল, আমার বাক্য শুন, তার পর যদি আমি বধ্য হই, তবে বধ কর্ত্তব্য; যেহেতুক কোথায় কেহ জাতিমাত্রেতে বধ্য কিম্বা পূজ্য নয়, ব্যবহারেতে বধ্য অথবা পূজ্য হয়।

শকুনি কহিতেছে, বল, কি নিমিত্তে তুমি আসিয়াছ? সে বলিল, আমি এখানে গঙ্গাতীরে নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী ব্রহ্মচারী চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিয়া থাকি, বিশ্বাসভূমি পক্ষি সকল ধর্ম্মজ্ঞানরত যে তোমরা, তোমাদিগকে আমার অগ্রেতে সর্ব্বদা প্রশংসা করে; অতএব তোমরা বিদ্যা ও বয়সেতে বৃদ্ধ, তোমাদের ধর্ম্ম শুনিবার নিমিত্তে এখানে আসিয়াছি। আপনারা এমন ধর্ম্মজ্ঞ যে আমি অতিথি, আমাকে মারিতে উদ্যত? গৃহস্থের এ ধর্ম্ম বটে, গৃহে আইলে শত্রুরও উপযুক্ত আতিথ্য করিবে, ছেদনকর্ত্তার সমীপবর্ত্তি ছায়াকে বৃক্ষ অপহরণ করে না। যদি বা ধন না থাকে, তবে প্রিয় বাক্যেতেও অতিথি অবশ্য পূজ্য হন, যেহেতুক আসন ও স্থান ও জল ও প্রিয় বাক্য এ সকল সাধু লোকদের ঘরেতে কখন অপ্রাপ্ত হয় না। এবং অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহহইতে ফিরিয়া যায়, সে আপন পাপ তাহাকে দিয়া তাহার পুণ্য লইয়া যায়। আর অধমবর্ণও যদি উত্তমবর্ণের ঘরে আইসে, তবে সে যথোপযুক্ত পূজ্য হয়, কেননা অতিথি সর্ব্বদেবস্বরূপ।

শকুনি বলিল, বিড়াল মাংসরুচি, এখানে পক্ষির ছানা সকল আছে, সেই নিমিত্তে আমি এই প্রকার বলি। বিড়াল তাহা শুনিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া দুই কর্ণস্পর্শ করিতেছে, এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহিতেছে। আর কহিল, আমি ধর্ম্মশাস্ত্র শুনিয়া বৈরাগ্যেতে দুষ্কর চান্দ্রায়ণ ব্রত আরম্ভ করিয়াছি; যেহেতুক অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ইহাতে পরস্পর বিবাদমান সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের সম্মতি আছে। এবং ধর্ম্মই এক মিত্র, যে মরিলেও সঙ্গে যায়, আর সকল শরীরের সহিত নাশকে পায়। পুনর্ব্বার শুন, স্বচ্ছন্দে বনেতে জন্মে যে শাক, তাহাতেও উদরপূরণ হয়, তবে এই পোড়া পেটের নিমিত্তে কে মহাপাপ করে? সে মার্জ্জার এই প্রকার বিশ্বাস জন্মাইয়া বৃক্ষকোটরে থাকিল। অনন্তর কিছু দিন গেলে পরে পক্ষির ছানাদিগকে ধরিয়া আপন কোটর মধ্যে আনিয়া

প্রত্যহ খায়। সে যে পক্ষিদের সন্তানদিগকে খাইল, তাহারা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে২ ইতস্ততো জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বিড়াল তাহা জানিয়া কোটরহইতে নির্গত হইয়া বাহিরে পলাইল। তাহার পর ইতস্তত অন্বেষণ করাতে পক্ষি সকল পক্ষিশাবকের অস্থি পাইল। অনন্তর তাহারা কহিল, এই জরদ্গব আমাদিগের সন্তানদিগকে খাইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া সকল পক্ষিরা শকুনিকে নষ্ট করিল; অতএব আমি বলি, অজ্ঞাত কুলশীলকে বাস দেওয়া উচিত নয়।

সেই শৃগাল ইহা শুনিয়া ক্রোধেতে কহিল, মৃগের প্রথম দর্শনদিনে আপনিও অজ্ঞাত কুলশীল ছিলেন, তবে কি প্রকারে আপনকার সহিত ইহাঁর উত্তর২ প্রীতির আধিক্য হইতেছে? যেমন এই মৃগ আমার সখা, তেমনি আপনিও আমার সখা। হরিণ বলিল, এ উত্তরে কি প্রয়োজন? একত্র সকলে প্রণয়ালাপেতে সুখে থাক।

পরে কাক কহিল, এই হউক। অনন্তর প্রভাতে সকলে আপন২ অভিলষিত দেশে গেল। এক দিবস নির্জ্জনে জম্বুক বলিতেছে, হে মিত্র মৃগ, এই বনের এক প্রদেশে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আছে, আমি তোমাকে লইয়া তাহা দেখাই, ইহা কহিয়া তাহা দেখাইলে পরে, হরিণ প্রতিদিন সেখানে যাইয়া শস্য খায়। অনন্তর ক্ষেত্র দেখিয়া ক্ষেত্রপতি জাল যোজিত করিল, তাহার পর পুনর্ব্বার মৃগ আসিয়া পাশেতে বদ্ধ হইয়া চিন্তা করিল, মিত্রব্যতিরেক কে আমাকে যমপাশের ন্যায় এই ব্যাধের পাশহইতে পরিত্রাণ করিতে শক্ত হয়? তৎপরে জম্বুক সেখানে উপস্থিত হইয়া ভাবনা করিল, এত দিনে আমার কাপট্যেতে মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল। ব্যাধ যখন এই মৃগের মাংস ছেদন করিবে, তখন রক্তেতে লিপ্ত অস্থি আমি অবশ্য পাইব, তাহাতে বিলক্ষণরূপে ভোজন হইবে।

হরিণ তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বলিতেছে, সখে শৃগাল, আমার বন্ধন ছেদন কর, শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর।

শৃগাল পাশ দেখিয়া বারবার চিন্তা করিল, এই বন্ধন দৃঢ়। আর কহিল, হে মিত্র, এ পাশ চর্ম্মরচিত, এই হেতুক আজি রবিবারে কি প্রকারে ইহা দন্তে স্পর্শ করিব? সখে, যদি অন্তঃকরণে অন্য প্রকার না মান, তবে তুমি যাহা কহিবা, তাহা প্রভাতে আমার কর্ত্তব্য।

অনন্তর সে কাক সন্ধ্যা কালে মৃগকে আসিতে না দেখিয়া ইতস্তত অন্বেষণ করিয়া সেই প্রকার দেখিয়া কহিল, সখে, এ কি? মৃগ কহিল, হে মিত্র, মিত্রবাক্য অবজ্ঞার ফল এই।

কাক কহিতেছে, সে বঞ্চক কোথায় আছে? হরিণ কহিল, সে আমার মাংস ভোজনের নিমিত্তে এই স্থানেই আছে। কাক কহিতেছে, আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি, আমার অপরাধ নাই; এ বিশ্বাসের কারণ নয়, যেহেতুক খলহইতে গুণবানেরও ভয় আছে।

পরে কাক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ওরে বঞ্চক শৃগাল, তুই পাপী কি করিয়াছিস?

অনন্তর প্রাতঃকালে ক্ষেত্রপতি লাঠি হাতে করিয়া সেই স্থানে গমন করিতেছে, ইহা বায়স দেখিল। ক্ষেত্রপালকে দেখিয়া কাক কহিল, হে মিত্র মৃগ, তুমি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া পেট ফুলাইয়া পা সকল স্থির করিয়া আপনাকে মৃত শরীরের ন্যায় দেখাইয়া থাক, আমি তোমার চক্ষু ঠোঁটেতে করিয়া ঠোকরাই। যখন আমি শব্দ করিব, তখন তুমি উঠিয়া শীঘ্র পলাইবা। কাকের কথাতে মৃগ সেই প্রকার থাকিল। তাহার পর আহ্লাদেতে প্রফুল্লিতনয়ন হইয়া সে ক্ষেত্রপতি সেই প্রকারে মৃগকে দেখিয়া, আঃ আপনি মরিয়াছ, ইহা কহিয়া বন্ধন ছাড়াইয়া জাল জড় করিবার নিমিত্তে সত্বর হইল। অনন্তর মৃগ কাকের শব্দ শুনিয়া শীঘ্র উঠিয়া পলাইল। পরে ক্ষেত্রপতি মৃগের উদ্দেশে ক্ষেপণ করিল যে লগুড়, তাহাতে শৃগাল নষ্ট হইল। অতএব আমি বলি, খাদ্য আর খাদকের যে প্রণয় সে আপদের কারণ।

লঘুপতনক নামে কাক পুনর্ব্বার কহিল, তোমাকে আমি ভক্ষণ করিলে আমার তৃপ্তিজনক আহার হইবে না, চিত্রগ্রীবের ন্যায় নিষ্পাপ তুমি বাঁচিলেই আমি বাঁচি।

হিরণ্যক বলিতেছে, তুমি চপল, চপলের সহিত প্রণয় কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নয়। আর কি কহিব? তুমি আমাদিগের শত্রুর পক্ষ।

লঘুপতনক বলিতেছে, আমি সকল শুনিয়াছি, তথাপি আমার এই প্রতিজ্ঞা, তোমার সহিত সখ্য অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি মিত্রতা না কর, তবে অনাহারেতে আপনাকে নষ্ট করিব। যেহেতুক শুচিতা ও দানশীলতা ও শূরত্ব এবং সুখ ও দুঃখেতে সমানতা ও নিপুণতা ও আনুরক্তি ও সত্যতা, এই সকল মিত্রের গুণ; এই সকল গুণেতে যুক্ত তোমাভিন্ন কোন্ পুরুষকে আমি পাইব?

লঘুপতনকের এই সকল কথা শুনিয়া হিরণ্যক বাহিরে নির্গত হইয়া বলিল, আমি তোমার অমৃতবাক্যেতে আহ্লাদিত হইলাম। তোমার অভিমতই হউক। হিরণ্যক ইহা কহিয়া মিত্রতা করিয়া খাদ্য সামগ্রীদ্বারা লঘুপতনককে সন্তোষ করিয়া গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল, কাকও আপন স্থানে গেল। সেই অবধি ঐ দুয়ের পরস্পর আহারদানেতে ও মঙ্গল প্রশ্নেতে ও আলাপেতে কাল যাপন হইতেছে।

এক দিবস লঘুপতনক হিরণ্যককে কহিল, এ স্থানে আহার লাভ বড় দুঃখেতে হয়, অতএব এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যক বলিতেছে, মিত্র, কোথায় যাইব? কাক কহিতেছে, বিলক্ষণ নির্ণীত স্থান আছে। হিরণ্যক বলিল, সে কি? কাক কহিল, দণ্ডকারণ্যেতে কর্পূরগৌর নামে এক সরোবর আছে, তাহাতে অনেক

কালের প্রিয় মিত্র ধার্ম্মিক মন্থর নামা কচ্ছপ বাস করে, সে উত্তম ভোজনদ্বারা আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে। হিরণ্যকও কহিল, তবে আমি এখানে থাকিয়া কি করিব? অতএব আমাকেও সেখানে লও। অনন্তর কাক সেই মিত্রের সহিত নানা প্রকার আলাপ করিতে২ সুখেতে সেই সরোবরের নিকটে গেল। পরে মন্থর দূরহইতে দেখিয়া লঘুপতনকের উচিত আতিথ্য করিয়া মূষিকের আতিথ্য করিল।

বায়স কহিল, হে মিত্র মন্থর, ইহাঁর পূজা বিশেষরূপে কর, যেহেতুক ইনি পুণ্যবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দয়ার সমুদ্র হিরণ্যক নামে মূষিকরাজ, ইহাঁর গুণের স্তব সর্পদিগের রাজা অনন্ত দুই হাজার জিহ্বাতেও যদি কদাচিৎ কহিতে পারেন। ইহা কহিয়া চিত্রগ্রীবের বৃত্তান্ত কহিলেন। মন্থর আদরে হিরণ্যককে সম্মান করিয়া কহিলেন, তোমার মঙ্গল, আর আপনকার নির্জ্জন বনে আসিবার কারণ কহিতে যোগ্য হও। হিরণ্যক বলিল, শুন, কারণ আছে, বলিতেছি।

চম্পকা নামে নগরীতে সন্ন্যাসিরা বাস করে, সেইখানে চূড়াকর্ণ নামে এক সন্ন্যাসী থাকে, সে ভোজনাবশিষ্ট ভিক্ষান্নের সহিত ভিক্ষাপাত্র নাগদন্তকেতে অর্থাৎ হস্তিদন্তনির্ম্মিত ডাণ্ডাতে রাখিয়া শয়ন করে, আমি লাফিয়া সেই অন্ন প্রতিদিন খাই। পরে তাহার প্রিয় মিত্র বিনাকর্ণ নামে সন্ন্যাসী এক দিবস আইল। তাহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া আমার ত্রাসের নিমিত্তে জর্জ্জর বংশখণ্ডদ্বারা ভূমি তাড়ন করিতেছিল। তখন বীণাকর্ণ কহিল, হে মিত্র, কি আমার কথাতে বিরক্ত হইলা? কেননা তুমি অন্যমনা হইতেছ। চূড়াকর্ণ কহিল, সখে, আমি বিরক্ত নই, কিন্তু দেখ, এই ইন্দুর আমার অপকারী লাফিয়া সর্ব্বদা পাত্রস্থিত ভিক্ষান্ন খায়। বীণাকর্ণ নাগদন্তক দেখিয়া কহিল, কি প্রকারে অল্প বলবান মূষিক এত দূরে লাফিয়া উঠে? অতএব ইহাতে কোন কারণ থাকিবে।

কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া পরিব্রাজক কহিল, ইহার কারণ প্রচুর ধন হইবে। তাহার পর সে সন্ন্যাসী খন্তা লইয়া বিবর খুঁড়িয়া আমার চিরকালের সঞ্চিত ধন লইল, সেই অবধি আপন শক্তিতে হীন ও উৎসাহরহিত হইয়া কাতরে মন্দ২ গমন করিয়া আপন আহার অর্জ্জন করিতে অক্ষম হইলাম। ইহা চূড়াকর্ণ দেখিল, অনন্তর সে কহিল, লোক ধনেতে বলবান হয়, ধনহইতে পণ্ডিত হয়। এই পাপিষ্ঠ মূষিককে দেখ, এখন আপন জাতিতুল্যতাকে পাইল।

এই সকল শুনিয়া আমি আলোচনা করিলাম, আমার এখানে অবস্থান উচিত নয়, সম্প্রতি অন্য ব্যক্তিকে যে এই বৃত্তান্ত কহা সেও অনুপযুক্ত, যেহেতুক ধননাশ ও মনস্তাপ ও গৃহের মন্দ চরিত্র ও পরকর্তৃক বঞ্চনা ও অপমান এই সকল বুদ্ধিমান লোক প্রকাশ করিবে না। এই স্থানে

যে যাজ্ঞাতে প্রাণ ধারণ সে অত্যন্ত নিন্দিত, যেহেতুক ধনহীন লোকের অগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করাও ভাল। ইহা চিন্তা করিয়া আমি আপনাকে কি পরপিণ্ডে পোষণ করিব? ও হে, সেও কষ্ট, দ্বিতীয় যমদ্বার। ইহা বিবেচনা করিয়াও লোভ প্রযুক্ত পুনর্ব্বারও ধন সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে জ্ঞান করিলাম। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন, লোভেতে বুদ্ধি চঞ্চল হয়, লোভ তৃষ্ণাকে জন্মায়, তৃষ্ণাপীড়িত মনুষ্য ইহলোকে ও পর-লোকে দুঃখ পায়।

অনন্তর আমি সেই বীণাকর্ণ কর্তৃক জর্জ্জর বংশখণ্ডদ্বারা তাড়িত হইয়া মন্দ২ গমন করিয়া ভাবনা করিলাম, লোভি ও অপরিতুষ্ট লোক অবশ্য আত্মঘাতী হয়। এই পরামর্শ করিয়া আমি নির্জ্জন বনে আইলাম। তদনন্তর আমার পুণ্যবলহেতুক এই মিত্রকর্তৃক প্রীতিতে আমি অনু-গৃহীত হইয়াছি, ইদানী পুণ্যবলের প্রকাশ হেতুক তোমার আশ্রয় আমার স্বর্গই প্রাপ্ত হইল।

মন্থর কহিল, ধন পায়ের ধূলার ন্যায়, আর যৌবন পর্ব্বতনদীর বেগের ন্যায়, আর জলবিন্দু যেমন চঞ্চল, এমনি অস্থির পরমায়ু, আর জীবন ফেণার ন্যায়, ইহা জানিয়া যে মন্দবুদ্ধি স্বর্গের অর্গলের উদ্ঘাটক যে ধর্ম্ম তাহা না করে, সে লোক পশ্চাৎ বৃদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হইলে তাপিত হইয়া শোকরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। তুমি অত্যন্ত সঞ্চয় করিয়াছিলা, তাহার এই দোষ শুন, বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, সর্ব্বদা সঞ্চয় করিবে, কিন্তু অত্যন্ত সঞ্চয় করিবে না; দেখ, অতিসঞ্চয়ী শৃগাল ধনুতে নষ্ট হইল। সেই কাক ও মূষিক বলিল, সে কি প্রকার?

মন্থর কহিতেছে, কল্যাণকটক নামে গ্রামে ভৈরব নামে ব্যাধ থাকে, সে এক দিবস মৃগ অন্বেষণ করিয়া বিন্ধ্যাটবীতে গেল। অনন্তর এক মৃগকে নষ্ট করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ইতোমধ্যে এক ভয়ানকশরীর বরাহকে দেখিল, পরে সেই ব্যাধ হরিণকে ভূমিতে রাখিয়া শরেতে ঐ শূকরকে মারিল। তাহাতে শূকর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ব্যাধের উদরে মারিলে ব্যাধ ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া মরিল। যেহেতুক জল কিম্বা অগ্নি কিম্বা বিষ কিম্বা শস্ত্র কিম্বা ক্ষুধা কিম্বা রোগ কিম্বা পর্ব্বতহইতে পতন ইত্যাদি যৎকিঞ্চিৎ নিমিত্ত পাইয়া জীব প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর বরাহ ও ব্যাধের পা আছড়ানেতে এক সর্পও মরিল। তাহার পর দীর্ঘরব নামে শৃগাল আহারের নিমিত্তে ভ্রমণ করিয়া মৃত সেই মৃগ ও ব্যাধ ও সর্প ও বরাহকে দেখিয়া চিন্তা করিল, কি আশ্চর্য্য! আজি বড় খাদ্য দ্রব্য আমার উপস্থিত হইল। সম্প্রতি ইহাদের মাংসেতে আমার তিন মাস সুখেতে যাইবে। আরও কহিল, মনুষ্য এক মাস যাইবে, মৃগ ও শূকর দুই মাস যাইবে, সর্প এক দিন যাইবে, অদ্য ধনুর ছিলা ভক্ষণ করিব। অনন্তর প্রথম

ক্ষুধাতে এই আস্বাদনরহিত ধনুস্থিত চর্ম্মের ছিলা খাই, ইহা কহিয়া তাহা করিল। পরে স্নায়ুর বন্ধন ছিঁড়িলে ধনু হৃদয়ে লাগিয়া সে দীর্ঘরব পঞ্চত্ত্ব পাইল। অতএব আমি বলি, সঞ্চয় অবশ্য করিবে, কিন্তু অতিশয় সঞ্চয় করিবে না। সেই হেতুক হে মিত্র, এখানে অবস্থা বিশেষে শান্তি কর্ত্তব্য, তুমি ইহাও অত্যন্ত কষ্ট করিয়া জানিও না। যেহেতুক রাজা ও কুলস্ত্রী ও ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রী ও মেঘ ও দন্ত ও চুল ও নখ ও মনুষ্য, এ সকল স্থানচ্যুত হইলে শোভা পায় না, ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান লোক স্বস্থান পরিত্যাগ করিবে না, এ কাপুরুষের বাক্য। যেহেতুক সিংহ ও সৎপুরুষ ও হস্তী ইহারা স্থান ত্যাগ করিয়া যায়। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন, বীরের ও পণ্ডিতের কি স্বদেশ? কি বা বিদেশ? যে দেশ আশ্রয় করে, সেই দেশকেই বাহু-বলেতে জয় করে হে মিত্র, যিনি হংসকে শুক্ল করিয়াছেন, আর শুক পক্ষিকে হরিৎ বর্ণ করিয়াছেন, আর ময়ূরকে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি তোমার বৃত্তি বিধান করিবেন। আর হে মিত্র, আমারি সহিত এখানে কাল যাপন কর।

ইহা শুনিয়া লঘুপতনক কহিতেছে, হে মন্থর, তুমি ধন্য, তুমি প্রশংসিত গুণবিশিষ্ট। অনন্তর তাহারা এই প্রকারে আপন ২ ইচ্ছাতে আহার বিহার করাতে সন্তুষ্ট হইয়া সুখেতে বাস করে।

পরে এক দিবস চিত্রাঙ্গ নামে মৃগ কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভীত হইয়া সেখানে আসিয়া মিলিল। পরে মন্থর আগত মৃগকে দেখিয়া ভয় সম্ভাবনা করিয়া জলে প্রবিষ্ট হইল, ও উন্দুর গর্ত্তমধ্যে গেল, এবং কাকও উড়িয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল। তাহার পর লঘুপতনক অতি দূর পর্য্যন্ত দেখিয়া ভয়ের কারণ কিছুই আইসে না, ইহা আ-লোচনা করিল; পশ্চাৎ কাকের বাক্যেতে সকলে পুনর্ব্বার আসিয়া সেই স্থানে মিলিয়া বসিল। মন্থর কহিল, হে মৃগ, সুখেতে আইলা? ইহা জিজ্ঞাসিয়া কহিল। তুমি আপন ইচ্ছাতে জল তৃণাদি আহার করহ, এ স্থানে অবস্থান করিয়া এই বনকে সস্বামিক করহ। চিত্রাঙ্গ বলিতেছে, আমি ব্যাধকর্তৃক ত্রাসিত হইয়াছি, আপনকাদের শরণাগত হইলাম, আপনকাদিগের সহিত সখ্য ইচ্ছা করিতেছি। হিরণ্যক বলিল, হে মিত্র, তুমি আমাদিগের সহিত অনেক কষ্টেতে মিলিয়াছ, এইহেতুক আপনি এখানে আপন গৃহের ন্যায় থাকুন। তাহা শুনিয়া হরিণ আহ্লাদিত হইয়া আপন ইচ্ছাতে আহার করিয়া জল পান করিয়া জল সন্নিধিতে বৃক্ষছায়াতে বসিল। অনন্তর মন্থর কহিল, হে মিত্র মৃগ, এই নির্জ্জন বনে কাহাকর্তৃক তুমি ভীত হইয়াছ? এ বনে কখন কি ব্যাধ আইসে?

মৃগ কহিল, কলিঙ্গদেশে রুক্মাঙ্গদ নামে ভূপাল আছেন, তিনি দিগ-

বিক্রয় করিতে আসিয়া চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কটক সংগ্রহ করিয়া বাস করিতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি আসিয়া কর্পূরসরোবর নিকটে থাকিবেন, ইহা ব্যাধের মুখেতে জনশ্রুতি শুনিতেছি, সেই হেতুক এখানেতেও ভয়ের কারণ আছে; ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা কর। ইহা শুনিয়া কচ্ছপ ভীত হইয়া কহিল, অন্য পুষ্করিণীতে যাই। কাক ও হরিণ কহিল, এই হউক। পরে হিরণ্যক হাসিয়া বলিল, অন্য হ্রদে গেলে মন্থরের মঙ্গল, কিন্তু স্থলে যাইবার কি উপায়? যেহেতুক জলজন্তুর জল বড় বল; দুর্গবাসির দুর্গ বড় বল, ব্যাঘ্রাদির স্বস্থান বড় বল, রাজার মন্ত্রী বড় বল। কেননা কর্দম পথে গমন করত শৃগালকর্ত্তৃক হস্তী নষ্ট হইল। তাহারা জিজ্ঞাসিল, এ কি প্রকার?

হিরণ্যক কহিতেছে, ব্রহ্মারণ্যেতে কর্পূরতিলক নামে এক হাতী থাকে, তাহাকে দেখিয়া সকল শৃগালেরা চিন্তা করিল, যদি এ কোন উপায়েতে মরে, তবে ইহার শরীরে আমাদের চারি মাসের ভোজন হয়। তাহাতে এক বৃদ্ধ জম্বুক প্রতিজ্ঞা করিল, আমি বুদ্ধিপ্রভাবেতে ইহার মরণ সাধিব। পরে সে বঞ্চক কর্পূরতিলকের নিকটে গিয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল, হে মহারাজ, দৃষ্টি প্রসাদ করুন। হস্তী কহিতেছে, কে তুমি? কোথাহইতে আইলা? সে কহিল, আমি শৃগাল, সমস্ত বনবাসী পশুরা মিলিয়া আপনার নিকট ইহা কহিতে পাঠাইয়াছে, রাজা ব্যতিরেকে বাস করা অনুপযুক্ত; এই হেতুক বনরাজ্যেতে অভিষেক করিবার নিমিত্তে সকল রাজলক্ষণেতে যুক্ত আপনাকে নিরূপণ করিয়াছে। তৎপর রাজ্য-লোভেতে লুব্ধ হইয়া এই কর্পূরতিলক নামে গজ শৃগালের পথে যাইতে বৃহৎ পঙ্কে পতিত হইল। অনন্তর হস্তী কহিল, হে বন্ধো শৃগাল, এখন কি কর্ত্তব্য? আমি পাঁকে পড়িয়া মরি, ফিরিয়া দেখ। শৃগাল হাস্য করিয়া কহিল, হে মহারাজ, আমার লাঙ্গূল অবলম্বন করিয়া উঠ, যেহেতুক আমার তুল্য লোকের কথাতে বিশ্বাস করিয়াছ, সেই হেতুক অরক্ষিত দুঃখ অনুভব কর।

মন্থর সে হিতবাক্য অবজ্ঞা করিয়া বড় ভয়েতে মুগ্ধ হইয়া সে জলাশয় ত্যাগ করিয়া চলিল, এবং হিরণ্যক ও লঘুপতনক ও চিত্রাঙ্গ স্নেহ প্রযুক্ত অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মন্থরের পশ্চাৎ গেল। তাহার পর স্থলে যাইতে-ছিল যে মন্থর, সে অরণ্যেতে ভ্রমণ করিলে কোন ব্যাধ তাহাকে পাইল, তাহাকে পাইয়া ধরিয়া উঠাইয়া ধনুতে বান্ধিয়া ভ্রমণ করিয়া শ্রম প্রযুক্ত ক্ষুধা ও পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া আপন গৃহেতে অভিমুখে চলিল। অনন্তর মৃগ ও কাক ও উন্দুর বড় বিষণ্ণ হইয়া পশ্চাৎ গেল। তৎপর হিরণ্যক বিলাপ করিতে লাগিল, সমুদ্রের পারে যাওয়া যেমন অসাধ্য, তেমনি এক দুঃখের শেষ না পাইতে আমার দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত হয়।

এ প্রকারে অনেক রোদন করিয়া হিরণ্যক চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনককে বলিল, যাবৎ পর্য্যন্ত এই ব্যাধ বনহইতে নির্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত মন্থরকে ছাড়াইতে যত্ন কর। তাহারা দুই জন বলিল, শীঘ্র পরামর্শ কহ। হিরণ্যক বলিতেছে, চিত্রাঙ্গ জলসন্নিধিতে গিয়া আপনাকে মৃত শরীরের ন্যায় দেখাউন। কাক তাহার উপরে থাকিয়া তাহাকে ঠোঁটে ঠোকরাউক, তবে নিশ্চয় এই ব্যাধ সে স্থানে কচ্ছপকে রাখিয়া মৃগমাংসের নিমিত্তে ত্বরাতে যাইবে, তাহার পর আমি মন্থরের বন্ধন ছেদন করিব, ব্যাধ নিকটে আইলে তোমরা দুই জন পলাইবা। অনন্তর চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক ত্বরাতে গিয়া সেইরূপ করিলে পর সেই লুব্ধক শ্রান্ত হইয়া জলপান করিয়া বৃক্ষের মূলে বসিয়া সেইরূপ মৃগকে দেখিল। অনন্তর কাতান লইয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মৃগের নিকটে চলিল, ইতোমধ্যে হিরণ্যক আসিয়া মন্থরের বন্ধন ছেদন করিলে সে কচ্ছপ শীঘ্র জলাশয়ে প্রবেশ করিল, এবং ঐ হরিণ সেই ব্যাধকে নিকটে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া পলাইল। লুব্ধক ফিরিয়া যখন গাছের তলাতে আইল, তখন কূর্ম্মকে না দেখিয়া ভাবনা করিল, তদ্যাতদ্য বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করি যে আমি, আমার এই উপযুক্তই বটে, যেহেতুক যে লোক নিশ্চিত বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বিষয়কে চেষ্টা করে, তাহার নিশ্চিত বিষয় নষ্ট হয়, অনিশ্চিত বিষয়ও নষ্ট হইয়াছে। অনন্তর ঐ ব্যাধ বাসস্থানে গেল। অতএব দুর্গম বনকেও মিত্র করিবে; দেখ, ব্যাধকর্ত্তৃক বদ্ধ কূর্ম্মশ্রেষ্ঠ মূষিককর্ত্তৃক মোচিত হইল। পরে মন্থর প্রভৃতি সকলে বিপদুত্তীর্ণ হইয়া আপন স্থানে যাইয়া সুখেতে থাকিল।

রাজকুমারেরা আহ্লাদ চিত্তেতে সে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহারা সকলে সুখী হইয়া কহিলেন, আমাদের অভিলষিত সম্পূর্ণ হইল। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন, এই প্রসঙ্গেতে তোমাদের বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইল, অন্যও তদ্রূপ হউক।

III.—*Of Discord.*

সুহৃদ্ভেদ।

অনন্তর রাজনন্দনেরা বলিলেন, হে গুরো, আমরা মিত্রলাভ শুনিলাম, সম্প্রতি সুহৃদ্ভেদ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন, তোমরা সুহৃদ্ভেদ শুন, যাহার প্রথম শ্লোকের অর্থ এই, অরণ্যেতে লোভী অথচ খল শৃগাল কর্ত্তৃক সিংহ ও বলীবর্দ্দের বর্দ্ধনশীল অতিশয় প্রেম নষ্ট হইল। রাজকুমারেরা কহিলেন, এ কি প্রকার?

বিষ্ণুশর্ম্মা বলিতেছেন, দক্ষিণা পথে সুবর্ণবতী নামে এক নগরী আছে,

তাহাতে বৰ্দ্ধমান নামে এক বণিক বাস করে, তাহার অনেক বিভব থাকিতেও অন্য ২ বান্ধবদিগকে ঐশ্বর্য্যবান দেখিয়া পুনর্ব্বার ধন বাড়ান কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধি করিল। যেহেতুক আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র লোককে দেখাতে কাহার মহত্ত্ব না বাড়ে? আর আপন অপেক্ষা বড় লোককে দেখাতে সকল লোকই দরিদ্র হয়। এই চিন্তা করিয়া নন্দক ও সঞ্জীবক নামক দুই বলীবৰ্দ্দকে শকটে যোজনা করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যেতে শকট পরিপূর্ণ করিয়া বাণিজ্য করিতে কাশ্মীর দেশে গেল। অনন্তর সুদুর্গ নামে মহারণ্যে গমন করিলে তাহার সঞ্জীবক ভগ্নপদ হইয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া বৰ্দ্ধমান চিন্তা করিল, বিধাতার মনে যাহা থাকে ইহার ফল পুনঃ তাহাই হয়, কিন্তু সকল কর্ম্মের বিঘ্ন যে বিস্ময়, ইহা সর্ব্ব প্রকারে ত্যাজ্য। ইহা ভাবনা করিয়া সঞ্জীবককে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া বৰ্দ্ধমান পুনর্ব্বার আপনি ধর্ম্মপুর নাম নগরে গিয়া বৃহৎ শরীর এক অন্য বলীবৰ্দ্দকে আনিয়া তার যোজনা করিয়া চলিল। অনন্তর সঞ্জীবক কোন প্রকারে তিন খুরেতে ভর করিয়া উঠিল। এই রূপে কএক দিন গেলে আপন ইচ্ছাতে আহার বিহার করিয়া অরণ্যে ভ্রমণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া শব্দ করিল।

সেই বনেতে পিঙ্গল নামে এক সিংহ আপন বাহুবলোপার্জ্জিত রাজ্যসুখানুভব করিয়া বাস করে। সেই সিংহ এক দিবস তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপান করিবার নিমিত্তে যমুনার তীরে গেলে ঐ স্থানে অকাল মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সঞ্জীবকের শব্দ শুনিল, তাহা শুনিয়া জলপান না করিয়া সভয় হইয়া ফিরিয়া আপন স্থানে আসিয়া, এ কি? ইহা আলোচনা করিয়া চুপ করিয়া থাকিল। তাহার মন্ত্রিপুত্র করটক ও দমনক দুই শৃগাল সিংহকে এই প্রকার দেখিয়া দমনক বলিল, হে মিত্র করটক, এই জলপানার্থী রাজা কেন জল পান না করিয়া ভীত হইয়া আস্তে২ অবস্থান করিতেছেন?

করটক বলিতেছে, সখে দমনক, আমার মতে ইহার সেবাই করা যায় না; যদি তাহা হয়, তবে এ স্বামির চেষ্টা নিরূপণে আমাদের কি প্রয়োজন? যেহেতুক এই রাজাকর্ত্তৃক আমরা অপরাধ ব্যতিরেকে অবজ্ঞাত, আর বহুদিন বড় দুঃখ পাইয়াছি।

দমনক বলিতেছে, হে মিত্র, কোন প্রকারে মনেতেও ইহা কর্ত্তব্য নয়।

করটক বলিতেছে, তথাপি আমাদের এ ব্যাপারে কি প্রয়োজন? দেখ, যে লোক অব্যাপারেতে ব্যাপার করিতে বাঞ্ছা করে, সে কীলোৎপাটি বানরের ন্যায় নষ্ট হইয়া ভূমিতে শয়ন করে।

দমনক জিজ্ঞাসিতেছে, এ কি প্রকার?

করটক কহিতেছে, মগধ দেশে ধর্ম্মারণ্যের নিকটে শুভদত্ত নামক কায়স্থ কেলিগৃহ করিবার নিমিত্তে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে করাত-

দ্বারা বিদার্য্যমাণ এক স্তম্ভের কিয়ৎ পর্য্যন্ত দুই খণ্ড হইয়াছিল, ঐ খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সূত্রধার এক কীলক নিধান করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে বানরের পাল ক্রীড়া করিতেছিল, এক বানর কালপ্রেরিতের ন্যায় সেই কীলককে দুই হাতে ধরিয়া বসিল, সেই কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে তাহার লাঙ্গূল লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তর সে স্বভাবত চাপল্য-হেতুক বড় প্রয়াসেতে ঐ কীলক টানিল, কীলক আকর্ষণ করিলে পরে লাঙ্গূল ধৃত হওয়াতে সে ধরা পড়িয়া হত হইল; এই জন্যে আমি বলি, যে লোক অব্যাপারেতে ব্যাপার করিতে ইচ্ছা করে ইত্যাদি।

দমনক বলিতেছে, তথাপি স্বামির চেষ্টা নিরূপণ সেবকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

করটক বলিতেছে, সমস্ত কার্য্যেতে নিযুক্ত যে প্রধান মন্ত্রী সেই করুক; যেহেতুক ভৃত্যদের পরাধিকার চর্চ্চা কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে। দেখ, যে জন প্রভুহিতেচ্ছাতে পরাধিকার চর্চ্চা করে সে বিষন্ন হয়; যেমন চীৎকারেতে গর্দ্দভ তাড়িত হইয়াছিল।

দমনক প্রশ্ন করিতেছে, সে কি প্রকার?

করটক কহিতেছে, কাশীতে কর্পূরপটক নামে এক রজক থাকে, সে নবযুবতি বধূকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে। তৎপরে তাহার ঘরের দ্রব্য সকল চুরি করিবার নিমিত্তে চৌর প্রবেশ করিয়াছে। তাহার উঠানেতে এক গাধা বাঁধা থাকে, এক কুক্কুরও বসিয়া থাকে। অনন্তর গাধা কুক্কুরকে বলিল, হে মিত্র, তোমার এই ব্যাপার, তবে কেন তুমি উচ্চৈঃস্বরেতে প্রভুকে না জাগাও? কুক্কুর কহিতেছে, ভাল, আমার কর্ম্মের চর্চ্চা তোমার কর্ত্তব্য নয়। যেরূপেতে দিবারাত্রি আমি তাহার গৃহ রক্ষা করি, তুমি ইহা কি জান না? তথাপি চিরকাল নির্বৃত এ ব্যক্তি আমার উপযোগিতা জানে না। সেই হেতুক এখন আমার আহার দানেতে অনাদর হইয়াছে, যেহেতুক বৈক্লব্য দর্শন ব্যতিরেকে ভৃত্যেতে স্বামির মন্দাদর হয়। গর্দ্দভ বলিতেছে, শুন রে বর্ব্বর, যে কার্য্যকালে যাচ্ঞা করে সে কি দাস? আর সে কি মিত্র? আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হইলেও যে জন অন্য কর্ত্তব্য ব্যাপারও করে সেই মিত্র। কুক্কুর কহিতেছে, কার্য্যকালে যে লোক ভৃত্যদিগকে সম্ভাষা করে, সে কি প্রভু? অনন্তর গাধা ক্রোধ করিয়া কহিল, অরে দুর্ব্বুদ্ধি, তুই পাপিষ্ঠ, যেহেতুক বিপত্তিতে প্রভুকার্য্যের উপেক্ষা করিলি। হউক, যে প্রকারে স্বামী জাগেন তাহা আমার কর্ত্তব্য। ইহা বলিয়া অতিবড় চীৎকার শব্দ করিল। পরে সে রজক সেই চীৎকার শব্দে জাগৃৎ হইয়া নিদ্রা ভঙ্গের ক্রোধেতে উঠিয়া লগুড়দ্বারা গাধাকে মারিল, তাহাতে ঐ গর্দ্দভ পঞ্চত্ব পাইল। এই জন্যে আমি বলি, পরাধিকার চর্চ্চা কর্ত্তব্য নহে, ইত্যাদি। দেখ, পশুদের অন্য বিষয় অন্বেষণ করাই অসন্নিয়োগ,

সংপ্রতি যনিয়োগের চর্চ্চা কর, কিন্তু আজি সে চর্চ্চাতেও প্রয়োজন নাই; কেননা আমাদের দুই জনের ভুক্তাবশিষ্ট আহার যথেষ্ট আছে।

দমনক কোপ করিয়া কহিল, তুমি কি কেবল আহারের নিমিত্তেই রাজাকে সেবা কর? ইহা তুমি অনুপযুক্ত কহিলা।

করটক বলিতেছে, ইহার পর তুমি কি বল?

দমনক কহিল, এই রাজা পিঙ্গলক কি কারণেতে সভয় হইয়া ফিরিয়া বসিয়াছেন?

করটক কহিতেছে, তুমি কি যথার্থ জান?

দমনক বলিতেছে, ইহাতে অজ্ঞাত কি আছে? বুদ্ধি পরের ইঙ্গিতজ্ঞা হয়। আকারদ্বারা ও ইঙ্গিতদ্বারা ও গমনদ্বারা ও চেষ্টাদ্বারা ও কথনদ্বারা ও চক্ষু আর মুখের বিকারদ্বারা মন অন্তঃকরণস্থ বিষয় জানে। এই ভয় প্রসঙ্গেতে বুদ্ধিপ্রভাবেতে আমি এই রাজাকে আত্মীয় করিব।

করটক বলিতেছে হে বন্ধো, তুমি সেবানভিজ্ঞ। দেখ, যে জিজ্ঞাসিত না হইলে অনেক কহে ও আপনাকে রাজার প্রিয় করিয়া জানে, সে লোক নির্ব্বোধ।

দমনক কহিতেছে, হে মিত্র, কেন আমি সেবানভিজ্ঞ?

করটক বলিতেছে, অসময়েতে প্রবেশের কারণেতে পাছে রাজা তোমাকে অপমান করেন।

দমনক কহিল, তাহা হউক, তথাপি স্বামির সাক্ষাৎ ভৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

করটক বলিতেছে, সেখানে গিয়া তুমি কি বলিবা?

সে কহিল, শুন, আমাতে প্রভু অনুরক্ত কিম্বা বিরক্ত, ইহা জানিব। ইহা জানিয়া যে প্রকারে ইনি আমার বশীভূত হন তাহা করিব।

করটক বলিতেছে, তথাপি প্রসঙ্গ উপস্থিত না হইলে কহিতে যোগ্য হইবা না।

দমনক বলিতেছে, হে সখে, ভয় করিও না, আমি অপ্রাসঙ্গিক বচন বলিব না।

করটক বলিতেছে, তোমার মঙ্গল হউক, যাহা বাঞ্ছিত তাহা কর।

তদনন্তর সে বিস্ময়াপন্নের ন্যায় পিঙ্গলকের সমীপে গেল। পরে দূরহইতেই আদরেতে রাজাকর্ত্তৃক প্রবেশিত হইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বসিল।

রাজা কহিলেন, অনেক কালের পর দেখা হইল।

দমনক বলিতেছে, যদ্যপি আমাহেন ভৃত্যেতে শ্রীযুত মহারাজের পায়ের কিছু প্রয়োজন নাই, তথাপি সেবকেরা সময় বিশেষে অবশ্য সাক্ষাৎ করিবে, এ জন্যে আমি আইলাম। যদ্যপি বহুকাল দেবপাদকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত আমার বুদ্ধি নাশের শঙ্কা হয়, সে শঙ্কাও কর্ত্তব্য নয়। হে

মহারাজ, ভক্ত অথচ সমর্থ আমাকে অবজ্ঞা করিতে তুমি যোগ্য হও না, যেহেতুক বিজ্ঞ পরিবার লোক অবজ্ঞাতে নির্ব্বুদ্ধি হয়, অনন্তর সেই দৃষ্টিতে নিকটে পণ্ডিত লোক থাকে না, পণ্ডিতকর্ত্তৃক রাজা ত্যক্ত হইলে নীতি গুণবতী হয় না, নীতি নষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ বিষণ্ণ হয়।

পিঙ্গলক বলিল, ভদ্র দমনক, এ কি? তুমি আমার প্রধান মন্ত্রির পুত্র, এত কাল পর্য্যন্ত কোন খলের বাক্যেতে আইস নাই, এখন কি প্রকার মানস, তাহা বল।

দমনক বলিতেছে, হে মহারাজ, প্রশ্ন করি, কিঞ্চিৎ বলুন। জলার্থী মহারাজ জল পান না করিয়া কেন বিস্ময়াপন্নের ন্যায় রহিয়াছেন?

পিঙ্গলক কহিল, তুমি বিলক্ষণ কহিয়াছ, কিন্তু এ রহস্য বলিবার নিমিত্তে কোন প্রত্যয়স্থান নাই; তথাপি নির্জ্জন করিয়া কহি শুন, ইদানী এই বন অপূর্ব্ব প্রাণিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব আমাদিগের ত্যাজ্য; এই নিমিত্তে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, এবং আমিও বড় আশ্চর্য্য শব্দ শুনিয়াছি, শব্দানুসারেতে এ প্রাণির বড় বল হইবে।

দমনক বলিতেছে, হে মহারাজ, এ বড় ভয়ের কারণ বটে। সে শব্দ আমরাও শুনিয়াছি, কিন্তু যে আগেতেই স্থান ত্যাগ করায়, পশ্চাৎ যুদ্ধ উপদেশ করে, সে কি মন্ত্রী? আর এই ক্রিয়ার সন্দেহেতে দাসদের উপযোগিতা জানিবা।

সিংহ বলিতেছে, হে ভদ্র, আমার বড় শঙ্কা হইতেছে।

দমনক পুনর্ব্বার কহিল, হে মহারাজ, যাবৎ পর্য্যন্ত আমি বাঁচিয়া আছি, তাবৎ পর্য্যন্ত ভয় কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু করটক প্রভৃতিকেও আশ্বাস করুন; যেহেতুক বিপদের প্রতীকারের সময় অনেক পুরুষ পাওয়া দুর্লভ।

অনন্তর সেই দমনক ও করটক রাজকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বদ্বারা সম্মানিত হইয়া ভয়ের প্রতীকার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিল। করটক গমন করত দমনককে কহিল, হে মিত্র, ভয়ের কারণ কি? প্রতীকারের যোগ্য কিম্বা প্রতীকারের অযোগ্য, ইহা না জানিয়া ভয়ের শান্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কি প্রকারে এ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলা? যেহেতুক উপকার না করিয়া কাহারও উপঢৌকন লইবে না, বিশেষে রাজার।

দমনক হাসিয়া বলিল, হে বন্ধো, চুপ করিয়া থাক, আমি ভয়ের কারণ জানিয়াছি, আঁড়িয়া গরুর শব্দ; সে বলিবর্দ্দ আমাদের ভক্ষণীয়, সিংহের কথা কি?

করটক বলিতেছে, যদ্যপি এমন, তবে প্রভুর ভয় কি? সেই স্থানেতে কেন ভীতিখণ্ডন করিলা না?

দমনক বলিতেছে, যদি রাজার ভয় সেই খানেতেই যায়, তবে কি প্রকারে এ মহাপ্রসাদ লাভ হয়? এবং ভৃত্যেরা স্বামিকে কখন নিরপেক্ষ করিবে না, প্রভুকে নিরপেক্ষ করিয়া ভৃত্য দধিকর্ণের ন্যায় হইবে।

করটক প্রশ্ন করিতেছে এ কি রূপ।

দমনক কহিতেছে, উত্তরাপথে অর্ব্বুদশিখর নামে পর্ব্বতে মহাপরাক্রম বিশিষ্ট দুর্দান্ত নামে এক সিংহ থাকে, পর্ব্বতের গহ্বরেতে নিদ্রিত তাহার জটার অগ্রভাগ কোন উন্দুর প্রত্যহ কাটে। তদনন্তর কেশাগ্রচ্ছিন্ন দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ত্তমধ্যে স্থিত মূষিককে না পাইয়া ভাবনা করিল, যে ক্ষুদ্র শত্রু হয়, পরাক্রমেতে ধরা না যায়, তাহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে তাহার তুল্য সেনা করিবে। এই আলোচনা করিয়া সেই সিংহ গ্রামে গিয়া বিশ্বাস করিয়া দধিকর্ণ নামে বিড়ালকে যত্নেতে আনিয়া মাংস আহার দিয়া আপন কন্দরেতে রাখিল। অনন্তর সেই ভয়েতে মূষিকও বিবরহইতে বাহির হয় না; সেই হেতুক ঐ সিংহ অচ্ছিন্নজটা হইয়া সুখেতে নিদ্রা যায়। যখন ২ উন্দুরের শব্দ শুনে, তখন ২ মাংস ভোজনদ্বারা সে বিড়ালকে সম্বর্দ্ধনা করে। তাহার পর এক দিবস সেই মূষিক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাহিরে চরিলে মার্জ্জার তাহাকে পাইয়া ভক্ষণ করিল। তদনন্তর সেই সিংহ অনেক কালপর্য্যন্ত মূষিককে দেখে না, তাহার শব্দও শুনে না। তখন তাহার অনুপযোগিতা হেতুক বিড়ালেরও আহার দানেতে মন্দাদর হইল। পরে অনাহার হেতুক দধিকর্ণ দুর্ব্বল হইয়া অবসন্ন হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি, প্রভুকে নিরপেক্ষ করিয়া ইত্যাদি।

তৎপরে দমনক ও করটক সঞ্জীবকের নিকট গেল, সেখানে করটক গাছের তলাতে সাটোপ করিয়া বসিল, দমনক সঞ্জীবকসমীপে যাইয়া বলিল, অরে বলদ, রাজা পিঙ্গলক কর্ত্তৃক বন রক্ষার নিমিত্তে নিযুক্ত করটক নামে এই সেনাপতি আজ্ঞা করিতেছেন, শীঘ্র আইস, নতুবা এই বনহইতে দূরে যাও; অন্যথা তোমার মন্দ ফল হইবে, না জানি প্রভু কুপিত হইয়া কি করিবেন। তাহা শুনিয়া দেশাচারানভিজ্ঞ সঞ্জীবক ভীত হইয়া নিকটে গিয়া করটককে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল।

অনন্তর সঞ্জীবক সশঙ্ক হইয়া কহিল, হে সেনাপতে, আমার কি কর্ত্তব্য? তাহা কহুন।

করটক বলিতেছে, হে বৃষভ, এই বনেতে থাক, তবে আমাদিগের ভূপতির চরণ কমলকে প্রণাম কর।

সঞ্জীবক বলিতেছে, অভয় বাক্য আমাকে দেও, তবে যাই।

করটক কহিতেছে, শুন রে বৃষভ, এ শঙ্কা বৃথা, কারণ মেঘের ধ্বনিকে সিংহ প্রতিধ্বনি প্রদান করে, শৃগালের শব্দকে প্রতিশব্দ প্রদান করে না; আর দেখ, সর্ব্বপ্রকারে নম্র ও কোমল ঘাসকে বায়ু উন্মূল করে না, কিন্তু অতিউচ্চ বৃক্ষ সকলকেই উৎপাটন করে; কেননা বড় লোকেতে পরাক্রম করে।

তদনন্তর তাহারা সঞ্জীবককে কিছু দূরে রাখিয়া পিঙ্গলকের সন্নিধানে গেল। তাহার পর রাজা তাহাদিগকে সাদরে দেখিলেন, তাহারা প্রণাম করিয়া বসিল।

ভূপাল কহিলেন, তাহাকে তোমরা দেখিয়াছ?

দমনক বলিল, মহারাজ, দেখিয়াছি, কিন্তু মহারাজ যাহা জানিয়াছেন, সেইরূপ এ অতিবড়, মহারাজাকে দেখিতে অভিলাষ করে, কিন্তু এ অতিশয় বলবান; অতএব সসজ্জ হইয়া বসিয়া দেখুন, শব্দমাত্রেতেই ভয় করিবেন না; বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন, ভয়ের কারণ না জানিয়া শব্দমাত্রে ভয় কর্ত্তব্য নয়, শব্দের নিমিত্ত জানিয়া কুট্টনী গৌরব পাইয়াছিল।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, এ কি প্রকার?

দমনক কহিতেছে, শ্রীপর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুর নামে নগর আছে, তাহার শিখরের এক প্রদেশে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক রাক্ষস বাস করে, এই জনরব শুনা যায়। এক দিবস ঘণ্টা লইয়া পলায়মান কোন চোর ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল, তাহার হাতহইতে পতিত ঘণ্টা বানরেরা পাইল। বানর সেই ঘণ্টা সর্ব্বক্ষণ বাজায়, তাহার পর নগরস্থ লোকেরা সেই মনুষ্যকে ভক্ষিত দেখিল, আর সর্ব্বদা ঘণ্টার রবও শুনে। তাহার পর ঘণ্টাকর্ণ রুষ্ট হইয়া মনুষ্য সকলকে খায়, ঘণ্টাও বাজায়, ইহা বলিয়া সকল লোক নগরহইতে পলাইল। অনন্তর করালা নামে কুট্টনী পরামর্শ করিয়া অনুক্ষণ এই ঘণ্টাবাদ্য হয়, তবে বানরেরা ঘণ্টা বাজাইয়া থাকিবে, ইহা আপনি জানিয়া রাজাকে জানাইল, হে মহারাজ, যদ্যপি কিছু ধন ব্যয় কর, তবে আমি এই ঘণ্টাকর্ণকে সাধন করি। তাহার পর রাজা তাহাকে ধন দিল। কুট্টনী মণ্ডল আঁকিয়া গণেশাদি পূজার বড় বাহুল্য দেখাইয়া আপনি মর্কটদিগের প্রিয় ফল লইয়া বনে প্রবেশ করিয়া ফল সকল ফেলিয়া দিল, তৎপরে বানরেরা ঘণ্টা পরিত্যাগ করিয়া ফলাসক্ত হইলে কুট্টনী ঘণ্টা লইয়া নগরে আসিয়া সর্ব্বজনের মান্যা হইল। অতএব আমি বলি, ভয়ের কারণ না জানিয়া শব্দমাত্রেতেই ভয় কর্ত্তব্য নয়। অনন্তর সঞ্জীবককে আনিয়া দেখা করাইল, পশ্চাৎ সেই স্থানেতেই আশ্রিত হইয়া পরস্পর অত্যন্ত প্রীতিতে বহুকাল বাস করে। অনন্তর কদাচিৎ সেই সিংহের ভ্রাতা স্তব্ধকর্ণনামা সিংহ আইলে তাহার আতিথ্য করিয়া বসিয়া পিঙ্গলক তাহার ভোজনের নিমিত্তে পশু নষ্ট করিতে চলিল।

ইত্যবসরে সঞ্জীবক বলিতেছে, হে মহারাজ, আজি নষ্ট মৃগের মাংস কোথায়?

ভূপতি কহিল, দমনক ও করটক জানে।

সঞ্জীবক বলিতেছে, কি আছে বা নাই, তাহা নিশ্চিত হউক।

সিংহ বিবেচনা করিয়া বলিল, কিছু নাই।

সঞ্জীবক বলিতেছে, তাহারা কি প্রকারে এত মাংস খাইল?

রাজা বলিল, খাইয়াছে, ব্যয় করিয়াছে, অবজ্ঞাও করিয়াছে, প্রত্যহই এইরূপ।

সঞ্জীবক বলিতেছে, শ্রীযুত মহারাজের চরণের অজ্ঞাতে কি রূপে এমন করে?

নৃপতি কহিলেন, আমার অগোচরেতেই করে।

অনন্তর সঞ্জীবক বলিল, ইহা উপযুক্ত নহে।

স্তব্ধকর্ণ বলিতেছে, শুন ভাই, এই দমনক ও করটক চিরকালের আশ্রিত, সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যেতে ইহারা নিযুক্ত আছে, ধনাধিকারেতে নিয়োগ কর্ত্তব্য নহে। আর নিয়োগের প্রসঙ্গেতে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা কহি। হে মহারাজ, নিযুক্ত লোকদিগকে বারম্বার বুঝিবে, এক বার পীড়ন করিলে কি স্নানবস্ত্র শীঘ্র জলত্যাগ করে? এই সকল সময়ানুসারে জানিয়া ব্যবহার কর্ত্তব্য।

সিংহ বলিতেছে, এই প্রকার বটে, ইহারা দুই জন সর্ব্বদা আমার বচন অমান্য করে।

স্তব্ধকর্ণ বলিতেছে, এ সকল সর্ব্বপ্রকারে অনুপযুক্ত। হে ভাই, সর্ব্বপ্রকারে আমার বাক্য কর, আমরাও ব্যবহার করিয়াছি। এই সঞ্জীবক শস্যভক্ষক, অর্থাধিকারে ইহাকে নিযোগ কর। এই কথানুসারে করিলে পরে তদবধি অন্য সমস্ত বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় স্নেহেতে পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের কাল যাইতেছে।

অনন্তর দাসদেরও আহারদানেতে শৈথিল্য দর্শনহেতুক দমনক ও করটক পরস্পর ভাবনা করিতে ২ দমনক করটককে কহিল; হে মিত্র, কি কর্ত্তব্য? আত্মকৃত এ দোষ, আপনি দোষ করিলে খেদ করা অনুচিত।

করটক বলিতেছে, এই প্রকার হউক; কিন্তু ইহাদের পরস্পর স্বভাবেতে উপজাত অতিবড় স্নেহ, কি প্রকারে ভেদ করাইতে সমর্থ হইবা?

দমনক বলিতেছে, উপায় স্থির করা যাউক। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন, উপায়েতে যাহা করিতে শক্য হয়, বিক্রমেতে তাহা করিতে শক্য হয় না, যেমন কাকী স্বর্ণসূত্রের দ্বারা কালসর্পকে নষ্ট করিয়াছিল।

করটক জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ কি প্রকার?

দমনক কহিতেছে, কোন এক বৃক্ষেতে কাকদম্পতী বাস করে, বৃক্ষকোটরে স্থিত তাহাদিগের সন্তান সকলকে কালসর্পেতে খায়। তদনন্তর পুনর্ব্বার কাকী অন্তরাপত্যা হইয়া কাককে কহিল, হে স্বামি, এ বৃক্ষ ত্যাগ কর, এই তরুতে অবস্থিত কৃষ্ণসর্প সর্ব্বদা আমাদিগের সন্তানকে ভক্ষণ করে; যেহেতুক ভ্রষ্টা স্ত্রী, খল মিত্র, প্রত্যুত্তরদায়ক দাস, ও সর্পের সহিত বর্ত্তমান গৃহেতে বাস, এই সকল মৃত্যুর স্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বায়স বলিতেছে, হে প্রিয়ে, ভয় কর্ত্তব্য নয়, মুহুর্মুহু আমি ইহার অতিশয় অপরাধ সহিয়াছি, সম্প্রতি আর ক্ষমা কর্ত্তব্য নয়।

বায়সী কহিল, কি প্রকারে এই বলবানের সহিত তুমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবা?

কাক কহিতেছে, এ শঙ্কা বৃথা, যেহেতুক যাহার বুদ্ধি তাহার বল, নির্ব্বুদ্ধির কোথায় বল? দেখ, শশককর্ত্তৃক মদোন্মত্ত সিংহ বিনাশিত হইল।

কাকী কহিল, ইহা কি প্রকার?

কাক কহিতেছে, মন্দর নামে পর্ব্বতে দুর্দ্দান্ত নামে এক সিংহ থাকে, সে নিরন্তর পশুদিগের বধ করে। অনন্তর সকল পশুরা মিলিয়া সেই সিংহকে নিবেদন করিল, হে সিংহ, কি নিমিত্তে এক কালেতেই পশু সকলকে বধ কর? যদি অনুগ্রহ হয়, তবে আমরাই আপনকার আহারের নিমিত্তে প্রত্যহ এক২ পশু উপঢৌকন দেই। অনন্তর সিংহ বলিল, তোমাদের যদি এই অভিমত, তবে তাহাই হউক। তদবধি সেই সিংহ এক২ পশু উপঢৌকন ভক্ষণ করিয়া থাকে। অনন্তর এক দিবস এক বৃদ্ধ শশকের পালা আইল, সে চিন্তা করিল, জীবিতাশাহেতুক ভয় প্রযুক্ত বিনয় করি, যদি পঞ্চত্বই পাইব, তবে সিংহের অনুনয়েতে আমার কি প্রয়োজন? এই হেতুক মন্দ২ করিয়া গমন করি। তাহার পর সিংহও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোপেতে তাহাকে কহিল, কি নিমিত্তে তুই এত বিলম্ব করিয়া আসিতেছিস্? শশক বলিল, মহারাজ, আমি অপরাধী নই, পথেতে আগমন করিতে২ অন্য সিংহকর্ত্তৃক বলেতে ধৃত হইয়াছিলাম, তাহার সাক্ষাতে পুনশ্চ আগমনের নিমিত্তে দিব্য করিয়া প্রভুকে নিবেদন করিতে এখানে আইলাম। সিংহ রুষ্ট হইয়া কহিল; শীঘ্র গিয়া দেখা, সে দুষ্টাত্মা কোথা থাকে? তাহার পর শশক তাহাকে লইয়া এক গভীর কূপ দেখাইবার নিমিত্তে গেল, সেখানে যাইয়া, প্রভু আপনি দেখুন, ইহা কহিলে সেই কূপ-জলে সিংহ আপনারি প্রতিবিম্ব দেখিল; অনন্তর ঐ সিংহ কোপেতে কম্পিত হইয়া অহংকারেতে তাহার উপরে আপনি ঝম্প দিয়া পঞ্চত্ব পাইল। অতএব আমি বলি, যাহার বুদ্ধি তাহার বল ইত্যাদি।

বায়সী কহিল, আমি সকল শুনিলাম, ইদানী যে প্রকার কর্ত্তব্য তাহা বল।

বায়স কহিল, এই সন্নিধিবর্ত্তি সরোবরে রাজপুত্র প্রত্যহ আসিয়া স্নান করেন, স্নানকালে তাঁহার শরীরহইতে নামিত জল সমীপস্থ প্রস্তরেতে স্থাপিত স্বর্ণসূত্র চঞ্চুতে ধরিয়া আনিয়া এই কোটরে রাখিবা।

অনন্তর কোন দিন স্নান করিবার নিমিত্তে রাজকুমার জলে প্রবেশ করিলে কাকী তাহা করিল। পরে রাজপুরুষেরা স্বর্ণসূত্রের অন্বেষণ করিতে গিয়া সেই বৃক্ষকোটরে কালসর্পকে দেখিল এবং মারিল। অতএব আমি বলি, উপায়েতে যাহা করিতে শক্ত হয় ইত্যাদি।

করটক বলিতেছে, যদি এই রূপ, তবে তুমি গমন কর, তোমার পথে মঙ্গল হউক।

অনন্তর দমনক পিঙ্গলকের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, হে মহারাজ, অতিশয় মহাভয়জনক কোন কার্য্য জানিয়া আইলাম।

পিঙ্গলক আদর করিয়া কহিল, ইহার পর তুমি কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ?

দমনক বলিতেছে, হে মহারাজ, সঞ্জীবককে তোমার উপর অনুপযুক্ত ব্যবহারির ন্যায় দেখিতেছি, আর আমাদের সাক্ষাতে শ্রীযুত মহারাজের চরণের প্রভাব উৎসাহ মন্ত্ররূপ শক্তিত্রয়ের নিন্দা করিয়া রাজত্ব বাঞ্ছা করিতেছে।

ইহা শুনিয়া পিঙ্গলক ভীত হইয়া চমৎকার মানিয়া চুপ করিয়া থাকিল।

দমনক পুনশ্চ বলিল, হে প্রভো, সমস্ত মন্ত্রিদিগকে ত্যাগ করিয়া এক এই সঞ্জীবককে তুমি যে সর্ব্বাধিকারী করিয়াছ, সেই দোষ। রাজা যখন এক মন্ত্রিকে রাজকর্ম্মেতে প্রমাণ করেন, তখন মোহপ্রযুক্ত অহঙ্কার তাহাকে আশ্রয় করেন, সেই অহঙ্কারেতে হয় যে আলস্য, তাহাতে মন্ত্রী নির্ভিন্ন হয়, সেই নির্ভিন্ন মন্ত্রির অন্তঃকরণেতে কর্ত্তৃত্বকরণেচ্ছা বাস করে; তদনন্তর কর্ত্তৃত্বকরণেচ্ছাহেতুক সে অমাত্য রাজার প্রাণকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে।

সিংহ বিবেচনা করিয়া কহিল, ভাল, যদ্যপি এমন তথাপি সঞ্জীবকের সহিত আমার বড় প্রীতি। দেখ, যে প্রিয় সে অপ্রিয় কর্ম্ম করিলেও প্রিয়ই থাকে। দেখ উত্তম গৃহ দাহ করিলেও অগ্নিতে কাহার আদর নাই?

দমনক পুনর্ব্বার কহিল, হে মহারাজ, সেই বড় দোষ, তুমি প্রধান দাসদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আগন্তুকের পুরস্কার করিয়াছ, ইহা অনুচিত করিয়াছ।

সিংহ বলিতেছে, কি চমৎকার! আমি অভয় বাক্য দিয়া আনিয়াছি, এবং বাড়াইয়াছি; তবে কি প্রকারে আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে?

দমনক বলিতেছে, হে মহারাজ, নিরন্তর সেব্যমান হইলেও দুষ্ট লোক সারল্য পায় না; যেমন তাপ ও তৈলাদি মর্দ্দনদ্বারা কুক্কুরের লাঙ্গুল কখন সোজা হয় না; কুক্কুরের পুচ্ছ স্বেদিত ও মর্দ্দিত ও রজ্জুকরণক বেষ্টিত হইলেও দ্বাদশ বর্ষের পর মুক্ত হইলে পুনশ্চ আপনার স্বভাবকে পায়। সঞ্জীবকের ব্যসনেতে পীড়িত মহারাজ বিজ্ঞাপিত হইলেও যদ্যপি নিবৃত্ত না হন, তবে এতাদৃশ অস্মৎভৃত্যেতে দোষ নাই, তাহা জান।

পিঙ্গলক অন্তঃকরণে ভাবনা করিল, অহঙ্কার প্রযুক্ত সর্পের মুখেতে হস্ত দেওয়া যেমন আপনার নাশের নিমিত্তে হয়, তেমনি গুণ দোষ নির্ণয় না করিয়া দণ্ড করা আপন নাশের নিমিত্ত হয়।

পিঙ্গলক স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে, তবে সঞ্জীবককে কি আজ্ঞা করিব?

দমনক সম্মুখেতে বলিল, হে ভূপতে, এই প্রকার করিবেন না, এরূপে মন্ত্রভেদ হয়; আরব্ধ কর্ম্ম অতি যত্নেতে সম্পন্ন করা আবশ্যক; আর যে লোক দৃষ্টদোষ হইলেও দোষহইতে নিবৃত্তি করে, তাহার সহিত সন্ধি করা অত্যন্ত অনুপযুক্ত।

সিংহ বলিতেছে, এ ব্যক্তি আমাদিগের কি করিতে সমর্থ হয়?

সে বলিল, হে মহারাজ, অজ্ঞাতি ভাব না জানিয়া কি প্রকার শক্তির নিশ্চয় হইবে? দেখ, টিট্টিভ পক্ষিমাত্র সমুদ্রকে ব্যাকুল করিয়াছিল।

সিংহ প্রশ্ন করিতেছে, ইহা কি প্রকার?

দমনক কহিতেছে, দক্ষিণ সমুদ্রতীরে টিট্টিভেরা স্ত্রী পুরুষে বাস করে, তাহাতে প্রসবকাল নিকট হইলে টিট্টিভী পতিকে বলিল, হে নাথ, প্রসবোপযুক্ত নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান কর। টিট্টিভ বলিল, হে প্রিয়ে, এই স্থান। সে বলিল, এ স্থান সমুদ্রবেলাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। টিট্টিভ বলিল, আমি কি দুর্ব্বল যে সমুদ্র আমাকে নিগ্রহ করিবেন? টিট্টিভী হাসিয়া বলিল, হে স্বামি, তোমাতে আর সমুদ্রেতে বিস্তর অন্তর। টিট্টিভ বলিল, যাহার বুদ্ধি আছে, সে কষ্টেতেও অবসন্ন হয় না। অনন্তর পতির বাক্য হেতুক সে ঐ স্থানেতেই প্রসব হইল। এই সকল শুনিয়া সমুদ্র তাহার সামর্থ্য জানিবার নিমিত্তে সেই অণ্ড সকল অপহরণ করিল। তাহার পর টিট্টিভী শোকাতুরা হইয়া ভর্ত্তাকে বলিল, হে প্রাণনাথ, দুঃখ উপস্থিত হইল, আমার সেই অণ্ড নষ্ট হইল। টিট্টিভ বলিল, হে প্রিয়ে, ভয় করিও না। ইহা বলিয়া পক্ষিদিগের মিলন করিয়া পক্ষিদিগের প্রধান গরুড়ের নিকটে গেল, সেখানে যাইয়া টিট্টিভ সকল বৃত্তান্ত গরুড়ের অগ্রেতে নিবেদন করিল, হে প্রভো, আপন গৃহেতে অবস্থিত আমি অপরাধ ব্যতিরেকে সমুদ্রকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছি। অনন্তর তাহার বচন শ্রবণকারি গরুড়কর্ত্তৃক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ভগবান্ নারায়ণ প্রভু বিজ্ঞাপিত হইয়া সমুদ্রকে অণ্ডদানের নিমিত্তে আদেশ করিলেন। তাহার পর সমুদ্র ভগবানের আজ্ঞা মস্তকে করিয়া সে অণ্ড সকল টিট্টিভকে সমর্পণ করিলেন। অতএব আমি বলি, অজ্ঞাতিভাব না জানিয়া ইত্যাদি।

রাজা বলিল, ইনি হিংসুক, ইহা কি প্রকারে জানিব?

দমনক বলিতেছে, যখন ঐ সঞ্জীবক গর্ব্বিত হইয়া শৃঙ্গাগ্রুরূপ অস্ত্রাভিমুখ হইয়া আসিবে, তখন প্রভু জানিবেন।

এই রূপ করিয়া সঞ্জীবকের নিকটে গেল, সে স্থানে গিয়া অল্পে২ নিকটে গমন করিয়া বিস্ময়াপন্নের ন্যায় আপনাকে দেখাইল; সঞ্জীবক আদর করিয়া কহিল, হে মিত্র, তোমার মঙ্গল?

দমনক বলিতেছে, ভৃত্যদের কুশল কোথায়? যেহেতুক যাহারা রা-

জার আশ্রিত, তাহাদিগের সম্পত্তি পরায়ত্ত, আর অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দুঃখিত, আর স্বকীয় প্রাণেতেও অপ্রত্যয়।

সঞ্জীবক কহিল, হে সখে, বল।

দমনক বলিল, মন্দভাগ্য আমি কি বলিব? দেখ, সমুদ্রে মজ্জন করিয়া সর্পকে অবলম্বন পাইয়া যেমন ত্যাগ করিতে পারে না, ধরিতেও পারে না; সেইরূপ ইদানী আমি মুগ্ধ হইয়েছি; দুঃখার্ণবে পতিত হইয়াছি। ইহা কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বসিল।

সঞ্জীবক বলিতেছে, তুমি আমার কৃতজ্ঞ, তথাপি হে সখে, অন্তঃকরণস্থ তাবৎ কহ।

দমনক নির্জ্জনে কহিল, যদ্যপি রাজবিশ্বাসবাক্য অবক্তব্য, তথাপি আমার প্রত্যয়েতে তুমি আসিয়া এ স্থানে আছ; সেইহেতুক পরলোকার্থী আমি তোমার হিত অবশ্য কহিব। শুন, এই প্রভু তোমার উপরে বিকার প্রাপ্তচিত্ত হইয়া নির্জ্জনেতে কহিলেন, সঞ্জীবককে নষ্ট করিয়া নিজ-পরিবারকে তর্পণ করিব। ইহা শুনিয়া সঞ্জীবক বড় বিষণ্ণ হইল।

দমনক পুনশ্চ কহিল, বিষণ্ণতা নিরর্থক, কালোপযুক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।

সঞ্জীবক কিঞ্চিৎকাল বিবেচনা করিয়া কহিল, ইহা নিশ্চয় বটে। আরও কহিল, রাজার অপকার আমি কি করিয়াছি? কিম্বা রাজারা সর্ব্বদা অপকারক হয়?

দমনক কহিতেছে, এই প্রভু মিষ্টভাষী বিষপূর্ণান্তঃকরণ, ইহা আমি জানিলাম; যেহেতুক দূরহইতে উদ্ধৃতহস্ত এবং সজলচক্ষু এবং অর্দ্ধাসন দাতা এবং নির্ভর আলিঙ্গনে তৎপর, এবং প্রিয় বাক্যের জিজ্ঞাসাতে কৃতাদর, এবং চিত্তেতে গুপ্তবিষ, এবং বাহ্যেতে মধুময়, এবং অতিশয় মায়াপটু।

সঞ্জীবক পুনর্ব্বার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ওহে, এ কি ব্যামোহ? আমি শস্যভক্ষক, আমাকে কেন সিংহ নষ্ট করিবে? যেহেতুক উভয়ের তুল্য বল ও ধন থাকিলে বিবাদ হয়, দুর্ব্বলের সহিত বলবানের যুদ্ধ কোথায়? পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া সঞ্জীবক বলিল, হে মিত্র, কি প্রকারে জানিব যে এ দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে নষ্ট করিবে? ইহা কহ।

দমনক বলিতেছে, যখন ঐ স্তব্ধকর্ণ উর্দ্ধলাঙ্গূল হইয়া সমুন্নতপাদ হইয়া বিস্তারিতমুখ হইয়া তোমাকে দেখিবে, তখন তুমিও আপন পরাক্রম দেখাইবা; কিন্তু গোপনেতে এই সকল অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, নতুবা তুমিও থাকিবা না, আমিও থাকিব না।

ইহা কহিয়া করটকের নিকটে গেল।

করটক কহিল, কি সম্পন্ন হইল?

দমনক কহিল, পরস্পর ভেদ নিষ্পন্ন হইল।

পরে দমনক পিঙ্গলকের সন্নিধানে গিয়া কহিল, হে মহারাজ, ঐ পাপিষ্ঠ আইল; অতএব সসজ্জ হইয়া থাক। ইহা কহিয়া পূর্ব্বোক্ত আকার করাইল। অনন্তর সঞ্জীবকও আইল, সেই প্রকার বিকার-প্রাপ্ত সিংহকে অবলোকন করিয়া নিজানুরূপ পরাক্রম করিল, তাহার পর তাহাদিগের বড় যুদ্ধ হইলে পরে সিংহকর্তৃক সঞ্জীবক বিনাশিত হইল।

তাহার পর পিঙ্গলক সঞ্জীবককে নষ্ট করিয়া বিশ্রাম করিয়া সশোকের ন্যায় থাকিয়া কহিল, আমাকর্তৃক কি দারুণ নির্দয় কর্ম্ম কৃত হইল? উর্ব্বরা ভূমির নাশ, আর বুদ্ধিমান দাসের নাশ, ইহার মধ্যে ভৃত্যের নাশ রাজাদিগের মরণতুল্য; কেননা ভূমি ভ্রষ্টা হইলেও পুনশ্চ মিলে, ভৃত্য নষ্ট হইলে পাওয়া দুর্লভ।

দমনক বলিতেছে, প্রভু, এ কি নূতন ন্যায়, যে বৈরিকে নষ্ট করিয়া সন্তাপ করিতেছেন?

এইরূপ দমনককর্তৃক পিঙ্গলক পরিতোষিত হইয়া স্বকীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দমনক প্রফুল্লচিত্ত হইয়া কহিল, মহারাজ জয় হউক, ইহা কহিয়া পরমাহ্লাদে থাকিল।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন, তোমরা সুহৃদ্ভেদ শ্রবণ করিলা।

রাজকুমারেরা কহিলেন, আপনকার অনুগ্রহেতে শুনিলাম, আমরা আহ্লাদিতও হইলাম।

বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন, আরও এই প্রকার হউক, আপনকাদিগের অরিগৃহে সুহৃদ্ভেদ হউক।

IV.—*Of War.*

বিগ্রহ।

পুনর্ব্বার কথারম্ভকালে রাজপুত্রেরা কহিলেন, হে গুরো, আমরা রাজনন্দন, এইহেতুক বিগ্রহ শুনিবার নিমিত্তে আমাদিগের কৌতুক আছে।

বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন, তোমাদিগের যাহাতে রুচি হয়, তাহা কহি শুন, যাহার প্রথম শ্লোকার্থ এই, হংসের সহিত যুদ্ধেতে ময়ূরদিগের তুল্য পরাক্রমেতেও কাক শত্রুগৃহে থাকিয়া প্রত্যয়োৎপাদন করাতে হংস বঞ্চিত হইল।

রাজকুমারেরা কহিতেছেন, এ কি প্রকার?

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন, কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলি নামে সরোবর থাকে, তাহাতে হিরণ্যগর্ভনামে রাজহংস বাস করে, সকল জলচর পক্ষিরা মিলিয়া তাহাকে পক্ষিরাজ্যেতে অভিষিক্ত করিল। এক দিন এই রাজ-

হংস অতিশয় বিস্তারিত কমলপর্য্যঙ্কেতে পরিবার লোকেতে বেষ্টিত হইয়া সুখোপবিষ্ট আছেন। অনন্তর দীর্ঘমুখ নামে বক কোন দ্বীপ-হইতে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল।

রাজা বলিলেন, হে দীর্ঘমুখ, তুমি অন্য দেশহইতে আইলা; বৃত্তান্ত কহ।

সে বলিল, হে মহারাজ, বড় বার্ত্তা আছে, তাহা কহিবার নিমিত্তেই আমিত্বরাতে আইলাম, তাহা শুন।

জম্বুদ্বীপেতে বিন্ধ্য নামে পর্ব্বত আছে, তাহাতে চিত্রবর্ণ নামে ময়ূর পক্ষিদের রাজা বাস করে, তাহার অনুচর পক্ষিগণ দগ্ধারণ্য মধ্যেতে চরিয়া আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? কোথাহইতে আইলা? তখন আমি কহিলাম, আমি কর্পূরদ্বীপচক্রবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ নামে হংসরাজের অনুচর; কৌতুক প্রযুক্ত দেশান্তর দেখিতে আসি-য়াছি। তাহা শুনিয়া পক্ষিরা কহিল, তবে এই দুই দেশের মধ্যে কোন দেশ বড় ভাল? কোন্ রাজা বা বড় ভাল?

অনন্তর আমি কহিলাম, আঃ কি কহিতেছ? অনেক অন্তর, যেহেতুক কর্পূরদ্বীপ স্বর্গই; রাজহংস দ্বিতীয় স্বর্গপতি ইন্দ্রতুল্য, এই মরু ভূমিতে পড়িয়া তোমরা কি কর? আমার দেশে আইস। অনন্তর আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পক্ষিরা সরোষ হইল; যেহেতুক সর্পদের দুগ্ধপান কেবল বিষবর্দ্ধক হয়, ও মূঢ়দিগের উপদেশ ক্রো-ধের নিমিত্তেই হয়, শান্তির নিমিত্তে হয় না। অপর পণ্ডিতেরা মূর্খ-কে কদাচ উপদেশ করণোপযুক্ত জ্ঞান করিবেন না; মূঢ় বানরদিগকে উপদেশ করিয়া পক্ষিরা স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল।

রাজা কহিলেন, এ কি প্রকার?

দীর্ঘমুখ কহিতেছে, নর্ম্মদাতীরে এক অতিবড় শাল্মলী বৃক্ষ থাকে, সেই তরুতে আপন চঞ্চু করণক নির্ম্মিত নীড়মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে। অনন্তর নীলবর্ণ পটের তুল্য মেঘসমূহেতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল। সেই তরুতলেতে বানরদিগকে আর্দ্রীভূত শীতার্ত্ত কম্পিতকলেবর দেখিয়া করুণা প্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল, ও হে বানরেরা, শুন, আমা-দিগের চঞ্চু মাত্রেতে আহৃত তৃণকরণক নীড় নির্ম্মিত হইয়াছে, পাণি পাদবিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ? তাহা শুনিয়া জাতক্রোধ বানরেরা আলোচনা করিল, বায়ুরহিত নীড়মধ্যে অবস্থান প্রযুক্ত সুখী হইয়া পক্ষিরা আমাদিগকে নিন্দা করিতেছে; ভাল, বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জল বর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটেরা বৃক্ষ আরোহণ করিয়া সকল বাসা ভাঙ্গিল, তাহাদিগের অণ্ড সকলও নীচেতে ফেলাইয়া দিল। অতএব আমি বলি, পণ্ডিতেরা মূর্খকে কদাচ উপদেশ করণোপযুক্ত ইত্যাদি।

রাজা কহিলেন, তাহারা পরে কি করিল ?

বক বলিতেছে, অনন্তর পক্ষিরা ক্রোধেতে কহিল, তোর রাজহংসকে কে রাজা করিয়াছে ? তাহার পর আমিও জাতক্রোধ হইয়া কহিলাম, তোমাদের ময়ূরকে কে রাজা করিয়াছে ? ইহা শুনিয়া তাহারা সকলে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। তাহার পর আমিও নিজ পরাক্রম দেখাইলাম।

রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, যে জন আপনার ও পরের বলাবল দেখিয়া অন্তর না জানে, সে জন শত্রুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়। যেমন ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত নির্ব্বুদ্ধি গর্দ্দভ ক্ষেত্রেতে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ শস্য ভক্ষণ করিয়া বাক্যদোষেতে নষ্ট হইল।

বক প্রশ্ন করিতেছে, এ কি প্রকার ?

রাজা কহিতেছেন, হস্তিনানগরে বিলাস নামে রজক থাকে। তাহার এক গর্দ্দভ অতিশয় বহন প্রযুক্ত দুর্ব্বল মুমূর্ষুর তুল্য হইল; অনন্তর সেই রজক ঐ গাধাকে ব্যাঘ্রচর্ম্মেতে আচ্ছাদন করিয়া কানন সমীপে শস্যমধ্যে নিযুক্ত করিল, তাহার পর দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্রবুদ্ধিতে ক্ষেত্রপালকেরা পলায়। অনন্তর এক দিবস কোন শস্য-পালক ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কম্বলেতে শরীরাচ্ছাদন করিয়া তীর ধনুক সজ্জা করিয়া সঙ্কুচিত শরীরেতে নির্জ্জনেতে থাকিল; যথাভিলষিত শস্যাহার প্রযুক্ত জাতবল পুষ্টকলেবর সেই গর্দ্দভ তাহাকে দূরহইতে দেখিয়া গর্দ্দভী জ্ঞান করিয়া উচ্চেতে শব্দ করিয়া তাহার সম্মুখে ধাবন করিল। তদনন্তর সে শস্যরক্ষক, এ গর্দ্দভ, ইহা চীৎকারশব্দেতে নিশ্চয় করিয়া অনায়াসেতে নষ্ট করিল। অতএব আমি বলি, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত নির্ব্বুদ্ধি গর্দ্দভ ইত্যাদি।

দীর্ঘমুখ বলিতেছে, তাহার পর পক্ষিরা কহিল, অরে পাপদুষ্ট বক, আমাদিগের স্থানে চরত আমাদিগের স্বামিকে নিন্দা করিতেছিস ? এই হেতুক তোমাকে এখন ক্ষমা করা নয়। ইহা কহিয়া সকলে চঞ্চু-করণক আমাকে তাড়না করিয়া রুষ্ট হইয়া কহিল, দেখ রে মূর্খ, তোর রাজা সেই হংস সর্ব্বপ্রকারে মৃদু, তাহার রাজ্যেতে অধিকার নাই; যেহেতুক নিতান্ত মৃদু ব্যক্তি হস্ততলস্থিত ধনকেও রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে কি প্রকারে পৃথিবী শাসন করিবে ? তাহার রাজ্যই বা কি ? কিন্তু তুমি কূপমণ্ডুক, এই হেতুক সে আশ্রয়কে উপদেশ করিতেছ; শুন, ক্ষুদ্রের সেবা কর্ত্তব্য নয়, মহতের আশ্রয়ই কর্ত্তব্য, কেননা শৌণ্ডিক-হস্তস্থিত দুগ্ধকেও লোকেরা মদিরা বলে। বিশেষতঃ অতিসমর্থ রাজাতে ছলোক্তিতেও কার্য্য সম্পন্ন হয়, কেননা শশকেরা চন্দ্রসম্বন্ধি ছলোক্তি-দ্বারা সুখেতে আছে।

আমি কহিলাম, এ কি প্রকার ?

পক্ষিরা কহিল, কোন সময় বর্ষাকালে অনাবৃষ্টিহেতুক তৃষ্ণাতুর গজ-যূথ যূথপতিকে কহিল, হে প্রভো, আমাদিগের জীবনের নিমিত্তে কি উপায়? ক্ষুদ্র জন্তুদিগেরও মজ্জনস্থান নাই, আমরা অবগাহনস্থানের অভাব প্রযুক্ত মৃতের ন্যায় আছি, কি করিব? কোথা যাব? তাহাতে গজরাজ গিয়া সমীপে এক ভাল জলাশয় দেখিল। অনন্তর কিছু দিন গেলে পরে সেই সরোবর সমীপস্থিত ক্ষুদ্র শশকেরা হস্তিপদাঘাতদ্বারা চূর্ণ হইল। শিলীমুখ নামে শশক ভাবনা করিল, তৃষ্ণার্ত্ত এই হস্তিযূথ প্রত্যহ এই স্থানে আসিবে; অতএব আমাদের কুল নষ্ট হইবে। তদনন্তর বিজয় নামে বৃদ্ধ শশক বলিল, বিষণ্ণ হইও না, ইহাতে আমি প্রতিকার করিব, তাহার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিল। গমন করিয়া সে আলোচনা করিল, হস্তিযূথ সন্নিধানে থাকিয়া কি প্রকারে বলিব? যেহেতুক হস্তী স্পর্শ করত নষ্ট করে; সর্প ঘ্রাণ করত নষ্ট করে; রাজা পলায়ন করত নষ্ট করে; দুর্জ্জন হাস্য করত নষ্ট করে; অতএব পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া যূথপতিকে কহি। তাহা করিলে যূথ-পতি কহিল, কে তুমি? কোথাহইতে আইলা? সে বলিল, আমি শশক; ভগবান চন্দ্র আপনকার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।

যূথনাথ কহিল, কার্য্য কহ।

বিজয় বলিতেছে, শস্ত্র উত্থিত হইলেও দূত অন্যথা কহে না; যেহে-তুক দূত অবধ্যভাবেতে সর্ব্বদাই যথার্থের বক্তা হয়; সেইহেতুক আমি তাঁহার আজ্ঞাতে বলি, শুন; এই চন্দ্রসরোবরের রক্ষক শশকেরা তোমা-কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়াছে, তাহা অনুচিত করিয়াছ। সে শশকেরা বহুকাল আমার রক্ষিত, অতএব আমার নাম শশাঙ্ক এই প্রসিদ্ধ আছে।

এই প্রকারে দূত কহিলে পর যূথস্বামী ভয়েতে ইহা কহিল, অবধান কর, অজ্ঞান প্রযুক্ত ইহা করিয়াছি, পুনর্ব্বার করিব না।

দূত বলিল, যদি এই রূপ, তবে এই সরোবরে কোপেতে কম্পিত কলেবর ভগবান শশাঙ্ককে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিয়া গমন কর। অনন্তর রাত্রিতে যূথপতিকে লইয়া জলেতে চঞ্চল চন্দ্রমণ্ডল দেখাইয়া যূথস্বামিকে প্রণাম করাইল; আর সে কহিল, হে চন্দ্র, অজ্ঞান প্রযুক্ত ইনি অপরাধ করিয়াছেন, তাহা ক্ষমা কর, বারান্তর এরূপ করিবে না, ইহা কহিয়া প্রস্থান করাইল। অতএব আমি বলি অতিসমর্থ রাজাতে ইত্যাদি।

তাহার পর আমি কহিলাম, সেই মহাপ্রতাপী অতিসমর্থ আমাদের স্বামী রাজহংস, তাহাতে ত্রিভুবনের কর্ত্তৃত্ব উচিত হয়, রাজ্য কি? এখন অরে দুষ্ট তুই, আমাদের স্থানেতে চরিতেছিস। ইহা কহিয়া পক্ষিরা আমাকে চিত্রবর্ণের সন্নিধানে লইয়া গেল।

তদনন্তর রাজার অগ্রেতে আমাকে দেখাইয়া তাহারা প্রণাম করিয়া

কহিল, হে মহারাজ, অবধান করুন, এই দুষ্ট বক আমাদের দেশে চরিয়া মহারাজের চরণের নিন্দা করে।

রাজা কহিল, কে এ? কোথাহইতে আসিয়াছে?

তাহারা কহিল, হিরণ্যগর্ভ নামে রাজহংসের অনুচর কর্পূর দ্বীপহইতে আসিয়াছে।

অনন্তর গৃধ্র মন্ত্রিকর্তৃক আমি জিজ্ঞাসিত হইলাম, সেখানে প্রধান মন্ত্রী কে?

আমি কহিলাম, সকল শাস্ত্রার্থবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ নামে চক্রবাক।

গৃধ্র বলিতেছে, উপযুক্ত বটে; ব্যবহারজ্ঞ উত্তম বংশজাত খ্যাত পণ্ডিত ধনের উৎপাদক, এতাদৃশ ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রী করিবে।

ইত্যবসরে শুক কহিল, হে রাজাধিরাজ, কর্পূরদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ জম্বুদ্বীপের মধ্যেই; তাহাতেও মহারাজের চরণের প্রভুত্ব।

তাহার পর রাজকর্তৃক কথিত হইল, এই বটে।

তদনন্তর আমি কহিলাম, যদি বাক্যমাত্রেতেই স্বামিত্বসিদ্ধি হয়, তবে জম্বুদ্বীপেতেও আমাদের স্বামি হিরণ্যগর্ভের প্রভুত্ব আছে।

শুক বলিতেছে, ইহাতে কি নিশ্চয়?

আমি কহিলাম, যুদ্ধই।

রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, আপন প্রভুকে গিয়া প্রস্তুত কর।

তখন আমি কহিলাম, আপন দূতকেও পাঠাও।

রাজা বলিলেন, দৌত্যকর্ম্মেতে কে যাইবে?

গৃধ্র বলিতেছে, অনেক দূত আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণই কর্ত্তব্য।

রাজা কহিলেন, সেই হেতুক শুকই গমন করুন, হে শুক, তুমিই ইহার সহিত গমন করিয়া আমাদের বাঞ্ছিত বল।

শুক বলিতেছে, মহারাজ, যে প্রকার আজ্ঞা করেন, কিন্তু এই বক দুর্জ্জন, এই হেতুক ইহার সহিত গমন করিব না; দুষ্ট লোকের সহিত থাকিবে না, গমনও করিবে না; কেননা কাক সমভিব্যাহারে হংস থাকত এবং বর্ত্তক গমন করত নষ্ট হইল।

রাজা বলিলেন, ইহা কি রূপ?

শুক কহিতেছে, উজ্জয়িনির পথের মধ্যে এক পাকুড় বৃক্ষ থাকে, তাহাতে হংস আর কাক বাস করে। গ্রীষ্ম কালেতে এক দিন কোন পথিক শ্রান্ত হইয়া তরুতলেতে ধনু ও শর রাখিয়া নিদ্রা গেল। তাহাতে কিঞ্চিৎ কালের পর তাহার মুখহইতে বৃক্ষচ্ছায়া গেল। তদনন্তর সূর্য্য-কিরণব্যাপ্ত তাহার মুখ দেখিয়া ঐ বৃক্ষস্থিত হংস দয়াহেতুক পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহার মুখেতে ছায়া করিল। তাহার পর সে অতিশয় নিদ্রা গেল, সুখেতে মুখ ব্যাদান করিল। অনন্তর স্বভাব দুর্জ্জনতা হেতুক পরসুখাসহনশীল ঐ কাক তাহার মুখেতে বিষ্ঠা ত্যাগ

করিয়া পলাইল। তৎপরে যখন ঐ পথিক উঠিয়া উচ্চেতে অবলোকন করিল, তখন তৎকর্তৃক সে হংস নিরীক্ষিত হইয়া বাণকরণক বিদ্ধ হইয়া বিনাশিত হইল। বর্ত্তকের কথাও কহি।

এক দিবস ভগবান গরুড়ের যাত্রা প্রসঙ্গেতে সকল পক্ষিরা সমুদ্রতীরে গেল; তদনন্তর কাকের সঙ্গেতে বর্ত্তক চলিল। তাহার পর যাইতেছিল যে গোপ তাহার দধিভাণ্ডহইতে পুনঃ২ সেই কাক দধি খাইতে লাগিল। অনন্তর যখন ঐ গোপাল দধিভাণ্ডকে ভূমিতে রাখিয়া উর্দ্ধেতে নিরীক্ষণ করিল, তখন তাহাকর্ত্তৃক কাক ও বর্ত্তক অবলোকিত হইল। তদনন্তর তাহাকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া কাক পলাইল, নিরপরাধী স্বভাবতো মন্দগতি বর্ত্তক তাহাকর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া ব্যাপাদিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি, দুষ্ট লোকের সহিত থাকিবে না ইত্যাদি।

তাহার পর সেই রাজা ব্যবহারানুসারে আমাকে সম্মান করিয়া বিদায় করিলেন, শুকও আমার পশ্চাৎ আসিতেছে। এই সকল জানিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধান কর।

চক্রবাক হাস্য করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ, বক দেশান্তর গিয়া সামর্থ্যানুসারে রাজকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে; কিন্তু হে ভূপাল, কারণ ব্যতিরেকেও যুদ্ধ করিবে ইহা মূর্খের লক্ষণ।

রাজা কহিলেন, অতীতের অনুভবেতে কি প্রয়োজন? উপস্থিত অনুসন্ধান কর।

চক্রবাক বলিতেছে, হে মহারাজ, নির্জ্জনে বলিব। রাজা ও মন্ত্রী সে স্থানে থাকিলেন, অন্য লোকেরা স্থানান্তরে গেল।

চক্রবাক বলিতেছে, হে মহারাজ, দূত প্রস্থান করুক, তবে অনুষ্ঠান ও বলাবল জানিব; এবং সে দ্বিতীয় বিশ্বস্ত লোককে লইয়া যাউক, তাহাতে দূত আপনি সেস্থানে অবস্থান করিয়া দ্বিতীয় মনুষ্যকে সে স্থানের মন্ত্রণা ও নির্জ্জন স্থান নিরূপণ করিয়া কহিয়া পাঠাউক। যে জলে ও স্থলে চরে, সেই গূঢ়চার; সেই হেতুক এই বককেই নিয়োগ করুন। এইরূপ দ্বিতীয় কোন বক যাউক, কিন্তু হে রাজাধিরাজ, ইহাও অত্যন্ত গোপনে কর্ত্তব্য।

রাজা বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আমি উত্তম চর পাইয়াছি।

মন্ত্রী বলিতেছে, তবে যুদ্ধেতে জয়ও পাইলেন। ইত্যবসরে দ্বারী প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, হে মহারাজ, জম্বুদ্বীপহইতে শুক আসিয়া দ্বারেতে আছে। রাজা চক্রবাককে অবলোকন করিলেন। চক্রবাক কহিল, আবাসেতে গিয়া থাকুন, পশ্চাৎ আনীত হইয়া দেখা যাইবে। দ্বাররক্ষক তাহাকে আবাসস্থানে লইয়া গেল।

রাজা কহিলেন, সংগ্রাম উপস্থিত।

চক্রবাক বলিতেছে, হে মহারাজ, প্রথমেতে যুদ্ধ কর্ত্তব্য নয়। সন্তো-

কেরা বিপত্তিতে ধৈর্য্যাবলম্বন করে। অপর প্রথমতঃ উত্তাপ নিশ্চয় সকল কার্য্যের বিঘ্ন, কেননা অত্যন্ত শীতল জল কি পর্ব্বতকে ভেদ করে না? বিশেষে মহাবল ঐ চিত্রবর্ণ রাজা; বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহা নিদর্শন নাই, কেননা মনুষ্যদিগের হস্তির সহিত যে যুদ্ধ, সে মরণকে উপস্থিত করে। অতএব তাহার দূতকেও আশ্বাস করিয়া যাবৎ পর্য্যন্ত দুর্গ সুসজ্জ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত রাখ; যেহেতুক প্রাকারস্থ ধনুর্দ্ধর এক ব্যক্তি শত লোকের সহিত যুদ্ধ করে, শত লোক লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করে।

রাজা বলিলেন, দুর্গের অনুসন্ধানেতে কে নিযুক্ত হইবে?

চক্রবাক বলিতেছে, যে কর্ম্মেতে যে দক্ষ সেই কর্ম্মেতে তাহাকে নিয়োগ করিবে, সেহেতুক সারসকে আহ্বান কর। তাহা করিলে পরে সারসকে আগত দেখিয়া রাজা বলিলেন, ও হে সারস, তুমি শীঘ্র দুর্গের অনুসন্ধান কর।

সারস প্রণাম করিয়া বলিল, হে মহারাজ, এই বৃহৎ সরোবরে অনেক কাল দুর্গ নিরূপিত আছে, কিন্তু এই মধ্যবর্ত্তি দ্বীপে দ্রব্য সংগ্রহ করুন।

রাজা কহিলেন, অরাতে গিয়া সমস্ত অনুষ্ঠান কর।

পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া দ্বারী বলিতেছে, হে রাজাধিরাজ, সিংহলদ্বীপহইতে মেঘবর্ণ নামে কাক সপরিবারে আসিয়া দ্বারেতে আছে, মহারাজের চরণ দেখিবার নিমিত্তে বাঞ্ছা করিতেছে।

রাজা বলিলেন, কাকেরা সর্ব্বজ্ঞ হয়, এবং বহুদর্শী হয়; অতএব সংগ্রহ কর্ত্তব্য, ইহা বুঝিতেছি।

চক্রবাক বলিতেছে, হে মহারাজ, এই বটে, কিন্তু কাক স্থলচর, সেই জন্যে আমাদিগের বিপক্ষেতে নিযুক্ত, কি প্রকারে সংগ্রহ করা যায়? যে লোক স্বপক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষেতে আসক্ত হয়, সে মূর্খ নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় পরকর্ত্তৃক হত হয়।

রাজা কহিলেন, এ কি প্রকার?

মন্ত্রী কহিতেছে, কাননেতে কোন শৃগাল থাকে, সে আপন ইচ্ছাতে নগরোপান্তে ভ্রমণ করিয়া নীলীভাণ্ডে পড়িল; অনন্তর তাহাহইতে উঠিতে পারিল না। প্রভাত কালে আপনাকে মৃতের ন্যায় দেখাইয়া থাকিল। তাহার পর নীলীভাণ্ডের স্বামী সে মৃত, ইহা জানিয়া তাহাহইতে উঠাইয়া দূরে লইয়া ফেলিল, সে স্থানহইতে জম্বুক পলাইল। অনন্তর ঐ শৃগাল অরণ্যে গিয়া নিজ শরীরকে নীলবর্ণ দেখিয়া চিন্তা করিল, আমি উত্তমবর্ণ হইয়াছি, তবে আমি আপনার উৎকৃষ্টতাকে কেন সাধন না করি? এই আলোচনা করিয়া শৃগালদিগকে আহ্বান করিয়া সে কহিল, ভগবতী বনদেবতা কর্ত্তৃক স্বহস্তদ্বারা সর্ব্বৌষধি করণক বনরাজ্যেতে আমি অভিষিক্ত হইয়াছি, এই হেতুক আজি অবধি সকলে কাননেতে আমার আজ্ঞাতে কর্ম্ম করিবে। শৃগালেরা তাহাকে উত্তমবর্ণ দেখিয়া অষ্টাঙ্গে

প্রণাম করিয়া কহিল, হে মহারাজ, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন। এই প্রকারে সমস্ত বনবাসি পশুতে তাহার প্রভুত্ব হইল। অনন্তর সে স্বকীয় জ্ঞাতিতে পরিবৃত হইয়া মহত্ত্ব সাধন করিল। তাহার পর সে ব্যাঘ্র সিংহাদি উৎকৃষ্ট পরিজনকে পাইয়া সভাতে শৃগালদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া সকল জ্ঞাতিকে অপমান করিয়া দূর করিল। তদনন্তর শৃগালদিগকে বিমনা দেখিয়া কোন বৃদ্ধ জম্বুক এই প্রতিজ্ঞা করিল, তোমরা বিষণ্ণ হইও না। নীতিজ্ঞ মর্ম্মবিৎ আমরা এই অনভিজ্ঞকর্ত্তৃক যে পরাভূত হইয়াছি, সেই হেতুক যে রূপে এ নষ্ট হয়, তাহা কর্ত্তব্য। এই ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা বর্ণমাত্র দেখিয়া শৃগাল না জানিয়া ইহাকে রাজা করিয়া মানে। তবে এ যে রূপে পরিচিত হয় সেইরূপ কর। তাহাতে এই প্রকার কর্ত্তব্য; সকলে সায়ংকালে সমীপেতে এক কালে অতিশয় শব্দ করিবা; তাহার পর সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া জাতি স্বভাব হেতুক সেও রব করিবে। অনন্তর সেই প্রকার করিলে তাহা হইল, যেহেতুক যাহার যে স্বভাব আছে, সে সর্ব্বদাই অপরিহার্য্য; কেননা যদি কুকুর রাজা হয়, তবে সে কি চর্ম্মপাদুকা ভোজন করে না? তাহার পর শব্দেতে জ্ঞান করিয়া ব্যাঘ্র সে শৃগালকে নষ্ট করিল। অতএব আমি বলি, যে লোক স্বপক্ষকে ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি।

রাজা কহিলেন, যদ্যপি এইরূপ তথাপি দেখ, এ ব্যক্তি দূরহইতে আসিয়াছে, তাহার সংগ্রহেতে বিচার করা যাইবে।

চক্রবাক বলিতেছে, হে মহারাজ, চর পাঠান গিয়াছে, দুর্গও প্রস্তুত হইয়াছে, অতএব শুককে আনিতে পাঠাউন।

অনন্তর সভা করিয়া শুক এবং কাককে আহ্বান করিল। শুক কিঞ্চিৎ উর্দ্ধমস্তক হইয়া দত্তাসনে বসিয়া বলিতেছে, ও হে হিরণ্যগর্ভ, তোমাকে মহারাজাধিরাজ শ্রীমচ্চিত্রবর্ণ আজ্ঞা করিয়াছেন, যদি প্রাণে কিম্বা সম্পত্তিতে প্রয়োজন থাকে, তবে শীঘ্র আসিয়া আমার চরণেতে প্রণাম কর, নতুবা অবস্থানের নিমিত্তে স্থানান্তর চেষ্টা কর।

রাজা রুষ্ট হইয়া কহিলেন, আঃ! আমার অগ্রেতে কেহ নাই যে ইহাকে গলাতে হাত দিয়া বাহির করিয়া দেয়?

মেঘবর্ণ উঠিয়া বলিতেছে, হে মহারাজ, আজ্ঞা করুন, দুষ্ট শুককে নষ্ট করি। সর্ব্বজ্ঞ রাজাকে এবং কাককে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছে, শুন, এই ধর্ম্ম, ম্লেচ্ছ দূতও অবধ্য হয়; যেহেতুক রাজা দূতমুখ; অতএব শস্ত্র উত্থিত হইলেও দূত অন্য প্রকার বলে না; দূত সর্ব্বদাই অবধ্য ভাবেতে সমস্তই বলে।

তাহার পর রাজা এবং কাক আপন স্বভাবকে পাইল, শুকও উঠিয়া চলিল। পশ্চাৎ চক্রবাক তাহাকে প্রবোধ করিয়া স্বর্ণালঙ্কারাদি দিলে সে প্রেরিত হইয়া গেল।

শুক বিন্ধ্যাচলের রাজাকে প্রণাম করিল।

রাজা কহিলেন, শুক, বৃত্তান্ত কি? ঐ দেশ কি রূপ?

শুক বলিতেছে, হে মহারাজ, সংক্ষেপেতে এই বার্ত্তা। ইদানী সংগ্রামের উদ্যোগ করুন, ঐ কর্পূরদ্বীপ স্বর্গের এক দেশ, রাজা দ্বিতীয় স্বর্গপতি, কি প্রকারে বর্ণনা করিতে সমর্থ হই?

অনন্তর রাজা সকল শিষ্টদিগকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিবার নিমিত্তে বসিলেন, আর কহিলেন, সংপ্রতি কর্ত্তব্য যুদ্ধেতে যে প্রকার কর্ত্তব্য তাহা উপদেশ কর; কিন্তু যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য।

দূরদর্শী নামে গৃধ্র বলিতেছে, হে মহারাজ, ব্যসনিত্ব হেতুক যুদ্ধ বিহিত নয়

রাজা বলিলেন, হে মন্ত্রি, আমার সৈন্য নিরীক্ষণ কর, আর উহাদের উপযোগিতা জান,এবং দৈবজ্ঞকে আহ্বান কর, শুভ লগ্ন নির্ণয় করিয়া দেন।

মন্ত্রী বলিতেছে, তথাপি অকস্মাৎ যাত্রা উপযুক্ত নয়।

রাজা কহিলেন, হে মন্ত্রি, আমার উৎসাহ ভঙ্গ সর্ব্বথা করিও না, জয়েচ্ছু ব্যক্তি যে প্রকারে পরস্থানাক্রমণ করে তাহা কর।

তাহার পর রাজা উঠিয়া দৈবজ্ঞকর্তৃক স্থাপিত লগ্নেতে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর প্রেরিত চর হিরণ্যগর্ভের সমীপে আসিয়া কহিল, হে মহারাজ, চিত্রবর্ণ রাজা আগতপ্রায়, সংপ্রতি মলয়পর্ব্বত সন্নিধানে বাস করিতেছেন, অনুক্ষণ দুর্গানুসন্ধান কর্ত্তব্য; যেহেতুক ঐ গৃধ্র মহামন্ত্রী, আর আমাদের নিকটস্থ কোন ব্যক্তির সহিত তাহার প্রত্যয়। ঐ রাজা কোন লোককে আমাদিগের দুর্গেতে পূর্ব্বেতেই প্রেরণ করিয়াছেন। কথালাপেতে তাহার ইঙ্গিত আমি জ্ঞাত হইয়াছি।

চক্রবাক বলিতেছে, হে মহারাজ, কাকই এ সম্ভব হয়।

রাজা বলিলেন, ইহা কদাচ নয়। যদি এমন বটে, তবে কেন সে শুকের পরাভবে উদ্যম করিল? এবং শুকের আগমনেতে তাহার যুদ্ধোৎসাহ? সে অনেক কাল এ স্থানে আছে।

মন্ত্রী বলিতেছে, তথাপি আগন্তুক শঙ্কনীয়।

রাজা কহিলেন, আগন্তুক ব্যক্তিও কদাচিৎ উপকারক হয়।

চক্রবাক কহিতেছে, এ কি প্রকার?

রাজা কহিতেছেন, আমি পূর্ব্বেতে শূদ্রক রাজার ক্রীড়া সরোবরে কর্পূরকেলিনামা রাজহংসের কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর সহিত অতিশয় অনুরাগী হইয়াছিলাম; তাহাতে মহারাজপুত্র বীরবর নামে কোন দেশহইতে আসিয়া রাজদ্বারে গিয়া দ্বারিকে বলিল, আমি বেতনার্থী রাজপুত্র, রাজদর্শন করাও। তাহার পর তাহাকর্তৃক রাজদর্শন প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছে, হে মহারাজ, যদ্যপি অস্মদ্ভৃত্যেতে মহারাজের প্রয়োজন থাকে তবে আমার বেতন কহ।

শূদ্রক বলিল, তোমার বেতন কি ?

বীরবর বলিতেছে, প্রত্যহ পাঁচ শত সুবর্ণ মুদ্রা দেও।

রাজা বলিলেন, তোমার সামগ্রী কি ?

বীরবর বলিতেছে, বাহু দুই, খড়্গ তৃতীয়।

রাজা বলিলেন, অসামর্থ্য হয়। তাহা শুনিয়া বীরবর চলিল। অনন্তর অমাত্যেরা কহিল, হে মহারাজ, চারি দিবসের বেতন দিয়া ইহার স্বরূপ জান, এ লোক কেমন ? উপযুক্ত এত বেতন লয় অনুপযুক্তই বা ? তৎপরে মন্ত্রির বাক্যেতে আহ্বান করিয়া বীরবরকে পাণ দিয়া পঞ্চশত সুবর্ণমুদ্রা দিলেন। তাহার বাক্য আর তাহার বিনিযোগ রাজা নিজনে নিরূপণ করিলেন। বীরবর তাহার অর্দ্ধেক দেবতাদিগকে ও ব্রাহ্মণদিগকে দিল, অবশিষ্টের অর্দ্ধেক দুঃখিদিগকে, তদবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদিতে ব্যয়। এই সকল নিত্য কর্ম্ম করিয়া রাজদ্বারেতে দিবারাত্রি খড়্গহস্তেতে শয়ন করে। যখন রাজা আপনি আজ্ঞা করেন, তখন নিজ গৃহে যায়। অনন্তর এক দিবস কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশী রাত্রিতে রাজা করুণার সহিত রোদন শব্দ শুনিলেন।

শূদ্রক কহিলেন, কে কে এই দ্বারে ? সে কহিল, হে মহারাজ, আমি বীরবর।

রাজা বলিলেন, ক্রন্দনের অনুসরণ কর। বীরবর কহিলেন, হে মহারাজ, যে প্রকার আজ্ঞা করেন। ইহা কহিয়া চলিল। রাজা ভাবনা করিলেন, ঘোর অন্ধকারে একাকী এই রাজপুত্র প্রেরিত হইল ইহা উপযুক্ত নয়। সেই হেতুক পশ্চাৎ গমন করিয়া, কি এ ? ইহা নিরূপণ করি। তাহার পর রাজাও অসি লইয়া তাহার অনুসরণ ক্রমেতে নগরের বাহিরে গেলেন। গিয়া বীরবরকর্ত্তৃক সেই রোদনকারিণী রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কোন স্ত্রী নিরীক্ষিতা হইল, আর জিজ্ঞাসিতা হইল, কে তুমি ? কি নিমিত্তে রোদন কর ? স্ত্রী কহিল, আমি এই শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী; চিরকাল ইহার বাহুচ্ছায়াতে বড় সুখে বিশ্রাম করিয়াছিলাম, সম্প্রতি অন্যত্র গমন করিব।

বীরবর বলিতেছে, যেখানে অপায় হয় সেখানে উপায়ও আছে, তবে কি প্রকারে এখানে পুনর্ব্বার আপনকার অবস্থান হয় ?

লক্ষ্মী কহিলেন, যদ্যপি বত্রিশ লক্ষণেতে যুক্ত আপন পুত্র শক্তিধরকে তুমি ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলাকে বলি দেও; তবে আমি পুনশ্চ এখানে বহুকাল বাস করি; ইহা কহিয়া অদৃশ্যা হইলেন। তাহার পর বীরবর আপন গৃহে গিয়া নিদ্রিত আপন পত্নীকে আর পুত্রকে জাগাইলেন। তাহারা দুই জন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। বীরবর সেই সকল লক্ষ্মীর বাক্য বলিলেন।

তাহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া শক্তিধর বলিতেছে, ধন্য আমি, স্বামির

রাজ্যরক্ষার নিমিত্তে যে আমার এতাদৃশ উপযোগিতা সে শ্লাঘ্য; তবে এখন গৌণের কারণ কি? এতাদৃশ কার্য্যেতে শরীরের নিয়োগ শ্লাঘ্য। যেহেতুক পণ্ডিত ব্যক্তি ধন আর প্রাণ পরের নিমিত্তে ত্যাগ করিবে। কেননা শরীরনাশ অবশ্য হইবে, ইহাতে সাধুর নিমিত্তে ত্যাগই ভাল।

শক্তিধরের মাতা কহিল, যদ্যপি ইহা না কর, তবে অন্য কোন কর্ম্মেতে অতিবড় বেতনের নিস্তার হইবে না, ইহা আলোচনা করিয়া সকলে সর্ব্বমঙ্গলার স্থানে গেল। সেখানে সর্ব্বমঙ্গলাকে পূজা করিয়া বীরবর বলিতেছে, হে দেবি, প্রসন্না হও, শূদ্রক মহারাজ জয়যুক্ত হউন, আপনি বলি গ্রহণ করুন। ইহা কহিয়া পুত্রের মস্তক ছেদন করিলেন। তদনন্তর বীরবর ভাবনা করিলেন, যে গৃহীত রাজবেতনের নিস্তার হইল, সংপ্রতি অপুত্রকের জীবন নিরর্থক। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহার পর বীরবরের স্ত্রীও স্বামিপুত্র-শোকার্ত্তা হইয়া তাহা করিল। রাজা সেই সকল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন, আমার তুল্য ক্ষুদ্র জন্তুরা জন্মিতেছে ও মরিতেছে, পৃথিবীতে ইহার তুল্য লোক হয় নাই ও হবে না; সেইহেতুক ইহাতে রহিত হইয়া আমার রাজত্ব নিষ্প্রয়োজন। তদনন্তর শূদ্রকও নিজ মস্তক ছেদন করিবার নিমিত্তে খড়্গ উঠাইলেন। অনন্তর ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা রাজার হস্ত ধরিলেন, আর কহিলেন, পুত্র, আমি তোমাকে প্রসন্না হইলাম, এত সাহস নিরর্থক, প্রাণান্তেও তোমার রাজ্যভঙ্গ নাই। রাজা অষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবি, আমার রাজ্যে প্রাণেই বা কি প্রয়োজন? যদ্যপি আমি অনুগৃহীত হই, তবে আমার আয়ুর শেষেতে সদারাপত্য এই বীরবর বাঁচুক; নতুবা ইহারা যে গতি পাইয়াছে, সে গতি আমি পাই। ভগবতী কহিলেন, হে পুত্র, তোমার এই সত্ত্ব সন্তানতাতে আর ভৃত্যবাৎসল্যেতে তোমাকে তুষ্ট হইলাম, যাও, জয়যুক্ত হও, এই সপরিবার রাজকুমারও বাঁচুক। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তদনন্তর বীরবর সদারাপুত্র গৃহে গেলেন। রাজাও তাহাদিগের অলক্ষিত হইয়া শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর প্রাতঃকালে দ্বারস্থ বীরবর পুনশ্চ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ, রোদনকারিণী সে স্ত্রী আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া অদৃশ্যা হইল, আর কোন বৃত্তান্ত নাই। তাহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন, এই ব্যক্তি শ্লাঘ্য মহাসত্ত্ব, এই মহা পুরুষলক্ষণ, ইহাতে সমস্তই আছে। তাহার পর সেই রাজা পূর্ব্বাহ্নে শিষ্ট সভা করিয়া সকল বৃত্তান্ত প্রস্তাব করিয়া অনুগ্রহ প্রযুক্ত তাহাকে কর্ণাট রাজ্য দিলেন। তবে জাতিমাত্রেতেই কি আগন্তুক দুষ্ট? তাহাতেও উত্তম মধ্যম অধম আছে।

চক্রবাক বলিতেছে, রাজার ইচ্ছাতে যে অকার্য্যকে কার্য্যতুল্য করিয়া

শাসন করে সে কি মন্ত্রী? প্রভুর মনের দুঃখও ভাল, তথাপি অকার্য্যকে কার্য্য করিয়া শাসন করিবে না। হে মহারাজ, শ্রবণ করহ, পুণ্য প্রযুক্ত কোন এক ব্যক্তি যাহা পাইয়াছে তাহা আমারও হইবে, ইহা জ্ঞান করিয়া যে লোক কর্ম্ম করে সে নষ্ট হয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত, অতিশয় লোভ প্রযুক্ত ভিক্ষুককে তাড়না করিয়া নিধ্যর্থী নাপিত যেমন নষ্ট হইয়াছিল।

রাজা জিজ্ঞাসিতেছেন, এ কি প্রকার?

মন্ত্রী কহিতেছে, অযোধ্যাতে চূড়ামণি নামে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি ধনের নিমিত্তে ভগবান্ চন্দ্রচূড়কে বহুকাল আরাধনা করিলেন। তাহার পর নিষ্পাপ ঐ ক্ষত্রিয়কে স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া মহেশ্বরের আজ্ঞাতে কুবের এই আদেশ করিলেন, তুমি অদ্য পূর্ব্বাহ্নে ক্ষৌর করিয়া হস্তেতে লগুড় ধরিয়া গৃহেতে লুক্কায়িত হইয়া থাকিবা। অনন্তর ঐ অঙ্গনেতে এক ভিক্ষুককে আসিতে দেখিবা, তাহাকে নির্দ্দয় লগুড় প্রহারে নষ্ট করিবা, তাহার পর সুবর্ণ কলস হইবে, তাহাতেই তুমি জীবন পর্য্যন্ত সুখী হইয়া থাকিবা। তদনন্তর তাহা করিলে তাহা হইল। তাহাতে ক্ষৌর করণের নিমিত্তে আসিয়াছিল যে নাপিত সে তাহা দেখিয়া চিন্তা করিল, যে নিধি পাইবার উপায় এই, আমিও এই প্রকার কেন না করি? সেই অবধি ঐ নাপিত প্রতিদিন সেইরূপ লগুড় হস্ত হইয়া নির্জ্জনেতে ভিক্ষুকের আগমন প্রতীক্ষা করে। এক দিবস সেই নাপিত ভিক্ষুককে পাইয়া নষ্ট করিল, সেই নিমিত্তে রাজপুরুষেরা তাহাকে নষ্ট করিল। অতএব আমি বলি, পুণ্যপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তি ইত্যাদি।

রাজা কহিলেন, পূর্ব্বকালের বৃত্তান্তকথনদ্বারা কি প্রকারে পর নির্ণীত হইবে? কারণ ব্যতিরেকে কি বন্ধু হইবে? কিম্বা বিশ্বাসঘাতকই হইবে? যাউক, উপস্থিত অনুসন্ধান কর, মলয়পর্ব্বত সমীপে যদি চিত্রবর্ণ আসিয়াছে, তবে এখন কি কর্ত্তব্য?

মন্ত্রী বলিতেছে, হে মহারাজ, আগত দূতের মুখেতে আমি শুনিয়াছি, ঐ মহামন্ত্রী গৃধ্রের উপদেশেতে চিত্রবর্ণ অনাদর করিয়াছে, সেই নিমিত্তে ঐ চিত্রবর্ণ মূঢ়, তাহাকে জয় করিতে শক্য বটে। সেই হেতুক ঐ চিত্রবর্ণ যাবৎ পর্য্যন্ত আমাদিগের দুর্গদ্বার রোধ না করে, তাবৎ পর্য্যন্ত নদী ও পর্ব্বত ও বন ও পথেতে তাহার সেনাকে হানিবার নিমিত্তে সারস প্রভৃতি সেনাপতিরা নিযুক্ত হউন। তাহা করিলে পরে চিত্রবর্ণের সেনা ও সেনাপতি অনেক নষ্ট হইল, তৎপরে চিত্রবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া আপন মন্ত্রী দূরদর্শিকে বলিল। হে পিতঃ, কেন আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? কোথাও কি আমার অবিনয় আছে?

গৃধ্র বলিতেছে, হে মহারাজ, তুমি নিজ সেনার উৎসাহ দেখিয়া সাহসিক আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রণাতে অনবধান করিয়াছ, আর নিষ্ঠুর বাক্য কহিয়াছ, অতএব এই দুর্নীতের ফল এই, অনুভূত হইতেছে।

অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে পিতঃ, আমার এই অপরাধ আছে। সম্প্রতি অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত ফিরিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে যেরূপে যাই তাহাতে উপদেশ কর।

মন্ত্রী হাসিয়া কহিতেছে, হে মহারাজ, ভয় করিও না, আশ্বাসিত হইয়া শুন, আপনকার অনুগ্রহেতে দুর্গকে ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তি ও প্রতাপের সহিত তোমাকে অল্প কালেতেই বিন্ধ্যপর্ব্বতে লইয়া যাইব।

রাজা কহিলেন, কি প্রকারে? সংপ্রতি অত্যল্প সেনাতে তাহা সম্পন্ন হইবে?

গৃধ্র বলিতেছে, হে মহারাজ, সমস্ত হইবে, অকস্মাৎ দুর্গরোধ কর।

হিরণ্যগর্ভের প্রেরিত চর বক আসিয়া তাহা কহিল, হে মহারাজ, অবশিষ্ট অত্যল্প সেনার সহিত ঐ রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্রের পরামর্শে দুর্গ রোধ করিবে।

রাজা কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ, এখন কি কর্ত্তব্য?

চক্রবাক বলিতেছে, নিজ সেনাতে সারাসার বিবেচনা কর, তাহা জানিয়া উপযুক্ত মতে পারিতোষিক সুবর্ণ বস্ত্রাদি দেও, যেহেতুক অপর যজ্ঞেতে ও বিবাহেতে ও বিপৎকালেতে ও শত্রুক্ষয়েতে ও কীর্ত্তিকর কর্ম্মেতে ও মিত্র করণেতে ও প্রিয় স্ত্রীতে ও বন্ধুলোকেতে, এই আটেতে ব্যয় অতিশয় নাই।

রাজা কহিলেন, কি প্রকারে এ সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় উপযুক্ত হয়?

মন্ত্রী কহিতেছে; হে মহারাজ, কৃপণতা ত্যাগ করিয়া দান ও সম্মানদ্বারা স্বকীয় যোদ্ধাদিগের পুরস্কার কর।

অনন্তর মেঘবর্ণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতেছে, হে মহারাজ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবলোকন করুন, সম্প্রতি দুর্গদ্বারেতে বিপক্ষ আছে, সেই হেতুক মহারাজের চরণের আজ্ঞা হইলে বাহিরে গিয়া নিজ পরাক্রম দেখাই, তাহা করিয়া মহারাজের পায়ের অঋণী হই।

চক্রবাক বলিতেছে, ইহা করিও না, যদি বাহির হইয়া যুদ্ধ করা যায়, তবে দুর্গাশ্রয় নিষ্প্রয়োজন। ভয়ানক কুম্ভীর জলহইতে নির্গত হইলে অবশ হয়, বলবান সিংহও বনহইতে নির্গত হইলে শৃগালের ন্যায় হয়। হে মহারাজ, আপনি গিয়া যুদ্ধ দেখুন। অনন্তর তাহারা সকলে দুর্গদ্বারে যাইয়া অতিবড় যুদ্ধ করিল।

পরদিবস চিত্রবর্ণ রাজা গৃধ্রকে বলিল, হে তাত, এখন আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর।

গৃধ্র বলিতেছে, হে মহারাজ, শুনুন, অনৈক্য আর বহুকাল পর্য্যন্ত অবরোধ আর আক্রমণ আর উগ্র পুরুষ, দুর্গলঙ্ঘনের এই চারি উপায়, ইহাতে শক্ত্যনুসারে এই ২ যত্ন কর। তদনন্তর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেতেই দুর্গের চারিদ্বারেতেই যুদ্ধ হইলে পরে এক দিবস দুর্গমধ্যবর্ত্তি সকল গৃহেতে

কাকেরা অগ্নি ক্ষেপণ করিল। তাহার পর দুর্গ লইয়াছি ২ এ কোলাহল শুনিয়া সর্ব্বত্র জ্বলিতাগ্নি দেখিয়া রাজহংসের সেনারা আর দুর্গবাসি লোকেরা ত্বরাতে হ্রদে প্রবেশ করিল। রাজহংস স্বভাবতো মন্দগতি আর দ্বিতীয় সারস এই দুইকে চিত্রবর্ণের সেনাপতি, কুক্কুট আসিয়া বেড়িল। হিরণ্যগর্ভ সারসকে বলিল, হে সেনাপতে, আমার অনুরোধে আপনাকে কেন নষ্ট কর? তুমি এখন যাইতে পার, অতএব যাইয়া জলে প্রবেশ কর, আপনাকে রক্ষা কর, চূড়ামণি নামা আমার পুত্র-কে সর্ব্বজ্ঞের সম্মতিতে রাজা করিবা।

সারস বলিতেছে, হে মহারাজ, এতাদৃশ দুঃসহ বাক্য বক্তব্য নয়। যাবৎ পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য গগণে আছে, তাবৎ পর্য্যন্ত মহারাজ আপনি জয়ী হউন। আমি দুর্গাধিকারী, আমার মাংসরক্তলিপ্ত দ্বারপথেতে শত্রু প্রবেশ করুক। আপনকার তুল্য দাতা ক্ষমাবান গুণগ্রাহক অপর প্রভুকে কষ্টেতে মিলে।

রাজা কহিতেছেন, ইহা যথার্থই বটে, কিন্তু পবিত্র কর্ম্মনিপুণ অনুরক্ত এতদ্রূপ ভৃত্যও দুর্লভ।

সারস বলিতেছে, শুন হে মহারাজ, তুমি স্বামী সর্ব্ব প্রকারে রক্ষণীয়।

অনন্তর কুক্কুট আসিয়া রাজহংসের শরীরে তীক্ষ্ণ নখাঘাত করিল। সারস শীঘ্র সমীপে আসিয়া রাজাকে আপন শরীরের মধ্যে করিয়া জলে পড়িল। তদনন্তর কুক্কুটদের নখ মুখ প্রহারেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সারস অনেক কুক্কুট সেনাকে নষ্ট করিল। পশ্চাৎ সারসও চঞ্চুপ্রহারেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পর চিত্রবর্ণ দুর্গেতে প্রবেশ করিয়া দুর্গস্থ দ্রব্য সকল লুটাইয়া বন্দিকর্ত্তৃক জয়শব্দেতে আহ্লাদিত হইয়া আপন শিবিরে গেলেন।

অনন্তর রাজপুত্রেরা কহিলেন, সেই রাজসৈন্যেতে সারসই অতিবড় পুণ্যবান, যে নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বামিকে রক্ষা করিল।

V.—*Of Peace.*

সন্ধি।

পুনশ্চ কথারম্ভ সময়ে রাজকুমারেরা কহিলেন, হে গুরো, আমরা বিগ্রহ শুনিলাম, সম্প্রতি সন্ধি বল।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন, শুন, সন্ধিও কহি, যাহার প্রথম শ্লোকার্থ এই, অতিশয় যুদ্ধ হইলে পরে দুই রাজার অনেক সৈন্য নষ্ট হইলে থাকিল যে গৃধ্র ও চক্রবাক তাহারা অল্প কালেতেই বাক্যদ্বারা সন্ধি করিল।

রাজনন্দেরা কহিলেন, ইহা কি প্রকার?

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন, তাহার পর সেই রাজহংস কহিল, আমার দুর্গে কে বহ্নি প্রদান করিল? কি পরকীয় লোক? কিম্বা বৈরি প্রেরিত আমার দুর্গবাসী কেহ?

চক্রবাক কহিতেছে, হে ভূপাল, আপনার নিষ্প্রয়োজন মিত্র ঐ মেঘবর্ণ সপরিবার দৃষ্ট হয় না, সেই নিমিত্তে বুঝি তাহারি অনুষ্ঠিত এই।

রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন, সেই বটে, এ আমার দুর্দ্দৈব।

মন্ত্রী বলিতেছে, ইহা কথিত আছে, যে লোক হিতাভিলাষি বন্ধুদিগের বচন শুনে না, সে কাষ্ঠচ্যুত নির্ব্বুদ্ধি কচ্ছপের ন্যায় নষ্ট হয়।

রাজা কহিলেন, এ কি প্রকার?

মন্ত্রী কহিতেছে, মগধদেশে ফুল্লোৎপল নামে সরোবর আছে, তাহাতে অনেক কাল সঙ্কট বিকট নামে দুই হংস বসতি করে, তাহাদিগের সখা কম্বুগ্রীব নামে কচ্ছপ বাস করে। অনন্তর এক দিবস কৈবর্ত্তেরা আসিয়া সে স্থানে কহিল, এ স্থানে আমরা আজি বাস করিয়া কল্য প্রাতঃকালে মৎস্য কচ্ছপাদি নষ্ট করিব। তাহা শুনিয়া কমঠ দুই হংসকে কহিল, হে মিত্রেরা, কৈবর্ত্তদিগের কথোপকথন শুনিলা? ইদানী আমার কর্ত্তব্য কি?

হংসেরা বলিল, তাহা পরে দেখা যাইবে, প্রাতঃকালে যাহা উপযুক্ত হয়, তাহা করা যাইবে।

কচ্ছপ বলিতেছে, এমন নয়, বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন, অনাগতবিধাতা আর প্রত্যুৎপন্ন মতি, এই দুই জন সুখী হয়, আর যদ্ভবিষ্য নষ্ট হয়।

হংসেরা কহিল, এ কি প্রকারে?

কূর্ম্ম কহিতেছে, পূর্ব্বে এই সরোবরে জালিয়া এইরূপে উপস্থিত হইলে পরে তিন মৎস্য পরামর্শ করিতে লাগিল, তাহার মধ্যে অনাগতবিধাতা নামে এক মৎস্য কহিল, আমি অন্য পুষ্করিণীতে যাই, ইহা বলিয়া জলাশয়ান্তরে গেল। প্রত্যুৎপন্নমতি নামে মৎস্য কহিল, ভাবি বিষয়েতে নিশ্চয় নাই, আমি কোথা যাইব? তাহা উপস্থিত হইলে যাহা হয় তাহা করিব। তাহার পর যদ্ভবিষ্য কহিল, যে বিষয় হইবার উপযুক্ত নয়, সে হইবে না; যে বিষয় হইবার উপযুক্ত তাহার অন্যথা হইবে না। তদনন্তর প্রত্যুৎপন্নমতি প্রাতঃকালে জালেতে বদ্ধ হইয়া আপনাকে মৃত তুল্য দেখাইয়া থাকিল। তাহার পর জালহইতে নিঃসারিত হইয়া সামর্থ্যানুসারে লম্ফ দিয়া অগাধ জলে প্রবিষ্ট হইল; যদ্ভবিষ্য কৈবর্ত্ত কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ব্যাপাদিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি, অনাগতবিধাতা ইত্যাদি; সেইহেতুক যে প্রকারে আমি অন্য জলাশয়ে যাই তাহা কর।

হংসেরা বলিল, হ্রদান্তরে গেলে পরে তোমার কল্যাণ, কিন্তু স্থলে গমন করিবার তোমার কি উপায়?

কমঠ কহিল, সেরূপে আমি তোমাদের সহিত আকাশপথেতে যাই তাহা কর। হংসেরা বলিল, কি প্রকারে উপায় সম্ভব হয়?

কূর্ম্ম বলিতেছে, তোমাদের দুই জনকর্ত্তৃক চঞ্চূধৃত এক কাষ্ঠখণ্ডকে আমি মুখদ্বারা অবলম্বন করিয়া তোমাদের দুই জনের পক্ষবলেতে সুখে যাইব।

দুই হংস বলিল, এতাদৃশ উপায় সম্ভব বটে, কিন্তু সুবোধ লোক উপায় চিন্তা করিয়া অপায়ও চিন্তা করিবে, কেননা মূর্খ বকের সন্তান তাহার চক্ষুর্গোচরে নকুলকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল।

কচ্ছপ প্রশ্ন করিতেছে, এ কি প্রকার?

তাহারা কহিতেছে, উত্তরপথেতে গৃধ্রকূট নামে গিরিতে এক বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ আছে, তাহাতে অনেক বক বাস করে, তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে বৃক্ষতলস্থ গর্ত্তেতে সর্পে খায়। অনন্তর শোকাতুর বকদিগের রোদন শুনিয়া কোন বক কহিল, এরূপ বিলাপ করিও না, তোমরা মৎস্য আনিয়া নকুলের গর্ত্তকে আরম্ভ করিয়া সর্পের বিবরপর্য্যন্ত পংক্তিক্রমেতে স্থাপন কর। তাহার পর সেই খাদ্য দ্রব্যলোভিত নকুল আসিয়া সর্পকে দেখিবে, স্বাভাবিক শত্রুতাহেতুক তাহাকে নষ্ট করিবে, তাহা করিলে পরে তাহা হইল। তদনন্তর সেই তরুতে নকুলেরা বক-বালকধ্বনি শুনিল, পশ্চাৎ তাহারা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শিশুদিগকে খাইল। এই জন্যে আমি বলি,সুবোধ লোক উপায় চিন্তা করিয়া ইত্যাদি। আমাদের কর্ত্তৃক নীয়মান তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া লোক অবশ্য কিছু বলিবে, তাহা শুনিয়া যদি তুমি উত্তর দিবা, তবে তোমার মৃত্যু হইবে, সেই নিমিত্তে সর্ব্বথা এই খানে থাক।

কচ্ছপ বলিতেছে, আমি কি অজ্ঞান? আমি প্রত্যুত্তর দিব না, কিছুই বলিব না। সেইরূপ করিলে পর তদ্রূপ কমঠকে অবলোকন করিয়া সকল গোরক্ষকেরা পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিতেছে, যদি এই কূর্ম্ম পড়ে, তবে এ স্থানেতেই পাক করিয়া খাই; কেহ কহিতেছে, এই স্থানেতেই দগ্ধ করিয়া খাই; কেহ বলিতেছে, গৃহে লইয়া ভক্ষণ করি। সেই কথা শুনিয়া ঐ কচ্ছপ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব-বাক্য বিস্মৃত হইয়া কহিল, তোরা ছাই খাবি। ইহা বলিবামাত্রে প-ড়িল, আর তাহাদিগের কর্ত্তৃক ব্যাপাদিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি, হিতাভিলাষি বন্ধুদিগের ইত্যাদি।

অনন্তর দূত বক সেখানে আসিয়া বলিল, হে মহারাজ, পূর্ব্বেতেই আমি কহিয়াছি, নিরন্তর দুর্গশোধন কর্ত্তব্য, তাহা তোমরা কর নাই, সে অনবধানের এই ফল অনুভূত হইতেছে, গৃধ্র প্রেরিত মেঘবর্ণ কাক দুর্গ দাহ করিয়াছে।

এ স্থানহইতে দুর্গ দাহ করিয়া যখন মেঘবর্ণ গেল, তখন প্রসন্ন

হইয়া চিত্রবর্ণ কহিল, এই মেঘবর্ণকে এই কর্পূরদ্বীপের রাজ্যেতে অভিষিক্ত কর, তাহার পর মুখ্য মন্ত্রী গৃধ্র কহিল, হে মহারাজ, ইহা উপযুক্ত নয়, প্রসাদান্তর কিছু করুন; মহতের স্থানেতে নীচকে কদাচ নিযুক্ত করিবে না। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন, নীচ লোক প্রশংসিত পদ পাইয়া প্রভুকে নষ্ট করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, উন্দুর ব্যাঘ্রত্ব পাইয়া যেমন মুনিকে নষ্ট করিতে গিয়াছিল।

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিতেছে, এ কি প্রকার?

মন্ত্রী কহিতেছে, গৌতম মহর্ষির তপোবনে মহাতপানামা মুনি থাকেন, সেখানে কাককর্ত্তৃক নীয়মান এক মূষিকের শিশু সেই মুনিকর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর স্বভাব দয়ালু সেই মুনিকর্ত্তৃক উড়ি ধান্যের কণার ভক্ষণদ্বারা বর্দ্ধিতও হইল, তাহার পর সেই মূষিককে খাইবার নিমিত্তে এক বিড়াল পশ্চাৎ ধাবন করে, উন্দূর তাহা নিরীক্ষণ করিয়া সেই মুনির কোলেতে প্রবেশ করিল। তাহার পর মুনি কহিলেন, হে মূষিক, তুমি মার্জ্জার হও; তদনন্তর সে বিড়াল কুক্কুরকে দেখিয়া পলায়। তৎপরে মুনি কহিলেন, কুক্কুরহইতে ভয় পাও, অতএব তুমিও কুক্কুর হও। সেই কুক্কুর ব্যাঘ্রহইতে ভয় পায়, এই হেতুক সেই মুনি কুক্কুরকে ব্যাঘ্র করিলেন। তদনন্তর মুনি সেই ব্যাঘ্রকে, এ মূষিক, এই প্রকার দেখেন। তাহার পর সকল লোক সে মুনিকে ও ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বলে, এই মুনি মূষিককে ব্যাঘ্র করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সে ব্যাঘ্র ভাবনা করিল, যাবৎকাল এই মুনি থাকিবে, তাবৎ আমার অপযশস্কর স্বরূপাখ্যান যাইবে না; মূষিক ইহা আলোচনা করিয়া সেই মুনিকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে গেল। তাহার পর সেই মুনি তাহা জানিয়া পুনর্ব্বার মূষিক হও, ইহা কহিয়া মূষিক করিলেন অতএব আমি বলি, নীচ লোক প্রশংসিত পদ পাইয়া ইত্যাদি। অপরও ইহা অনায়াস সাধ্য, এমন বোধ করিও না; শুন, উত্তম মধ্যম অধম অনেক মৎস্য ভক্ষণ করিয়া বক অতিশয় লোভহেতুক পশ্চাৎ কর্কটের গ্রহণ প্রযুক্ত মরিল।

চিত্রবর্ণ প্রশ্ন করিতেছে, এ কি প্রকার?

মন্ত্রী কহিতেছে, মালব দেশেতে পদ্মগর্ভ নামে সরোবর আছে, তাহাতে শক্তিরহিত এক বৃদ্ধবক আপনাকে উদ্বিগ্নের ন্যায় দেখাইয়া থাকে। তাহাকে কোন কর্কট দেখিল আর জিজ্ঞাসিল, তুমি কেন এখানে আহার ত্যাগ করিয়া রহিয়াছ? বক কহিল, আমার প্রাণ ধারণের কারণ মৎস্যেরা, তাহাদিগকে কৈবর্ত্তেরা আসিয়া নষ্ট করিবে, এই বৃত্তান্ত আমি নগর সমীপে শুনিয়াছি, অতএব বর্ত্তনের অভাব প্রযুক্ত আমার মরণ উপস্থিত, ইহা জানিয়া আহারেতে অনাদর করিয়াছি। তদনন্তর মৎস্যেরা আলোচনা করিল, এই কালেতে এই ব্যক্তি উপ-

কারকই বুঝিতেছি, সেইহেতুক যাহা কর্ত্তব্য তাহা ইহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন, উপকারি শত্রুর সহিত সন্ধি কর্ত্তব্য, অপকারি মিত্রের সহিত কর্ত্তব্য নয়।

মৎস্যেরা কহিল, ওহে বক, ইহাতে রক্ষার কি উপায়? বক বলি-তেছে, রক্ষার উপায় আছে, অন্য হ্রদ আশ্রয় কর, সেখানে আমি এক ২ জন করিয়া লইব। মৎস্যেরা কহিল, এই প্রকার হউক। তদনন্তর ঐ বক সেই মৎস্যদিগকে একে ২ লইয়া খায়। তদনন্তর কর্কট তাহাকে কহিল, ওহে আমাকেও সেখানে লও। তৎপর উত্তম কুলীর মাংসার্থী বকও আদর করিয়া তাহাকে লইয়া স্থলেতে রাখিল, কুলীর সেই স্থান মৎস্য কণ্টক ব্যাপ্ত দেখিয়া ভাবনা করিল, হায়, মন্দভাগ্য আমি নষ্ট হইলাম রে, হউক, সম্প্রতি বলোপযুক্ত ব্যবহার করিব; ইহা বিবে-চনা করিয়া কর্কট তাহার গ্রীবাকে ছেদন করিল, তাহাতে সে বক পঞ্চত্ব পাইল। এই জন্যে আমি বলি, উত্তম মধ্যম অনেক মীন ভক্ষণ করিয়া ইত্যাদি।

তাহার পর চিত্রবর্ণ বলিল, ওহে মন্ত্রি, শুন, আমাকর্তৃক এই আলোচিত আছে, কর্পূরদ্বীপের যত উত্তম দ্রব্য মেঘবর্ণ রাজকর্তৃক লব্ধ হইয়াছে সে সকল আমাদিগের লওয়া কর্ত্তব্য, সেই বস্তুতে বিন্ধ্যগিরিতে অতি-শয় সুখেতে আমাদিগের থাকা হইবে।

দূরদর্শী হাসিয়া বলিল, হে ভূপাল, অনুপস্থিত চিন্তা করিয়া যে লোক হর্ষিত হয়, সে অসম্মানকে পায় যেমন ভগ্নভাণ্ড ব্রাহ্মণ।

ভূপতি কহিলেন, এ কি রূপ?

মন্ত্রী কহিতেছে, দেবীকোটর সংজ্ঞক নগরেতে দেবশর্ম্মা নামে বিপ্র থাকেন, তিনি মহাবিষুব সংক্রান্তিতে শক্তুপূরিত এক শরাব পাইলেন, তাহা লইয়া তিনি রৌদ্রেতে ব্যাকুল হইয়া কুম্ভকারের ভাণ্ডপূর্ণ গৃহের এক প্রদেশেতে শয়ন করিলেন। তাহার শক্তুর রক্ষার নিমিত্তে হস্তেতে এক দণ্ড লইয়া চিন্তা করিলেন, যদি আমি এই শক্তুশরাবকে বিক্রয় করিয়া দশ কড়া কড়ি পাই, তবে এই স্থানেতেই সেই কড়িতে ঘট শরাব প্রভৃতি কিনিয়া অনেক বারেতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত সেই ধনদ্বারা বারম্বার গুবাক বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লক্ষসংখ্যক দ্রবিণ করিয়া চারি বিবাহ করিব। তদনন্তর সেই সপত্নীদিগের মধ্যে যে রূপযৌবনবিশিষ্টা তাহাতে অধিকানুরাগ প্রকাশ করিব। সপত্নীরা যখন বিবাদ করিবে, তখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমি তাহাদিগকে লগুড়েতে করিয়া তাড়ন করিব। ইহা কহিয়া দণ্ডক্ষেপণ করিলেন; তাহাতে শক্তুশরাব চূর্ণ হইল, অনেক ঘটও ভাঙ্গিল। তৎপরে সেই শব্দেতে কুম্ভকার আসিয়া ভাঁড় সকল সেই রূপ দেখিয়া ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিল, বাহির করিয়াও দিল। এতদর্থে আমি বলি অনুপস্থিত চিন্তা করিয়া ইত্যাদি।

তদনন্তর রাজা গৃধ্রকে বলিলেন, হে তাত, যাহা কর্ত্তব্য তাহা উপদেশ কর।

গৃধ্র বলিতেছে, শুন, হে মহারাজ, আমাদিগের যুদ্ধেতে কি দুর্গ ভগ্ন উপায়েতে তাহা হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু তোমার প্রতাপ ও উপায়েতে।

রাজা কহিলেন, তোমাদিগের উপায়েতে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

গৃধ বলিতেছে, যদি আমার পরামর্শ করেন, তবে নিজদেশে গমন করুন, নতুবা বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে পুনশ্চ সংগ্রাম হইলে বিদেশবাসি আমাদিগের নিজ দেশে গমনও দুর্লভ হইবে। সুখ ও শোভার নিমিত্তে সন্ধি করিয়া গমন করুন। দুর্গ ভগ্ন হইল, যশ প্রাপ্ত হইলেন। আমার এই মত। অপর তুল্য লোকেরও সহিত সন্ধি করিবে, যেহেতুক সংগ্রামেতে জয় সন্দিগ্ধ, তুল্য পরাক্রম সুন্দ উপসুন্দ কি পরস্পর নষ্ট হয় নাই?

নৃপতি কহিলেন, এ কি প্রকার?

সচিব কহিতেছে, পূর্ব্বেতে সুন্দোপসুন্দ নামা অতি বড় দৈত্য দুই জন ত্রিভুবনাভিলাষে অত্যন্ত ক্লেশেতে বহুতর কাল মহাদেবের আরাধনা করিল। অনন্তর তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তোমরা বর প্রার্থনা কর, অনন্তর সেই দুই জনের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী অন্য প্রকার বরেচ্ছু সেই দুই জনকে এই অন্য কথা বলাইলেন যদি আমাদিগেতে আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তবে আপনকার পত্নী গৌরীকে দিউন। তদনন্তর ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বরদানে আবশ্যকত্ব হেতুক বিচারমূর্খ সুন্দোপসুন্দকে উমার ন্যায় এক স্ত্রীকে নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহার পর অজ্ঞানান্ধ সুন্দোপসুন্দ অন্তঃকরণের উৎসাহেতে পার্ব্বতীতুল্য সৌন্দর্য্যেতে লুব্ধ হইয়া, আমার এ, এই পরস্পর বিবাদ করিয়া কোন মধ্যস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি, এই বুদ্ধি করিলে পরে সেই ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ হইয়া আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। অনন্তর তাহারা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিল, আমরা ইহাকে আপন বলেতে পাইয়াছি, আমাদের দুই জনের মধ্যে কাহার এ হইবে? ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূজনীয়, বলবান ক্ষত্রিয় পূজ্য, ধন ধান্যাধিক বৈশ্য পূজ্য, ব্রাহ্মণসেবাতে শূদ্র মান্য, সেই নিমিত্তে তোমরা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মশীল, তোমাদের যুদ্ধই নিয়ম। ইহা কথিত হইলে পরে ইনি বিলক্ষণ কহিয়াছেন, ইহা কহিয়া দুই জনেতেই এককালেই পরস্পর মারণদ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইল। অতএব আমি বলি, তুল্য লোকেরও সহিত সন্ধি করিবে ইত্যাদি।

রাজা কহিলেন, পূর্ব্বেতেই কেন তোমরা বলিলা না?

মন্ত্রী বলিতেছে, আপনি কি আমার বাক্যের শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়াছেন? আমার সম্মতিতে উত্তম গুণশালী ঐ হিরণ্যগর্ব্ভের সহিত সংগ্রাম করণোপযুক্ত নয়।

চক্রবাক বলিতেছে, ওহে দূত সর্ব্বত্র যাও, গিয়া পুনর্ব্বার আসিও।

কিঞ্চিৎ কাল পরে চক্রবাক হিরণ্যগর্ভকে কহিল, হে মহারাজ, যদ্যপি তাহার মহামন্ত্রী গৃধ্র মেল করিবার প্রসঙ্গ করিয়াছে, তথাপি জয় হইয়াছে এই অহঙ্কার প্রযুক্ত সে রাজা অবজ্ঞা যেন না করে, সেই হেতুক এই প্রকার করুন। সিংহলদ্বীপের মহাবল নামে সারসরাজ আমাদের সখা জম্বুদ্বীপেতে গিয়া চিত্রবর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ক্রোধ জন্মান; যেহেতুক ব্যাকুল ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ব্যাকুলের সহিত মিলন করে।

রাজা বলিলেন, এইরূপ হউক, ইহা কহিয়া বিচিত্র নামে বককে অত্যন্ত গুপ্ত লিপি দিয়া সিংহলদ্বীপে পাঠাইলেন।

অনন্তর চর আসিয়া বলিল, হে ভূপাল, সে স্থানের প্রস্তাব শুনুন, সেখানে গৃধ্র এই প্রকার বলিল, হে নৃপতে, মেঘবর্ণ সে স্থানে বহুকাল বসতি করিয়াছে, সে জানে হিরণ্যগর্ভ সন্ধেয় গুণশালী বটে কি না?

তদনন্তর রাজা আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে কাক, ঐ হিরণ্যগর্ভ রাজা কিরূপ? আর চক্রবাক মন্ত্রীই বা কীদৃশ?

কাক বলিল, হে মহারাজ, রাজা হিরণ্যগর্ভ যুধিষ্ঠির তুল্য মহাশয়, ও চক্রবাকের ন্যায় অমাত্য কুত্রাপি দৃষ্ট নয়।

রাজা কহিলেন, যদি এতাদৃশ, তবে কি প্রকার ইনি বঞ্চিত হইলেন?

মেঘবর্ণ হাস্য করিয়া কহিল, হে মহারাজ, শুনুন। সে সচিব প্রথম দর্শনেতে জানিয়াছিল, কিন্তু ঐ রাজা মহাশয়, সেই হেতুক আমি বঞ্চনা করিয়াছি। প্রজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন, আত্মতুল্যেতে যে লোক খলকে সত্যবাদী করিয়া জানে, সে জন সেই প্রকার বঞ্চিত হয়, যেমন ছাগলের নিমিত্তে তিন জন ধূর্ত্তকর্তৃক এক ব্রাহ্মণ বঞ্চিত হইল।

রাজা কহিলেন, এ কি প্রকার?

মেঘবর্ণ কহিতেছে, গৌতম মুনির কাননেতে এক আরব্ধযজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকেন, তিনি যজ্ঞের নিমিত্তে গ্রামান্তরহইতে ছাগল ক্রয় করিয়া স্কন্ধে লইয়া যাইতেছিলেন, ইহা তিন জন ধূর্ত্ত লোক দেখিল। তাহার পর সেই শঠেরা, যদি এই ছাগল কোন উপায়ের দ্বারা লইতে পারি, তবে বুদ্ধির ঔৎকর্ষ হয়, ইহা পরামর্শ করিয়া তিন বৃক্ষের তলেতে এক ক্রোশ অন্তরেতে সেই দ্বিজের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের মধ্যে থাকিল। সেখানে যাইতেছিল যে ব্রাহ্মণ, তাহাকে এক বঞ্চক কহিল, হে ব্রাহ্মণ, কেন কুক্কুরকে স্কন্ধেতে করিয়া বহিতেছ? ভূদেব কহিলেন, এ কুক্কুর নয়, কিন্তু যজ্ঞীয় ছাগ। অনন্তর তাহার পর ছিল যে অপর শঠ, সেও ঐ প্রকার কহিল। তাহা শুনিয়া দ্বিজ ছাগলকে ভূমিতে নামাইয়া ভূয়ো ২ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার স্কন্ধে করিয়া চঞ্চলচিত্ত হইয়া চলিল। যেহেতুক শঠ বাক্যেতে সুবোধ লোকেরও বুদ্ধি চঞ্চলা হয়, যেমন চিত্রকর্ণ তিন জন কর্তৃক প্রাপ্তবিশ্বাস হইয়া মরিল।

রাজা কহিলেন, ইহা কি রূপ?

সে কহিতেছে, এক অরণ্যেতে মদোৎকট নামে সিংহ থাকে, তাহার দাস তিন জন, কাক ও ব্যাঘ্র ও শৃগাল। অনন্তর তাহারা ভ্রমণ করিতে২ এক উষ্ট্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কেন সাথি ত্যাগ করিয়া আইলা? সে নিজ বৃত্তান্ত কহিল। তদনন্তর উহাকে লইয়া সিংহকে সমর্পণ করিল, সে অভয় বাক্য দিয়া চিত্রকর্ণ এই নাম করিয়া তাহাকে রাখিল। তাহার পর কোন দিন শরীরাপাটব প্রযুক্ত আর অত্যন্ত বৃষ্টি প্রযুক্ত তাহারা সিংহের আহার না পাইয়া ব্যাকুল হইল। তাহার পর তাহারা আলোচনা করিল, যে প্রকারে চিত্রকর্ণকেই রাজা মারেন তাহা কর; এ কণ্টকভোজনেতে কি প্রয়োজন? ব্যাঘ্র বলিল, রাজা অভয় বচন দিয়া অনুগ্রহ করিয়াছেন, সেই হেতুক কি মতে এমন সম্ভব হয়?

কাক বলিতেছে, এ সময়েতে অনাহারেতে ক্লিষ্ট প্রভু পাপও করিবেন। যেহেতুক ক্ষুধাতুর লোক আপন স্ত্রী ও পুত্রকেও ত্যাগ করে, বুভুক্ষিত সর্পিণী নিজ অণ্ডকে ভক্ষণ করে, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি কোন্ পাপ না করে? কেননা আহার প্রযুক্ত ক্লিষ্ট লোক নির্দয় হয়। ইহা ভাবনা করিয়া সকলে সিংহের নিকটে গেল।

সিংহ বলিল, ভক্ষণের নিমিত্তে কিছু পাইয়াছ?

তাহারা বলিল, প্রয়াসেতেও কিঞ্চিৎ পাই নাই।

সিংহ কহিল, সংপ্রতি আমাদের প্রাণধারণের উপায় কি?

কাক বলিতেছে; নিজায়ত্ত ভোজন পরিত্যাগ প্রযুক্ত এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

সিংহ কহিল, এখানে কোন্ আহার আপনার অধীন?

বায়স কর্ণেতে কহিতেছে, চিত্রকর্ণ।

সিংহ হস্তদ্বয়ের দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া দুই কর্ণ স্পর্শ করিতেছে, এবং কহিতেছে, আমরা ইহাকে অভয় বাক্য দিয়া রাখিয়াছি, তবে কি মতে এতাদৃশ সম্ভব হয়? সর্ব্বাভিলাষদায়ক অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল, সে সমস্ত ফল শরণাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে পায়।

কাক বলিতেছে, প্রভু আপনি ইহাকে নষ্ট করিবেন না, কিন্তু আমরা সেই প্রকার করিব, যে প্রকারে আপনিইও নিজ শরীর দান স্বীকার করে। সিংহ তাহা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিল।

অনন্তর অবকাশক্রমেতে কাক কপট করিয়া সকলকে লইয়া সিংহের সান্নিধিতে গেল। তাহার পর কাক কহিল, হে মহারাজ, যত্নেতেও খাদ্যদ্রব্য পাইলাম না, বহুতর উপবাসেতে প্রভু কৃশ হইয়াছেন, অতএব সম্প্রতি আমার মাংস ভোজন করুন; স্বামিকর্ত্তৃক অমাত্য লোক পরিত্যক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও বাঁচে না। সিংহ কহিল, জীবন পরিত্যাগও ভাল, তথাপি এতদ্রূপ কর্ম্মেতে প্রবৃত্তি ভাল নয়। শৃগালও তাহা কহিল। তদনন্তর সিংহ কহিল, এমন না

হউক। তাহার পর ব্যাঘ্র কহিল, আমার শরীরেতে প্রভু বাঁচুন। সিংহ বলিল, কদাচ ইহা উপযুক্ত নয়। চিত্রকর্ণও জাতপ্রত্যয় হইয়া সে প্রকার আপনাকে কহিলেন। তাহার কথাতে সেই ব্যাঘ্র কুক্ষিবিদারণ করিয়া উহাকে নষ্ট করিলে সকলে তাহাকে খাইল। এই নিমিত্তে আমি বলি, খল বাক্যেতে উত্তমদেরও বুদ্ধি চঞ্চলা হয়।

তদনন্তর তৃতীয় ধূর্ত্তের বাক্য শুনিয়া আপন বুদ্ধিভ্রম নিশ্চয় করিয়া ছাগলকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া ঘরে গেলেন। ধূর্ত্তেরা ঐ ছাগলকে লইয়া ভক্ষণ করিল। অতএব আমি বলি আত্মতুল্যেতে যে লোক ইত্যাদি।

রাজা বলিলেন, মেঘবর্ণ, তুমি কি প্রকারে বিপক্ষের মধ্যে চিরকাল বাস করিয়াছিলা? কি প্রকারে বা তাহাদিগের বিনয় করিয়াছিলা?

মেঘবর্ণ বলিল, মহারাজ, স্বামির কার্য্যের নিমিত্তে আর আপনার কার্য্যের নিমিত্তে লোক কি না করে? সুবোধ লোক নিজ কার্য্যের নিমিত্তে শত্রুকে স্কন্ধদেশেতে করিয়া বহন করে, যে রূপ বৃদ্ধ সর্প মণ্ডূকদিগকে নষ্ট করিল।

রাজা কহিলেন, এ কি প্রকার?

মেঘবর্ণ কহিতেছে, জীর্ণোদ্যানেতে মন্দবিষ নামে এক সর্প থাকে, সে অত্যন্ত বার্দ্ধক্য বশা প্রযুক্ত আহার অন্বেষণ করিতেও অসমর্থ পুষ্করিণীর তীরে পড়িয়া থাকে। তাহার পর দূরহইতে কোন মণ্ডূক তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন তুমি ভোজনের চেষ্টা কর না? ভুজঙ্গ কহিল, ওহে মিত্র, মন্দভাগ্য আমার জিজ্ঞাসাতে কি প্রয়োজন? তদনন্তর সেই ভেক কুতূহলী হইয়া ইহা কহিল, তুমি অবশ্য কহ। ভুজঙ্গ বলিল, হে ভদ্র, ব্রহ্মপুরনিবাসি শ্রোত্রিয় কৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণের বিংশতি বর্ষবয়স্ক অশেষ গুণালঙ্কৃত পুত্রকে দুর্দ্দৈব প্রযুক্ত খলস্বভাবহেতুক আমি দংশন করিয়াছি; সেই সুশীল নামে পুত্রকে মৃত দেখিয়া কৌণ্ডিন্য মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকাতে গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহার পর ব্রহ্মপুরবাসি সমস্ত বন্ধু লোকেরা সেখানে আসিয়া বসিল। তাহাতে কপিল নামে স্নাতক বলিলেন, অরে কৌণ্ডিন্য, তুই মূর্খ, এই নিমিত্তে রোদন করিতেছিস। শুন, সমুদ্রেতে নানা দেশস্থ দুই কাষ্ঠেতে যেমন মিলন হয়, মিলিয়া অন্য২ দেশে যায়, সেই প্রকার প্রাণিদের সমাগম। লোক পুত্রআদি যত সম্বন্ধকে মনের প্রিয় করে, সেই সকল সম্বন্ধকে পুত্রাদির নাশ হইলে শোকরূপ শঙ্কু করিয়া পুতিয়া রাখে। অতএব সংসার বিবেচনা কর, এই শোক অজ্ঞানের কার্য্য।

তদনন্তর তাহার বাক্য শুনিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কৌণ্ডিন্য উঠিয়া বলিলেন, এই নিমিত্তে এখন সংসাররূপ নরকে বাস করা বৃথা, অরণ্যেতে গমন করিব।

কপিল পুনর্ব্বার কহিলেন, রাগি লোকদের কাননেতেও দোষ প্রভব হয়, গেহেতেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে দমন করা সেই তপস্যা। যে ব্যক্তি অনিন্দিত কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হয় সেই বৈরাগী, লোকের গৃহই তপোবন, আত্মা নদীস্বরূপ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পুণ্যতীর্থস্বরূপ, শীল তটস্বরূপ, দয়া তরঙ্গস্বরূপ। এতদ্রূপ নদীতে অভিষেক কর, অন্তঃকরণ কেবল জলেতে স্বচ্ছ হয় না।

কৌণ্ডিন্য বলিতেছেন, এই বটে২। তদনন্তর সেই শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ আমাকে এই অভিশাপ করিলেন, আজি অবধি তুমি ভেকদের বাহন হইবা। ইহা কহিয়া সেই কৌণ্ডিন্য কপিলের উপদেশরূপ অমৃতেতে নষ্টশোকাগ্নি হইয়া শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। অতএব ভূদেবের অভিশাপ প্রযুক্ত মণ্ডূকদিগকে বহিবার নিমিত্তে এ স্থানে আছি। তাহার পর সেই ভেক গিয়া জনপদ নামে মণ্ডূকরাজের অগ্রেতে তাহা কহিল। তদনন্তর ঐ মণ্ডূকনাথ আসিয়া সেই সর্পের পৃষ্ঠেতে আরোহণ করিল, ঐ সর্প তাহাকে পৃষ্ঠেতে করিয়া বিচিত্র গতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরদিবসে তাহাকে চলিতে অশক্ত দেখিয়া মণ্ডূকস্বামী বলিল, অদ্য কেন তুমি গমনে অসমর্থ?

সর্প বলিতেছে, হে মহারাজ, অনাহার প্রযুক্ত অসমর্থ হইয়াছি।

ভেকরাজ কহিলেন, আমার আজ্ঞাতে মণ্ডূক ভোজন কর। তদনন্তর আমি বড় অনুগ্রহ পাইলাম, ইহা কহিয়া অল্পে২ ভেকদিগকে খাইল। তাহার পর সে নির্মণ্ডূক জলাশয় দেখিয়া মণ্ডূক রাজাকেও খাইল। অতএব আমি বলি, সুবোধ লোক নিজ কার্য্যের নিমিত্তে শত্রুকেও স্কন্ধেতে করিয়া ইত্যাদি।

হে মহারাজ, এখন ইতিহাস কথন যাউক; ঐ হিরণ্যগর্ভ রাজা সর্ব্ব প্রকারে সন্ধেয়, এই আমার জ্ঞান।

রাজা বলিলেন. তোমার এ পরামর্শ কি? যেহেতুক আমরা উহাকে জয় করিয়াছি, সেই হেতুক যদ্যপি আমাদের অনুগত হইয়া বসতি করে, তবে থাকুক, নতুবা যুদ্ধ করুক।

ইতোমধ্যে জম্বুদ্বীপহইতে আসিয়া শুক কহিল, হে রাজাধিরাজ, সিংহলদ্বীপের সারস রাজা সম্প্রতি জম্বুদ্বীপকে আক্রমণ করিয়া আছে।

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে, কি, কি?

শুক পুনর্ব্বার তাহা কহিতেছে।

গৃধ্র অন্তঃকরণে কহিতেছেন, সাধু রে চক্রবাক অমাত্য সর্ব্বজ্ঞ সাধু২।

নৃপতি সরোষ হইয়া কহিলেন, এই হিরণ্যগর্ভ থাকুক, সম্প্রতি যাইয়া তাহাকেই মূলের সহিত উন্মূলন করি।

দূরদর্শী হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজা এক কালেতে অনেক বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবে না; কেননা বলবান সর্প ও বহুতর কীটকর্ত্তৃক

অবশ্য নষ্ট হয়; হে ভূপাল, মিলন ব্যতিরেকে কি গমন আছে? যেহেতুক আমাদের পশ্চাৎ ঐ হিরণ্যগর্ভ ক্রোধ করিবে। অপর যে ব্যক্তি যথার্থ নিরূপণ না করিয়া কোপেরই বশীভূত হয়, সে লোক ঐ রূপ উত্তপ্ত হয়, যেমন মূর্খ ব্রাহ্মণ নকুলহইতে ব্যাকুল হইয়াছিল।

রাজা কহিলেন, এ কি প্রকার?

দূরদর্শী কহিতেছে, উজ্জয়িনীতে মাধব নামা এক ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহার ব্রাহ্মণী শিশুসন্তানের রক্ষার কারণ স্বামিকে রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ রাজার পার্ব্বণশ্রাদ্ধে ভোজন করিবার নিমিত্তে আহূত হইলেন। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য স্বভাব প্রযুক্ত ভাবনা করিলেন, যদি শীঘ্র না যাই তবে অন্য কেহ শুনিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে, এ স্থানে বালকের রক্ষক নাই, এই নিমিত্তে কি করি? যাউক, এখন নকুলকে পুত্রতুল্য করিয়া বহুকাল পালন করিয়াছি; অতএব শিশু-রক্ষণেতে স্থাপন করিয়া যাই; তাহা করিয়া গেলেন। তদনন্তর এক কাল-সর্প বালকের নিকটে আইলে সেই নকুল তাহাকে দেখিয়া নষ্ট করিল ও কোপেতে খণ্ড ২ করিয়া খাইল। তাহার পর রক্তাক্তমুখচরণ ঐ নকুল ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া অরাতে সমীপে গিয়া তাহার পদদ্বয়েতে লুণ্ঠন করিতে লাগিল; পরে ব্রাহ্মণ তাহাকে সে প্রকার দেখিয়া, এই বেজি বালককে খাইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহাকে নষ্ট করিল। তাহার পর যখন নিকটে গিয়া পুত্রকে দেখিতেছেন, তখন শিশুকে সুস্থ দেখিলেন, সর্পকে মৃত দেখিলেন। তদনন্তর উপকারক নকুলকে অব-লোকন করিয়া অন্তঃকরণে ভাবনা করিয়া দুঃখিত হইয়া অতিশয় বিষণ্ণতা পাইলেন। এই নিমিত্তে আমি বলি, যে ব্যক্তি যথার্থ নিরূপণ না করিয়া কোপেরই বশীভূত হয় ইত্যাদি।

রাজা কহিলেন, হে মন্ত্রি, তোমার এই স্থির?

অমাত্য বলিতেছে, এই প্রকারই। এইহেতুক হে ভূপাল, যদি এখন আমার কথা মান, তবে মেল করিয়া চল।

রাজা কহিলেন, কি প্রকার এরূপ সম্ভব হয়?

সচিব বলিতেছে, হে নৃপতে, ঝটিতি হইবে; যেহেতুক দুষ্ট ব্যক্তি মৃদ্ভাণ্ডের ন্যায় অনায়াসেতে ভেদ্য হয়, আর দুঃখেতে সন্ধেয় হয়; সাধু লোক স্বর্ণপাত্রের ন্যায় আয়াসেতে ভেদ্য হয়, অরায় সন্ধেয় হয়। বিশেষতঃ এই রাজা ধর্ম্মিষ্ঠ আর মন্ত্রী সর্ব্বজ্ঞ।

রাজা কহিলেন, উত্তর প্রত্যুত্তর ব্যর্থ, যাহা অভিলষিত তাহা কর।

এই মন্ত্রণা করিয়া মহামন্ত্রী গৃধ্র সেখানে যাহা করণোপযুক্ত হয় তাহা করিব, ইহা কহিয়া দুর্গমধ্যে গেলেন। তাহার পর প্রণিধি বক আসিয়া হিরণ্যগর্ভ রাজাকে নিবেদন করিল, হে ভূপাল, সন্ধি করিবার কারণ মহামন্ত্রী গৃধ্র আমাদের সন্নিধানে আসিয়াছে।

রাজহংস বলিতেছেন, পুনর্ব্বার সন্ধান করিতে কে আসিয়াছে ?

সর্ব্বজ্ঞ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ, এ শঙ্কাস্পদ নহে; যেহেতুক ইনি দূরদর্শী মহাশয় সেইহেতুক হে মহারাজ, সামর্থ্যানুসারে তাহার সম্মানের নিমিত্তে রত্ন উপহার প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত করুন।

তাহা করিলে পরে চক্রবাক গৃধ্রসন্নিধানে গিয়া সম্মানপূর্ব্বক গড়ের দ্বারহইতে আনিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন, পরে মহাসনে গৃধ্র বসিলেন।

চক্রবাক বলিল, এসমস্তই তোমাদের আয়ত্ত, আপন ইচ্ছাতে এই রাজ্য উপভোগ কর।

রাজহংস বলিতেছেন, এই প্রকারই বটে।

দূরদর্শী কহিতেছে, ইহা এই বটে, কিন্তু সম্প্রতি অনেক প্রপঞ্চ বাক্য প্রয়োজন নাই। সেই নিমিত্তে মেল করিয়া যাও, কেননা চিত্রবর্ণ রাজা মহাবল পরাক্রম।

চক্রবাক বলিতেছে, যে রূপ মিলন কর্ত্তব্য তাহা কহ।

রাজহংস বলিতেছেন, সন্ধি কত প্রকার হয় ?

গৃধ্র কহিতেছেন, কহি শুনুন। বলবান কর্ত্তৃক অভিযুক্ত রাজা প্রতীকারান্তরে অসমর্থ হইলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কাল ক্ষেপণ করিয়া সন্ধি করিতে চেষ্টা করে। কপাল ও উপহার ও সন্তান ও সঙ্গত ও উপন্যাস ও প্রতীকার ও সংযোগ ও পুরুষান্তর ও অদৃষ্টনর ও আদিষ্ট ও আত্মাদিষ্ট ও উপগ্রহ ও পরিক্রয় ও উচ্ছন্ন ও পরভূষণ ও স্কন্ধোপনেয়, এই ষোল প্রকার সন্ধি হয়। কেবল সমতাতে যে মিলন হয় তাহাকে কপাল সন্ধি করিয়া জানিবা। ধনাদিদ্বারা যে মেল হয় তাহাকে উপহার করিয়া বলি। দাসী বেশ্যাদিদানদ্বারা যে মেল সে সন্তান সন্ধি। মিত্রতাপূর্ব্বক যে সন্ধিদ্বারা যাবজ্জীবনপর্য্যন্ত উভয়েরি এক বিষয় এক প্রয়োজন, সম্পত্তিতেই বা বিপত্তিতেই বা কোনহ কারণ প্রযুক্ত ভিন্ন হয় না, এই সঙ্গতসন্ধি তাহা উত্তমতাহেতুক সুবর্ণের ন্যায়; অতএব সন্ধিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে কাঞ্চনসন্ধি করিয়া বলেন। ধন ও নিজকার্য্য নিষ্পত্তিকে উদ্দেশ করিয়া যে মেল করে, তাহাকে উপন্যাসকুশলেরা উপন্যাস করিয়া বলেন। আমি পূর্ব্বে ইহার উপকার করিয়াছি আমারো এ লোক করিবে, এই মেলকে প্রতীকার করিয়া বলি। যেখানে এক কার্য্যকে উদ্দেশ করিয়া তাহার প্রমাণের সহিত গমন করে, তাহাকে সংযোগ করিয়া বলি। তোমার ও আমার সহিত সেনাপতিদ্বারা আমার কার্য্য নিষ্পন্ন কর, ইহা কহিয়া যাহাতে পণ করে, সেই সন্ধি পুরুষান্তর সন্ধিনামক হয়। কেবল তোমার কর্ত্তৃক আমার এই অর্থ সুসাধ্য হইবে, এরূপ যে স্থলে শত্রু পণ করে, তাহাকে অদৃষ্ট পুরুষ করিয়া বলেন। শত্রুকর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া ভূম্যেক দেশ পণেতে যে মেল হয় তাহাকে আদিষ্ট সন্ধি বলি। আপন সৈন্যের সহিত বিপক্ষের সঙ্গে যে মেল

তাহাকে আত্মাদিষ্ট করিয়া বলি। জীবনরক্ষার কারণ সর্ব্বস্বদানেতে যে মিলন করে তাহাকে উপগ্রহ করিয়া বলি। অবশিষ্ট প্রকৃতি রক্ষার নিমিত্তে কোষস্থ কিয়ৎ পরিমিত স্বর্ণরূপ্যের দানদ্বারা যে মেল, তাহাকে পরিক্রয় করিয়া বলি। উত্তম ভূমিদান প্রযুক্ত যে সন্ধি হয় তাহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া বলি। ভূম্যুৎপন্ন ভূরি শস্যদানদ্বারা যে মেল হয় তাহার নাম পরভূষণ। যে স্কন্ধে ভূম্যুৎপন্ন শস্যকে প্রত্যেকেতে বহন করিয়া দেয়, সন্ধিপণ্ডিতেরা তাহাকে স্কন্ধোপনেয় করিয়া বলেন।

চক্রবাক বলিল, পরপত্নীতে মাতৃতুল্য, অন্য ধনেতে ঢেলার ন্যায়, সকল প্রাণিতে আত্মসদৃশ যে দেখে সেই পণ্ডিত।

রাজা কহিলেন, তোমরা বড় লোক আর জ্ঞানী এই হেতুক এখন আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহ!

অমাত্য বলিতেছে, আঃ এ কি কহিতেছ? মৃগতৃষ্ণার ন্যায় সংসারকে ক্ষণবিধ্বংসি জানিয়া ধর্ম্মের কারণ ও সুখের নিমিত্তে সাধু লোকদের সহিত সঙ্গ করিবে। সেই নিমিত্তে আমার অভিমতেতে তাহাই কর। যেহেতুক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আর সত্য বাক্য, এই দুই তুলাতে ধৃত হইয়াছে, তাহাতে সহস্র অশ্বমেধহইতে সত্যই অতিরিক্ত হইলেন, এই হেতুক সত্য করণাভিধান দিব্য পূর্ব্বক এই দুই রাজার সুবর্ণসংজ্ঞক সন্ধি হউক।

সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন, এই হউক। তদনন্তর রাজা রাজহংস কর্তৃকবসনাভরণোপচারদ্বারা ঐ দূরদর্শী অমাত্য সম্মানিত হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণ হইয়া চক্রবাককে লইয়া ময়ূর রাজের সমীপে গেলেন। সে স্থানে রাজাধিরাজ শ্রীচিত্রবর্ণ গৃধ্রবাক্যপ্রযুক্ত অনেক দান সম্মান পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞকে সম্ভাষা করিয়া সেই প্রকার সন্ধি স্বীকার করিয়া রাজহংস সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন।

দূরদর্শী কহিতেছে, হে মহারাজাধিরাজ, এখন আমাদের অভিলষিত সম্পূর্ণ হইল, নিজ স্থান বিন্ধ্যপর্ব্বতেই ফিরিয়া চল। অনন্তর সকলে আপন ২ স্থানে গিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল পাইলেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন, আর কি কহিব? তাহা কহ।

রাজনন্দনেরা কহিলেন, তোমার অনুগ্রহেতে রাজব্যবহার অবগত হইলাম, আমরা সুখী হইলাম।

FROM THE LIGHT OF KNOWLEDGE.

জ্ঞানচন্দ্রিকা।

I.—*Attention necessary to success.*

মনোযোগদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি।

মনুষ্যদিগের সকল কার্য্যে মনঃসংযোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিদ্যাবিষয়ে বালকদিগের সতত মানস সংযোগী হওন। যেহেতু নিরন্তর চঞ্চলচিত্ত নানা বিষয় গত হয়েন, কিন্তু ঐ মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন বিষয় বোধ হয় না; অতএব মনঃসংযোগ করা উচিত। আরো দেখ, কারণ ব্যতিরেকে কদাচ কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যেমত কারণ সমূহ সমবায়ে ও একতর কারণাভাবে বস্তু হয় না, সেই প্রকার জ্ঞানের প্রতি প্রধান কারণ যে মনঃসংযোগ, তদ্ব্যতিরেকে কদাচ হইতে পারে না। অতএব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,যে প্রথমতঃ চিত্তকে এক বিষয়ে রাখিবে, তদ্দ্বারা তদনন্তর চিত্তের নৈর্ম্মল্য হয়, পরে জ্ঞানোদয়। যেমত দর্পণদ্বারা মুখপ্রতিবিম্বদর্শন স্বভাবসিদ্ধ. কিন্তু মলিন হইলে দৃষ্ট হয় না; পুনর্ব্বার দর্পণ মলনাশক দ্রব্যদ্বারা মার্জ্জন করিলে উত্তমরূপে দৃষ্ট হয়। আরো দেখ, উত্তম দূরদৃষ্টিযুক্ত পুরুষ সম্মুখে যদি বৃহৎ২ বস্তু থাকে, কিন্তু তদ্বস্তুতে বিলক্ষণ মনঃসংযোগ না থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির উত্তম দৃষ্টি হইলেও ঐ বৃহৎ২ বস্তু যেমন তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই প্রকার মনোযোগ ব্যতিরেকে বোধাদি হয় না। ইহার এক উদাহরণ সুমধুরস্বর বংশি প্রভৃতি শব্দে মগ্ন যে মৃগ তাহার সম্মুখস্থিত ব্যাধকে দর্শন ও তদ্ধনুষ্টঙ্কারাদি শ্রবণ ইত্যাদি কিছু হয় না।

এবং মনঃসংযোগদ্বারা সকল বিষয় প্রকাশ পাইলেও মনুষ্যদিগের উত্তম বিষয়ে মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বিদ্যাহইতে আর উত্তম বিষয় নাই। বিদ্যার উত্তমতা বহু২ গ্রন্থে বিস্তৃত আছে, অতএব বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে সতত মনঃসংযোগ করহ, কারণ তদ্দ্বারা যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ হইলে অদৃষ্ট পদার্থ সংদর্শন পাইবা। অন্য২

দৃষ্ট পদার্থের কি কহিব? দেখ, দৃষ্ট পদার্থ প্রায় মূঢ়েরাও দেখিতে পায়। আর পাঠকালীন তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে অতিশীঘ্র অভ্যাস ও চিরকাল স্মরণ হয়, তদ্ব্যতিরেকে বহুতর প্রয়াস করিলে অভ্যাস যদিও হয়, তথাপি স্মরণ থাকে না। ইহার উদাহরণ, এক বিষয়ে মনঃসংযোগি জনের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক কেহ সম্বোধন করিলে প্রায় শ্রবণবিষয়ীভূত হয় না; যদ্যপি শ্রবণগোচর হয়, তবে বিশেষরূপে বোধ হয় না, যে আমাকে সম্বোধন করিতেছেন।

বিদ্যাভ্যাস ও অন্য২ বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্ম করণের এমত স্থান যে স্থানে মনোহারক দ্রব্যাদি ও সুগন্ধি ও সুশোভন সৌকুমার্য্যাদি সুভোগ্য সামগ্রী ও উত্তমা স্ত্রী ও প্রসঙ্গাদি না থাকে। শ্রবণ ঘ্রাণ চক্ষুঃ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। কারণ আশু মনোহরণ যোগ্য বস্তুতে মনঃপতন হইলে তদ্বিষয়হইতে পতন হয়।

আর বিদ্যার্থি ব্যক্তির প্রতি এক উপদেশ কহি, যে তাহার কর্ত্তব্য অতিশয় প্রবলতর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভয়, ক্ষোভ দুঃখাদির পরিত্যাগ। যদি পরিত্যাগ না কর, তবে শীঘ্র প্রবৃত্তিজনক উক্ত কামাদির বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণেরা বলক্রমে চিত্তকে হরণ করে। তাহাতে চিত্ত হৃত হইলে, অনিবার্য্য বারণসম চিত্তকে কদাচ কেহ কোন বিষয়ে বশী-ভূত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহাতে বিপরীত আচার সহকারে সকল স্বার্থযুক্ত সুপদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম পীড়াদায়ক পদার্থে অর্থাৎ আশু আহ্লাদজনক অযথার্থ পদার্থে নিবেশদ্বারা সতত সর্ব্বকালে সকল জন সমীপে অসুখ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত পূর্ব্বক কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য ধ্বংসনদ্বারা যথার্থ পদার্থ জানিলে সকলার্থ তন্নিকটে অর্থি হন। যেমত বিষসংযুত কুপিত ফণিমুখে বালক বালকতা প্রযুক্ত আহ্লাদার্থ অঙ্গুলি প্রদান করতঃ পরম ক্লেশ পায়, কিন্তু সর্পের যথাথ বোধ হইলে কদাচ অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া অতি কুশলপ্রদ জীবন রক্ষা করে। অতএব সর্ব্বদা সকল সদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করহ, তাহাতে কুশলী হইবা।

II.—*Five means of increasing knowledge.*

বুদ্ধি বৃদ্ধির প্রতি পঞ্চ প্রকার উপায়।

বুদ্ধিবর্দ্ধক পঞ্চ প্রকার উপায় এই২, প্রথম স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার, দ্বিতীয় অধ্যয়ন, তৃতীয় উপদেশ, চতুর্থ আলোচনা, পঞ্চম চিন্তন। ইহার মধ্যে প্রথম উপায় যে সংস্কার তাহার নির্ণয়। সংস্কার অদৃষ্ট পদার্থ, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ, অর্থাৎ অন্য২ উপদেশাদি কারণ ব্যতিরেকে দ্রব্য ও

গুণ প্রভৃতি সকল পদার্থ সকল ব্যক্তির বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়। ইহার উদাহরণ; বালকদিগের কিছুই বিশেষ বোধ থাকে না যে অগ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শীতলত্ব ইত্যাদি; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারদ্বারা তত্তৎ শক্তি প্রকাশ পায়। যেমত সূর্য্য উদয়মাত্রে ও বর্ত্তিকাতে আলোক যোগমাত্রে স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারদ্বারা তমো বিনাশ পূর্ব্বক প্রকাশ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যয়ন। ইহার দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার রীতি ও যুক্তি ও ভাবাদি ও অপ্রাপ্যকে পাওয়া যায়। তাহা দেখ, অধ্যয়নে নিপুণ হইলে পূর্ব্ব ২ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের সংস্কার ও গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ ও কালত্রয় ও তদ্ভব পদার্থ ও নানাগুণ ও নানা রস ইত্যাদি বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, এবং অর্থ ও মান ও সুখ ও পরমসুখ ও দৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থ সাক্ষাৎকার করতঃ পরম জ্ঞান ও বিজ্ঞানাদি সকলি লাভ হয়। এবং পুনঃ২ গ্রন্থ দর্শন ও চিন্তন ও দোষ গুণ বিবেচনা ইত্যাদি হয়। আর নির্জনস্থ হইলে কিম্বা দুঃখ সময়ে পাঠ করিলে দুঃখাদি দূরীকরণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় উপদেশ। গুরু গৃহমধ্যে কিম্বা বহিঃস্থানে শিষ্যদিগের প্রতি যে গ্রন্থের তাৎপর্য্যাদি বলেন, তাহার নাম উপদেশ। এই উপদেশ পাঠ-হইতে উত্তম, আর ইহাতে অধিক লভ্য হয়। তাহা এই২ কলযন্ত্র প্রভৃতির বোধ কেবল পাঠদ্বারা হয় না, কিন্তু উপদেশদ্বারা হয়। আর অতি কঠিন ভাবার্থ বোধ ও সন্দেহ ভঞ্জন হয়। এবং যাহা অতি উপকারক অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা শিষ্যদিগের প্রতি কহিলে তাহারা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারে। আর উচ্চারণ ভেদ ও স্বর ও ব্যঞ্জনাদি ভেদ উপদেশ-দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহা পাঠদ্বারা হইতে পারে না।

চতুর্থ আলোচনা। পরস্পর শাস্ত্রাদি বিষয়ে যে কথোপকথন তাহার নাম আলোচনা। ইহার দ্বারা উত্তমরূপে সুবুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারে। পরস্পর কথোপকথনে শাস্ত্রের মত ও ভাবার্থ জানা যায়, এবং বিস্মৃত হইলে জিজ্ঞাসাতে পুনঃস্মরণ হইতে পারে, আর তাহার মনোগত জানিতে পারা যায়, কিন্তু পাঠদ্বারা এই সকল হয় না। এবং গ্রন্থে কোন সন্দেহ কিম্বা দুঃসাধ্যবোধ হইলে কথোপকথনদ্বারা উদ্ধার হয়, কিন্তু পুস্তকদ্বারা হয় না, কারণ পুস্তকের বাক্যপ্রয়োগশক্তি নাই। আরো অন্য২ মনুষ্যের রীতি ও বর্ম্ম প্রভৃতি পরস্পর কথোপকথনজন্য সং-স্কারদ্বারা বোধ হয়, নতুবা হয় না। যেমত যোগাবলম্বি যোগী চিরকাল যোগ করিলেও তত্ত্ব পায় না, কিন্তু আলোচনাতে ত্বরায় পায়।

পঞ্চম চিন্তন। উক্ত প্রকার চতুষ্টয়ান্তর্গত সকল তাৎপর্য্যার্থ চিত্তে যে দৃঢ়তর স্থাপন, তাহার নাম চিন্তন। এই চিন্তনদ্বারা উপদেশাদিহইতে প্রাপ্ত যে পদার্থ, তাহার সতত স্থাপনহেতু সকল নিকৃষ্টার্থ ও দোষ গুণ ইত্যাদি প্রকাশিত ও জ্ঞানের দার্ঢ্য ও বৃদ্ধি হয়। আর সকল পদার্থের সাক্ষাৎকারকারক হয়। আর যে পদার্থ চিন্তা করা যায়, সেই পদার্থের

আয়ত্ততা হেতু বোধ হয় যে ইনি আমার, কিন্তু তদ্ব্যতিরেকে কদাচ আয়ত্ত হয় না, তাহাতে বোধ হয় যে আমার নহে।

উক্ত এই পঞ্চ প্রকার উপায়ে উচিত হয় যে নিরন্তর স্থিতি করেন। কেননা এই উপায়পঞ্চক ব্যতিরেকে কদাচ বুদ্ধিবৃদ্ধি হয় না, এবং বুদ্ধি ব্যতিরেকে সকল কার্য্যে ও সকল সাধু সমীপে সতত নিন্দনীয় হয়। আর পরাধীনত্ব ও পরব্যঙ্গে ব্যঙ্গত্ব ইত্যাদি নানাক্লেশে মগ্ন হইতে হয়। আর সর্ব্বশাস্ত্রে ও সর্ব্বলোকে সদা কথিত আছে, যে বুদ্ধিহীন জন শূকরাদিসম ইত্যাদি। অতএব এই পঞ্চোপায়ে সতত রত হইলে পঞ্চীকৃত অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতময় শরীরে ত্রদ্ধর্ম্মিক ক্লেশযোগ পূর্ব্বক সদা সুখী হয়।

III.—*Learning to be acquired by diligence.*

পরিশ্রমদ্বারা বিদ্যাদি লাভ।

বিদ্যা বিষয়ে ও অন্য২ কর্ম্মবিষয়ে যে উদ্যোগ তাহাকেই লোকে পরিশ্রম কহে। বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থাতে মনুষ্য সকল সতত সকল বিষয়ে পরিশ্রম অবশ্য করিবেন, যেহেতু পরিশ্রমেতে বিদ্যা ও ধন ও মান্যতা ও সুখাদি হয়; পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহার কিছুই হয় না, অদৃষ্টদ্বারা যে সুখাদি হয়, সে কাপুরুষের কথামাত্র। যদ্যপি চেষ্টা করিলে কার্য্যসিদ্ধ না হয়, তাহাতে হানি নাই। ইহার দৃষ্টান্ত, কুম্ভকার এক মৃত্তিকাপিণ্ডেতে ঘট ও স্থাল্যাদি যাহা২ চেষ্টা করিতেছেন তাহা২ নির্ম্মাণ করিতেছেন; এবং দেখ নানাবিধ দ্রব্য সম্মুখে আছে বটে, কিন্তু ভোজনার্থি ব্যক্তির মুখে অদৃষ্ট কি অন্নাদি প্রদান করেন? উদ্যোগব্যতিরেকে সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারেন না। এবং আরো দেখ, বনমধ্যে মুখ ব্যাদান করিয়া নিদ্রাপ্রাপ্ত যে সিংহ, তাহার মুখমধ্যে মৃগাদি কি আপনারা প্রবেশ করে? অতএব বাল্যাবস্থাতে বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত চেষ্টা করিবে। যদ্যপি বাল্যাবস্থাতে বিদ্যাভ্যাস না করে, তবে বৃদ্ধাবস্থাতে কি অভ্যাস করিতে পারে? তৎকালে ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হয়, সুতরাং অভ্যাসেতে অত্যন্ত ক্লেশ হয়, অভ্যাস করিলেও স্মরণ থাকে না। এবং যৌবনাবস্থাতে সর্ব্বদা সকল বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আরো কহিয়াছেন, যে চেষ্টা ব্যতিরেকে কদাচ কার্য্যসিদ্ধ হয় না। দেখ যেমত ভূমি ও বীজ বর্ষাদিকাল সহযোগে কি কর্ষণ ব্যতিরিক্ত ক্ষেত্র ফলপ্রদ হয়েন? কদাচ হয়েন না। ইহার উদাহরণ।

অবন্তিকা নগর নিবাসি রাজকুলোদ্ভব মহাবল পরাক্রান্ত সপ্ত দ্বীপাধিপতি বহু২ রত্ন ও অসীম ধনসংযুক্ত কমলাপতি নামক এক ব্যক্তি,

তাহার ধরণীধর নামক এক পুত্র সতত সকলবিষয়ে চেষ্টারহিত, পরিশ্রম করণে অসমর্থ। কিছুকাল পরে তৎপিতা কমলাপতির মৃত্যু হইলে ঐ ধরণীধর কেবল অমাত্যসহ মিথ্যাকল্পিত কথাতে কালযাপন করেন, কিন্তু কোন বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করেন না। তদনন্তর ঐ ধরণীধরের পিতৃমন্ত্রী ও অমাত্য ও অন্য ২ ভৃত্যাদি সকলেই ধরণীধরের এতাদৃশী রীতি সন্দর্শন হেতুক বিরক্ত হইয়া স্বীয় ২ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ২ গৃহে প্রস্থান করিলে কএক ব্যক্তি ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক মন্ত্রী প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে অসংখ্য ধন ও রত্নাদিযুক্ত কোষ প্রায় শূন্য করিলেন তৎকালে সতত চেষ্টাশীল পরিশ্রমশালি ও নানাশাস্ত্রে পারদর্শি এক দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় পরিশ্রমদ্বারা ঐ ধরণীধরের সৈন্যসহ সম্প্রীতি হেতুক ক্রমে ২ ধরণীধরের রাজ্য প্রায় হস্তস্থ করাতে ও ধরণীধর স্বীয় সৈন্যের প্রতি অনুমতি প্রদানে অত্যন্ত পরিশ্রম জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করিলেন। পরে ঐ দরিদ্রের বশীভূত হইয়া অতিশয় ক্লেশে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অতএব ওহে বালকেরা, তোমরা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে পরিশ্রম করহ। দেখ, যিনি এই ত্রিজগতের কর্ত্তা তাঁহারও চেষ্টাদ্বারা ত্রিজগৎ সৃজন হয়। আর তিনি চেষ্টাহীন হইলে ত্রিজগৎ লয় হয়। আরো দেখ, রাবণ প্রভৃতি ইহাঁরা বন্যফলাশি ধনহীন মুনির সন্তান হইয়াও স্বীয় ২ পরিশ্রমদ্বারা সকল রাজ্যাধিপ হইয়া কি পর্য্যন্ত সুখভোগ করিয়াছেন।

IV.—*Difficulties overcome by resolution.*

দুঃসাধ্য সাধনে পুরুষার্থ।

কোন কর্ম্ম যদি অত্যন্ত ক্লেশজনক হয়, তবে সেই কর্ম্ম দুঃসাধ্য বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবে না, বরং তৎপর হইয়া বহু ২ যত্নদ্বারা তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে, কারণ দুঃসাধ্য সাধনই পুরুষার্থ, সুসাধ্য সাধন কাপুরুষহইতেও হয়। ইহার বিবরণ। সাগরকূলস্থ এক গুল্ম বৃক্ষোপরি নিবাসি জটায়ু প্রধান কতক গুলি পক্ষী বহুকালাবধি তৎস্থানে থাকেন। ইতিমধ্যে এক দিবস ঐ পক্ষি সকল স্বীয় ২ শাবকগণকে স্বীয়২ বাসস্থানে রাখিয়া তাহাদিগের আহারার্থ বহুতর দূরদেশে ইতস্ততো ভ্রমণ করতঃ ক্ষুধাতে অত্যন্ত পীড্যমান। তথাপি স্বোদর পূরণ না করিয়া স্বীয় শাবকগণের উদর পূরণার্থে বহুতর তণ্ডুলকণা স্বীয় ২ চঞ্চুপুটদ্বারা ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় বেগে উড়িয়া সাগরতীরে উপস্থিত হইল। পরে উপরিভাগে দৃষ্টিপাতে স্বীয় ২ শাবক ও নীড় ও অণ্ডাদি দর্শন না পাইয়া বিস্ময় ও শোকাদি হেতু

অত্যন্ত পীড়াতে আকাশমণ্ডলে মণ্ডলীকৃত হইয়া কল ২ ধ্বনিতে বহুতর বিলাপপূর্ব্বক ক্রন্দনযুক্ত হইলে জটায়ু কহিলেন, যে আপদকালে ধৈর্য্যাবলম্বনে উপায় চিন্তা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিস্ময় ও বিষাদ ও ভয় ও শোক কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু শোকেতে যে মনের বৃত্তি তিনি প্রজ্ঞাকে নষ্ট করেন। যেমন সমুদ্রে প্রচণ্ডতর বায়ুদ্বারা যানসমূহের নাশ হয়। অতএব তোমরা সকলে শোকসাগরে সংতোমজ্জন নিমজ্জনদ্বারা বিহ্বল স্বস্বচিত্তকে ধৈর্য্যপর্ব্বতারূঢ় করিয়া সুস্থির করহ। চিত্ত বৈক্লব্য অকর্ত্তব্য, যেহেতু বৈক্লব্য ক্লীব ব্যক্তির অনুস্মরণীয়। এবংবিধ নানাপ্রকার বিবেচনা করতঃ পক্ষিসমূহ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল যে আমাদিগের নীড় ও অণ্ড ও শাবক সকলকে কোন্ জন নষ্ট করিল? তাহা বায়ুযোগে কিম্বা মনুষ্যদ্বারা নষ্ট হয় নাই, তাহা হইলে অবশ্য পক্ষ কিম্বা ডিম্বাদির কিঞ্চিৎ চিহ্ন থাকিত। অতএব এই অনুমান হয় যে মহোদর সাগর স্বীয় কল্লোলদ্বারা ডিম্বাদি স্বোদরে পূরণ করিয়াছেন। হায় লোকে কহে যে বড়র বড় পেট অপরিমিত, মহৎ ২ মীন ও মকর ও কুম্ভীর ও কচ্ছপ ও তিমিঙ্গিল ও তিমি ও শিশুমার ও শঙ্কর ও রাঘবাদিতেও উদরপূরণ হয় না। আমরা সতত প্রতিবাসি সমাশ্রিত, আমাদিগের প্রতি ইহার উচিত এই যে স্বীয় ক্লেশদ্বারা শত্রুসমূহহইতে সংরক্ষণ করা, তাহা দূরে স্থিতি করুক, স্বয়ংই সংহারক হইল। আমরা ইহাঁকে জ্ঞান করিয়াছিলাম যে ইনি মহৎ, সর্ব্বদা আমাদিগের রক্ষা করিবেন, আর মহত্তের এই ধর্ম্ম যে পরপ্রতিপালক আশ্রিত সুখদায়ক। এবং আমরা ইহার কিছুইমাত্র অনিষ্ট করি নাই, দূরহইতে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করি, কেবল জলমাত্র পান করি। আর ইহাতে আমাদিগের অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সে বিশ্বাসে সর্ব্বনাশ হইল; অতএব নদীজাতিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। এই নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণে ফল প্রত্যক্ষ হইল। যদ্যপি সমুদ্র নদীপতি, তথাপি নদীজাতি বটেন; যেমন পশুপতি সিংহ, তথাপি পশুজাতি কি নয়? ইহা শ্রবণ করিয়া অন্য এক পক্ষী কহিল যে এই প্রকার সম্ভব হয় না। কারণ সূর্য্যবংশীয় মহারাজাধিরাজ সগরহইতে ইহাঁর উৎপত্তি, অতএব ইনি সদ্বংশজাত; ইহাঁর যদি কেহ শরণাগত হয়, তবে তাহার প্রতি অত্যন্ত মমতা হয়, এবং ধন ও প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক পরোপকার করেন। দেখ, পক্ষিগণ অতি মহৎ ২ যে বৃক্ষ ইহার শাখাদি ভগ্ন ও তদুপরি মলত্যাগাদি করেন, তথাপি বৃক্ষ ফলাদিদ্বারা ঐ পক্ষিগণকে প্রতিপালন করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই পক্ষী কহিল, ওহে ভাই, পিতৃগুণ ও বংশগুণ কি সন্তানের হয়? তাহা হয় না। দেখ, যে কীটের লালদ্বারা পট্ট অর্থাৎ তসর ও গরদ প্রভৃতি হইতেছে, সেই কীটহইতে প্রজাপতি হইতেছে; কিন্তু তাহার লালহইতে কিছুই হয় না। অতএব সর্ব্বজন নিজ গুণে প্রকাশ পায়। এই দুরাত্মা

লবণসমুদ্র আপনাকে রত্নাকর মানিয়া গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া জ্ঞানশূন্যতা হেতুক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করে না। এবং যাহার ঐশ্বর্য্য শত্রুরা দর্শন করিতে পায় না এবং মিত্রদিগের ভোগের হয় না, এমত দুষ্টের ঐশ্বর্য্য না হওয়াই ভাল। যেহেতু দুষ্টের সম্পত্তি মত্ততার জন্য হয়, এবং শক্তি পরপীড়নার্থ ও বিদ্যা পরের পরিভবার্থ হয়; আর সাধুর ঐশ্বর্য্য দানার্থ এবং বিদ্যা জ্ঞানার্থ ও সামর্থ্য পর বিপদ্ পরিত্রাণার্থ হয়। অতএব সাধুর ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যাদি হউক, আর দুষ্টের ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যাদির সমূলোৎপাটন হউক। তদনন্তরে জটায়ু সকল পক্ষিগণের অনুরোধে সর্ব্বদা স্বীয়চঞ্চুদ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করতঃ সমুদ্রের গর্ব্বহেতু যে অত্যন্ত জলবৃদ্ধিদ্বারা তীরস্থ ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতেন, তাহা নিবারণ করিলেন। অতএব অদ্যাপি সমুদ্রতীরে যে পর্য্যন্ত জলবেগ হয়, তাহার অধিক উচ্চস্থানে উঠে না। অতএব জটায়ু অত্যন্ত দুঃসাধ্যকে সাধন করিলেন। আরো এক উদাহরণ।

উজ্জয়িনী নগর নিবাসি অত্যন্ত ধনি বীরজয় নামক এক ব্যক্তি, ইহার বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হয়, এই হেতু তৎকালে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারেন নাই এবং ঐ ব্যক্তির যে ধন ছিল. সেই ধনরক্ষার্থ নিযুক্ত ব্যক্তিরা ঐ সকল ধন নষ্ট করিল। পরে ঐ বীরজয়ের কিঞ্চিৎ বোধোদয় হইলে ঐ ধনরক্ষার্থ নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি আবেদন করণার্থ বক্তৃতা ইচ্ছা হেতু স্বীয়াঙ্গভঙ্গীপূর্ব্বক বক্তৃতাতে প্রবর্ত্ত হইলে যে২ কথাতে যে২ প্রকার হস্ত পাদাদি ভঙ্গী করিতে হয়, তদ্রূপ না হইয়া অন্য২ প্রকার হয়, এবং অতি মৃদুস্বর উচ্চ ও স্ফুটকথনে অসমর্থ, এই হেতু তাহার সমবয়স্ক ও সভ্যগণ সকলে পরিহাস করিলে ঐ বীরজয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিপিনমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে মস্তকের অর্দ্ধেক মুণ্ডন অর্থাৎ কেশ বপন পূর্ব্বক বাস করিতেন। গহ্বর মধ্যে স্থিতির কারণ এই, যে কোন মনুষ্যসহ সন্দর্শন ও আলাপাদি না হয়, সন্দর্শনাদি হইলে আলাপাদিদ্বারা বৃথা বহুকাল গত হইবে। এবং মূক অর্থাৎ তোতলা তদ্দোষ পরীহারার্থ মুখমধ্যে সর্ব্বদা কঙ্কর রাখিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিতেন। আর স্বরের মান্দ্য নিবারণার্থে অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি সর্ব্বদা অত্যুচ্চ রব ও সদা উচ্চনীচ গমনাগমন করিতেন, যে তদ্দ্বারা স্বাসের বহুকালাবধি স্থিতিহেতু স্বরের উচ্চতা হইল, এবং বক্তৃতাসময়ে হস্তপদাদির ভঙ্গীর ব্যতিক্রম বিনাশার্থ আদর্শ অর্থাৎ আয়নাদ্বারা স্বীয় বক্তৃতা কালীন হস্ত পদাদির ব্যতিক্রম দর্শন করিয়া যথাযোগ্য ভঙ্গী শিক্ষা করিতেন, আর রজ্জুদ্বারা উপরিদেশে কেশ বন্ধন করিয়া রাখিতেন যে তদ্দ্বারা নিদ্রাভঙ্গ হইত। এবং সর্ব্বদা শিল্প ও অন্য২ শাস্ত্র চিন্তাপূর্ব্বক অনুষ্ঠানদ্বারা সর্ব্ববিদ্যা ও বক্তৃতাদিতে এমন নিপুণতর সংস্কার হইল, যে এই প্রকার বক্তা ও শিল্পাদি নানা বিদ্যায়

পারগ প্রায় হয় না। অতএব দেখ, যে২ বিষয়ে দৃঢ়তা সে ব্যক্তির হয়, অত্যন্ত দুঃসাধ্য কর্ম্ম তাহাও সাধ্য হয়।

অপর সূর্য্যবংশ প্রসূত শান্তদান্ত ও নানাগুণযুক্ত মহারাজাধিরাজ অযোধ্যাপতি দশরথসুত শ্রীরামচন্দ্র অতিপ্রতাপান্বিত রাবণাদি বধের নিমিত্ত অতিশয় প্রবলতর দুর্নিবার সমুদ্রমধ্যে সেতু অর্থাৎ রাস্তা বন্ধন করিলেন। এই ২ রূপ দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধন সমর্থ যে পুরুষ, সেই উত্তম জানিবা।

V.—*Humility necessary in learning.*

জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে খর্ব্বতার আবশ্যকতা।

জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে মনুষ্য অবশ্য খর্ব্বতা প্রকাশ করিবেন। খর্ব্বতা-দ্বারা মান্যতা ও সুখ ও বিজ্ঞান হয়, যেহেতু খর্ব্ব না হইলে অহঙ্কার প্রকাশ পায়, অহঙ্কারদ্বারা সকল জন সহ শত্রুতা হয়, এবং গুরুও তাচ্ছল্য করেন। অতএব কি প্রকারে অন্য জন কর্তৃক মান্য হইবেন? আর গুরুর তুষ্টি ব্যতিরেকে কি বিদ্যা হইতে পারে? অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, যে গর্ব্বতা মনুষ্যকে খর্ব্ব করেন, খর্ব্বতা নীচকে উচ্চ করেন। কেবল গর্ব্বই খর্ব্বকারক জানিবে, এবং শাস্ত্রেও কহিয়াছেন সে খর্ব্ব-তায় কাম ক্রোধাদি রিপু খর্ব্ব হয়, ও জ্ঞানোদয় করেন। আর দেখ, যে জন দুঃখভোগ কদাচ করে নাই, তিনি যেমত সুখাস্বাদন করিতে যোগ্য হয়েন না, এবং সদা আলোকদর্শী যে জন, তিনি যেমত অন্ধকার জানেন না, তাহার ন্যায় যে জনের খর্ব্বতা নাই, সে জন কি বিদ্যাজন্য সুখ জানিতে পারেন? যদি খর্ব্বতা থাকে, তবে অবশ্য বিদ্যা ও সুখ হয়, আর তাহার আস্বাদন জানিতে পারে। অপর খর্ব্বতাহীন জন ঐশ্বর্য্য-যুক্ত জনকে সংদর্শন করিয়া হিংসা করেন, সেই হিংসাদ্বারা সতত ক্লেশ পায়েন; কিন্তু খর্ব্ব জনগণের খর্ব্বতা হেতু হিংসা হয় না, এবং ঐ খর্ব্বতাদ্বারা উপার্জ্জিত যে জ্ঞান, তদপেক্ষা ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। বিদ্যাহইতে অধিক কি আছে? ইহা বলেন। অতএব শাস্ত্রে বিদ্যারূপ যে রত্ন ইনি মহাধন; এই বিদ্যারূপ ধনাপেক্ষা অধিক ধন নাই। আর যদি খর্ব্বজ্ঞান আত্মাতে না করহ, তবে হিংসা ও সুখ ও উত্তম পরিচ্ছদে ইচ্ছা হইবে, তাহাতে কদাচ বিদ্যা হইতে পারে না। অতএব খর্ব্বতা প্রকাশ করহ, যে তদ্দ্বারা যথার্থ সুখ সম্ভোগ হইবে, আর সকল লোকে উত্তমস্বরূপে প্রকাশ পাইবে। যেমত হীরকের যে দীপ্তি অন্ধকার আগার মধ্যে রাখিলে জানা যায়, এবং দ্রব্য বহনাদি ও গমনাদিদ্বারা অত্যন্ত শ্রমযুক্ত জন যেমত উপবেশনাদি করতঃ সুখ সংভোগ করেন, আর যেমত দাহাদিদ্বারা স্বর্ণের উত্তমতা প্রকাশ পায়; এই সকলের ন্যায় খর্ব্বতাদ্বারা

মনুষ্য দীপ্তি ও মান্যতা ও সুখ ও জ্ঞান পায়েন। আর যেমন সাহস সংযুক্ত যে জন, তিনি যদি আপদ্ সময়ে সাহসদ্বারা দুঃসাধ্য যে কর্ম্ম তাহা সাধন করেন, তবেই তাহার সাহসের সার্থক, নতুবা সে সাহসে কি প্রয়োজন? সেইরূপ খর্ব্বতা ও নম্রতাদিযুক্ত ব্যক্তি যদি বিদ্যাদি উপার্জ্জন করেন, তবে সেই বিদ্যাদি সুখ দেন, নতুবা সে ব্যর্থ জানিসে। অতএব তোমরা খর্ব্বতা ও নম্রতাবলম্বন করহ, যে তদ্দ্বারা জ্ঞান ও পরম সুখ হইবে।

ইহার উদাহরণ। মহারাজ সান্তনু তনয় ভীষ্ম অতি বলবান ও যোদ্ধা ও সর্ব্ব শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি খর্ব্ব ও নম্রতাবলম্বন হেতু পৃথিবীমণ্ডলে উত্তম যশঃ ও কীর্ত্তি ও সুখ্যাতি ও মান্যতা ও সর্ব্বপ্রিয়ত্ব পাইয়া পরমজ্ঞানদ্বারা পরম সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু জমদগ্নি সুত পরশুরাম অতি মান্য ও সুখী ছিলেন, তিনি গর্ব্ব হেতু অনেক ২ স্থানে ক্ষোভ পাইয়াছেন। এবং দশরথ তনয় শ্রীরামচন্দ্র যৎকালীন জনকরাজনন্দিনী সীতাকে পরিণয়ন করিয়া আনয়ন করেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে ঐ পরশুরাম অতি গর্ব্ব পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র প্রতি আক্রমণ করিলে শ্রীরামচন্দ্র নম্র হইয়া অনেক স্তুতি করিলেও পরশুরামের কৃপা হইল না, বরং গর্ব্বই প্রবৃদ্ধ হইল, অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সহ যুদ্ধারম্ভে পরশুরাম ক্ষোভ পাইলেন, এবং পরশুরামের সুখ বিনষ্ট হইল।

প্রকারান্তর। গুজরাট নগর নিবাসি শচীবভট্ট অতি মান্য ও ধনাঢ্য ও বিদ্বান ছিলেন। তৎপুত্র চিরংজীব ভট্ট অতি গর্ব্বহেতু সকল জনকে তাচ্ছল্য করেন, কিন্তু অহঙ্কারদ্বারা বিদ্যা ও সুখপ্রভৃতি সকলি নষ্ট হইল; তথাপি চিরংজীবের গর্ব্ব দূর হয় না। পরে শচীবভট্ট পুত্রের মূর্খতা ও দুঃখ হেতু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঐ পুত্রের প্রতি প্রহার ও উত্তম নীতিশিক্ষাদ্বারা চিরঞ্জীব ভট্টের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিলেন। পরে চিরঞ্জীব খর্ব্বতা ও নম্রতাদ্বারা সকলের প্রিয় হইয়া সর্ব্বথা শাস্ত্র চিন্তা ও শাস্ত্রালোচনদ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি পূর্ব্বক পরম সুখ পাইলেন। অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে খর্ব্ব ও নম্র হয়েন।

VI.—*Importance of an early education.*

উপদেশ তুচ্ছতা প্রাপ্ত শিশুর বয়োধিকে দুরবস্থা বিষয়ক।

যে জন বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে চেষ্টা ও পরিশ্রম ও সদুপদেশ গ্রহণ করেন না, তাহার অধিক বয়সে অত্যন্ত মানসিক ও কায়িক ও বাচনিক ক্লেশ হয়; যেহেতু বাল্যাবস্থায় কোন সাংসারিক ব্যাপারে

চেষ্টা করিতে হয় না, আর কোন বিষয়চিন্তা নাই, ও সতত অন্তঃকরণে স্বচ্ছন্দ বিদ্যোপার্জন বিরোধি কোন কার্য্যের সম্ভাবনাও নাই। অপর অভ্যাসশক্তি ও পরিশ্রমশক্তি প্রভৃতি সকলি আছে, ইহাতেও বিদ্যাবৃদ্ধির প্রতি ও অধ্যয়নে যত্ন করেন না; অতএব এমত জনের কি রূপে উত্তর কালে বিদ্যা ও তজ্জন্য সুখ হইবে? যদ্যপি বয়োধিক হইলে আত্যন্তিক দুঃখ হেতু বিদ্যাভ্যাসে যত্ন করে, তবে সে সময়ে কি বিদ্যা হয়? কিম্বা তজ্জন্য সুখ হয়? কিছুই হইতে পারে না। যেমত বর্ষাদিকাল অতীত হইলে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ফল জন্মে না, তাহার ন্যায় জানিবে। আর বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করিলে উৎসাহ ও সাহস ও ইচ্ছা প্রভৃতি থাকে না। অপর অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিদ্বান্ ও প্রশংসিত হইব, এই প্রকার যে ইচ্ছা তাহাও থাকে না; ইচ্ছাও বিদ্যার পুষ্টি কারণ। আর যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় চাঞ্চল্য করিয়া অধিক বয়সে চেষ্টা করে, তাহার কেবল পরিশ্রম আর বিলাপকরণ জানিবে। আর যে জন বাল্যাবস্থায় গর্ব্ব ও আলস্যাদি পুরঃসর বিদ্যাভ্যাস না করে, তাহার বয়োধিক হইলে কোন কার্য্যে মনঃস্থির হয় না, কেবল সকল কার্য্যে বিরক্ত হয়। আর যদ্যপি বয়োধিকে বিদ্যাভ্যাসে ইচ্ছা ও সুখ ও উপকার বোধ হয়, তথাপি মনঃস্থির হয় না, যেহেতু তৎকালীন মনুষ্যেরা সতত নানা বিষয়ে ভ্রমণ করে, আর নূতন২ বিষয়ে নূতন২ উপদেশদ্বারা ইচ্ছা হয়; কিন্তু বয়োধিক্য হেতু সেই ইচ্ছাদ্বারা ফল জন্মে না। অপর যতো অধিক বয়স হয়, ততো সংসারাদি চিন্তা বৃদ্ধি হইতে থাকে, অন্য চিন্তা উপস্থিতা হইলে শাস্ত্রচিন্তা কি প্রকারে হইতে পারে? আর যেমত বেলা যত গত হইতে থাকে, ততো ছায়া ক্রমে২ বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকার মনুষ্যদিগের যতো বয়োবৃদ্ধি হয়, ততো রাগাদি প্রবৃদ্ধ হইয়া বিদ্যাতে চাঞ্চল্য হয়, আর উপদেশে চাঞ্চল্য ও অনুতাপ হয়, এবং জ্ঞানজন্য যে আহ্লাদ ও উত্তম অপকৃষ্ট দ্রব্যের আস্বাদ বৈলক্ষণ্য, ও বিষয় সুখ প্রভৃতি কিছুই হয় না। আর যে জন অক্ষয় আনন্দ-জনক জ্ঞানোপার্জন করেন, এবং সতত পরমপদার্থান্বেষণদ্বারা কাল-ক্ষেপণ করেন, তাহারা সকল সুখাস্বাদন করিতে পারেন; যেহেতু জগৎ-কর্তৃকর্তৃক সৃজিত হইয়া তাহার সৃজিত বর্ত্মে থাকেন, তাহাতে তৎসৃজিত বিষয় সুখ ও পরম সুখ সাক্ষাৎ করিতে যোগ্য হয়েন। আর বস্তুতো অসুখ যে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়জন্য সুখ, তদপেক্ষা উত্তম যে পরমসুখ তাহাই বুদ্ধিমান মনুষ্য অন্বেষণ করেন। অপর যেমত জয় ও রাজ্যার্থি জন সতত নূতন২ জয় ও রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্তে যুদ্ধাদিদ্বারা চেষ্টা করেন, সেই প্রকার বিদ্যার্থি ব্যক্তি নানা পরিশ্রমাদিদ্বারা বিদ্যা ও বিজ্ঞান ও জ্ঞান বৃদ্ধি ও নূতন২ অভ্যাস ও নূতন২ রচনাপ্রভৃতি করেন। আর সকল সাধু সমীপে বিদ্বান মনুষ্য সতত পূজ্য ও মান্য হয়েন, এবং

বিদ্বান মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও তাহার গুণকীর্ত্তন সর্ব্ব রাজ্যে সর্ব্ব মনুষ্যেরা করেন। আর শাস্ত্রে ও ব্যবহারে এই আছে, যে বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয়চেষ্টা, বার্দ্ধক্যে তত্ত্বচিন্তা করিবে। অতএব হে বালকগণ, তোমরা অহঙ্কার ও সুখবাসনাপ্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানচেষ্টা ও শাস্ত্রচিন্তা করহ, অধিক বয়সে বিদ্যা পাইবে না, সতত নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

ইহার উদাহরণ। মহারাজাধিরাজ দিলীপ রাজা তৎসুত রঘু অতিশিষ্ট বিশিষ্ট মান্য জনের মানপ্রদ ছিলেন, তিনি বাল্যাবস্থায় সতত বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রচিন্তা ও শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রসন্দর্শন ও শাস্ত্ররচনা করিয়া শিল্প শাস্ত্রাদিতে নিপুণ হইলেন। অনন্তর যৌবনাবস্থায় ঐ রঘুরাজা দিগ্‌বিজয় করতঃ সকল রাজ্যাধিপতি হইলেন তাঁহার ধনুর্ব্বিদ্যায় এমত পারদর্শিত্ব যে যৎকালীন দিলীপ ঐ রঘুকে অশ্বরক্ষার্থ নিয়োগ করেন, তৎকালীন রঘুর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম, কিন্তু সকল রাজাকে পরাভব পাওয়াইয়া ইন্দ্রসহ যুদ্ধ হইলে ইন্দ্রের বজ্র রঘু সমীপে পরাঙ্মুখ হইল, ইন্দ্রও রঘুকে নীতি ও বিনয় বাক্যদ্বারা যুদ্ধহইতে নিবৃত্ত করিলেন, আর রঘুর যে শাস্ত্রজ্ঞতা ও কীর্ত্তি ও যুদ্ধনৈপুণ্য ও সুখ ও বিদ্যা তাহা মহাভারতে বিস্তৃত আছে। অপর দ্বারকা নিবাসি নিধিপতি নামা বিপ্র ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা বাল্যাবস্থায় বনে ২ গোরক্ষক গোপবালক সহ ভ্রমণ করিতেন, আর কিঞ্চিৎ পিতৃধন ছিল, তাহাতে অত্যন্ত অহঙ্কার প্রকাশ করিতেন, আর উত্তম আহার উত্তম পরিচ্ছদে সতত ইচ্ছা ছিল। এইরূপে বাল্যাবস্থা গতা হইয়া যৌবনার্দ্ধ গত হইলে পূর্ব্বধনক্ষয় ও মান্যতাহানি ও পরিবারের অত্যন্ত ক্লেশ দেখিয়া বিদ্যাভ্যাসে মতি করিলেন। কিন্তু তাহাতে যদ্যপি ইচ্ছা হইল. মতি স্থির হয় না, ও পরিশ্রম ও অভ্যাস করিতে পারেন না, আর শাস্ত্রচিন্তনে সংসারচিন্তা উপস্থিতা হয়, তাহাতে কেবল মনস্তাপমাত্র, কিছুই বিদ্যা হইল না। অতএব বাল্যাবস্থায় অবশ্য বিদ্যোপার্জ্জন করিবে, নতুবা মনস্তাপ ও অপমান ও নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

VII.—*Triumphs of perseverance.*

দৃঢ়তাদ্বারা কার্য্য সিদ্ধি।

মনুষ্যেরা যদি বিদ্যাবৃদ্ধি ও ধনোপার্জ্জনে ও অন্য ২ বিষয়কার্য্যে দৃঢ়তা করেন, তবে তাঁহার ক্রমে ২ তত্তদ্বিষয় অবশ্য সিদ্ধ হইবে। যেমত উচ্চ স্থান প্রাপ্তি নিমিত্ত যদি দৃঢ়তা থাকে, তবে ক্রমে ২ সোপানদ্বারা তৎস্থান প্রাপ্তি হয়, তাহার ন্যায় ক্রমে ২ বিদ্যাদি বৃদ্ধি পাইয়া পরমসুখ

প্রাপ্ত হয়েন। আর যেমত মক্ষিকা প্রভৃতি ক্রমে২ দৃঢ়তর যত্নদ্বারা কিঞ্চিৎ২ মধু আনয়নপূর্ব্বক বহু সঞ্চয় করে, তাহার ন্যায় মনুষ্যেরা যে কর্ম্মে দৃঢ়তর যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগের সে কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হয়। অপর চিত্রকর প্রথমত পুত্তলিকার আকার নির্ম্মাণ করে, অনন্তর সেই পুত্তলিকা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অলঙ্কারদ্বারা অতিমনোহর রূপতা পায়, তাহার ন্যায় সকল কার্য্যই ক্রমে২ সিদ্ধ হইয়া উত্তমতাকে পায়। আর দেখ বাল্যাবস্থাবধি যাহা ২ রচনাপ্রভৃতি হইয়াছে, সেই সকল একত্র করিলে কত্তো হয়। অতএব ক্রমে২ দৃঢ় যত্নপূর্ব্বক কার্য্য করিলে অবশ্য সিদ্ধ হয়। এবং কচ্ছপ ক্রমে২ মান্দ্যগতিদ্বারা স্বীয় স্থানকে প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু বনবিড়াল অর্থাৎ খরগোশের অতি দ্রুতগতি তথাপি স্বস্থানপ্রাপ্তি হয় না। অপর স্থান বিশেষে ক্রমে২ কিঞ্চিৎ২ মৃত্তিকা যোগে প্রস্তরত্বপ্রাপ্তি পূর্ব্বক পর্ব্বত হয় ও ক্ষুদ্র নদী ক্রমে২ প্রবাহ-দ্বারা অতি প্রবলা হয়, তাহার ন্যায় দৃঢ়তাদ্বারা অতি দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন হয়। অতএব সতত সকল কার্য্যে দৃঢ় যত্ন করহ, তদ্দ্বারা অবশ্য সিদ্ধ হইবে ?

ইহার উদাহরণ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ সুত শ্রীরামচন্দ্র দৃঢ়যত্ন-হেতু অতি দুঃসাধ্য প্রবলতর বারিধি উপরি সেতু বন্ধন করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং বহু২ লোক বহু২ রা-জ্যার দুর্গজয় করত আধিপত্য ও নানাপ্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন।

অপর আদিত্যসুত সুরথ নামক সম্রাট রাজা ছিলেন, এই আদিত্য তনয়ের আদিত্যতুল্য প্রতাপদ্বারা সর্ব্বদা শত্রুসংঘ সংতপ্ত হইত, কিন্তু অতি নীচ কতগুলি শূকর খাদক আগমনপূর্ব্বক দৃঢ়তর প্রযত্ন প্রযুক্ত সুরথের সকল রাজ্যে আধিপত্য করিয়া সুরথের রাজধানী আক্রমণ করত সুরথ রাজা অভিমানে নির্জ্জন গহনে গমন করিলে ঐ কোল ধ্বংসিরা স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে লাগিল। অতএব যে ২ বিষয়ে দৃঢ়তা করে, মনুষ্যদিগের সেই২ বিষয় অবশ্য সিদ্ধ হয়। শুন সকল মনুষ্য-গণ তোমরা কার্য্য বিষয়ে দৃঢ় যত্ন করহ, যে তদ্দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইলে সুখ ও স্বচ্ছন্দতা ও জ্ঞান পাইবা। আর বিষয় ও জ্ঞান ও বিদ্যাবিষয়ে অতিশয় দার্ঢ্য করহ, তাহাতে মান্যতা ও পরম সুখ হইবা। আর লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে দৃঢ়তাদ্বারা বিদ্যা ও জ্ঞান প্রাপ্তি পূর্ব্বক মনুষ্য পরম সুখী হইতেছেন।

VIII.—*Politeness.*

সভ্যতাবিষয়ক।

সতত সাধুনিকটে গমন ও সদ্বৃত্ত ও সদাচারী ও নীতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ও সরস কাব্য সংযুক্ত হিতবাক্য প্রয়োক্তা ও সরলচিত্ত ও শিষ্ট ও সকলদর্শী যে জন, তাহাকে সভ্য বলা যায়। এই সভ্যের যে ধর্ম্ম তাহার নাম সভ্যতা। সভ্যতাদ্বারা সকল জন ও রাজসমীপে মান্যতা ও রাজা প্রভৃতির প্রিয় হয়। অতএব সদাচার ও উত্তম অথচ প্রিয় বাক্য ও নীতি শিক্ষা ও সরসকাব্যযুক্ত বাক্য প্রয়োগ ও সারল্য ও শীলতা ও নম্রতা ও স্থিরতাপূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ করহ, যে তদ্দ্বারা পরম সুখী ও সভ্য হইবে আর সকল লোকে আদর করিবে। আর এই সভ্যকে লোকে শিষ্ট কহেন।

অতএব শিষ্টতা ও সভ্যতার ভেদ নাই। সভ্যের যে সমস্ত গুণ, তাহা বাল্যাবস্থাবধি অভ্যাস করিলে হয়, নতুবা বয়োধিক্যে কদাচ হইতে পারে না, কেবল ইহার বৈপরীত্যই হয়। এবং উত্তম বাক্যপ্রয়োগ মধ্যে তদ্বিরোধি কলরব শব্দ প্রভৃতি করণ ও বিতণ্ডাবাদিত্ব ও চীৎকার পূর্ব্বক কথন ও অতিহাস্য করণ ও চক্ষুর কুৎসিত ভঙ্গীকরণ ও ভ্রূকৌটিল্য ও বক্তুকৌটিল্য ও অন্যাঙ্গভঙ্গীকরণ ও কুটিলতা ও অল্পদর্শিত্ব ও অসদাচরণ এই সকল সভ্যতার বিপরীত ধর্ম্ম জানিবা। বিপরীতাচরণদ্বারা তাহার হানি ও তুচ্ছতা ও নীচতা ও অনাদর সকলেই করে আর তদ্দ্বারা বরং অহঙ্কার প্রকাশ হয়, অতএব হে বালকগণ, তোমরা সভ্যতা বিষয়ে সতত চেষ্টা করহ, অধিক বয়সে কিছু হইবে না, বরং ইহার বিপরীত হইবে, তাহাতে কেবল নিন্দা ও মনস্তাপ প্রভৃতি প্রাপ্তি হইবে।

ইহার উদাহরণ। সূতনামক এক শূদ্রতনয় তিনি সর্ব্বদা প্রিয় ও সদ্বক্তা ও সদাচারী ও সরলচিত্ত ও শিষ্ট ও সমদর্শী ও সরসকাব্যযুক্ত বচন প্রয়োগকর্ত্তা ও নীতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ও হিতবাদী ছিলেন, এই হেতু তাঁহাকে সকল লোক মান্যতা ও আদর করিত, এবং তাঁহার সভ্যতা জন্য যুগ্ধান ও যোগি ও সমাধি নিষ্ঠ ও সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানারূঢ় ও জ্ঞানী যে ঋষিগণ ও মুনিগণ, তাঁহারাও ঐ সভ্যকে আদর পূর্ব্বক বক্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, অতএব সূত যে কিরূপ সভ্য তাহা কি কহিব। অপর এই সভ্যতা হেতু বিশ্বমান্য ও ধন্য হইয়া পরমজ্ঞান প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরম সুখ পাইয়াছিলেন। অতএব তোমরা সতত সাধু সমীপে সমাগমন করিয়া সভ্যতা যদ্দ্বারা হয় তাহার সর্ব্বদা চেষ্টা করহ। যদ্যপি চেষ্টা না করহ, তবে ইহার বৈপরীত্যে বিপরীত ফল ভোগ করিতে হইবে।

IX.—*Faithfulness in promises.*

প্রতিজ্ঞা রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমি এই কর্ম্ম করিব, এই প্রকার যে কথন তাহার নাম প্রতিজ্ঞা। বিজ্ঞদিগের উচিত হয় পূর্ব্বে বিবেচনা করেন যে এই কার্য্য সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য, এবং এই কার্য্য করণে আমার ক্ষমতা আছে কি না; অনন্তর যদি যোগ্য হয়েন, তবে প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য; কারণ প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে অসমর্থ হয়েন, তবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গজন্য নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য হয়, তাহাতে বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়েন। আর কোন জনের অনুরোধ কিম্বা লজ্জা প্রযুক্ত যে প্রতিজ্ঞা করা সে অতি অজ্ঞের কর্ম্ম, যেহেতু প্রতিজ্ঞা কোন কারণ বশত ভগ্না হইলে সুতরাং সে অনুরোধ ব্যর্থ আর লজ্জাও দ্বিগুণা হয়। আরো তদ্ভিন্ন বাক্যের মিথ্যাত্ব ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গজন্য দোষ ও সকল সমীপে তুচ্ছতা হয়, অতএব তদপেক্ষা প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বে লজ্জা ভয় ও অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা না করাই উত্তম। অপর কুৎসিত অজ্ঞ জনগণ অনায়াসে শীঘ্র প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু পরক্ষণে তাহা আর চিত্তে উদয় পায় না। যেমত অতিশয় প্রবলতর বায়ু শীঘ্র আইসে, কিন্তু পরক্ষণে নিবৃত্ত হয়, তাহার ন্যায় জানিবে। আর তাহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে যে দোষ ও নিন্দা ও তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস ইত্যাদি হয়, তাহা অন্তঃকরণে স্থানদানও করে না। আর বিজ্ঞ মনুষ্যগণ অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক বহু বিলম্বে যে কার্য্য সাধনযোগ্য ও যাহাতে ক্ষমতা আছে, এমত কার্য্যে নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা করেন, আর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ প্রাণ দান করিয়াও কার্য্য সাধন করেন। অতএব তোমরা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম করিবা, যাহাতে প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম রক্ষা পায়; কেননা যদ্যপি রক্ষা না হয় তবে লোকে নিন্দা ও তাচ্ছল্য ও তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস করেন।

FROM THE SEA OF KNOWLEDGE.

জ্ঞানার্ণবঃ।

I.—*Advantages of learning.*

বিদ্যার ফল।

সকল শরীরাপেক্ষা উত্তম অতিদুর্লভ যে মানবদেহ, এই দেহরূপ যে ক্ষেত্র ইহাতে বিদ্যারূপ যে বৃক্ষ, তাহা রোপণ করিলে তাহার যে সকল নানাবিধ উত্তম ফল জন্মে, সে সকল ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত কোন্ জনের না লোভ জন্মে? অর্থাৎ সকলেরি লোভ হয়। আর সেই ফলার্থ সর্ব্বসাধারণেই বিদ্যা বৃক্ষে আরোহণ আকাংক্ষা করেন। যে যেহেতু অন্যান্য ভূমিতে সকল ফল জন্মে না, কোন স্থান বিশেষে কোন ফল জন্মে আর মরুভূম্যাদিতে কিছুই ফল হয় না। কিন্তু দেহরূপ ক্ষেত্রে সকল ফলই জন্মে যাহা ত্রিভুবনে দুষ্প্রাপ্য তাহাও পাওয়া যায়। এবং অন্যান্য বৃক্ষ আরোহণে কণ্টকাদি নানা উপদ্রব আছে ও বহুতর ক্লেশ ও আয়াস পাইতে হয়, আর মরণ সম্ভাবনা আছে; যদ্যপি পতন হয়, তবে প্রায়ই মৃত্যু হয়? এবং অতি উচ্চস্থ ফল প্রায় পাওয়া যায় না, আর এক প্রকারি ফল। বিদ্যা-বৃক্ষে উঠিবার উত্তম নীতিরূপ সোপান আছে, এবং ইহাতে কণ্টকাদি কোন উপদ্রব নাই, অত্যাল্প পরিশ্রম, ও আয়াস হয় না, কেবল চিন্তামাত্র। এবং এই বৃক্ষে উঠিলে কদাচ বহুবাধাদিদ্বারা পতন হয় না, মরণের সম্ভাবনাও থাকে না, কারণ বিদ্যা বৃক্ষারোহী সদাই জীবনযুক্ত, তাহার মরণ হয় না, অর্থাৎ মরিলেও বিদ্যাদ্বারা জীবন-যুক্তের ন্যায় প্রকাশ থাকে।

এবং অন্য বৃক্ষের উচ্চস্থ ফল প্রায় পাওয়া যায় না, বিদ্যাবৃক্ষের শূন্যোপরি সীমাতীত উচ্চস্থিত ফল আকর্ষাদি ব্যতিরেকে অনায়াসে

পাওয়া যায়। অন্যান্য বৃক্ষের এক এক প্রকার ফল, এই এক বিদ্যাবৃক্ষে নানারূপ ফল জন্মে। অন্য অন্য বৃক্ষ ও তাহার ফল সেই স্থানেই শোভা পায়; এই বৃক্ষ ও ইহার ফল সর্ব্বত্র শোভা পায়, তবে অন্য বৃক্ষের ফলে সেই বৃক্ষ ও ফল কেবল দীপ্তি পায়, এই বিদ্যাবৃক্ষের ফল সকলকে দীপ্তি-যুক্ত করেন। এবং অন্যান্য ফল জাতি বিশেষে পরিত্যাগ করে, ইহার ফল কোন জাতীয়ের পরিত্যাগ যোগ্য নহে। অন্যান্য ফলের ত্বক্ অস্থি প্রভৃতি হেয় অংশ আছে, ইহার কিছুই হেয় নাই। অন্যান্য ফলের আস্বাদ সকল মুখে উত্তম বোধ হয় না, এবং কোন ফল আস্বাদযুক্ত, কোন কোন বা বৈলক্ষণ্যযুক্ত, আর সেই সকল ফলের আস্বাদের সীমা আছে কিন্তু বিদ্যা বৃক্ষের ফলে সর্ব্ব মুখে উত্তম আস্বাদ-গ্রহণ হয়, এবং সকল উত্তম, আস্বাদের কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্য নাই। এবং ইহার আস্বাদের সীমা নাই; যত ভক্ষণ করহ ততো আরো অধিক স্বাদ বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য বৃক্ষের ফলে রসের অল্পতা, এবং একবার ভোজন করিলেই শেষ হয়; বিদ্যাবৃক্ষের ফল কেবল রসময় আর চিরস্থায়ি; যতো ভোজন করিবে, ততো বৃদ্ধিকে পাইবে; এবং যে স্থানে হস্তক্ষেপ করিবে, সেই স্থানেই ফলপ্রাপ্তি হইবে। অন্যান্য ফল ভক্ষণে তৃপ্তির শেষ আছে, ইহাতে তৃপ্তির শেষ জন্মে না। যেমন ভ্রমরগণের অন্যান্য পুষ্পমধুপানে তৃপ্তি জন্মে, কিন্তু আম্র মুকুলে যত মধু পান করে, ততো আরো পান করণে ইচ্ছা হয়, অর্থাৎ তাহাতে তৃপ্তি পরিপূর্ণা হয় না; তাহার ন্যায় অন্যান্য বৃক্ষের ছায়ায় অতিরৌদ্র সময়ে আইলে সুখ জন্মে, বিদ্যা বৃক্ষ দূরে থাকুক এই বৃক্ষ যে ক্ষেত্রে আছে, সেই ক্ষেত্রের বায়ু সেবন করিলেও সকল আপদ শান্তি পূর্ব্বক পরম সুখ হয়।

বিদ্যাবৃক্ষের ফল। দুঃসাধ্য অতি প্রবলতর শত্রুসমূহের পরাজয় করণ, যোগ্যাযোগ্যাবোধ, যশ, কীর্ত্তিঃ, অর্থ, ধর্ম্মরূপ, সৌন্দর্য্য, সুখ-ভোগ, মঙ্গল, জয়, রাজাদিকর্ত্তৃক পূজ্যতা ও মান্যতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা, দুষ্প্রাপ্যের প্রাপ্তি, তত্ত্বপরমসুখ, পরমেশ্বরবোধ, ইন্দ্রিয়-দমন, শম দম প্রভৃতি, দয়া ক্ষমা শান্তি আদি হয়, অতএব হে বালক সকল, তোমরা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া মাতা পিতা গুরুর উপদেশরূপ পথ দিয়া বিদ্যাস্বরূপ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তম সকল ফল সম্ভোগ করহ। যদ্যপি এই বৃক্ষে আরোহণ না করহ, তবে মূর্খতারূপ সমুদ্রে দেহস্বরূপ ভূমি মগ্না হইয়া পতিতা হইলে প্রবলতম বহুতর তরঙ্গে ঘূর্ণায়মান করাইয়া অতিক্লেশরূপ নিবিড়দহে নিমজ্জন পূর্ব্বক অধোগামি করাইবে, অতএব বিদ্যা বৃক্ষারোহণে অবিরত রত হও।

II.—*Method of sharpening the Intellect.*

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা করণোপায়।

চিত্তবৃত্তি অদৃষ্টপদার্থ যাহার দ্বারা দৃষ্টাদৃষ্ট যাবৎ পদার্থ প্রকাশ পায়, তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি গো মহিষ্যাদিরো আছে, কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধি কেবল আহার নিদ্রাদি বিষয়ে থাকে; মনুষ্যের বুদ্ধি দৃষ্টাদৃষ্ট যাবদীয় পদার্থ বিষয়ে দীপ্তি পায়, আর চক্ষুরাদির অতীত যে পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিদ্বারা জানা যায়। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বলোকে মনুষ্যদেহকে উত্তম কহিয়াছেন। এই বুদ্ধি ব্যক্তিবিশেষে কোন দোষ বশতঃ স্থূলা, গুণবিশেষ প্রযুক্ত সূক্ষ্মা হয়েন, সেই সূক্ষ্মতা যাহার দ্বারা হয় তাহাকে উপায় বলা যায়। এই বুদ্ধিকে মনুষ্য গো মহিষ্যাদি আধারের বিভিন্নতায় নানা কহিয়া থাকেন, ফলতঃ সর্ব্বসাধারণেরি এক, যেমত এক বায়ুকে শরীরের মধ্যে স্থান বিশেষে স্থিতি হেতু প্রাণবায়ু উদানবায়ু ইত্যাদি নানা প্রকার বলা য়ায়, তাহার ন্যায় এক বুদ্ধিকে আধারভেদে নানা কহিয়া থাকেন। সতত অদৃষ্ট পদার্থ চিন্তন, যুক্তির কারণ যোগ করণ, শিল্পশাস্ত্রাদিতে নিরন্তর মতি ও অনুষ্ঠান, মলনাশক নির্ম্মলদ ঘৃতাদিদ্রব্য ভক্ষণ, সূক্ষ্ম২ পদার্থের অবিরত আলোচনা, বাদানুবাদ দ্বারা যুক্তির অনুসন্ধান করণ ইত্যাদিদ্বারা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মে। যেমত অতি সূক্ষ্মতম লৌহনির্ম্মিত শূচ প্রভৃতি ধূলিপ্রভৃতিদ্বারা আচ্ছন্ন হইলে চক্ষুদ্বারা কদাচ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু প্রস্তর বিশেষদ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করে তাহার ন্যায় অদৃষ্ট যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশ পাওয়াইয়া দেয়। গোমহিষ্যাদি তৃণাদি ভক্ষণ করে, এবং দরিদ্রগণে শাকাদি ভক্ষণ করে, অতএব তাহাদিগের বুদ্ধির স্থূলতা হয়। আর ধনিরা নির্ম্মলদ ঘৃতাদি ভোজন করে, তন্নিমিত্ত তাহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা; তদপেক্ষা ভূপতিপ্রভৃতির অধিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। এবং যেমত কুমুরিয়া কীটকে তৈলপায়ী অর্থাৎ আর্যলা সতত চিন্তা করত তন্ময় হয় তাহার ন্যায় সতত সূক্ষ্ম পদার্থ চিন্তনদ্বারা বুদ্ধি সূক্ষ্মতা পায়। আর যেমত দিবসে জাগ্রদবস্থায় যে পদার্থ আহ্লাদ পূর্ব্বক অবিরত দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায় সেই পদার্থ চিত্তে উদয় হয়, তাহার ন্যায় শাস্ত্রার্থ চিন্তনদ্বারা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া সকল পদার্থের বোধ জন্মে। এবং যেমত ঘর্ষণদ্বারা প্রস্তরাদি সূক্ষ্মতা পাইয়া অতি সুশোভিত ভূষণ হয়, তাহার ন্যায় বাদানুবাদদ্বারা বুদ্ধি সূক্ষ্মতা পাইয়া অতিশয় শোভা পায়। অতএব হে বালকগণ তোমরা সর্ব্বদা উক্তরূপ আচরণ করহ, তাহাতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া সকল পদার্থ। বোধগম্য করিতে পারিবা, আর অতি ত্বরায় উত্তম বিদ্যা হইবে, তাহাতে মান্যতা সুখ প্রভৃতির প্রাপ্তি হইবে।

রূপনারায়ণ নদ পুলিনবাসি রূপনারায়ণ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন,

তাঁহার অত্যল্পবয়সে মাতা পিতার বিয়োগ হওয়াতে কিছুই বিদ্যাভ্যা
করেন নাই, তাহাতে সর্ব্বদা অন্তঃকরণে ক্ষোভ জন্মে এবং সর্ব্বলোে
অপমান করে আর নানা দুঃখ পায়। অনন্তর এক দিবস এক অধ্যাপ
সমীপে সমাগমন পূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আমা
বুদ্ধির অতিশয় স্থূলতা, কোন শাস্ত্রার্থ ও ব্যঙ্গবাক্যাদি বুঝিতে সমর্থ হ
না, অতএব বুদ্ধির সূক্ষ্মতা হয় ইহার কোন উপায় কহিয়া দিতে পারেন
অধ্যাপক কহিলেন, যে শুন, ইহার কি আশ্চর্য্য? আমার সহিত তুমি আ
মন করহ। এই বাক্য বলিয়া উভয়ে একত্র হইয়া এক অত্যুত্তম সরোব
সমীপে যাইয়া তাহার প্রস্তরময় ঘাটের সোপানোপরি দর্শন করিলে
যে কতক গুলি রমণী কুম্ভ জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ অধ্যাপক
ব্যক্তিকে কহিলেন, যে দেখ, এই প্রস্তরময় সোপানোপরি মৃণ্ময় কু
স্থাপনহেতু প্রস্তর ক্ষীণতা পাইয়াছে, ইহা তুমি দর্শন করিতেছ, অ
বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইবে ইহার কি আশ্চর্য্য? অতএব বিজ্ঞসহ সদা শ
আলাপাদিরূপ ঘর্ষণ করহ, তাহাতে অবশ্য বুদ্ধির সূক্ষ্মতা হইবে। আ
দেখ, রজতে কাঞ্চন যোগ করিলে রজত নির্ম্মল হইয়া উত্তমতা
পায়, আর শীশক যোগে অপকৃষ্টতা পায়। তাহার ন্যায় দেহে
ৎৎশাধিক্য ঘৃতাদি ভক্ষণ যোগে বুদ্ধির উত্তমতা হয়, আর শাকা
ভোজনে বুদ্ধির স্থূলত্ব জন্মে। আর সামান্য মৃত্তিকা যেমত প্রস্তর যো
প্রস্তরতা পায়, তাহার ন্যায় বিদ্বানের বুদ্ধিসংসর্গে সামান্য বুদ্ধি উত্তম
পায়। এবং শিল্পী যেমত শিল্প করত ক্রমশ উত্তম শিল্প করে, তাহ
ন্যায় শাস্ত্র আলোচনা করত বুদ্ধি উত্তমতা পায়। এই সকল উদাহ
সন্দর্শন করিয়া রূপনারায়ণ সর্ব্বদা শাস্ত্রচিন্তা, বিদ্বানসহ আলাপা
ঘৃত কর্পূর প্রভৃতি ভোজন, ও বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, এইরূ
কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে রূপনারায়ণের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া সকল শাস্ত্র
পরিজ্ঞাত হওত সর্ব্বত্র মান্য ও সুখী হইলেন। অতএব হে শিশু
তোমরা সর্ব্বদা উক্তরূপ আচরণ করহ, তাহাতে সভ্যতা পরমজ্ঞান পর
সুখ পাইবা।

অন্য উদাহরণ। মহানদতীর নিবাসি মহানন্দ নামা এক ব্রাহ্মণ ছিলে
তিনি সর্ব্বদা এক ঘোটকোপরি আরোহণ পূর্ব্বক নানাদেশ ভ্রমণ করিতে
আর ঐ ঘোটকের আহার প্রদান ও তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা চেষ্টা করিতে
কেবল ঘোটকের প্রতি সর্ব্বদা রত ছিলেন, পরে তাহার পৈতৃক ধ
বিনষ্ট হইলে পরিবার প্রতিপালন করণে অত্যন্ত অসমর্থ হইলে তাহ
পরিবারগণ সর্ব্বদা তাহাকে তিরস্কার করেন, এবং প্রতিবাসিরা উপহ
করেন, তথাপি মহানন্দ ঐ ঘোটকের প্রতি স্নেহের ন্যূনতা করি
সমর্থ হয়েন না, কেবল পূর্ব্বের ন্যায় ঘোটক লইয়াই বেড়ান প
এক দিবস পরিবারের আহারাভাবে অতিশয় ক্লেশ দেখিয়া ঐ ঘোটক

পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে গমন করত এক পণ্ডিত সহ সন্দর্শন হইল। অনন্তর মহানন্দ ঐ পণ্ডিতকে তাবদ্বৃত্তান্ত কহিলে পণ্ডিত মহানন্দকে অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু মহানন্দ যাহা অধ্যয়ন করিতেন তাহার প্রতি মনোযোগ করেন না, কেবল সেই ঘোটকের নিমিত্তেই সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত থাকেন। ইত্যবসরে ঐ পণ্ডিত মহানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত অন্যমনস্ক থাক, শাস্ত্রার্থে কিছুই মনোযোগ কর না? তাহাতে মহানন্দ কহিলেন, আমার সেই ঘোটকের প্রতি সর্ব্বদা অন্তঃকরণ, শাস্ত্রার্থ চিন্তা করিতে পারি না। পরে ঐ পণ্ডিত মহানন্দকে কহিলেন, তুমি দেখ, ঘোটকে কি হইবে? আপনার দেহ সহ সম্বন্ধ থাকিবে না, আর অন্যের কথা কি কহিব? কেবল বিদ্যাই বন্ধু ও সুখপ্রদা ও পরমেশ্বরজ্ঞানদায়িকা; অতএব তুমি শাস্ত্রালাপ, শাস্ত্রাভ্যাস, তদনুসন্ধান, শাস্ত্রচিন্তনাদি সর্ব্বদা করহ। অনন্তর মহানন্দ ঐ পণ্ডিতের বাক্যানুরূপ আচরণদ্বারা অতিশীঘ্র সুপণ্ডিত হইয়া স্বদেশ সমাগমন পূর্ব্বক দেশাধিপতি সমীপে প্রতিপন্ন হইলেন, পরে মহানন্দের অতিশয় সুখ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইল। অতএব শাস্ত্রালাপাদি অবশ্য কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা অরায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া বিদ্যা জন্মে, বিদ্যার যে ফল তাহা বিদ্যা প্রকরণে অনুসন্ধান করিবা।

III.—*Good Company.*

সৎসংসর্গ।

সৎ পদে সাধু, তাহার সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সৎসংসর্গ। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, পরের অনিষ্ট রহিত, অথচ পরপীড়ায় পীড়িত, সদা সদাচারে সংযুক্ত, কুকর্ম্মত্যাগী যে ব্যক্তি, তাহার নাম সাধু। এই সাধু-সহসংসর্গহেতু লোক উত্তমতা প্রাপ্ত হয়। যেমত শীশকাদি যে ক্ষুদ্র বস্তু তাহারা কাঞ্চন সংসর্গে কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কাঞ্চন অগ্নিসহ সংযোগে উত্তমতা পায়, তাহার ন্যায় মনুষ্যগণ সাধুসহ সংযোগে উত্তমতা পায়। আর যেমত ঘৃতাদি অগ্নি ও রৌদ্রাদিযোগে নির্ম্মলতা পরিপ্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় সাধুর সহিত সম্বন্ধহেতু মনুষ্যেরা নির্ম্মল হয়। এবং যেমত লবণ জলসহ সংযোগে দ্রবীভূত হয়, তাহার ন্যায় সাধুসহ সংযোগে মনুজগণ নির্দ্দয়ত্বাদিরূপ যে কঠিনতা, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ দয়াযুক্ত হয়। আর যদ্রূপ আলোকাদি সম্বন্ধে অন্ধকার বিনাশ পায়, তাহার ন্যায় সৎসংসর্গদ্বারা মনুষ্যদিগের তমো বিনষ্ট হয়। দেখ, পক্ষি সকল স্বাভাবিক অব্যক্ত ধ্বনি অর্থাৎ চুকুবুকু শব্দ করে, কিন্তু তাহারা মনুষ্যদিগের সংসর্গহেতু ব্যক্তরূপে মধুর রবে মাতা পিতা

ভ্রাতা ইত্যাদি বলে; আর যদ্যপি মনুষ্য উত্তম সংসর্গ করে, তবে যে তাহার উত্তমতা হইবে ইহার আশ্চর্য্য কি? আরো দেখ, অঙ্গার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অগ্নিসহ সংযোগে স্বীয় স্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিবর্ণ হয়; অতএব মনুষ্যগণও সাধুসংসর্গে মনের মালিন্য দূরীকৃত করিয়া সাধুর ন্যায় সাধুস্বভাব পায়। আর যেমত চুম্বক মণি লৌহকে আকর্ষণ করে, তাহার ন্যায় সৎসংসর্গরূপ যে মণি, তাহা অতি কঠিনহৃদয় যে মনুষ্য তাহার মনোরূপ যে লৌহ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া দয়াদি রূপস্বভাবে স্থাপন করে। আর অন্য অন্য গুণসহ সংযোগ ব্যতিরেকে ফল জন্মে না, কিন্তু সতের সন্নিধান হেতু ফল হয়। তাহার অন্য কি কহিব? যদ্যপি কুমতি ব্যক্তিকে উত্তম ব্যক্তির নিকটে দেখে, তবে লোকে সেই কুমতি ব্যক্তিকে প্রশংসা করে। এবং যেমত লৌহ ও শুষ্ক কাষ্ঠ প্রভৃতি অগ্নির উত্তাপে নম্রতা পায়, তাহার ন্যায় সাধুস্বরূপ অগ্নিসম্বন্ধে লৌহাদি তুল্য যে ব্যক্তি তাহারাও নম্রতাকে প্রাপ্ত হয়েন। অতএব হে বালকগণ, তোমরা সর্ব্বদা সাধুর সহিত সংসর্গ ও তাহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করহ, তদ্দ্বারা অন্তঃকরণের যাবদীয় মলা পরিত্যাগ করিয়া মন সৎপথে গমন করিবে, তাহাতে সর্ব্বদা সচ্চিন্তা হইবে এবং দয়াদি জন্মাইবে, তদ্দ্বারা পূজ্যতা, মান্যতা, সুখ, সম্পত্তি, শিল্পশাস্ত্রাদি জ্ঞান, পরম জ্ঞান প্রাপ্তি হইবে।

ইহার উদাহরণ। দেবগ্রাম নিবাসি দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাহার অতিশৈশবাবস্থায় পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়াতে কদাচ সৎসংসর্গ কিম্বা অধ্যয়নাদি কিছুই হয় নাই, কেবল তিনি ভিক্ষা ও কুকর্ম্মদ্বারা কালযাপন করিতেন, কিন্তু তাহাতে তাহাকে লোকে নিন্দা করে ও নানা পীড়া দেয়, আর কেহই তাহার সহিত আলাপও করে না; তাহাতে দেবনাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কেবল ক্ষোভমাত্র করেন, কিন্তু দুঃখশান্তির কোন উপায় করেন না। পরে দেবনাথ এক দিবস নিশিসময়ে গ্রামের প্রান্তভাগে বনের বর্ত্মে এক ব্যক্তিকে সন্দর্শন করিয়া তাহার বস্ত্রাদি গ্রহণার্থে উদ্যত হইলে ঐ ব্যক্তি দেবনাথকে কহিলেন, শুন২ আমাকে তুমি প্রহার করিও না, এই বস্ত্রাদি লও; কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বস্ত্রাদি অপহরণ করিয়া তোমার কত কালযাপন হইবে? বরং অতিশীঘ্রই রাজাদিদ্বারা অতিশয় ক্লেশ পাইবা। অতএব তোমাকে আমি বলি, তুমি দেখ, বনের পক্ষিকে মনুষ্যেরা ধরিয়া তাহাকে আপনাদিগের শব্দ শিক্ষা করায়; সেই শব্দ শিক্ষা করে যে পক্ষী, তাহাকে মনুষ্যগণ কত আদর করিয়া যত্ন পূর্ব্বক উত্তম২ দ্রব্য ভক্ষণ করায়, আর তাহার বিষ্ঠাও হস্তদ্বারা পরিষ্কার করে; অতএব তুমি আমার সহিত আইস। ইহা বলিয়া দেবনাথকে সঙ্গে লইয়া ঐ ব্যক্তি স্বীয় গৃহে গমন পূর্ব্বক ঐ দেবনাথকে আহার প্রদান ও নীতি রীতি শিক্ষা করাইতে

লাগিলেন, পরে ক্রমে ২ দেবনাথের অন্তঃকরণে সচ্চর্চা, সদালাপ, অধ্যয়নাদি করণে প্রবৃত্তি হইল, এবং উক্ত সাধু সমীপে সর্ব্বদা বাস করত তাহার উপদেশ গ্রহণ করেন। কিছুকাল বিলম্বে দেবনাথের এইরূপে নানা শাস্ত্রে বিদ্যা হইলে তিনি সর্ব্বত্র সুখ্যাত, মান্য, পূজ্য হইলেন, পরে অর্থ, সুখ, পরমার্থ, পরমসুখ পরিপ্রাপ্তি হইল। অতএব সৎসংসর্গদ্বারা কি লভ্য না হয়? অর্থাৎ সকলি লভ্য হয়, অতএব সাধু-সহ সংসর্গ সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

V.—*Bad Company.*

কুসংসর্গ বিষয়।

কুসংসর্গ অর্থাৎ অসতের সহিত সম্বন্ধ, তাহা কর্ত্তব্য নহে। কুকর্ম্মাচারী যে ব্যক্তি তাহার নাম অসৎ, অসতের সহিত প্রীতি ও সহবাস এবং সতত আলাপাদি করিলে সজ্জনেরও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাতে অসৎকার্য্য যে চৌর্য্যাদি তাহা ঘটে, তদ্দ্বারা নিন্দা ও রাজদণ্ডাদি নানা ক্লেশ পাইতে হয়। যেমন সর্পশাবক কঞ্চুক মধ্যে যদি সর্ব্বদা থাকে, তবে কোন সময়ে ভেক কঞ্চুক আহারার্থে আগত হইয়া কঞ্চুক-সহ সেই সর্পশাবককে ভক্ষণ করে। দেখ, অতি কুৎসিত যে কঞ্চুক তাহার সহিত সংসর্গ হেতু সর্পের ভক্ষ্য যে ভেক, তৎকর্ত্তৃক সর্পশাবক ভক্ষ্য হয়, তাহার ন্যায় কুসংসর্গহেতু সৎব্যক্তিও বিনষ্ট হয়েন। এবং যেমন স্বভাবতো উত্তম যে দুগ্ধ, তাহাতে অম্ল কিম্বা গোমূত্র সম্বন্ধ হইলে সেই দুগ্ধ বিকৃতিকে পায়; আর যেমত চূর্ণ সংযোগে হরিদ্রা বিকৃতিকে পায়, তাহার ন্যায় উত্তমস্বভাব যে মনুষ্য, তিনি কুসংসর্গহেতু বিকৃতিকে পা-য়েন। দেখ, চোর ও দস্যু প্রভৃতির সহিত সহবাস করিলে যদ্যপি চৌর্য্যাদি না করে, তথাপি লোকে তাহাকে নিন্দা করে, এবং চৌরাদিরূপে অপবাদগ্রস্ত হইয়া কখন পীড়া পাইতেও হয়। অতএব কুসংসর্গ কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

কুসংসর্গ বিষয়ে উদাহরণ। অটক নদীতীরস্থ বিনোদ নামক এক ব্যক্তি, তাহার অতি সৎস্বভাব; তিনি সতত সৎকর্ম্মান্বিত, পরানিষ্টরহিত, পর-হিতে রত ছিলেন। তাহার এক দুস্যুসহ বন্ধুতা হইল। পরে ঐ দস্যু প্রতি দিবস বিনোদকে মন্ত্রণা দেয়, যে দস্যুবৃত্তি করণে অনায়াসে অনেক অর্থলাভ ও পরম সুখ হইবে। এই রূপে অনেক কাল মন্ত্রণা দিতে ২ বিনোদের ক্রমশঃ কুকর্ম্মে মতি হইল, পরে ক্রমে অন্য ২ অনেক কুকর্ম্মা-চরণে রত হইলে লোকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস গ্রামরক্ষক নিশিযোগে এক গৃহস্থালয়ে বিনোদকে ধৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ

তাহাকে বিনষ্ট করিল। কিন্তু বিনোদের ভ্রাতা মনোহর, তিনি কোন কুকর্ম্মান্বিত নহেন, তথাপি তাহাকে বিনোদের ভ্রাতা বলিয়া লোকে নিন্দা করে, এবং কখন২ রাজাও পীড়া দেন। অতএব কুকর্ম্মির সহিত সহবাস করিলে লোকাপবাদ ও অত্যন্ত ক্লেশ হয়।

V.—*Kindness in speech.*

প্রিয়বাক্য বিষয়।

হিতজনক অথচ আহ্লাদপ্রদ ও যথার্থ যে বাক্য তাহার নাম প্রিয়বাক্য। প্রিয়বাক্য সর্ব্বদাই কহিবে। হিতজনক কিন্তু শ্রবণে কটু যে বাক্য, তাহা প্রিয়বাক্য নহে। অনিষ্টদায়ক অথচ আহ্লাদপ্রদ যে বাক্য সেও অপ্রিয়। কেবল আপাততঃ শ্রবণে অসুখ জন্মাইলেও যে বাক্য যথার্থ হয়, তাহাও প্রিয়। সর্ব্বদা সর্ব্বসাধারণকে প্রিয়বাক্য কহে যে জন সে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রিয় হয়, সর্ব্বপ্রিয় হইলে সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মান প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অতুল্য ঐশ্বর্য্য ও সুখ জন্মে। আর সে ব্যক্তি কাতর হইলে সকলেই কাতর হয়, এবং তাহার উত্তম বিদ্যা ও জ্ঞান প্রাপ্তি হইতে পারে, কেননা তাহার হিতার্থে সকলেই চেষ্টিত হয়েন, আর গুণিগণ প্রিয়ম্বদ ব্যক্তিকে যাচ্ঞা করিয়া গুণদান ও নিগূঢ় সন্ধান দেন। এবং প্রিয়ম্বদ জন পরমেশ্বরকে জানিতে পারে, কারণ পরমেশ্বরের রচিত যে রীতিবর্ত্ম তাহাতে সেই ব্যক্তি বর্ত্তায়। আর দেখ, পরমেশ্বর অন্যান্য অঙ্গে অস্থি দিয়াছেন, কিন্তু জিহ্বাতে অস্থি দেন নাই, কেননা জিহ্বায় অস্থি দিলে যদ্যপি কঠোর বাক্য নিঃসৃত হয়; অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক পরমেশ্বর জিহ্বাকে নিরস্থি করিয়াছেন। আর কটুবাক্যের পর পৃথিবী-মণ্ডলে ক্লেশজনক কি আছে? বল। দেখ, বরং বেত্রাঘাত কাষ্ঠাঘাতাদি দ্বারা যে ক্লেশ সেও ক্ষুদ্র ক্লেশ। অপ্রিয়বাদী অকারণ জগতের শত্রু। দেখ, অপ্রিয়বাদী কাহার অনিষ্ট করে না? এবং যাহার হিত করিতেছেন সেই সকলেই তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। আরো দেখ, বনস্থ ময়ূর কোকিল প্রভৃতির কোন গুণ নাই; পোষণকর্ত্তারও তাহারা কোন উপকারক নহেন, কিন্তু প্রিয় রবহেতু অতিশয় প্রিয় হয়। আর ত্রিতন্ত্রী ও বীণা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রিয় ও আহ্লাদজনক, কেননা তাহাহইতে মধুর রব হয়। এবং বালকগণ কাহারো উপকার করণে যোগ্য নহেন; কিন্তু তাহাদিগের বাক্যের মিষ্টতাহেতু বালকমাত্রকেই সর্ব্বলোকে ভাল বাসে, এবং তাহাদিগের বাক্য শ্রবণে সকলেই আহ্লাদিত হয়েন। অতএব সতত সকলকে প্রিয়বাক্য কহাই উচিত; প্রিয়বাক্যহেতু ক্রোধির ক্রোধ-

শান্তি হয়, এবং অতিশয় শত্রু হইলেও অনিষ্টাচরণ করিতে পারে না। অতএব প্রিয়বাক্য কথনহইতে বন্ধু আর নাই।

প্রিয়বাক্য বিষয়ে উদাহরণ। হিরণ্যাক্ষ নদতীরবাসি হিরণ্য নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সহায় সম্পত্তি বিহীন অতিদীন আত্মভরণ পোষণে অসমর্থ, কিন্তু অতিশয় প্রিয়ম্বদ; কেহ তাহার অনিষ্ট কিম্বা কোন আঘাত করিলেও তাহাকে অপ্রিয়বাক্য কহিতেন না, এতন্নিমিত্ত হিরণ্যকে সকলেই ভাল বাসিত, এবং হিরণ্যের কাহারো সহিত শত্রুতা ছিল না। ঐ হিরণ্যের পিতৃশত্রু এক ব্যক্তি ছিল, সেও হিরণ্যের প্রিয় বাক্যহেতু মিত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহার পিতার যে বিষয় বল পূর্ব্বক লইয়াছিল, তাহা হিরণ্যকে প্রদান করিল। পরে হিরণ্য অধ্যয়ন করণে প্রবৃত্ত হইলে তাহার গুরু সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা অতিশয় বিদ্বান হিরণ্যের বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অতি গোপনীয় যে সকল বিদ্যা তাহা হিরণ্যকে প্রদান করিতে লাগিলেন; তাহাতে অতিত্বরায় হিরণ্যের শিল্পশাস্ত্রাদিতে অত্যুত্তম বিদ্যা হইল। পরে হিরণ্য সর্ব্বত্র মান্য ও পূজ্য এবং রাজসভ্য হইলেন; তাহাতে অনেক অর্থপ্রাপ্তি ও পরম সুখ হইল। পরে পরমেশ্বরে পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হে শিশুগণ, তোমরা সর্ব্বদা দীন হীন ক্ষীণ মান্যামান্য সাধারণকে প্রিয়বাক্য কহিবা, তাহাতে সর্ব্বপ্রিয় ও শত্রুরহিত হইয়া উত্তম বিদ্যা, অর্থ, সুখ, পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইবা।

VI.—*Mastery of the Passions.*

ইন্দ্রিয় দমন।

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে ইন্দ্রিয় একাদশ হয়; তাহার মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, যথা হস্ত, পদ, বাক, এবং মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার; অপর জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়, যথা চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্, মন। এই সকল ইন্দ্রিয়েরা পরস্পর সকলে পরস্পরের উপকারী হয়, যেমন চরণে কণ্টক প্রবিষ্ট হইলে চক্ষের দৃষ্টি সহকারে হস্ত সেই কণ্টক নির্গত করে, এই রূপ সকল ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সহকারিতা স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে; এবং জীবের জীবন রক্ষার প্রতি ইন্দ্রিয়গণ যাদৃশ বান্ধব হয়, ধরামণ্ডলে অন্য কেহ এরূপ নহে। কোন স্থলে গমন করিতে হইলে নয়ন ও চরণ দ্বয় প্রধান সহকারী হয়, অনন্তর বাক্যপ্রয়োগ যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ কার্য্য নির্ব্বার্য্য হইতেছে, বাক্যেন্দ্রিয় সহায় বিনা তাহা সিদ্ধ হয় না, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকিলে শ্রবণের কোন কার্য্য হইতে পারে না; এই রূপ নাসাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীত জীবনাশা থাকিতে

পারে না। অপর জিহ্বা যাহাতে তাবৎ খাদ্যসামগ্রীর আস্বাদ গ্রহ
করা যায়, তাহার সাহায্যে আহারদ্বারা জীবন রক্ষা হয়; এবং দ
প্রয়োজনীয় তাবদ্দ্রব্য আহরণদ্বারা বদনমধ্যে ওদনীয় প্রদান করে
তৎপরে আহারের সারভাগ শরীরস্থ শিরাদ্বারা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়
অবশিষ্ট অপকৃষ্টাংশ মলদ্বারে বহির্গত হইয়া থাকে। এবং ত্বক্ অর্থা
চর্ম্মেন্দ্রিয়, যাহাতে গাত্রস্পর্শ মাত্র শীতোষ্ণাদির অনুভব হইতেছে
এই ইন্দ্রিয় সর্ব্বকালে বিশেষতঃ অন্ধকার ও নিদ্রিত সময়ে স্পর্শগ্রাহির
শক্তিদ্বারা অস্ত্রশস্ত্র সর্পাদিহইতে রক্ষা করে, এতদ্ভিন্ন শীতোষ্ণবা
গ্রহণদ্বারা নিয়তই জীবকে রক্ষা করিয়া থাকে। অপর ইন্দ্রিয় মন যাহাকে
পণ্ডিতেরা সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান বলিয়া থাকেন; তাহা ব্যতীত পৃথিবী
কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না, মন শরীরের মধ্যে থাকির
বিবেচনা শক্তিদ্বারা উক্ত ইন্দ্রিয় সকলের তাবৎ কার্য্য সমাধা করে
এই সকল উপকারদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ দেহযাত্রানির্ব্বাহেতে পরম মিত্র
স্বরূপ হয়; পণ্ডিতেরা কহেন, ইহাদিগকে যে আত্মবশে রক্ষণ তাহার না
ইন্দ্রিয়দমন, যেহেতু ইন্দ্রিয় চয়কে জয় করিয়া তাহাদিগের নিজ২ বিষ
য়েতে নিয়োজিত করিতে পারিলেই তাহারা জীবকে সংসারজয়ী করে
কিন্তু যদ্যপি অধীনতাপাশমুক্ত হইয়া স্ব২ বিষয়ে স্বাধীনরূপে স্বেচ্ছা
চার ব্যবহার করিতে অবকাশ পায়, তবে জীবকে অনায়াসে অবসা
সমুদ্রে মগ্ন করিতে সক্ষম হয়। তাহার উদাহরণ দর্শন করাণ যাইতেছে
মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে হইবেক। চন্দ্রপুরা নামক রাজ্যে
উগ্রপ্রতাপ নামা এক নৃপতি ছিলেন। ঐ পৃথ্বীপাল স্বীয় প্রবল প্রতাপ
দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডল মধ্যস্থিত তাবৎ পৃথ্বীপালদিগের প্রতাপরূপ মহাবেদি
উপরিভাগে সিংহাসন স্থাপন করিয়া সসাগরা পৃথ্বীর সম্রাট হইলেন
ফলতঃ সুশিক্ষিত সৈন্যাধ্যক্ষতা ও সংগ্রাম ক্ষমতাতে উগ্রপ্রতাপ নৃপতি
শাসন সময়ে সমকালীন লক্ষ২ ভূপালমধ্যে এক ব্যক্তিও এমত ক্ষমবা
ছিলেন না, যে বিপক্ষ হইয়া উক্ত মহারাজকে লক্ষ্য করেন; সকল
রাজারাই মহাপ্রতাপান্বিত উগ্রপ্রতাপ রাজ্যেশ্বরকে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান করিয়া
কর প্রদান করিতেন। অতএব দোর্দণ্ডপ্রতাপ উগ্রপ্রতাপ মণ্ডলেশ্বর ধরণী
মণ্ডলে কাহাকেও ভয় করিতেন না। এক কালীন পৃথিবী জয় করিয়া
স্বয়ংরাজ্য শাসন বিষয়ে অবসর হইলেন, এবং প্রধান মন্ত্রির প্রতি
তাবদ্ভারার্পণ করিয়া রাজ্যের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিস্বরূপে ইন্দ্রিয়াদি
সুখভোগ করিতে লাগিলেন; তাহাতে রাজ্যরক্ষক নৃপতি যদি স্বয়ং
ভক্ষক হয়েন, তবে তাহার পক্ষে প্রজাগণের যে পর্য্যন্ত বৈরক্তি হইবা
সম্ভাবনা তাহাই ঘটিল। রাজার আত্যন্তিক অত্যাচারে মনস্তাপিত হইয়া
প্রজা সকল আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক প্রত্যহ দীর্ঘ স্বরে পরমেশ্বর স্থানে আবেদন
আরম্ভ করিলেন, হে জগদীশ্বর, আমাদিগের সিংহাসনধারি অত্যাচারি

শাসনকারিকে সত্তর বিনাশ করুন, তাঁহার উৎপাতে আমরা উৎখাত হইতেছি; পক্ষান্তরে দিন দিন দীন প্রজারা মন্ত্রিকেও জ্ঞাত করিতে লাগিলেন। তাহাতে এক সময়ে সভাসদ পণ্ডিত সহকারে মন্ত্রিবর সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহীপাল, আমরা মহারাজের নিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে আসিয়াছি; যদ্যপি অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হই, তবে নিবেদন করিতে পারি। তাহাতে রাজা হাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মন্ত্রি, অদ্য পণ্ডিত মণ্ডিত হইয়া কি নিমিত্তে আহ্বান ব্যতীত আসিয়াছ? তাহা বল। এই অনুজ্ঞাতে কৃতজ্ঞ হইয়া মন্ত্রী কহিলেন, হে ভূপাল কুলচূড়ামণি, পরমেশ্বর আপনাকে পৃথিবী রক্ষাজন্য রাজ্যাধ্যক্ষ করিয়াছেন; রাজা সকল প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ হয়েন, রাজনীতিশাস্ত্রেতে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, রাজারা প্রজাগণকে আত্মসন্তানের ন্যায় দর্শন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন। কিন্তু আপনি তাহার বিপরীত করিতেছেন; অতএব কহি, যাহাতে দেশবাসি লোক সকল নৃপতির কল্যাণার্থে রাশি ২ আশীর্ব্বাদ করেন, আমাদিগের অভিলাষ মহারাজ সেইরূপ চলেন। রাজমন্ত্রী এবং সভাসদ পণ্ডিতেরা মহারাজকে এই সকল প্রকারে বিবিধ নীতি জ্ঞাত করিয়া রাজাজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব ২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত নৃপতির কর্ণকুহরেতে ঐ উপদেশ বাক্য সকল প্রমত্ত গৃহীতের ন্যায় হইল; অর্থাৎ রাজমন্ত্রির উপদেশ বচন শ্রবণ-বিবরে শ্রবণ করিলেন, এই মাত্র, মনের মধ্যে ক্ষণের স্থান দান করিলেন না। তাঁহার যে ঘৃণিত কার্য্যে আনুরক্তি ছিল, ক্রমিক তাহা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু রাজার এই সকল অযুক্ত ব্যবহারেতে সভাসদ লোকেরা এবং তাবৎ প্রজারা এমত বিরক্ত হইলেন যে তাঁহাদিগের প্রার্থনা উগ্রপ্রতাপ অতিশীঘ্র নিপাত হয়েন। তবে সৈন্যবল সামর্থ্যবলেতে মহাবল পরাক্রান্ত রাজাকে সহসা আক্রমণ করণে সাহসিক হইতে পারেন না, একারণ মৌনাবলম্বনে জীবন ধারণ করিতে হইল। এইরূপে কিয়ৎ কাল গতে লম্পট রাজা সাহসিক রূপেই লাম্পট্যাদি সমাধা করিতে লাগিলেন; তাহাতে রাজ্যস্থ প্রধান লোকেরা এবং প্রতিবাসি রাজারা খেদিত হইয়া মন্ত্রির নিকটে আসিলেন, এবং সময় বিশেষে গোপনীয় সভা করিয়া নৃপতির বিনাশার্থ পরামর্শ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু অসংখ্য সৈন্য সহকারি সম্রাটের সহিত কেহ সাক্ষাৎ সংগ্রামে প্রস্তুত হইতে পারেন না। তবে কি প্রকারে কার্য্যসাধন করিবেন, তচ্চিন্তনে বিষম চিন্তা উপস্থিত হইল। এইকালে কএক সভ্য সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়েরা কেন চিন্তা করিতেছেন? ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষিকে নষ্ট করিতে বহু প্রয়াস অপেক্ষণীয় নহে; লোভের নিকট ফাঁদ পাতিলে আকাশস্থ কলানিধিকে বদ্ধ করা যায়, তাহাতে লম্পট মনুষ্যের জীবন বিশেষ আশ্চর্য্য কি? ইন্দ্রিয়দাস ভূপতি ভোগবিলাস নামক নাপিতের দ্বারা ইন্দ্রিয় ভোগ

সংগ্রহ করেন; আমরা সেই গুপ্তচর নরসুন্দরকে ডাকিয়া প্রচুর ধন দিতে স্বীকার করি, এবং অগ্রে যাহা চায় তাহা প্রদান করা যাউক; অর্থের বশ কে নয়? অর্থাৎ সকল মনুষ্যই অর্থের দাস; তাহাতে ক্ষুদ্রলোক নাপিত অবশ্য বশীভূত হইবে, এবং আমরা তাহাকে এই পরামর্শ বলি, কামকলানদীতীরে যে মনোহর উদ্যান আছে, নাপিত কন্দর্প-মোহিত নৃপতিকে কামক্রীড়ার প্রলোভ জ্ঞাপন করিয়া নিশিযোগে সেই উদ্যানেতে নীত করে, আমাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি নারীবেশ ধারণ করিয়া উদ্যানস্থ অট্টালিকা মধ্যে থাকিব, এবং অট্টালিকার মধ্যস্থলে এক গভীর কূপ খনন করত তাহা কণ্টকিত শাখির শাখাতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিব তাহার উপরিভাগে রাজার উপবেশনার্থ উত্তম শয্যা প্রস্তুত থাকিবে, পরে নৃপতি আগমন মাত্র আমরা অঙ্গনারূপে রঙ্গ করিতে২ রাজাকে কূপে নিক্ষেপ করিব; তাহাতে রাজ্যের কণ্টক রাজা কণ্টকময় কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই পরামর্শ শ্রবণে তাবৎ লোক সম্মত হইয়া ভোগ বিলাসকে ডাকিলেন, এবং তাহার নিকট উক্ত প্রকার প্ররোচনা প্রতিপন্ন করিবাতে নরসুন্দর স্বীকার করিয়া নরপতির নিকট গমন করিল। পরে ভোগবিলাস কামবিলাস নৃপতিকে ইন্দ্রিয়ভোগের উত্তম সুযোগ প্রয়োগ করিয়া নিশিযোগে কাম-কলানদীতীরস্থ উদ্যানে নীত করিল, এবং পূর্ব্ব সঙ্কেত প্রমাণে উদ্যান-মধ্যে যে সকল কৃত্রিম সুশ্রোণী শ্রেণী পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা ছিল তাহাদিগকে দর্শন করত হর্ষমোহিত লম্পট রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশমাত্র কণ্টকিত কূপে পতিত হইলেন; অনন্তর সকলে সত্বর মৃত্তিকাদ্বারা গর্ত্তমুখ পরিপূর্ণ করিয়া স্ব২ বাসস্থানে প্রস্থান করিল। এই স্থলে বিবেচনা করিতে হইবেক উগ্রপ্রতাপ নৃপতি পৃথিবীকে সমুদ্র বেষ্টিত দুর্গস্বরূপ করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার নাম শ্রবণে তাবন্মহীপাল সকল কম্পিতকলেবর হইতেন, ইন্দ্রিয়ের অবশতা প্রযুক্ত সামান্য লোকের হস্তে পরাভব পূর্ব্বক কণ্টকাকীর্ণ কূপে পড়িয়া সেই মহাপ্রতাপান্বিত রাজ্যপাল কালপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করণ অত্যাবশ্যক হয়।

VII.—*Seeking the welfare of others.*

পরহিতে রত।

পর শব্দে অন্য, হিত পদে উপকার। যে মনুষ্য সাধ্যানুসারে অন্যের উপকার করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই পরহিতে রত কহেন। যুক্তি প্রমাণে সপ্রমাণ হয়, পরোপকারিতা স্বরূপ মহদ্গুণ স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে, যে-

হেতু সাধুলোকেরা অন্যের শরীরে আঘাতীয় কিম্বা অন্য প্রকার দুঃখের কোন চিহ্ন দর্শন করিলে আপনারা তাহাতে খেদিত হয়েন, এবং অন্যের সুখ দেখিলে তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া থাকেন। অতএব অন্যের সম্পদ বিপদ সময়ে যখন হর্ষ বিষাদ স্বাভাবিক হইতেছে, তখন সাধ্যানুসারে পরের উপকার করাও স্বাভাবিক বটে, এবং লৌকিক উদাহরণেতেও দৃষ্ট হইতেছে। ধনি লোকেরা ধন দানদ্বারা অন্যের উপকার করেন, এই কারণ উপকৃত ব্যক্তিরাও বাধিত হইয়া ধনি লোকের প্রত্যুপকার করিতে যত্নশীল হয়েন। আর যাহারা অন্যের উপকার করণ বিষয়ে রত নহে, অন্যেরাও তাহাদিগের উপকার করে না, পরস্পরের উপকারিতারূপে যে মহৎ সম্বন্ধ তাহা পরস্পর সকলেতেই বর্ত্তিয়াছে। এই নিত্য সম্বন্ধ বিচারে অন্ধ হইয়া যাঁহারা অন্যের উপকার করণে বিমুখ হয়েন, তাঁহারা স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত করেন; কিন্তু জ্ঞানি লোকেরা এই স্বাভাবিক গুণকে যুক্তিসিদ্ধজ্ঞানে সাধ্যানুসারে পরের উপকার করিয়া থাকেন, বরঞ্চ অনেক স্থানে সাধু লোকেরা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া পরের উপকার করিয়াছেন। তাহার এক দৃষ্টান্ত এই।

সমুদ্রের মধ্যস্থানে শ্বেতদ্বীপ নামক রাজ্যেতে কীর্ত্তিসঞ্চয় নামে এক সদাগর ছিলেন। কীর্ত্তিসঞ্চয়ের পিতা যাবজ্জীবন বাণিজ্যদ্বারা বহু সম্পত্তি সঞ্চয় করত মরণকালীন উপযুক্ত উক্ত সন্তানকে কহিলেন, ওরে কীর্ত্তিসঞ্চয়, আমি বহুকষ্টে যে সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে; তোমার ধনোপার্জ্জন বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবেক না। আমি জীবনে জীবের উপকারার্থ অর্থ সামর্থ্যদ্বারা কোন প্রকারে যত্ন করিতে অবকাশ পাই নাই, অতএব প্রাণবিয়োগ সময়ে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার আজ্ঞাকে অবজ্ঞা না করিয়া কেবল পৃথিবীর উপকার বিষয়ে মনোযোগ করিবা, আর আমার সঞ্চিত সম্পত্তির একাংশ তোমার জীবন প্রতিপালনার্থ রক্ষিত হইল, অবশিষ্ট অংশত্রয় মনুষ্যাদির উপকারে নিযুক্ত রাখিবা। বৃদ্ধ সদাগর এই রূপ সদুপদেশবাক্যে সন্তানকে শিক্ষিত করিয়া চক্ষুঃ স্থির করিলেন। পরে পরিনিষ্ঠ সন্তান পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনানন্তর সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রাদ্ধাদি সাঙ্গ করিয়া প্রতিক্ষণ পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ রাজ্যের মধ্যে এই ঘোষণা প্রকাশ করিলেন, কীর্ত্তিসঞ্চয় সদাগরের দ্বারা যদি কেহ কোন উপকার স্বীকার করেন, তবে অবিলম্বে তাঁহার নিকট জ্ঞাত করিলে সদাগর সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিবেন না। অনন্তর উক্ত প্রকার ঘোষণা শ্রবণে উপকারার্থিরা প্রত্যহ পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সমাগত হইয়া সদাগরের নিকট যথাযোগ্য উপকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই রূপে প্রতি দিন সাধ্যানুযায়ি উপকার করণেতে কীর্ত্তিসঞ্চয় সদাগর যশোরাশি সঞ্চয় করিয়া অন-

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মহাজন হইলেন। অনন্তর সদাগর চিন্তা করিলেন, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনজন্য যাহা উচিত কর্ত্তব্য হইতেছে, নিযুক্ত কর্ম্মকারক লোকদ্বারাই তাহা সমাধা হইবে; আমি এ পর্য্যন্ত কোন দেশ ভ্রমণ করি নাই, অতএব ইত্যবকাশে কিঞ্চিৎকাল দেশান্তর ভ্রমণ করিলে উত্তম হয়। পরে বিবিধ শাস্ত্রদর্শি মহাজ্ঞানি পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সমীপে আত্মনিবেদন প্রকাশ করিবাতে পুরোহিত কহিলেন, যে আজ্ঞা, মহাশয়, উত্তম পরামর্শ বলিয়াছেন। যদি আপনি দেশান্তর দর্শনে গমন করেন, তবে আমিও আপনকার সহিত যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি। পুরোহিতের বাক্য শ্রবণে সানন্দিত সদাগর সত্বর হইয়া সুপরীক্ষিত বিশ্বাসপাত্র প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে বৎসো, আমি কিয়ৎকাল বিদেশে ভ্রমণার্থ মানস করিয়াছি; আমার তাবদ্বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক নিয়মিত কার্য্য সকল তোমার নির্ব্বাহ করিতে হই-বেক। তাহাতে প্রধান কর্ম্মকারক প্রণত হইয়া উত্তর করিলেন, হে প্রভো, আপনি যে অনুগৃহীত দাসকে বিশ্বাস করিয়া তাবদ্বিষয়ের ভারার্পণ করিতেছেন, ইহাতে অধীন ভৃত্য কৃতার্থ হইল, কিন্তু বহুকাল বিলম্ব না করিয়া যাহাতে অবিলম্বে প্রত্যাগমন হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা করিবেন। অনন্তর সদাগর অনুচর বহুতর লোক ও পণ্ডিত পুরো-হিত সহকারে সর্ব্বত্র বিদায় হইয়া যাত্রা করিলেন, এবং সদাগরের স্বর্ণমুখী তরণী সত্বরগামিনী হইয়া প্রথমতঃ উজ্জয়নী দেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এই রূপে ক্রমিক মাসদ্বয় গমনের পর সদাগর সমুদ্র ছাড়িয়া হারলতা নদীতে উপস্থিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিগে হারাকারে বেষ্টিত হারলতা নদীতে অত্যুজ্জ্বল উজ্জয়নী রাজ্য দর্শন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। উজ্জয়নী দেশীয় রাজ্যেশ্বর চন্দ্রধ্বজ রাজা চন্দ্রপুর নামক স্থানে রাজধানী করিয়া বসতি করেন। কীর্ত্তিসঞ্চয় সদা-গর পুরোহিতসহিত অবরোহণ করিয়া প্রথমতঃ রাজধানীর বাজার সকল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে দেখিলেন, অগণ্যপণ্য দ্রব্যেতে বাজার সুশোভিত বটে, কিন্তু বাজারেতে রাজার গুণরব অনুরূপ নহে। ঐ রাজা রাজ্যশাসন বিষয়ে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত প্রযুক্ত প্রজারা তাঁহাকে আত্যন্তিক ভয় করেন। অন্যান্য বিষয়ে চন্দ্রধ্বজ রাজার প্রজার প্রতি অত্যাচার বিস্তর ছিল, তথাচ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অন্যায় এই যে তিনি রাজধানীর মধ্যে ভীমচণ্ডী নামে এক দেবী স্থাপন করিয়া প্রতি মাসে নিয়মিত রাত্রিতে নরমুণ্ডদ্বারা চণ্ডীকে সন্তুষ্ট করেন। তাহাতে রাজার অনুমতি ছিল, ভীমচণ্ডীর মণ্ডপসমীপে বলিদানার্থে দূতেরা পালা অনুসারে এক২ প্রজার পরিবারহইতে মাসে এক২ নর ধরিয়া আনিত। কিন্তু রাজা এই মাত্র তাঁহার সচ্চরিত্রের ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে আনীত প্রজার পরিবারেরা যদি অন্য

তাহাকে আনিয়া দেয়, তবে ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতেন। দৈবায়ত্ত কীর্ত্তিসঞ্চয় সদাগর যৎকালীন বাজারে ভ্রমণ করেন, তৎসময় সমীপস্থ এক বাটীতে রোদনীয় কোলাহলশব্দ হইতেছে, এবং সমীপবাসি লোকেরাও বিলপনীয় ব্যাপারে বিমর্ষ হইয়া হাহাকার করিতেছে। এই সময়ে সদাগর সমীপস্থ এক বণিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; হে বণিক, তোমাকে এবং বাজারবাসি তাবৎ ব্যক্তিকেই খিদ্যমান রোরুদ্যমান দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? বণিক উত্তর করিল, মহাশয় কি এ দেশের লোক নহেন? বোধ হয়, নূতন আসিয়াছেন? সদাগর কহিলেন, হাঁ, তাহাই বটে, আমি প্রথম উজ্জয়নীতে আসিয়া বাজারে ভ্রমণ করিতেছি। তাহাতে বণিক বলিল, মহাশয় আমাদিগের দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করেন? সমীপস্থ যে বাটীতে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন, সেই খানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই তাদ্বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। সদাগর বণিকের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় গেলেন, এবং রোদনের বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, যে অসৌভাগ্য ব্যক্তিকে রাজদূতেরা চণ্ডীমণ্ডপের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান করিয়াছে, তাহার জনক জননী চলৎশক্তিরহিত নয়নবিহীন প্রাচীন, অতএব শ্রমদ্বারা তাহাদিগের আহার আহরণার্থ ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি গমন করিয়াছিল; রাজদূতেরা তথাহইতে তাহাকে ধৃত করত প্রস্থান করিয়াছে। সদাগর এই প্রকার বিলপনীয় সম্বাদ শ্রবণে খিদ্যমান হইয়া ক্ষণকাল চিন্তার পর পুরোহিতকে কহিলেন, ঐ এক প্রাণির বিনাশে নিরাশ্রয় বহু প্রাণির প্রাণ শেষ হইবে; কিন্তু যদি আমি তাহার প্রাণ বিনিময়ে প্রাণার্পণ স্বীকার করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ সমীপে বলিযোগ্য হইয়া ভীম-চণ্ডীকে মুণ্ডদান করি, তবে এই সকল দীন প্রাণি নৃপদণ্ডহইতে পরিত্রাণ পায়। অতএব এক প্রাণ বিনিময়ে বহু জীবের জীবন রক্ষারূপ অযাচিত পরহিত যাহা আমি অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি, পৃথিবীর মধ্যে ইহা অপেক্ষা আমার প্রার্থনীয় পরোপকার কি আছে? কীর্ত্তিসঞ্চয় সদাগর পুরোহিতকে এই সকল বাক্য বলিয়া পরমেশ্বর সাক্ষি করতক ধৃত ব্যক্তির জনকাদিকে ডাক দিয়া কহিলেন, ওরে শোকাকুল প্রাণি সকল, তোমরা ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন কর, রাজদূতেরা তোমা-দিগের জীবনরক্ষক যাহাকে চণ্ডীর সাক্ষাতে বলিদানার্থ কল্পিত করি-য়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে আমার মুণ্ড চণ্ডীকে দিয়া তোমাদিগের প্রিয়-তমকে মুক্ত করিতেছি। এই কথা বলিয়া সদাগর তৎক্ষণাৎ চণ্ডীসমীপে গমন করিলেন, এবং সদাগরের চমৎকৃত কাণ্ড দর্শনার্থ নাগরিক লোকে-রাও মহাজনতারূপে চণ্ডীবাটীতে শ্রেণীপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর কীর্ত্তিসঞ্চয় লোকচয়মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রাজদূত সকলকে কহিলেন, ওরে অনচরগণ, মহারাজের সঙ্কল্প পালনার্থ তোমরা যাহাকে উপস্থিত

করিয়াছ, তাহাকে ত্যাগ কর; তাহার বিনিময়ে আমি স্বয়ং সমাগত হইলাম, তাহার পরিবর্তে আমাকে বলিদান কর। পরে উক্ত ব্যক্তিকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ নলিকাষ্ঠে আপন গলদেশ যোজন করত কহিলেন, হে পরমেশ্বর স্বর্গীয় পিতঃ, যদি পরোপকার করণ তোমার প্রিয়কার্য্য হয়, তবে আমি এই উপকারকে পৃথিবীর মধ্যে দুর্লভ জ্ঞান করিয়া তোমার প্রীত্যর্থ প্রাণ ত্যাগ করিলাম। অনন্তর ভীমচণ্ডীর পুরোহিত যথাযোগ্য অর্চ্চনাদি করিয়া সদাগরকে বলিদান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কীর্ত্তিসঞ্চয়ের মুণ্ডদানীয় যশোনিকর লোকতুণ্ডাগ্রে উড্ডীয়মান হইয়া ধরামণ্ডল ব্যাপ্ত হইল।

VIII.—*Evil of injuring others.*

পরানিষ্ট।

পরমেশ্বর স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়াছেন, তাহার কারণ এই, যে পরমেশ্বর কৃপা করিয়া মনুষ্যকে জ্ঞানচক্ষু দিয়াছেন, তাহাতে মনুষ্যেরা পরমেশ্বরীয় কার্য্য সকল বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারেন। লৌকিক উদাহরণেতে ও যুক্তিতে বোধ হয় পরমেশ্বর মনুষ্যের প্রতি এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে মনুষ্যেরা সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক আত্ম পর সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; যদি বা সাধ্যানুসারে পরের উপকার করিতে অসমর্থ হয়েন, তথাচ কোন প্রকারে অন্যের অনিষ্ট করিবেন না। পরের অনিষ্ট করিলে পরমেশ্বরের নিয়মের বিপরীত হয়। অতএব তাঁহার নিয়মের বিপরীতকারি মনুষ্যকে অবশ্যই তিনি দণ্ডনীয় করেন। লোকেতে যে রূপ দৃষ্ট হইতেছে রাজ্যের শাসনকর্ত্তারা কোন অভিনব নিয়ম করিয়া প্রজামণ্ডলীতে প্রচার করিলে প্রজারা যদ্যপি সেই নিয়ম উপেক্ষা করেন, তবে রাজদ্বারে দণ্ডযোগ্য হয়েন, সেই রূপ এই পৃথিবী পরমেশ্বরের স্বকৃত রাজ্য, ইহাতে রাজ্যেশ্বর পরমেশ্বর; তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তিনি অবশ্য দণ্ড করিতে পারেন। এবং লৌকিক উদাহরণেতেও প্রাপ্ত হইতেছে, অন্যের অনিষ্ট করিয়া ইষ্ট লাভ হয় না, তাহাতে অনিষ্টই উপস্থিত হয়। যদি কেহ কুস্বভাবপ্রযুক্ত অন্যের অনিষ্ট করে, তবে অন্যেরাও অনিষ্টকারিকে নষ্ট করিতে চেষ্টিত হয়েন। যেমন সর্প ক্রূরস্বভাব প্রযুক্ত লোকের অনিষ্ট করে, এই হেতু লোকেরা দর্শনমাত্রই সর্পকে বিনষ্ট করেন। এবং ব্যাঘ্রপশু মনুষ্যাদির অনিষ্টকর হয়, অতএব লোকেরা দৃষ্টিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ব্যাঘ্রকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই রূপ অন্যের অনিষ্ট করিলে তাহাতে স্বীয়ানিষ্ট

নিশ্চিত আছে; তাহার এক লৌকিক দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ লিখিতেছি, তাহাও পাঠকবর্গের বিবেচনাযোগ্য হইবে।

আকাশগিরি পর্ব্বত মধ্যে কল্যাণসিংহ নামে এক দস্যুরাজ বসতি করিত। মহাবল কল্যাণসিংহ পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও ভয় করিত না; পাঁচ লক্ষ সংখ্যাকৃত বলবান দস্যুদল তাহার অনুচর ছিল, তাহারা আকাশগিরি পর্ব্বতে মৃত্তিকার নিম্নভাগে যে মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করে, তাহার নাম কল্যাণ রাজধানী, তথায় থাকিয়া সময় বিশেষে সমকালীন রাজাদিগের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইত, তাহার পাঠ এই, রাজা শ্রীঅমুকসচ্চরিত্রেষু। শ্রীলশ্রীমহারাজাধিরাজ কল্যাণসিংহের পত্রে জ্ঞাত হইবা, সম্প্রতি আমাদিগের কিঞ্চিৎ টাকার আবশ্যকতা হইয়াছে, অতএব তুমি অমুক দিবস অমুক সময়ে অমুক স্থানে এত লক্ষ টাকা পাঠাইবা, ইহাতে যদি অন্যথা কর, তবে এক সময়ে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইত্যাদি প্রকার পত্র লিখিয়া যাঁহার নিকটে পাঠাইত, তিনি পত্র প্রাপ্তি মাত্র স্বীয় কল্যাণার্থ কল্যাণের আজ্ঞানুসারে নিয়মিত সময়ে লক্ষিত স্থলে তত লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিতেন। যদি কেহ পত্র হেয়জ্ঞান করিতেন, তবে তাঁহার আশুম আশ্রয় করিয়া স্বীয় পরাক্রমে সর্ব্বস্ব লইয়া যাইত, এবং রাজধানীর সর্ব্বত্র বীতিহোত্র প্রদান করত ক্ষণমাত্র ছারখার করিয়া প্রস্থান করিত। কল্যাণসিংহের এই সকল প্রকার নির্দয় কার্য্যেতে আকাশগিরি নামক পর্ব্বতের চতুর্দিগস্থ লোক সকল অস্থিরাবস্থ হইলেন, কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত দস্যুদলকে পরাভব করিতে কেহ সমর্থ নহেন, তাহারা যে স্থানে বাস করে তাহার সন্ধান কেহ জানে না; বর্ষাকালে একেবারে অদৃশ্য হইয়া শীত সময়ে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় প্রকাশ পায়, এবং আগমনমাত্র বহু গ্রাম লুঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়, বিশেষতঃ তাহাদিগের সময় নিশ্চয় ছিল না; দিবারাত্রের মধ্যে যে সময়ে সুযোগ দেখিত, সেই কালে গ্রাম লুঠিয়া প্রস্থান করিত; অতএব তাহাদিগের সন্ধান করাই দুষ্কর ছিল। সাধারণ লোকেরা এবং আকাশগিরি পর্ব্বতের চতুর্দিগবাসি নৃপতিরা যখন অত্যন্ত উত্তাপিত হইলেন, তখন সকলে একত্র হইয়া দস্যুদিগের বাসস্থান সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, কোন প্রকারেই সন্ধান পাইলেন না। এই সময়ে বর্ষাকাল, তখন কল্যাণসিংহের দল বহির্গত হয় না, কিন্তু টাকার অপ্রতুল হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন রাজার নিকটে পত্র প্রেরণ করে। দৈবায়ত্ত সেই বর্ষাকালে কল্যাণের অপ্রতুল হইল, এবং সমর সিন্ধু নৃপতির নিকট দশ লক্ষ টাকার নিমিত্তে উক্ত রীত্যনুসারে পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। কল্যাণের পত্র পাঠাইবার এই নিয়ম ছিল যে তাহার লোকেরা প্রকাশ হইয়া কাহারো হস্তে পত্র দিত না, গোপনভাবে আসিয়া কোন

প্রকাশ্য স্থানে পত্র রাখিয়া যাইত, পরে যাঁহার নামে শিরোভাগে লিখিত হয়, তিনি পাইয়া নির্দিষ্ট স্থানে টাকা পাঠাইয়া দিতেন। সমর সিন্ধু রাজাও সেই রীত্যনুসারে রক্ষিত পত্র সিংহাসনের নিকট প্রাপ্ত হইলেন, এবং পাঠ করিয়া সহকারি ভূপালদিগের নিকট তৎক্ষণাৎ সম্বাদ প্রেরণ করিলেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণের পরামর্শে স্থির হইল, কল্যাণসিংহ যে স্থানে টাকা রাখিবার নিমিত্তে লিখিয়াছে তাহার নিকট অনুচর প্রেরণ করা যায়, এবং অনুচরেরা গোপনভাবে থাকিয়া নির্দিষ্ট কালে আদিষ্ট স্থলে কোন্ দিগহইতে লোক আসিয়া কোন্ দিগে কোথায় গমন করে, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা সন্ধান করিয়া সমাচার দেয়। পরে তাহাই হইল, এবং সন্ধানদ্বারা সন্ধান পাইলেন কল্যাণসিংহ বান্ধবগণসহিত মৃত্তিকার নীচে বসতি করিতেছে। অতএব সকল রাজারা সৈন্যসমান্ত সহকারে আকাশ গিরি পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিলেন, এবং অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন চারিদিগে সুড়ঙ্গ আছে, তাহার মুখ প্রস্তরময় কপাটে রুদ্ধ; সেই কপাট মুক্ত করিয়া দস্যুরা যাতায়াত করে। নৃপতিরা সুড়ঙ্গদ্বার ভঙ্গ করিয়া চারিদিগে পুরীমধ্যে বারুদ পূরিতে লাগিলেন, এবং উত্তমরূপে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিলেন। অনন্তর প্রজ্বলিত জ্বালবেগে নগচূড়া উড্ডীয়মান হইল, এবং সঙ্গিগণসহকারে কল্যাণসিংহ সংহার হইয়া অন্নারম্ভ পাইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে পরানিষ্টকারি দুষ্ট লোকের কুত্রাপি নিস্তার নাই। পাঁচ লক্ষ সৈন্যের অধিপতি হইয়া কল্যাণসিংহ পর্ব্বতমধ্যে মৃত্তিকার নীচে বাস করিয়াছিল, তথাচ পরিত্রাণ পাইল না, পরানিষ্টজ দোষে দল বলসহিত বিনষ্ট হইল। অতএব পরের অনিষ্টাচরণ কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে।

IX.—*Steadfastness.*

নিষ্ঠাচার।

যুক্তিমূলক শাস্ত্রীয় বাক্য ও জ্ঞানি লোকের উপদেশবাক্যেতে বিশ্বাস পূর্ব্বক তদনুযায়ি যে ব্যবহার তাহাকেই নিষ্ঠাচার বলে। নিষ্ঠাচারি নর সকল সকলের নিকট মান্য হয়েন এবং তাঁহাদিগের বাক্যেতে সকলে বিশ্বাস করেন, তাহার কারণ এই যে নিষ্ঠাচারি লোকেরা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার বহির্ভূত চলেন না, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন শাস্ত্রকারের যুক্তিমূলক শাস্ত্রেতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশমতই হইয়াছে, তাহার বিপরীত করিলে পরমেশ্বর দণ্ড করিবেন। অতএব সত্যকথন, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, দয়া, দান, সদ্ব্যবহার, পরমেশ্বরকে ভয় করণ, ইত্যাদি বিষয় যাহা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে. অতি সাবধান পূর্ব্বক তাহা

প্রতিপালন করেন। জগতের মধ্যে সংখ্যাতীত কুহক সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহার গভীর স্রোতে পতিত হইয়া চঞ্চল ব্যক্তি সকল মগ্ন হইতেছেন। কিন্তু সেই স্রোতের তরঙ্গ নিষ্ঠাচারি লোকের অঙ্গে প্রতিক্ষণ সংলগ্ন হইয়া থাকে, তথাচ তাহারা শাস্ত্রীয় বাক্যের কিম্বা জ্ঞানি লোকের উপদেশের সীমা লঙ্ঘন করেন না। যেমন সমুদ্র অশেষ নদ নদীর প্রবাহ তরঙ্গে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন, তথাচ তাঁহার স্বাভাবিক সীমা উল্লঙ্ঘন করে না, সেইরূপ। এবং পরিনিষ্ঠ মানব সকল বারম্বার সাংসারিক শোকজনক বিষয়ে অর্থাৎ বন্ধুবিয়োগ ধনবিনাশ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে পতিত হয়েন, তথাচ ঐ প্রবল শোকানল তাঁহাদিগের চিরচিহ্নিত মতের ব্যত্যয় করিতে পারে না। যেমন সুবর্ণ বারম্বার অগ্নিদগ্ধ হইয়া থাকে, তথাচ হুতাশন সুবর্ণের প্রকৃতি বিনাশ করিয়া বর্ণান্তর করিতে পারে না, সেইরূপ। অতএব নিষ্ঠাচারি লোক সকল সকল প্রকারে সকলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন, এবং পরিনিষ্ট মানব সকলকে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর কি পর্য্যন্ত কৃপা করেন, তাহা লেখনীর দ্বারা বিস্তার করা অসাধ্য হয়। নিষ্ঠাচার লোকের প্রতি সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তোষের এক দৃষ্টান্ত এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি, বোধ হয় পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া চমৎকার জ্ঞান করিবেন।

হেমন্ত নগরে শ্রীমন্ত নামে এক জন চিত্রকর ছিলেন। এই বিচিত্র চিত্রকর প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বেলা দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরমেশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন, পরে অপূর্ব্ব পটে নানা প্রকার বিচিত্র চিত্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন, অনন্তর মধ্যাহ্নকালে সমাগত অভুক্ত লোক সকলকে আহারাদিদ্বারা সন্তোষ করিয়া নিজের আহার হইত; পরে সাধুসঙ্গ সদালাপাদি কার্য্যেতে সায়াহ্নকাল ক্ষেপণ করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পরমেশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। শ্রীমন্ত চিত্রকরের অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই পুত্র এক কন্যা ছিল, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতা বর্ত্তমান ছিলেন। চিত্রকরের কন্যা অতি পরম সুন্দরী তাহার নাম রূপকুমারী। রূপকুমারীর অপূর্ব্বরূপ গৌরবের সৌরব শ্রবণ করিয়া নানা দেশহইতে রাজপুত্র সকল আগমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন রাজকুমার রূপকুমারীর সুরূপের সদৃশ নহেন, অতএব কাহারো সহিত সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হয় নাই। এই সময়ে হেমন্ত নগরীয় নৃপতি শ্রবণ করিলেন, শ্রীমন্তের দুহিতা পরমসুন্দরী, তাহাকে বিবাহ করণার্থ রাজপুত্র সকল গমনাগমন করিতেছেন। অতএব এক দিবস নরনাথ অকস্মাৎ শ্রীমন্তের বাটীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে চিত্রকর, আমি শ্রবণ করিয়াছি তোমার কন্যা অতুলরূপবতী, অতএব বিবাহ করণার্থ স্বয়ং আসিয়াছি; আমি রাজা, আমাতে কন্যা সম্পদান করিলে পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবা। তাহাতে চিত্রকর উত্তর করিলেন, হে মহামহিম ভূপতি, স্বদেশীয় নৃপতি জামাতা

হইবেন, ইহার অধিক সৌভাগ্য কি আছে? কিন্তু জাতীয় মর্য্যাদা বিষয়ে মহারাজের সহিত আমার অনেক পার্থক্য; তাহাতে যদ্যপি মহারাজের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করি, তবে আমি জ্ঞাতি জাতির নিকট নিন্দনীয় হইব। অতএব অদ্য এ বিষয়ে নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না; বিবেচনা পূর্ব্বক ভূপালকে নিবেদন করিব। চিত্রকরের এই উত্তর শ্রবণে জবন জাতীয় রাজা বিজাতীয় ক্রোধ করিয়া কহিলেন, শ্রীমন্ত, অদ্য তোমাকে ক্ষমা করিলাম; ভূপতিকে অধমজাতি বলিয়া যাহারা ঘৃণা করে, তাহা-দিগের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে হয়। তবে কহিতেছ, বিবেচনা পূর্ব্বক বলিবা। অতএব সপ্তাহের মধ্যে যদ্যপি আমার সহিত রূপকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ না হয়, তবে তোমাদিগকে যৎপরো নাস্তি দণ্ড দিয়া বলপূর্ব্বক রূপকুমারীকে বিবাহ করিব। জবন ভূপাল চিত্রকরকে এই রূপ সভয় বাক্য বলিয়া বিদায় হইলে পর চিত্রকর অন্তঃপুরে প্রবেশ করত পিতা মাতাকে এবং আপন ভার্য্যাকে রাজবাক্য শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, এইক্ষণে আমাদিগের উপায় কি? যদ্যপি নৃপতিকে কন্যা সমর্পণ করি, তবে আমাদিগের প্রতিজ্ঞার ও জাতিধর্ম্মের অন্যথা হইবে; আর না করিলেও নির্দয় রাজা প্রাণ সংহার করিবেন; ইহাতে আমাদিগের উভয় পক্ষ সঙ্কট হইল। এই প্রকার বিবেচনার শেষ নিশ্চিত হইল, সপরিবারে অরণ্যে পলায়ন করিবেন, তথাচ জবন রা-জাকে কন্যা সমর্পণ করিবেন না। এবং শেষ তাহাই ঘটিল; রাত্রিযোগে হেমন্ত নগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। পক্ষান্তরে জবন রাজ্যেশ্বর মনে স্থির করিয়াছেন, চিত্রকরকে যে রূপ বলিয়াছি, তাহাতে সপ্তাহের মধ্যেই রূপকুমারীকে আমাতে সমর্পণ করিবে, সপ্তাহ বিরামে স্বকীয় পরাক্রমদ্বারাই বিবাহ করিব। ইতিমধ্যে অনুচর আসিয়া রাজাকে কহিল, হে ভূপতি, আপনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার বিকল্প হইল, শ্রীমন্ত চিত্রকর সপরিবারে পলায়ন করিয়াছে। রাজা অনুচরমুখে সমাচার শ্রবণ করিয়া বিজাতীয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ চারি দল সৈন্য প্রস্তুত করিয়া তিন দিগে তিন দল প্রেরণ করত অবশিস্ট মহাদল সহিত অরণ্যে অন্বেষণার্থ স্বয়ং যাত্রা করিলেন। এ দিগে চিত্রকরের কি পর্য্যন্ত বিপদ হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। দুই বালক ও রূপকুমারী কন্যা ও স্বীয় ভার্য্যা এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার সহিত চিত্রকর অতি নিবিড় জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোর বিপাকে ঠেকিয়াছেন, কোন দিগে বহির্গমনের পথ নাই; চারি দিবস নিরাহার ক্ষুধাতৃষ্ণাতে অত্যন্ত ক্লান্ত, বিশেষতঃ চরণে কণ্টকাদি প্রবিষ্ট হইবায় শ্রীমন্তের বৃদ্ধ পিতা প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীমন্ত পিতাকে নানা প্রকার জ্ঞানোপদেশদ্বারা শান্ত করত এক স্থানে সকলকে রাখিয়া স্বয়ং জল অন্বেষণ করিতে গেলেন, কিন্তু

নিবিড় জঙ্গলময় পর্ব্বতশিখরে পানীয় প্রাপণ বিষয়ে হতাশ হইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতেছেন, এই সময়ে পরমেশ্বর প্রসাদে কিঞ্চিদ্দূরে এক সরোবর দেখিয়া তথায় গমন করত দৃষ্ট হইল, এক বৃক্ষেতে পরিপক্ক হইয়া অপূর্ব্ব ফল সকল ঝুলিতেছে। এই রূপ আশ্চর্য্য দর্শনেতে হৃষ্ট হইয়া শ্রীমন্ত পরমেশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় পরিবার সকলকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। পরিবার সকল পথশ্রম ক্ষুধা তৃষ্ণাতে ব্যাকুল সরোবরতীরে ফলপ্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ আহার করিলেন, এবং আ-কণ্ঠ পর্য্যন্ত নির্ম্মল পানীয় পান করত সুস্থির হইলেন। কিন্তু সেই সুস্থিরতা ক্ষণিকের ন্যায় হইল, পৃষ্ঠভাগে মহাদুষ্ট জবন রাজা ধাবমান হইয়াছেন, স্থানান্তর গমনীয় পথ নাই, অতএব জবন রাজা অবশ্যই সংহার করিবেন, এই চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া নিশ্চয় করিলেন, নির্দ্দয় রাজা সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র সকলে সরোবরে প্রাণত্যাগ করিবেন। এই সময়ে পরমেশ্বরের কৃপা দেখ, চীন দেশীয় ক্ষত্রিয় বংশ্য মহা-রাজাধিরাজ ক্ষেত্রসিংহ নামক ভূপতি জবন রাজার নিকট এক শ্বেত হস্তির নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জবন রাজা সেই পত্র হেয়জ্ঞান করিয়া হস্তি প্রেরণ করেন নাই। অতএব ক্ষেত্রসিংহ ভূপতি স্বীয় দল বল সহিত জবন রাজার বিনাশার্থ ঘোরতর শব্দে সেই সরোবর নিকট দিয়া আসিতেছেন, ইহার মধ্যে জবন রাজাও সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা পরস্পর দুই দল পথহারা হইয়া জলপানার্থ সরোবর তীরে আসিয়াছেন, কিন্তু চিত্রকরেরা নিশ্চয় বোধ করিলেন, দুই দিগে জবন রাজার সৈন্যেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণার্থ আগত হই-য়াছে, অতএব প্রাণ পরিত্যাগ করণাশয়ে যখন জলাশয়ে গমন করিলেন, তখন ক্ষেত্রসিংহ ভূপাল জানিতে পারিলেন, এই লোকেরা ভয় পাইয়া জলাশয়ে প্রবেশ করিতেছে। অতএব তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নির্ভয় বলিয়া রক্ষা করত কারণ জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, ভয় নাই, জবনের কাল নিকট হইয়াছে, এবং তদ্দণ্ডেই জবনদলের সহিত ঘোর সংগ্রামারম্ভ হইল। তাহাতে জবনেশ্বর ক্ষেত্রসিংহের হস্তে পঞ্চত্ব পাইলেন, এবং মহা-কুলোদ্ভব ক্ষেত্রসিংহ রাজা রূপকুমারীকে বিবাহ করিয়া হেমন্ত নগরীয় সিংহাসন শ্রীমন্তকে দিলেন। অতএব মনুষ্যেরা নিষ্ঠাচারে থাকিলে তাঁহা-দিগের কদাচ বিপদ হয় না, নিষ্ঠাচারি মনুষ্যকে পরমেশ্বর অবশ্যই কৃপা করেন।

FROM THE LIGHT OF INTELLIGENCE.

প্রবোধচন্দ্রিকা।

I.—*A king's advice to his son.*

শ্রীল শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূপালতনয় শ্রীল শ্রীবৈজপালাভিধান ধরণীপাল ছিলেন। তিনি একদা সর্ব্ববিষয়ভাজন সভ্যজনমধ্যে অধ্যাসীন হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে দধীচির অস্থি বজ্রসারময় ছিল, এবং কর্ণের চর্ম্ম অভেদ্য বর্ম্মের ন্যায় ছিল, তাঁহারাও এ ভূতলে বহুকাল রহেন নাই; সম্প্রতি তাঁহাদের সে শরীরও নাই, ও সে বিভবও নাই, ও সে রাজ্যাধিকারও নাই, কিন্তু ঐ দধীচির স্বমরণ স্বীকারপূর্ব্বক বজ্র নির্ম্মাণার্থ অস্থিদানজনিত কীর্ত্তিমাত্র, ও কর্ণের যে অক্ষয় কবচমাহাত্ম্যে চর্ম্ম বর্ম্মের ন্যায় ছিল, সে অক্ষয় কবচের স্বমৃত্যু স্বীকারে যাচককে দানজন্য যশোমাত্র আছে। এ জীবলোকে জীবন কমলদলগত জল-তুল্য চপল হইয়াছে। নবচ্ছিদ্র শরীরে প্রাণবায়ুর অবস্থানই আশ্চর্য্য, কখন্ কোন্ পথে প্রস্থান যে করিবেন সে সহজ। এ সংসার নামমাত্র সংসার, বস্তুতঃ অসার; সকলই অচিরস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু অক্ষর-নিবদ্ধা কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী। অতএব ইহলোকে ও পরলোকে সুখদ যে কর্ম্ম, সেই দূরদর্শিদের প্রত্যহ অবশ্য কর্হব্য। আমার স্থাবিরাবস্থার উপস্থিতি হইল; যে অবস্থাতে শরীর শীর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ, লোচন গলিত, বাক্য স্খলিত, কেশ পলিত, মাংস লোলিত, দন্ত চলিত হয়। পুত্র শিশু. ক্রীড়াতে আসক্তচিত্ত, বিদ্যাভ্যাসেতে অনাসক্তমনাঃ, কিরূপে প্রজাপালন ও রাজ্যরক্ষা করিবেন? এবম্বিধ নিবিধপ্রকার ভাবনা করিয়া শ্রীমান্ বৈজপাল ভূপাল খেলায়মান শ্রীধরাধর নাম নিজ বালককে স্বসন্নিধানে আনিয়া কহিলেন, ওরে বাছা, বিদ্যাভ্যাস কর, বিদ্যাতে রিপুরা পরাজিত হয়, বিদ্যাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হয়, বিদ্যাতে

যশোলাভ হয়; অর্থসাধন ও ধর্ম্ম বিদ্যাতেই হয়; বিদ্যা পিতৃতুল্য হিতকারিণী, বিদ্যা মাতৃবৎ প্রতিপালন করেন, বিদ্যা প্রেয়সী-প্রায় সুখ দেন, বিদ্যা কল্পলতাতুল্য সর্ব্বাভিলাষ দেন। সর্ব্বধনমধ্যে বিদ্যাধন অত্যুত্তম। যে বিদ্যাধন অন্যকে প্রদান করিলে দিনে২ বাড়ে, কোন প্রকারে সুজাত বিদ্যাধন নষ্ট হয় না, রাজদণ্ডেতে হৃত হয় না, চোরেতে অপহৃত হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, দায়াদেরা বিভাগ করিয়া লইতে পারে না, চাকরেরা খাইয়া ফেলিতে পারে না, কোথাও অপ্রকাশিত থাকে না, মরিলে পরও সঙ্গে যায়। হে পুত্র, দেখ, শুন, স্ববুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া বুঝ, আমার কথা নিরন্তর স্মরণ করিও, আমার বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ কর।

হে পুত্র, এক চেতনরূপী পরমেশ্বর এ জগতের উৎপত্তির কারণ, ঈশ্বরকার্য্য ভূতভৌতিকপ্রপঞ্চমাত্র অচেতন। কারণ ঘটপটকারকাদির চেতনতা, কার্য্য ঘটপটাদির অচেতনতা, ইহা সকল লোকের প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ আছে। এই দৃষ্টান্তে এ জগতের আদিকর্ত্তা পরমেশ্বর চেতন, তিনি এক; অনেকেশ্বরকল্পনাতে গৌরব ও প্রমাণাভাব। তৎসৃষ্ট যাবজ্জগৎ অচেতন ও অনেক, এই নিশ্চয়, চিন্মাত্ররূপী পরমেশ্বর অচেতন-মাত্রাত্মক পদার্থ সকলের সৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিলেন, আমি এক চেতন, মদ্ব্যতিরেকে কিরূপে মৎসৃষ্ট অচেতন পদার্থ সকল ব্যাপার যোগ্য হইবেক? চেতনাধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন ব্যাপার হয় না। যেমন সারথির অধিষ্ঠানাভাবে রথের গমনব্যাপারাভাব। এইরূপ চিন্তা করিয়া যদ্যপি স্বসৃষ্ট পদার্থমাত্রের সমান ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তথাপি লোকতঃ চেতনাচেতনবিভাগ বুদ্ধিভাবাভাবকৃত; যথা চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামমধ্যে জরায়ুজ মনুষ্য গবাদি, অণ্ডজ পক্ষি সর্পাদি, স্বেদজ কৃমিদংশমশকাদি, এই ত্রিবিধ ভূতগ্রাম চেতন; উদ্ভিজ্জ তরু গুল্ম লতা শৈলাদিরূপ একবিধ ভূতগ্রাম অচেতন; এবং চেতনজাতীয় মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি মধ্যে যে উত্তম মধ্যমাধম বিভাগ সে বুদ্ধির উত্তমত্ব মধ্যমত্বাধমত্ব প্রযুক্ত। অতএব এ সংসারে চেতন সেই যে বুদ্ধিমান, অচেতন সেই যে বুদ্ধ্যভাববান্। যদ্যপি চেতনজাতীয়দের স্ব২ প্রকৃতিবৈচিত্র্যপ্রযুক্ত বুদ্ধি বিবিধ প্রকার হয়, তথাপি সামান্যতো বুদ্ধি দুই প্রকার, নৈসর্গিকী ও শাস্ত্রীয়া। এই দ্বিবিধ বুদ্ধিমধ্যে নৈসর্গিকী বুদ্ধি, আহার নিদ্রা ভয়াদিমাত্রোপযোগিনী পশুমনুষ্যসাধারণী স্থূলা সহজা। শাস্ত্রীয়া বুদ্ধি, শাস্ত্রানুশীলন গুরূপদেশজনিতা ঐহিকপারত্রিকানুকূল সূক্ষ্ম বিষয়াবধারণক্ষমা তীক্ষ্ণা দুর্লভা।

অতএব হে পুত্র, স্ববুদ্ধির স্থূলত্ব দোষপরিহারার্থে শাস্ত্ররূপিশানে সতত অনুশীলনরূপে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায়, বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র প্রদেশ স্পর্শন করত অভ্যন্তর

প্রবিষ্ট হয়। স্থূল বুদ্ধি প্রস্তরপ্রায়, বিষয়ের যাবৎ প্রদেশ স্পর্শন করিয়াও বাহিরেই থাকে। এতাদৃশ যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেই বুদ্ধি; তাদৃশ বুদ্ধি যার সেই বুদ্ধিমান সেই বলবান; যে বলবান তাহারই রাজ্য; অতএব লোকেতে লৌকিক বুদ্ধি থাকিতেও শাস্ত্রীয় বুদ্ধিরহিতকে নির্ব্বুদ্ধি বলে। নির্ব্বুদ্ধি হইলে রাজপুত্র হইয়াও পিতৃপিতামহ ক্রমাগত রাজ্যাধিকার রহিত হইয়া রঙ্ক হয়। শাস্ত্রাভ্যাসজনিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিনয় ঔদার্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য শৌর্য্যাক্রৌর্য্যাদি গুণগণসম্পন্ন ভূপালবালক প্রজালোকদের প্রিয়তর হন। কোন পণ্ডিতেরা বুদ্ধি তিন প্রকার হয় ইহা বর্ণনা করেন। তৈলবৎ বুদ্ধি প্রথমা উত্তমা; যেমন তৈলবিন্দু জলের এক দেশ স্পর্শ করামাত্রেই তাবদ্দেশ ব্যাপে, তেমনি যে বুদ্ধি শাস্ত্রার্থৈকদেশ স্পর্শ করতই যাবদর্থ গ্রহণ করে সেই উত্তমা প্রথমা। চর্ম্মবৎ বুদ্ধি দ্বিতীয়া মধ্যমা; যেমন চর্ম্ম সূচ্যাদিকরণক যৎপ্রদেশে বিদ্ধ হয় তাবন্মাত্র প্রদেশে সচ্ছিদ্র হয়, আর ২ প্রদেশে পূর্ব্বের মতই থাকে, তেমনি যে বুদ্ধি যাবন্মাত্র শাস্ত্রার্থকরণক সংস্পৃষ্ট হয় তাবন্মাত্রার্থ গ্রহণ করে, অধিকার্থ গ্রহণ করিতে পারে না, সেই বুদ্ধি দ্বিতীয়া মধ্যমা। নমদানামক বস্ত্রবিশেষবৎ বুদ্ধি তৃতীয়া অধমা; যেমন নমদানামক বস্ত্র সূচ্যাদি বিদ্ধ প্রদেশেতে সূচ্যাদিতে অবিদ্ধ প্রদেশের ন্যায় থাকে, তেমনি যে বুদ্ধি পঠিত শাস্ত্রার্থে অপঠিত শাস্ত্রার্থের ন্যায় থাকে, সেই বুদ্ধি তৃতীয়া অধমা।

এবং অরি মিত্র অরিমিত্র মিত্রমিত্র অরিমিত্রামিত্র, পুরোবর্ত্তি এই পঞ্চ প্রকার রাজা, ও পার্ষ্ণিগ্রাহ আক্রন্দ পার্ষ্ণিগ্রাহাসার আক্রন্দাসার মধ্যম উদাসীন, পশ্চাদ্বর্ত্তি এই ছয় প্রকার রাজা, সমুদায়ে একাদশবিধ রাজচক্রমধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজিগীষুসংজ্ঞক মহারাজাধিরাজরূপে সেই এক তত্ত্বৎপ্রকাশ পায়, যেমন একাদশ আদিত্য মধ্যে দিনকৃৎ প্রকাশ পান। এবং চিরস্থায়ি সেই রাজার নিমিত্তে অচিরস্থায়ি আর ২ রাজা সকল প্রবর্ত্তমান থাকেন, যেমন স্থায়ি রসার্থে প্রবর্ত্তমান অস্থায়িভাব সকল হয়, এবং যেমন মণিময় মালার মধ্যবর্ত্তী অতিতেজস্বী মধ্যনায়ক শোভা পায়, তেমনি পার্ষ্ণিগ্রাহাদি পশ্চাদ্বর্ত্তি ভূপালাবলি ও পুরোবর্ত্তি অরি প্রভৃতি রাজরাজীরূপ মালার মধ্যবর্ত্তী সকল রাজার তেজের অভিভবকারী নায়করূপে সেই রাজা বিরাজমান হন। যে অষ্ট গুণ প্রজ্ঞাতে প্রাজ্ঞতম হয়, বুদ্ধির অষ্ট গুণ এই, শাস্ত্রশ্রবণেচ্ছা, শাস্ত্রশ্রবণ, শাস্ত্রগ্রহণ, শাস্ত্রধারণ অর্থাৎ মনে রাখা, শাস্ত্রীয় সদর্থোৎপ্রেক্ষণরূপ উহ, অসদর্থ নিরসনরূপ অপোহ, অর্থজ্ঞান, তত্ত্বনিশ্চয়। অতএব হে পুত্র, সতত শাস্ত্রাভ্যাস করত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর। অনন্তর পুরস্থজনসমূহের ও প্রজাজন সমাজের মনোনুরঞ্জনকারী হইয়া পিতৃপিতামহাদি পুরুষ পরম্পরাতে ক্রমাগত রাজ্যের রক্ষা কর। হে পুত্র, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,' এই শাস্ত্রীয় বাক্যের যদ্যপি যুদ্ধমাত্রবীর পুরুষের ভোগ্যা পৃথিবী হন

এই অর্থ আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তথাপি যুদ্ধবীর দয়াবীর দানবীর যে পুরুষ, তাহারি ভোগ্যা এই পৃথিবী হন, এই তাৎপর্য্যার্থ। যেহেতুক যুদ্ধমাত্রবীর রাজকীয় যে পুরুষেরা তাহারা কেবল যুদ্ধ করে, রাজদত্ত বেতনমাত্র ভোগ করে; পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বীর যে পুরুষ সেই ক্রমাগত রাজ্যভোগ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে করে। অতএব হে পুত্র, যুদ্ধবীর ও দয়াবীর ও দানবীর হও।

হে পুত্র, আর শুন। এ জগতের ধারণকর্ত্তা যে হয় তাহাকে শাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দে কহে, এবং এ জগতের বিনাশকারী যে হয় তাহাকে অধর্ম্ম শব্দে কহে। তবে যে রাজার ভূধারকতা সে ধর্ম্মদ্বারা, যেহেতুক অতিশয় যুদ্ধবীর যে রাজা সেও ধর্ম্ম ব্যতিরেকে পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু অধর্ম্মেতে সকল নষ্ট হয়; অতএব রাজার ভূধারকতা ধর্ম্ম-নিমিত্তক, স্বমাত্র নিমিত্তক নয়। অতএব সত্যযুগে সকলের ধর্ম্মমাত্রাচরণ যে পর্য্যন্ত ছিল, তাবৎ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে রাজা কেহ ছিল না; পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধর্ম্ম সঞ্চার হওয়াতে পরমেশ্বর সত্যের শেষাবধি এতৎ পর্য্যন্ত অধর্ম্ম নিবারণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণক স্বসৃষ্ট পৃথিবীর রক্ষার্থে রাজত্ব-পদে কালবিশেষে পুরুষবিশেষকে বরাবর স্থাপিত করিয়া আসিতেছেন। এবং যে বস্তু যে নির্ম্মাণ করে, সে বস্তু তৎকর্ত্তৃক দানবিক্রয়াদি ব্যতিরেকে তাহারি থাকে। এ পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা পরমেশ্বর স্বনির্ম্মিত পৃথিবী কখনো কাহাকেও দান করেন নাই ও বিক্রয়ও করেন নাই, অতএব এই পৃথিবী পরমেশ্বরেরি। পরমেশ্বরেচ্ছানুসারে স্বকীয় পৃথিবী পালনার্থে যখন যে রাজপদে স্থাপিত হয়, তখন তাহার উপযুক্ত এই হয়, যে শাস্ত্রোক্ত রাজধর্ম্মানুস্মরণ পূর্ব্বক অধর্ম্ম নিবারণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণক দুষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালনার্থে প্রজা লোকদেরহইতে নিয়মিত কর গ্রহণ করত এ পৃথিবীর পালন করেন। সকল রাজধর্ম্মের তাৎপর্য্যার্থ এই। তাদৃশ রাজধর্ম্ম বিপরীতকারী শিশ্নোদরমাত্রপরায়ণ স্বভাণ্ডার পরিপূরণার্থে ইচ্ছাচার করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিংরাজা, সে কৃতসুরাপান বৃশ্চিকদষ্ট ভূতাবিষ্ট বানর ন্যায় ব্যাকুল হয়।

হে পুত্র, মনোযোগ কর। এ মনুষ্যলোকে যদি কেহ কোন ক্ষুদ্রতর পুরুষের দ্রব্যেতে স্বকীয় জ্ঞান করিয়া যথেষ্টাচরণ করে, সে ইহলোকে রাজদণ্ড ও অকীর্ত্তিভাগী হইয়া পরলোকে বহুতর কালপর্য্যন্ত নরক-ভাগী হয়। এ পৃথিবী জগদীশ্বরের, ইহাতে আমার এ পৃথিবী, এতাদৃশ বুদ্ধিকারী যে প্রমত্ত উচ্ছৃঙ্খল যথেষ্টাচারী কিংরাজা, তাহার কথা কি কহিব? বিদ্যাভ্যাস ব্যতিরেকে রাজ্যরক্ষার কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক বিজ্ঞান হয় না। অতএব হে পুত্র, বিদ্যাভ্যাসেতে সতত মানসের আবেশ কর, এবং বিদ্যাভ্যাস প্রতিবন্ধক যে সকল তাহাতে হেয়জ্ঞান কর। বিদ্যা-ভ্যাসের প্রতিবন্ধক এই সকল, বহুজনসহবাস, উত্তম মিষ্টান্ন ভোজনা-

ভিলাষ, গন্ধপুষ্পবনিতাদির উপভোগ, ইতস্ততো নিরর্থক ভ্রমণ, নৃত্য-গীতবাদ্যে অনুরাগ, পাশকাদি ক্রীড়া, বুদ্ধিভ্রংশকারি মাদক দ্রব্য পানাদি।

ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৈজপাল ভূপালের বালক শ্রীধরাধর অত্যন্ত লজ্জান্বিত হইয়া সবিনয় বচনে জনকসন্নিধানে নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ, তাৎকালিক বিরস পরিণামসুখদ কটু তিক্ত কষায় ঔষধ বাহ্যজ্বরাদি রোগ নিবৃত্ত্যর্থ পিতা পুত্রকে পান করান। আপনি তাৎকালিক পরিণাম উভয় সুখদ যে উপদেশরূপ অমৃত তাহা মূর্খত্বদোষ নিবৃত্তিপূর্ব্বক আন্তরিক রোগের উপশমনার্থ পান করাইলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। সংপ্রতি কোন্ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিব, তাহা আজ্ঞা করুন।

স্বতনয়ের এতদ্রূপ সবিনয় বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীল শ্রীবৈজপাল ভূপাল অত্যন্ত সন্তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া পুত্রকে মুখচুম্বন পূর্ব্বক স্বক্রোড়ার্পিত করিয়া কহিলেন, হে পুত্র, অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে নীতিবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা রাজ্যকর্ম্মোপযোগিনী যদ্যপি হয়, তথাপি অস্ত্রবিদ্যাহইতে নীতিবিদ্যা অধিকোপযোগিনী। যেহেতুক নীতিবিদ্যাতে রাজ্য স্থির থাকে, অতএব নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রার্থজ্ঞান শাস্ত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয় মূলক, তাৎপর্য্যনির্ণয় বাক্যার্থজ্ঞানমূলক, বাক্যার্থজ্ঞান পদার্থজ্ঞানমূলক, পদার্থজ্ঞান পদজ্ঞানমূলক, পদজ্ঞান ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ঞানমূলক। অতএব প্রথমতঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞানের সুসাধ্যতা নিমিত্তে ব্যাকরণশাস্ত্রাভ্যাস করণক তদর্থ জ্ঞান করিয়া নীতিবিদ্যাভ্যাস কর। ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য শাস্ত্র-জ্ঞান দুষ্কর। যে ব্যাকরণশাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রজ্ঞান করিতে ইচ্ছা করে, সে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে জলোপরি বেগেতে গমন করে যে সর্প, তাহার চরণ গণনা করিতে পারে। অতএব ব্যাকরণাভ্যাস অগ্রে কর, অনন্তর নীতিবিদ্যাভ্যাস কর, তৎপশ্চাৎ আর ২ বিদ্যানু-শীলন করিও। ব্যাকরণজ্ঞানরহিত বুদ্ধি খোদকতা রহিত হয়, অতএব ব্যাকরণ প্রথমতঃ অবশ্য অধ্যেতব্য। এই বিষয়ে কেহ কহে, যেমন লৌকিক গাছ মাছ ইত্যাদি শব্দ ও তদর্থ জ্ঞান লৌকিক ব্যবহার করিতে ২ ক্রমশঃ হয়, তেমনি সংস্কৃত শাস্ত্রাভ্যাস করিতে ২ শাস্ত্রীয় শব্দ ও তদর্থ জ্ঞান উত্তরোত্তর হইবে, অতএব ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজন, তদ্ধে-তুক অধ্যেতব্য নয়। সে কিছু নয়, যেহেতুক ব্যাকরণের প্রয়োজন শব্দের সাধুত্ব অসাধুত্ব জ্ঞাপন নতু শব্দ জ্ঞাপন; শব্দ সকলের নিত্যত্বহেতুক এ শব্দ উত্তম এ শব্দ অধম ও এ শব্দ এই ২ অক্ষরে হয়, অন্যাক্ষরে হয় না; যেমন দন্ত্য সকারান্ত বিস শব্দ মৃণালবাচক, মূর্দ্ধন্য ষকারান্ত বিষ শব্দ গরলবাচক। অতএব অধম শব্দে হেয়ত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক বাচক শা-স্ত্রীয় শব্দের উপাদেয়ত্ব জ্ঞান নিমিত্তক ব্যাকরণ শাস্ত্র অবশ্য অধ্যেতব্য

নটে। যদ্যপি লৌকিক ব্যবহার কালে 'মৎস্যমানয়' 'মাচ আন,' এই দুই বাক্যের তুল্য ফল হউক, তথাপি শাস্ত্রীয় ব্যবহারকালে অর্থ অনর্থরূপ বিভিন্ন ফলকর্ত্তা বেদে শ্রুত আছে। এবং সভার ভূষণ পণ্ডিত, পণ্ডিতের ভূষণ উত্তমালঙ্কারযুক্ত শব্দপ্রয়োগ। যে ব্যক্তি ব্যাকরণজ্ঞানবিহীন হইয়া সাধু শব্দ প্রয়োগাভিলাষী হয়, সে যদি মৃণালতন্তুতে মত্ত হস্তিকে বন্ধন করিতে পারে, তবে স্বাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে। হে পুত্র, শুন, পরমেশ্বর গুণাদি বর্ণনাবিষয়ে কেহ যদ্যপি কদাচিৎ একও সাধু শব্দ প্রয়োগ করে, তবে তাহার পরলোকে উত্তম গতি হয়, ইহা শ্রুতিতে শ্রুত আছে। অতএব ঐহিক পারত্রিক ফল সিদ্ধ্যর্থ ব্যাকরণ শাস্ত্রজ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য, এই নিশ্চয়।

II.—*Impulse an unsafe guide.*

কোন কবি এক মহাধনিক বণিক নিকটে এক কবিতা করিয়া বিক্রয় করিতে লইয়া মহাজনকে কহিলেন, এ শ্লোক তুমি আমাহইতে ক্রয় কর, মূল্য একশত স্বর্ণ দেও। মহাজন কহিল, এ শ্লোকেতে কি হয়? কবি কহিলেন, সর্ব্বার্থ রক্ষা হয়। বণিক কহিলেন, দ্রব্যের গুণ না জানিয়া ক্রয় করা হয় না, গুণ জানিলে মূল্য দিতে পারি; এইক্ষণে আমার নিকটে এই শ্লোক রাখিয়া যাও; এ দ্রব্য এমন নয় যে আমার কাছে রাখাতে তোমাহইতে যাবে। কবি কহিলেন, ভাল, তাহাই হউক; এ শ্লোকের প্রয়োজন জানিলে আমাকে তো এক শত স্বর্ণ দিবে? বণিক কহিলেন, অবশ্য দিব, অন্যথা কখনো হইবে না। ঐ কবি এইরূপে বণিককে প্রতিশ্রুত করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। মহাজন ঐ কবিতা অন্তঃপুরে শয়নাগারের পাষাণময় ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিলেন।

তদনন্তর কিছু দিবসের পর ঐ বণিক বাণিজ্য করণার্থে অর্ণবযানেতে নানাবিধ সামগ্রী বোঝাই করিয়া অজ্ঞাতগর্ভা পত্নীকে স্বালয়ে রাখিয়া বিদেশ গমন করিলেন। নানা দেশীয় বহুবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় প্রতিদানেতে অনেক ধন লাভ করিয়া ষোড়শ বর্ষোত্তর স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে স্বসার্থ বয়স্যের সহিত পরামর্শ করিলেন, যে হে বয়স্য, আমি যখন বাটীহইতে প্রস্থান করি, তখন আমার স্ত্রী তরুণী ছিল, আর বাটীতে প্রাচীনা অভিভাবিকা স্ত্রী কেহ নাই, একে যুবতী তাহাতে স্বতন্ত্রা আমার ভার্য্যা, এ কারণ আমার সন্দেহ হয়; না জানি, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহারে আছে। এবং নীতিশাস্ত্রেও কহিয়াছেন, নারী যদি স্বক্রোড়স্থিতাও হউক, তথাপি পরিরক্ষণীয়া। অর্থাৎ এ আমার নিকটে আছে, ইহাহইতে কুকর্ম্ম হইতে পারিবে না, ইহা মনে করিয়া তদ্বিষয়ে অসাবধান হইবে না। আমার ভার্য্যা যো-

ত্তণ বৎসর হইল আমাছাড়া হইয়া আছে, না জানি কেমন আছে। হে বয়স্য, স্ত্রীবিষয়ে এক কথা আছে তাহা কহি শুন।

এক রাজকীয় লোক থাকে, তাহার জারাসক্তচিত্তা এক ভার্য্যা থাকে ঐ রাজপুরুষ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালাবধি দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত রাজসেবা করিতে যায়। ইত্যবসরে তাহার ভার্য্যা একাকিনী গাত্রে প্রচুর হরিদ্রা লেপন করিয়া বাটীর নিকটস্থ নদী সন্তরণ করিয়া পরপারবাসি অতি বলবান এক কোটালের সঙ্গে লীলারঙ্গ হাস্যপরিহাসাদিপূর্ব্বক অত্যুৎকট স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার শরীরে বরবর্ণিনী বিলেপন করিয়া স্রোতঃস্বতী বাহুতরণ করিয়া শ্রমপ্রযুক্ত অকাতরে পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রা যায়। তাহার ভর্ত্তা প্রহরদ্বয়োত্তর স্বনিবাসে আসিয়া স্বপ্রেয়সী সমভিব্যাহারে শয়ন করে। তাহার ঐ ভার্য্যা প্রাতঃকালে বায়স সমূহের শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া, ও মা, এ কি? এতাদৃশ কাতরোক্তি করিয়া কাঁপিতে ২ নিজ বাহুদ্বয়লতাপাশেতে স্বামিকণ্ঠ গ্রহণ করত মিথ্যাচারে অত্যন্ত ভয়েতে মূর্চ্ছিতা প্রায় হয়। তদনন্তর তৎপতি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া অস্তব্যস্তে স্বপ্রিয়াননে জল প্রক্ষেপ করিয়া, আহা, আমার প্রেয়সী অতি সুকুমারী, অন্তঃপুরের বাহির কখনো হন নাই, কিছুই দেখেন নাই, এবং কিছুই শুনেন নাই, কেবল গৃহপঞ্জরকোকিলা; ইত্যাকার করুণোক্তি করত স্বপ্রিয়ার শরীরে হাত বুলাইয়া মায়া মূর্চ্ছা মোচন করিত। অনন্তর ঐ স্ত্রী পতিকে কহিত, হে প্রাণনাথ, প্রতিদিবস প্রত্যূষ সময়ে এ গুলা কি ডাকে? শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প হয়, ও মা, এ বালাইগুলার ডাক এমন কেন? আজিহইতে এ পাপগুলার ডাক এমত যেন না হয়, তাহা তুমি কর; তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও; ভাগ্যে ২ আজি বাঁচিলাম, এমনি হইতে ২ না জানি কোন দিন মরিয়া যাইব।

স্ত্রীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র স্বনারীকপটাচারে বঞ্চিত তৎপতি সুপ্রভাত ২ হাহতোস্মি, এ কি অমঙ্গল বাক্য, তোমার বালাই লইয়া তোমার সৌন্দর্য্যেতে ও সুশীলতাতে অসহমানা পাপীয়সীরা মরুক; এমন কথা আর কখনো মুখে আনিও না। এইরূপ প্রিয়বাদ করিয়া কান্তামুখচুম্বন পূর্ব্বক তৈতন্য ভয়াপনোদন করিয়া নৈত্যিক কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তমান হইত। পরে ঐ আতিথেয় গৃহস্থের গৃহে কমণ্ডলুচারি সন্ন্যাসির প্রায় এক ব্রহ্মচারী আসিয়া বেলাবসানে উপস্থিত হইল। ইহা শুনিয়া পক্ষিরা কহিল, কমণ্ডলুচারি সন্ন্যাসী কেমন? অন্য পক্ষী উত্তর করিল, এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সদ্বংশজাত হইয়াও কুলক্ষণদোষেতে বড় চোর হইলেন; দৈবাৎ এক দিবস কোন স্থানে স্বল্পোপ্ত অর্থাৎ বমাল চৌর্য্যেতে ধরা পড়াতে অপমান পাইয়া স্বদেশহইতে দূরদেশ গমন করিলেন। তাহা উচিত, কেননা "সম্ভাবিতস্য মানে ম্লানে মরণমথবা দূরগমনং" ইতি। অনন্তর সন্ন্যাস করিলেন,

এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়াও স্বভাবদোষেতে যন্ত্রিত হইয়। অন্যান্য সন্ন্যাসিদের নিদ্রাকালে একের কমণ্ডলু অন্যের কাছে রাখেন, অন্যের কমণ্ডলু আর এক জনের কাছে রাখেন, এইমতে কমণ্ডলু বিনিময়রূপ কমণ্ডল্বাচার করেন। প্রাতঃকালে সেই সন্ন্যাসিরা স্বস্বকমণ্ডলুর ব্যত্যাস দেখিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্যত্যাসকারি ঐ সন্ন্যাসিকে দূর করিয়া দিলেন। এ কথার তাৎপর্য্য স্বভাবাতিক্রম দুর্ঘট। এতাদৃশ কমণ্ডল্বাচারি সন্ন্যাসির ন্যায় ঐ অতিথি ব্রহ্মচারী ছিল, যেহেতুক ইনিও বিটপতাদোষেতে সর্ব্বসজ্জনন্যক্কৃত হইয়া বিবেকেতে ব্রহ্মচারী হইয়াছেন।

অনন্তর ঐ আতিথেয় গৃহি ব্যক্তি দিবাবসানে আগত পূর্ব্বাপরিচিত আগন্তুক অতিথি ব্রহ্মচারিকে দেখিয়া কৃতকৃত্য ও ধন্যবাদ করিয়া স্বয়ং ভক্তিশ্রদ্ধা সৎকারাতিশয়ে প্রণাম স্বাগত প্রশ্ন পাদ্যার্ঘ্য প্রদানানুষ্ঠান পুরঃসর আসনাবস্থাপন ভোজন শয়ন করাণ লক্ষণ আতিথ্য ঐ অতিথি ব্রহ্মচারির করিয়া রাজসেবার্থে গমন করিল। তৎপর উপপতিসমীপগমনার্থে উদ্দামব্যগ্রচিত্তা তৎপত্নী ঐ অতিথিকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করে, ওগো ব্রহ্মচারি গোঁসাই, মহাশয়ের নিদ্রা হইল? ব্রহ্মচারী কহিল, উহুঁ তন্দ্রাই হইতে দিতেছে না, নিদ্রা কি হবে? কাণের কাছে মশাগুলা ভেন২ করে। তখন ঐ স্ত্রী স্বসখীসহিত উকিমারিয়া দেখে, ও কাণাকাণি করে, আইসে যায়, আবার আইসে আবার যায়; আমর এ পাপটার চক্ষে কি ঘুম নাই? ইহা চুপেচুপে কহে। এইরূপে অতিশয় অস্তব্যস্ত হইয়া অতিথিকে কহিল, তোমার কি আজি নিদ্রা হইবে না? ব্রহ্মচারী এই হয়? ইহা কহিয়া নিদ্রাব্যাজে নাসাশব্দ করিতে লাগিল। তদনন্তর ঐ স্ত্রী অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তা হইয়া গাত্রে যথেষ্ট হরিদ্রা অনুলেপন করিয়া নদী সন্তরণপূর্ব্বক জারালয়ে গমন করিল। ব্রহ্মচারী স্বভাবদোষে কৌতুকদর্শনার্থী হইয়া প্রচ্ছন্নরূপে তৎপশ্চাৎ গমন করিয়া নিভৃত স্থলে থাকিয়া ঐ স্ত্রীর চরিত্র সকল দেখিয়া শয়নস্থানে আসিয়া নিদ্রিত হইয়া থাকিলেন। এইরূপে উপপতিসমীপোপস্থিতা অভিসারিকা ঐ কামিনী অত্যন্ত কামুক জারসঙ্গে কামকলালীলাবিলাসপূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বিলক্ষণমতে স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অনেক হলুদ মাখিয়া নদী সাঁতারিয়া ঘরে আসিয়া খাটে অকাতরে শুইয়া থাকিল। অনন্তর দুই প্রহর রাত্রির পর তৎপতিও আসিয়া তৎসহিত স্বাপাবেশে থাকিল।

পরে প্রাতে ঐ গৃহপতি মুখপ্রক্ষালন শৌচাচমনাদি প্রাতঃকৃত্য করিয়া ব্রহ্মচারিসমীপে আসিয়া দণ্ডবৎ করিল। ব্রহ্মচারি আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও কহিলেন, "দিবা বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সন্তরতে নদীং," অর্থাৎ যে দিবসে কাকের ডাকে ভয় পায়, সে রাত্রিতে একলা নদী সন্তরণ করে।

গৃহী বিমনা হইয়া কহিলেন, "অত্র নক্রভয়ং নাস্তি," অর্থাৎ সে নদীতে কুম্ভীরের ভয় নাই? ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "ভক্ষি জানন্তি তদ্বিদ অর্থাৎ কুম্ভীরের ভয় নিশ্চিৎরূপে যে জানে, সে কুম্ভীরের ভয় যাহ না হয় তাহাও জানে। এই কহিয়া ব্রহ্মচারী গেলেন। গৃহী ব্রহ্মচারির কথাতে সন্দিগ্ধ হইয়া সেই দিবস রাজসেবার্থ গমনচ্ছলে নদীপ রহঃস্থানে লুক্কায়িত হইয়া স্বস্ত্রীর চরিত্র তাবদ্দেখিয়া মনে করিল, ‹ ব্রহ্মচারি যাহা কহিয়াছিল, সে সকলি সত্য। নক্রভয়েতে গাত্রে হ লেপন করে শ্রুত আছে, হরিদ্রা কুম্ভীরজাতির বিষ। স্ত্রী হইয়া ই এ পর্য্যন্ত অনুধাবন। হায়! এ বড় দুর্দ্দৈব, ইনি আমার প্রেয়সী, ই কুহক বিড়ম্বনাতে আমি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বিড়ম্বিত হইয়াছিলাম। এ হইয়া আমাকে লীলামর্কটপ্রায় করিয়া রাখিয়াছিল, এত দিনে স প্রকাশ হইল। আমি কেবল বর্ব্বর। "জুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।" পূর্ব্বে সকল কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতে পারি নাই। এইরূপে নানাপ্রকার অনুশো ও পশ্চাত্তাপ করিয়া তদবধি ঐ স্ত্রীতে বীতরাগ হইয়া তাহাকে ত করিল।

ঐ মহাজন কহিলেন, হে সখা, স্ত্রীজাতি এমন হয়, স্ত্রীদের মুখ প্র পদ্মাভ বচন পীযূষপ্রবাহ প্রায়, হৃদয় শাণিত তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার সমান, তা দিগের চেষ্টিত কে জানিতে পারে? আর স্ত্রীদের প্রিয় কেহ নাই, অ য়ও কেহ নয়, যেমন গো সকল অরণ্যে দিনে ২ নব ২ ঘাস প্রার্থনা ক তেমনি স্ত্রীরা অহরহ নব ২ পুরুষসঙ্গরসাভিলাষ করে, ইহা নীতিশ প্রসিদ্ধ আছে; অতএব আমাকে আপন পত্নীর রীতি বুঝিতে হ ইহা কহিয়া আগমনবার্ত্তা বাটীতে না দিয়া আপনি একাকী হ স্বকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে শয়নাগারে স্বীয় নিদ্রাতে আছে, তৎসমীপে এক ষোড়শবর্ষীয় যুবাপুরুষ শয়ন করিয়াছ ইহা দেখিবামাত্রে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ স্ত্রীপুরুষকে যুগপৎ ছে করিতে খড়্গোদ্যম করিবামাত্রে সেই কবিদত্ত পদ্য যে স্থানে লে ছিল সেই স্থানে লাগিল। অনন্তর মহাজনের ঊর্দ্ধদৃষ্টি হওয়াতে ন গোচর ঐ শ্লোকের "হঠাৎ কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়," এই অর্থ ব প্রচণ্ডতর ক্রোধের সম্বরণ করিল। পশ্চাৎ মহাজন স্থিরচিত্ত হইয় পুরুষকে স্বপুত্রস্বরূপে নিশ্চয় করিয়া ঐ কবিকে সহস্র স্বর্ণ দিয়া পুত্রকে লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পক্ষী কহিল, হে বন্ধু লোকেরা, অতএব আমি কহি, সহসা কোন ক করা ভাল নহে, কিন্তু বিচার করিয়া করা ভাল। নীতিজ্ঞেরা কহেন, স্বসমানের সহিত বৈর ও প্রীতি ও বিবাহ করণীয়, এবং আপনহইতে বড় তাহার সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়, এবং অনেকের সহিত যুগ বিরোধ কর্ত্তব্য নয়। এ সমদ্র আমাদের অপেক্ষায় সহায় সম্পত্তি সা

সর্ব্বপ্রকারেই বড়, আমরা ইহার সমান কোন মতেই নই, আর ইহার বিরুদ্ধ আমাদের হইতে কি হইতে পারিবে? কার্য্যমাত্র সাধন সামগ্রীসাপেক্ষ আমরা অতিক্ষুদ্র পক্ষী, আমাদের কার্য্যসাধন সামগ্রী পক্ষ পাদ চঞ্চু পুটমাত্র, অতএব এতাদৃশ সমুদ্রের ঈদৃশ আমাদের এতাবন্মাত্র সাধনসাধ্য যে কার্য্য হয়, তাহাই আরম্ভ করা উপযুক্ত হয়। ইহাতে অন্য এক পক্ষী উত্তর করিল, যে শত্রুকে ছোট জানিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক উপহাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, সে তাহাহইতে অবশ্য বিনাশ পায়, ইহা নীতিবিশারদেরা কহিয়াছেন। অতএব আমরা যে উপায়েতে ইহার অনিষ্টাচরণে প্রবর্ত্ত হইব, সে উপায়েতে কিম্বা আমাসবাতেই তুচ্ছ জ্ঞানে উপহাস্য করিয়া এ সমুদ্র নিরুদ্যুক্তই হউক, কিম্বা অনবহিতই বা হউক, অবশ্য কিছু হইবে; তবেই মহৎঅভিমান প্রযুক্ত শত্রুতে তাচ্ছল্যরূপে নিজ দোষেতেই নষ্ট হইবে।

ইহা শুনিয়া আর এক পক্ষী কহিল, সে উপায় কি যাহাতে আমাদের হইতে এ সমুদ্রের অনিষ্ট হইবে? ঐ পক্ষী কহিল, শুন, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ চঞ্চুতে ও পক্ষদ্বয়েতে সাগরহইতে জল উঠাইয়া শুকনাতে ফেলাও, এবং ঐ আর্দ্র শরীরে ভূমি লুণ্ঠন করিয়া সমুদ্রে ডুব, আবার সেই গাত্রসংলগ্ন জল ডেঙ্গাতে ঝাড়, কেহ বা চঞ্চুতে তৃণাদি আহরণ করিয়া সমুদ্রে ফেলাও, আরবার সমুদ্রে ডুবিয়া শুষ্ক স্থানে গা ঝাড়, এইরূপ করিতে ২ ক্রমে.২ কালক্রমে পয়োনিধি শুষ্ক হইবে। ইহা শুনিয়া সেই পক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, এ উপায়ে এ সমুদ্র কত কালে শুকাইবে? ইহাতে সেই পক্ষী কহিল, শুন, যে কার্য্য সে সব এক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক, পরমেশ্বরই চেতন, চেতনই কর্ত্তা হয়, অস্মদাদি অতীতানাগতবর্ত্তমান যে সকল জীববর্গ সে সকলি অচেতন, অতএব কার্য্য, কর্ত্তা নয়, কর্ত্তা কেবল চেতনরূপী পরমেশ্বর। তবে যে গত গম্য সম্প্রতিকালীন জীবসংঘাতের কর্ত্তৃত্ব, সে কেবল অয়োগোলকন্যায়ে হয়, যেমন তোপের গোলার যে দাহক্রিয়াকর্ত্তৃত্ব সে তাহাতে থাকে যে অগ্নি তাহারই, কিন্তু স্থূলদর্শিরা কহে, তোপের গোলা পোড়াইতেছে; বস্তুশক্তিবিবেচকেরা তাহা কহে না, কহে অয়োগোলকাবচ্ছিন্ন বহ্নি দাহ করিতেছে। তেমনি বাহ্যদর্শিরা কহে, সে আমি তুমি ইনি করিয়াছে, করিতেছে, করিবে, করিয়াছি, করিতেছি, করিব, করিয়াছ, করিতেছ, করিবা, করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানিরা ব্যবহারকালে যদ্যপি তেমনি কহুন, তথাপি পরমার্থতঃ তাহা কহেন না, কহেন সর্ব্বশরীরাবস্থিত চেতনরূপী পরমেশ্বর সন্নিধানবশতঃ কার্য্যমাত্র হইতেছে, এবং সর্ব্বত্রাবস্থিত চেতনরূপী পরমেশ্বরের চেতনতাতেই সান্তঃকরণ সকল শরীরিদিগের চেতনতা। নিরন্তঃকরণ স্থাবরশরীরিদের চেতনতা নাই, যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত সূর্য্যরশ্মির চাক্‌চক্যেতেই কাচভূমির চাক্‌চক্য তদিতর ভূমির চাক্‌চক্য হয় না, এই সকল বেদের পরমসিদ্ধান্ত। অতএব হে ভ্রাতারা, মিথ্যাভ্রম দূর কর, জ্ঞানচক্ষুতে দেখ,

তিনিই সকলি করেন এবং দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, তাঁহার কাছে ছোট বড় সকল সমান, অতএব আইস সকলে ঐকমত্য ও ঐকবাক্য কর; যেমন কূর্ম্মেরা স্বকীয় অণ্ডেতে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, যেমন বা ডুবারুরা স্বনাসাপুটদ্বয়ে উচ্ছাস নিঃশ্বাসার্থ প্রবিষ্ট নলদ্বয়েতে একান্ত সাবধান থাকিয়া গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া দ্রব্যান্বেষণ করে, তেমনি ঈশ্বরেতে প্রণিহিতমনা ও জাগরূক হইয়া স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম করণে নিমগ্ন হও, তিনি অবশ্য আমাদের মনোরথ সিদ্ধ করিবেন, এইরূপ বিশ্বাস কর, অসম্ভাবনা কদাচিৎ করিও না। এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস শুন।

দণ্ডকারণ্যে প্রাচী নদীতীরে বহুকালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন, বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না। দৈবাৎ ঐ তপোধনের তপোবনেতে এক দিবস নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ তপস্বী বহুমান পুরঃসর পাদ্যার্ঘ্যাসন দান ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদ মুনিকে নিবেদন করিলেন, হে ঈশ্বরদর্শি মুনি, বহুকালব্যতীত হইল আমি তপস্যা করিতেছি, তপঃসিদ্ধি হয় না, কত কালে আমার তপঃসিদ্ধি হইবে, ইহা আপনি ঈশ্বরসমীপে জানিয়া আমাকে আজ্ঞা করিবেন। তাপসের এই বাক্য শুনিয়া নারদ মুনি ঈশ্বরসন্নিধানে গিয়া তাহার কথা নিবেদন করিলেন। ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন, ঐ তাপসের তপোবনোপকণ্ঠে যে অতিবৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে, সে বৃক্ষের যত পত্র, তত শত বৎসরে তার তপস্যাসিদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের এই আজ্ঞা নারদ শুনিয়া ঐ তপোধনকে কহিলেন। তপোধন শুনিবামাত্র পরমাহ্লাদে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, ও কহিলেন, ভাল, কখনো হউক, আমার তপঃসিদ্ধি হইবে তো। তপস্বী এইরূপে অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া নারদ মুনির নিকটে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে পরমেশ্বর স্বয়ং ঐ তাপসের আশ্রমে আসিয়া তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে তাপস, অদ্য তোমার তপঃসিদ্ধি হইল, তাহার বিলম্বের কারণ যে সকল পাপ ছিল, তাহা তোমার নিষ্ঠার এতাদৃশী পরাকাষ্ঠাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এইরূপে ঐ তপস্বিকে তপঃসিদ্ধির প্রদান করিয়া ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর নারদ মুনি ঐ তপোধনকে কহিলেন, হে তপস্বি, কার্য্যসিদ্ধির কালের কিছু ইয়ত্তা নাই, কিন্তু পুরুষের বিশ্বাসপূর্ব্বক আত্যন্তিক নিষ্ঠাতে সন্তুষ্ট পরমেশ্বরের প্রসাদ যখন হয় তখনি কার্য্যসিদ্ধি হয়, দ্বৈধ যাবৎ থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না।

অতএব কহি, হে বন্ধুবর্গেরা, অসম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া "কার্য্যং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" ইত্যাকারক সুদৃঢ় আগ্রহ করিয়া কার্য্যসিদ্ধির উপায় করণে সকলে প্রবর্ত্ত হও। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকল পক্ষিরা একত্র হইয়া সমুদ্রশোষণার্থে কেহ বা সমুদ্রে ডুব দিয়া ডেনাতে

গা ঝাড়ে, আবার ধূলাতে গড়াগড়ি দিয়া সমুদ্রে ডুবে, এইরূপ পৌনঃপুন্যে করিতে লাগিল; কেহ বা চঞ্চুতে তৃণাদি আহরণ করিয়া জলে ফেলায়, জলে ডুবিয়া ভূমিতে পাখা ঝাড়ে, এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে লাগিল। এতদ্রূপ ব্যাপার অহোরাত্র অবিশ্রান্ত বহু দিন পর্য্যন্ত পক্ষিসমূহেরা করিল। অনন্তর ঈশ্বরপারিষদ এক মহর্ষি অর্ণবতীরে আসিয়া পক্ষিদের তাদৃশ ব্যাপার দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিয়া আমূলতঃ তাবদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া ঈশ্বরসমীপে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে কৌতুকরূপে পক্ষিদের বিষয় ঈশ্বরকে বিজ্ঞাপন করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন, পক্ষিরা যদি সমুদ্রশোষণার্থে একান্ত যত্নবান হইয়াছে, তবে যে সমুদ্র শুষ্ক হইবে, এ কি আশ্চর্য্য? লোকের প্রযত্নেতে অসাধ্য কিছুই থাকে না, পুরুষ ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করিলে দুঃসাধ্য সিদ্ধি করিতে পারে। পরমেশ্বরের এতাদৃশ ইচ্ছা হওয়াতে অগস্ত্য নামে মুনি সমুদ্র পান করিয়া মরুভূমিপ্রায়ঃ করিলেন, এইরূপে ঈশ্বরপ্রসন্নতাতে অগস্ত্য মুনিদ্বারা পক্ষিরা প্রাপ্তমনোরথ হইয়া বৈরনির্য্যাতন করিল। এইরূপে সমুদ্র শুষ্ক হইয়া বহু দিন পর্য্যন্ত ছিল, পশ্চাৎ সগরসন্তানদের খননেতে পূর্ব্ববৎ জলেতে সম্পূর্ণ হইল। এ কথার তাৎপর্য্য, কেহ আপনাকে বড় জানিয়া অহঙ্কার না করে, ও কাহাকেও ক্ষুদ্র জানিয়া অবজ্ঞা না করে, ও পুরুষকারের অসাধ্য কিছু নয় ইত্যাদি।

অশক্যাধ্যবসায় করা উচিত নয়, ইহার কথা। অত্যন্ত সাহসিক ও সাহঙ্কার এক জন কোন পণ্ডিতের স্থানে, দ্রব্যের পরিমাণ চারি প্রকার হয়, অণু মহৎ হ্রস্ব দীর্ঘ, তাহার মধ্যে মহৎ পরিমাণ আকাশের, যেহেতুক আকাশ সকলহইতে বড়, ইহা শ্রবণ করিয়া মনে করিল, যে আকাশ যদি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তবে আমাহইতেও বড় হইল, ইহাকে কোন মতে খাট করা কর্ত্তব্য। অতএব আমি আকাশকে খড়্গেতে খণ্ড ২ করিব, ইহা মনে করিয়া অসি হস্তে লইয়া আস্ফালন করিয়া, এই আকাশকে খণ্ড ২ করি, ইহা কহিয়া প্রত্যহ আকাশে খাঁড়া ঘুরায়। দৈবাৎ এক দিবস ঐ উদ্ঘূর্ণায়মান খড়্গ তাহারি গ্রীবাতে লাগিল, তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

যার যে শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও অধীত নয়, সে শাস্ত্রেতে তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিবে না, ইহার কথা। এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাষ নামে এক বৈদ্য থাকে, সে চিকিৎসাতে উত্তম। তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইলেপর ঐ রাজা রামকুমার নামে তৎপুত্রকে তাহার পিতৃপদে স্থাপিত করিলেন। ঐ ভিষক্‌পুত্র রামকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়া ব্যুৎপন্ন ছিল, কিন্তু বৈদ্যকাদি শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও পঠিত ছিল না। রাজানুগ্রহেতে স্বপিতৃপদাভিষিক্ত হওয়াতে রোগিরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধিতে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্ররোগী ঐ

রামকুমার বৈদ্যপুত্রের নিকটে আসিয়া কহিল, হে বৈদ্যপুত্র, আমি অক্ষিপীড়াতে অতিশয় পীড়িত আছি; দেখ, আমাকে এমন কোন ঔষধি দেও যাহাতে আমার নয়নব্যাধি শীঘ্র উপশম পায়। রুগ্ননেত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ চিকিৎসকসুত অতিবড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিবামাত্রে এক বচনার্দ্ধ দেখিতে পাইল, সে বচনার্দ্ধ এই, "নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা প্রদং দহেৎ" ইহার অর্থ, নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগির কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লোহ তপ্ত করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে দাগ দিবে। এই বচনার্দ্ধ পাইয়া ঐ ভিষক্‌নন্দন নেত্ররোগিকে কহিল, হে রুগ্নাক্ষ, এই প্রতীকারে তোমার ব্যাধির শীঘ্র শান্তি হইবে, যেহেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাধির ঔষধের প্রমাণ পাওয়া গেল, এ বড় সুলক্ষণ। রোগী কহিল, সে কি ঔষধ? ভিষকসন্তান কহিল, তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া এই প্রয়োগ কর, তীক্ষ্ণধার শাণিত এক ক্ষুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লোহেতে পৃষ্ঠদেশে দুই দাগ দেও, তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শান্ত হইবে। ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আর্ত্ততাপ্রযুক্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাই করিল।

অনন্তর রোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেষ্টাতে অধিক পীড়াদ্বয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ঐ বৈদ্যের নিকটে পুনর্ব্বার গেল, ও তাহাকে কহিল, হে বৈদ্যপুত্র, নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পৃষ্ঠের জ্বালায় মরি। বৈদ্যপুত্র কহিল, ভাই, কি করিবে? রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হয়, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধি দিয়াছি, আতুর হইলে কি হবে? "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" এইরূপে রোগী বৈদ্যেতে কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে অত্যুত্তম এক চিকিৎসক তথা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যমসহোদর রামকুমার নামে মূর্খ বৈদ্যতনয়ের পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যপ্রযুক্ত সাহসের বিশেষ অবগত হইয়া কহিল, ওরে ব্যলীক, সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, এ রোগীটাকে খুন করিলি, এ বচনার্দ্ধ অশ্বচিকিৎসার, মনুষ্যপর নয়। দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎসার বিশেষ আছে, তোর প্রকরণজ্ঞান নাই, এ শাস্ত্র তোর পড়া নয়, কুট্যুৎপত্তিমাত্র বলে অপঠিত শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিস্? যা ২, উত্তম গুরুর স্থানে বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যয়ন কর্, "সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা" ইহা কি তুই কখন শুনিস নাই? এইরূপে ঐ চিকিৎসকবৎসকে পবিত্র ভর্ৎসন করিয়া ঐ ক্লিষ্টাক্ষ রোগিকে যথাশাস্ত্র ঔষধি প্রদান করিয়া নীরোগ করিল।

III.—*Mind the test of a man's value.*

যার যে জাতীয় ধর্ম্ম সে স্বতঃপ্রকাশ পায়, ইহার কথা। এক সিংহ গর্ব্বিণী বনমধ্যে প্রসব হইয়া জাতমাত্র শাবক ত্যাগ করিয়া অন্য কাননে

গিয়া থাকিল। সে সিংহশিশু তদ্বিপিনবাসি কুক্কুরযূথের সহিত তদীয় আহার ব্যবহার করত থাকে। পরে এক দিন অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে খরতর স্রোতঃ প্রবাহিণী পর্ব্বতীয় নির্ঝর ভরা এক নদীর তীরে ঐ কেশরিশাবকসমভিব্যাহৃত স্বযূথ গিয়া সেই নদীর পারে যাইতে সকলে এক কালে উদ্যম করিল, তাহাতে সিংহশিশুর স্বজাতীয় শক্তিস্ফূর্ত্তি হওয়াতে অনায়াসে ঐ ঝরনা নদীর পরপার প্রাপ্ত হইল, কুক্কুরযূথের শরজ্জীমূতাড়ম্বর ন্যায় উদ্যোগমাত্র হইল।

বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ধর্ম্ম উপদেশব্যতিরেকে স্বতই হয়, ইহাতে এক কাহিনী আছে, তাহা কহি, শুন। এক মহাজন নানাবিধ দ্রব্য লইয়া স্বকীয় অজাতযৌবনা ভার্য্যাকে গৃহে রাখিয়া অর্ণবযানেতে বাণিজ্যার্থে বিদেশগমন করিল। পরে নানাদেশীয় বহুবিধ দ্রব্যজাত ক্রয়বিক্রয় করিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়া বিস্তর দিবসের পর স্ববাটীতে আইল, তখন তাহার পত্নী প্রাগল্‌ভ্যাবস্থা প্রাপ্তা হইয়াছে। অনন্তর ঐ সদাগর নিশাভাগে শয়নসময়ে স্বরমণীর বাগ্বৈদগ্ধ্য ও ক্রিয়াবৈদগ্ধ্য ও কামকলাকৌশলাদিরূপ চাতুরী নিরীক্ষণ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া অন্যমনস্ক হইলেন। ইহাতে ঐ অতিচতুরা সুন্দরী স্বকীয় স্বামির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণে চিত্রপটে তূলিকাতে এক নবপ্রসূতা সিংহীপুত্তলিকা চিত্র করিল, তৎপশ্চাৎ এক মত্ত মাতঙ্গ লিখিল, ঐ মতঙ্গজের গণ্ডস্থলের উপরে নবজাত পঞ্চাস্যশাবক ক্রোধেতে নখবিদারণ করিতেছে, এমত চিত্র লিখিয়া স্বীয় স্বামির সম্মুখে রাখিল, এবং সস্মিতবদনা হইয়া স্বামিকে কহিল, আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক দেখুন, এ চিত্র কেমন হইয়াছে? তৎপতি? তচ্চিত্রাবলোকন করিয়া স্বপত্নীর ক্রিয়াবৈদগ্ধ্যে প্রত্যুক্ত ও নিঃসংশয় হইয়া অতিহৃষ্ট হইল।

জাতি বিদ্যা রূপাদিতেই পুরুষ ভাল হয় না, কিন্তু মনের ভদ্রতাতে মনুষ্যের সমীচীনতা, মনের অসামীচীন্যে মানবের অশোভনতা, ইহার কথা। অবন্তী নগরীতে এক ব্রাহ্মণ থাকেন, তিনি বশিষ্ঠগোত্র ও বিদ্বান ও রূপবান ছিলেন; আর এক চর্ম্মকারও থাকে, সে শিত্রী ও ঘোর মূর্খ ছিল। এই দুই জন একত্র হইয়া বাণিজ্য করিতে অনেক টাকা ও মোহর লইয়া বিদেশে যাইতে মনস্থ করিল। পরে মুচী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কিসের ব্যবসায় করিবা? ব্রাহ্মণ কহিলেন, শালী ব্রীহী যব গোধূম মুদ্গ মাষ চণক মটর মসূর অরর কুলত্থ বরবটী সামা কাঙনী চিনা কোদো মাড়িয়া ইত্যাদি শস্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যাপার আমি করিব। এবং পাদুকৃৎকে দ্বিজ জিজ্ঞাসিলেন, তুই কিসের ব্যাপার করিবি? চামার কহিল, আমি গরুর চাম ও মহিষের চাম ছাগলের চাম ও ভেড়ার চাম ঘোড়ার চাম উটের চাম হাতির চাম গাধার চাম এই সকল চর্ম্মের ব্যাপার করিব। উভয়ে এই পরামর্শ করিয়া ব্যাপারার্থে প্রবাসে চলিল।

মধ্যপথে এক গৃহস্থের বাটীতে ঐ দুই জন এক দিন উত্তরিল। পরে গৃহি ব্যক্তি ঐ দুই জনকে, তোমরা কোথায় কি নিমিত্তে যাও? এ সম্বাদ প্রশ্ন করিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া বিপ্রকে বহুসম্মানেতে ভোজন শয়নাদি করাইল, মুচিকে যাদৃচ্ছিকরূপে আহার নিদ্রা করাইল। এইরূপে দোঁহেতে তথা রাত্রিতে বাস করিয়া প্রত্যুষে প্রস্থান করিল।

পরে ঐ দুই জন বঙ্গদেশে আসিয়া পূর্ব্ববিচারিত সামগ্রী সকল কিনিয়া তরিতে ভরাই করিয়া অন্য কোন দেশে বেচিতে চলিল। তরণীতে জলপথে আসিতে ২ পথঘটিত যাওয়ার কালে যে গৃহস্থের বাটীতে উত্তরিয়াছিল, সেই গৃহস্থের গ্রামে নদীর ঘাটে নৌকা লাগাইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারকে কহিলেন, দাঁড়ী মাঝীরা সকলে ঘাটে থাকুক, চল আমরা দুই জন সেই গৃহস্থের ঘরে গিয়া উৎরাই। এই কহিয়া দুই জন তথাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে সেই গৃহী তাহাদিগের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ চর্ম্মকারকে বহুমান পুরঃসর ভোজনাদি অগ্রে করাইলেন, পশ্চাৎ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া খাওয়াইলেন। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ সন্দিগ্ধ হইয়া গৃহিকে জিজ্ঞাসিলেন, হে গৃহি, তুমি ধার্ম্মিক বিদ্যাবান হইয়া এ বিপরীতাচরণ কেন করিলা? বিশিষ্ট লোকের এমত রীতি নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া গৃহস্থ কহিল, তুমি যাওয়ার সময়ে আমার মন্দিরে যখন আসিয়াছিলা, তখন তোমার অভিপ্রায় এই ছিল, যে যথেষ্ট ফসল ফলুক, ধান্যাদি শস্য সকল সস্তা হউক, তবেই আমি অল্প মূল্যে বিস্তর ধান্যাদি পাইব; এইরূপে সর্ব্বলোকের কুশলবাসনা তোমার মানস ছিল। এক্ষণে তোমার এই আশয় হইয়াছে, যে ধান্যাদি শস্য সকল দুর্ম্মূল্য হউক, দেশে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও শলভ অর্থাৎ পঙ্গপাল মূষিক শুকাদি পক্ষি বাহুল্য ও পরস্পর রাজবিগ্রহ, এই ছয় ঈতির মধ্যে অন্যতম হউক, তবেই আমার অল্প ধান্যাদি বিক্রয়ে যথেষ্ট লাভ হইবে। এইমতে সর্ব্বপ্রাণির অনিষ্ট তোমার ইষ্ট হইয়াছে, এই দুই কারণে আমি পূর্ব্বে তোমার সৎকার করিয়াছিলাম, ইদানী অনাদর করিলাম। আর এ চর্ম্মকারের যাওনকালে অভিলাষ এই ছিল, যে ঝড়ে বাতাসে বসন্তাদি রোগে অনেক গো মহিষাদি মরুক, অনেক চর্ম্ম হউক, এই মতে প্রাণিদের অশুভাকাঙ্ক্ষা ছিল; সংপ্রতি দেশে জল হউক, ও প্রচুর তৃণাদি ও ধান্য যব গোধূমাদি হউক, গোমহিষাদিরা যথেষ্ট ঘাস বিচালি ছানি ভূষি স্বচ্ছন্দরূপে ভক্ষণ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া প্রাণধারণ করুক, তবেই চর্ম্ম মহার্ঘ্য হইবেক, আমার অনেক লভ্য হইবেক। এইরূপে পশুজাতীয় প্রাণিনিকায়ের মঙ্গলবাঞ্ছা হইয়াছে, এই দুই নিমিত্তে আমি এ চর্ম্মকারের আগমন সময়ে অসৎকার করিয়াছিলাম, অধুনা আদর করিলাম। তুমিও জ্ঞানবান্ বট খিন্ন হইও না। তুমি যদ্যপি এ

সকল বিষয় জ্ঞান, তথাপি স্মরণার্থ কহি, পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ। মনুষ্যদিগের মনই পাপপুণ্যের কারণ, পুরুষের যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমন পূজা, শরীরমাত্রের পূজা কখন নয়। তুমি পণ্ডিত অসৎ-কর্ম্মদ্বারা ধনোপার্জনে প্রবৃত্তি করিও না, সদ্বৃত্তিতে যথালাভে সন্তোষ কর, যার সন্তোষ তাহারি সুখ, অসন্তুষ্ট কোটীশ্বরও সদা দুঃখভাগী।

আর দেখ, ধনের ও ঘনের এক প্রকার রীতি; কেননা মেঘ যখন আইসে তখন বড় ঘটা হয়, যখন যায় তখন শূন্যমাত্র থাকে, তেমনি ধন যখন আইসে ও যায়। আর দেখ, নারিকেলের জলের মত ধন আইসে, ও গজভুক্ত কপিত্থফলপ্রায় যখন যায়, এতাদৃশ ধনের কারণ জ্ঞানবানদিগের অধর্ম্মবাসনা কর্ত্তব্য নয়; ধন হইলেই সুখ হয় এমন নিয়ম নয়। যেহেতুক দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত পান ভোগে স্বপ্রিয়া শচী-সঙ্গে বিলাসকরণে যাদৃশ সুখ পান, তাদৃশ সুখ শূকর ও পায়। সে শূকর কৃষিবাণিজ্য রাজসেবাদি ধনোপার্জনোপায় কিছুই করে না, কিন্তু দেবরাজতুল্য সুখভাগী হয়। গৃহস্থের এইরূপ বাক্যে ঐ ব্রাহ্মণ লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া প্রভাতে নৌযানে স্বাবাসে গমন করিলেন।

প্রতারকের প্রতারণাতে বিশ্ববঞ্চকও বঞ্চিত হয়, সরল লোকেরা যে বিড়ম্বিত হয় তাহা কি কহিব? ইহার কাহিনী। ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে এক জন থাকে, তাহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধূলা আঙ্গার পুরিয়া উপরে এক আদসের ঘি দিয়া দেশে২ শহরে২ নগরে২ গ্রামে২ অনিয়ত বেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়াশুদ্ধা তৌলাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয় না, বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত, দেবতাদের হোমের উপযুক্ত, আমি এ ঘড়া-হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না; যদি তোমার দেবব্রাহ্মণার্থে নেওয়ার আবশ্যক থাকে, তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যতো ঘৃত হয় তাহার এক আদসের ন্যূন করিয়া ঘড়াসমেত দিতে পারি, কিন্তু ঘড়া-হইতে ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ দিতে পারি না। কেননা যদি কিছু দেই, তবে বিশিষ্ট লোকেরা এ ঘৃত লইবেন না, কহিবেন, এ ঘৃতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস, কিম্বা অন্য কাহাকেও দিয়াছিস, অবশিষ্ট ভাগ দেবতা-দিগকে দেয় হয় না, তবে লইয়া কি করিব?

বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে, আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন, দুই এক সের আজ্য যদি দিতে, তবে লইতাম, অধিক হবির কার্য্য নাই। এইরূপ কহিয়া কেহ ফিরিয়া যায়, কেহ বা কদাচিৎ উপযুক্ত মূল্য দিয়া ভাণ্ডসমেত সকল ঘৃত লইয়া যায়, এইরূপে সর্ব্বজনকে বিড়ম্বনা করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ এক দিন ঐ বিশ্ববঞ্চকের

ন্যায় আর এক জন বিশ্বভণ্ড নামে এক কুপাতে পাঁক কাদা পুরিয়া তদুপরি কথক গুড় দিয়া ঐ কুপা মাথায় করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববঞ্চক তাদৃশ সর্পিঃকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বভণ্ডের সহিত সম্ভাষ করিয়া তাহাতে বিশ্বস্ত হইয়া তাহার নিকটে ঘৃতঘট গচ্ছিত করিয়া আপনি স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল। অনন্তর ঐ বিশ্বভণ্ড মনে বিচার করিল, গুড়ের কুপা মাথায় করিয়া কত্তো বেড়াব? উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত কল্পনা করা উপযুক্ত নয়। এ বেটা সরোবরে অবগাহন করিয়া আসিতে২ আমি আপন গুড়ের কুপা ছাড়িয়া উহার ঘৃতসম্পূর্ণ কুম্ভ লইয়া শীঘ্র পলায়ন করি। ইহা মনে করিয়া ঐ বিশ্বভণ্ড শর্করাভাণ্ড গাছের তলায় ফেলাইয়া বিশ্ববঞ্চকের তদ্রূপ সর্পিঃপাত্র লইয়া মনে২ তাহাকে ফাঁকি দিয়া অতিবেগে প্রস্থান করিল।

তদনন্তর ঐ বিশ্ববঞ্চক সরোবরে স্নান করিয়া তরুতলে আসিয়া স্বকীয় ঘৃতকুম্ভ না দেখিয়া তাহার শর্করাকুম্ভ অবলোকন করিয়া মনে২ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আজি এ বেটা বড় ফাঁকি পাইয়াছে, ঈশ্বরবিড়ম্বিত স্বয়ংবিড়ম্বিত হয়, আমার অদ্য অনায়াসে যে লাভ হইল সেই ভাল। এইরূপ মনে করিয়া পরমানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল, ও ঠকের মা, ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয়, মাথাহইতে ভার নামা, আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী প্রতিক্রিয়া কহিল, ওগো আমি যাইতে পারিব না, আমার হাত যোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল, আয়, এই নে, আজি বড় মজা হইয়াছে, দিব্য সার গুড় এক কুপা পাওয়া গিয়াছে; এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়া আমার সেই ঘিএর ঘড়া জানিস্ তো তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে; মনে২ বড় হর্ষ হইয়াছে যে আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম, পশ্চাৎ টের পাইবে; যা, শীঘ্র রাঁধাবাড়া কর, আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে। স্ত্রী কহিল, গুড় হইলেই কি রাঁধা হয়? তেল নাই, লূণ নাই, চাউল নাই, তরকারিপাতি কিছুই নাই, কাঠগুলা সকলি ভিজা, বেসাতি বা কিরূপে হবে? তৎপতি কহিল, আজি কি ঘরে কিছুই নাই? দেখদেখি, খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে তবে তার পিঠা কর, এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল, বটে, পিঠা করা বুঝি বড় সোজা, জান না? পিঠা আঠা যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা শীঘ্র ছাড়ে না; কখনোতো রাঁধিয়া খাও নাই? আর লোকেদের মাউগের মতন মাউগ পাইয়া থাকিতে, তবে জানিতে।

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, তবে কি আজি খাওয়া হবে না? ক্ষুধায়

কি মরিব? তৎপত্নী কহিল, মরুকম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখিদেখি হাঁড়িকুঁড়ী খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘরহইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাঁটিতে বসিয়া কহিল, শীলটা ভাল বটে, নোড়াটা যা ইচ্ছা তা, এতে কি চিকণ বাঁটা হয়, মরুক, যেমন হউক, বাঁটি তো। ইহা কহিয়া খুদকুঁড়া বাঁটিয়া কহিল, বাঁটাতো এক প্রকার হইল, আজুনি পিঠা খাইবা, না নুণ তেল আনিতে হইবে? গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, ওরে বাছা ঠক, তৈল লবণ কোথাহইতে গোছেগাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর এক ছালিয়াকে, আয় আমার সঙ্গে, তোকে মোয়া দিব, এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আইল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল, কিরূপে তৈল লবণ আনিলি? ঠক কহিল, এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকিয়া আনিলাম। ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল, হাঁ মোর বাছা, এইতো বটে, না হবে কেন? আমার পুত্র; ভাল, অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়া ভার্য্যাকে কহিল, ওলো মাগি, যা যা, শীঘ্র পিঠা করিগা, ক্ষুধাতে বাঁচি না। অনন্তর তৎপত্নী পিষ্টক করিতে আরম্ভমাত্র করিয়া ভর্তার নিকটে আসিয়া এক পাশে মুখে কাপড় দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল, ও কহিল, আমারতো পিঠা করা হইল না, তুমি গিয়া কর। তৎপতি কহিল, এ আবার কি? তুই কেন করিবি না? ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল, না খাইলে তো নয়, যাই আমিই করি গিয়া। এইরূপ কহিয়া আপনি পিষ্টক পাক করিয়া থালেতে পরিবেশন করিয়া কুপাহইতে গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক গুড় পড়িয়া তদুপরি এক কালে কথকগুলা পঙ্ক কর্দ্দম পড়িল।

ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল, খাও, এখন পিঠা খাও, যেমন মতি তেমনি গতি। অনন্তর তৎপতি গালে হাত দিয়া অধোমুখ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল, যা যা, তুই আর পোড়াশনে? যার যেমন কপাল তার তেমনি সকলি মিলে; কিন্তু যা হউক, বেটা ভাল বটে, আমি বিশ্ববঞ্চক, আমাকেও বঞ্চনা করিল, বাপের বেটা বটে, এ ব্যক্তি যেখানে থাকুক, সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুয়ালি করিতে হইল। ইহা কহিয়া যথাকথঞ্চিদ্রূপে কিঞ্চিদ্ভোজন করিয়া তদন্বেষণে চলিল। পরে কিছু দিনের পর এক দিবস ঐ বিশ্বভণ্ডকে দেখিতে পাইয়া দূরহইতে ডাকিতে লাগিল, ওহে বন্ধু, থাকঃ তোমাকে কোল দিয়া আমি তোমার সহিত বন্ধুতা করিব। এতদ্রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া আপাততঃ ভটস্থ হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বিশ্ববঞ্চককে দেখিতে পাইয়া কহিল, আইস ২ তোমাকেও আমি মনে ২ তত্ত্ব করিতেছি, ভালো হইল তোমার সঙ্গে দেখা হইল, কহ, গুড় কেমন খাইলা? বিশ্ববঞ্চক কহিল, তুমি যেমন

ঘৃত খাইলা। কিন্তু ভাই, তুমি আমাকে জিতিয়াছ, আমি গুড় কিছুই পাই নাই, তুমি ঘৃত কিঞ্চিৎ পাইয়া থাকিবা। সে যা হউক, আইস, তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি। ইহা কহিয়া দোঁহে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অন্যোন্য মুখাবলোকনপূর্ব্বক হাস্য করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিল।

অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল, ভাই, তোমার নাম কি? সে কহিল, আমার নাম বিশ্বভণ্ড। ইহা শ্রবণমাত্রে হীহী করিয়া হাসিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, তবেতো তুমি আমার মিতা হইলে। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল, তোমার কি এই নাম? ইহাতে সে কহিল, না ভাই, আমার নাম বিশ্ববঞ্চক; দোঁহার নাম শব্দতঃ সমান না হউক, অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজি অবধি আমাদের বন্ধুতা হইল। বিশ্বভণ্ড কহিল, ভাল সমানে২ মিলন বিহিত বটে, যদি উভয়ে সরল হয়; উভয়ে কুটিল হইলে বাহ্যতঃ যদ্যপি মিলন হউক, তথাপি ভিতরে ফাঁক থাকে। যা হউক, কিন্তু এক্ষণে তোমায় আমায় প্রীতি কর্ত্তব্য বটে। কেননা তুমি আমার গুণ জানিলা, আমিও তোমার গুণ জানিলাম; কেহ কাহারো কথা কোথাও কহিব না। এইরূপে দুই জনে মিত্রতা করিয়া পরামর্শ করিল, এ কর্ম্ম ক্ষুদ্রলাভ ও কাদাচিৎক, সেও অল্প, তাহাতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ বিলক্ষণমতে হইতে পারে না। "চটকস্য মাংসং ভাগশতং" এতন্ন্যায় দুর্নামের কারণমাত্র, কেবল ছুচা মারিয়া হাতগন্ধ; অতএব চল, কোন দূরদেশে গিয়া এমত জীবিকা করি যাহাতে অধিক লাভ হয়। এইরূপ পরামর্শ করিয়া উভয়ে কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া গুজ্জরাটদেশে গেল। তথা গিয়া বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল, হে মিতা, তুমি এক কর্ম্ম কর, এই ধোয়ান পাগ মাথায় বাঁধিয়া এই ধোয়া ধুতি ও আঙ্গরাখা পরিয়া ধোবাকাচা চাদর গায় দিয়া এ শহরবাসি চিত্রগুপ্তনাম মহাজনের বাটী যাও, পশ্চাৎ আমিও যাইতেছি; কিন্তু আমার যাওয়ার পূর্ব্বে তুমি আপন পরিচয় কিছু কাহাকেও দিবে না, আমি গিয়া দিব, কিন্তু আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসিব, যে আপনি হেতায় কেন? তখন তুমি কহিও যে পিতার সহিত কর্ম্মক্রমে বিবাদ করিয়া আসিয়াছি; ইচ্ছা আছে যদি ইনি সাহায্য করেন তবে বাণিজ্য করি।

অনন্তর বিশ্বভণ্ড কথিতানুরূপ সকল করিয়া তথা গেল। পশ্চাৎ বিশ্ববঞ্চক কিঞ্চিৎ পরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল, এ কি আশ্চর্য্য? আপনি এ স্থানে কি নিমিত্তে? সে কহিল, তাত বিমাতার বশতাপন্ন, এই প্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কার্য্যক্রমে বিবাদ হইল এই নিমিত্তে। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল, সর্ব্বত্র বিখ্যাত অত্যন্ত ধনিক মহাপদ্মপতি নাম মহাজনের পুত্র ইনি; হে চিত্রগুপ্ত, তোমার বড় ভাগ্য যে ইনি তোমার বাটী আসেন। এ কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত কহিল, বটে? তাঁহার পুত্র ইনি? আমি তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে জানি। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে জি-

আসিল, এক্ষণে এথায় আপনি কি করিবেন? সে কহিল, ইহাঁর নাম শুনিয়া এ স্থানে আসিয়াছি; ইনি যদি আনুকূল্য করেন, তবে স্বজাতি জীবিকা বাণিজ্য কর্ম্ম করিব। ইহাতে চিত্রগুপ্ত কহিল, তুমি যদি এই নগরে কুঠী করিয়া ব্যবসায় কর, তবে আমি তোমার সহায়তা করিতে পারি। চিত্রগুপ্তের এই কথামতে উভয়ে এক দোকান করিয়া নেওয়া দেওয়াতে চিত্রগুপ্তের বিশ্বাস জন্মাইয়া এক দিবস লক্ষ টাকা আনিল। বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল, ওহে বন্ধো শুন, বিদেশে দীর্ঘকাল থাকা ভাল নয়, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের সংরক্ষণ পরদেশে থাকাতে হয় না; তাহাতে নানা দোষ ঘটে, আজি এককালে অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে, এ সকল মুদ্রা কোন উপায়ে লইয়া উভয়ে স্বদেশে প্রস্থান করি। বিশ্বভণ্ড কহিল, সে উপায় কি? বিশ্বঞ্চক কহিতেছে, দীর্ঘ প্রস্থে বড়ো কতকগুলা ঘর করি, দুই এক হাজার টাকার তুলা আনিয়া সেই সকল ঘরে পূরিয়া নিশীথে সেই ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া প্রাতে চিত্রগুপ্তকে গিয়া কহি। তিনি যখন কহিবেন, আমার টাকার কি? তখন তুমি কহিবা, তাহার ভাবনা কি? আমার সঙ্গে লোক দেও, আমি ঘরে গিয়া হিসাব করিয়া কড়াকড়া দাম২ এক কালে সকল ছিঁড়াইয়া দিব। ইহাতে তিনি আপন টাকার উসুলের জন্য যে সকল লোক আমাদের সঙ্গে দিবেন, তাহাদিগকে লইয়া যাইতে২ মধ্যপথে আমি আপন বাটী যাইব, তদবধি তুমি পাগল হইবা; মহাজনের লোকেরা যখন কিছু কহিবে, তখন তুমি হুহু, কেবল এই শব্দ করিবা। মহাজনের লোকেরা কিছু দিন এইরূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া আপনারাই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।

ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল, টাকা সামলাইয়া রাখিবার কেমন হবে? বিশ্ববঞ্চক কহিল, খরচের উপযুক্ত টাকা রাখিয়া বাকী টাকা আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন রূপক সাবধান করিয়া রাখি, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে। এ কথা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল, টাকা সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এক্ষণে যে ভাগ করা সে কেবল কালনেমির লঙ্কার বাঁটের মত। আকাশের পক্ষির মাংস পাকার্থে বেসর বাটা মূর্খের কর্ম্ম। পরের টাকা জীর্ণ করা বড় কঠিন, এ মহাজনের হাত ছাড়াইয়া নিরুদ্বেগে দেশে গিয়া এ টাকা পার করা গেল, যখন এমত বুঝা যাবে, তখন বাঁটের কথা, এখন কি? কিন্তু তুমি যে পরামর্শ করিয়াছ সে উত্তম বটে। অতএব তুমি কিছু টাকা লইয়া অল্প মূল্যে অনেক হয় এতদ্রূপ তুলাপ্রভৃতি সামগ্রী আন গিয়া; আমি বড়২ দীড়ঘরা কতকগুলা প্রস্তুত করি। এইরূপ দুই জনে নির্জ্জনে বিচার করিয়া বিশ্ববঞ্চক তুলা কাপাসাদির সামগ্রী আনিতে গেল। ইত্যবসরে বিশ্বভণ্ড দেশে লোক পাঠাইয়া স্বভ্রাতাকে আনাইয়া তদ্দ্বারা আবশ্যক ব্যয়োপযুক্ত রূপকাবশিষ্ট তঙ্কা সকল বাটী পাঠাইয়া দিল। অনন্তর বিশ্ববঞ্চক সামগ্রী

সকল আনিয়া রাত্রিযোগে সকল গৃহে অগ্নি দিয়া সকল দ্রব্য ভস্মসাৎ করিয়া পরিহিত বস্ত্রমাত্রাবশিষ্ট উভয়ে অতি প্রত্যূষে চিত্রগুপ্তকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাহার লোকসমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। পথহইতে বিশ্ববঞ্চক আপন বাটী গেল; বিশ্বভণ্ড কপটোন্মাদ হইয়া স্বালয়ে প্রবেশ করিল, মহাজনের লোকেরা যখন টাকার তাগাদা করে, তখন কেবল ভুভু এই কহে, আর কিছুই কহে না।

এইরূপ কিছু দিন দেখিয়া সাধুর লোকেরা স্বদেশে গিয়া উত্তমর্ণকে অধমর্ণের সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। সদাগর অজ্ঞাত কুলশীল লোকের সহিত সারল্য করা মূর্খের কর্ম্ম, এই প্রযুক্ত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপন হানি স্বীকার করিয়াও স্ববুদ্ধি লাঘবজন্য অপ্রতিষ্ঠা ভয়েতে কাহাকেও কিছু না কহিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক আসিয়া বিশ্বভণ্ডকে কহিল, মহাজন বেটাকে কেমন ফাকি দিলাম, এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড পূর্ব্ববৎ পাগল হইয়া ভুভু, কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল, যাও২ ভাই, আমার সহিত কৌতুক করার কার্য্য নাই, আমার ন্যায্য ভাগ আমাকে শীঘ্র দেও। ইহাতেও ভুভু এই মাত্র উত্তর করিল। এইরূপে কিছু দিন সেথা থাকিয়া নানা প্রকার ভয় প্রীতি প্রদর্শনদ্বারা যত্নো২ তাগাদা করে, তাহাতে কেবল ভূ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, ভালো রে বেটা, ভাল, আমি বিশ্ববঞ্চক, আমাকেও ভাঁড়াইলি? তুই যথার্থ বিশ্বভণ্ড বটিস্। যে শিখাইল ভূ তারেই দিলি ভূ। এই কহিয়া চোরের লাজে না কাঁদে, এতন্ন্যায়ে কেবল ভেকুয়া হইয়া স্বভবনে গেলেন। এ কথার অবান্তর তাৎপর্য্যার্থ সকল সুবুদ্ধিরা স্ববুদ্ধিতে বুঝিবেন।

IV.—*Contentment.*

পশ্চাৎ অসম্বরণীয় যে আরম্ভ তাহা করিবে না, কিন্তু উত্তমকালে উপসংহার্য্য যে তাহাই করিবে, ইহার কথা। ভাণ্ডীরনামে বনমধ্যে এক উষ্ট্র থাকে, সে জরাবস্থাতে জীর্ণ হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া লতা পল্লব শাখা তৃণাদি আহার করণে খেদান্বিত হইয়া মনে চিন্তা করিল, যে ঈশ্বর আমাদের জাতিকে লম্বা মুখ দিয়াছেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহাতে আমার কিছু হইতে পারে না। সম্প্রতি আমাকে দীনহীন জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া অতিবড় লম্বায়মান বদন যদি দেন, তবে আমি শুয়িয়া২ অনায়াসে মুখ বাড়াইয়া চরাই করি। উট এইরূপ মনে ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে সর্ব্বজ্ঞ বাক্‌সিদ্ধ এক ঋষি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উষ্ট্রের সঙ্কল্প জানিয়া তাহাকে কহিলেন, ওরে পশু, পরমেশ্বরেচ্ছানিয়মিতের অধিকাকাঙ্ক্ষী তুই হইয়াছিস, তথাস্তু। ইহা শুনিয়া ঐ উষ্ট্র মনে২ আনন্দিত হইল ও

কহিল, বড় ভাল হইল, আমার শাপে বর হইল। এইরূপে ঐ উষ্ট্র লম্বমান আস্য পাইয়া বসিয়া২ পাত্রে সমিতি ন্যায় ভোজনানন্দে কিছু দিন থাকে। ইতিমধ্যে দৈবাৎ এক দিবস অতিবড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাতে ঐ উষ্ট্র করকাভিঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া অন্যত্র বক্তু সম্বরণ করিতে না পারিয়া পর্ব্বতগহ্বর মধ্যে আস্য প্রবেশ করাইল। সেই গুহাতে এক অজগর সর্প ছিল, তাহার চলৎশক্তি নাই, কখন আহার পাইতে পারে না, কেবল পবনমাত্র ভোজনে কালযাপন করে। সেই দিন ঐ উষ্ট্রের বদন পাইয়া অতিশয় হর্ষিত হইয়া, হে ঈশ্বর, তুমি ধন্য; এ স্থানেও আমার আহার আনিয়া দিলা, অজগরের দাতা রাম, এই বাক্য সত্য বটে, এইরূপে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া পরমানন্দে উষ্ট্রের ঐ মুখ ভোজন করিল।

অবিণীত শিষ্টাচারপ্রসিদ্ধ যে তাহাই করিবে, লোক প্রসিদ্ধাতিক্রম করিয়া কিছু করিবে না, ইহার কথা। ধর্ম্মারণ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকেন, তিনি হবিষ্যাশী মৎস্যমাংসাদি আমিষদ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করেন না। ঐ ব্রাহ্মণ এক দিবস বিবেচনা করিলেন, যেমন অপবিত্র দ্রব্য সংস্পৃষ্ট পূত সামগ্রী অখাদ্য হয়, তেমনি আমিষ্য মীনসংস্পৃষ্ট যে সলিল সেও পেয় হইতে পারে না। অতএব আজি অবধি আমি নদী নদ হ্রদ পুষ্করিণী পল্বল প্রভৃতি জলাশয়ের জল আর পান করিব না। তাহা করিলে নিরামিষ্য ভোজন ব্রতভঙ্গ প্রসঙ্গ হইবে, তবে এতৎপর্য্যন্ত যে হইয়াছে, সে অজ্ঞানতঃ। এইরূপ মনে করিয়া তদবধি নদ্যাদি পয়ঃ পান পরিত্যাগ করিলেন, অন্তঃসলিলবাহিনী নদীর বারি পান করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক দিবস সে জলেতেও এক ক্ষুদ্র সফরী মৎস্যকে বীক্ষণ করিয়া তজ্জলপান বর্জন করিয়া কূপোদক পান করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ একদা তদম্বুতেও এক ক্ষুদ্র প্রোষ্ঠী দেখিতে পাইয়া সে জল খাওয়া ছাড়িয়া নারিকেলোদক খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সে জলের ভিতরেও কৃমিকীট দর্শন করিয়া তৎপান পরিত্যাগ করিয়া অতি-পিপাসাতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বর্ষোদক প্রত্যাশাতে ঊর্দ্ধে মুখব্যাদান করিয়া আছেন, এতদবসরে এক বায়স পক্ষী তদ্বক্তুমধ্যে শৌচ করিয়া দিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ একেতো তৃষ্ণাতে শুষ্ককণ্ঠ ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ বক্তান্তর্গত বায়স পুরীষদুর্গন্ধ প্রযুক্ত ন্যকার করিতে২ গলা ফাটিয়া মরেন। ইত্য-বসরে তত্রত্য এক পরমহংস স্বামী তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সবিশেষ গোচর হইয়া কহিলেন, ওরে মূর্খ কর্ম্মজড় কূপমণ্ডূক উডুম্বরমশক, অসদুপদেশ দুরাগ্রহে দুর্দশা-প্রাপ্ত হইয়াছিস; আমার এই কমণ্ডলুহইতে জল লইয়া মুখপ্রক্ষালন ও জলপান করিয়া প্রাণরক্ষা কর। সন্ন্যাসির এই বাক্যে তৎক্ষণে ঐ বিপ্রকরজপানীয়েতে লপন ধাবন ও উদন্যা নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইল।

পরে পরমহংস কহিলেন, ওরে বৎস, আকর্ণন কর, বর্ত্তমান শরীরের অবিরোধে যে ধর্ম্ম হয় সেই ধর্ম্ম, যেহেতুক তাদৃশ ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদন দ্বারা পরমেশ্বর প্রাপক হয়। অতএব বেদান্তদর্শনে কহিয়াছেন, হিতমিতমেধ্যাশন যে সেই তপ, উপবাসাদিরূপ তপস্যা দম্ভার্থ হয়, তত্ত্বজ্ঞানার্থ হয় না। যেহেতুক তাদৃশ তপস্যাতে অনাহারপ্রযুক্ত ধাতুবৈষম্যজন্য রোগেতে শরীর নাশাপত্তি হয়। অতএব জ্ঞানিদের মতে অন্নপানরহিত তাদৃশ ধর্ম্মাচরণ বর বিনাশার্থ কন্যাবিবাহন্যায় হয়; যদ্যপি তোমার দেহ বিঘাতক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইষ্টসাধন জ্ঞান থাকে, তথাপি আত্মরক্ষার্থ তদ্ধর্ম্মবিরুদ্ধ করণে প্রত্যবায় হইবে না। আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে, প্রাণরক্ষণার্থ নিষিদ্ধাচরণও করিবে, ইহার প্রমাণ বেদেতে কথাচ্ছলে আছে কহি শুন।

কুরুক্ষেত্রে এক অযাচক বিপ্র ছিলেন, তিনি অযাচিতপ্রাপ্ত অন্নবস্ত্রাদিতে যথাকথঞ্চিদ্রূপে গ্রাসাচ্ছাদন ও পরিজন পরিপালন করত কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ ঐ কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পক্ষিতে তাবৎ শস্য নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইল, তৎপ্রযুক্ত ঐ অযাচক ব্রাহ্মণের বড় অপ্রতুল হইল, এবং পরিবার পরিপোষণে অনির্ব্বাহ হইল। ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণী অন্নাভাবে আত্মদুঃখ যেমন হউক, শিশু সন্তানেদের ক্ষুধাতে আর্ত্তনাদাকর্ণনে অতিশয় দুঃখিনী ও পরিপূর্ণাশ্রুনেত্রা হইয়া স্বামির নিকটে সবিনয় নিবেদন করিলেন, হে স্বামিন্, অকালসকাশাৎ ভিক্ষা অতিদুর্লভ হইয়াছে, বালকদের অন্নাভাবে ব্যাকুলতা অতিদুঃসহ, আমি স্ত্রীলোক, আমার সাধ্য কি? আমার কাটনা কাটাব্যতিরেকে আর কি শক্য? তণ্ডুলাদি ভোজ্য দ্রব্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। আমার এক বস্ত্র, সেও শতগ্রন্থিযুক্ত ও অতিমলিন, অতএব পরিধেয় বসনাভাবে প্রতিবাসিদিগের আবাসে গিয়া কিঞ্চিৎ অভ্যবহার্য্য সামগ্রী যে আহরণ করি, তাহাও পারি না। গৃহে অন্য কোন যোত্র নাই, উপযাচকেরা জনপদে যাজ্ঞা করিয়াও ভিক্ষা পায় না; আপনকার অযাচক বৃত্তি; যদি দৈবাৎ প্রার্থনাবিরহে কদাচিৎ কিছু পাওয়া যায়, তাহাও নিত্যাগ্নিহোত্রহোমার্থ হবিতে উপক্ষীণ হয়; অতিশয় নিরুপায় হইল, কোন উপায় করা উচিত হয়। ব্রাহ্মণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণি, ধৈর্য্য কর, অধীরা হইও না, কাদাচিৎক সুখদুঃখ মানাপমানাদিদ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হও। আগমাপায়ি সুখদুঃখ প্রাপ্তিতে হর্ষবিষাদ শূন্য হও। সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব পদার্থেতে যে মনোনুধাবন সেই হর্ষবিষাদের উদ্দীপক হয়। অতএব সে সকলেতে অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিও না। যিনি ময়ূরদিগকে চিত্রিত, হংসদিগকে ধবল, শুকপক্ষিদিগকে হরিত করেন, এবং তোমার বালকদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বম্ভর, সকলের ভরণকর্ত্তা। ভাবনা কি? জীবেদের জীবনকাল পরমেশ্বরেচ্ছা নিয়মিত, তাহার অন্যথা সর্ব্বথা হয় না। "আহারোপি মনুষ্যাণাং জন্মনা

সহ জায়তে। আয়ুর্মর্মাণি রক্ষতি কা চিন্তা মরণে রণে।” ইত্যাদি শাস্ত্রও আছে, হে প্রিয়ে, এতদ্বিষয়ক কথা শ্রবণ কর।

এক ভিল্লজাতীয়া পরিণতগর্ভা স্ত্রী কাষ্ঠাহরণার্থ নিবিড় কানন মধ্যে গিয়াছিল, এক ভয়ঙ্কর বর্ব্বর ব্যাঘ্র ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া অভিমুখাগত হঠাৎ দেখিতে পাইয়া পলায়নাসমর্থা হইয়া ভূমিতে ঐ স্ত্রী পড়িল, তাহাতে তদুদরহইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইল, শার্দ্দূল সদ্যঃপ্রসূতা ঐ স্ত্রীকে আকর্ষণ করিয়া খাইয়া গেল, বালক একাকী ভূতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর পরমকারুণিক পরমেশ্বরানুকম্পাতে যে বিটপিমূলে পোত পতিত ছিল, সেই বৃক্ষের এক শাখাতে মধুমক্ষিকারা আসিয়া তৎক্ষণে মধুর চাক করিল, সেই মধুচক্রহইতে বালকবদনে মধু বিন্দু২ পড়িতে লাগিল, এতদ্রূপে সে বালক মধুপানেতে প্রাণধারণ করিয়া বাঁচিল।

আর এক কথা কহি, শুন। চিরঞ্জীব নামে এক ব্যক্তি অর্ণবযানারোহণ করিয়া সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিল, সাগরে প্রচণ্ডতর ঝঞ্ঝা বায়ুতে অর্ণবপোত ভগ্ন হইয়া পয়োরাশিমধ্যে নিমগ্ন হইল। ঐ ব্যক্তি অর্ণবযানের এক ফলকাবলম্বনে ভাসিতে২ আসিয়া পয়োনিধি মধ্যস্থিত শৈলসন্নিধানে লাগিল, ঐ পর্ব্বতে লম্বমান এক সর্প পড়িয়াছিল। চিরঞ্জীব সমুদ্রকল্লোলে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বতোপরি ন্নিগমিষাতে লম্বায়মান পতিত ঐ ফণিকে লতাভ্রমে অবলম্বন করিয়া আলম্বীকৃত তক্তাকে ত্যাগ করিল। অনন্তর পুচ্ছ প্রদেশে স্পৃষ্টমাত্র বিষধর রোষান্বিত হইয়া মুখব্যাদান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দংশন করিতে উদ্যত হবামাত্রে ঈশ্বরেচ্ছাতে তৎক্ষণে দংশজাতীয় প্রায় এক ক্ষুদ্র জন্তু তৎফণিফণোপরি উপবিষ্ট হওয়াতে জলৌকামুখে লবণ প্রদান মাত্রে জোঁক যেমন হয়, তদ্বৎ সে সর্প দ্রবীভূত হইয়া অস্থিমাত্রাবশেষ থাকিল, তাহাতে চিরঞ্জীব জীবন পাইল।

অতএব হে ব্রাহ্মণি, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে, আমার উপায়চিন্তাতে কি ফল? ব্রাহ্মণের এতাদৃশ সান্ত্বনাতে আশ্বাসিতা, ব্রাহ্মণী নিরুত্তর হইলে পর তৎপুত্র বচনোপন্যাস করিলেন, হে জনক, আপনি আমার মহাগুরু হন; পিতা, মাতা, আচার্য্য, অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশক এই তিন পুরুষমাত্রের মহাগুরু, অর্থাৎ এতত্রিতয় আর২ গুরুহইতে অতিশয় গুরু, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিয়াছেন। এবং গুরু লোকদের সাক্ষাতে প্রজল্প ও চাপল্য বর্জ্জন করিবেক। অতএব আমাদের আপনকার ইচ্ছানুবর্ত্তি হওয়াই উপযুক্ত, তবে যে কিঞ্চিন্নিবেদন করি সে আতুরতাপ্রযুক্ত, আপনি অধ্যাপনা মনন নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকেন, বিষয়বিস্মরণ সম্ভাবনা, আপনকার এই কারণে হইতে পারে। অতএব আমার সমাবেদন কেবল স্মরণার্থ, শিক্ষার্থ নয়, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমার উপনয়ন কালাতিক্রম হইতেছে,

যথাকালে পিতা পুত্রের যদি যজ্ঞোপবীত না দেন, কালাতিপাত হয়, তবে পিতা ব্রহ্মহা হন, ইহা আমি আপনকার ছাত্রদের পাঠনাসময়ে শ্রবণ করিয়াছি। আমি সংপ্রতি অষ্টবর্ষবয়স্ক হইয়াছি, মৌঞ্জীবন্ধনের অষ্টমবর্ষ মুখ্যকাল; সকল কর্ম্ম ব্যয়ায়াসসাধ্য অর্থাৎ ধনব্যয় শারীরিক চেষ্টাসাধ্য। আমি শুনিতে পাই মিথিলা নগরে জনক রাজা বড় যজ্ঞসমারোহ করিয়াছেন, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে স্থানে গমন করিতেছেন, আপনি তথা গিয়া সভাতে পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বাখ্য চতুর্ব্বেদ ও শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দঃশাস্ত্র মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য উশনা অঙ্গিরা যম আপস্তম্ব সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন বৃহস্পতি পরাসর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতম বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি রাজর্ষি প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র ও বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা ন্যায় বৈশেষিক ষড়্দর্শনাদি নানাশাস্ত্র বিচার ও সন্দিগ্ধ প্রশ্ন নিরূপণাদি করিয়া যাজ্ঞা ব্যতিরেকে লাভাস্পদ কীর্ত্তি পাইতে পারিবেন। পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে পুত্র, মিথিলাধিরাজ জনক রাজর্ষি অধ্যাত্মবিদ্যার পারদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানিদের এক নিদর্শনস্থান। তাঁহার নিকটে আমি সমাদর অবশ্য পাইব, যেহেতুক গুণবানদেরই গুণবত্ত্বেতে প্রীতি হয়, নির্গুণের গুণিতে প্রেম হয় না। ইহার এই দৃষ্টান্ত, মধুপেরা বনহইতে আগমন করিয়া পদ্মেতে প্রণয় করে; পদ্মসহবাসী মণ্ডূক করে না।

আর উত্তমেরা উত্তমের সমীপেই যাইবেন, কেননা অধমের নিকটে গেলে উপহাসাস্পদ হন। ইহার কথা; এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল, অকস্মাৎ সেই স্থানে মানস সরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লপন চরণ ধবলশরীর তুমি কে হে? হংস কহিল, আমি রাজহংস। বকেরা কহিল, ওহে, তুমিই রাজহংস, বটে? ভাল, এক্ষণে কোথাহইতে আইলা? মানস কাসারহইতে। সে স্থানে কি আছে? সুবর্ণ বর্ণ রাজীবরাজী, পীযূষতুল্য জল, নানারত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল যাদের এতাদৃশ পাদপপংক্তি, প্রতীরেতে বহুবিধ মণিখচিত হিরণ্ময় সোপানাবলি, এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর ক্রুঞ্চেরা কহিল, সেখানে শামুক আছে? হংস কহিল, না। এই কথা শ্রবণমাত্রে কঙ্কেরা হংসকে হাহা করিয়া উপহাস করিল।

অতএব কহি, হে পুত্র, অপকৃষ্ট লোকের নিকটে যাইবে না, উৎকৃষ্ট বিশিষ্ট স্থানেই যাইবে। জনকরাজ পরমধার্ম্মিক সত্যৈকনিকেতন জীবন্মুক্ত, সংপ্রতি ক্রতুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হওয়া বড় সুখের বিষয়। অতএব আমি অদ্যই মিথিলা নগরী যাত্রা করিব, পাথেয়ের সঙ্গতি কর। পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া পুত্র তণ্ডুল শক্তুক তাম্বুলাদি কিছু পথখরচের সংযোগ করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ মিথিলা প্রস্থান করিলেন, পরে পথে আসিতে২ পাথেয় ফুরাইল। দিনত্রয় জলমাত্র পান করিয়া চতুর্থ দিবসে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মিথিলাতে পৌঁছিলেন। শাখানগরপ্রান্তে ম্লেচ্ছজাতি হস্তিপকেরা করিনিকর আহারার্থে মাষকুলত্থাদি সিদ্ধ করিয়া শীতল হওয়ার নিমিত্তে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণ অসহ্য বুভুক্ষাতে অস্থির হইয়া নিষাদিদিগকে কহিলেন, ওরে হস্তিপালকেরা, এ সিদ্ধান্নহইতে ভক্ষণোপযুক্ত আমাকে কিছু দে, আমি ক্ষুধাতে অত্যন্ত বাধিত হইয়াছি, আহার করিব; ক্ষুধাতে আমার প্রাণ যায়। হস্তিপকেরা কহিল, আ সর্ব্বনাশ! এ কি? আমরা ম্লেচ্ছ এ অন্ন পাক করিয়াছি, আপনি ব্রাহ্মণ, কি মতে আমাদের সিদ্ধোদন খাইবেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন, ওরে, আমি যদি কিছু এক্ষণে ভোজন না করি, তবে আমার প্রাণপ্রয়াণ হয়। প্রাণাত্যয়ে নিষিদ্ধান্ন ভোজন করিতে পারে, এমত উপদেশ আছে, এবং বেদান্তশাস্ত্রে বেদব্যাসও সম্মত করিয়াছেন।

ম্লেচ্ছেরা কহিল, বাপু, আমরা শাস্ত্রফাস্ত্র কিছু বুঝি না; খাইতে চাহ, আপনি হাতে উঠাইয়া লইয়া খাও, আমরা মানা করি না, কিন্তু হাতে তুলিয়া দিতে আমরা পারিব না। মৈথিলাধিপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী তীব্রশাসন, তাঁহার কর্ণগোচর হইলে আমাদিগকে সবংশে একগাড় করিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ ম্লেচ্ছপক্ব কলায় কুলত্থ স্বহস্তে লইয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া ভক্ষণ করিলেন। পরে এক ম্লেচ্ছ সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল সলিলসম্পূর্ণ মৃদ্ভাণ্ড আনিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখিয়া কহিল, মহাশয় জল পান করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুই ম্লেচ্ছ, তোর স্পৃষ্টোদক পান আমি করিব? ম্লেচ্ছ বলিল, মহাশয়, এ কি? আমাদের পাক করা অন্ন খাইতে পারিলেন, ছোঁয়া জল খাইতে কি? ব্রাহ্মণ কহিলেন, ওরে, তখন যদি আমি আহার না করিতাম, তবে আমার জীবন থাকিত না, এক্ষণে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তবে কেন তোর স্পৃষ্ট জল পান করিব? প্রাণরক্ষার্থেই প্রতিষিদ্ধান্ন ভোজন শাস্ত্রানুমত। এইরূপ ম্লেচ্ছদিগকে কহিয়া ঐ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ জনক ভূপালযাগভূমিতে গেলেন।

পরে পরমহংস ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আমার কমণ্ডলুস্থ জলপানে তোমার যদি নিরামিষ্য ভোজন ব্রতভঙ্গ শঙ্কা হইয়া থাকে, তবে এই বেদপ্রসিদ্ধোপাখ্যান প্রামাণ্যে সে সন্দেহ দূর কর। বস্তুতঃ তোমার এ নিয়ম শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবহির্ভূত স্ববুদ্ধিমাত্রকল্পিত আত্যন্তিক, সর্ব্বমতাত্ত গর্হিতং, আত্যন্তিক কিঞ্চিন্মাত্রও ভদ্র নহে; শিষ্টপরম্পরা প্রসিদ্ধ যে তাহাই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে এক কথা শুন। ভরদ্বাজ নামে এক মুনিপুত্র ছিলেন, তিনি মনুষ্যলোকেতে যাবৎ শাস্ত্রের প্রচার আছে, তাবৎ শাস্ত্র মর্ত্যলোকে পাঠ করিয়া মনে করিলেন, আমি মনুষ্যলোকীয় সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সংপ্রতি পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে আমাকে অধ্যয়ন

করায়। অতএব স্বর্গে সূর্য্যের নিকটে গিয়া স্বর্গলোক প্রচারিত সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। এইরূপ মনোরথারূঢ় হইয়া তপোবনহইতে মধ্যাহ্নসময়ে দিবাকরের নিকটে গিয়া অনতিদূরে থাকিয়া আদিত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে ভাস্কর, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রাকর, আমি তোমার সমীপে দেবলোকীয় সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি, আমাকে পাঠ করাও। প্রভাকর কহিলেন, আমি এক নিমেষার্দ্ধে দুই হাজার দুই শত দুই যোজন গমন করি, এবং আমার তেজ অতিদুঃসহ, আমি মধ্যাহ্নকালাতিরিক্ত ক্ষণমাত্র স্থির নহি, তোমার অধ্যয়ন আমার নিকটে কিরূপে হইবে? আর তোমারি বা অধ্যয়নের আবশ্যক কি? তোমার যে অধ্যেতব্য তাহা অধীত হইয়াছে। ঈশ্বরভিন্নের সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানবাসনা দুর্ব্বাসনামাত্র, সে ফলোপধায়ক হয় না। অতএব এ দুরাগ্রহ ত্যাগ কর, স্বস্থানে গমন কর।

সূর্য্যের এ বাক্য শুনিয়া ভরদ্বাজ কহিলেন, তুমি যেমন গমন করিবা আমিও তোমার সহিত তেমনি গমন করিব, আর তোমার তেজেতে আমার কি করিতে পারিবে? বহ্নি কি বহ্নিকে দগ্ধ করে? যে তপোবলে তোমার এতাদৃশ সামর্থ্য ও তেজ হইয়াছে, তাদৃশ তপোবল কি অন্যের নাই? এইরূপ ভরদ্বাজের সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া সূর্য্য নারায়ণদেব মনে করিলেন, যে ইহার তত্ত্বজ্ঞান নাই, কেবল বহুশাস্ত্রাধ্যয়নজনিত বিদ্যামদোন্মত্ত হইয়া আরূঢ়াহঙ্কার হইয়াছে, ইহার সমুচিত ফল হওয়া উপযুক্ত হয়। এইরূপ মনে করিয়া মুনিতনয়কে কহিলেন, ভাল, তবে পড়। ইহা কহিয়া বেদোচ্চারণ করামাত্রে সূর্য্যের পূর্ব্বহইতে অধিক তেজোবৃদ্ধি হইল, তাহাতে মুনিপুত্রের শ্মশ্রুজটাভারসমেত মুখ দগ্ধ হইল। এইরূপে স্বয়ং দগ্ধানন হইয়া অধঃপতিত হইলেন, কিন্তু প্রাণান্ত হইল না। পরিব্রাজক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ, অতএব কহি, আত্যন্তিক কিছুই ভাল নয়। এই রূপে ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

FROM THE MANIFESTATION OF THE TRUTH.

তথ্যপ্রকাশ।

1.—*An address to Idolaters on the folly of idolatry.*

পরমেশ্বরের উপাসনাহইতে বিমুখ হইয়া পুত্তলিকার আরাধনাতে তৎপর যে সকল পণ্ডিতেরা, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের প্রিয়পাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করি, চেতনরহিত স্পন্দরহিত বাক্যরহিত এরূপ যে অত্যন্ত জড় পুত্তলিকা তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাবৎ প্রজ্ঞলোকের নিকটে কেন আপনাদের হাস্যাস্পদত্ব জন্মাও? আর বিজাতীয় মুখবাদ্য কক্ষবাদ্য অঙ্গুলিধ্বনি ও ভূমিতে পদাঘাত আর করতালী এবং অত্যন্ত নিন্দিত ও অশ্রাব্য গীত গান আর নানা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীকে পরমার্থসাধন জানিয়া তাবৎ মনুষ্যের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আলয় কেন হইতেছ? যদি বল, পুত্তলিকার আরাধনা বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ আছে, অতএব সেই প্রমাণে ইহা করিয়া থাকি; শাস্ত্রে লিখেন, যথা।

"যে ব্যক্তি দেবতার প্রতিমাতে প্রস্তর বুদ্ধি করে সে নরকে যায়"।

"আর প্রতিমা উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইলে দেবতার সন্নিধান হয়"॥

উত্তর। যেমন পুরাণেতে প্রতিমাপূজার অনুমতি দেখাইলা, সেইরূপ ঐ পুরাণাদিতে প্রতিমাপূজার নিন্দাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যথা।

"যে সকল মূঢ় ব্যক্তি মৃত্তিকা ধাতু প্রস্তর কাষ্ঠাদি রচিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বুদ্ধি করে, তাহারা কেবল শারীরিক ক্লেশ পায়, মুক্তিপ্রাপ্ত হয় না।"

"যে ব্যক্তি মূঢ়তাপ্রযুক্ত সর্ব্বভূতব্যাপি আত্মা যে আমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমার ভজনা করে, সে কেবল ভস্মে হোম করে।"

অতএব শাস্ত্রের পরস্পর বিবাদ দেখিতেছি, ঐ বিবাদ ভঞ্জনের দুই পথ, এক এই যে পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যকে অধিকারভেদে স্বীকার করা অর্থাৎ পুত্তলিকাপূজার যে অনুমতি দেখা যায় সে মূঢ়ের প্রতি হয়; আর

যাহার বোধাধিকার আছে, সুতরাং তাহার প্রতি পুত্তলিকাপূজার নিষেধ ও পরমেশ্বরের উপাসনার বিধি নিশ্চয় হইয়াছে। এবং পূর্ব্ব ২ গ্রন্থকারেরাও এইরূপ বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। যথা।

"কাষ্ঠলোষ্ট্রেতে মূর্খেরাই দেববুদ্ধি করে, কিন্তু জ্ঞানি ব্যক্তিরা পরমাত্মাতে দেববুদ্ধি করেন"।

আর বিরোধ ভঞ্জনের দ্বিতীয় পথ এই, যে শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইলে যে পক্ষ যুক্তিসিদ্ধ হয় তাহার গ্রাহ্যতা হইয়া থাকে। এ স্থলে পুত্তলিকার ঈশ্বরত্ব আছে, প্রাণপ্রতিষ্ঠাধীন তাহার শিলাত্ব আর থাকে না, ইহা এক স্থানে কহেন; আর অন্য স্থানে কহেন, তাহার ঈশ্বরত্ব নাই। ইহাতে যুক্তিসিদ্ধ কোন্ পক্ষ হয়, তাহা পুত্তলিকার দেবত্ব পরীক্ষা করিলেই অনায়াসে নিশ্চয় হইবেক; অর্থাৎ যদি পুত্তলিকার পূর্ব্ববৎ মৃত্তিকা পাষাণাদির ধর্ম্ম প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা পরিবর্ত্ত হইয়া ঈশ্বরের ধর্ম্ম তাহাতে উপস্থিত হয়, তবে পুত্তলিকার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে; অথবা যদি হস্তাঘাতে খণ্ড কিম্বা অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়, তবে পুত্তলিকার ঈশ্বরত্ব নিষেধ শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে বলবত্তা মানিতে হইবেক।

যদি বল, যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জনের যে দ্বিতীয় পথ কহিলা, তাহাতে আমরা সম্মত নহি; যেহেতুক যে দেবপ্রতিমাকে আমরা অত্যন্ত মান্য করিয়া জানি, সে কি জানি ভগ্ন কিম্বা দগ্ধ হইয়া যায়, অতএব অধিকারভেদে বিরোধ ভঞ্জনের যে প্রথম পথ কহিলা, তাহাই সর্ব্বসম্মত বটে। আমরা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরেতে চিত্তনিবেশ করিতে অসমর্থ হই, সুতরাং প্রতিমাদিতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করি; ইহাতে শাস্ত্রে কিম্বা লোকে আমাদিগকে মূর্খ কহে, তাহাতে হানি নাই।

উত্তর। পুত্তলিকা যে তোমাদের অতিশয় প্রিয়, তাহা অতি যথার্থ, নচেৎ আপনাকে মূর্খ ও মূঢ় অঙ্গীকার করিয়া পুত্তলিকার আরাধনা সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতা না; কিন্তু মূর্খ ব্যক্তির শাস্ত্রে কি রূপ নিন্দা লিখিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত থাকিবা, যথা।

"বেদোক্ত ক্রিয়াহীন ও মূর্খ এবং মহারোগগ্রস্ত আর আপন ইচ্ছামত আচার যে ব্যক্তি করে, এ সকলের যাবজ্জীবন অশৌচ কহিয়াছেন"। অতএব পরমেশ্বরেতে চিত্তের অভিনিবেশ করিবার বুদ্ধি থাকিতেও কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক পুত্তলিকার প্রীতিতে আপনাকে মূর্খ কহাও? আর বিশেষ আশ্চর্য্য এই, শাস্ত্রবিবেচনা বিষয়ে কিম্বা রাজকর্ম্মে অথবা অন্য কোন বিষয়ে তোমাদিগকে যদি কেহ মূর্খ কহে; তবে তাহার প্রাণ হরণে উদ্যত হইবা; যেহেতুক আপনাকে অন্য সকলহইতে সকল বিষয়ে বুদ্ধিমান জানিয়া থাকহ; কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রবৃত্তি দিলে কহিতেছ, আমরা অল্পবুদ্ধি দুর্ব্বল অধিকারী, অতএব সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের উপাসনাতে

অসমর্থ হই,যেহেতুক সে অত্যন্ত দুষ্কর হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পুত্তলিকার যে উপাসনা তোমরা করিয়া থাকহ, ইহাহইতে অধিক দুষ্কর অন্য কোন কর্ম্ম নাই, যেহেতু জড়পিণ্ডকে সচেতনরূপে জ্ঞান কর; আর যাহার খাইবার শক্তি নাই তাহার নিকটে অন্নাদি প্রদান কর, যাহার আঘ্রাণ করিবার শক্তি নাই তাহার নিকটে নানা প্রকার সুগন্ধি পুষ্পাদি দিয়া সে তুষ্ট হইল এমত অভিপ্রায় কর, এবং সেই মৃত্তিকা পাষাণ-পিণ্ডেতে ঈশ্বরত্ববোধ করিয়া থাক; অথচ শীতকালে কি জানি শীতে দুঃখ পায়, এ নিমিত্ত তাহাকে শীতবস্ত্র দিয়া বেষ্টিত কর; গ্রীষ্মকালে বায়ু ব্যজন কর, ও মশার ভয়ে তাহাকে রাত্রিতে মশারির মধ্যে রাখহ, অতএব এক বস্তুতে এক কালে ঈশ্বর জ্ঞান করা ও অনীশ্বর জ্ঞান করা, ইহাহইতে সংসারে অন্য কোন বিষয় কঠিন এবং দুষ্কর নাই। তবে বালককালাবধি অভ্যাসদ্বারা এরূপ ভাবনাতে তোমাদের দুষ্কর বোধ হয় না, যেমন নটেরা বাল্যাবধি অভ্যাসবলেতে অতিদুষ্কর যে অনেক ছুরি ও অনেক ভাঁটা এক কালে লোফা তাহা অনায়াসে করে।

যদি বল, প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরেতে প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, অতএব প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু অমান্য হইতে পারেন না; উত্তর। তোমরা এবং আমরা উভয়েই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি,প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে পুত্তলিকার যে পাষাণত্ব ও মৃত্তিকাত্ব অথবা কাষ্ঠত্ব ছিল,পরেও তাহাই আছে। মক্ষি-কা মশকাদি পুত্তলিকার শরীরে প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আপাদমস্তকে যেরূপ বিহার করিত, প্রতিষ্ঠার পরেও সেইরূপ বিলাস করে; পূর্ব্বে যেমন ভূম্যা-দিতে পতিত হইলে খণ্ড২ হইত,সেই রূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরেও হয়; আ-হার নিদ্রা স্পন্দনের কোন শক্তি পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও সে সকল নাই; তবে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে,ইহা কি রূপে নিশ্চয় হয়? বস্তুতঃ বাল্য-কালাবধি নানাপ্রকার আবির্ভাবের জনশ্রুতিদ্বারা কোন সময়ে ঐ পুত্তলি-কাকে হাস্যবদন দেখ, কখন২ ম্লানবদন উপলব্ধি কর, এই রূপ সংস্কার হইয়া যায়; যেমন গারো এক জাতি, তাহারা বাল্যকাল অবধি বিড়ালকে জনশ্রুতিদ্বারা দেবতা করিয়া স্বীকার করে; তাহারাও বিড়ালেতে নানা প্রকার চমৎকার দেখিতে পায়। সুতরাং জনশ্রুতিদ্বারা বুদ্ধি মলিন হইলেই মনুষ্যের এরূপ ভ্রম জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই আছে, অন্য২ তাবৎ বস্তুর প্রত্যক্ষে তোমাসকলের সহিত আমাদের ঐক্যই থাকে; কিন্তু পুত্তলিকার হাস্যবদনের প্রত্যক্ষে অনৈক্য হয়। আর যাহার অবলোকন শক্তি চলৎশক্তি চেতনাদি কিছু নাই, তাহার স্থানে যে মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সে কিরূপে পুত্রের প্রার্থনা কিম্বা ধনের ও আরোগ্যের যাচ্ঞা করে, এবং এই সকলের প্রাপ্তির নিমিত্তে সেই অচেতন বস্তুকে উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দেয়? ইহাহইতে অধিক আর লজ্জার কারণ কি আছে? বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, এরূপ ঘুষ দানের দ্বারা অনেকের

কোনহ কার্য্য সিদ্ধ হয় না, অথচ অনেক ব্যয় ও আয়াস করিয়া ঐ পূজাদিরূপ ঘুষ দিতে পুনঃ২ স্বীকার করহ।

যদি বল, যে সকল লোক পুত্তলিকার নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরি কার্য্য সিদ্ধ হয়; এবং যাহারা প্রধান২ নামলব্ধ পুত্তলিকার তুচ্ছতা করিয়াছে, তাহাদেরি সমুচিত দমনও হইয়াছে; উত্তর। যেমন কাহার ২ পুত্তলিকার আরাধনা করত কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেই রূপেতে অনেক পুত্তলিকার নিকট কদাপি প্রার্থনা করেন না, কিন্তু তাহাদেরও মনোভিলাষ মধ্যে ২ পরিপূর্ণ হয়; অতএব মনোভিলাষ পূর্ণ হওয়া কিম্বা না হওয়া ইহা ঈশ্বরাধীন বটে; কিন্তু লোকে কারণসত্ত্বে হয়, কারণের অভাবে হয় না; অতএব ইহার সহিত পুত্তলিকার কি সম্বন্ধ আছে? আর পুত্তলিকার হস্ত পাদ কি জানি কখন ভগ্ন হয়, এই আশঙ্কায় পূজকেরা সর্ব্বদা ব্যস্তই থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। অতএব দেবতার আবির্ভাবে তাহাদের সম্যক্প্রকারে নিশ্চয় থাকিলে পূজকেরা পুত্তলিকার রক্ষার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সতর্ক হইত না। আর অন্যকে দমন করিবাতে প্রধান ২ পুত্তলিকার শক্তি আছে, এ যে কহিলা, তাহাতে তবেই আমরা বিশ্বাস করিতাম, যদি উন্দুর তৈলপায়িকা প্রভৃতি পুত্তলিকার অঙ্গরাগকে নষ্ট করিতে ও তাহার শরীরে গর্ত্ত করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দিত, এবং মক্ষিকা নানা অশুচি দ্রব্যে বসিয়া পুত্তলিকার শরীরে যখন বৈসে, তখনি যদি তাহারও বারণ শাস্তি করিত। সে যাহা হউক, পুত্তলিকার কত শক্তি আছে, আর কিবা শক্তি নাই, তাহার পরীক্ষা অনায়াসেই হইতে পারে; অর্থাৎ আমাদের হস্তে পুত্তলিকাকে রাখিয়া দেখ, কে কাহার সমুচিত দণ্ড করিতে পারে?

যদি বল, পুত্তলিকার দেবত্ব এবং কোন ক্ষমতা যদি নাই, তবে শাস্ত্রে অজ্ঞানির প্রতিই বা ইহার আরাধনার অনুমতি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? উত্তর। যে সকল অজ্ঞান লোক বিশ্বের অদ্ভুত ও নিয়মিত রচনা এবং শরীরের বিচিত্র নির্ম্মাণাদি অবলোকনদ্বারা বিশ্বের কারণ ও জগতের নিয়মকর্ত্তা যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর, তাঁহাতে নিশ্চয় করিয়া ধর্ম্ম এবং ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা নাস্তিভাবে কাল হরণ করিয়া লোকের উৎপাতজনক হইবেক, এই আশঙ্কায় ঐ সকল অবোধ ব্যক্তিকে তাহাদের পৃথক্২ রুচির অনুসারে বালকের ন্যায় মগ্ন রাখিবার নিমিত্তে নানাবিধ পুত্তলিকার, এবং যে পশু পক্ষি বৃক্ষ নদী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ এবং অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, তাহারো আরাধনাতে ফলের লোভ দেখাইয়া অনুমতি করিয়াছেন, যথা।

"ফলাসক্ত যে সকল মূঢ় লোকদের আত্মার এবং অনাত্মার বিবেচনাশক্তি নাই, তাহাদের প্রবৃত্তির এবং অধিকারের নিমিত্ত শাস্ত্রে ফলের কথন করিয়াছেন"। ঐ সকল অজ্ঞানেরা বাল্যকালে ক্ষুদ্র ২ পুত্তলিকা

এবং ধূলার নৈবেদ্য ও ছোট ২ পাত্রাদি এ সকলের দ্বারা খেলা করিয়া চিত্তরঞ্জন করিত, সেই রূপে যুবাকালে ও বৃদ্ধ সময়ে বৃহৎ ২ পুত্তলা ও তণ্ডুলাদির বৃহৎ ২ নৈবেদ্য এবং প্রশস্ত পাত্রাদিদ্বারা নানা প্রকার খেলাতে চিত্তের সন্তোষ জন্মায়। ঐ সকল বালকের ন্যায় খেলা তাহাদের নিত্য ক্রিয়া, এবং তিথি বিশেষের উৎসবে ব্যক্তই আছে, যেহেতুক ঘ্রাণেন্দ্রিয়রহিত শিলাদিকে উত্তম পুষ্পের আঘ্রাণ করাইব, এই উদ্দেশে বালকের ন্যায় পুষ্পাহরণ করে, এবং শ্রবণেন্দ্রিয়রহিতের নিকটে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করে; আর যাহার আস্বাদনের শক্তি নাই তাহাকে নানাবিধ উত্তম খাদ্য দ্রব্য অর্পণ করিয়া অবোধ বালকের ন্যায় গ্রাস-মুদ্রা দেখায়, এবং দশনেতে অসমর্থ যে বস্তু তাহার সম্মুখে আরত্তি করে, ও তিথিবিশেষে কর্দ্দমে পতিত হইয়া পরস্পর হস্তাহস্তি মুষ্টামুষ্টি পুত্তলিকার সম্মুখে করিয়া থাকে; কোন ২ তিথিতে পুত্তলিকার নিকটে পিতা পুত্র ও ভ্রাতা এবং অন্য গুরুতর লোক একত্র মিলিয়া অকথ্য কথন পূর্ব্বক নানা কুৎসিত প্রকার শরীরের ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করে; সে স্থানে আপনার ও অন্য ২ প্রতিবাসির স্ত্রীলোক পরম্পরা থাকিলেও ঐ রূপ অকথ্য কথনে ও শরীরভঙ্গীতে নিবৃত্ত হয় না; কোন বা সময়ে নৌকার উপরি পুত্তলিকাকে লইয়া যথেষ্টাচার করে। অতএব পরমেশ্বরের আরাধনাতে কেন এ সকল অবোধের শ্রদ্ধা হইবেক? সুতরাং এ সকল খেলা না থাকিলে তাহাদের কাল হরণের কোন উপায় ছিল না।

যদি পৌত্তলিক কহে, আমরা পুত্তলিকার আরাধনা করি না, কিন্তু এ সকল পুত্তলিকা বিশেষ ২ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি হয়েন; ঐ সকল দেবতা জন্ম মরণরহিত নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম হয়েন; ইহার দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করিয়া থাকি। উত্তর। জিজ্ঞাসা করি, ঐ বিশেষ ২ দেবতারা সকলেই পরব্রহ্ম হয়েন? কি উহাঁদের মধ্যে এক জনকে পরব্রহ্ম বল? ইহার উভয়ই অসম্ভব হয়; যেহেতুক সকলকে পৃথক্ ২ পরব্রহ্ম মানিলে বেদবাক্য অপ্রমাণ হয়, কেননা বেদে সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম কহেন; এবং অনেক স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কহিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু ঐ পাঁচ জন কি দশ জন স্বতন্ত্র ব্রহ্ম যদি হয়েন, তবে তাঁহাদের সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি, এবং অন্য ২ সর্ব্বশক্তি মানিতে হইবেক; কেননা যাহার সর্ব্বশক্তি নাই তাহাকে ব্রহ্ম বলা যায় না। এরূপে এক সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মহইতে যদি সৃষ্টি প্রভৃতি জগতের তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল, তবে অন্য সকল ব্রহ্ম সম্যক্ প্রকারে অপ্রয়োজন হইলেন, অতএব প্রত্যেক ঐ সকল দেবতাকে স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম কহিতে পারিবা না। আর উহাঁদের মধ্যে কেবল

একেকেও ব্রহ্ম কহা শাস্ত্র এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়; যেহেতু যেমন ঐ একেকে কল্পনা করিয়া পুরাণাদিতে ব্রহ্ম কহিয়াছেন, সেই রূপ অন্য অন্যকেও স্থান স্থানান্তরে কল্পনা করিয়া ব্রহ্ম কহেন। অতএব কল্পনাকে এক স্থানে সত্য জ্ঞান করা, অন্য স্থানে সত্য জ্ঞান না করা, এ সর্ব্বথা অসিদ্ধ হয়।

আর যদি বল, তাঁহারা সকলে পৃথক্২ নহেন, বস্তুতঃ এক, কিন্তু পৃথক্ শরীরে দৃষ্ট হয়েন। উত্তর। ঐ যে সকল বিশেষ ২ দেবতার পৃথক্২ শরীর হয় ও পৃথক্২ বাসস্থান ও পৃথক্২ স্ত্রীপুত্র থাকে এবং পৃথক্২ চেষ্টা ও কামক্রোধাদি ভাব থাকে ও পরস্পর যুদ্ধ এবং সন্ধি হইয়া থাকে, তাঁহারা যদি এক হইতে পারিলেন, তবে ঘটপট মনুষ্য পশু প্রভৃতি তাবৎ জগৎই এক কেন না হউক? অতএব আকারভেদ বর্ণভেদ স্থানভেদ চেষ্টাভেদ ক্রিয়াভেদ থাকিতেও অনেক বস্তুকে এক করিয়া কহা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি তাবৎ ইন্দ্রিয়কে জলাঞ্জলি না দিলে হইতে পারে না; বস্তুতঃ ঐ সকল দেবতার জন্ম মরণ আছে, এবং তাঁহারা ও আমরা ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেই অনিত্য হই; প্রভেদ এই যে আমাদের জন্ম মৃত্যু অরায় হয়, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে হইয়া থাকে, যথা, "ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা ও প্রাণি সকল নাশকে পাইবেক; অতএব যাহাতে শ্রেয় হয় এমন করিবে"।

আর তাঁহারা কাম ক্রোধ লোভ মোহ এবং পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে সর্ব্বদা ব্যাবৃত ছিল। সেইরূপ মনুষ্য পশ্বাদিও কামক্রোধাদিতে বিবৃত হয়; অথচ পৌত্তলিকের মান্য কোন এক কল্পিত ব্রহ্মের জন্ম সময়ে মস্তক ছিন্ন হয়, পরে যুদ্ধকালে দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়; কোন ব্রহ্মের যুদ্ধে রক্তপাত এবং মূর্চ্ছা হয়; এবং কোন ব্রহ্মের ব্যাধহস্তের দারুণ শরাঘাতে প্রাণত্যাগ হয়; কোন ব্রহ্মের চপেটাঘাতে দন্ত ভগ্ন হয়; অদ্যাপিও তাঁহাকে দন্তহীন জানিয়া পিটালির নৈবেদ্য দিয়া থাক; কাহারো বা শাপে ও শোকে প্রাণত্যাগ হয়। ইহার প্রমাণ মহাভারত ও পুরণাদি শাস্ত্র আছে। মনুষ্যকেও ঐ প্রকার নানাবিধ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে দেখিতেছি। আর যেরূপ দেবতাতে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ আছে, সেইরূপ মনুষ্যাদিতেও ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা।

"সকল এই সংসার ব্রহ্ম হয়েন; যথার্থ জ্ঞানে জগৎ এক হয়।"

এই প্রমাণের দ্বারা কি দেবতা কি মনুষ্যাদি সকলেরি ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হইল। তবে কেবল দেবতাদিগকে কেন ব্রহ্ম কহ? আর মনুষ্যাদি জগৎকে কেন ব্রহ্ম না কহ?

যদি বল দেবতাদের জন্ম মরণ কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ মূর্চ্ছা মোহ ইত্যাদি লীলামাত্র, বস্তুতঃ তাঁহারা নির্লিপ্ত হয়েন। উত্তর। কি মনুষ্যাদি কি দেবতাদি সকলের আত্মাই নির্লিপ্ত, কিন্তু দেহের জন্ম মরণ ও ক্রিয়া লইয়া আত্মাতে আরোপমাত্র হয়; অতএব দেবতা সকল অন্য২ জন্তুর ন্যায়

দেহবিশিষ্ট ও দেহের ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়াছেন; তত্রাপি যদি দেবতাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ জন্ম মরণ ও মস্তকচ্ছেদ ও রাগ দ্বেষ ইত্যাদিকে লীলামাত্র স্বীকার করহ, তবে মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি সকলের জন্ম মরণ কাম ক্রোধ ইত্যাদিকে লীলা করিয়া স্বীকার করিতে কে বারণ করে? যেহেতু বস্তু বিবেচনায় তাবৎ সংসার মায়িক লীলামাত্র হয়। অতএব এক শরীরের চেষ্টা ও দুঃখ শোকাদিকে লীলা করিয়া জানা, আর অন্য ২ শরীরের দুঃখাদিকে বাস্তবিক করিয়া মানা সর্ব্বপ্রকারে অসিদ্ধ হয়।

যদি বল, দেবতাদের হইতে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার হইয়াছে, সে সকল মনুষ্যহইতে অসম্ভব, অতএব কেবল দেবতাদের জন্ম মরণ লীলামাত্র হয়। উত্তর। প্রথমতঃ যমদগ্নির বচনহইতে এই বোধ হয়, ঐ সকল দেবতাদের নাম রূপের কল্পনা করিয়া শাস্ত্রে যেমন লিখিয়াছেন, সেইরূপ বিশেষ ২ নীতি ও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের প্রভাব কহিবার নিমিত্তে ইতিহাসচ্ছলে তাহাদের নানা প্রকার ক্রিয়ারও কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন। যথা।

"রূপ বিশিষ্ট দেবতাদিগের যে পুংস্ত্র্যংশাদি কথা সে কল্পিত বাক্য মাত্র হয়"।

যেহেতু রূপ যদি কাল্পনিক হইল, তবে সে রূপের ক্রিয়াও সুতরাং কাল্পনিক হইবেক। দ্বিতীয়তঃ, যেমন দেবতাদের অলৌকিক কর্ম্ম করিবার কথন আছে, সেই রূপ অগস্ত্য জহ্নু বশিষ্ঠ জনক প্রভৃতি ইহাঁরা সকলে দেবতাদের ন্যায় অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছেন, এমত পুরাণাদিতে লিখিয়াছেন, অতএব ইহাঁদেরও জন্ম মরণ কি মিথ্যা? এবং ইহাঁরাও কি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হইবেন?

যদি বল, ঐ সকল দেবতাদের উপাসনা করিয়া মুনিরা ও রাজারা পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তদনুসারে দেবতাদের আরাধনা আমরাও করি। উত্তর। দেবতারা ও মুনিরা ও রাজারা পূর্ব্ব ২ যুগে কেবল পরমেশ্বরেরই উপাসনা ও সমাধি করিতেন, দেবতাদের সহিত ও মুনিদের সহিত সমভাব ছিল, যজ্ঞাদিদ্বারা তাঁহারা দেবতাদের উপকার করিতেন, দেবতারাও পূজাদি প্রদানদ্বারা তাঁহাদের তুষ্টি জন্মাইতেন; কখন দেবতাদের সহিত তাঁহাদের প্রণয় থাকিত, কখন অপ্রণয় হইত, ইহার প্রমাণ গণেশের দন্তভঙ্গ ও ইন্দ্রের লক্ষ্মীত্যাগ ও বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর পদাঘাত ও যদুবংশের নাশ ও কৃষ্ণের শাপাঘাতে মৃত্যু এবং শিবের মোহপ্রাপ্তি, এ সকল বৃত্তান্ত পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। যদি মুনিরা ঐ সকলকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া জানিতেন, তবে অত্যল্প ক্রোধে দন্তভঙ্গ পদাঘাত বংশনাশ ইত্যাদি শাসন করিতেন না; বস্তুতঃ যখন যে দেবতাকে কিম্বা অন্য কোন বস্তুকে পুরাণে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তখন তাহার প্রতি তাবৎ ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা

এবং সকল দেবতা ও রাজা ও ঋষিদের আরাধ্য করিয়া কহিয়াছেন। পুনরায় পুরাণান্তরে সেই দেবতাকে অন্য দেবতার জনিত ও সেবক ও অধীন করিয়া কহিয়াছেন, এবং ঐ অন্য দেবতাতে তখন ব্রহ্ম ধর্ম্মের আরোপ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ দেখ বশিষ্টাদি ঋষিকে শিবপ্রধানক গ্রন্থে শৈব করিয়া লিখেন, আর শক্তিপ্রধানক গ্রন্থে শাক্ত করিয়া কহেন, এবং বিষ্ণু প্রধানক গ্রন্থে বৈষ্ণবরূপে বর্ণন করেন, তন্ত্রে বামাচারিরূপে তাঁহা-দিগকে লিখেন; বস্তুতঃ তাঁহারা দেবতাদের ন্যায় কেবল এক পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন, দেবতার সহিত তাঁহাদের সমরূপে ব্যবহার ছিল; এবং পরস্পর পূজ্যপূজকভাব ছিল, তুষ্ট হইলে বর প্রদান করিতেন, ক্রোধ হইলে অভিসম্পাত দিতেন, ইহা তাঁহাদের গ্রন্থেই ব্যক্ত আছে। আর লৌকিক দৃষ্টান্তে কেন না দেখ? যদি তোমাদের ন্যায় ঐ ঋষিরা ও রাজর্ষিরা জন্ম মরণবিশিষ্ট অবয়বির উপাসনা করিতেন, তবে তো-মাদের ন্যায় তাঁহাদের ও অনেকের উপাস্য দেবতার নামে নাম হইত, কিন্তু তাঁহাদের কাহারো নাম হরিচরণ কৃষ্ণচরণ রাইচরণ পেয়ারিমোহন নিতাইদাস চৈতন্যচরণ ইত্যাদি আধুনিক নামের ন্যায় দেখিতে পাই না, যেহেতু ভারতাদি গ্রন্থ বিদ্যমান এবং ঋষিদের ও রাজাদের নাম তাহাতে লিখিত আছে; বশিষ্ট শক্তি পরাশর ব্যাস শুক ধৌম্য গর্গ গোভিল দুর্ব্বাসাঃ শাণ্ডিল্য কশ্যপ অগস্ত্য পুলস্ত্য কুরু পুরু যযাতি মান্ধাতা ভরত রঘু পাণ্ডু যুধিষ্ঠিরাদি যে সহস্র২ নাম আছে, তাহাতে দেবপুত্তলি-কার সহিত সম্বন্ধ নাই।

যদি বল, ঐ সকল প্রতিমার প্রসাদাৎ ও তাহার২ মূলীভূত দেবতার আরাধনাতে অনেকে সিদ্ধ হইয়া মারণোচ্চাটনবশীকরণে সমর্থ হইয়াছেন, এবং আপন২ বাক্যবলে মৃতকে জীবন ও অপুত্রকে পুত্র এবং নির্ধনকে ধন প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন, অতএব তাঁহাদের ঈশ্বরত্বে কি সন্দেহ আছে? উত্তর। যে ব্যক্তি পাষাণ মৃত্তিকার লোড়াকে এবং বনের বৃক্ষকে ঈশ্বর করিয়া বোধ করিতে পারে, এমন অবোধের নিকট কোন এক মনুষ্য প্রতারণা ক্রমে বৃহৎ জটা ও দীর্ঘ ফোটা ও বিজাতীয় চক্ষু ভঙ্গিমা ও হস্ত পাদাদি ভঙ্গিমা রাখিয়া, সেই মনুষ্য সিদ্ধ ইহা বলাইবেক, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ঐ সকল প্রতারকেরা অবোধদিগের নিকট আ-পনাকে বাক্‌সিদ্ধ এবং ভূত ভবিষ্যতের জ্ঞানবিশিষ্ট জানায়, অথচ ঐ অজ্ঞানেরা প্রত্যক্ষ দেখে, ঐ সকল প্রতারকের বাটীতেই এবং অতি সন্নিকটেই যে২ ব্যাপার হয়, তাহার অনেক জানিতে পারে না; আর তাহারা আপনারা অথবা তাহাদের অমাত্যগণ কিম্বা আত্মীয়গণ রো-গেতে ও দরিদ্রতাতে কখন২ অতিক্লেশ পায়; অথচ তাহাদিগকে বাক্যদ্বারা ও স্বস্ত্যয়নদ্বারা অরোগী ও অদরিদ্র করিতে পারে না। কিন্তু যখন জ্ঞানবানের সহিত ঐ সকল ধূর্ত্তদের কর্ম্ম পড়িয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাবৎ

ধূর্ত্ততা প্রকাশ পাওয়াতে সমুচিত ফল হইয়াছে। প্রত্যক্ষ কেন না দেখ? কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তি স্থান সকলেতে অন্য স্থান অপেক্ষা করিয়া অনেক সুবোধ মনুষ্য আছেন, অতএব ঐ সকল প্রতারকের প্রতারণা এই সকল স্থানে বাহুল্যরূপে চলে না। ঐ রূপ ডাইনের রোজা ও ভূতের রোজা কলিকাতার নিকট অত্যল্প দেখিতে পাইবা, কিন্তু যে বনবিষ্ণুপুর ও বঙ্গদেশ ও কামাখ্যাদিদেশ অজ্ঞানে পরিপূর্ণ আছে, সেই ২ দেশে ঐ সকল প্রতারকের অত্যন্ত সম্মান এবং ভূতের ও ডাইনের মাহাত্ম্য প্রতি ঘরে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু পৌত্তলিকের সিদ্ধতার পরীক্ষা অনায়াসে হইতে পারে; অর্থাৎ ঐ এক জন সিদ্ধকে আমাদের নিকট তাহার সিদ্ধতা প্রকাশ করিতে কহ, তখন এ বিবাদের সিদ্ধান্ত এক কালেই হইবেক। আর তোমরা আপনারাই কহিয়া থাক।

"ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এহাঁরা কখন কাহারো কর্ত্তৃক বাধ্য নহেন, অর্থাৎ তাঁহাদের যে নিয়ম সে নিবারিত হয় না"।

অথচ বিশ্বাস কর, অমুক সিদ্ধ ব্যক্তি নির্জীবকে সজীব করিলেন, ও সূর্য্যকে উদয় হইতে দিলেন না ইত্যাদি। ঈশ্বর তোমাদিগকে মনুষ্যদেহ দিয়াছেন, মনুষ্যের ন্যায় বোধ ও ব্যবহার কর না কেন? ঈশ্বরের নিয়মিত বিষয়কে মনুষ্যে উল্লঙ্ঘন করে, এমত বিশ্বাস মনুষ্যের হওয়া অতি দুঃখের বিষয় হয়। বিশেষতঃ এ অনুভব কেন না কর? তোমাদের মধ্যে যাহারা অধিক নির্ব্বোধ হয়, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা করিয়াও নানা প্রকার পুত্তলিকার আরাধনাতে তৎপর হয়; এবং তোমরা যাহাকে অমান্য কর, ঐ সকল পুত্তলিকার নিকট প্রতি কর্ম্মেই বর প্রার্থনা করে, যেমন স্ত্রীলোক ও ইতর জাতি। তাহারা তোমাদের নামলব্ধ পুত্তলিকাকে সুতরাং মান্য করিয়া থাকে। অধিকন্তু ষষ্ঠী মাকাল কালুরায় দক্ষিণরায় ওলাবিবী প্রভৃতিকেও মান্য করে, অথচ তোমরা তাহাদের মান্য কতক পুতুলাকে উপহাস কর। সেইরূপ কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই এখন যে সকল পুতুলাকে সজীবরূপে জ্ঞান করিতেছ তাহাকেও উপহাস করিবা।

যদি বল, শাস্ত্রে গণেশাদি পাঁচকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন, অতএব ঐ পাঁচকে আমরা ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করি। উত্তর। শাস্ত্রে ব্রহ্মের আরোপে গণেশাদি পাঁচকে এবং অন্য অনেককে বরঞ্চ সমুদায় বিশ্বকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন, যেমন বায়ুকে ব্রহ্ম কহিয়াছেন শ্রুতি যথা।

"হে বায়ু তুমিই ব্রহ্ম"।

মনকে ব্রহ্ম এবং উপাস্য কহিয়াছেন। অন্নকে ব্রহ্ম কহেন। দাসকে এবং ধূর্ত্তকে ব্রহ্ম কহেন। এবং আদিপর্ব্বে গরুড়কে অন্তক এবং ব্রহ্ম কহেন।

আর সরস্বতীমাহাত্ম্যে তোমরাই পড়িয়া থাকহ, যথা,

"যে সরস্বতী ব্রহ্মাদি দেবতার সর্ব্বদা বন্দনীয়া হয়েন"।

অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক এই দৃষ্টিতে তোমাদের কি গণেশাদি পাঁচকে কি পঞ্চাশৎকে কি সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম শব্দে কহিয়াছেন?

যদি বল, যুক্তিসিদ্ধ অথবা শাস্ত্রসিদ্ধ হউক অথবা না হউক, পিতৃপিতামহ যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই করিব। উত্তর। তোমরা পুত্তলিকা লইয়া খেলাইবার নিমিত্ত পিতৃপিতামহের নাম উল্লেখ করহ, নতুবা কি লৌকিক কি পারমার্থিক কোন বিষয়ে আপন২ পিতৃপিতামহের ব্যবহারানুসারে অতি অল্প কর্ম্ম করিয়া থাক; এ অতি আশ্চর্য্য। তোমাদের মধ্যে যাঁহাদের পিতৃপিতামহ সৎকর্ম্মান্বিত এবং বিদ্যাব্যবসায়ী ছিলেন, এমন সহস্র সহস্রকে দেখিতেছি, তথাপি তাহারা পিতৃপিতামহের ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ঘোর বিষয়ী হইয়া ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে যদি কাহার ধনবত্তা হয়, তবে সে বংশের তিলক কহায়; এখন অনেকে দুর্গোৎসবাদিতে যবনীর নৃত্য ও ম্লেচ্ছাদির নিমন্ত্রণ ও তাহাদের ভোজন করাইয়া প্রশংসনীয় হইতেছেন, কিন্তু পিতৃপিতামহ কবে এ সকল করাইতেন? ঝোলনা যাত্রায় ও নন্দোৎসবেতে কেহ২ যবনী নৃত্য করাইতেছেন; ইহা কোন্ পিতৃপিতামহের ব্যবহারে ছিল? কাহারো পিতৃপিতামহেরা দেবল ক্রিয়া করিতেন, তাহার সন্তানেরা অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী হইয়াছেন। যাহার পিতৃপিতামহ শাক্ত বরঞ্চ বামাচারী ছিলেন, তাহার সন্তানেরা বৈষ্ণব বরঞ্চ চৈতন্যসম্প্রদায়ী হইয়াছেন। অনেকের পিতৃপিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার সন্তানেরা শাক্ত হইয়াছেন। আর অনেকের পিতৃপিতামহ দুর্গোৎসব করিতেন না, কিন্তু তাহার সন্তানেরা কোন উৎসব ও ব্রত করিতে ত্রুটি করেন না। অনেকের পিতৃপিতামহ কন্যা বিক্রয় করিতেন, সন্তানদের ধনবত্তা হইবাতে কুলীনকে কন্যা দিয়া গোষ্ঠীপতি কহাইতেছেন। অতএব পিতৃপিতামহের রীতির অন্যথা সর্ব্বদা কর, কেবল পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে কহিলে পিতৃপিতামহের নামস্বরূপ ঢালকে অবলম্বন কর।

যদি বল, যাহার পিতৃপিতামহ কন্যা বিক্রয় করিত, সে যদি কন্যা বিক্রয় না করিয়া উত্তম পাত্রে দান করে; এবং যাহার পিতৃপিতামহ দুর্গোৎসব করে নাই সে যদি দুর্গোৎসব করে, তবে তাহারা প্রশংসনীয় হয়, যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম তাঁহারা করিলেন, পিতৃপিতামহ যদ্যপিও করেন নাই, তাহাতে কি হানি আছে? উত্তর। তুমি আপনিই স্বীকার করিতেছ পিতৃপিতামহ যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, পুত্রে তাহার উল্লঙ্ঘন করিয়া সৎকর্ম্ম করিলে প্রশংসনীয় হয়। অথচ কহ, পিতৃপিতামহ যাহা করিয়াছেন তাহাই

কর্ত্তব্য; তাহার উল্লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য হয়। অতএব যখন তুমি আপনিই স্বীকার করিতেছ, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম পিতৃপিতামহ না করিলেও কর্ত্তব্য, তখন আপনকার প্রতি কহিবার অধিকার হইল। সর্ব্বশাস্ত্রবিহিত যে ব্রহ্মোপাসনা যদ্যপি পিতৃপিতামহ করেন নাই, তাহা কেন না কর? অর্থাৎ বেদে পুরাণে স্মৃতিতে তন্ত্রেতে সর্ব্বত্র যে ব্রহ্মোপাসনার বিধি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন পুত্তলিকার উপাসনাতে মিথ্যা কালক্ষেপ কর?

যদি বল, আত্মোপাসনার বিধি সর্ব্বশাস্ত্রে আছে; তাহা না করিলে সদ্গতি হয় না। এমত যদি হইল, তবে যে পিতৃপিতামহাদি পরব্রহ্মের উপাসনা করেন নাই, তাঁহাদের কি সদ্গতি হয় নাই? উত্তর। তাঁহাদের পুত্তলিকা লইয়া খেলা করাতে দুর্গতি হইতে পারে না, যেহেতু স্বার্থপর পণ্ডিতেরা পুত্তলিকার আরাধনার প্রচারে আপনাদের যথেষ্ট লাভ দেখিয়া ঐ পুত্তলিকাপূজাতেই সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইতেন; আর উপনিষদাদি মোক্ষশাস্ত্র সকলের প্রকাশ না করিয়া পুত্তলিকার আরাধনাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবেক, তাঁহাদিগকে এই জানাইতেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের অনেকের শাস্ত্রে অভিনিবেশ ছিল না, সুতরাং ঐ সকল পণ্ডিতের কথাতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি করিতেন না। অতএব তাঁহারা প্রতারিত ছিলেন, তাঁহাদের দোষ কি? প্রতারকদের ইহাতে অবশ্য অতিশয় পাপ আছে। সে যাহা হউক, কিন্তু যাঁহারা উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের পাঠদ্বারা অথবা ভাষা বিবরণদ্বারা এবং বিচারদ্বারা সর্ব্বদা জানিতেছেন, পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেক আর নিস্তারপথ নাই, আর পুত্তলিকার উপাসনা খেলামাত্র, কেবল অত্যন্ত মূঢ়ের জন্যেই শাস্ত্রে লিখিয়াছেন; তাঁহারা যদি দেখিয়া জানিয়াও পরমেশ্বরের উপাসনা না করিয়া পুত্তলিকা লইয়া পুত্তলিকার খেলা দোলাতে রত হইয়া যাবজ্জীবন থাকেন, তাঁহাদের ঐহিকে এবং পারত্রিকে যথেষ্ট হানি হইতে পারে।

যদি বল, প্রতিমার আরাধনা মহাজনপরম্পরায় হইয়া আসিতেছে; অতএব মহাজনেরা যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহাই কর্ত্তব্য। উত্তর। কৌলেরা আগমবাগীশ বিরূপাক্ষ প্রভৃতিকে মহাজন শব্দে কহিয়া আসিতেছেন; আর তাহারা হরিদাস ও গৌরাঙ্গদাস ও নিতাইদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবের মহাজনদিগকে অবহেলা করেন। ঐ রূপ বৈষ্ণবেরা হরিদাস ও গৌরাঙ্গদাস ও নিতাইদাস প্রভৃতিকে মহাজন জানিয়া আগমবাগীশ প্রভৃতির নিন্দা করেন। আর উদাসী প্রভৃতি সকলে গুরু নানককে মহাজন কহিয়া থাকেন। এই প্রকার নানা পথের লোক সকল পৃথক ২ ব্যক্তিকে মহাজন কহিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ মহাজন সকলের পরস্পর মতের অত্যন্ত অনৈক্য। এখন সকলকে কি মহাজন জানিয়া সকলের মত গ্রহণ করিতে হইবেক? কি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাইবেক? বস্তুতঃ মহাজন পদ-

বাচা মনু যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ গোতম ব্যাস প্রভৃতি হয়েন; তাঁহারা কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাদ্বারা কৃতার্থ হইয়াছেন, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এবং তোমরা কেন না বিবেচনা করহ? ব্যাস প্রভৃতি যদি কোন হস্ত পাদাদিবিশিষ্ট দেবতার উপাসনা করিতেন, তবে পুরাণাদিতে স্থানে২ ঐ দেবতাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অধীন ও পরাস্ত হয়েন, এমত রূপে বর্ণন করিতে কদাপি সাহস করিতে পারিতেন না। তাঁহারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন, অতএব কেবল সেই পরমেশ্বরের আরাধনা কর্ত্তব্য হয়। অথ গড্ডালিকা প্রবাহে যেমন এক মেষ স্রোত জলে অথবা কূপেতে পড়িলে অন্য মেষ সকল সেই জলে অথবা কূপে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে, ইহার কারণ ঐ মেষ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের যদি তাৎপর্য্য বোধের এবং বাক্য প্রয়োগের শক্তি থাকিত, তবে এই উত্তর দিত, ঈশ্বর আমাদের ভদ্রাভদ্র বিবেচনার শক্তি দেন নাই, সুতরাং এক অগ্রগামি মেষকে জলে পড়িতে দেখিলাম, আমরাও তদনুসারে জলে পড়িলাম, ইহাতে দুঃখই পাই আর প্রাণই বা যাউক, কি করিব? এইরূপ উটের বৎস কণ্টক ভোজন করিয়া মুখে যখন অতিশয় রক্তপাত করে, সে কালে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার তাৎপর্য্যবোধের এবং বাক্যপ্রয়োগের শক্তি থাকিলে এইমাত্র কহিত, আমার পিতৃপিতামহকে কণ্টক ভোজন করিয়া মুখে রক্তপাত করিতে দেখিয়াছি, আমিও সুতরাং তদনুসারে কণ্টক ভোজন করি; যেহেতু ঈশ্বর আমাকে সৎ অসৎ বিবেচনার শক্তি দেন নাই। কিন্তু যাহাকে ঈশ্বর ভদ্রাভদ্র ও সদসদ্ বিবেচনার শক্তি দিয়াছেন সে মনুষ্যের সন্তান যখন লৌকিকে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ও পরমার্থে অত্যন্ত হানিজনক এমত কর্ম্ম সকল করিতে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ তুড়ি দেওয়া নৃত্য করা মুখবাদ্য কক্ষবাদ্য এবং উৎসবেতে পরস্পর লজ্জালজ্জি ও কুৎসিত এবং অশ্রাব্য ভাষাতে গান, এ সকল ক্রিয়াকে পরমার্থসাধন জানিয়া করে, এবং ঈশ্বরকে পারদারিক চোর কপটী কামী ক্রোধী লোভী ইত্যাদি অপবাদ দেয়, তখন ইহার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে আপনি কোন হেতু কহিতে না পারিয়া কেবল ঐ মেষ ও উট প্রভৃতি পশুর ন্যায় উত্তর যদি করে, অর্থাৎ "পিতৃপিতামহ পরম্পরায় এই রূপ করিয়া আসিতেছেন, এ নিমিত্ত আমরাও করি," ইহাহইতে অধিক দুঃখ কি আছে? যেহেতু এরূপ কথনেতে মনুষ্যবালকে আর পশুর বৎসে কি প্রভেদ রহিল?

যদি বল, আমরা পুত্তলিকা আরাধনার সংস্থাপনের নিমিত্ত শাস্ত্র প্রমাণ দিব, অতএব গড্ডালিকা প্রবাহ কহিতে পারিবে না। উত্তর। এ বিষয়ের উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি, ফলতঃ শাস্ত্রে পুত্তলিকা আরাধনার বিধি মূঢ় অবোধের প্রতি দিয়াছেন। অতএব তোমরা শাস্ত্রপাঠে ও বিষয়কর্ম্মে সর্ব্বত্র সুবোধ হও, কেবল পুত্তলিকা আরাধনার সময় আ-

পনাকে অবোধ কহ, এ রূপ বাক্যকৌশলে ধর্ম্মকে বঞ্চনা করিতে পারিবা না।

II.—*The duty of forsaking Idolatry enforced.*

যদি বল, আমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, তোমাদের ইহাতে দুঃখ পাইবার কি কারণ? এবং পুনঃ২ নিষেধ করিবারই বা কি আবশ্যক? উত্তর। প্রথম কারণ এই, অন্যের দুঃখ দেখিলে দুঃখ উপস্থিত হওয়া এ এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ, সুতরাং তোমাদের বিজাতীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক দুরবস্থা দেখিতে২ দয়া জন্মে, এবং দয়া জন্মিলেই বারণ করিতে হয়; যেহেতু কখন২ আমরা তোমাদের বৃদ্ধ এবং যুবাকে বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখি, অর্থাৎ যেমন বালক পুত্তলিকাকে আহার শয্যাদি প্রদান করে, সেই রূপ ঐ বৃদ্ধ এবং যুবারা পুত্তলিকাকে ভোগ দিয়া সে ভোগ তাহার উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিয়া পরমাহ্লাদে ভোজন করে। আর পুরুষ পুত্তলিকার সহিত স্ত্রীপুত্তলিকার বিবাহ দেয়; বৃদ্ধ যুবা ব্যক্তিদের এরূপ বালকের চরিত্র দেখিলে কাহার না দয়া জন্মিতে পারে? দ্বিতীয় কারণ এই, কখন২ এক জন সুবুদ্ধি ব্যক্তিকে উন্মাদগ্রস্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় চেষ্টা করিতে দেখিতে পাই, সে একাকী ঘরের মধ্যে কখন২ আপন বাম পাদকে ভূমিতে আঘাত করে, কখন বা মস্তকের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিয়া তুড়ি দিতে থাকে, কখন বা অতিবেগে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে কখন বা বক্ষেতে কক্ষদেশে বাহুর আঘাত করে, কখন২ আপন গালে চপেটাঘাত করিয়া থাকে, কখন বা অঙ্গুলিভঙ্গী হস্তভঙ্গী দেহভঙ্গী বিবিধ প্রকারে করে; সুতরাং যাহাদের বোধাধিকার আছে, সে সকল ব্যক্তিকে এরূপ উন্মত্তের ক্রিয়া করিতে দেখিলে কাহার না দয়া উপস্থিত হয়? তৃতীয়তঃ কখন২ পান দোষে মগ্নচিত্ত যে সকল লোক, তাহাদের ন্যায় ব্যবহার করিতে অত্যন্ত শুদ্ধাচার ব্যক্তি সকলকে দেখি, অর্থাৎ যে দেবতাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া স্থাপন করেন, তাহার সম্মুখে সকার বকার উচ্চারণ এবং যে নিন্দিত অঙ্গভঙ্গী অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির নিকট করিতেও লজ্জা জন্মে তাহা করিয়া থাকেন, এবং অন্য অন্যকে ধন প্রদানদ্বারা সেই আপন পরমারাধ্য দেবতাকে এবং তাবৎ স্ত্রী পুরুষ পরিবারকে অত্যন্ত নিন্দিত দুর্ব্বাক্য শুনান, এবং ঐ কবিদিগকে আপনার এবং অন্যের স্ত্রী পরম্পরার নিকট ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যজনক নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিতে অনুমতি দেন, অতএব স্বভাবস্থ লোকহইতে এরূপ অযোগ্য কর্ম্ম কদাপি হয় না, সুতরাং জ্ঞানবানকে এরূপ মত্তের ন্যায় কর্ম্ম করিতে দেখিলে কাহার দয়া না জন্মে? চতুর্থ কারণ এই, তোমরা নন্দোৎসবে দোলযাত্রাতে ও মহানবমীতে মুখ হস্ত এবং সর্ব্বাঙ্গকে কাদা কিম্বা ফাগু অথবা রক্তদ্বারা বিবর্ণ করিয়া পরস্পর যেরূপ বাহুযুদ্ধ ও মুষ্টিপ্রহার এবং নানাবিধ উৎপাতক্রিয়া

ও লমফঝম্ফ পরমার্থ বোধ করিয়া দেবতার সম্মুখে করিয়া থাকহ, তাহা মনুষ্যহইতে প্রায় সম্ভব হয় না, সুতরাং এরূপ অমনুষ্যের ব্যবহার মনুষ্যে দেখিলে কাহার না দয়া হয়? পঞ্চম কারণ এই, তোমরা যে ইষ্ট দেবতাকে পিতাহইতে সহস্র রূপে গুরুতর জান, তাঁহার সং অন্যকে কল্পনা করিয়া আপনার সম্মুখে সেই ব্যক্তিকে নৃত্য করাও, এবং বাসুদেব কানুদেব ইত্যাদি অন্য ২ ভণ্ডের দ্বারা তাঁহাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করাইয়া আহ্লাদিত হও, ইহা সকল ভক্তির কর্ম্ম কি উপহাসের কর্ম্ম হয়, ইহা বিবেচনা কেন না করহ? অতএব পরমার্থ বিষয়ে এরূপ বিদ্রূপ ও ভাঁড়ামী দেখিয়া কাহার দুঃখ না উপস্থিত হয়? ষষ্ঠ এই, কখন গঙ্গাপ্রাপ্তির নিমিত্ত রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পৌষ মাসের দুই প্রহর রাত্রে জলে ডুবাইয়া হত্যা করহ, যেহেতু সে সময় অত্যন্ত শীত এবং উৎকট বাতাস হয়, হৃষ্ট পুষ্ট যুবাকেও চারি দণ্ড জলেতে মগ্ন করিয়া রাখিলে তাহার মৃত্যু হওনে কোন বিচিত্র নাই। আর যুবতী অথবা বৃদ্ধা ভগিনী কিম্বা মাতা পিতামহী কন্যা বধূ ইত্যাদিকে স্বর্গ প্রলোভ দেখাইয়া রজ্জু ও বাঁস দিয়া বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করিয়া থাকহ, এরূপ পিতৃমাতৃহত্যা স্ত্রীহত্যা নরহত্যা সর্ব্বদা অন্যকে করিতে দেখিলে স্বভাবসিদ্ধ বারণ করিতে অবশ্যই হয়। আর সপ্তম কারণ এই, গঙ্গাকে পাপমোচনী জ্ঞান করিয়া রাত্রিশেষে এবং দিবসে স্ত্রীলোকের যাতায়াতের দ্বারা মধ্যে ২ কিরূপ কদর্য্য ব্যবহার না হয়, অনেক পুরুষের মধ্যে একবস্ত্র পরিধান করিয়া স্ত্রীলোক অঙ্গ মার্জ্জনপূর্ব্বক স্নান করিয়া পার্থিব লিঙ্গ পূজা করিতে থাকে, ইহাহইতে কি লজ্জাস্পদ আর আছে? এবং তীর্থযাত্রা ছলে দূরদেশে সহস্র ২ অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের গমনে কি ২ দোষ হইবার সম্ভাবনা না হয়? শেষে যে কোন২ পুত্তলিকার নানা শক্তি বর্ণন করহ, এবং যাহার আগমনের দ্বারা গৃহস্থের ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, এবং নানা প্রকার বিপদ্হইতে ঐ ভক্ত গৃহস্থ রক্ষা পাইয়াছে, এমত জনরব আছে, তাহাকে চোরে অপহরণ করিয়া কখন বিক্রয় করে, কখন বা সেই পুত্তলিকা ধাতুময়ী হইলে তাহাকে গলাইয়া স্বর্ণরূপ্যাদি গ্রহণ করে; কিন্তু ঐ পুত্তলিকার ভক্ত তাহার ঈশ্বর চুরি অথবা গলান গিয়াছে, ইহার প্রকাশে অতিশয় লজ্জিত হয়, এবং চোরের নিরূপণ করিতে না পারিয়া সে পূজারি ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কি ২ নিগ্রহ না করে? কিন্তু এইরূপ অকৃতাপরাধে লোকের দণ্ড করিয়া লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ অত্যন্ত নিন্দিত হয়। অতএব পুত্তলিকার আরাধনাতে কেবল পরলোকে দুরবস্থা হয় এমত নহে, কিন্তু লৌকিকেও সর্ব্বথা হাস্যাস্পদত্ব হয়।

যদি বল, এরূপ প্রতিমার অবলম্বন না করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা ইশুখ্রীষ্টেরা করিয়া থাকে, অতএব তোমার ধর্ম্ম তাহাদেরি ধর্ম্মের তুল্য হয়; আমরা হিন্দু, সুতরাং প্রতিমার অবলম্বন করিয়া উপাসনা করি। উত্তর। যীশু খ্রীষ্টের মতাবলম্বিরা দুই প্রকার হয়েন, এক ইংরাজ

প্রভৃতি যাহারা আপনাদের আরাধনার স্থানে পুত্তলিকাকে কদাপি রাখে না; দ্বিতীয় ফিরিঙ্গী প্রভৃতি যাহাদের সংখ্যা ইংরাজ প্রভৃতি হইতে অধিক হয়, তাহারা আপন২ ভজনস্থানকে প্রতিমাদ্বারা পরিপূর্ণ রাখে। অতএব পুত্তলিকার পরিত্যাগদ্বারা তোমার বিবেচনায় যদি ইংরাজের ধর্ম্মের সদৃশ আমাদের ধর্ম্ম হইল, তবে পুত্তলিকার গ্রহণদ্বারা তোমাদের ধর্ম্ম ফিরিঙ্গীর ধর্ম্মের সদৃশ অবশ্যই হইতে পারে। ইহা হইলে তোমাদের ধর্ম্মই বা কোন্ প্রশংসিত হয়?

যদি বল, জগতের কারণ ব্রহ্ম হয়েন, ইহাতে প্রমাণ কি? উত্তর। ঈশ্বরকে জগতের কারণ করিয়া কি তোমরা কি আমরা উভয়েই কহিয়া থাকি, এবং সকল শাস্ত্রে কহিয়া থাকেন। জগতের কারণ যে ঈশ্বর হয়েন, নাস্তিক ব্যতিরেকে ইহাতে বিবাদ কাহারো নাই; অতএব উভয় সম্মত যে কথা তাহাকে প্রমাণ করিবার প্রয়োজন রাখে না, যেমন বিশেষ জ্ঞানবন্ত দ্বিপদ জন্তুকে মনুষ্যশব্দে কহা উভয়সম্মত হয়, সুতরাং ইহার প্রমাণ করিবার কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু অধিকের ভাগ তুমি যাহা কহ, কৃষ্ণ শিব অথবা কোন দেবতান্তর ঐ জগতের কারণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর হযেন, তাহা আমাদের সম্মত নহে; সুতরাং শাস্ত্রের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা তোমাদের ইহার প্রমাণ দেওয়া উচিত হয় ইহাতে যুক্তিদ্বারা এক জন হস্তপদাদিবিশিষ্টকে জগতের কারণ প্রমাণ করা কোনমতে সম্ভব নহে, যেহেতু প্রত্যক্ষের দ্বারা এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের দ্বারা যে বস্তু হস্তপাদাদিবিশিষ্ট, তাহার নাশ অবশ্য হয়, ইহা প্রমাণ হইতেছে; এবং বিনাশি বস্তু ঈশ্বর হইতে পারে না। আর শাস্ত্রের দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহ তবে শ্রীভাগবতে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহিয়াছেন, ইহা কহিবা, তখন আমরা কহিতে পারি যেমন শ্রীভাগবতে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহিয়াছেন, সেই রূপ কালীপুরাণে কালীকে এবং শিবপুরাণে শিবকে এবং শাম্বপুরাণে সূর্য্যকে এবং তন্ত্রে দশ মহাবিদ্যাকে ব্রহ্ম কহিয়াছেন। আর যেমন শ্রীভাগবতে কৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রকাশক বাক্য দেখিতেছি সেই রূপ ঐ সকল গ্রন্থেতে সেই সকল দেবতার মহত্ত্বসূচক বাক্য দেখিতে পাই; তবে কৃষ্ণ ব্রহ্ম আছে; আর সকলে পৃথক২ স্বতন্ত্র ঈশ্বর হয়েন ইহা শাস্ত্রদ্বারা এবং যুক্তিদ্বারা অসিদ্ধ হয়, যেহেতু সকলের কর্ত্তা এক বিনা অনেক হইতে পারেন না, আর যদি সকলকে এক কহ, তবে ইহার উত্তর আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি ফলতঃ স্থানভেদ বর্ণভেদ আকারভেদ ইত্যাদি প্রভেদ থাকিলেও তাঁহারা যদি এক হয়েন, তবে ঘট পট অশ্ব গজ প্রভৃতি কেন এক না হয়?

যদি বল, হরিহর প্রভৃতিকে শাস্ত্রে এক করিয়া কহিয়াছেন, তদনুসারে আমরা এক করিয়া জানি। উত্তর। শাস্ত্রে তাবৎ জগৎকেই এক করিয়া কহিয়াছেন। যথা,

2 s 2

"বিবেকি মনুষ্যেরা তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডকে এক করিয়া দেখে।" অতএব এরূপ ঐক্য কহিবার তাৎপর্য্য এইমাত্র, এক পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ সংসার অবস্থিত আছে, যেমন এই এক সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া নানা প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, সেই রূপ পরমেশ্বরের একত্বকে আশ্রয় করিয়া তাবৎ প্রতিবিম্বস্বরূপ সংসারকে এক করিয়া কহিয়াছেন।

যদি বল দেবতারা এক না হইলে নানা শাস্ত্রে নানা দেবতাকে ব্রহ্ম কহিবার কি প্রয়োজন আছে? উত্তর। ইহার বিশেষ উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, কেবল দেবতাকে ব্রহ্ম শব্দে কহিয়াছেন, এমত নহে, বরঞ্চ অন্ন মন পশু পক্ষী প্রভৃতি তাবৎ সংসারকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, ইহাদ্বারা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হয়েন, ইহাই প্রমাণ করেন; কিন্তু ইহার প্রত্যেকে ব্রহ্ম হয়েন ইহা প্রতিপন্ন করেন না।

যদি বল, কৃষ্ণপ্রধানক গ্রন্থ সকল সাত্ত্বিক হয়, অতএব সেই গ্রন্থের কথাই মান্য। উত্তর। যে রূপ শিবপ্রধানক শাস্ত্রে শিবপ্রধানক গ্রন্থের উত্তমতা কহিয়াছেন, সেইরূপ যে শাস্ত্রে বিষ্ণুকে প্রধানরূপে বর্ণন করে তাহাতে বিষ্ণুপ্রধানক শাস্ত্রকে উত্তম কহেন; পুরাণে পুরাণকে উত্তম কহেন, তন্ত্রে তন্ত্রকে উত্তম কহেন, বরঞ্চ প্রতিপুরাণের শেষে কহেন, এ পুরাণ অন্য সকল পুরাণহইতে উত্তম হয়েন, কিন্তু এ সকল স্তুতিবাদ মাত্র জানিবা। সকল পুরাণের বক্তা এক জন, অতএব সকল পুরাণ সমান; যদি সেই এক বক্তার বাক্য এক স্থলে মিথ্যা হয়, তবে অন্য স্থলে যে সত্য হয়, ইহার প্রমাণ কি আছে? অতএব কোন পুরাণকে অমান করা ও কোন পুরাণকে মান্য করা, ইহা অতিশয় অধর্ম্মকর্ম্মের কারণ হয়

নিত্যানন্দ চৈতন্য সম্প্রদায়ের মতকে অবলম্বন করিয়া যদি বল পর মেশ্বর আকাররহিত হয়েন, তাঁহারি জ্ঞানসাধন মুক্তির কারণ হয়, ইহ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়ে শঙ্করাচার্য লোকের মোহ নিমিত্ত কাল্পনিক ভাষ্য কহিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত স্থি আছে। উত্তর। পুরাণে এবং তন্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, চারি শিষ্যের সহি শঙ্করাচার্য্য অবতার হইয়া বেদ ও বেদান্তের ভাষ্য করিয়া লোক সকলকে নিস্তার করিবেন; ইহার অন্যথা করিয়া জগতের মান্য ভগ বান ভাষ্যকারকে মোহের কারণ কহ, আর ইহা প্রতিপন্ন নিমিত্ত আ পনাদের কল্পিত বাক্যকে প্রমাণ করিয়া কহিয়া থাক; তবে ইহা উত্তরে শাক্তেরা যাহা কহিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা আমাদিগের তোমাদের প্রতি কহিতে হইল, কল শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের শিষ যে কেশবভারতী তাঁহার শিষ্য চৈতন্য তেঁহ গুরুদ্রোহী হইয়া আচার্য্যে মোহের কারণ জানাইয়া লোকের ইহলোক পরলোক নষ্ট করিয়াছি লেন, এই নিমিত্ত বিরূপাক্ষের নিকট নানা প্রকার শাস্তি পাইয়

পশ্চাৎ তত্ত্বগ্রহণপূর্ব্বক নিস্তার পান, এ বিষয়ে শাক্তেরা অনেক প্রমাণ দিয়া থাকেন, অতএব ভগবান আচার্য্যের নিন্দার প্রতি গুরুদ্রোহির বাক্য কবে গ্রাহ্য হইতে পারে? আমাদের দেশের তাবৎ গ্রন্থকারেরা ও আচার্য্যেরা যে সাক্ষাৎ শঙ্করস্বরূপ শঙ্করাচার্য্যকে গুরু করিয়া মানেন, তাঁহার নিন্দা তাঁতি কৈবর্ত্ত ও তত্তুল্য লোক যাহারা করে, তাহারা কেবল পাতকী হয়। কিন্তু তাঁহার নিন্দা করিবেক এমত লোক কলিকালে জন্মিবেক, ইহা তন্ত্ররত্নাকরে প্রসিদ্ধ আছে। যখন দক্ষের শিবনিন্দাতে ছাগমুখ হইল, সেই কালে দক্ষের ক্রোধের উপশম হয় নাই; পরে যখন মহাদেব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতার হইয়াছিলেন, তখন দক্ষ সেই ক্রোধবশে রামানুজরূপে জন্ম লইয়া শিবধর্ম্মের নিন্দা এবং শিবাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মত দূষণ ও তাঁহার নিন্দা করিয়াছে, এই নিমিত্ত তাহার মৃত্যুকালে ছাগমুখ হইয়াছিল, এবং ত্রিপুরাসুর মহাদেবের হস্তে নিপাত হইয়াছিল। পরে তিন পুরের স্থানে নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত এই তিন রূপে জন্ম লইয়া মহাদেবের মতের বিরুদ্ধ মতকে সংস্থাপন করিয়া আপন সম্প্রদায়ে মহাদেবের নিন্দা অদ্যাপি প্রচুর রূপে করাইতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভৈরবাবতার বিরূপাক্ষের দ্বারা সেই ব্যক্তিরা আপন২ শাস্তি পাইয়াছে। অতএব এখনো শিবস্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের নিন্দক লোকদের ছাগমুখ হইবার ও নানা প্রকার দুর্গতি হইবার কোন অসম্ভাবনা আছে?

যদি বল, শিবের কৃত শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া সকল লোক কলিকালে মদ্যাদি পান করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর। কলিতে আগমোক্ত বিধিতে তাবৎ ব্যবহার করিবেক, ইহা আগমে ও অন্য২ শাস্ত্রে কহিয়াছেন। অতএব কলিতে আগমোক্ত বিধানে আহারাদি করিলে যদি পাপগ্রস্ত হয়, তবে সত্যাদি যুগে বেদাদি শাস্ত্রের মতেও আহারাদি করিয়া লোক সকল পাপগ্রস্ত হইয়া থাকিবেন; যেহেতু সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে কি দেবতারা কি ঋষিরা কি অবতারেরা কি রাজারা সকলেই মদ্যাদি পান করিতেন, ইহা ভারতাদি গ্রন্থেই প্রচার আছে। অতএব খাদ্যাখাদ্য ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়ামক শাস্ত্রই হইয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আহারাদি করিলে অধর্ম্ম হইতে পারে না, কিন্তু যাহারা ইহাতে অধর্ম্ম জ্ঞান করে, তাহারা অধর্ম্মী অবশ্যই হইবেক।

যদি বল, যে সকল আগমেতে মদিরাদি পানের বিধি লিখিয়াছেন, এবং রামানুজ ও চৈতন্য প্রভৃতির ঐ রূপ চরিত্র লিখিয়াছেন, সে সকল আগম কেবল লোকের মোহের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে, ইহা পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে, অতএব ঐ সকল শাস্ত্র গ্রাহ্য নহে। উত্তর। পুরাণ এবং তন্ত্র দুয়েতেই লিখিত আছে, কাশীতে যখন ব্যাসের অপমান হইল, তখন তেঁহ সেই ক্রোধে ব্যাসকাশীর রচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং

তৎকালীন মহাদেবের শাস্ত্র খণ্ডনের নিমিত্ত এবং মহাদেবের মহিমার হানি করিবার নিমিত্ত নানাবিধ কল্পিত বাক্য পুরাণে লিখেন, সেই সকল বাক্যের মধ্যে তোমার ঐ পূর্ব্ব প্রস্তাবের কথা সকল আছে, সুতরাং ব্যাসকাশীর ন্যায় সে সকল কথা অমান্য হয়, এবং ব্যাসদেব ঐ সকল বর্ণন করাতে মহাদেবের নিকট সাপরাধ হইলে অপরাধ মার্জ্জন তেঁহ করিয়াছেন, ইহাও পুরাণে ও তন্ত্রে বর্ণিত আছে। অতএব এ তোমার বাক্য অতি অগ্রাহ্য, যেহেতু পরম কারুণিক যে মহাদেব, তেঁহ লোকের মোহ নিমিত্ত মিথ্যাশাস্ত্র রচনা করেন, ইহা শাস্ত্র এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়। আর আশ্চর্য্য এই, বৈষ্ণবেরা লোকেতে প্রসিদ্ধ যে দশোপনিষৎ বেদ ও বেদান্ত ও ন্যায় প্রভৃতি দর্শন ও প্রসিদ্ধ যে মনু প্রভৃতি আঠার স্মৃতি এবং অতি বিখ্যাত যে মহাভারত, তাহারি বচনকে আপন মতের প্রমাণের নিমিত্ত কখন কহেন না, যেহেতু ঐ সকল গ্রন্থে তাহাদের যুগল ভজন, ও দুটি ভাইয়ের কথা নাই। আর যে ২ পুরাণে ও যে ২ তন্ত্রের তদন্ত পাওয়া যায় না, এবং লোকেতেও প্রসিদ্ধ নহে ও যাহার টীকা নাই, তাহার নাম করিয়া কল্পিতবচন সকল আপনার মত স্থাপনের জন্যে উদাহরণ দেন; কিন্তু যাহার মত প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসম্মত না হয়, সে মতের মান্যতা বিজ্ঞ লোকের নিকট কদাপি হয় না।

যদি বল, অবলম্বন ব্যতিরেকে ব্রহ্মবাদিরা কি রূপে আরাধনা করিতে পারেন? উত্তর। জগতের এবং শরীরের নানাবিধ অলৌকিক নিয়মপূর্ব্বক যুক্তি সিদ্ধ রচনাকে দেখিয়া ইহার কারণ সর্ব্বজ্ঞ অতি বিচক্ষণ এক পরমেশ্বর আছেন, ইহাতে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার শ্রবণ মননদ্বারাই আমরা কৃতার্থ হই, যেহেতু এই রূপ পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে জগতের এবং শরীরের যন্ত্র তাহার প্রত্যেক খণ্ড ও প্রত্যেক অবয়ব এক ২ প্রয়োজনের নিমিত্ত হইয়াছে, অতএব তাহার নিয়মপূর্ব্বক রচনা বিচক্ষণ কর্ত্তা বিনা কদাপি হইতে পারে নাই, ইহার দৃষ্টান্ত লোকেতে দেখ। অদ্ভুত নিয়মপূর্ব্বক নির্ম্মিত যে কোন ঘটিকাযন্ত্র প্রভৃতি বস্তু, তাহা অকস্মাৎ অথবা কোন অচৈতন্য কারণহইতে কদাপি হয় না, এইহেতু আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কার্য্যের মহত্ত্ব দেখিয়া কারণের অতিমহত্ত্বে নিশ্চয় করি,। কিন্তু তোমাদের ন্যায় মনেতে হস্তপদাদি দিয়া এক মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, অথবা হস্তের দ্বারা এক পুত্তলিকা কল্পিত করিয়া হস্তপদাদি শরীর ভঙ্গী এবং নাচা গাওয়া লম্ফঝম্ফ করিয়া কালক্ষেপ করি না, এবং এই মনের কল্পিত কিম্বা হস্তের নির্ম্মিত মূর্ত্তির তুষ্টির উদ্দেশে বালকের ন্যায় ক্রীড়াও করি না।

যদি বল, জগতের এবং শরীরের রচনাদ্বারা জগতের কারণ আছেন, ইহা সিদ্ধ হয়, কিন্ত তেঁহ কি প্রকার ইহা যদি জানা না যায়, তবে তাহাতে নিশ্চয় কিরূপে হইবেক? উত্তর। শরীরের স্পন্দন ও চেষ্টার

দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্রব্যাপক হইয়া যে জীব আছেন, তাহাতে নিশ্চয় হইতেছে, কিন্তু সেই যে জীবহইতে "আমি ও আমার" এই অভিমান হইতেছে, এবং তাবৎ বস্তুর জ্ঞান জন্মিতেছে, সে জীব কি প্রকার হয়, ইহা জানা যায় না, সেই রূপ বিশ্বের রচনা ও নিয়মের প্রত্যক্ষদ্বারা বিশ্বব্যাপী এক জগতের কারণ আছেন, তাহাতে নিশ্চয় হয়, কিন্তু তেঁহ কি প্রকার হয়েন, ইহা জানা যায় না। এইরূপ অনেক বস্তু আছে, যেমন কাল গগণ প্রভৃতি; ইহাতে নিশ্চয় আছে, তাহা তোমরাও স্বীকার করিতেছ, কিন্তু কি প্রকার হয়, ইহা কেহ নির্ধারিত করিতে পারে না, সেইরূপ এ স্থলেও জানিবা; অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহাতে নিশ্চয় হইয়া তাঁহার স্বরূপকে তন্নতন্নরূপে অন্বেষণ করিলে তেঁহ বাক্যমনের অগোচর হয়েন, ইহাইমাত্র স্থির হয়।

যদি বল পরমেশ্বর বাক্য মনের অগোচর, ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু যে বস্তু বাক্য মনের অগোচর হয়, তাহার উপাসনা হইতে পারে না, এ নিমিত্তে আমরা সাকার দেবতাকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করি। উত্তর। যদি এক জন অতি বালককালে দস্যুহস্তে পতিত হইয়া কোন ভিন্ন দেশে গমন করে সেই ব্যক্তি আপন পিতার নির্ণয় করিতে না পারিয়া ও পিতার উদ্দেশে কোন শ্রাদ্ধাদি করিবার সময়ে পশু পক্ষিকে পিতৃসম্বোধন করিয়া শ্রাদ্ধ কদাপি করিবেক না, কিন্তু আপন জন্মদাতা এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেক। সেইরূপ এ স্থলেও জানিবা। পরমেশ্বর কি প্রকার হয়েন, তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহাকে জগতের কারণ ও বিশ্বের নিয়ন্তা ইত্যাদি প্রকার ভাবনা করিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য হয়, সুতরাং এই রূপ শ্রবণ মননকেই তাঁহার উপাসনা জানিবা। কিন্তু আইস, তুমি বইস, তুমি বস্ত্র ও অঙ্গুরী প্রভৃতি গ্রহণ কর, পুষ্পের আঘ্রাণ লও, আহার কর, পশ্চাৎ বিদায় হও, এইরূপ যে খেলাকে তোমরা উপসনা কহ, সে পুতুলার উপাসনা বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত পরমেশ্বরের উপাসনা নহে।

যদি বল, সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের উপাসনা বেদান্ত সম্মত হয়, কিন্তু ইহার অধিকার গৃহস্থের প্রতি নহে। উত্তর। তোমার এ কথা অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু বেদে ও মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি পরমেশ্বরের উপাসনার বিধি সর্ব্বপ্রকারে আছে; সিদ্ধ পরম্পরাদ্বারা কেন না দেখ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইন্দ্র ও বিরোচন ব্রহ্মার নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিলেন। এবং মণ্ডূকোপনিষদে দেখ মহাগৃহস্থ যে শৌনক তেঁহ অঙ্গিরার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েন ও ছান্দোগ্যে জানশ্রুতি রাজা ও শ্বেতকেতু ও জনক প্রভৃতি এ সকলেই গৃহস্থ হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনাতে তৎপর ছিলেন। এবং যুক্তিদ্বারাতেও অনুভব করহ, অন্য ২ আশ্রমে যেমন সুবোধ এবং

নির্বোধ আছে, সেইরূপ গৃহস্থের মধ্যেও বুদ্ধিমান এবং জড়বুদ্ধি আছে, ঐ সকল জড়বুদ্ধিকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত পুতুলা খেলার অনুমতি দিয়াছেন, আর বুদ্ধিমানের জন্যে পরমেশ্বরের উপাসনার বিধি দিয়াছেন। অতএব গৃহস্থ সকল বিশেষ মতে পরমেশ্বরের উপাসনাতে অধিকার রাখেন। তবে এ যথার্থ বটে, পরমেশ্বরের উপাসনাতে গৃহস্থের অধিকার নাই, লাভার্থি ব্যক্তি সকল এ কথা কহিয়া থাকেন। ইহার কারণ স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, গৃহস্থেরা প্রায় ধনবান হইয়া থাকেন, অতএব তাহাদের পুতুলার উপাসনা করাতে ঐ সকল পণ্ডিতদের অধিক লাভ আছে, পরমেশ্বরের উপাসনায় সে লাভ নাই, যেহেতু পুতুলার অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রদান ও আহারের নৈবেদ্য ও বৈকালি শীতল ও বাল্যভোগ ইত্যাদি তাহাদের লাভের জন্যে হইয়া থাকে, এবং উৎসবাদি দিবসে পুত্তলিকার উদ্দেশে বিশেষ উপচার দিতে হয়, এবং বৃত্ত মহোৎসব যাত্রা এবং স্বস্ত্যয়ন পুরশ্চরণ প্রভৃতি কর্ম্মেতে পুত্তলিকাসংক্রান্ত অনেক ব্যয় হয়, ঐ সকল তাবৎ সামগ্রী ঐ লাভার্থি পণ্ডিতে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং গৃহস্থেরা যত পুত্তলিকার উপাসনাতে মগ্ন থাকে, তাহাদের ততই লাভের আধিক্য হয়। মনুষ্য আপনার লাভের জন্যে ডাকাইতি এবং হত্যা ও চুরি করিয়া থাকে, অতএব ঐ লাভার্থি পণ্ডিতেরা আপন লাভের নিমিত্ত গৃহস্থদিগকে প্রতারণা করেন, ইহাতে কি বিচিত্র আছে?

যদি বল, চিত্তশুদ্ধি না হইলে পরমেশ্বরের তত্ত্বকে জানিতে পারে না, তবে যাহারা পরমেশ্বরের তত্ত্বকে জানিতে বাসনা করে, এ সকলের কি চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে? উত্তর। চিত্তশুদ্ধি যদি না হইত তবে পরমেশ্বরের উপাসনাতে তাহাদের প্রবৃত্তিই হইত না, যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্তির কারণ চিত্তশুদ্ধিকে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অতএব পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্তি দেখিলে নিশ্চয় হইবেক এ ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি অবশ্যই হইয়াছে,আর পরমেশ্বরের উপাসনা করাতেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়, এই হেতু তাঁহার সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলে উপাসনা করা অকর্ত্তব্য, এ কথা তোমাদের মুখে শুনা অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু তোমাদের তান্ত্রিক মতে পুত্তলিকার উপাসনাতে লিখিয়াছেন, যথা,

"যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়, এবং বিনয়ী হয়, সর্ব্বদা শুচি হয়, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, ধারণেতে পটু ও শক্তিমান ও আচারাদিবিশিষ্ট ও সুন্দর বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র ও সংযত হয়, ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলে দীক্ষার অধিকারী হয়, ইহার অন্যথা নাই।" অতএব জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পুত্তলিকার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে?

যদি বল, তোমাদের ব্রহ্মোপাসনার কোন ধর্ম্ম হইতেছে না, কেবল

তোমরা আপনাদিগকে মিথ্যা করিয়া ব্রহ্মবাদী বলাইতেছ। উত্তর। আমাদের এই এক ধর্ম্ম, পরমেশ্বরকে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী করিয়া জ্ঞান করা, এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্যের এবং আপনার অপকার না হয় এমত যত্ন করা, এই দুই যথাসাধ্য আমাদের হইতে হয়, এবং অভ্যাস ও যত্নদ্বারা ক্রমশ সংপূর্ণমত হইতে পারে; কিন্তু তোমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং পুত্তলিকার উপাসনায় যে ২ বিধি আছে, তাহার কোটি অংশের এক অংশ তোমাদের হয় না, অগ্নিহোত্র করা তোমাদের নিত্যধর্ম্ম, তাহা কোন্ করিয়া থাকহ? বলি বৈশ্বদেব প্রাতঃস্নান নিত্য শ্রাদ্ধ ও সন্ধ্যা এবং অর্থের সহিত গায়ত্রীজপ ও ব্রত উপবাস আহারাদির নিয়ম ও ম্লেচ্ছ অন্ত্যজের সংসর্গত্যাগ, এ সকলের কি ২ করিয়া থাকহ? এতদ্ভিন্ন শাক্ত শৈব বৈষ্ণবাদির যে পৃথক ২ ধর্ম্ম ও নিয়মের ইয়ত্তা নাই, তাহারই বা কোন্ ব্যক্তি কি করিয়া থাকে? অতএব তোমাদের যে ধর্ম্ম তাহার লেশমাত্র তোমাদের হয় না, অথচ অন্যের ধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি হয়, ইহা দ্বেষপ্রযুক্ত আশঙ্কা করিয়া বিদ্রূপ কর।

যদি বল, তোমরা এক প্রকারে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছ, আমরাও এক প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিতেছি, অতএব উভয় প্রকার উপাসনা যথার্থ হইলে আমরা উভয়েই চরিতার্থ হইব, আর এক যথার্থ এক অযথার্থ ইহার প্রমাণ কি? উত্তর। আমরা জগতের কারণ কহিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করি, অতএব এই অসাধারণ গুণ যাঁহাতে থাকিবেক তাঁহারই উপাসনা হইবেক, সুতরাং আমরা কৃতার্থ হইব। তোমাদের মতানুসারেও আমাদের হানি নাই যেহেতু যদি কালী জগতের কারণ হয়েন, কিম্বা বিষ্ণু কিম্বা শিব জগতের কারণ হয়েন, অথবা অন্য যে কেহ জগতের কারণ হয়েন, তাহাতে আমাদের উপাসনা কদাপি ব্যর্থ হইবে না। যেমন কাশীর রাজার নিকট ডাকে পত্র পাঠাইতে হইলে যদি পত্রে লিখ, এ পত্র কাশীর রাজার নিকট পৌঁছিবেক, তবে যে কোন ব্যক্তি কাশীর রাজা হউন, তাঁহার নিকটে সেই পত্র পৌঁছিবেক, কিন্তু যদি কাহারো বিশেষ নাম করিয়া লিখ, আর সে ব্যক্তি কাশীর রাজা না হয়, তবে পত্র তাহার নিকট পৌঁছিবেক না, বরঞ্চ ফিরিয়া আসিবেক। সেই রূপ এস্থলেও জানিবা; নানামতে নানা ব্যক্তিকে জগতের কারণ কহিয়াছেন, এমত সন্দেহস্থলে যে এক বিশেষ ব্যক্তিকে তোমরা জগতের কারণ করিয়া উপাসনা করহ, সে যদি জগতের কারণ না হয়, তবে তোমাদের উপাসনা নিরর্থক হইবেক, কিন্তু আমাদের উপাসনা কদাপি ব্যর্থ হইবেক না।

যদি বল, আমরা যে কোন সাকার দেবতার উপাসনা করি, তেঁহ জগতের কারণ হউন কিম্বা না হউন, আমরা বিশ্বাসপূর্ব্বক যাহার উপাসনা করিব, তাহাতেই আমরা কৃতার্থ হইব, যেহেতু বিশ্বাসই সকলের মূল হয়। উত্তর।

এ অত্যন্ত অযথার্থ, যেহেতু বিশ্বাসধর্ম্ম বিশ্বাসকর্ত্তাতেই থাকে, সে অন্য বস্তুর শক্তিকে অন্যথা করিতে পারে না, যেমন বিষমিশ্রিত দুগ্ধকে দুগ্ধ বিশ্বাস করিয়া খাইলে সে দুগ্ধের গুণ করিবেক এমত নহে, বরঞ্চ বিষের কার্য্য করিয়া যে পান করে তাহাকে নষ্ট করিবেক। যেমন এক শিশু কিম্বা পতঙ্গ অগ্নিকে অতিপ্রিয় জ্ঞান করিয়া তাহাকে স্পর্শ করে, কিন্তু অগ্নি তাহার বিশ্বাসের বিপরীতে অবশ্যই দাহ করিবেক। এই রূপ সহস্র২ উদাহরণস্থল আছে। অতএব একের বিশ্বাসদ্বারা বস্তুর শক্তি কদাপি অন্যথা হয় না, সেইরূপ কোন নামরূপ নশ্বরকে জগতের কারণ বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিলে তাহার কারণত্বও সিদ্ধ হইবেক না, তোমার উপাসনাও সিদ্ধ হইবেক না, সে কেবল ভ্রমমাত্র।

যদি বল, যাহার গুরু যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহাই সত্য, সেই উপদেশানুসারে অনুষ্ঠান করিলেই কৃতার্থ হইবেক। উত্তর। যিনি শাস্ত্র সম্মত সদুপদেশ দেন তাহাকেই গুরু কহি, যেহেতু গুরুলক্ষণে ও গুরুর প্রণামে কহিয়াছেন। যথা॥

"জ্ঞানরূপ অঞ্জনের শলাকার দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া যিনি চক্ষুর প্রকাশ করেন তেঁহ গুরু হয়েন, তাঁহাকেই প্রণাম"।

অতএব প্রথমে শাস্ত্রসিদ্ধ গুরু হউন, পশ্চাৎ তাঁহার উপদেশের দ্বারা কার্য্য দর্শিবেক, কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞান কাহাকে বলে তাহার লেশও জানে না, কেবল পার্ব্বণী ও শীতুড়ীর ছলে ধন গ্রহণ করিবার জন্যে শিষ্য করে, তাহার উপদেশ কেবল দুঃখ ও দুর্গতির কারণ হয়, অতএব মহাদেব কহিয়াছেন। যথা॥

"শিষ্যের বিত্তাপহরণ করে এমত গুরু অনেক আছে, কিন্তু শিষ্যের মনের সন্তাপ দূর করেন যে গুরু, তেঁহ অতিদুর্লভ হয়েন।

অতএব শাস্ত্রসম্মত পরমেশ্বরের পথকে উপদেশ করেন যে গুরু, তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিলে কৃতার্থ হইতে পারে, নতুবা এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইলে উভয়েরই দুর্গতি হয়, ইহা মণ্ডুকোপনিষদে কহিয়াছেন॥ যথা॥

"অজ্ঞান গুরু যে শিষ্যকে উপদেশ করেন সে অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় হয়, সুতরাং উভয়েই অন্ধ হয়েন"।

আর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, গুরু জ্ঞান দিয়া একবার গুরুদক্ষিণা লইবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এ দেখা যায়, গুরু কখন পার্ব্বণী সাধিবার উপলক্ষে, কখন পুত্রের উপনয়ন ও বিবাহাদির উপলক্ষে আসিয়া বৎসরের মধ্যে বারম্বার শিষ্যের শোষণ ও বিত্তাপহরণ করেন, আর শিষ্যের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কহেন, পুত্রে ও শিষ্যে সমান স্নেহ, কিন্তু পুত্রের ধন শিষ্যকে দেন ইহা কখন দেখিলাম না, কিন্তু শিষ্যের ধন লইয়া পুত্রকে সর্ব্বদাই দিতে দেখিতেছি।

যদি বল, সগুণ উপাসনা করিলে পাপক্ষয় এবং চিত্তশুদ্ধি হয়, অতএব সগুণ উপাসনা বিফল নহে, সুতরাং আমরা করিয়া থাকি। উত্তর। যে সগুণোপাসনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, সে সকল উপাসনা পাপক্ষয় করে এবং চিত্তশুদ্ধি জন্মায়, যেমন হৃদয়স্থ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হয়, আর সূর্য্যমণ্ডলস্থ করিয়া উপাসনা করিতে হয়, এবং চক্ষুস্থ ও ওঁকারের প্রতিপাদ্য করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হয়, কিন্তু যে উপাসনা তোমরা কর, অর্থাৎ এক স্ত্রীকে ও এক পুরুষকে মনেতে কিম্বা হস্তেতে নির্ম্মাণ কর, ও তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগ সর্ব্বদা ধ্যান করহ, এবং কখন স্ত্রীর মানভঙ্গ করিতে পুরুষদেবতাকে নাপিতের বেশধারণ করাও, কখন যোগির বেশধারণ করাও, কখন সেই স্ত্রীপুরুষকে নৌকাতে আরোহণ করাও, কখন ২ একের উচ্ছিষ্ট তাম্বূল অন্যকে চর্ব্বণ করাও কখন ২ একের দ্বারা অন্যকে দন্তাঘাত করাও, এ সকল ধ্যানের দ্বারা উপাসনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, কেবল অন্তঃকরণ কামাদিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে চিত্তের অশুদ্ধি জন্মে ইহা প্রত্যক্ষ বটে এবং গীতাতেও লিখেন, যে যাহার সর্ব্বদা ভাবনা করে তাহার সেই ২ কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়। আর দেবতার নামোচ্চারণ ও তীর্থস্নান করিলে জ্ঞানকৃত কিম্বা অজ্ঞানকৃত পাপক্ষয় হয়, এই সকল স্তুতিবাদ ও রোচনার্থ ফলশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া নিঃশঙ্কাতে আপন ২ উপাসনার বলে পাপ করিয়া থাক, অতএব তোমাদের এরূপ সগুণোপাসনাতে চিত্ত সর্ব্বদা মলিন হয়, এবং পাপে সর্ব্বদা উৎসাহ জন্মে, আর আপনারাই কহিয়া থাক, যুধিষ্ঠির ছলে মিথ্যা কহিয়াছিলেন, তাহার পর যদ্যপিও নিত্য গঙ্গাস্নান ও দেবতার নামোচ্চারণ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলেন, তথাপিও সেই পাপ ভোগের নিমিত্ত নরকদর্শন করিতে হইল।

যদি বল, যদ্যপিও জ্ঞানের অনুষ্ঠান পরমার্থসাধন বটে, কিন্তু ইহার সাধনে লোকাচার বিরুদ্ধ হয়। উত্তর। আমরা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ জগতের কারণ ঈশ্বরকে ঈশ্বর কহিয়া, তাঁহার যথাসাধ্য শ্রবণ মনন করিয়া থাকি, ইহাতে লোকাচারবিরুদ্ধ হয়, তোমরা এ যে কহিতেছ সে অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু তোমরা মৃত্তিকার পুতুলাকে নানাপ্রকার ব্যভিচারের ভঙ্গীক্রমে রচনা করিয়া তাহাকে ঈশ্বরবোধ কর, এবং তাহার যে মন্দিরে তোমাদের স্ত্রীলোক পরম্পরা যাতায়াত করেন, তাহাতে নানাপ্রকার স্ত্রীপুরুষঘটিত অদৃশ্য মূর্ত্তি সকল রচনা করিয়া রাখ, ইহার সাক্ষী জগন্নাথের মন্দিরেই আছে, এবং তোমাদের রথেতেও নানা অদৃশ্য মূর্ত্তি সকল রচনা করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সন্দর্শন কর, এবং প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে দেবতা বোধ করিয়া তাহার নিকট নানাপ্রকার কটুবাক্য ও অশ্রাব্য গীত গাও এবং সর্ব্বসাধারণকে শুনাও, এবং আপন ২ ইষ্ট দেবতার সং বানাইয়া যাত্রা দেখিয়া থাক, এবং এক ঘাটে পুত্রের

উদ্দেশ করিয়া সহস্র ২ স্ত্রী পুরুষ একত্র পরস্পর গাত্র সংস্পর্শ পূ
স্নান করহ, এবং অশ্রাব্য গীত সকল ও অশ্রাব্য কথা সকল
কের দ্বারা শুনাও, এবং তাবৎ জাতির অন্নপক্বতে ভোজন করহ, এ
যুবতী স্ত্রীলোককে যুবা পুরুষের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতে নি
করহ, এ সকল করিয়াও তোমরা কি লোকাচার বিরুদ্ধ করিলা
কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে কহিলে তবেই বল, লোকবি
কর্ম্ম কিরূপে করি ?

যদি বল, পুরাণেতে এ সকল উপাসনার বিধি দিয়াছেন, এই নি
আমরা ঐ উপাসনা করি । উত্তর । পুরাণেতে যেমন এ সকল উং
নার বিধি দিয়াছেন, সেই রূপ উহাকে কাম্পনিকও করিয়া ঐ পু
কহিয়াছেন, অতএব কল্পনাকে সত্য জানিয়া কেন ইহলোক পরলো
হইতে পরিভ্রষ্ট হও ? ইহা বিস্তার রূপে প্রথম প্রকরণে লিখিয়াছি।

যদি বল, তোমরা জগৎকে ব্রহ্মময় করিয়া জান, তবে তোমাদের
খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্যের বিবেচনা বৃথা হয় । উত্তর । পরমার্থতঃ
ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপক হয়েন, তাঁহারই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া জগ
সত্য হয়; অতএব যে পর্য্যন্ত উপাধিতে আমরা আছি, অর্থাৎ ঘ
ঘটরূপে দেখি, এবং পটকে পটরূপে দেখিয়া থাকি, আর এক ই
য়ের কর্ম্ম অন্য ইন্দ্রিয়হইতে নির্ব্বাহ হইতে পারে না, সে পর্য্যন্ত ঘ
কর্ম্ম ঘটের দ্বারা লইতে হইবেক, এবং পটের কর্ম্ম পটের দ্বারা ক
হয়, এবং শুনিবার সময় কর্ণ দিয়া শুনিতে ও দেখিবার সময় চক্ষু
দেখিতে হয়, এবং খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্যের নিয়ম শাস্ত্রানু
এবং পৃথক ২ দেশ নিয়মানুসারে নির্ব্বাহ করা যায় । যেমন এক ঃ
পাঁচ বালক রাখাল খেলাইবার সময় এক জনকে রাজা, এক জ
পাত্র, এক জনকে কোটাল, এক জনকে প্রজা, এক জনকে পুরে
করিয়া সংস্থাপন করে, এবং যে পর্য্যন্ত সেই খেলাতে থাকে সে প
ঐ রূপ পরস্পর মান্যমানকতা ব্যবহার করে; কিন্তু মনেতে নিশ্চ
জানে, আমরা এক প্রভুর সমান ভৃত্য হই; সেইরূপ এস্থলেও জানিবা
পরমেশ্বরের সত্তাতে আমরা সকলেই স্থিতি করি, পরমার্থতঃ এই নি
আছে; তথাপি লোকের নিয়মানুসারে ব্যবহার করা যায়, পূর্ব্ব
চারি যুগেই ব্রহ্মবাদিদের এই রূপ ব্যবহার আছে । তাহার উদাহ
মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, পরাশর, অথর্ব্ব, অঙ্গিরস্ প্রভৃতি
র্ষিরা, এবং জনক, শৌনক, রৈক্ক প্রভৃতি সকলে ব্রহ্মপরায়ণ ছি
এবং গার্হস্থ্য করিয়াছেন, ও রাজ্য করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্য
তোমরা আপন ২ দেবতাকে পর্ব্বতের কিম্বা বনের এক পার্শ্বে রা
জগৎকে ব্রহ্মভাবে না জানিয়া পঙ্ক্তে একত্র হইয়া সকল জাতি অ
ওর, এবং খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা ত্যাগ কর, এবং স্থানবিশেষে ও ই

সনা বিশেষে তোমাদের গম্যাগম্যের বিবেচনা থাকে না। আর তোমরা সর্ব্বদা কহ। যথা।

"সমুদয় জগৎ বিষ্ণুময়"॥ অথচ কোন্ সর্ব্বত্র সমানভাব করিয়া থাকহ? এবং "সকল স্ত্রী ভগবতী হয়েন"। কিন্তু এ প্রমাণের অনুসারে তোমরা কোন্ ব্যবহার করিয়া থাকহ? অথচ পরব্রহ্মের উপাসনাহইতে মনুষ্যকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম সর্ব্বময় এ জ্ঞান করিলে খাদ্যাখাদ্য গম্যাগম্যের বিবেচনা বৃথা হয়, এইরূপ বিতণ্ডাবাদ করহ। আর জগতের কারণ যে ঈশ্বর তাঁহাকে ঈশ্বর কহিব না, এই প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছ, আর মৃত্তিকা, পাষাণ, জল, ও কোন২ বৃক্ষ, ও চিল প্রভৃতি পক্ষী, ও শৃগালাদি পশু এ সকলকে ঈশ্বর কহিতে এবং আরাধনা করিতে যে প্রস্তুত আছ, এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে যে সর্ব্বদা উদ্যোগী হও, এ মহাখেদের বিষয় বটে। আর যদি কেহ তোমাদের এই রূপ মহাঅজ্ঞানতা দেখিয়া শাস্ত্রের দ্বারা অথবা যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিতে এবং তাঁহার আরাধনা করিতে তোমাদিগকে কহে, তবে তাহার উপকারেতে উপকৃত না হইয়া বরঞ্চ শত্রুতা ও নানা কুৎসা করহ, যেমন ইদানীন্তন এক ব্যক্তি তোমাদের বুঝিবার সুগমের নিমিত্ত বেদান্তাদি শাস্ত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষাতে বিবরণ করেন; তাহাতে কেহ২ সেই শাস্ত্রের অর্থকে ঐ ভাষা বিবরণের দ্বারা বোধ করিয়া সেই বেদান্ত মতকে উত্তম জানিয়া তদনুসারে পরমার্থ সাধন করিতে যখন প্রবৃত্ত হয়েন, তখন সেই২ ব্যক্তিকে তাহাহইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তে কহিয়া থাকহ, আঃ অমুকের মতকে তোমরা আশ্রয় করিয়াছ? অথচ তোমরা সর্ব্বদা জান ঐ মত বেদ বেদান্তাদি দর্শন ও মন্বাদি স্মৃতি এবং সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ হয়, কিন্তু তোমাদের এরূপ কথনের প্রয়োজন এই সেই২ ব্যক্তি ঐ উপাসনাকে এক আধুনিক ব্যক্তির মত করিয়া জানিলে তাহারা অবিশ্বাস করিয়া সেই মতের গ্লানি ও ত্যাগ করিবেক, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে২ ব্যক্তি সুবোধ আছেন, তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন, মহাভারতকে কিম্বা রামায়ণকে যদি কেহ ভাষাতে বিবরণ করে, তবে সেই মহাভারত ও রামায়ণ ঐ ভাষা বিবরণকর্ত্তার মত হয় এমত নহে।

যদি বল, ব্রহ্মোপাসনার প্রথম সোপান কর্ম্ম হয়, তাহা না করিলে কি রূপে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন হইতে পারে? যেমন কখ না লিখিয়া কি রূপে ব্যাকরণ পাঠের অধিকারী হইতে পারে? উত্তর। যে ব্যক্তি ক খ লিখে তাহার উদ্দেশ এই হয়, ইহা সাঙ্গ করিয়া ব্যাকরণ আরম্ভ করিব, এবং ক খ সাঙ্গ হইয়া ব্যাকরণ পড়িবার যোগ্য হইলে ক খ লিখিবার প্রতি আর যত্ন করে না। সোপানের দ্বারা উপরে মনুষ্য উঠে, কিন্তু সোপানে কেহ লগ্ন হইয়া থাকে না। কিন্তু তোমাদের ইহার বিপরীত দেখি; যেহেতু যে কাল্পনিক উপাসনাকে সোপান এবং ক খ লিখা কহ, তাহাকে দশ

নর্ব বয়সে আরম্ভ করিয়া অশীতিবর্ষ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ত্যাগ কর না, এ
পরমেশ্বরের তত্ত্বকে বুঝিবার শক্তি হইলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হও না, ব
অন্য কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিলে তাহার প্রতি দ্বেষ কর
আর পঞ্চম বর্ষ অবধি পুত্তলিকা লইয়া যে খেলা আরম্ভ কর, ম
পর্য্যন্ত তাহাতে মগ্ন থাকিয়া মনুষ্য জন্ম বিফলে যাপন কর। যে পুত্ত
আপন মুখের মক্ষিকাকে দূর করিতে পারে না, এবং চোরে ল
লইলে তাহাহইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, এবং এ
এক আঘাত পাইলে খণ্ড ২ হইয়া যায়, সে তোমাদিগের নিস্তার ক
বেক ইহা নিশ্চয় করিয়া কালহরণ করিতেছ, এবং মস্তকে নানা প্র
বাঁকা ও সোজা তিলকমুদ্রা, ও শরীরে ছাপামুদ্রা, ও গলাতে কাষ্ঠ
এ সকল যমের শাসনহইতে তোমাদিগকে নিস্তার করিবেক ইহা বি
করিয়া রহিয়াছ। এ কেবল অত্যন্ত অজ্ঞানতার কারণ হয়, অতএব পু
বিনয় পূর্ব্বক কহিতেছি, জগতের কারণ সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্মেতে শ্রদ্ধা ক
এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সকলের সাক্ষী জানিয়া দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত
এবং আপনার লাভের জন্যে যাহারা পুত্তলিকাখেলাতে তোমাদি
প্রবৃত্ত করাইতেছে, তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ইহলোকে হাস্যাস
এবং পরলোকে অত্যন্ত দুঃখান্বিত হইও না, এখনো সাবধান হও

যদি বল আমরা দেবতা সকলকে পরব্রহ্মবোধ করি এমত নহে, ি
পরব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার জানিয়া ইহাঁদিগের উপাসনা করি, যেমন রা
নিকট যাইবার নিমিত্ত দ্বারির অনুবৃত্তি করিতে হয়। উত্তর। রা
নিকট যাইবার নিমিত্ত যাহারা দ্বারির উপাসনা করে, তাহার
দ্বারিকে সাক্ষাৎ রাজা করিয়া জানে না, কিন্তু তোমাদের ইহার ি
রীত দেখিতেছি, যাহার ২ উপাসনা কর, তাহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কা
জান। আর রাজার নিকট যাইবার নিমিত্ত দ্বারির উপাসনা করা উ
বটে, যেহেতু রাজাহইতে দ্বারী নিকটস্থ হয়, অতএব সে দূরস্থ রা
নিকট প্রাপ্ত করাইবেক; কিন্তু এখানে সে দৃষ্টান্ত কোনমতে হইতে প
না, যেহেতু পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী সকলের অন্তর্যামি আত্মাস্বরূপ হ
অতএব তাঁহাহইতে কে নিকটস্থ আছে? এবং তাঁহার প্রাপ্তির দ্বার ক
কাহাকে স্বীকার করিবা?

যদি বল, এক পরমেশ্বর সকলের প্রাপ্তব্য হইয়াছেন, তাহাতে
জ্ঞানের দ্বারা, কেহ বা কর্ম্মের দ্বারা, আর কেহ দেবতার উপাসনার
তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, যেমন এক রাজার বাটী তাহাতে নানা পথ
লোক পৌঁছিতেছে। উত্তর। নানা পথের দ্বারা পরমেশ্বর সে প্রা
হয়েন, এ সর্ব্বথা অশাস্ত্র, যেহেতু জ্ঞান ব্যতিরেকে পরমেশ্বর কোন
প্রাপ্তব্য হয়েন না, ইহা বেদে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে সর্ব্বদাই
করিয়া কহিয়াছেন। শ্রুতিতে দেখেন॥

"কেবল সেই পরমাত্মাকেই জানিয়া জীব মুক্ত হয়, মুক্তির নিমিত্ত অন্য পথ আর নাই"।

তবে যে কর্ম্ম বিশেষ ও উপাসনা বিশেষ শাস্ত্রে কহিয়াছেন, তাহার প্রয়োজন আছে, চিত্তশুদ্ধি হইয়া যাবৎ জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্তি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু তোমরা যেরূপ উপাসনা করিয়া থাক, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হইবার বিষয় কি? বরঞ্চ চিত্তকে মলিন করে, সুতরাং তাহা পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধক হয়, যেমন কেবল দক্ষিণ দিগে যদি রাজবাটী থাকে, তবে কেবল পূর্ব্বাস্য হইয়া গমন করিলে কোটি বৎসরেও তাহার প্রাপ্তি হয় না।

যদি বল, ব্রহ্মজ্ঞান সাধন মনের ব্যাপার, এবং আমরা সাকার দেবতার যে ধ্যান করি তাহাও মানস ব্যাপার হয়, অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যেমন কৃতার্থ হওয়া যায়, সেই রূপ সাকার উপাসনার দ্বারাতেও কেন কৃতার্থ না হওয়া যায়? উত্তর। ব্রহ্ম জগতের কারণ হয়েন, ইহা আমাদের মনের ভাবনার অপেক্ষা করে না, যেমন রজ্জুর রজ্জুরূপে স্থিতি, ইহা আমরা ভাবনা করিলেই হইবেক এমত নহে, যেহেতু সিদ্ধ বস্তু পুরুষের ভাবনার অপেক্ষা করে না; কিন্তু রজ্জুতে সর্প জ্ঞান না হইয়া যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রম জন্মিতে পারে না; অতএব ব্যক্তি চরিতার্থ হয়, সেইরূপ নশ্বর জগতের কোন এক অংশকে জগতের কারণ বোধ করা এ ভ্রম জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই জগতের কারণকে কারণরূপে নিশ্চয় করিলে পুরুষ কৃতার্থ হয়; কিন্তু তোমরা যেরূপ দেবতার ধ্যান করিয়া থাকহ, সে কেবল তোমাদের মনের কল্পনামাত্র, যেহেতুক মনেতে সেই ২ দেবতার মস্তক রচনা করিতেছ, মুখ নাসিকাদি দিতেছ, হস্ত পাদাদি বিন্যাস করিতেছ, এবং বস্ত্র মাল্য আভরণ ইত্যাদি তাহাতে সংলগ্ন করিতেছ, নানা উপচার মনে রচনা করিয়া তাহাকে দিতেছ, যে দিবস কর্ম্মে ব্যস্ত থাকহ, সে দিবস কোন অঙ্গ রচনা হয়, কোন অঙ্গ রচনা হয় না, ইতিমধ্যে কোন লোক কথা কহিলে কিম্বা কোন অন্য কর্ম্মে মনের সংযোগ হইলে সেই সকল কল্পিত মূর্ত্তি এককালে ধ্বংস হইয়া যায়, পুনরায় তাহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করিয়া উপস্থিত করিতে হয়। এইরূপ সেই মনের কল্পিত মূর্ত্তিকে দিবসে কতবার ভাঙ্গিতেছ, কতবার গড়িতেছ? যেমন যে কোন মনুষ্য কিম্বা স্থাবর বস্তু প্রত্যক্ষে না থাকে, তাহাকেও মনেতে কল্পনা করিয়া গড় আর অন্য দিকে মনঃসংযোগ হইলে তাহাকে পুনরায় ভঙ্গ কর, অতএব ঐ দেবতার মূর্ত্তির মনেতে কল্পনা করা আর ঐ মনুষ্য স্থাবরাদির আকারকে মনেতে কল্পনা করা এ উভয়ের কি প্রভেদ আছে? মনেতে ঐ দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মনেতে ভঙ্গ কর, এবং হস্ত পাদাদিদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া হস্ত পাদাদির দ্বারা তাহাকে ভঙ্গ কর, অতএব এ রূপ যে তোমাদের মানস উপাসনা সে

কেবল মানস খেলামাত্র; যখন যেরূপে চাহ তখন সেইরূপে উৎপন্ন
আর সেই আপনার উৎপন্ন করা নশ্বর বস্তুহইতে মুক্ত ও কৃতার্থ হ
চাহ। অতএব মহানির্ব্বাণে লিখেন ॥ যথা ॥

"মনের দ্বারা কল্পিত যে মূর্ত্তি সে যদি মনুষ্যের মুক্তির কারণ
তবে স্বপ্নে রাজ্য পাইলে ব্যক্তি সকল রাজা কহাইতে পারে"।

এ ভ্রমের পর্য্যবসান নাই, আপনি যাহাকে মনে গড়িতেছে, এ
ভাঙ্গিতেছে তাহাকে আপনার ঈশ্বর জানিয়া তাহাহইতে ধর্ম্মার্থ
মোক্ষের প্রার্থনাও করে। আর প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, যাহার কখন
বসিয়া, কখন বা যাহাকে পাদদ্বারা গ্রহণ করিয়া নির্ম্মাণ করে, এ
অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ করে, ও যাহাকে খোদে এবং চাঁচে, ও মক্ষিক
নানা অপবিত্র দ্রব্যেতে বসিয়া ওই অপবিত্র দ্রব্যের সহিত যাহার
ও শরীরে বসে, তাহাকে জগতের ও আপনার ঈশ্বর জ্ঞান ক
তাহার নিকট বর প্রার্থনা করে, অতএব এরূপ অজ্ঞানকে জাগ্রদব
আনিতে পারে, এমন শক্তি কাহার আছে? পশু সকলও স্থাবরকে স্থা
জ্ঞান ও পাষাণকে পাষাণজ্ঞান করে, জলকে জলবোধ ও পশুকে
বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন২ বৃক্ষকে দেবতা ও কো
পাষাণকে পরমদেবতা ও কোন২ জলকে সর্ব্বারাধ্য দেবতা ও শৃ
বানর প্রভৃতিকে দেবতার প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া তাহার আরা
করে, সে ব্যক্তি কি রূপে আপনাকে মনুষ্য বলাইতে ও পশুকে
করিতে পারে?

যদি বল, আকারবিশিষ্ট সকল নশ্বর হয়, ও পরমেশ্বর আকারর
হয়েন, তবে নিরাকারহইতে সাকার সৃষ্টি কি প্রকারে হইতে পা
যেহেতু আকাররহিতের ক্রিয়া সম্ভব নহে। উত্তর। বায়ু অদৃশ্য হ
গমন ও উত্থানাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এ
মন জাগ্রৎ অবস্থাতে বিবিধ প্রকার সৃষ্টি করিতেছে, অথচ মন সর্ব্বম
নিরাকার হয়, এবং জীব স্বপ্নেতে কত প্রকার হস্তি অশ্ব প্রভৃতি
করেন, অতএব বিশুদ্ধ যে পরমাত্মা তেঁহ যে জগতের সৃষ্টি করেন, ইহ
কি বিচিত্র আছে? এবং বেদে লিখিয়াছেন ॥ যথা ॥

"আকারহীন জীবেতে নানাপ্রকার সৃষ্টি করিবার শক্তি দেখিতেছি
অতএব সর্ব্বশক্তিমান নিষ্কল যে পরমেশ্বর তেঁহ ইচ্ছামাত্রে জগ
সৃষ্টি করিবেন, ইহাতে কোন্ আশ্চর্য্য?

যদি বল, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাধীন সকল করিতে পারেন,
তাঁহার ইচ্ছাধীন কোন বিশেষ কর্ম্মের জন্যে সাকার হওয়াতে কি বি
আছে? উত্তর। জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান হয়েন, অ
যাহা অন্যের অসাধ্য তাহা পরমেশ্বর করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার
সকল ব্রহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ নিত্যত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব বিভুত্ব বিকাররাহিত্য নিষ্ক

ও সমভাবে স্থায়িত্ব ও হ্রাসবৃদ্ধিশূন্যত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম তাহার কখন অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব তেঁহ সাকার হইলে এ সকল ধর্ম্মের অন্যথা হয়। যেহেতু সাকার বস্তু অত্যন্ত বৃহৎ হইলেও দিক্ কাল আকাশের ব্যাপ্য হয়, সুতরাং তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব থাকে না। এবং যে সাকার বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় তাহার ধ্বংস আছে, সুতরাং তাহার নিত্যত্ব থাকে না, এবং সমভাবে স্থায়িত্ব থাকে না, আর অনিত্য ও ব্যাপ্য (অর্থাৎ পরিমেয়) বস্তু সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। আর তুমি আপনিই কহিতেছ, তেঁহ ইচ্ছাধীন সকল করিতে পারেন সুতরাং অসুরবধ ও ভূমির ভারহরণ তাঁহার ইচ্ছামতে হইতে পারে; তবে ঐ সকল কার্য্যের সম্পন্ন হওয়া ঈশ্বরের আকার গ্রহণ বিনা হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করাতে নিরর্থক গৌরব হয়।

যদি বল, পুরাণে লিখিয়াছেন দেবতাদের রূপ অপ্রাকৃত, কেবল ভক্তজনের চক্ষুগোচর হয়। উত্তর। যাহার রূপ আছে সে প্রাকৃত হয়, সুতরাং তাহার নানা অবস্থা হয়; তবে পুরাণে অপ্রাকৃত বলিয়া যে লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই, সে সামান্য প্রাকৃত নহেন, যেমন।

"যে ব্যক্তি পাঁচ জনের প্রতিপালন করে সে প্রাকৃত মনুষ্য নহে"।

যদি বল, চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা কহেন, কৃষ্ণের এবং গৌরাঙ্গের শরীরের আত্মা পরব্রহ্ম হয়েন। উত্তর। ব্রহ্মা অবধি কীটপর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্মময় হয়েন, অতএব কি কীট কি কীটের শরীরের স্ফূর্ত্তি, কি কৃষ্ণ কি কৃষ্ণশরীরের আত্মা ব্রহ্মভিন্ন নহে। কিন্তু তোমার কথার অনুসারে তোমার প্রতি দোষ উপস্থিত হয়, যেহেতু তুমি কহিলা কৃষ্ণের আত্মা ব্রহ্ম হয়েন, কিন্তু কৃষ্ণ ব্রহ্ম নহেন; তবে কৃষ্ণের উপাসনা বৃথা হয়, যেহেতু শাস্ত্রে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে কহিয়াছেন, সুতরাং যে ঈশ্বর নহে তাহার উপাসনা করা নিষ্প্রয়োজন হয়।

যদি বল, প্রত্যহ সন্ধ্যা করিবেক, এই বিধি শাস্ত্রে দিয়াছেন, এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেক, ইহাও কহিয়াছেন, অথচ তোমরা তাহার অনুষ্ঠান কেন না কর? উত্তর। আমরা প্রণব ও গায়ত্রীজপের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করি, অথবা উপনিষদাদির শ্রবণ মননদ্বারা উপাসনা করি, তাহা করিলে তাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়। মণ্ডুকে যেমন কহিয়াছেন, যথা।

"কেবল সেই এক আত্মাকে জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর।"

আর মনুও কহিয়াছেন। যথা।

"যিনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তিনি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও বেদের উপনিষদাদির অভ্যাসে যত্ন করিবেন।"

এবং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে নিষ্কাম হইয়া বর্ণাশ্রম বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক

কর্ম্মের অনুষ্ঠান যথাশক্তি করিতে আমাদের বাধা নাই, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।

"হে মনুষ্য, পরমাত্মাকেই দর্শন শ্রবণ মনন ধ্যান করা তোমার উচিত হয়।" আর, "সর্ব্বব্যাপি আত্মার উপাসনা করিবেক।" আর, "আত্মাকে জানিয়া উপাসনা কর।" আর "সেই এক আত্মাকে জান।" ইত্যাদি বিধিপ্রাপ্ত যে আত্মোপাসনা তাহার অনুষ্ঠান তুমি কর না, ইহার কারণ কি?

যদি বল, ব্রহ্মোপাসনার উপদেশে মারণ উচ্চাটনাদি ষট্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কিছুই নাই, সুতরাং এ ধর্ম্মে লোকের বিশ্বাস কি রূপে হইতে পারে? উত্তর। সত্য যে পরব্রহ্মের উপাসনা তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা যে মারণ উচ্চাটন তাহার প্রয়োগের একত্র হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত হয়, সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশে মারণ উচ্চাটনাদি বিধানের কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু যে সকল বঞ্চকেরা তোমাদিগকে পুত্তলিকার আরাধনাতে প্রবৃত্ত করিয়া তোমাদের ধন শোষণ করিয়া ইহলোক ও পরলোকহইতে পরিভ্রষ্ট করে, সেই সকল প্রতারকেরা অধিক লাভার্থী হইয়া কখন তোমাদের কামনা পরিপূর্ণ করিয়া দিবেক এই ছলে স্বস্ত্যয়নের আড়ম্বর করে; আর কখন বা তোমাদের অত্যন্ত বিপৎকাল উপস্থিত হইলে ঐ সকল নির্দ্দয় প্রতারকেরা বিপদ্‌হইতে উত্তীর্ণ করিবার প্রত্যাশা দিয়া ধনাপহরণ করে; কোন ব্যক্তির পুত্র মৃতপ্রায় হইলে দয়া করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ উপার্জ্জনের সময় পাইয়া স্বস্ত্যয়নছলে তাহাকে ধনে প্রাণে নষ্ট করে; যদি সে পুত্রের কাল হয়, তবে স্বস্ত্যয়নের প্রতি কি জানি যদি তাহার অশ্রদ্ধা হয়, এ আশঙ্কায় কোন প্রতারক কহে, ক্রিয়াতে অঙ্গবৈগুণ্য হইয়াছিল, এ নিমিত্ত রক্ষা পাইলেক না; আর কেহ কহে, ক্রিয়া বিফল হইবেক না, ঐ পুত্রের সদ্‌গতি হইবেক। আর যে কোন দরিদ্রের ঔষধ পথ্যের নিমিত্ত ব্যয় করিবার এক টাকারও সঙ্গতি নাই, এমত লোকের যখন গৃহিণী কিম্বা পুত্রাদি পীড়িত হয়, তখন তাহার জলপাত্র ভোজনপাত্র বিক্রয় করাইয়া অল্প ব্যয় সাধ্য গ্রহপূজাদি স্বস্ত্যয়ন করে, কিন্তু মহা খেদের বিষয় এই, যে ব্যক্তি আপনি দুই টাকার নিমিত্ত লালায়িত হয় সে অন্যকে মন্ত্রদ্বারা লক্ষপতি করাইয়া দিবেক, এরূপ প্রতিজ্ঞাতে অজ্ঞান পৌত্তলিক সকল বিশ্বাস করে। আর যে আপনার পুত্রকে কিম্বা অমাত্যকে স্বস্ত্যয়নদ্বারা রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, সে অন্যের পুত্র ও অমাত্যকে মৃত্যুহইতে রক্ষা করে; ইহাতে পৌত্তলিকের বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু রোগ হইলেই লোকের মৃত্যু হয় এমত নহে, কখন শান্তি হইয়া থাকে; যদি দৈবাধীন শান্তি হয়, তবে ঐ প্রতারকের উৎসাহবৃদ্ধি হয়; ক্রিয়াতে অঙ্গবৈগুণ্য হইয়াছে ইহার নামও করে না, এবং কর্ত্তার শ্রদ্ধা ও আয়োজনের ত্রুটি ইহারও নাম করে না, কিন্তু মৃত্যু হইলে

নানা ছলে আপনার সম্মুখকে রাখে। আর দেখ, আপন ২ জয়ের নিমিত্ত বাদী প্রতিবাদী উভয়েই স্বস্ত্যয়ন করাইতেছে; এমত স্থলে যাহার জয় হয় তাহার ঐ প্রতারকের প্রতি অতিশ্রদ্ধা জন্মে; যাহার পরাজয় হয় তাহারও নানা ছল করিয়া শ্রদ্ধার ত্রুটি হইতে দেয় না। অজ্ঞান পৌত্তলিকেরা কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তিদ্বারা কোন মতে বিবেচনা করে না, যেহেতু শাস্ত্রে লিখিয়াছেন। "শাস্ত্রে ফলশ্রুতিদ্বারা ঐ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত করে।"

এবং যুক্তিতেও দেখিতে হয়, এক জন এক স্থানে বসিয়া জিহ্বা কিম্বা হস্ত পাদাদি হেলাইলে দূরস্থ অন্য এক জনের শরীরের জ্বরত্যাগ ও আপদ্‌শান্তি ও বিবাদে জয় হইবেক, ইহা কি রূপে সম্ভব হয়? যেহেতু কার্য্য কারণের বিশেষ সম্বন্ধ না হইলে কদাপি কার্য্যোৎপত্তি হয় না। যদি কেহ আপনার সিদ্ধতাই জানাইবার নিমিত্ত পরমার্থ ছলে সহস্র প্রকার মিথ্যা কহে, তবে পৌত্তলিকেরা কি তাহার অমান্যতা করিবেক? বরঞ্চ অতিমান্য করিয়া জানে। এবং শাস্ত্র ও ব্যবহার এ দুয়ের অত্যন্ত বিরুদ্ধ যে ব্যভিচার তাহাও যদি কেহ পরমার্থ ছল করিয়া করে, তবে তাহার অনাদর পৌত্তলিকেরা কদাপি করিবেক না। সেই রূপে যে অত্যন্ত মদিরা পানহইতে নানা প্রকার বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে পারে, তাহাও যদি পরমার্থ ছলে করে, এবং সেই পানদোষে নানা প্রকার উপদ্রব জন্মায়, তথাপিও তাহাকে মহাপুরুষ করিয়া জানিবেক। ইহার কারণ এই, কাহার নাম সাধু কর্ম্ম, কাহার নাম অসাধু কর্ম্ম, পৌত্তলিকের এ বিবেচনা নাই, যেহেতু সাধু কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিরা মিথ্যাবাক্য ও ব্যভিচার এবং পানদোষে বুদ্ধিনাশ ইহা কদাপি করেন না।

যদি বল, মহাপ্রসাদের ভক্ষণ এবং নির্ম্মাল্য গ্রহণ ইহা বিশেষ নিয়ম পূর্ব্বক ব্রহ্মবাদিরা কেন না করেন? উত্তর। পূর্ব্বেই তোমাদিগকে কহিয়াছি, স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে অথবা তন্ত্রের অনুসারে খাদ্যাখাদ্যের বিবেচনা করিয়া কেবল লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে হয়, আমরা তাহাই করিয়া থাকি। কেননা আহারের বিষয়ে বিশেষ নিয়ম করণের কিছু প্রয়োজন নাই, যেহেতু কি মহাপ্রসাদ কি অন্য কোন বস্তু হউক, তোমরা যাহা অত্যন্ত পবিত্র কিম্বা নিষিদ্ধ কহ, সে এক প্রহর কাল উদরস্থিত হইলে মল মূত্র রূপে পরিণত হয়। যদি মহাপ্রসাদ উদরস্থিত হইয়া অশুদ্ধ রূপে নির্গত না হইত, তবে তাহার অন্য খাদ্যাখাদ্য বস্তুহইতে মান্যতা হইতে পারিত। অতএব আহারের বিষয়ে মহাদেব কহিয়াছেন, যথা।

মৎস্য মণ্ডূক জলকীট প্রভৃতিতে জল পরিপূর্ণ আছে, আর গোমাংসহইতে দুগ্ধ প্রত্যক্ষে নিঃসৃত হয়; আর মধুকৈটভের মৃত শরীর যে পৃথিবী, তাহাহইতে সমস্ত অন্ন জন্মে, অতএব নিরামিষ সামগ্রী অসম্ভব হয়।"

যদি বল, তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানি বলাইয়া অন্যের ন্যায় বিষয়ের চেষ্টা

করিতেছ, এবং কাম ক্রোধাদিতে আক্রান্ত আছ, ও উত্তম আহার কর, এবং উত্তম যানে আরোহণ কর, ও লোকের সহিত বাদানুবাদ কর, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে পঙ্ক চন্দনে সমান জ্ঞান হইত। উত্তর। যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী কি পশু পক্ষী সকলেই শরীরের যে ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম্ম, তদনুসারে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানি ও অজ্ঞানির প্রভেদ এই, অজ্ঞানী ঐ সকল ক্রিয়া আত্মাতে আরোপ করিয়া বদ্ধ হয়, আর জ্ঞানী ঐ সকল কার্য্য ইন্দ্রিয়ের জানিয়া আত্মাকে নির্লিপ্ত করিয়া জ্ঞান করেন। ইহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগের জ্ঞানিদিগের ক্রিয়াতে নিদর্শন আছে। আমাদের পরমারাধ্য গুরু যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য, তেঁহ বৌদ্ধকে পরাভব করিয়াছেন, এবং মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার করিয়াছেন, ও ভাষ্যাদি প্রকাশদ্বারা পরব্রহ্মের পথকে সংস্থাপন করিয়াছেন। আর বেদান্তের সূত্র করিয়াছেন যে ভগবান বেদব্যাস, তিনিও গার্হস্থ্য এবং পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপন সমুদায় ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ভৃগু বশিষ্ঠ নারদ পরাশর প্রভৃতি সকল ঋষিরা লোকব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এবং জনকাদি মহাজ্ঞানী রাজ্যের রক্ষার্থে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন। বিষ্ঠা চন্দনকে এক করিয়া জানা ও ঘটপটকে এক করিয়া স্বীকার করা এবং মৃত্তিকা পাষাণাদিতে দেববুদ্ধি করা, এ উন্মাদগ্রস্ত পৌত্তলিকের কার্য্য হয়, জ্ঞানির কার্য্য কদাপি নহে; তবে জ্ঞানি ব্যক্তি কি বিষ্ঠা চন্দন কি ব্রহ্মাবধি কীট পর্য্যন্ত সকলকে সমানরূপে পরব্রহ্মের কার্য্য ও তাঁহার অধীন জানিয়া সর্ব্বত্র সমান রূপে পরমেশ্বরকে ব্যাপক মানেন? কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তোমরা পুত্তলাজ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ খেলিবার পুত্তলাকে ঈশ্বর জানিয়া উত্তম খাদ্য খাইবা, এবং উত্তম যানে চড়িবা, আর আমরা ঈশ্বরকে ঈশ্বররূপে জানিয়া আহারাদি সকল ত্যাগ করিয়া জড়রূপে কাল হরণ করিব, এই রূপ তোমাদের বাসনা; কিন্তু নিশ্চয় জানিবা পরমেশ্বরের পথাবলম্বিদের ইহলোকে ও পরলোকে পৌত্তলিক অপেক্ষা সুখে কালযাপন অবশ্যই হইবেক। আর ইন্দ্রিয়ের দমনে যত্ন করা ইহা জ্ঞানির কর্ত্তব্য হইয়াছে; সম্পূর্ণরূপে দমন করা অনেক অভ্যাস অপেক্ষা করে, তবে ইন্দ্রিয় দমনের যত্ন করেন না, ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন কোন২ ব্যক্তিকে নিদর্শন যদি দিতে পার, তাহাতে উপদেশের কিম্বা উপদেশকর্ত্তাদের দোষ হইতে পারে না। যেমন ব্রহ্মার নিকটে ইন্দ্র ও বিরোচন দুই জন এক জ্ঞানের উপদেশ পাইয়া ইন্দ্র তাহার অনুষ্ঠান করিয়া কৃতার্থ হইলেন, আর যথার্থ জ্ঞানের অনুষ্ঠান না করিবাতে বিরোচনের কেবল আসুর স্বভাব রহিল। সেই রূপ আচার্য্যের সম্প্রদায়ে দশ জন শিষ্য এক জ্ঞানের উপদেশ পাইয়া তিন জনের যথার্থ জ্ঞান হইল, আর সাত জন যোগভ্রষ্ট হইলেন। অতএব জ্ঞানোপদেশ সমান হইলেও গ্রহীতার যত্নের তারতম্য-

দ্বারা তাহার প্রকাশেরও তারতম্য হয়। এপ্রকার অনুষ্ঠানের তারতম্য কেবল জ্ঞানির মধ্যেই পাওয়া যায় এমত নহে; সমানরূপে কর্ম্মেও উপাসনার উপদেশ পাইয়া কেহ তাহার অনুষ্ঠান করে, কেহ বা বিপরীত করে, ইহা কর্ম্মিতে এবং উপাসকেতেও দেখিতেছি।

যদি বল, তোমরা গ্রহবৈগুণ্য ও যাত্রাদির দোষ কেন মান্য না কর? উত্তর। আমরা কেবল পরমেশ্বরকে ভয় করি, ফলাফলের দাতা করিয়া তাঁহাকেই অঙ্গীকার করিয়া থাকি, অন্য কাহাকে ফলাফলের দাতা জানি না; যেমন শ্রুতিতে কহিয়াছেন, যথা।

“আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিলে অন্য কাহাকে ভয় করে না।”

বিশেষতঃ সূর্য্যাদি গ্রহ সকল পৃথক্ ২ স্থানে থাকেন, তাঁহারা ভূমণ্ডলে যে সকল ব্যক্তি থাকে কিম্বা যাত্রা করে তাহাদের শুভাশুভের কারণ হয়েন, ইহাতে যাহার বুদ্ধি বিচলিত না হইয়া থাকে, সে বিশ্বাস করিতে পারে না। কুরুক্ষেত্রে যদি এক পর্ব্বত থাকে সেই পর্ব্বতকে কিম্বা সেই পর্ব্বতস্থ বৃক্ষের হেলানকে তোমার শুভাশুভের কারণ করিয়া কেহ যদি কহে, তবে সে ব্যক্তিকে সর্ব্বথা উপহাস করিবা। বস্তুতঃ প্রতারকেরা তোমাদিগকে জ্ঞানহীন জানিয়া কখন পুত্তলিকার ভয় দেখাইয়া, কখন ভূত প্রেতের ভয় দেখাইয়া, কখন বা গ্রহাদির ভয় দেখাইয়া ধনশোষণ করে; মধ্যে ২ কহিয়া থাকে তোমার অমুক গ্রহ বক্র হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ঘৃত ভক্ষণ করাও, এই ছল করিয়া তোমাদের কতক ঘৃত অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে, কতক বা হাত ঝাড়িবার ছলে ঘটে রাখিয়া আপন ঘরে লইয়া যায়; আর এতদ্ভিন্ন বস্ত্র ও দক্ষিণাদি পৃথক্ ২ লাভ আছে। কেহ যদি এ সকল অত্যন্ত অসম্ভব কথাতে অবিশ্বাস করিয়া কি জানি গ্রহ যাগাদিতে ব্যয় না করে, আর পাছে কহে আমার গ্রহভয় নাই, এ প্রযুক্ত প্রথমতঃ ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত গ্রহ সকল নীচ লোককে ও বিজন্মাকে ফলপ্রদান করেন না, এরূপ বচন পড়িয়া থাকে; কিন্তু সে ব্যক্তি যদি সুবোধ হয়, তবে অনায়াসে ইহা মিথ্যা জানিতে পারিবেক, যেহেতু সেই প্রতারক যদি অতিনীচের ও বেশ্যাপুত্রের জন্মপত্রী লিখে, তবে তাহাতে সকল গ্রহের ভোগ সেই ব্যক্তিদের প্রতি লিখিয়া থাকে, এবং তাহার পীড়া হইলে কহে, তোমার অমুক গ্রহ বক্র হইয়াছেন। এবং প্রত্যক্ষে কেন না দেখ; জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন কালের রৌদ্রে কোন অতিনীচকে কিম্বা বেশ্যাপুত্রকে বসাইয়া রাখিলে তাহাকে সকল গ্রহের প্রথম যে সূর্য্যগ্রহ তেঁহ পীড়া অবশ্যই দেন। অতএব ইহা সকল তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও যদি তাহাদের বঞ্চনা ও দাসত্ব স্বীকার কর, এবং আপন গলাকে তাহাদের হাইড়ের ভিতর প্রবেশ করাইয়া বদ্ধ হইয়া তাহাদের কোপের তলে থাক, তবে অন্য ব্যক্তি তোমাদের কি রূপে রক্ষা করিতে পারে?

যদি জিজ্ঞাসা কর, পৌত্তলিকের সহিত আমাদের এত অন্তঃকরণের অনৈক্য কেন? তাহার উত্তর আমরা সত্যস্বরূপ এই দিব, যাহার সহিত পরমার্থে এবং লৌকিক ব্যবহারে উদয়াচল অস্তাচলের ন্যায় পরস্পর অন্তর হয়, তাহার সহিত অন্তঃকরণের ঐক্য হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাহার বিবরণ এই, আমরা যাঁহাকে বিশুদ্ধ সর্ব্বব্যাপক অবিনাশি পরমেশ্বর জানি, তাঁহাকে তোমরা কখন জন্মের অপবাদ, কখন মরণের অপবাদ, কখন ব্যভিচারের অপবাদ, কখন চৌর্য্যের অপবাদ, কখন যুদ্ধ এবং কাম ক্রোধাদির অপবাদ দিয়া থাক; ইহাতে তোমাদের সহিত কি রূপে অন্তঃকরণের প্রীতি জন্মিতে পারে? ইহা পূর্ব্বহইতেই ঋষিবাক্যে বিদিত আছে।

" কলিকালে বিশুদ্ধস্বরূপ পরমাত্মাতে পাষণ্ড ব্যক্তি সকল জন্ম ও দ্রোহ ও মিথ্যাকথন ও কাম ক্রোধ চৌর্য্য পরদারাভিগমন এবং মরণ ও জোড় ইত্যাদি নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া সকলের উল্লেখ করিবেক।"

তোমাদের নানাবিধ দুঃখ দেখিয়া দয়া অবশ্যই হয়; অর্থাৎ আহারের সামগ্রী থাকিতেও আহার না করিলে ঈশ্বর তুষ্ট হইবেন ইহা বলিয়া আহার কর না; সময় থাকিতেও বারবেলা কালবেলা ইত্যাদি বিড়ম্বনাতে কর্ম্মে নিবৃত্ত থাকিয়া বৃথা কালযাপন কর; দানের পাত্র যে সৎক্রিয়ান্বিত দরিদ্র তাহাকে না দিয়া অত্যন্ত অভিমানবিশিষ্ট ধনবান প্রতারকদিগকে দেও; যাহাদের আঘ্রাণ শক্তি আছে তাহাদিগকে সুগন্ধি পুষ্পাদি বস্তু সকল না দিয়া কখন তাম্রকুণ্ডে কখন নদীতে কখন বা অচেতন বস্তুতে নিক্ষেপ করিয়া নষ্ট কর; শীতকালে জলঘটিত দুঃখ গ্রীষ্মকালে অগ্নিদ্বারা দুঃখ ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ কর; দিবারাত্রি মনের কল্পিত ভয়েতে অর্থাৎ ভূতাদির ভয়েতে ভীত থাক; ঈশ্বর এ স্থানে নাই, অমুক স্থানে আছেন, এই ভ্রমে কখন নানা দেশ ভ্রমণদ্বারা অতিক্লেশ পাও; কাহারও বা তাহাতে মৃত্যু হয়; উত্তম জল থাকিতেও কর্দ্দম ও মল সহিত এবং ক্ষারযুক্ত জল পান কর ও তাহাতে অবগাহন কর; কখন ২ তোমাদের এক ২ ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিয়া সেই সকল স্ত্রীকে কেবল দুঃখের ও অধর্ম্মের এবং কলঙ্কের ভাজন করে, এবং আপনারাও মনস্তাপ পায় যে বিশ পঁচিশ টাকা এক সামান্য ঘোড়ারো মূল্য নহে তাহার দ্বারা পাষাণের কিম্বা মৃত্তিকার পিণ্ডকে ক্রয় করিয়া আপনার ঈশ্বর কহ, আর যে অহঙ্কারহইতে নিন্দিত কোন রিপু নাই তাহাতে ও মিথ্যা ও প্রতারণাতে পরিপূর্ণ যে দাম্ভিক ব্যক্তি সকল তাহাদিগকেই গুরু করিয়া জান। আর সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি যে জ্যোতিঃশাস্ত্রেতে পৃথিবীকে গোল এবং শূন্যস্থায়ী কহিয়াছেন, ও পৃথিবীর ছায়ার দ্বারা চন্দ্রের গ্রহণ হয়, এবং সূর্য্যের উত্তাপের দ্বারা জলাকর্ষণ হইয়া বৃষ্ট্যাদি হয়, ইহা বর্ণন আছে সে সকল গ্রন্থের উপদেশ পুত্রকে না দিয়া যে পুরাণাদিতে

ইতিহাস স্থলে, ধর্ম্ম ও নীতির কথন তাৎপর্য্য হইয়াছে, তাহার ইতিহাসকে শুকের ন্যায় উপদেশ দেও, অর্থাৎ কহ, পৃথিবী ত্রিকোণা ও সর্পের মস্তকে আছেন, চন্দ্র সূর্য্যের শত্রু হইয়া রাহু তাঁহাদিগকে গ্রাস করে, এবং মেঘ ও মেঘের স্ত্রী ইহারা সকলে বৃষ্টি করে, এবং মেঘের ঘর্ষণদ্বারা শব্দ হইলে কহ, দেবতারা গর্জ্জিতেছেন, দৈবাধীন হাঁচি হইলে ও টিক্‌টিকী শব্দ করিলে কহ, এ সময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অকল্যাণ হইবে। এই রূপ সহস্র প্রকার অজ্ঞানতার ব্যবহার করিতে এবং তাহার পরস্পর উপদেশ করিতে তোমাদিগকে সর্ব্বদাই দেখি, সুতরাং মনুষ্যাকার ব্যক্তিকে এরূপ জড়ের ব্যবহার করিতে দেখিলে মনস্তাপ হয়। আর তোমাদের সহিত অন্তঃকরণের অনৈক্যের কারণ এই আছে, তোমরা যাহাকে কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম জান. এবং তোমাদের আরাধ্যের যে সকল ক্রিয়া তাহাকে আমরা নিতান্ত অধর্ম্ম করিয়া জানি। তাহার বিবরণ এই, তোমরা মৃত্তিকা পাষাণ বৃক্ষ পশু পক্ষী প্রভৃতিকে ঈশ্বর বোধ কর, আমরা তাহা করি না। তোমরা হস্তপাদাদি ভঙ্গীকে ও নাচা ও খেলাকে এবং গলাতে কাষ্ঠাদি ধারণকে ও চন্দনাদির অলকা তিলকাকে পুণ্যের কারণ জান, আমরা তাহা জানি না। তোমরা স্থান বিশেষের জলকে ও ধূলিকে ও কর্দ্দমকে পান ও দেহে ধারণ করিলে পুণ্য হয় কহ, আমরা তাহা কহি না। তোমাদের মধ্যে কেহ২ কোন স্থানবিশেষের অন্নকে অপরিষ্কার স্থানে ও অপরিষ্কার হস্তে অতি পবিত্র ও পুণ্যজনক জানিয়া খায়, আমরা তাহা স্বীকার করি না। আর তোমাদের কোন মতাবলম্বিরা কেবল মাদক সামগ্রীর ভোজন ও জীবহিংসাকে ও রক্তোৎসবকে পরমার্থসাধন জানে, আমরা তাহা জানি না। তোমাদের কোন মতাবলম্বিরা শরীরনিঃসৃত অপবিত্র ভোজনকে পুণ্যজনক কহে, তাহা আমরা ধর্ম্মরূপে কহি না। এবং স্ত্রীলোককে অগ্নিদ্বারা হত্যা করা ও বৃদ্ধ মাতাপিতাকে জলে মগ্ন করিয়া পাষাণ ইষ্টকাদিতে মুষ্টি ঘর্ষণ করিয়া বধ করা ইহাকে তোমরা ধর্ম্ম কহ, তাহাকে আমরা ধর্ম্ম কহি না। অনেক লোকের সভা করিয়া যে দান করা তাহাকে তোমরা ধর্ম্ম কহ, আমরা তাহা বলি না। শঙ্খ এবং ঘণ্টার বাদ্য ও নৃত্য তুড়ি ইত্যাদিকে তোমরা ধর্ম্ম কহ, তাহা আমরা মানি না। কাল বিশেষে আপনার অনাহার করা এবং অন্যকে অনাহারে রাখা তোমরা ধর্ম্ম জান, তাহা আমরা স্বীকার করি না। উপাসনা বিশেষে নানাবিধ ব্যভিচারকে তোমরা ধর্ম্ম কহ, তাহা আমরা কহি না। অতএব এখনও বলিতেছি, ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী ও সকলের কায়মনোবাক্যের সাক্ষিরূপে বিশ্বাস করহ, আর তাহার যে নিয়ম তদনুসারে আত্মোপকার ও পরোপকার করিয়া কৃতার্থ হও। আমাদের এরূপ উপদেশের দ্বারা তোমরা উপকৃত না হইয়া যদি আমাদের প্রতি দ্বেষ ও কুৎসা কর, তাহাকে আমরা তুচ্ছ করিয়া জানিব।

যেহেতু যাহার মৃত্তিকা ও প্রস্তর ও কাষ্ঠ ও ধাতুময় দেবতা হয়, এবং যাহার আরাধ্য বানর ভালুক চীল শৃগাল প্রভৃতি হয়, এমত দুর্দশাপন্ন অজ্ঞান লোকের কথায় কোন বিশেষ হানিলাভ নাই। অতএব তোমরা আমাদের দয়ার পাত্র হও, কিন্তু দ্বেষের যোগ্য নহ। পুনরায় কহিতেছি, পুতুলা খেলা ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধা কর। ইতি।

APPENDIX.

APPENDIX.

FROM THE MAHA'BHA'RAT.

History of Nala.

নলোপাখ্যান ।

I.—*Introduction.*

যুধিষ্ঠির বলেন্ মুনি কর অবধান ।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ ॥
কপটে সকল মম নিল রাজ্য ধন ।
জটা চীর পরাইয়া পাঠাইল বন ॥
যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চি যে এথায় ।
রাজপুত্র হয়ে এত দুঃখ নাহি পায় ॥
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর ।
কত ক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর ॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্যভিতর ।
ইন্দ্র চন্দ্রসম তোমাসঙ্গে সহোদর ॥
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত ২ ।
দাস দাসী আর যত তব অনুগত ॥
এইহেতু দুঃখ রাজা না দেখি তোমার ।
তোমাহইতে নল দুঃখ পাইয়াছে অপার ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কহ শুনি মুনি যে নলের বিবরণ ॥
রাজপুত্র হয়ে আমাসমান দুঃখিত ।
অবশ্য শুনিতে হয় তাহার চরিত ॥
কহ শুনি মুনিরাজ তাহার কথন ।
কোন দেশে ঘর তার কাহার নন্দন ॥

বৃহদশ্ব বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমাহৈতে বড় দুঃখী নিষধরাজন॥
নল নামে নরপতি বীরসেনসুত।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত॥
রূপেতে কন্দর্পতুল্য অতি জিতেন্দ্রিয়।
যশস্বী তেজস্বী ধীর অক্ষে বড় প্রিয়॥
নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান।
বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান॥
বংশের কারণ রাজা বড় চিন্তা মন।
কত দিনে আইল তথা মহর্ষি দমন॥
পুত্রহেতু ভার্য্যাসহ তাঁহারে পূজিল।
হৃষ্ট হয়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল॥
রূপেতে সংসারনারী করিবে দমন।
দময়ন্তী কন্যা পাবা বড় সুলক্ষণ॥
দমনের বরে কন্যা হৈল দময়ন্তী।
যক্ষ রক্ষ দেব নরে না দেখি সে কান্তি॥
নাহিক সমান রূপে গুণে লক্ষ্মীসমা।
নলের কারণে হৈল অতি নিরূপমা॥
সমানবয়স্ক সঙ্গে শত সখীগণ।
দময়ন্তীনিকটে থাকয়ে অনুক্ষণ॥
দময়ন্তীসাক্ষাতে যতেক সখীগণ।
নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ॥
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
কামদাবানলে দগ্ধা যেমন হরিণী॥
দময়ন্তীগুণ নল শুনি লোকমুখে।
সদাই অস্থির স্মরশর বাজে বুকে॥
দময়ন্তীচিন্তাতে নলের মগ্ন মন।
কত দিনে দেখ তার দৈবের ঘটন॥
অন্তঃপুর উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি।
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি॥
নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন।
রাজাপ্রতি বলে হংস বিনয়বচন॥
ছাড়হ আমারে রাজা না কর নিধন।
করিব তোমার প্রীতি চিন্ত যে কারণ॥
তব অনুরূপরূপা ভীমের নন্দিনী।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি॥

এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল।
অন্তরীক্ষে গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল॥
অন্তঃপুরমধ্যে যথা সরোবর ছিল।
সেই খানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল॥
এই কালে দময়ন্তী সহচরী সনে।
পুষ্প তুলিবার ছলে আইল সেখানে॥
সরোবর মধ্যে হংস দেখি রূপবতী।
ধরিবার মানসে চলিল শীঘ্র গতি॥
চতুর্দ্দিগে বেড়ি হংসে ধরিল স্ত্রীগণে।
বৈদর্ভীরে হংস কহে মনুষ্যবচনে॥
নিষধ রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি।
অশ্বিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি॥
নরলোকে না দেখি তাহার রূপে গুণে।
করাইব মিলন তোমার তার সনে॥
যদি ভাগ্যে থাকে তব ভর্ত্তা হবে নল।
তোমার যৌবন রূপ হইবে সফল॥
সার্থক হউক রূপ শুনহ বচন।
নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ॥
শুনিয়া ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে সৃজিল॥
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এত বলি হংস পাঠাইল সেইক্ষণ॥
কহিল সকল কথা নলের গোচর।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন সে হইল নৃপবর॥
যে হইতে হংসভাষা বৈদর্ভী শুনিল।
নলের ভাবনা করি সকল ত্যজিল॥
বিবর্ণবদন ভূরি সঘনে নিশ্বাস।
ত্যজিল আহার হার সদা হাহা তাষ॥
দময়ন্তীদুঃখ দেখি সব সখীগণ।
ভীম নরপতিরে করিল নিবেদন॥
শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত।
কোন হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখিত॥
মহাদেবী বলে কি চিন্তহ নৃপবর।
যুবতী হইল কন্যা কর স্বয়ম্বর॥
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদ্যোগী হইল।
রাজ্যে ২ দূত গিয়া নিমন্ত্রণ দিল॥

দেশে ২ বার্ত্তা পায় যত রাজগণ।
বিদর্ভনগরে সত্তে করিল গমন॥
হয় হস্তী পদাতিকে পূরিল মেদিনী।
বার্ত্তা পাইয়া আইল যতেক নৃপমণি॥
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল নৃপবর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

II.—*Damayanti's marriage.*

অথ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর।

দৈবে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সময়।
পুরাতন ঋষি আইল অমর আলয়॥
যথোচিত বিধানে পূজিল সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলা মুনিবর॥
ঋষি বলে গিয়াছিলাম্ পৃথিবীমণ্ডল।
আশ্চর্য্য দেখিনু তথা স্থন আখণ্ডল॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা॥
তার রূপে শোভিত হইয়াছে ভূমণ্ডল।
চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদনকমল॥
ভীম রাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিল যতেক নৃপবর॥
দময়ন্তীরূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
নিমন্ত্রণে আইল কেহ বিনা নিমন্ত্রণে॥
নারদের বচন শুনিয়া দেবগণ।
দময়ন্তীরূপে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন॥
দময়ন্তীপ্রাপ্তি বাঞ্ছা করি দেবগণ।
স্বয়ম্বর স্থানে সত্তে করিল গমন॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর।
অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভনগর॥
সসৈন্যে চলিল নল পায়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নলসহ ভেট হৈল দেবগণ॥

দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অমর।
দময়ন্তী বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর॥
ইহা দেখি অন্যে না বরিবে কদাচন।
এত চিন্তি নলপ্রতি বলে দেবগণ॥
সাধু সর্ব্ব গুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কায॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে নৈষধনন্দন।
কে তোমরা আমি কি করিব প্রয়োজন॥
ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র ইনি বৈশ্বানর।
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর॥
সত্তে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সভাকার দূত হয়ে যাহ তথাকারে॥
কি বলে বৈদর্ভী জানি আইস সত্বরে।
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে॥
রাজা বলে সত্বরে যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা অগম্য সে ভূমি॥
রক্ষকেরা পুররক্ষা করয়ে যতনে।
এ বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে॥
দেবগণ বলে আমাসভার প্রভাবে।
না হবে বারণ তুমি অলক্ষ্যেতে যাবে॥
দেবগণ বাক্যে নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার॥
সখীগণ মধ্যে দময়ন্তীরে দেখিল।
দেখিয়া তাহার রূপ অজ্ঞান হইল॥
অতিসুকুমার রূপা অনঙ্গমোহিনী।
কৃশোদরা মনোহরা বিশাললোচনী॥
পূর্ব্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য ২ বলি রাজা সকল মানিল॥
নল দেখি দময়ন্তী হৈল চমকিত।
কেবা এ পুরুষবর এথা উপনীত॥
ইন্দ্র কি বা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
ধন্য ধাতা হেন রূপ সৃজিল ইহার॥
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে॥
কতক্ষণে মন্দ হাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি পোড়াহ মোরে কন্দর্প হুতাশে॥

কেমনে আইলা এথা কেহ না দেখিল।
লক্ষ ২ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল॥
পবনাদি দেবে মম পিতা দণ্ড করে।
এত দুর্গে কি রূপে আইলা এথাকারে॥
 রাজা বলে আমি নল জান বরাননে।
এথা আইলাম দেবতার দূতপনে॥
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম পাঠায় আমারে।
সভাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে॥
এ চারি জনের মধ্যে যারে হয় মন।
আজ্ঞা কর তারে গিয়া করি নিবেদন॥
এইহেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবে না দেখিল কোন জন॥
 কন্যা বলে দেবগণ বন্দিত সভার।
সে কারণে তাসভায় মম নমস্কার॥
নিষ্ফল এথায় আসিতেছে দেবগণ।
পূর্ব্বে নল নৃপতিরে করেছি বরণ॥
হংসমুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমারে ত্যাগ কর নৃপরায়॥
কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি।
তোমাভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মোর গতি॥
 নল বলে যেই দেব পূজে সর্ব্বজন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যার দরশন॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেন জন বাঞ্ছে তোমায় ত্যজ কেন তারে॥
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানবমর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাহার প্রভুপন॥
শচীর সমানা হবা যাহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে॥
দিকপাল বৈশ্বানর সভাকার গতি।
যার ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি॥
বরুণ যে জলেশ্বর নর অন্তকারী।
কেমনে বরিবা অন্যে তাঁকে পরিহরি॥
 কন্যা বলে অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা করিনু বরণ॥
শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি॥

নল বলে ইহা মম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হৈয়া কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ্ণবদন।
দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করয়ে রোদন॥
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমারে দোষ নহিবে তাহায়॥
দেবগণ সহ তুমি আইস স্বয়ম্বরে।
তাসভার মধ্যে আমি বরিব তোমারে॥
এত বলি নল রাজা করিল গমন।
দেবগণে সকল করিল নিবেদন॥
কেহ মানা না করিল তব অনুগ্রহে।
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুর গৃহে॥
কহিলাম সভাকার যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিভব বিশেষ॥
কারে না চাহিয়া কন্যা আমারে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল॥
দেবগণ সঙ্গে আইস স্বয়ম্বর স্থানে।
তোমারে বরিব তাসভার বিদ্যমানে॥
বৈদর্ভীর চিত্ত বুঝি সব দেবগণ।
নলের সমান বেশ হৈল সর্ব্বজন॥
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বরস্থানে চলি গেল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
   স্বয়ম্বরে আইল যতেক দেবগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন॥
কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার।
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সভাকার॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ গমনে সিন্ধুর।
পঙ্কমুখ ভুজঙ্গ সদৃশ ধরে ভুজ॥
তবে বিদর্ভের রাজা শুভক্ষণ দিনে।
দময়ন্তী আনাইল সভাবিদ্যমানে॥
দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সভাকার মন॥
যত ২ মহারাজ আছিল সভায়।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় এক দৃষ্টে চায়॥

নল বিনা দময়ন্তীর অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ॥
এক স্থানে দেখে ভৈমী সভার ভিতর।
নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর॥
ভিন্নবর্ণ নলের নাহিক কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তীর চিত্তে করে বড় খেদ॥
পঞ্চবিধ নল দেখি বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল আমারে॥
দেবলিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আছয়।
দেবমায়া বলে কিছু দেহ ব্যক্ত নয়॥
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তবন করিল দেবগণে॥
তোমরা যে অন্তর্যামি জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে সত্তে দেহ বর।
জ্ঞাত হয়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর॥
সত্যেতে সংসার বর্ত্তে আমি যদি সতী।
তোমা সভামধ্যেতে চিনিব নিজ পতি॥
বৈদর্ভীর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ।
আপনাদের চিহ্ন করান দর্শন॥
অনিমিষ নয়ন স্বেদাম্বুহীনকায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া॥
বৈদর্ভী জানিল তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥
হৃষ্টা হয়ে পীযুষতি মালা দিল গলে।
সাধু২ দেবতা গন্ধর্ব্ব লোকে বলে॥
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া॥
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান॥
নলেরে বৈদর্ভী যবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ॥
তুষ্ট হয়ে ইষ্টবর দিল চারি জন।
অলক্ষিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন॥
অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাহিবা জল পাবা নরবর॥

অগ্নি বলে যাহা ইচ্ছা করিবা রন্ধন।
বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে ততক্ষণ ॥
প্রাণিবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
অস্ত্র তূণ ধনু দিয়া করিল গমন ॥
নিবর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর সত্তে গেল ঘর।
দময়ন্তী লয়ে গেল নল নরবর ॥
দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি ॥
বহু যজ্ঞ করিল করিল বহু দান ॥
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান ॥
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র ॥

III.—*Nala possessed by Kali.*

অথ নল শরীরে কলিপ্রবেশ।

স্বয়ম্বর নিবর্ত্তিয়া যায় দেবগণ।
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুই জন ॥
জিজ্ঞাসিল দুই জনে যাহ কোথাকারে।
কলি বলে যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে ॥
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুই জনে ॥
হাসি ইন্দ্র বলে নিবর্ত্তিল স্বয়ম্বর।
নলেরে বরিল ভৈমী সভার ভিতর ॥
এত শুনি ক্রোধে কলি বলে আরবার।
দেবস্বামী ত্যজিয়া বরিল নর ছার ॥
এইহেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে ॥
দেবগণ বলে তার দোষ নাহি তিলে।
আমা সভাকার বাক্যে বরিলেক নলে ॥
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
সংসারের যত গুণ বৈসে নলাশ্রয় ॥
সমুদ্র গভীর ছিল স্থির ছিল মেরু।
পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল চন্দ্র ছিল চারু ॥

সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয়।
যজ্ঞ সত্য তুষ্ট দেব যাহার আলয়॥
সত্যব্রতী দৃঢ়প্রীতি তপঃ শৌচ দানী।
আমাসবাকার মাঝে নলেরে বাখানি॥
হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেই জন।
বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেই জন॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন।
কলি আর দ্বাপর চিন্তয়ে মনেমন॥
যত গুণ নলের বলিল সুরপতি।
হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি॥
কলি বলে তুমি মোর হইবা সহায়।
যেমনে দক্ষিণ মনে করিব উপায়॥
রাজ্যভ্রষ্ট করাব বিচ্ছেদ দুই জনে।
পাশায় করিয়া মত্ত নৈষধ রাজনে॥
অক্ষকাটি হবা তুমি সহায় আমার।
কলিবাক্যে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার॥
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন।
নলের সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ॥
নৃপতির পাপছিদ্র খুজি নিরন্তর।
হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর॥
এক দিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে।
অল্প শৌচ কৈল পদে ভ্রম হৈল মনে॥
ছিদ্র পায়ে প্রবেশ করিল কলি দেহে।
নিজ বুদ্ধিহীন হৈল রাজার হৃদয়ে॥
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর॥
কলি বলে অবধান করহ পুষ্কর।
বৈভব বাঞ্ছহ যদি মম বাক্য ধর॥
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি।
সহায় হইয়া সব জিনাইব আমি॥
কলির আশ্বাস পায়ে পুষ্কর চলিল।
খেলাব দেবন বলি নলে আহ্বিল॥
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব॥
পণ করি খেলিতে লাগিল দুই জন।
হিরণ্য বিবিধ আর রজত কাঞ্চন॥

পুষ্করের সব অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে।
না হয় অন্যথা সে যাহা মাগে যবে॥
পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল।
মতিচ্ছন্ন হইল না বুঝে মায়াবল॥
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পৌর জন।
কার শক্তি নহিল করিতে নিবারণ॥
তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া।
দময়ন্তী স্থানে সভে জানাইল গিয়া॥
মহাদুঃখ উৎপাত আনেন নরপতি।
কর গিয়া আপনি নিবর্ত্ত তুমি সতী॥
এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণবদন।
অতিশীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন॥
রাজারে বলয়ে ভৈমী বিনয় বচন।
মন্ত্রিসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ॥
আজ্ঞা কর সভে আসি করুক দর্শন।
ত্যজহ দেবন পাশা রাজ্যে দেহ মন॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা নাহি বুঝে রাণী।
মাথাতুলি ভৈমীরে না চাহে নৃপমণি॥
পুনঃ ২ কহে ভৈমী বারিতে নারিল।
জ্ঞানহত হৈল রাজা নিশ্চয় জানিল॥
নিজ ২ গৃহে তবে গেল পুরজন।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন॥
 হেন মতে নল রাজা খেলে বহু দিন।
ক্রমে ২ সকল বৈভব হৈল হীন॥
অক্ষ বিনা নলের নাহিক অন্যমন।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ॥
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল।
বৃহৎসেনা নামে ধাত্রীপ্রতি সে বলিল॥
শীঘ্র আন বার্ষ্ণেয় সারথিকে ডাকিয়া।
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া॥
সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলয়ে বচন॥
সর্ব্বনাশ হেতু পণ করিল রাজন।
এই মহাপাপে তুমি করহ তারণ॥
ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা।
মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি আইস দই জনা॥

বিলম্ব না কর রথ আন শীঘ্রগতি।
আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি॥
রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী॥
রথ অশ্ব সহিত থুইয়া রাজপুরে।
পুন গেল বার্ষ্ণেয় সে নিষধ নগরে॥

IV.—*Nala forsakes Damayanti.*

অথ নলের বনগমন ও দময়ন্তী ত্যাগ।

পুষ্করের সহ পাশা খেলে রাজা নল।
ক্রমে২ রাজ্য ধন হারিল সকল॥
বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার।
সকল হারিল রাজা কিছু নাহি আর॥
হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন।
খেলিব কি আছে আর শীঘ্র কর পণ॥
অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ করহ এবার॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিতলোচন।
নাহিক কহিতে শক্তি বিষণ্ণবদন॥
তবে রাজা বস্ত্র রত্ন যে ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া সব দিলেন পুষ্করে॥
এক বস্ত্র পরিধানে বাহির হইল।
অন্তঃপুরে থাকি তবে বৈদর্ভী শুনিল॥
অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিল রাজার সহ একবস্ত্রা হইয়া॥
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে॥
নল রাজা যাইবেক সন্নিকটে যার।
নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার।
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে২ জানাইল চর।
রাজআজ্ঞা শুনিয়া লোকের হৈল ডর।
তিন দিন ছিল নল নগরভিতর।
রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর॥

কে করে জিজ্ঞাসা তারে না যায় নিকটে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে॥
তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান।
তারপর বনমধ্যে করিল প্রয়াণ॥
পাছু ২ দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুই জন॥
বহুদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণ পক্ষী দেখে আচম্বিত॥
পক্ষি দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন।
মাংস ভক্ষি পক্ষ বেচি পাব বহু ধন॥
ধরিবার উপায় চিন্তিল মনে মন।
পক্ষির উপর ফেলে পিন্ধন বসন॥
বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবি বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে যা রে মতিভ্রম॥
সর্ব্বনাশ কৈল অক্ষ ভুক্ত করি জ্ঞান।
আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান॥
আমাসত্ত্বা এত্তী ভৈমী বরিল তোমারে।
তাহার উচিত ফল দিলাম তাহারে॥
এত শুনি নরপতি ভৈমীপ্রতি বলে।
যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে॥
অক্ষে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল।
বিস্ময়ে আমার প্রিয়ে জ্ঞানহত হৈল॥
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে।
এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে॥
অবন্তি নগরে লোক যায় এই পথে।
এই যে দেখহ পথ কোশলা যাইতে॥
এই পথে যাহ প্রিয়ে বিদর্ভনগরে।
শুনিয়া হইল ভৈমী কম্পিতা অন্তরে॥
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজপ্রতি।
তব বাক্য শুনি মোর স্থির নহে মতি॥
রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইলা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা মহাদুঃখ সাগরে ডুবিলা॥
সব পাসরিব আমি থাকিলে সংহতি।
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি॥
ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখলেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবা বড় ক্লেশ॥

নল বলে সত্য তুমি যতেক কহিলে।
ভার্য্যাসম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে॥
ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব আমি কদাচন॥
ভৈমী বলে মোরে যদি ত্যাগ না করিবা।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবা॥
এইহেতু শঙ্কা মম হয়েছে রাজন।
তোমা ছাড়ি গেলে মম নিশ্চয় মরণ॥
এক বাক্য বলি রাজা যদি লয় মনে।
বিদর্ভ নগরে চল যাই দুই জনে॥
তোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত।
দেবতুল্য তোমারে পূজিবে নিত্য নিত॥
নল বলে নহে দেবি যাবার সময়।
এ বেশে কুটুম্বগৃহে উচিত না হয়॥
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে।
তব পিতৃগৃহে গেলাম চতুরঙ্গ দলে॥
এখন এ বেশে গেলে হাসিবেক লোক।
বৈরির হইবে হর্ষ সুহৃদের শোক॥
পরম বন্ধুর গৃহে যায় যদি দীন।
শক্রসম হইলেও হয় মানহীন॥
অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে।
দুঃখী হৈয়া বন্ধুগৃহে না যাব কখনে॥
তবে পুনঃ২ ভৈমী অনেক কহিল।
না শুনিল নল রাজা নিশ্চয় জানিল॥
যেই বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন।
সেই বস্ত্র সারিয়া পরিল দুই জন॥
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে।
এক বস্ত্র উভয়ে পরিল সে কারণে॥
বেগেতে চলিতে নারে যায় ধীরে ২।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈয়া দোঁহে দুর্ব্বল শরীরে॥
দিব্য এক স্থান রাজা দেখিল কাননে।
পরিশ্রান্ত হইয়া শুইল দুই জনে॥
আঁকাড়ি করিয়া ভৈমী ধরিয়া রাজারে।
পাছে স্বামী যায় ছাড়ি সভয় অন্তরে॥
একে সুকুমারী বহু দিন নিরাহারা।
শোবামাত্র দময়ন্তী হৈল জ্ঞানহারা॥

দুঃখে সন্তাপিত নল নিদ্রা নাহি পায়।
মনে বিচারিল যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায়॥
এ ঘোর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে।
মম দুঃখে নিত্য২ মজিবেক শোকে॥
আমারে না দেখি কোন পথিক সংহতি।
ক্রমে২ যাইবেক পিতার বসতি॥
এ দুঃখসমুদ্রহৈতে হইবে মোচন।
আমিহ একক হৈলে যাব যথা মন॥
একাকী রাখিয়া যাব ঘোর বনস্থল।
সেই ভয় নাহি কেহ করিবে না বল॥
তপস্বিনী পতিব্রতা ভকতি আমাতে।
এরে কে করিবে বল নাহি ত্রিজগতে॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান।
দময়ন্তী ত্যজিব করিল অনুমান॥
এক বস্ত্র আচ্ছাদন দোহাকার কায়।
মনে চিন্তি কি করিব ইহার উপায়॥
পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন।
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন॥
কেমনে ত্যজিব আমি এক বস্ত্রপরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা॥
জানিয়া রাজার মন কলি খড়্গ রূপ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়্গ হরষিত ভূপ॥
অস্ত্র লয়ে পরা বস্ত্র ছেদন করিল।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল॥
ধীরে২ তথাহৈতে গমন করিল।
কত দূরহইতে তবে বাহুড়ি আইল॥
দেখিল বৈদর্ভী নিদ্রা যায় অচেতন।
ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ২ এ ঘোর কাননে।
কি গতি হইবে প্রিয়ে আমার বিহনে॥
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা।
তোমরাই রক্ষা কর আমার বনিতা॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পুনঃ কত দূরহইতে ফিরিল রাজন॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুই দিগে মন।
ভার্য্যাস্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন॥

দময়ন্তী দুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে।
অনাথ করিয়া প্রিয়ে যাই হে তোমারে॥
পুনরপি বিধি যদি করায় ঘটন।
দেখিব তোমারে নহে এই দরশন॥
এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয়।
পাছে দময়ন্তী জাগে পুন হৈল ভয়॥
অতিবেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জ্জন কানন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
ঘোর দুঃখে তরে লোক যাহার শ্রবণে।
আরণ্যক নানাখ্যান কাশীদাস ভণে॥

V.—*Damayantí's sojourn at Subáhu.*

অথ দময়ন্তীর সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রীবেশে স্থিতি।

কত ক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
সজাগ হইয়া দেখে স্বামী নাহি পাশে॥
মূর্চ্ছিতা হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হৈয়া যায় গড়াগড়ি॥
উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিগে ধায় রড়ে।
নাথ ২ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে॥
অনাথ ডাকয়ে কেন না দেহ উত্তর।
কোন দিগে গেলা প্রভু নিষধঈশ্বর॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়।
তবে কেন আমারে ত্যজিলা মহাশয়॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্ব লোকে।
তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলা মোকে॥
লোকপালমধ্যে পূর্ব্বে সত্য কর প্রভু।
শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু॥
সত্যবাদী হও সত্য ছাড় কি কারণ।
লুক্কায়িত আছ কোথা দেহ দরশন॥
দুঃখসিন্ধুমধ্যে প্রভু কেন দেহ দুঃখ।
অতিশীঘ্র আইস নাথ দেখি তব মুখ॥

ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কি বা গেলে জলপানে॥
এত বলি বনে ২ ভৈমী পর্য্যটিয়া।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে যায় ধাইয়া॥
ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল।
লক্ষ ২ চতুর্দ্দিগে তাহারা বেড়িল॥
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী করে বন ভ্রম।
অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিল ভুজঙ্গম॥
বিকট দশন আর বিকট গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন॥
বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে॥
আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন।
নিশ্চয় হইলাম অজগরের ভক্ষণ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী কহিয়া হা নাথ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ॥
শীঘ্রগতি আসি ব্যাধ দেখি অজগর।
দুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণ শর॥
সর্প মারি মৃগয়ু জিজ্ঞাসে বৈদর্ভীরে।
কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন ঘোরে॥
সকল বৃত্তান্ত তারে বৈদর্ভী কহিল।
বৈদর্ভীর রূপে ব্যাধ আকুল হইল।
সম্পূর্ণ চন্দ্রমা মুখ পীন পয়োধর।
বচন অমৃতে ব্যাধে বিন্ধে স্মরশর॥
কামাতুর হৈয়া যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিছে অন্তরে॥
সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি।
নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি॥
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হউক ভস্মরাশি দুরাশয়॥
এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হৈয়া গেল।
স্বামির উদ্দেশে সতী বৈদর্ভী চলিল॥
মহাঘোর বনে গিয়া করিল প্রবেশ।
নানা জাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ॥
সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বিপ খড়িগ কৃষ্ণসার।
মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জ্জার॥

শল্লকী নকুল গোধা মূষিক বানর।
নানা জাতি গগণে পরশে তরুবর॥
শাল তাল পিয়াল যে অর্জ্জুন চন্দন।
শিমূল খর্জ্জুর আম কদম্ব কাঞ্চন॥
আম্রাতক বিভীতক ফল আমলকী।
পলাশ ডুম্বর ভল্লাতক হরীতকী॥
খদির পাণ্ডরি পিচুমর্দ্দ কোবিদার।
শাকট কপিত্থ যে অশ্বত্থ বট আর॥
নোয়ারি বদরি বিঞ্চি বহেড়া পর্কটি।
অশোক চম্পক কেন্দু তিন্তিড়ীক ঝাঁটি॥
বাপী সর তড়াগ সিন্ধুর সম নদী।
নানা ঋতু রম্য স্থান বহু রত্ন নিধি॥
যত ২ দেখে ভৈমী অন্যে নাহি মন।
স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন॥
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে॥
সিংহগ্রীব প্রভু মম বিশাললোচন।
দীর্ঘতর যুগ্ম ভুজ অর্দ্ধাঙ্গ বসন॥
অহে সিংহ মহাত্মা বনের ঈশ্বর।
বনের বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর॥
সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোন দিগে।
অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে॥
অনন্তরে এক মহা সরিত দেখিল।
প্রণাম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল॥
তরঙ্গিণি কহিয়া স্বামির সমাচার।
শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার॥
ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর।
জলপানে আসিয়াছিলেন তব তীর॥
তথা হৈতে গেল ভৈমী না পায়ে উত্তর।
অতিউচ্চতর এক দেখে গিরিবর॥
তাহাকে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া ক্রন্দন।
অতিউচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগণ॥
বহুদূর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর।
কহ মোরে কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর॥
পক্ষ্ম কেশর অঙ্গ কর স্পর্শে জানু।
কর্ণান্ত নয়ন মুখশোভা শীতভানু॥

বীরসেনসুত প্রভু নিষধ ঈশ্বর।
দেখিলা কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর॥
এইমত গিরিপৃষ্ঠে ভ্রমে কত দিন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হতজ্ঞান বদন মলিন॥
যুগল নয়নে বহে জলধর প্রায়।
অর্দ্ধভাষা মুক্তকেশা ধূলি সর্ব্ব গায়॥
তথাহৈতে চলি যায় উত্তর মুখেতে।
মুনির আশ্রমে যায় তৃতীয় দিনেতে॥
অনাহারী বাতাহারী দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
কর পদ সর্পবৎ নখ ধরে বেড়ি॥
দেখি দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
প্রণতি করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া॥
ভৈমীরে জিজ্ঞাসে মুনি মধুর বচনে।
কে তুমি কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে॥
দময়ন্তী বলে আমি পতিবিরহিণী।
এই বনে হারাইল মম পতিমণি॥
অন্বেষণ করি তারে করি সেই ধ্যান।
হারা ধন পাই যদি তবে রহে প্রাণ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কোন দেশে যাব।
নিশ্চয় কি পুনরপি দরশন পাব॥
এত শুনি মুনিরাজ আশ্বাস করিল।
না কর রোদন তব দুঃখ শেষ হইল॥
পাইবা স্বামিরে পুন পাবা রাজ্যভার।
পুত্র কন্যা সহ সুখে বঞ্চহ অপার॥
এত বলি ঋষিগণ অন্তর্ধান হইল
বিস্ময় মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল॥
নদ নদী কণ্টক পর্ব্বত ঘোর বনে।
রাত্রি দিন চলি যায় নিরাতঙ্ক মনে॥
যাইতে২ দেখে এক নদীকূলে।
বহুদ্রব্য সঙ্গে লয়ে বহু লোক চলে॥
ভৈমীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল।
বিপরীত দেখে কেহ ভয়ে পলাইল॥
কেহ হাসে কেহ নাচে চিত্রের পুত্তলি।
রাক্ষসী পিচাশী কিবা মানুষী বাতুলী॥
দয়াময় হইয়া জিজ্ঞাসে কোন জন।
কে তুমি একাকী ভ্রম নির্জ্জন কানন॥

বৈদর্ভী বলিল নহি রাক্ষসী পিচাশী।
স্বামি অন্বেষিয়া ভ্রমি আমিত মানুষী॥
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে।
সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তারে॥
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ।
তোমাভিন্ন এ বনে না দেখি অন্য জন॥
চেদি রাজ্য যাই মোরা বাণিজ্য কারণ।
আইস আমার সঙ্গে যদি লয় মন॥
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি।
সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজপতি॥
হেন মতে কতপথে এক রম্যস্থলে।
একটী যে সরোবর শোভিত কমলে॥
শ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ।
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন॥
নিশাকালে হস্তিগণ জলপানে আইল।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল॥
দশনে চিরিল কারে শুণ্ডে জড়াইল।
বাণিজ্যের লোকমধ্যে মহারোল হৈল॥
প্রাণভয়ে কোন দিগে যায় কোন জন।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষআরোহণ॥
বৃক্ষোপরি থাকিয়া করিছেন রোদন।
হায় বিধি মোর ভাগ্যে ছিল এ লিখন॥
জন্মকালহৈতে আমি জানি নিজ মনে।
এমন দুষ্কৃত আমি না করি কখনে॥
তবে কেন বিধি মোরে কৈল হেন গতি।
অধিক সন্তাপ মোর উপজিল নিতি॥
মোর স্বয়ম্বরে এসেছিল দেবগণ।
নিরাশ হইয়া ক্রোধ কৈল সর্ব্বজন॥
সেই হেতু আমার না দেখি শ্রেয় আর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না যায় আমার॥
রজনী প্রভাত হৈলে যে যেখানে ছিল।
চারিদিগহৈতে আসি একত্র মিলিল॥
ভয় পায়ে তথাহইতে যায় শীঘ্রগতি।
কত দিনে চেদি রাজ্যে উত্তরিল সতী॥
বিবর্ণবদনা কৃশা অঙ্গে অর্দ্ধ বাস।
ধূলিতে ধূসর কায় ঘন বহে শ্বাস॥

বনহৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ।
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক দেখি তার বেশ॥
যুবা বৃদ্ধ নগরেতে যত নারীগণ।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া চলিল সর্ব্বজন॥
কেহ বা কর্দ্দম দেয় কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোক মেলা॥
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল॥
হোর দেখ নারী এক নগরে আইসে।
মলিনা বিবর্ণরূপা বেষ্টিতা মানুষে॥
শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেই ক্ষণে॥
ভৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা।
কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা॥
দময়ন্তী বলে শুন কহি রাজমাই।
জাতিতে মানুষী আমি সৈরিন্ধ্রী বলাই॥
দ্যূতে হারী স্বামী মোর পশিল কাননে।
অপ্রমিত গুণ তাঁর না যায় কথনে॥
সঙ্গেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে॥
এত বলি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলয়ে বচন॥
না কান্দহ কন্যা তুমি চিত্ত কর স্থির।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর॥
পাইবা স্বামির দেখা থাক মোর বাসে।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে॥
ভৈমী বলে এত যদি ক্ষমিবা আমারে।
তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে॥
পুরুষ সহিত মম নহিবে কথন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবা কদাচন॥
না ছুইব উচ্ছিষ্ট না পদে দিব হাত।
পূর্ব্বাপর ব্রত মম কহি রাজমাত॥
বৃদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবা স্বামি অন্বেষণে।
এতেক কহিলে রহি তোমার সদনে॥
সেইরূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা।
ডাকিল সুনন্দানামে আপন দুহিতা॥

রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি।
সখ্য কর তুমি এই সুন্দরী সংহতি॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
অরণ্য পর্ব্বের কথা নলের চরিত্র॥
অশেষ প্রকারে আমি করিনু রচন।
শুনিলে পরম সুখ বৈকুণ্ঠে গমন॥
কাশীরাম বিরচিল করি গীত ছন্দ।
সজ্জন রসিক জন পীয়ে মকরন্দ॥

VI.—*Nala's transformation.*

অথ কর্ক্কোট নাগের দংশনে নলের বিকৃতাকার।

লঘু ত্রিপদী।

হোতা ভৈমী ছাড়ি পরি অর্দ্ধশাড়ি চলিল নৃপতি নল।
বায়ুবেগে ধায় পাছু নাহি চায় অঙ্গে বহে শ্রমজল॥
হেনকালে শুনি দাবানলে ধ্বনি রাখ রাখ নলরাজ।
অহে পুণ্যশ্লোকে রক্ষা কর মোকে পুড়ি আমি অগ্নিমাঝ॥
শুনি দয়াময় ডাকেন নির্ভয় স্মরণ কে করে মোরে।
শুনি ফণিপতি কহে নলপ্রতি নিবেদি দুঃখ তোমারে॥
আমি নাগরাজ অনন্ত অনুজ কর্ক্কোটনাম ভুজঙ্গ।
নারদের শাপে সদা পুড়ি তাপে অচল হইল অঙ্গ॥
শেষ হইল দুঃখ দেখি তব মুখ শাপান্ত করিল মুনি।
বিলম্ব না কর সত্বর উদ্ধার দহয়ে দারু আগুনি॥
পর্ব্বতআকার শরীর আমার দেখি পাছে কর ভয়।
তুমি পরশিতে সম্বরিব হাতে না হইবে শ্রম তায়॥
শুনি নরপতি দয়াময় অতি আনিল অনলহৈতে।
পাইয়া অভয় নগরাজ কয় সখ্য হৈল তব সাতে॥
তব শ্রম কায শুন মহারাজ কোলে করি মোরে লহ।
বিপুল শবদে গণি পদে ২ কত দূর লইয়া যাহ॥
তার বাক্য শুনি পদে ২ গণি দশ চরণ চলিল।
দশ ডাক শুনি দংশিলেক ফণি ছাড়িয়া অন্তর হৈল॥
নল বলে তাপ সখা ধর্ম্ম রৈল সখারে দংশন কর।
নাহি দোষ তব জাতির স্বভাব উপকারি লোকে মার॥
বলে নাগপতি না ভাব দুর্গতি করিয়াছি উপকার।
কুৎসিত মূরতি হৈলা নরপতি অঙ্গ দেখ আপনার॥

দুঃখের সময় কভু ভাল নয় ভূপতি লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে যথায় যাইবে যে হেতু হৈলা বিরূপ ॥
যবে ইচ্ছা মনে আমার স্মরণে আপন রূপ পাইবা।
রাজা ঋতুপর্ণ পালে চতুর্ব্বর্ণ তাহার সারথি হবা ॥
বৈদর্ভী রূপসী তোমার প্রেয়সী আরো তনয় তনয়া।
কুশলে ভেটিবা পুন রাজা হবা নিষধ রাজ্যেতে গিয়া ॥
এতেক কহিয়া বস্ত্র এক দিয়া অন্তর্ধান হয়ে গেল।
নাগের বচন শুনিয়া রাজন অযোধ্যাপুরী চলিল ॥
ভারত কমল শ্রবণ মঙ্গল সাধু দিলেন প্রকাশ।
কৃষ্ণদাসানুজ কমলপদাম্বুজ বন্দি কহে কাশীদাস ॥

VII.—*Nala's sojourn at Ayodhyá.*

অথ অযোধ্যানগরে বাহুক নামে নল রাজার স্থিতি।

পয়ার।

তবে নল নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশ করিল পথ ক্লেশে ॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্বশিক্ষাকৃতী ॥
বাহুক আমার নাম শুন মহামতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥
আর এক মহাবিদ্যা জানি যে রাজন।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন ॥
এত শুনি নরপতি করিল আশ্বাস।
যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ ॥
যত অশ্বপালের উপরে হবা পতি।
যে বাঞ্ছিবা তাহা দিব থাকিবা সংহতি ॥
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনি রাজা নিদ্রা নাহি যায় ॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে দময়ন্তী কোথা গেল প্রিয়া ॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে নীরাহারে আছে কোন স্থানে ॥
কতেক কান্দিবে প্রিয়া মোরে না দেখিয়া।
ক্যেন কর্ম্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া ॥

ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে নারী বঞ্চিবে কেমনে॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাঁচি মৃতবত॥
বনপর্ব্বে নলাখ্যান যেই জন শুনে।
অশেষ দুঃখেতে পার হয় সেই জনে॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরামদাস কয়॥

VIII.—*Damayanti's return to her parents.*

অথ দময়ন্তীর পিত্রালয়ে আগমন ও নলের উদ্দেশ।

ভার্য্যাসহ গেল নল অরণ্যভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পাইল ভীম নৃপবর॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম নরপতি।
সহস্র২ দ্বিজ আনি শীঘ্রগতি॥
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন।
নল দময়ন্তীর করহ অন্বেষণ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবা বার্ত্তা আসি।
সহস্র২ গবী দিব রত্ন ভূমি॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ন ধন।
দুই জন মধ্যে যে দেখিবে এক জন॥
এত বলি দ্বিজগণে মেলানি করিল।
সেইক্ষণে দ্বিজগণ চতুর্দ্দিগে গেল॥
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমি নানা দেশ।
সুবাহু রাজার গৃহে করিল প্রবেশ॥
বহু দিন থাকি তথা পাইল উদ্দেশ।
রাজগৃহে আছে নারী সৈরিন্ধ্রীর বেশ॥
রাজগৃহে গিয়া তবে দ্বিজ বিচক্ষণ।
নিকটে সৈরিন্ধ্রী ডাকি করে নিরীক্ষণ॥
চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ মুক্তকেশা।
চারুপীনপয়োধরা সুনাসা সুভাষা॥
পদ্ম যেন বিদলিত হস্তিনখাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিদলিত সৈংহিকেয় দাঁতে॥

ক্ষিতিমধ্যে নাহিক ইহার রূপসীমা।
এই সে সৈরিন্ধ্রী হবে বিদর্ভচন্দ্রমা॥
স্বামির বিচ্ছেদে কৃশা বিবর্ণবদনী।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলে দ্বিজমণি॥
মোর দিগে বরাননি কর অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃসখা জান॥
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ দেশান্তর।
চারি দিগে গিয়াছে ব্রাহ্মণ বহুতর॥
কন্যা পুত্র দুই তব আছে স্বস্তরে।
তব শোকে পিতা মাতা প্রাণমাত্র ধরে॥
এত শুনি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
শুনিয়া আইল অন্তঃপুর নারীগণ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কান্দিল।
বার্ত্তা পায়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল॥
কাহার তনয়া এই কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হৈল প্রভাবিণী॥
যদি তুমি জানহ জানাহ দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তারে করিল উত্তর॥
বিদর্ভ ঈশ্বর ভীম তাঁহার দুহিতা।
পুণ্যশ্লোক নল রাজা তাঁহার বনিতা॥
নিজভর্ত্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্য পশিল গিয়া কেহ না দেখিল॥
এই হেতু সহস্র২ দ্বিজগণ।
দেশ দেশান্তর গিয়া করে পর্য্যটন॥
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে।
জমধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহারে॥
বিশেষতঃ ক্ষিতিমধ্যে নাহিক উপমা।
মুনিগণ বলে দোঁহে কান্তকান্তাসীমা॥
এত শুনি রাজমাতা আপনা পাসরে।
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রু জলভরে॥
এত কাল অজ্ঞাত আছহ মম ঘরে।
কি কারণে পরিচয় না দিলা আমারে॥
তোমার জননী গো আমার সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা॥
বীরবাহু মম পতি ভীম তব পিতা।
সে কারণে তুমি মোর ভগিনীদুহিতা॥

এই রাজ্য ধন যে আপন করি জান।
এত বলি বৈদর্ভীর করিল সম্মান॥
শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল।
বিনয়পূর্ব্বক তারে কহিতে লাগিল॥
পিতৃ মাতৃ বিহীন যুগল শিশু আছে।
জনক জননী মোর দুঃখ পাইতেছে॥
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন।
শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া সুবেশ।
দিব্য রথ দিয়া পাঠাইল নিজদেশ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানা দেশ ভ্রমি আইল পিতার ভবন॥
শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্তকেশা হৈয়া॥
তাত মাতৃ পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে২ মিলিল যতেক বন্ধুজন॥
ভোজন করিয়া ভৈমী করিল শয়ন।
একান্তে মায়েরে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
জীয়ন্ত আছি যে আমি না করিহ মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে॥
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ॥
এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া।
কন্যার যতেক কথা কহিল কান্দিয়া॥
শুন২ ভূপতি আমার নিবেদন।
চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার যাউক দ্বিজগণ॥
নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে।
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে॥
এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিগে পাঠাইল নল অন্বেষণে॥
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সভাকারে এইরূপে বচন বলিল॥
একাকী নির্জ্জনে চিরি লৈয়া অর্দ্ধ শাড়ী।
কোন দেশ ছাড়ি গেল অনুরক্তা নারী॥
যেই দেশে যেই গ্রামে করিবা প্রয়াণ।
এই কথা জিজ্ঞাসিহ সভে সেই স্থান॥

ইহার উত্তর যদি দেয় কোন জন।
শীঘ্র আসি আমারে কহিবা সেইক্ষণ॥
ইহার সম্বাদ মোরে যেই আসি দিবে।
নিশ্চয় জানিহ সেই ভৈমীকে জিনিবে॥
এত শুনি চলিল যতেক দ্বিজগণ।
রাজ্যপুর গ্রামপুর পথি গোষ্ঠ বন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
হরির ভাবনা যেবা করে সর্ব্বক্ষণ।
কাশীরাম দাস কহে নল বিবরণ॥

IX.—*Nala discovered.*

অথ ঋতুপর্ণ রাজার বিদর্ভ দেশে যাত্রা এবং নলের কলি ত্যাগ।

তবে বহু দিনেতে পর্ণাদ নামধর।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর॥
ভ্রমিলাম বহু রাজ্য কত লব নাম।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম॥
যেমত বলিলা তুমি শুনাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায়॥
সভায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ।
জানিয়া না দৈল তারা রাজমন্ত্রিগণ॥
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃতিআকৃতি॥
শুনিয়া সে মুহুর্মুহু করিল করুণ।
কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল পুনঃ২॥
পশ্চাৎ আমারে সে করিল এ উত্তর।
কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই শুন দ্বিজবর॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে।
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে॥
মূর্খ কিম্বা ধনহীন হয় যদি পতি।
অধর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম করে নিতি২॥
সতী নারী পতিদোষ কখন না ধরে।
সে দোষ ঢাকিয়া পুন গুণ ব্যক্ত করে॥

তার ধর্ম্ম হয় অতি এই সে বিধান।
স্বামিহৈতে অতিকষ্ট নারী যদি পান॥
তথাপি স্বামির নিন্দা কদাচ না করে।
নিজ কর্ম্ম নিন্দে কিম্বা নিন্দে আপনারে॥
শুনি তাঁর বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি।
করহ উপায় যেই মনে লয় সতি॥
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণমুখী।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি॥
শুন গো জননি মোর যদি হিত চাও।
সুদেব ব্রাহ্মণেরে অযোধ্যায় পাঠাও॥
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম।
নিজগৃহে গিয়া দ্বিজ করহ বিশ্রাম॥
যে করিলা তুমি তাহা কেহ নাহি করে।
নল আইলে যাহা বাঞ্ছা দিব তা তোমারে॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল॥
যাহ বিপ্র অযোধ্যা নগরে একবার।
অসময়ে আমার করহ উপকার॥
এই পত্র দেহ গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাহ অবগতি॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভনগর॥
বহু দিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
যদি যাহ যাহ শীঘ্র না কর বিলম্ব॥
যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল।
ইহা হবে কহিবা না জানি কোথা গেল॥
জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্ত্তা।
সে কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা॥
আজি রাত্রি প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বর।
পারিলে তথায় শীঘ্র যাহ নৃপবর॥
নল সম নাহি লোক চালাইতে রথ।
নিমিষেতে যায় শত যোজনের পথ॥
নিশ্চয় জানিব তথা যদি নল থাকে।
তবে শীঘ্র বার্ত্তা পাইলে আসিবে হেতাকে॥
এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর।
কত দিনে উপনীত অযোধ্যা নগর॥

কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল।
পত্র পায়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল॥
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্ব লোকে জানে।
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবা রাত্রি দিনে॥
আজি নিশা প্রভাতে উদয়ে তিমিরান্তে।
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে॥
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম কদাচিত॥
মুহূর্ত্তেকে নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা।
নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা॥
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে।
তনয় তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে॥
সতী সাধ্বী দময়ন্তী ভক্তা যে আমায়।
আমার কারণ হেন করিছে উপায়॥
অসৎকর্ম্ম দ্যূতে আমি পশিলাম বনে।
তেঁহ আমি মন্দ ভাষা শুনিনু শ্রবণে॥
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে।
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে॥
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভনগর॥
এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ লহ এ আমার পাশ॥
নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার॥
এত শুনি অশ্বশালা প্রবেশ করিল।
একে ২ সকল তুরঙ্গ নিরখিল॥
দেখিতে শরীরে কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়া।
বাছিয়া বাহির কৈল নল পাঁচ ঘোড়া॥
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন॥
সহস্র ২ মম আছে অশ্বগণ।
পক্ষতীর ঘোড়া সব পর্ব্বতগমন॥
তাহা ছাড়ি হীনশক্তি দুর্ব্বল আনিলা।
কেমনে বহিবে রথ কিমত বুঝিলা॥
পরিহাস কর মোরে বুঝি অনুমানে।
পুনঃ ২ কহে রাজা কঠিন বচনে॥

বাহুক বলিল যদি যাইবা রাজন।
আমার বচনে কর রথ আরোহণ॥
ইহাভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে লইতে।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে॥
রথ হস্তী পদাতি সাজিল সৈন্যগণ।
ঋতুপর্ণ রাজা কৈল রথে আরোহণ॥
চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি।
শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ুবেগ গতি॥
কোথায় রহিল রথ কোথা সৈন্যগণ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন॥
এই কি মাতলি যে সারথি পুরহূত।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুত॥
হেন শক্তি নাহি কারো পৃথিবীমণ্ডলে।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে॥
নলরাজা বিনা আর নহিবেক আন।
বীর্য্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সমান॥
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার॥
এত মনে ঋতুপর্ণ করিয়া বিচার।
বন সর পর্ব্বত অনেক হইল পার॥
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী।
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি॥
উত্তরি লইতে রাজা পাছু পানে চায়।
বাহুক বলিল হেথা উত্তরী কোথায়॥
পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল।
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল॥
রাজা বলে বাহুক শুনহ মোর বাণী।
আমি এক দ্রব্যসংখ্যাবিদ্যা ভাল জানি॥
গণিতে সর্ব্বজ্ঞ নাহি আমার সমান।
এই বৃক্ষে পত্র ফল সূক্ষ্ম পরিমাণ॥
পঞ্চ কোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল।
এত শুনি বলিল নিষধরাজা নল॥
হেন বিদ্যা নাহি যাহা আমি নাহি জানি।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি॥
রাজা বলে চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময়॥

যন্ত্রবরহইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবা গণিয়া॥
বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনী লইব আমি রথ॥
মুহূর্ত্তেক রথ অশ্ব ধর নৃপবর।
ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বত্থের তল।
গণিয়া বুঝিল যে হইল পত্র ফল॥
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর মহামতি॥
এমত শুনিয়া রাজা বাহুকবচন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন॥
অশ্ববিদ্যা মন্ত্র যদি শিক্ষাবা আমারে।
আমিও গণনা বিদ্যা শিক্ষাব তোমারে॥
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে হৈল মন্ত্রদীক্ষা॥
মহামন্ত্র দীক্ষা যদি করিলেন নল।
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল॥
একে কর্কোটের বিষ জর২ দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি স্থির নহে॥
সেই ক্ষণে অঙ্গহৈতে হইল বাহির।
মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়্গ করি রাজা কাটিবারে যায়॥
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করিহ নাশ শুন মহাশয়॥
দময়ন্তীশাপে মোর সদা পোড়ে অঙ্গ।
বিশেষ দহিল দংশি কর্কোট ভুজঙ্গ॥
তোমাহৈতে দুঃখ রাজা বিশেষ আমার।
বুঝি ক্রোধ কর ক্ষমা না কর সংহার॥
আমারে না মার তবে হইবেক কায।
এক কীর্ত্তি দিব বহু পৃথিবীর মাঝ॥
যেই জন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন॥
আর এক কথা বলি শুন নরবর।
কহিতে তোমার কীর্ত্তি নাহি অবসর॥

কর্কোটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে নাহি আমি যাব সেই স্থল॥
এত শুনি কলিরে ছাড়িল নরবর।
রথে চড়ি গেল দোঁহে বিদর্ভনগর॥

X.—*Nala's arrival at Vidarbha.*

অথ ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ দেশে আগমন।

রথ চালাইয়া দিল নিষধ ঈশ্বর।
নিমিষেকে পাইল সে বিদর্ভ নগর॥
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জ্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে॥
তৃষ্ণাতে চাতক সব করে কলরব।
উর্দ্ধমুখ করি চাহে জলাকাঙ্ক্ষী সব॥
বিদর্ভের লোক সব এক দৃষ্টে চায়।
রথ শব্দ শুনি ভৈমী উল্লাসহৃদয়॥
রথ চালাইয়া এই জন্মায় বিস্ময়।
নল বিনা হেন শক্তি অন্যের কি হয়॥
আজি যদি আমি নল প্রভু না পাইব।
জ্বলন্ত অনলে তবে প্রবেশ করিব॥
পরনিন্দা পরদ্বেষ কটুবাক্য লোকে।
কখনহ যদি মোর ভাষে নাহি মুখে॥
কভু নাহি কহি কটু প্রভুরে উত্তর।
তবে আজি ভেটিব আপন প্রাণেশ্বর॥
এত বলি দময়ন্তী প্রাসাদে চড়িয়া।
রথের গবাক্ষদ্বার চাহে নিরক্ষিয়া॥
রথহইতে নামে তবে ইক্ষাকুনন্দন।
যথা ভীম নরপতি করিল গমন॥
না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া।
কি কর্ম্ম করিনু আমি হেথায় আসিয়া॥
ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তারে দিল মহামতি॥
ভীম রাজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ।
হেথা আগমন কেন হৈল অকস্মাৎ॥

শুনিয়া নৃপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন মানিল নিশ্চয়॥
স্বয়ম্বর হইলে আসিত রাজগণ।
ভাবিয়া নৃপতি তবে বলিল বচন॥
আসিয়াছিলাম অন্য আছিল কারণ।
আসিলাম করিতে তোমার সম্ভাষণ॥
ভীম রাজা বলে শুন কি ভাগ্য আমার।
সেকারণে তোমার হেথায় আগুসার॥
শ্রমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস।
এত বলি দিল বাসা অপূর্ব্ব আবাস॥
আবাস ভিতরে উত্তরিল নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি॥
অশ্বগণ পরিচর্য্যা করিয়া বাহিল।
প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল॥
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাহার।
নল রাজা না দেখি যে কেমন বিচার॥
এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে।
যাহ শীঘ্র কেশিনি জিজ্ঞাস সারথিরে॥
দেখিয়া উহার মুখ হৃষ্ট মম মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ॥
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি॥
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা
কে তুমি কি হেতু আইলা জিজ্ঞাসিতে কথা॥
বাহুক বলিল মোর অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ নৃপতির হই যে সারথি॥
এথাহৈতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
রজনী প্রভাতে বরিবেক অন্য স্বামি।
এই হেতু ঋতুপর্ণ আইল শীঘ্রগামী॥
শতেক যোজনহৈতে আইল নরপতি।
বাহুক আমার নাম তাঁহার সারথি॥
পুণ্যশ্লোক নল বীরসেনের কুমার।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি সারথি তাঁহার॥
তাঁর ভার্য্যা ভৈমীর তাদৃশ আচরণ।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন বড় হৈল মম মন॥

দ্বিতীয় বয়েসে এই তৃতীয়ে কি হবে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে অন্য করিবে॥
এত শুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি নৃপতি কোথা রয়॥
অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে॥
সেই বস্ত্র পরিয়া আছয়ে অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্ন জল পুণ্যশ্লোক জপি॥
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
চারি ধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল॥
রাজা বলে যেই হয় কুলবতী নারী।
স্বামির বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি॥
আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামির কারণ।
তথাপি স্বামির নিন্দা না করে কখন॥
*বিবস্ত্র হইয়া সেই পশিল কানন।
অল্প ভাগ্য নহে তার পাইল জীবন॥
হেনজনে ক্রোধ করিবারে যোগ্য নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয়॥
এত বলি শোকাকুল কান্দে নরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমীপ্রতি॥
ভৈমী বলে নল এই নহে অন্য জন।
পুনরপি যাহ তুমি বুঝহ লক্ষণ॥
কি আচার কি বিচার কোন কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবা সত্বরে॥
আজ্ঞা পায়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন॥
কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনি।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি॥
রন্ধন সামিগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে।
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে॥
সে সব সামিগ্রী দিল বাহুকের স্থান।
দেখিয়া তাহার কর্ম্ম হয়েছি অজ্ঞান॥
শূন্য কুম্ভে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণ কুম্ভ তখনি হইল অকস্মাৎ॥
সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল।
তৃণ কাষ্ঠ ছিল কিন্তু অনল না ছিল॥

তৃণ মুষ্টি হস্তে করি কাষ্ঠমধ্যে দিল।
দৃষ্টিমাত্রে তৃণ কাষ্ঠ আপনি জ্বলিল ॥
ক্ষণমাত্রে সব দ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে আর কেন বুঝেছি কারণ ॥
কেশিনি যদ্যপি তুমি যাহ আরবার।
ব্যঞ্জন আনহ কিছু রন্ধন তাহার ॥
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ ॥
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন।
নিশ্চয় জানিল এই নলের রন্ধন ॥
তবে কন্যা পুত্র দিয়া কেশিনী সংহতি।
কি বলে বুঝিয়া তুমি আইস শীঘ্রগতি ॥
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন নন্দিনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি ॥
দোঁহা মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পুনঃ২ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে ॥
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল রাজন।
দুই শিশু দেখি মোর স্থির নহে মন ॥
এই মত কন্যা পুত্র আছে যে আমার।
বহু দিন দেখা নাই সঙ্গে দোঁহাকার ॥
সেই অনুতাপ চিত্তে হইল রোদন।
অপত্য বিচ্ছেদে তাপ নহে সম্বরণ ॥
পাছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা।
লয়ে যাহ দুই শিশু কার্য্য নাহি হেথা ॥
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
যতেক প্রস্তাব গিয়া ভৈমীরে কহিল ॥
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্রা হইল দর্শনে।
শীঘ্র গিয়া জানাইল জননীর স্থানে ॥
আজ্ঞা যদি কর যাই নল দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে ॥
তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি দরশনে যায় মরালগামিনী ॥

XI.—*The recognition.*

অথ নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

অশ্বশালে গিয়া ভৈমী নিকটে দেখিয়া স্বামী জটিল মলিন জীর্ণ বাস।
দুঃখানলে অঙ্গ দহে চক্ষে অশ্রুজল বহে সকরুণে কহে মৃদুভাষ॥
হেদে হে বাহুক নাম এবা দেখি কোন ঠাম ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ এক জনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে স্ত্রী কোলে আছিল ঘুমে একা ছাড়ি পলাইল বনে॥
বিনা নল পুণ্যশ্লোক পৃথিবীর অন্য লোক কে করিল কহ নাম ধরি।
সদাকাল অনুব্রতা বিশেষ পুত্রের মাতা কোন দোষে নহে দোষকারী॥
যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র ত্যজিয়া অমর বৃন্দ করিল বরণ যেই জনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তি কি হেতু এমন বৃত্তি ত্যাগ করি নির্জ্জন কাননে॥
সভায় করিল সত্য রাখিব তোমারে নিত্য করিয়া প্রাণের সমশর।
নল হেন সত্যবাদী এমন করিল যদি আর কি করিবে অন্য নর॥
  দময়ন্তী বাক্য শুনি লাজে কহে নৃপমণি পারিলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট করিলেক যেই দুষ্ট বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা॥
তোমাকে ছাড়িয়া বনে হের দেখ বরাননে অস্থিচর্ম্ম প্রাণমাত্র জাগে।
ইহা না ভাবিয়া চিতে দেখিলা আমারে ভীতে না বুঝিয়া মজ অনুযোগে॥
কলি ছাড়ি গেল আমা তেঁই দেখিলাম তোমা ক্রোধ সম্বরহ শশিমুখি।
যেই নারী পতিব্রতা না ধরে স্বামির কথা স্বামিদোষ নয়নে না দেখি॥
আর শুনিলাম বার্ত্তা বরিবা কি অন্য ভর্ত্তা কহিল তোমার দ্বিজবর।
রাজ্যে ২ দূত গেল সর্ব্বলোকে বার্ত্তা দিল ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
কৌশলে শুনিয়া কথা তেঁই আইলাম হেথা কারে বর দেখেছ নয়নে।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম রাজকুলে নহে ধর্ম্ম কহ করিয়াছে কোন জনে॥
  শুনিয়া স্বামির বাণী করিয়া যুগল পাণি নিতম্বিনী কহে সবিনয়।
তব হেতু মহারাজ ত্যজিলাম কুললাজ ত্যজিলাম গুরুজন ভয়॥
পূর্ব্বে তব অন্বেষণে পাঠাইল দ্বিজগণে পর্ণাদ কহিল সমাচার।
তেঁই এ উপায় করি পাঠাই অযোধ্যাপুরী কোন স্থানে নাহি যাই আর॥
কর্ত্তব্য বচন মনে তোমা বিনা অন্য জনে নাহি চাহি নয়নের কোণে।
যদি কর পাপ জ্ঞান তোমার সাক্ষাতে প্রাণ বাহির হউক এইক্ষণে॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু সাক্ষী এখনি বলিবে ডাকি যদি আমি হই পতিব্রতা।
  ভৈমী বলে উচ্চৈঃস্বরে পুষ্প বৃষ্টি দেবে করে ডাকে বলে পবন দেবতা॥
ত্যজ রাজা মনস্তাপ বৈদর্ভীর নাহি পাপ স্বধর্ম্মেতে হৈয়াছে রক্ষিতা।
যাবৎ গিয়াছ তুমি রক্ষা করিয়াছি আমি তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা॥

অকস্মাৎ এই বাণী শুনিল দুন্দুভিধ্বনি গগণে হইল আচম্বিত।
দেখি মনে হৈল শান্তি খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি ভৈমীর বুঝিয়া ধর্ম্মমত॥
ধরিয়া যুগল করে বসাইল উরুপরে আশ্বাস করিল মৃদুভাষে।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত বিরচিল কাশীরাম দাসে॥

XII.—*Nala reinstated.*

অথ ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশগমন ও নলের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি।

পয়ার।

নিজ রূপে দেখি স্বামী আনন্দিত মন।
বহু দিনে বৈদর্ভী করিল আলিঙ্গন॥
দেখা চারি বৎসরে হইল দোঁহাকার।
পুনঃ২ আলিঙ্গন পুনঃ শিষ্টাচার॥
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখ কহিল শুনিল।
প্রভাতে উভয়ে ভীমনৃপেরে ভেটিল॥
জামাতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার।
আলিঙ্গন দিয়া বলে সকলি তোমার॥
ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার।
জানিল যে নল রাজা বাহুক আমার॥
দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল নৃপবর।
শীঘ্রগতি গেল যথা নিষধ ঈশ্বর॥
ঋতুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার।
তেঁই সে হইল এ মিলন দোঁহাকার॥
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবা আমারে।
শুনিয়া নিষধরাজ বলিল তাহারে॥
কখনহ দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
হৈলে হয় সে ক্রোধ নাহিক মম মনে॥
ত্রাসিত কলির ত্রাসে বড় দুঃখ পেয়ে।
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হয়ে॥
তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদসময়।
সুখেতে ছিলাম যেন আপন আলয়॥
বিপদ সময়ে রাজা যারে যেই রাখে।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই ধর্ম্ম রাখে তাকে॥

অতএব শুন রায় করি নিবেদন।
এমন বিপদে স্থান দেয় কোন জন॥
হইলা পরম সখা আর কি বলিব।
গাইব তোমার গুণ যত কাল জীব॥
যাহ সখা নিজ রাজ্যে করহ গমন।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন॥
সারথি করিয়া আর কোশালার রায়।
আপনার রাজ্য গেল লইয়া বিদায়॥
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধ রাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া॥
এক রথ ষোল হাতী পঞ্চাশ তুরঙ্গ।
ছয় শত পদাতিক নৃপতির সঙ্গ॥
নিজ রাজ্যে আইলেন নল নরপতি।
পুষ্করের নিকটে গেলেন শীঘ্রগতি॥
পুষ্করে বলিল তোরে সর্ব্ব রাজ্য দিয়া।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া॥
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার।
আপনার আত্মা পণ করিব এবার॥
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার।
হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার॥
দ্যূতক্রীড়া করিব আনহ পাশা সারি।
নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি॥
নলের বচন শুনি পুষ্কর হাসিয়া।
বলে বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া॥
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলা বনে।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মোর মনে॥
দময়ন্তী দেবনে না কৈলা রাজা পণ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন॥
এত বলি পুষ্কর আনিল পাশা সারি।
দুই জনে বসিল আপনা পণ করি॥
জিনিল নৃপতি নল হারিল পুষ্কর।
পুষ্কর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর॥
হারিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন।
পুষ্কর কম্পিত তনু সজল নয়ন॥
ধার্ম্মিক অধর্ম্মভীরু দয়ার সাগর।
অনুজ চাহিয়া তবে বলে নৃপবর॥

না ডরিহ পুষ্কর নাহিক তব দোষ।
যতেক করিলা তাতে নাহি করি রোষ॥
কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন।
পূর্ব্ব মত নির্ভয় থাকহ হৃষ্ট মন॥
এত শুনি করপুটে বলিছে পুষ্কর।
তব কীর্ত্তি সুবিবেক দেব দৈত্য নর॥
বহু দোষে দোষী আমি ক্ষমিলা আমারে।
তোমার সদৃশ ক্ষমা নাহি চরাচরে॥
এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী।
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি॥
পাত্র মিত্রগণ আর নগরের প্রজা।
সর্ব্ব লোক আনন্দিত নল হৈল রাজা॥
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল॥
কত দিনে নরপতি চিন্তি মনে মন।
ইন্দ্রসেনে রাজ্য তার করিল অর্পণ॥
নিজ পুত্রে করি রাজা নল নরপতি।
স্বর্গলোকে গেল দময়ন্তীর সংহতি॥
বৃহদশ্ব বলে রাজা শুনিলা সকল।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল॥
সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে চির।
ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর॥
আসিতে না হয় সুখ যাইতে না দুঃখ।
সদাকাল সমান ভুঞ্জিবা দুঃখ সুখ॥
পরমার্থ চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ।
দুঃখ সুখ হয় সব কর্ম্মনিবন্ধন॥
নলের চরিত্র আর কলির শাসন।
এক মন হইয়া শুনিবে যেই জন॥
খণ্ডয়ে বিপদ ভয় বাঞ্ছিত পায়।
বংশবৃদ্ধি হয় তার সুখে কাল যায়॥
কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে।
যতেক সঙ্কট ভয় তাহাহৈতে তরে॥
তব দুঃখ নৃপতি খণ্ডিবে অল্প দিনে।
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে॥
সভা সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন॥

SPECIMENS OF HYMNS.

FROM RAM MOHAN RAY'S SELECTION.

কেন সৃজন লয় কারণে ভজ না, হবেনা২ জনন মরণ যাতনা।
দেখ২ সাবধান, ধন জন অভিমান, কূপেতে পতিত হয়ে মজনা,
অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ, নির্গুণ বিশেষ বোঝ না।

কেমনে হইবে পার, সংসারপারাবার,
বিনা জ্ঞান তরণী বিবেক কর্ণধার।
শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলশ,
কর্ম্ম গুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম,
প্রবৃত্তি তরঙ্গে রঙ্গে উঠে বারে বার।
নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা,
কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার।

আরে মম চিত্ত, এত অনুচিত, নিজ হিতাহিত, বোঝ না।
বিষয় আসব, পান সমুদ্ভব, প্রমোদ নহে সে যাতনা।
ধন জন সর্ব্ব, যৌবনের গর্ব্ব, ক্ষণে হবে খর্ব্ব, জান না।
আমি বল যাঁরে, না চেন তাঁহারে, মিথ্যা অভিমান কর না।

বিনাশ অজ্ঞান রিপু প্রবোধ আমার।
জ্ঞানোদয়ে সুখোদয় হইবে অপার।
দেহরথে করি স্থিতি, জীবাত্মা তাহাতে রথী, লক্ষ্য কর বাসি প্রতি,
ভয় কি তোমার।
অশ্ব দশেন্দ্রিয় তাতে, মনোরাশ রজ্জু হাতে, নিবার বিষয় পথে,
আশা অনিবার।
বস্তু বিচারণ বাণ, কর সদা সুসন্ধান, ইথে না পাইবে ত্রাণ,
রিপুকুল আর।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চায়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব্বগুণে গুণাকর।
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব রথ গজ দ্বারে,
অতি শোভা কর।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবশ্য ত্যজিতে হবে,
কিছু দিনান্তর।
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ, মনেতে বৈরাগ্য আন,
হৃদে সত্য পরাৎপর।

দম্ভভাবে কত রবে হবে সাবধান।
কেন এত তমোগুণ কেন এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে,
মুগ্ধ হয়্যা নিজ দোষ না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি,
অথচ অমর বলি মনে২ ভান।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,
অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে,
এ সুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে।
লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাশ দুর্নিবার,
হস্ত পদ শিরঃ কম্প ভুগিবে ক্ষণে ক্ষণে।
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে।

নিরঞ্জন নিরাকার করহ স্মরণ।
কি জানি প্রাণ বিহঙ্গ পলাবে কখন।
আরে অজ্ঞান সুখে, কুপিত ফণি সম্মুখে, করেছ শয়ন।
সুখ মানিতেছ যারে সে সব যন্ত্রণা, সুধা ভ্রমে বিষ পান করোনা ২।
তোমারে মত্তকরি তুল্য মনে, ধৈর্য্য আদি সত্ত্ব গুণে, কর হে বন্ধন।
খেলাতে কাল করিলে যাপন, কাম রসে রসোল্লাসে ডুবিলে যৌবন।
জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল, কোথা সত্যে মন॥

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে দশ দিগে যান।
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা কে করে বারণ।

নিজ গ্রামে পরগৃহে চোর প্রবেশিলে মন,
লোক শুনে ঘনরবে সদা ভয়ে ভীত হন।
নবদ্বার দেহপুরে, কালরূপী তস্করে, প্রতিদিন আয়ু হরে,
নাহি অন্বেষণ।
মোহ রাত্রি তমঘন, মায়ানিদ্রা প্রাণিগণ, প্রহরী নাহিক কোন,
কে করে বারণ।
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান অসি করে ধরে, জাগিয়া কৃতান্ত চোরে,
কর নিবারণ।

চপল চঞ্চল আয়ু যায় প্রতিক্ষণ, পত্রাগ্রভাগ যেমন জলের গমন।
বিষয়ের সুখোদয়, সকলি অনিত্যময়, যেমন বিবিধ রচনায়,
দেখে সুস্বপন।
ইহা দেখে মন আমার, ত্যজ আশা অহঙ্কার, সদা কর সুবিচার,
মন্ ইন্দ্রিয় দমন।
বিবেক বৈরাগ্য দ্বয়, আত্মজ্ঞানের সহায়, ভাব চিদানন্দময়,
সকল কারণ।

SPECIMENS

OF THE

PERIODICAL LITERATURE OF THE DAY.

I.—Secular.

(From the Purnachandroday newspaper.)

April 19*th*, 1847.

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এতন্নগরস্থ বহুবাজার নিবাসি অস্মদাদির প্রাচীন মিত্র বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ অধিকারি মহাশয় কর্তৃক সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় ভাষিত পূর্ব্ব প্রকাশিত বাঙ্গাল স্পেক্‌টেটরের ন্যায় অষ্ট পৃষ্ঠ পরিমিত এক সাপ্তাহিক সমাচারপত্রের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। তদেক প্রস্থ অস্মৎসমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, তৎপাঠে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতুক উভয় ভাষার অনুবাদে যে প্রকার ঐক্য রাখিয়াছেন ইহা অল্প পরিশ্রমের কর্ম্ম নহে, প্রস্তাব এবং রচনাও উত্তম হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে ইংরাজী বাঙ্গালায় প্রকাশিত সমাচার দর্পণ, সংবাদ সারসংগ্রহ, জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসেবধি, সংবাদ সৌদামিনী, বাঙ্গাল স্পেক্‌টেটর এবং ইবেঞ্জেলিষ্ট প্রভৃতি যে কএক পত্র প্রচলিত ছিল তাহা সমুদয়ই রহিত হওয়াতে সেই সকল পত্রের অভাবজন্য অস্মদাদির অন্তঃকরণে যে ক্ষোভ ছিল, এক্ষণে সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন প্রকাশ হওয়াতে সে ক্ষোভ নিবারণের সম্ভাবনা।

এক্ষণে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ঐ প্রকার এক সমাচারপত্রের যে আবশ্যক ছিল তাহা এই নবীন পত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে; অতএব কি ইংলণ্ডীয় কি এতদ্দেশীয় স্বদেশ ও বিদেশস্থ মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি যে সকলে গুণগ্রাহী হইয়া উভয় ভাষায় ভাষিত এই নবীন পত্রের প্রতি স্নেহ রাখিয়া আপন ২ সৌজন্যতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি না করেন, যেহেতুক এবম্প্রকার সমাচার পত্র প্রচলিত থাকিলে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা।

এতদ্দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধিজন্য বৃটিস গবর্ণমেণ্ট বিভিতরূপ যত্ন প্রকাশ করাতে সাধারণের পক্ষে অশেষ প্রকার উপকারের সম্ভাবনা হইয়াছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ বাণিজ্যের প্রচুরতাদ্বারা

দেশের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় এবং তদুপলক্ষে নানাদিগ্দেশীয় আচার ব্যবহার অবগত হওয়াতে কুৎসিত ও কদর্য্য রীতিনীতির পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সভ্যতা হইতে পারে, ইহার প্রমাণ বহুতর প্রাচীন দেশের ইতিহাস পাঠ করিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীতিগোচর হয়, অর্থাৎ টায়র কারথেজ ও রুম ইত্যাদি দেশ সকল বাণিজ্যের দ্বারা সৌভাগ্যান্বিত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান সময়েও ইংলণ্ড রাজ্য তদ্দ্বারাই মহাসমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া দেদীপ্যমান। ঐ স্থানের লোকেরা পূর্ব্বে অসভ্যাবস্থায় মগ্ন ছিলেন, কেবল বন্য পশু বধ করিয়া তন্মাংসাহারে জীবন ধারণ ও তচ্চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সামান্য তৃণাচ্ছাদিত গৃহে বাস করত কালক্ষেপ করিতেন; পরে তাঁহাদের সৌভাগ্য উদিত হইলে রুম দেশীয় লোকেরা বাহুবলে তদ্দেশ জয় করিলে সেখানে তাহাদের স্বদেশীয় শিল্প ও পদার্থি ও আর ২ বিদ্যা ক্রমশ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল; সুতরাং ঐ অসভ্য দেশীয়েরাও ক্রমে২ তাহাতে শিক্ষিত হইয়া নানা প্রকার সদ্ব্যবহার করাতে স্থাপন করিয়া জয়কারিদের দৃষ্টানুসারে স্বদেশে বাণিজ্য বিস্তৃত করিলেন, এবং ক্রমে ২ অসভ্য ব্যবহার পরিহারানন্তর বিলক্ষণ সুসভ্য হইলেন। এক্ষণে যাঁহারা বুদ্ধি ও পরাক্রম কৌশলে পৃথিবীর অনেকাংশের উর্ব্বরা রাজ্য অধিকার করিয়া একাধিপত্য করিতেছেন এবং যাঁহাদিগের বাণিজ্যের জাহাজ পৃথিবীর সকল দেশ পরিভ্রমণ করিতেছে, পূর্ব্বে যে ইংলণ্ড রাজ্য বনময় ছিল এক্ষণে সেই দেশ বাণিজ্যপ্রভাবে স্বর্গতুল্য হইয়াছে, তত্রস্থ প্রজারা এক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সকল দেশীয় সকল প্রকার মনুষ্যের পরিশ্রমজাত দ্রব্য অনায়াসে সম্ভোগ করিতেছেন, এবং তথাকার রাজকার্য্যের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বাণিজ্যের উন্নতিজন্য এমত যত্নবান হইয়াছেন যে ২ উপায়দ্বারা তাহার উপকার দর্শে তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ করিয়া থাকেন, এ নিমিত্তে সাধারণ লোকেরাও বাণিজ্য বিষয়ে দিন ২ অনুরাগযুক্ত হইতেছেন। তাঁহারা দূরস্থ দেশ সকলের বাণিজ্য ফলভোগ করিবার নিমিত্ত বাষ্পীয় জাহাজ প্রস্তুত করিয়া অত্যন্ত ব্যবহিত দেশকে নিকটস্থ করিয়াছেন এবং বাষ্পীয় শকট গমনাগমন জন্য স্বদেশের নানা স্থানে রেইলরোড অর্থাৎ লৌহময় বর্ত্ম প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতেই বা কত উপকার দর্শিতেছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় এক শত বৎসর গত হইল ইংরাজদিগের রাজশাসনের অধীন হইয়া তাঁহাদিগের রীতিনীতি অবলোকন করিতেছেন, তথাচ এখানকার অত্যল্পাংশ লোক ব্যতীত অনেকে ঐ বাণিজ্যের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলেন না, যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে অনেকে নিজ অর্থ দিয়াও অন্যের অধীনে কার্য্য করিতে চাহেন, তথাচ স্বয়ং বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, ফলতঃ বাণিজ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণ কালীন তাঁহাদের অন্তঃকরণে অলাভের অগ্রেই আশঙ্কা হয়, সুতরাং তাহাতে সাহস করিতে পারেন না। ইংলণ্ডীয়

লোকেরা এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের এই স্বভাব সন্দর্শন করিয়াই আপন ২ সৌভাগ্যের বিলক্ষণ সদুপায় নিরূপণ করিয়াছেন।

আমরা যদি সূক্ষ্মরূপে স্বদেশীয় মনুষ্যদিগের স্বভাব বিবেচনা করি, তবে আমাদিগের এতাবন্মাত্র বোধ হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা বহুকালাবধি পরাধীনতাবস্থায় অবস্থান করাতে এবং জাতিভ্রষ্টাশঙ্কা প্রযুক্ত জাহাজারোহণ পূর্ব্বক দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমনের প্রথা দেশমধ্যে রহিত হওয়াতে লভ্যকর বাণিজ্যকার্য্যে এরূপ অনুরাগ বিনষ্ট হইয়াছে অতএব যাহাতে এসমস্ত প্রতিবন্ধক সমূলে নির্ম্মূল এমত সদুপায় নিরূপণ যদবধি এতদ্দেশের লোকেরা না করিবেন তদবধি বাণিজ্যদ্বারা অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানকার সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

April 20th, 1847.

আমাদিগের গবর্ণমেন্ট এতদ্রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জের হিতার্থ বিবিধ বিদ্যালয় স্থাপিত করাতে দেশের অধিকাংশ লোক পূর্ব্বতন যবন রাজাধিকারের সময়াপেক্ষা বর্ত্তমান কালে স্ব ২ মূর্খতার বিরহিত হইয়া জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিতেছেন, ইহাতে আমরা সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পুরঃসর মহামহিম ইংরাজ রাজাদিগের ধন্যবাদ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে লৌকিক বিদ্যা লৌকিকার্থের সাধন হইলেও তাঁহাদের দানীয় বিদ্যা শিক্ষায় কাহারো লোকযাত্রা নির্ব্বাহের সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারিল না, কেননা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধীনে যত বিদ্যালয় ও পাঠশালা রহিয়াছে সে সকল স্থানে ব্যুৎপাদক বিদ্যা ও দর্শনবিদ্যা ব্যতীত অর্থকরী শিল্প বিদ্যা শিক্ষার কোন নিয়ম নাই, এই কারণে ইংরাজী বিদ্যালয়ে অতিসুশিক্ষিত হইয়া কঠিন ২ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরাও জীবিকা করণে প্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষকতা কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে প্রায় পারগতা দেখাইতে পারেন না, এবং অনেকে জীবিকার উপায় সৃজনে মহাভারগ্রস্ত হয়েন, ফলে এদেশে এক্ষণে ইংরাজী বিদ্যাকে অর্থকরী দেখিয়া প্রায় সর্ব্বজাতীয় লোকেরি ঐ বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে মহাঅনুরাগ জন্মিয়াছে এবং অসংখ্যক লোকে তাহা শিক্ষাও করিতেছে, ইহারা যদি জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগি কোন বিদ্যাতে পরিচিত না হইল তবে কেবল ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র পণ্ডিত ও ক্ষেত্র তত্ত্বাদি দর্শন বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ভাবতে কি উপায়াবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে? গবর্ণমেণ্টের অথবা সাধারণ কর্ম্মালয়ের কর্ম্মকারী হইয়া সকলে জীবিকা করিতে পারে না, অতএব বহুকালাবধি প্রায় তাবৎ প্রকাশ্য পত্রে ঐ বিষয়ের আন্দোলন প্রসঙ্গে

কত বার কত প্রকার অনুরোধ প্রকাশ হইয়াছে যে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের বিদ্যালয়ে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগি শিল্পাদি বিদ্যা শিক্ষাদানে প্রথা হয়, কিন্তু তাহাতে এতাবৎ কালপর্য্যন্ত মনোযোগের কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। পরন্তু গবর্ণমেণ্ট যদবধি তাহা না করিবেন তদবধি তাঁহাদের বিদ্যাদান প্রজাজনের পক্ষে সাক্ষাৎ উপকারি হইবেক না, অতএব তাঁহারা এতদ্বিষয়ে দৃক্‌পাত করিলে ভাল হয়।

আন্দুল রাজধানী।

অস্মদের কোন প্রামাণিক বক্তৃদ্বারাবগতি হইল যে গত ১৭৬৮ শাকীয় চৈত্রীয় ৩১ দিবসে মহাবিষুব সংক্রমে রজনীযোগে আন্দুলাদ্যধিপতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরীয় রাজধানী আন্দুলে নৃপনিকেতনে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা দিন নিবন্ধন উস্মহোৎসবীয় নৃত্য গীত বাদ্যীয় সভা হইয়াছিল। প্রথমতঃ আনন্দধাম নাম প্রাসাদ অতি সুচারুরূপে আলোকময় পৃষ্টে দিদৃক্ষুগণের আনন্দবৃন্দ হয়, এবং সুসজ্জীভূত দণ্ডায়মান সিপাহীশ্রেণী তথা আশা সোটা বল্লমধারি রাজভৃত্যগণে উক্ত প্রাসাদের নাট মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অতি শোভা হইয়াছিল। ইহাতে আহ্বানিত এতদ্দেশীয় প্রধান ২ ব্যক্তিগণ তথা ভিন্নদেশীয় এবং ইংলণ্ডীয় প্রধান ২ সাহেবগণ অনেকে আগমন করত তৌর্য্যত্রিকীয় সভাসন্দর্শনে অত্যুত্তম ভোজন গ্রহণে রাজ সম্ভাষণে প্রমোদ মনে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করেন, এবং শ্রীমন্মহারাজের কোমলস্বাভাবিক শিষ্টাচারে তত্রত্য আমন্ত্রিত জনগণের সন্তোষদ্বারা শ্রীমন্নৃপতি ধন্যবাদিত হয়েন। কথিত আছে যে যদিস্যাৎ এই সভায় যাদৃশ বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণের আগমনের প্রত্যাশা ছিল, তাদৃশ দৈব দুর্য্যোগ বৃষ্টি এবং প্রবল বায়ুজন্য আগমন করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তত্রাপি নাট্য মন্দির আহ্বানিত জনগণে পরিপূরিত ছিল।

April 21st, 1847.

এতদ্দেশে যবনাধিকার হওয়া অবধি এখানকার প্রাচীন শাস্ত্র সকলের যে উচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাহার আর পুনরুদ্ধার হইল না, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাজনীতির প্রকৃত মর্য্যাদানুসারে বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের শাসন করিতেছেন, তাহাতে প্রজাদের ধর্ম্মবিষয়ে প্রকাশ্যরূপ রাজকৃত উপদ্রোহ নাই, বরং তাঁহারা বিদ্যানুরাগী ও সভ্য প্রযুক্ত প্রজাদের জাতীয় বিদ্যার প্রতি আদর প্রকাশ করাতে তদ্বিষয়ে অনুকূল এমত বোধ হয়। এদেশের প্রাচীন

বিদ্যার গ্রন্থ সকল পুনরুদ্ধৃত হইল না, কি অপ্রতুলতাপ্রযুক্ত শিক্ষা সমাজহইতে এখানকার শাস্ত্র ও প্রাচীন পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কনের ভার আকৃষ্ট হইয়া এসিয়াটীক সোসাইটীর প্রতি দত্ত হইয়াছে। যে তদবধি গবর্ণমেণ্ট এদেশের প্রাচীন বিদ্যার বিবিধ পুস্তক মুদ্রাঙ্কনদ্বারা স্থায়িত্ব করণার্থ মাসে ২ পঞ্চশত মুদ্রা প্রদান করিয়াও তদ্বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। কএক বৎসর গত হইল উক্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষদিগের বিদ্যানুরাগি কতিপয় মহাত্মা ঐ বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছিলেন, এবং গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায়ে উক্ত সমাজের সাহায্য করিতেছেন তাহার সম্পন্ন করিতে উদ্যোগী হয়েন; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাও এতাবৎকালপর্য্যন্ত কেবল সূচনাতেই রহিয়াছে। অতএব যখন রাজোদ্যোগেও এদেশের প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার হইল না, তখন প্রজাদের ক্ষমতায় যে তাহার দীপ্তি পূর্ব্ববৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে এমত সম্ভব বোধ হয় না। তবে এসিয়াটীক সোসাইটীর অধ্যক্ষগণ গবর্ণমেণ্টহইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সমাজকে জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহারা যদি কালক্রমে আপনাদের যত্ন সফল করেন তবে বলা যায় না।

April 22nd, 1847.

ত্রিপুরার পত্রে অবগতি হইল যে কুমিল্যা সহরে গত চৈত্র মাসাবধি ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে প্রায় প্রতি দিবস ৩০। ৪০ ব্যক্তির প্রাণবিয়োগ হইতেছে, ইহাতে নগরমধ্যে রোদনধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না, এবং তত্রস্থ রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য সাহেবেরা নগর পরিত্যাগ করিয়া ময়নামতি নামক পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন। তথাকার বায়ু অতি উত্তম, এনিমিত্ত কুমিল্যাবাসী ইংরাজেরা পীড়িত হইলেই ময়নামতিতে গিয়া বাস করেন, কিন্তু প্রজাদিগের ঐ রোগ নিবারণের নিমিত্ত কোন উপায় করেন না। অতএব ঐ সংকীর্ণ জিলাতে প্রত্যহ ইয়ত্ত সংখ্যা পরিমিত মনুষ্যের প্রাণহানি হইলে প্রায় মনুষ্য রহিতের সম্ভাবনা।

রায় রাজা সীতানাথ বাহাদুর।

উক্ত রাজা বাহাদুর গত বুধবারে তাঁহার মাতুলের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অনেক টাকা বিতরণ করিয়াছেন, এবং কাঙ্গালি বিদায়ের বিষয়েও ত্রুটি করেন নাই, তাহাও উত্তম হইয়াছে। অতএব রাজা বাহাদুরের এরূপ সদ্ব্যয় দর্শনে সকলেই তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছেন।

April 23rd, 1847.

মৃত মেকনাটন সাহেবের স্মরণার্থে এক ঘাট নির্ম্মাণ হইবার কল্পনা বহুকালাবধি হইতেছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের ঐ ঘাটের স্থান নিরূপণে ভিন্ন২ মত প্রযুক্ত অদ্যাপি তাহা সিদ্ধ হইল না; যাঁহারা উক্ত মহাত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্ব২ শক্ত্যনুসারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদা ঐ কার্য্যের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সত্বর করণ মানসে কালবিলম্বোপলক্ষে অত্যন্ত বৈরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন,এবং ঐ স্মরণীয় কীর্ত্তিতে এদেশের অবলাগণের সুখস্নানের উপায় হওয়াতে মহোপকার সম্ভাবনা হেতু প্রকাশ্য পত্রেও মধ্যে২ ঐ বিষয়ের আন্দোলন হয়; তথাচ অধ্যক্ষগণের ত্বরা দেখা যায় না, ফলতঃ সমুদায় প্রস্তুত হইলেও কৃতজ্ঞতা প্রাপণের যোগ্যপাত্রের চিরস্মরণার্থ দেশোপকারিণী না হওয়াতে সকল লোকে অপ্রসন্নতা সম্ভাব্য বটে। অতএব যাঁহারা ঐ কীর্ত্তিস্থাপনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের স্থান নির্ণয়ে শীঘ্র ঐকমত্যাবলম্বন করা উচিত। এই নগরের হিন্দু পল্লী অতিদীর্ঘ, তথাকার যাবদীয় নারীগণের গঙ্গাস্নান ৫। ৬ টা ঘাট ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না, মেকনাটন সাহেবের স্মরণীয় কীর্ত্তিস্বরূপ এক ঘাটে তাহা নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, কি অধিকাংশের উপকার সম্ভাবনা দেখিয়াই তাহা করিতে হইবেক। অতএব উক্ত বিষয়ের অধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা এবিষয়ে শীঘ্র ঐকমত্যাবলম্বন করুন।

আমাদিগের স্মরণ হয় টাকশালের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ জেম্স প্রিন্সেফ সাহেব যৎকালীন ঐ স্থানের সন্নিধানে বসতি করিতেন তখন তাঁহার গুণবতী ধর্ম্মিষ্ঠা বনিতা তন্নিকটস্থ গঙ্গাতীরে এখানকার বহু অবলার গঙ্গাস্নানের সুবিধা নিমিত্ত ঐ স্থানে এক ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে ভদ্র লোকের অসংখ্য নারীগণ স্নান করিতেন। এক্ষণে সেই মহাত্মার পরলোক প্রয়াণে তদীয় বনিতার স্বদেশ প্রস্থানবশত ঐ ঘাটের তাদৃক রক্ষণাবেক্ষণ হয় না, এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে ইষ্টক নির্ম্মিতও নহে, ইহাতে ঐ ঘাটে অবগাহনকারিণী অনেক স্ত্রীলোকের পক্ষে এক্ষণে তাদৃক স্বচ্ছন্দ স্নানের ব্যাঘাত হইয়া থাকিবেক, অতএব ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তি প্রদেশে মেকনাটনের স্মরণার্থে স্ত্রী লোকের স্নানীয় ঘাট করাই পরামর্শসিদ্ধ।

দৈনিক সংবাদ।

বিপদ ঘটনা। ১১ এপ্রেল দিবসীয় দিল্লী গেজেটের অতিরেক পত্রিকা দ্বারা অবগতি হইল যে লক্ষ্নৌ নগরে পুনর্ব্বার আর এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার

ঘটনা হইয়াছে, তদ্বিশেষ এই যে গত ৭ এপ্রেল প্রাতে লখ্নোর বাদশাহের বর্ত্তমান মন্ত্রী নবাব আমিনোদ্দৌলা শকটারোহণে নগর ভ্রমণে বাটীহইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, এমত কালে ছয় জন আফগানীয় পাঠানজাতি যাহারা ইতিপূর্ব্বে বাদশাহের সৈন্যদলে ভুক্ত ছিল, তাহারা পথিমধ্যে তাহার প্রতি আক্রমণ করিয়া গুলি চালাইয়া প্রথমত উরুদেশ ভঙ্গ করিয়া দেয়, পরে গাড়িহইতে নামাইয়া পৃষ্ঠোপরি অস্ত্রাঘাত করিয়া একটা কুঠীরের মধ্যে তাঁহাকে আটক রাখে; দুই ব্যক্তি তাঁহার উদর ও গলদেশের উপরে মুক্তকোষ করবাল ধরিয়া রহিল, ও দ্বারে চারি জন অস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান থাকিল, এমত কালে সংবাদ পাইয়া বৃটিস রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কর্ণেল রিচমণ্ড সাহেব কএক জন ইংরাজ সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হয়েন,তাঁহাদিগকে পাঠানেরা কহিল যে উজীরের স্থানে পাঠান সৈন্যের পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন বাকী, আমরা তাহারি নিমিত্ত তাঁহার পথ রোধ করাতে তিনি ও তাঁহার সওয়ারেরা আমাদিগকে অগ্রে অস্ত্র আঘাত করিয়াছে, একারণ আমরাও উচিত ফলদান করিয়াও দয়া পূর্ব্বক তাঁহাকে এপর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছি, যদি বলক্রমে তাঁহাকে লইতে উপস্থিত হয়েন, তবে অগ্রে তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিয়া পরে আপনারাও মরিব; কিন্তু যদি সম্প্রীতি রূপে লইতে চাহেন, তবে আমাদিগকে উক্ত টাকা দিবার ও প্রাণরক্ষা করিবার বিষয়ে নবাব ও রেসিডেণ্ট সাহেব সত্য অঙ্গীকার করুন। তদনন্তর আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ নবাব শপথ পূর্ব্বক উক্ত উভয় বিষয় স্বীকার করিলেন, এবং বৃটিস রেসিডেণ্ট সাহেব নবাবের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে আনয়ন করিয়া চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিলেন, পরন্তু নবাব অবিলম্বে নিজালয়হইতে পঞ্চাশ সহস্র টাকা আনাইয়া ঘাতকদিগকে দিয়াছেন; তাহারা অর্থ সহিত রেসিডেণ্টের আলয়ে নজরবন্দি আছে; এই বিবাদে নবাবের দুই জন ভৃত্য বিনষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এক জন রাজপুত জমীদার বাদশাহকে বিনাশার্থ খড়্গহস্তে বাদশাহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া কএক জন ভৃত্যকে বিনাশ করিয়া পরিণামে আপনিও মরিয়াছে।

বড়বাজারে চুরি। অবগতি হইল যে বড়বাজারস্থ এক জন মহাজনের গৃহহইতে তস্করেরা বিংশতি সহস্র মুদ্রার ব্যাঙ্ক নোট চুরি করিয়াছে। অনেকানুসন্ধানেও তস্কর ধৃত হয় নাই, একারণ ঐ মহাজন ব্যাঙ্কে গমন পূর্ব্বক ঐ হৃত নোটের নম্বর লেখাইয়া দিয়াছে, এবং গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়া মফঃসল জিলার মধ্যে নোটের নম্বর পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

April 24th, 1847.

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর অবস্থা শোধন করিতে যে ২ উপায় স্থির অথবা কল্পনা করিলেন কিছুতেই সুফল হইল না, নগরের শান্তি রক্ষার নিমিত্ত পোলিসের প্রাচীন প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন বন্দোবস্ত হইল, তাহাতে যখন ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর ও অস্ত্রধারী প্রহরী নিযুক্ত হয়, তখন বোধ হইয়াছিল যে ইহাঁদিগের প্রবল শাসনে রাজধানী চৌর দস্যুর উপদ্রব ও অন্যান্য উৎপাতহইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা শান্তির আধিক্য কিছুই দেখা যায় না। অপর পূর্ব্বে এমত শুনা গিয়াছিল যে কি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য তাবৎ পথে বিশেষতঃ গলি ঘুঁজিতে প্রহরিরা অষ্ট প্রহর কেবল দণ্ডায়মান হইয়া তত্ত্বাবধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, পরন্তু এক্ষণে যদিও প্রকাশ্য রাজবর্ত্মে এবং অন্যান্য স্থানে দিবসে বিশেষ পরিচ্ছদধারি এক ২ জন প্রহরি দেখিতে পাওয়া যায়, অথাচ রজনী ভাগে ক্ষুদ্র অথবা সঙ্কীর্ণ পথে তাহারা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং দুষ্কর্ম্মকারিদের পরামর্শ বা উদ্যোগের স্থান পূর্ব্ববৎ অরক্ষিত অবস্থাতে থাকাতে যে অঞ্চলে এরূপ গলি ঘুঁজি অধিক সেখানে অহরহই অত্যাচার ঘটিতেছে। অতএব চৌর দস্যু দমন সংক্রান্ত শান্তি রক্ষার বিষয়ে কোন ফলই জন্মে নাই। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপকার দেখা যায় যে অগ্রে মাতালেরা মত্ত হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়া ক্লেশ পাইত, এক্ষণে রাস্তায় পড়িলে প্রহরিরা সারজন সাহেবদের ষ্টেসন ঘরে লইয়া রাখে, কিন্তু মাতালদের দ্বারা যে দৌরাত্ম্য সম্ভব তাহার কিছুই নিবারণ হয় নাই। পাঁচ সাত জন মাতাল মদ্যপান করিয়া পথে না পড়িয়া যদি অত্যাচার করে, তবে প্রহরিগণহইতে তাহার কিছুই প্রতীকার হয় না; সুতরাং কি প্রকারে কহা যাইবে যে শান্তির বৃদ্ধি হইয়াছে? অপর নগর পরিষ্কার ও রাজবর্ত্মে জলসেচনাদিদ্বারা ধুলি নিবারণ ও আলোক প্রদান দ্বারা অন্ধকার নিশাভাগে পথিক জনের ক্লেশ বারণ ইত্যাদি কার্য্য বর্ত্তমান নিয়মাপেক্ষা উত্তমরূপে করিবেন, এনিমিত্ত রাজধানীস্থ যান বাহনাদির উপর কর যোজন পুরঃসর তদ্বিষয়ের সদুপায় করিতে এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সে বিষয়ও প্রায় বৎসরাতীত কালপর্য্যন্ত কেবল কল্পনার অবস্থাতেই রহিয়াছে; অতএব কি প্রকারে কহিব যে রাজধানীর শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের যত্ন সম্যক্‌রূপে সফল হইল?

II.—PHILOSOPHICAL.

(FROM THE SATYASANCHARINI PATRIKA.)

1.—*A Discourse on Death.*

মৃত্যু, যাহা বলিলে আবাল বৃদ্ধ সকল মনুষ্যই বুঝিতে পারেন, কিন্তু মৃত্যু কি, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় অনেকেই যথার্থ প্রকাশ করিতে ক্ষমতাবান্ হয়েন না, শাস্ত্রে ইহাকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেন, অর্থাৎ মৃত্যুকে নির্ব্বাণ এবং পুনর্জ্জন্ম, এই দুই প্রকার শাস্ত্রে বলিয়াছেন, এবং মনুষ্য সকলকেও ঐ শাস্ত্রের মতানুসারে দুই প্রকার ভিন্ন ২ মতাবলম্বি দেখা যাইতেছে। আশ্চর্য্য এই যে বিষয় এক, তাহাকে কি স্বজাতীয় কি বিজাতীয় সকল মনুষ্যই, ও কি শ্রুতি কি স্মৃতি, কি স্বজাতীয় কি বিজাতীয় সকল শাস্ত্রেই ভিন্ন ২ মতে প্রচার করতঃ কেবল বিশিষ্টরূপে বিবাদের হেতু হইয়া আসিতেছে, এজন্য সাধু ব্যক্তিরাও যথার্থরূপে সেই বিষয়কে প্রচার করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন, তথাপি তাহার যথার্থ প্রকৃত প্রকারে সাধারণের বোধাধিগম হয় নাই। এক ২ বিষয়ে প্রাচীন পরম্পরাক্রমে সাধু ব্যক্তিরা লেখনীকে সঞ্চালনা করতঃ ভাষার দ্বারা মর্ম্ম প্রচার করিলেও যখন তাহার যথার্থ সাধারণের বিদিত হয় নাই, তখন তাহার প্রতি কারণ বোধ হয় কেবল ভাষার অনালোচনা, অতএব সাধারণ সুবোধ মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা পরস্পরে এক বাক্যতাতে স্বকীয় ভাষার আলোচনা করুন্, তাহা হইলেই সকল বিষয়ের মর্ম্ম সম্যকরূপে অবধৃত হইবেক। এইক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের শাস্ত্রসম্মত মীমাংসা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ, নির্ব্বাণ মৃত্যু অর্থাৎ পুনরায় জন্ম না হওয়াকেই নির্ব্বাণ কহিয়া থাকেন। যে কোন মনুষ্য হউন্ মরণের পরে দেহ পরিগ্রহ না হইলেই তাঁহাকে নির্ব্বাণ মৃত্যু প্রাপ্ত কহা যাইতে পারে, এই নির্ব্বাণ মৃত্যু কালবশতঃ সকল জীবই প্রাপ্ত হইবেক, কারণ জন্ম গ্রহণ করিলেই মৃত্যু হইবেক ইহা স্বভাবদ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রতীতি হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি ইহাতে বিচার করণ নিমিত্ত বিতর্ক করেন, তবে তাহার মীমাংসা করিতে আমরা কোন মতেই শক্ত হই না, কিন্তু শাস্ত্রে যে প্রকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই যে কোন প্রকারে হউক বিবেচনার গোচর করিতে পারি। জগদীশ্বর আমাদিগের সাধ্যের সীমা এই পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন,এজন্য বিচারের মীমাংসা শাস্ত্রের আলোচনা করিলে স্বভাব-

হইতেই হইবেক ইহা পূর্ব্বেই প্রার্থনা স্থলে কথিত হইয়াছে। তথাপি এই স্থানে বিচারের সিদ্ধান্ত জানাইবার নিমিত্ত নবীন সত্যধর্ম্ম স্বরূপ জগদীশ্বরের নির্ম্মল জ্ঞানান্বেষি ব্যক্তিসমূহের প্রতি অনুরোধ করি তাঁহারা সকল যত্নযোগে শাস্ত্রের আলোচনা করুন, কারণ শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত কোন মতেই যথার্থ ধর্ম্মের মর্ম্ম বিদিত হইতে পারে না। যদিও আমরা সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রের মীমাংসা বাক্য প্রকাশ করিতে পারি, তথাপি শাস্ত্রের সমুদায় জ্ঞান ব্যক্ত করণের সহিত সম্বন্ধ কি, অর্থাৎ আমাদিগের দ্বারা যে কোন শাস্ত্র হউক তাহার সমুদায় মর্ম্ম প্রচার কোন মতেই হইতে পারে না, অতএব সত্যধর্ম্মাবলম্বিগণ যত পরিমাণে শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ সত্যজ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। এইক্ষণে উল্লেখিত বিষয়ের শাস্ত্রকৃত মীমাংসা স্বকীয় বোধানুরূপ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এই জন্ম মরণরূপ নির্ব্বাণ মৃত্যুকেই যথার্থতঃ মৃত্যু কহা যাইতে পারে, অর্থাৎ মরণের নিমিত্তই জীব সকলের জন্ম গৃহীত হইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্তে হিতোপদেশের এক কবিতা স্মরণ হইল, যথা “কায়ঃ সন্নিহিতোহপায়ঃ সম্পদঃ পদমাপদাং। সমাগমাঃ সাপগমা সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরং। শরীর আসন্নমৃত্যু অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করিলে অবশ্য মৃত্যু হয়, আর সম্পত্তিই বিপত্তির স্থান অর্থাৎ সম্পদ হইলে অবশ্য বিপত্তি হয়, আর ধনাদির সমাগমই অপগম অর্থাৎ ধন সঞ্চিত হইলেই অবশ্য নষ্ট হয়, এই প্রকার যাবৎ জন্য বস্তু সকল নশ্বর।” অতএব এই নির্ব্বাণ মৃত্যুকেই যথার্থতো মৃত্যু কহা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ পুনর্জ্জন্ম অর্থাৎ মরিয়া পুনঃ দেহ ধারণকেই পুনর্জ্জন্ম কহিয়াছেন, এই মৃত্যুকে যাথার্থ্যতো মৃত্যু কহা যাইতে পারে না, শাস্ত্রে ইহাকে তৃণজলোকা ন্যায়েতে কহিয়াছেন, অর্থাৎ জলে জোঁক যেমন একটা তৃণ অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, তেমনি সাধারণ জীব সকল দেহ পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত মরণ ধর্ম্মাবলম্বী হয়েন, বস্তুতঃ তাহাকে মরণ কহা যাইতে পারে না, কারণ যখন দেহপরিবর্ত্তের নিমিত্ত জীবের মৃত্যু দেখা যাইতেছে, তখন দ্বিতীয় প্রকার মৃত্যুর প্রেরণা শাস্ত্রে কেবল সাধারণ বিজ্ঞান বিহীন লোক সকলের জ্ঞানগম্য হওন নিমিত্ত কহিয়াছেন, এবং পুনর্জ্জন্ম যে হয় ইহার প্রমাণ যথা কঠোপনিষদে ষষ্ঠ শ্রুতিঃ “শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ। অর্থাৎ শস্যের ন্যায় এই মর্ত্ত্যলোক জরা বিশিষ্ট হইয়া মরে, এবং মরিয়াও শস্যের ন্যায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।” এজন্য ইহাকে পরিবর্ত্তি সংসার কহিয়া থাকেন, অতএব নিশ্চয় হইল যে মৃত্যু কোন মতেই দুই প্রকার নহে, মৃত্যু একই প্রকার, জন্ম মরণকেই অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম না হওয়াকেই যথাতথ্য মৃত্যু শব্দে কহা যায়, এবং ইহাকেই

মতান্তরে মুক্তি শব্দে কহিয়াছেন, অর্থাৎ দেহ নাশের পরেই মুক্তি হয় যে কহিয়াছেন, সে যথার্থ মৃত্যু অভিপ্রায়েই কহিয়াছেন।

মৃত্যুর নাম শুনিলে ভাবি পুনর্জ্জন্মশালি লোক সকল অত্যন্ত ভীত হয়েন। যেমন দুগ্ধপোষ্য বালক সকল অন্ধকারময় গৃহ দর্শন করিতে আতঙ্ক প্রাপ্ত হয়, তেমনি সামান্য মনুষ্য সকল মরণের প্রাক্কালপর্য্যন্তও মৃত্যুনাম শ্রবণে সশঙ্ক হয়েন, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানি ব্যক্তি সকল মৃত্যুর প্রতি কোন প্রকারেই ভীত হয়েন না, কারণ সাধু ব্যক্তি সকলের মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস হইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মায়, অর্থাৎ স্বভাব সন্দর্শন করিয়া সাধুব্যক্তি সকলের এমত নিশ্চয় হইয়াছে যে অবশ্যই মরিতে হইবেক, অতএব কেন যে অত্যল্পকাল জীবিত থাকি তাহাতে অধর্ম্মাচরণ করি? এতদ্রূপ মনে করিয়া সাধুলোকদিগের সহবাসে গমন করতঃ যথার্থ সাধু পরম্পরা-ক্রম প্রবাহিত সত্যধর্ম্মের আলোচনা করিয়া যথাতথ্য সদাচারের সহিত সময় সকলকে সম্বরণ করিয়া আসিতেছেন, ইহার প্রমাণ একটি হিতো-পদেশের শ্লোক স্মরণ হইল, যথা "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেক, আর যম কর্ত্তৃক কেশে গৃহীতের ন্যায় হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেক।" অতএব মৃত্যুর প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া যথার্থরূপে ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রেতেও ইহার ভূরি প্রয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণকে আর্ত্ত ধৃত বিষ্ণুবচন, এই জগতে যাঁহারা সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা এবং সমর্থ হয়েন, তাঁহারাও কালে লীন হয়েন, অতএব কাল বড় বলবান, অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে সকলেই কাল সহকারে বিলয় প্রাপ্ত হইবেক, একারণ মরণকে নিকটবর্ত্তি জানিয়া পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নির্ম্মলোজ্জ্বল জ্ঞান উপার্জ্জনে যত্নবান্ হওয়াই শ্রেয়স্কর হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তি সংসারের ক্রমাগত অনিত্যতা দর্শন করিয়াও মূঢ় লোক সকল পরানিষ্ট চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইতেছে, কতমত মনুষ্য মহামোহেতে মোহিত হইয়া দুষ্ক্রিয়াতে অভিরত হইতেছে, তাহারা সকল শ্রেয়ঃ সাধ-নকে পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ের অনুবর্ত্তী হইতেছে, এই ইন্দ্রজালস্বরূপ জগতের আশ্চর্য্য রচনার কৌশল দেখিয়া তাহার প্রতিই মোহিত হই-তেছে, প্রত্যহঃ প্রতিক্ষণে প্রাণিজাতির প্রেতপতির আলয় প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও অবশিষ্ট লোক সকল আপনাদিগের স্থায়িত্বে ইচ্ছা করি-তেছে, ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে?

2.—*A panegyric on ancient India.*

অবনীর অন্যান্য দেশাপেক্ষা এই ভারতবর্ষ সাধারণ সুখোপযোগি সমূহদ্রব্যের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবায় অস্মদাদির বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে জগৎপিতা পরমেশ্বর সৃষ্টি রচনা সময়ে এই দেশীয় মনুষ্যদিগের প্রতি সম্পূর্ণ করুণা বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে ভারতভূমির এতাদৃশ উর্ব্বরা শক্তি কদাচ অবলোকন করা যাইত না, এবং রত্নাকরে মুক্তাদি রজত শিখরে হীরক, নদ নদীর জলবিম্ব সহিত সুবর্ণ, এবং মৃত্তিকার নিম্নভাগে বিবিধ প্রকার ধাতু দ্রব্য অবশ্য অপ্রাপ্ত হইত। বিশেষতঃ পৃথিবীর তাবদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত পাঠে এরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে সৃষ্টির প্রথম সময়ে ইউরোপাদি সকল স্থানের মনুষ্যেরা অসভ্যাবস্থায় পতিত থাকিয়া অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পশুবৎ জীবন যাপন করিত, এবং জগদীশ্বর যে যে মহৎ গুণের দ্বারা মনুষ্যকে সৃজন করিয়া যে সমস্ত বিশেষ কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ধরা সমাজে প্রেরণ করেন, তাহা তাহারা কিছুই জানিত না, কেবল পশ্বাদির ন্যায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রালস্য মৈথুনাদি কতিপয় স্বাভাবিক কার্য্যে অভিভূত থাকিয়া অত্যন্ত হীনাবস্থায় নিমগ্ন ছিল, কিন্তু এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজ্যের পুরাণাদি ইতিহাস পুস্তকে তদ্বিপরীত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, আমাদিগের আদিপুরুষ ব্রহ্মা অতিশয় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার বদনবিগলিত বচনদ্বারা অবনীর আদি বিবরণ অতি বিস্তাররূপে প্রচার হওয়াতে বিদ্যা বিশারদ শাস্ত্র প্রকাশক মহাত্মাগণ তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও চতুর্ম্মুখ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র মনু রাজনীতি ও অপরাপর বিষয়ে যে প্রকার মহৎজ্ঞানী ছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ তাঁহার লিখিত গ্রন্থেই প্রাপ্ত হইতেছে, জগদীশ্বরের সত্তা নিরূপণ ও তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা বিষয়ে তিনি যে সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি দীপের ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এমত কোন ব্যক্তি এই জম্ম ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন নাই যে তাঁহারা কোন অংশে কোন প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিতে পারেন। ব্রহ্মা ও মনু ব্যতীত কত২ মুনি ও মহর্ষিগণ জ্ঞানশাস্ত্রালোচনা বিষয়ে ভূরি২ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এই বিচিত্র ক্ষেত্রকে বিজ্ঞানালোকে পরিপূণ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমাদিগের আদিপুরুষেরা এইরূপে সত্য জ্ঞানের আলোচনা বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত পরমেশ্বরারাধনার নির্ম্মল সোপান পরিষ্কৃত করতঃ সাধ্যানুসারে তাবৎ মনুষ্যকে তৎপথে নীত করিবায় পৌরাণিক ইতিহাস প্রকাশক মহাশয়েরা ঐ সময়কে সত্য যুগাখ্যায় বিখ্যাত করিয়াছেন।

এই মহৎ প্রমাণদ্বারা আমাদিগের বিশেষ বিশ্বাস হইতেছে যে অবনীর আদিসময়ে ভারতবর্ষবাসি মনুষ্যেরা অত্যন্ত জ্ঞানবান্ ও বিদ্বান ও বুদ্ধি-

মান ছিলেন, ইউরোপাদি স্থানের শ্বেত মূর্ত্তিদিগের ন্যায় অজ্ঞানাবস্থায় নিমগ্ন ছিলেন না, সত্যজ্ঞানরূপ চারুতরু এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের যত্ন বারিযোগে বিলক্ষণ তেজোবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফলে এমত শোভিত হইয়াছিল যে আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি তাবল্লোকেই তাহার অমৃত রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া সেই পরম পিতা পরমাত্মার উপাসনা বিষয়ক নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করিতেন, কামক্রোধাদি রিপু শাসন জন্য তাঁহারা রক্তোক্ষকর কোন প্রকার দ্রব্যের ব্যবহার করিতেন না, ভেদজ্ঞান বিবর্জ্জিত বেদজ্ঞান তৎসাময়িক মনুষ্যদিগের শিরোধার্য্য ছিল, অতএব ইতিহাস পুস্তকের প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত প্রতীতি হইতেছে যে যে সময়ে এ দেশীয় মনুষ্যেরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিবেষ্টিত থাকিয়া বিজ্ঞানানন্দে মগ্ন হইয়া পরমার্থ সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে অন্যান্য জাতিদিগের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন হয় নাই। পরে কালক্রমে হিন্দুজাতি ইন্দ্রিয়সুখ রসাস্বাদনে অনুরাগী হইয়া পূর্ব্ব প্রকাশিত নীতিবর্ত্ম অবরোধ করতঃ দ্বেষ ঈর্ষ্যা ইত্যাদির অনুগামী হওয়াতে জ্ঞান আলোক ছিন্নভিন্ন রূপে অজ্ঞানাম্বরে প্রচ্ছন্ন হইতে লাগিল, ও শাস্ত্রানুশীলনের প্রয়াস প্রদীপ যত্নতৈল বিরহে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহারা জ্ঞানের উচ্চ সোপানহইতে একেবারে অসীম ক্লেশসাগরে পতিত হন, মোহান্ধ প্রযুক্ত সেই মহা দুঃখকে সমূহসুখ ভাবিয়া পরস্পর বিবাদের সূত্রপাত করেন, এবং দ্বৈতাদ্বৈত বিবাদে চিত্তক্ষেত্র স্থিত চৈতন্য জ্যোতিও নির্ব্বাণ হইয়া যায়। এইরূপে ভারতরাজ্য অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হইলে এবং স্বার্থ তৎপর সত্যবিনাশি অসাধুদিগের বোধাধিকারজন্য নানাবিধ কাল্পনিক ধর্ম্মের সূচনা হইলে এই দেশ মূর্খতায় আচ্ছন্ন হয়। পরিশেষ মহাবল পরাক্রান্ত যবন সেনারা বাহুবল প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রমে২ এই সর্ব্ব সুখাকর ভারতবর্ষের সৌভাগ্য অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং কিয়ৎকাল পরেই এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বসুখ ও স্বচ্ছন্দতাদি একেবারে বিস্মরণ হইয়া যান।

ভারতবর্ষীয় মনুষ্যেরা বুদ্ধির হীনতাজন্য নিম্নাবস্থায় নিমগ্ন হইলে আধুনিক ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরা বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন পূর্ব্বক সৌভাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া বাণিজ্য প্রভৃতি সাধারণ হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, এবং মিসর গ্রিস ও রুম দেশীয় মনুষ্যদিগের নিকটহইতে বহুবিধ নীতি ও রাজকীয় বিদ্যার উপদেশ সূচক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহাদিগ্যেই আদিসভ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন, কিন্তু প্লিনি টলমি ও আরিস্টটল প্রভৃতি জ্ঞানি ও ইতিহাসবেত্তা মনুষ্যদিগের লিখিত গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস করিতে হইলে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের আদিসভ্যতা অবশ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, যেহেতুক এই রাজ্যহইতে পূর্ব্বোক্ত জাতিরা জ্ঞানবীজ সংগ্রহ পূর্ব্বক যে আপনাপন দেশে রোপণ করেন, তাহা

তাঁহারা স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। নীতিবিদ্যা, রেখাগণিত বিদ্যা, ক্ষেত্র-পরিমাপক বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান ও শিল্প বিদ্যা প্রথমতঃ এই দেশেই জন্ম গ্রহণ করে,পরিশেষ মিসর ও গ্রিসদেশীয় মনুষ্যেরা বিবিধ কৌশলে তাহার বিশেষ মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া ইউরোপ প্রভৃতি পৃথিবীখণ্ডে প্রতিষ্ঠাভাজন হন। মিসর ও গ্রিস এবং রুমরাজ্য মধ্যে অনেক জ্ঞানি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সক্রেটিস প্লেটো ইউক্লিড প্রভৃতি মহাত্মারা বিবিধ প্রকার নীতি গণিত ও জ্ঞানশাস্ত্র প্রকাশ করেন, এবং তাঁহাদিগের সময়ে পূর্ব্বোক্ত রাজ্যত্রয়ের মনুষ্যেরা বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক রাজনীতি নিরূপণ এবং স্বাভাবিক বস্তু বিচার বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ এবং যত্ন করতঃ কৃতকার্য্য হন, ইহার বিস্তর প্রমাণ আমরা ইতিহাসপুস্তকেই প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাঁহারা যে অবনীমণ্ডলে হিন্দুজাতি অপেক্ষা আদি সভ্য ছিলেন, কি তাঁহাদিগের নিকটহইতে এতদ্দেশীয় লোকেরা কোন প্রকার বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছেন, কোন ইতিহাস পুস্তকে তাহা প্রকাশ হয় নাই। হিন্দুস্থান যে বিবিধ বিদ্যার আকরস্থান এবং মনুষ্যদিগের সুখভোগোপযোগি বিবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ, পূর্ব্বতন জাতিমাত্রেই তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। রুম প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরা এই দেশের পুস্তকাদি সংগ্রহ নিমিত্ত ও উত্তম দ্রব্য সম্ভোগ জন্য বিস্তর যত্ন ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন। কার্থেজ রাজ্যের মনুষ্যেরা তরণি পরিচালনা কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া রত্নাকর উলঙ্ঘনে ক্ষমতাবান হইলে জাহাজযোগে এই রাজ্যে আগমন করণের উপায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভূগোল বিদ্যা পরিষ্কৃত মতে সুপ্রকাশিত না থাকিবায় তাঁহাদিগের সমুদয় চেষ্টা বিফল হয়। পরিশেষ স্পেনদেশীয় বিচক্ষণ নাবিকেরা ঐ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনেক উপদ্বীপ প্রকাশ করেন, এবং বিখ্যাত জাহাজী কর্ম্ম পরিজ্ঞাপক কৃষ্টফর কলম্বস এই রাজ্যে আগমন নিমিত্ত পশ্চিমাভিমুখে জাহাজ চালাইয়া আমিরিকা নামক পৃথিবীখণ্ড প্রকাশ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ যশোলাভ করেন। আমাদিগের জন্ম-ভূমি বিদ্যা ও ধন গৌরবে বিলক্ষণরূপে খ্যাত্যাপন্ন না হইলে, এবং গ্রিস প্রভৃতি দেশীয় সুসভ্য ইতিহাসবেত্তারা এই দেশের সমুহ সুখ্যাতি না লিখিলে কার্থেজ স্পেন ও অপরাপর দেশের মনুষ্যেরা আমাদিগের অনুসন্ধান নিমিত্ত এরূপ যত্ন অনুরাগ ও অর্থব্যয় স্বীকার করণে কদাচ আগ্রহ হইতেন না, কারণ স্বভাবতঃ মনুষ্যজাতির এরূপ লক্ষণ সন্দর্শন করিতেছি যে তাঁহারা উত্তম বস্তু প্রাপ্তিজন্য অধিক যত্ন ও অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। সামান্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষায় কোন ব্যক্তি অধিক যত্ন করেন না, অতএব পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের ঐ সমস্ত অনুরাগ এবং যত্নদ্বারা এই বৃহদ্রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ

হইতেছে, এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বকালে যে বিশেষ সভ্য ও বিশেষ বিদ্বান ছিলেন তাহারও পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বাধীনতা বিবর্জ্জিত হইয়া পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে জাতিমাত্রেরি হীনাবস্থা হইয়া থাকে। আমরা ইতিহাসপুস্তকে এমত প্রমাণ কিছুই প্রাপ্ত হই না যে কোন জাতি অন্য জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়া সুখ সৌভাগ্য বা বিদ্যা সঞ্চয় করিয়াছেন, কারণ স্বজাতীয় মঙ্গল নিমিত্ত সকল লোকেই যত্ন করিয়া থাকেন, সুতরাং যে জাতি বাহুবলে বা অপর কোন কল-কৌশলে অন্য জাতিকে অধীন করেন, তাঁহারা তাহাদিগের সুখ সৌভাগ্য অপহরণ পূর্ব্বক স্বদেশীয় মনুষ্যদিগকে সুখী করিতে যত্নবান্ হন, সম্রাজ্য বিস্তারজন্য সম্পূর্ণ কৌশল এবং অনুরাগ করিতে থাকেন, এজন্য আমরা ক্রমে ২ পূর্ব্বতন উত্তম অবস্থাহইতে সভ্য জাতি সমাজে হীনরূপে গণ্য হইয়াছি, এবং তাঁহারা আমাদিগকে অসভ্য বলিয়া আপনাপন প্রতিপত্তি প্রকাশ করিতেছেন, বিশেষতঃ অত্যাচারি যবনেরা সম্পূর্ণ অহিতাচার প্রচার পূর্ব্বক বাহুবলে আমাদিগের সৌভাগ্য অপহরণ করিয়া পরিশেষ ধনলোভজন্য রাজকীয় ভার গ্রহণ করাতে আমরা অসীম ক্লেশ কূপে নিমগ্ন হই, শাস্ত্রানুশীলনের প্রথা একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা যবন জাতির অধীনতা ভয়ে গুজরাট দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করেন, তাহাতে এদেশের অবস্থা অত্যন্ত অপকৃষ্ট হইতে থাকে। যবনেরা প্রথম সময়ে আমাদিগের শাসন জন্য অত্যন্ত অপরিচ্ছিন্ন নিয়ম করিয়াছিলেন, শাস্ত্রানুশীলনের প্রতি দ্বেষ করিয়া অশেষ প্রকারে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিযোগী হন, সুতরাং প্রজারা গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার উপায় নিমিত্ত পরিশেষ স্বদেশীয় শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূপতির মনোরঞ্জন নিমিত্ত এবং রাজকার্য্য প্রত্যাশায় যাবনিক ভাষাশিক্ষায় যত্ন করেন। এইরূপে আমরা দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি, আমাদিগের জ্ঞানবর্ত্ম অবরোধ হইয়া গিয়াছে। এই দেশের সৌভাগ্য অপহরণে বিদেশীয় মনুষ্যেরা বিনা বিবাদে অস্ত্র পরিচালন না করিলে আমরা বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইতাম, এই দুঃখ স্মরণ হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণে অসীম আক্ষেপ উপস্থিত হয়, এবং বিলাপ প্রবাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

সম্প্রতি আধুনিক সুসভ্য ইংরাজেরা অবনীমণ্ডলস্থ সকল জাতির রাজনীতি ও অপরাপর বিদ্যার অনুশীলন পূর্ব্বক অনেক বিষয়ে সত্যকে পরিলক্ষ্য করতঃ যবনদিগকে পরাজয় করিয়া এই রাজ্য অধিকার করাতে আমরা অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছি, এ কথা অবশ্য স্বীকার করি। তাঁহারা আমাদিগের শাস্ত্রানুশীলনের প্রতি বিশেষ প্রতিযোগিতা কিছুই করেন না, বিশেষতঃ বাহুল্যরূপে ইংরাজি বিদ্যার চর্চ্চা হওয়াতে অনেক ব্যক্তি স্বাধীনাবস্থার সুখ রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া

উত্তমানুশীলনে যত্ন করিতেছেন, এবং পরমাত্মারাধনার নির্ম্মল জ্ঞান প্রকাশ নিমিত্ত অনেকের অন্তঃকরণে বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচারের অনুরাগ জন্মিয়াছে। অতএব মধ্যকালের দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিলে বর্ত্তমান সময়কে আমাদিগের শুভ দিন বলিতে হয়, যেহেতু এই সময়ে আমরা উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে ভূপতিকর্ত্তৃক অনাদর প্রাপ্ত হই না। কিন্তু বহুবিধ রাজকীয় ও অপরাপর বিদ্রোহদ্বারা এই দেশের মনুষ্যেরা এমত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় শাস্ত্র বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন করেন না। এই ক্ষণে কতিপয় লোকের অন্তঃকরণে উত্তম বিষয়ের অনুশীলন কল্পে যদ্রূপ অনুরাগের উদ্রেক হইয়াছে, সাধারণ মনুষ্যেরা যদি তাহাতে সংযুক্ত হন, তবে অনায়াসে আমাদিগের অবস্থা সংশোধন হইতে পারে, ফলতঃ সেই শুভ সংযোগ প্রগাঢ় রূপে আরম্ভ হইবার সময় এপর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। বহু যত্ন ও বহু চেষ্টা এবং বহু পরিশ্রম সহকারে তৎকার্য্য সুসিদ্ধ নিমিত্ত অনুরাগ না করিলে অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবার উপায় দেখি না। যাহা হউক বহু দুর্দ্দিনের পর এই শুভ দিন উপস্থিত হইবার বর্ত্তমান রাজ্যাধিপতি ইংরাজ জাতির নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞ হইতে হয়। যদিও এতদ্দেশীয় স্বাধীন রাজারা হিন্দুশাস্ত্র অনুশীলন বিষয়ে যেরূপ যত্ন ও সাহায্য করিতেন বর্ত্তমান রাজ্যাধিকারি মহাশয়েরা এপর্য্যন্ত তাহার শতাংশের একাংশ যত্ন অথবা সাহায্য দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যার অনুশীলন জন্য সম্পূর্ণ উদ্যোগ করিতেছেন, তথাচ তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, কারণ কোন ব্যক্তি স্বদেশীয় বিদ্যা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাকে তাঁহারা অনুৎসাহী করেন না। যে কোন ভাষায় হউক, দেশীয় লোকেরা জ্ঞান শিক্ষা করণে মনোযোগ করিলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু পূর্ব্বতন সুশিক্ষা বিবর্জ্জিত হইয়া এদেশীয় মনুষ্যগণ এমত অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে অতি অল্প লোক ব্যতীত প্রায় তাবৎ লোকই বিদ্যা বিষয়ে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হন, সামান্য বিদ্যার জ্ঞান প্রাপ্ত না হইতেই তাঁহারা অভিমান বশতঃ বড় বিদ্বান হইয়া বসেন, এবং কথার কৌশলে আপনাকে বিদ্বানরূপে প্রতিপন্ন করান, সুতরাং শুভদিন সত্ত্বেও দেশের দুরবস্থা দূরীকৃত হইবার উপায় করা যায় না। অতএব অবশ্য বলিতে হইবেক জগতের আদিকালে এই বঙ্গদেশীয় মনুষ্যেরা যেমত উত্তম অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, এইক্ষণে সেই রূপ হীন অবস্থায় পতিত হইয়া কেবল অনিষ্টজনক সংস্কারে অভিভূত হইয়াছেন, অজ্ঞানতায় তাঁহাদিগের জ্ঞানচক্ষু আবদ্ধ হইবায় বিশিষ্টরূপে বিদ্যানুশীলন ব্যতীত তাঁহাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবেক না, অতএব বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশ মঙ্গলেচ্ছু মনুষ্যমাত্রেরি পক্ষে কর্ত্তব্য হয়, যাঁহারা অনুরাগ ও যত্ন

পরায়ণ হইয়া মন্বাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রকাশ করতঃ এই রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আদি পুরুষদিগের স্বরূপ অবস্থা ও এতদ্দেশীয় আদিধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুশীলন পূর্ব্বক সত্যকে অবলম্বন করিতে পারেন, এবং সচ্ছাস্ত্রানুশীলনে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে, ও বেদবিহিত বিধি প্রমাণে পরমাত্মার আরাধনা কল্পে অবশ্য অনুরাগ বিশিষ্ট হন।

3.—*A Discourse on gratitude.*

আমাদিগের অন্তঃকরণের অলঙ্কাররূপে যে কতিপয় সৎসংস্কার সংস্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে কৃতজ্ঞতা অত্যন্ত আনন্দজনক হয়, যেহেতু ঐ মহৎ সংস্কারদ্বারা আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর ও জন্মদাতা জনক ও গর্ভধারিণী জননী এবং বিদ্যাদাতা ও জ্ঞানদাতা গুরু এবং অন্যান্য সমুদয় উপকারকদিগের নিকট আন্তরিক বাধ্যতা প্রকাশ করিয়া থাকি। যে শরীরে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার না থাকে সেই শরীর মিথ্যা বোধ হয়, যেহেতু অকৃতজ্ঞ পুরুষ পরম পামররূপে গণ্য হইয়া থাকে, সজ্জন সমাজে কোন প্রকার সমাদর প্রাপ্ত হয় না। জগদীশ্বর যিনি এই বহু সাগর বেষ্টিত মহীমণ্ডল মধ্যে আমাদিগ্যে মনুষ্যরূপে সৃজন করিয়া বুদ্ধি বৃদ্ধি জ্ঞান চৈতন্যদ্বারা সমুদয় প্রাণি ও পদার্থের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করণের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার অনন্ত করুণার দ্বারা আমরা আহার ও ব্যবহার যোগ্য সমুদয় বস্তু প্রাপ্ত হইতেছি, ভক্তিপূর্ব্বক সেই পরমাত্মার নাম স্মরণ ও আরাধনা না করিলে আমরা অবশ্য অত্যন্ত হীন বলিয়া ভর্ৎসিত ও পরম পাতকীরূপে গণিত হইতে পারি। জনক জননী যাঁহাদিগের প্রসাদাৎ এই জন্মভূমিতে আগমন করিয়াছি তাঁহাদিগের নিকট বিধিমতে বাধ্যতা প্রকাশ না করিলে আমরা কি মনুষ্য বলিয়া অভিমান করিতে পারি? ও বিদ্যাদাতা ও জ্ঞানদাতা গুরু প্রভৃতি উপকারকদিগ্যে ভক্তি করণে বিরত হইলে আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞানি ও অকৃতজ্ঞ কি অন্য কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়? অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে কৃতজ্ঞতাই আমাদিগের মনুষ্যত্ত্ব সংস্থাপনের উপায় হইয়াছে, এবং জগদীশ্বর অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক অন্তঃকরণের অন্তরঙ্গরূপে তাহার সৃজন করিয়াছেন। উপকারকের বদনাবলোকন অথবা কীর্ত্তিসহকারে নাম স্মরণ করিলে স্বভাবতঃ মনোমধ্যে তাহার সঞ্চার হইয়া থাকে, এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধারসে শরীরকে আর্দ্র করে। পরমেশ্বর যদ্যপি আমাদিগ্যে ঐ মহৎ সংস্কার প্রদান না করিতেন, তবে মানব মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থা কদাচ এরূপ পরিচ্ছন্ন হইত না, পরন্তু সূক্ষ্মদর্শি পরমজ্ঞানি জগদীশ্বর জগ-

তের মঙ্গলার্থ সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে ঐ মহৎ সংস্কার সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা আমরা ঐহিক ও পারত্রিকের কার্য্য অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, এই পৃথিবীতে অদ্যাবধি এমত কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ আখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন।

উপরি উক্ত অভিপ্রায়দ্বারা সভাস্থ মহাশয়েরা নিশ্চিত অবগত হইবেন যে প্রথমতঃ জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক পরিশেষ সংসহকারে জনক জননী ও জ্ঞানদাতা ও বিদ্যাদাতা গুরু প্রভৃতি সমুদয় উপকারকের নিকট সম্পূর্ণ বাধ্যতা প্রকাশ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তাহা না করিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হইতে পারে না, ফলতঃ বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিলে জ্ঞানদাতা ও বিদ্যাদাতা মহাত্মাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আদৌ উচিত বোধ হইতে পারে, কারণ যদবধি বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে না পারি, তদবধি আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত থাকি, আপনাপন কর্ত্তব্য কার্য্যের কোন বিধান করিতে পারি না, কিন্তু বিদ্যাদাতা ও জ্ঞানদাতার উপদেশক্রমে সেই অজ্ঞানতা বিনাশ হইয়া অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করে, এবং বুদ্ধি ও বিবেচনার স্থিরতা জন্মে, সকল বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান পূর্ব্বক সত্যাসত্য বিচার করণে সমর্থ হই, সৃষ্টি রচনার তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া সকল প্রাণি ও পদার্থের কারণরূপ পরমেশ্বরকে জানিতে পারি। যদিও জগদীশ্বর এই দেহের আদিকারণ বটেন, তাঁহার অস্তিত্ব ব্যতীত আমাদিগের স্থায়িত্ব অসম্ভব, এবং জনক জননী আমাদিগ্যে এই জন্মভূমি দর্শন করান, সম্পূর্ণ স্নেহের সহিত প্রতিপালন করেন, জ্ঞানানুশীলন নিমিত্ত গুরুর নিকট নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যত্ন ও অনুরাগ ব্যতীত আমাদিগের দেহ রক্ষা ও জ্ঞান শিক্ষা কিছুই হইতে পারে না, তথাচ কৃতজ্ঞতা স্বীকার বিধায়ে গুরুর গুরুত্ব লক্ষ হইয়া থাকে, যেহেতু তাঁহার উপদেশ ব্যতীত আমরা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ অথবা জনক জননীকৃত মহোপকার অবধারণ করণে অক্ষম হই। কিন্তু আমার এই উক্তির দ্বারা সভ্য মহাশয়েরা কদাচ এমত বিবেচনা করিবেন না যে জগৎপিতা পরমাত্মা ও জন্মদাতা জনক এবং গর্ব্ভধারিণী জননী অপেক্ষা বিদ্যাদাতা ও জ্ঞানদাতা গুরুকে প্রধানরূপে গণনা করিতেছি, যেহেতু যে মহাশক্তি এই বিচিত্র দেহের সমুদয় শক্তির আদিকারণ এবং যাঁহাদিগের সহকারে ইহার সৃজন হইয়াছে, তাঁহাদিগের অপেক্ষা গুরুর প্রাধান্যতা কোন রূপে সম্ভব হইতে পারে না, বিশেষতঃ জগদীশ্বরের সহিত কোন হস্তপদ বিশিষ্ট মনুষ্যের তুলনাই অসম্ভব হয়, জনক জননী তুল্য জীবের হিতকারি অন্য কেহই হইতে পারেন না, এজন্য জ্ঞানবান্ শাস্ত্র প্রকাশক মহাত্মারা তাঁহাদিগ্যে মহাগুরু বলিয়া বহুস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাদাতার উপদেশক্রমে সর্ব্ববিষয়ে বোধা-

ধিকার হওয়াতেই তাঁহাদিগের নিকট আদৌ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য মানিতেছি। জ্ঞানদাতা ও বিদ্যাদাতার উপদেশক্রমে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি বিবেচনার আধিক্য জড়তা বিনাশ না হইলে পরমেশ্বর যে পরম বন্ধু ও তাঁহার নিকট কি রূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য ও জনক জননী আমাদিগের কি রূপ উপকারক এতাবৎ জ্ঞান আমরা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না, কেবল অজ্ঞানতায় নিমগ্ন থাকিয়া পশ্বাদির ন্যায় ব্যবহার করণে প্রবৃত্ত হই।

পূর্ব্বোক্ত কারণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে যে সকল ব্যক্তি সাধ্যানুসারে সাধারণের বিদ্যাবৃদ্ধি ও জ্ঞানানুশীলনে যত্নবান হন তাঁহারা আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা অবশ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহাদিগের নাম স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ প্রেম ও শ্রদ্ধার উপস্থিতি হইয়া থাকে, ও সদ্গুণসমূহ স্মরণ মাত্র কৃতজ্ঞতারসে চিত্ত আর্দ্র হয়। এই বঙ্গরাজ্যের পরম হিতকারি বন্ধু মৃত ডেবিড হেয়ার সাহেব আপনার সকল যত্ন সকল অনুরাগ এবং সকল অর্থ ব্যয়দ্বারা বহু লোকের অজ্ঞানতা বিনাশপূর্ব্বক সভ্যতা ও সদ্ব্যবহার সংস্থাপন করাতে মনুষ্য-মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। যত দিবস চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি থাকিবেক, ততকাল পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত রাজ্যের মনুষ্যেরা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিবেন, যেহেতু ঐ মহাত্মা ভিন্ন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগের উপকারনিমিত্ত এমত সদনুরাগ এবং যত্ন করিয়াছেন, যে অদ্যাবধি কোন স্বদেশীয় মনুষ্য তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার সুমনোযোগে কত ব্যক্তি কৃতবিদ্য হইয়া সৌভাগ্য সঞ্চয় ও সদসদ্বিচারে সক্ষম হইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই বঙ্গদেশের বহু পরিবার হেয়ার সাহেবের মহৎ গুণে বাধিত আছেন, লেখনীর কি সাধ্য যে তাহার বর্ণনা করিতে পারি? যে সকল পরিবার অজ্ঞান অন্ধকারে মগ্ন থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন বিরহে হাহাকার করিতেছিলেন, হেয়ার সাহেবের অনুগ্রহে তাঁহাদিগের পুত্রগণ বিদ্যানাখ্যা গ্রহণপূর্ব্বক সমুহ সৌভাগ্যের সহিত কাল হরণ করিতেছেন, এবং অনে-কের অন্তঃকরণে বিদ্যাবিষয়ের অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। হেয়ার সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই সমস্ত মহতী কীর্ত্তিদ্বারা আমরা তাঁহাকে জীবিত মনুষ্যের ন্যায় সন্দর্শন করিতেছি। কত২ বিদ্বান লো-কের বদনাবলোকন করিলে হেয়ার সাহেবের অবয়ব স্মরণ হয়, তাহার সংখ্যা হইতে পারে না। সংস্কৃত কালেজের বৃহদাগারে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ মহাত্মার চিত্র প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ আ-হ্লাদের উদয় হয়, বাক্যের দ্বারা তাহার বিশেষ করা অসম্ভব। কিন্তু পরমেশ্বর যদ্যপি আমাদিগের মনোমধ্যে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার না করি-তেন, তবে ঐ মহোপকারির সমুদয় সদ্গুণ বিস্মরণ হইতাম, সংস্কৃত

কালেজে তাঁহার চিত্র প্রতিমূর্ত্তি কদাচ দৃশ্যমান হইত না, এবং তাঁহার প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি যাহা অতিত্বরায় কলিকাতায় আসিবার কল্পনা আছে তাহাও অদৃশ্য হইত, ঐ মহোপকারী মহাত্মার সকল সদ্গুণ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত, আমরা তাঁহার মহাদৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক অন্য কোন ব্যক্তিকে সৎকার্য্যে আহ্বান করিতে পারিতাম না। হেয়ার সাহেবের অনুগ্রহে বিদ্যার আস্বাদন গ্রহণ করিয়া অনেকে জনক জননীর প্রতি ভক্তি ও উচিত ব্যবহার করণে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব আমি বোধ করি এই সভার মধ্যে এমত কোন ব্যক্তি উপস্থিত নাই যে হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেন।

আমি বিদ্যাদাতার দৃষ্টান্তস্থলে মান্যবর হেয়ার সাহেবের দৃষ্টান্ত যে রূপ দর্শাইলাম, জ্ঞানদাতা বলিয়া সেইরূপ মহাত্মাবর রাজা রাম-মোহন রায়ের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইল, যেহেতু ঐ মহাত্মা মহীমব্যক্তি বহু দিবসের পরে এই বঙ্গদেশ মধ্যে বেদবিহিত সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের সুনির্ম্মল সোপান সকল পরিষ্কার করিয়াছেন, এবং এইক্ষণে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া বহুলোক স্বজাতীয় আদিধর্ম্মের মর্ম্মাবধারণে সক্ষম হইয়াছেন। এই রাজ্য মধ্যে রামমোহন রায়ের জন্ম না হইলে ধর্ম্ম বিষয়ের অলীক গোলযোগ সকল কদাচ নিবারণ হইত না, অদ্যাবধি সকল লোকেই অজ্ঞান অন্ধ-কারে মগ্ন থাকিতেন। অতএব যে মহাত্মার উপদেশক্রমে আমরা জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণে বেদবিহিত নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহার নিকট যাবজ্জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হয়।

4.—*Influence of good company.*

মনুষ্য যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার বি-শিষ্ট হন, বহিরিন্দ্রিয় সকল ক্ষুদ্র ২ রূপে স্পষ্ট প্রকাশ থাকে, কিন্তুমাত্র বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হয় না, আত্ম রক্ষার নিমিত্ত জনক জননীর স্নেহের প্রতি নির্ভর করেন, কোন প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন না। পরে কাল সহকারে সেই ক্ষুদ্র দেহ বৃদ্ধি হইলে বাক্যস্ফূর্ত্তি বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি বিবে-চনার আলোচনা ও বস্তুজ্ঞান ইত্যাদি হইয়া থাকে, এবং তিনি মনুষ্য রূপে গণ্য হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিধান ও বিবেচনা করিতে পারেন। বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক যত জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে থাকেন, ততই বিবিধ বিষয়ের বোধাধিকার সহকারে পরাৎপর পরমাত্মার নিত্য-জ্ঞান লব্ধ হয়, বিজ্ঞান শাস্ত্রের নির্ম্মল চন্দ্রিকায় হৃদয়াকাশ স্থিত অজ্ঞা-নতারূপ অন্ধকাররাশি বিনাশ হইতে থাকে। কিন্তু এই মনুষ্য যদ্যপি

বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানসাধনায় পরাঙ্মুখ হইয়া কুপ্রবৃত্তির কুহক জালে জড়িত হন, নিয়ত কুমার্গ পরিক্রমণ করেন, মৃগতৃষ্ণাবৎ বিষয় বাসনায় মিথ্যা পরিশ্রমে নিযুক্ত প্রযুক্ত ও প্রবঞ্চনা প্রতারণা পক্ষপাত পর-দ্রোহ ইত্যাদি পাপজনক সংস্কারে প্রশক্তিহেতু হীনাবস্থায় পতিত হন, তবে তাঁহার মানবদেহ বিফল বোধ হয়, তাহার কোন সার্থকতা জন্মে না, জননী তাঁহাকে মিথ্যা স্তনপান করান, জনক তাঁহার মিথ্যা জন্ম দেন, তাঁহার সহিত পশ্বাদির কোন বিভিন্নতা থাকে না, ফলতঃ মনুষ্যের এই উত্তমাধম উভয় পথাবলম্বনের হেতু শুদ্ধ সদসৎসঙ্গ পরিগ্রহণ ও ইষ্টানিষ্টজনক উপদেশ সকল অবধারণ ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হয় না, কারণ তিনি জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক যদবধি মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করেন তদবধি তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত কোমল ও নির্ম্মল থাকে, পরে যে রূপ উপদেশ ও যেরূপ সঙ্গ প্রাপ্ত হন সেই রূপ সংস্কার জন্মে, অতএব সদসৎসঙ্গ ও ইষ্টানিষ্টজনক উপদেশের প্রতিই আমাদিগের উত্তমা-ধম অবস্থা পরিণত হইতেছে, একারণ সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য হয় যে তাঁহাদিগের বোধাধিকার হইলে তাঁহারা সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ গ্রহণ করেন, কারণ তাহাতে সকল সৎ সংস্কার প্রকাশ হইয়া থাকে এবং সৎকার্য্যে অনুরাগ অসৎকার্য্যে বিরাগ সৎপথে প্রবৃত্তি ও অসৎ-পথে নিবৃত্তি হয়। পরন্তু সৎসঙ্গ কাহাকে বলা যায় এইস্থলে তাহারও নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, আমি সেই সঙ্গকেই সৎসঙ্গ বলি যে সঙ্গসহ-কারে সৎস্বভাব সদুপদেশ ও সত্যজ্ঞান হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিকেই সৎসঙ্গী বলা যাইতে পারে যে ব্যক্তি সৎকার্য্যের অনুশীলন করেন, এবং সতত সদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করান, জ্ঞানানুশীলনে যাঁহার যত্ন দেখিতে পাই তিনিই সৎসঙ্গী হন। কিন্তু এই অবনী মণ্ডলে এমত মনুষ্যও অনেক আছে যাহারা প্রতারণার আবরণ মধ্যে আপনাদিগের ঘৃণিত অসৎ স্বভাব সকল গোপন রাখিয়া সত্তা সহকারে সখ্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে, বাক্যের দ্বারা বিলক্ষণ রূপে সদ্বিষয়ে উৎসাহ দেখায়, কিন্তু গোপনে কুকার্য্যের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগ করে, তাহারদিগ্যে বিষকুম্ভ পয়োমুখ বলা যাইতে পারে, যেমন বিষ পরিপূর্ণ কলসের মুখে পয়ঃ আবরণ থাকিলে অনবধানতা প্রযুক্ত তাহাকে পয়ঃকলস বোধ হয়, সেইরূপ ঐ সকল ব্যক্তির মুখবিনির্গত বাক্যদ্বারা তাহাদিগ্যে অত্যন্ত সৎস্বভাব বোধ করা যায়, তাহারা বাক্যের প্রলোভে মুগ্ধ করিয়া অনেক ব্যক্তিকে কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করান। বহুযুক্তি ও বহুপ্রকার বিবে-চনা ব্যতীত ঐ সমস্ত ভয়ানক মনুষ্যের কুহক জালহইতে নিস্তার প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন হয়। অতএব আমি সৎসঙ্গান্বেষি সমুদয় ব্যক্তিকে সর্ব্বাগ্রে সতর্ক করিতেছি যে তাঁহারা কোন মনুষ্যকে সৎসঙ্গি বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার আন্তরিক স্বভাব ও গোপনীয় ব্যবহার

ইত্যাদির পরীক্ষা করিবেন, তাঁহার নিকট আপন অভিপ্রায়কে একেবারে প্রকাশ করিবেন না; এবং পরীক্ষার দ্বারা যে ব্যক্তির উত্তম ব্যবহার ও উত্তম চরিত্র এবং উত্তমানুশীলন ও উত্তমজ্ঞান ইত্যাদি সমূহ উত্তমতার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহাকেই সৎসঙ্গ জানিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া সময় সম্বরণ করিবেন, যেস্থানে উত্তম বিষয়ের অনুশীলন হয় সেই স্থানেই যাইবেন, যে সভায় জ্ঞানি লোকেরা সাধারণের উপকার নিমিত্ত নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ের উপদেশ করেন, সেই সভায় গমন করিতে কদাচ আলস্যযুক্ত হইবেন না, কারণ সৎসঙ্গ ও সদুপদেশদ্বারা আমাদিগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, সকল নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার বিধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

যদ্যপি কোন ব্যক্তি উপরি উক্ত অভিপ্রায়ে সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসুরূপে এরূপ প্রশ্ন করেন যে সর্ব্ব বিষয়ে সৎ এবং সম্পূর্ণ উত্তম চরিত্র সংসর্গি প্রায় কোন স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু ইহাতে আমি এই উত্তর প্রদান করি, যে সম্প্রতি যে সকল ব্যক্তি বিবিধ বিদ্যা অনুশীলন পূর্ব্বক কৃতবিদ্য হইয়াছেন এবং অন্তঃকরণের সহিত সাধারণ মঙ্গলজনক বিষয়ে অনুরাগ করিতেছেন, বেদবিহিত নিয়মানুসারে জগদীশ্বর আরাধনা বিষয়ে চিত্তার্পণ করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য জানিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত সংযুক্ত হইলে অবশ্য অধিক উপকার লব্ধ হইতে পারে, যেহেতু বেদবিহিত নিয়মানুসারে দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহপূর্ব্বক যাঁহারা জগদীশ্বরের আরাধনা করেন তাঁহারা আপনার অথবা অপরের অনিষ্টজনক কোন ঘৃণিত বিষয়ে অনুরাগ করেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত সংযুক্ত হইতে পারিলে অবশ্য উত্তম পথের পথিক হইয়া উত্তম বিষয়ে নিযুক্ত হওয়া যাইতে পারে।

বেদ, উপনিষদাদি শাস্ত্রে রিপুশাসন করণের যে সকল বিধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, বৈদান্তিক সকলের নিকট তাহার উপদেশ গ্রহণ করিলে অনায়াসে তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, কারণ ঈশ্বর সাধনায় নিযুক্ত যে অন্তঃকরণ তাহাতে কোন অনিষ্টজনক বিষয়ের আন্দোলন হইতে পারে না, এ কথা যুক্তি ও শাস্ত্রদ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব সভ্য মহাশয়েরা নিশ্চিত অবগত হইবেন, যে জ্ঞানি সঙ্গকেই সৎসঙ্গ বলা যায় এবং জ্ঞান উপদেশকেই উত্তম উপদেশ বলা যাইতে পারে, যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানানুশীলন করেন তাঁহাদিগের সহবাসে সময় সম্বরণ করাই আমাদিগের উচিত বোধ হয়।

5.—*Patriotism.*

স্বদেশের সুখ সৌভাগ্য ও বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ ও যত্ন করা সকল লোকেরি আবশ্যক, যেহেতু তদ্দ্বারা স্বজাতির গৌরব সৌরভ সহকারে অশেষ প্রকার উপকার হইবার সম্ভাবনা। এই পৃথিবী-মণ্ডলে যে সকল ব্যক্তি স্বদেশের মঙ্গল কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া পরিশ্রম ও যত্নদ্বারা ভ্রাতৃতুল্য জাতীয় বন্ধুদিগের জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কীর্ত্তি দ্বিতীয় তপনের ন্যায় প্রকাশমান রহিয়াছে; আমরা ইতিহাস পুস্তক পাঠ করিলেই ঐ সকল ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষের ন্যায় সন্দর্শন করিতেছি, জগদীশ্বর মনুষ্যজাতিকে যে সমস্ত সদ্গুণদ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, স্বদেশের উপকারার্থে তাহার বিহিত ব্যবহার না করিলে কদাচ মনুষ্যত্ব রক্ষা হইতে পারে না। যেমন জলহীন খাতকে সরোবর ও পুষ্পহীন স্থানকে উদ্যান বলা কোন রূপেই সম্ভব হয় না, সেইরূপ স্বদেশীয় উপকারে অনিচ্ছুক পুরুষকে মনুষ্য বলাও সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি স্বদেশের উপকারার্থ উদ্যোগ ও যত্নপরায়ণ হন এবং নিয়ত সাধারণের মঙ্গলার্থ শুভানুষ্ঠান করেন, তিনিই অতি মহান্ লোক, তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল ও কোমল হয়, ক্রূরতা পক্ষপাত প্রভৃতি কোন দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সাধারণের উপকারজন্য নিয়ত ব্যাকুল থাকেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি স্বদেশের উপকার করণে বিরত হইয়া কেবল আহার নিদ্রা ও আলস্য বিহারে কালযাপন করেন, ও পরানিষ্ট প্রভৃতি মহাপাপে ধীবরধৃত মীনের ন্যায় বদ্ধ হয়েন, তাঁহাকে কোন মতেই মনুষ্য বলিয়া গণনা করা যায় না, কারণ মনুষ্যত্ব সংস্থাপনের যে প্রধানোপায় তিনি তাহা অবলম্বন করিতে পারেন না, কেবল অধর্ম্মোপায়ের অনুগামী হইয়া ক্রমে অজ্ঞানতায় মগ্ন হইতে থাকেন।

স্বদেশের প্রতি প্রীতি ও স্বজাতীয় মনুষ্যদিগের উপকারার্থে পরস্পর উৎসাহ প্রকাশ না করিলে কোন জাতি সভ্যতা স্বাধীনতা ও সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে পারেন না, গ্রিস ও রূম রাজ্যের মনুষ্যেরা প্রাণাপেক্ষা স্বদেশ ও স্বজাতীয় সন্তানকে অধিকরূপে প্রিয়জ্ঞান করাতে অবনীর সকল জাতি অপেক্ষা সম্মানযুক্ত হইয়াছিলেন; তত্রস্থ বিচারপতিরা দেশের উপকার বর্দ্ধন কল্পে সন্তানের শিরশ্ছেদ করিতে হইলেও খেদযুক্ত হইতেন না; স্বদেশীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থ বিপুল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে সন্তান হত হইলে জননী তৎশ্রবণে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। ঐ উভয় রাজ্যের মনুষ্যেরা কোন প্রকার উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে অথবা কোন উপকারজনক নূতনোপায় নিরূপণ করণে পারগ হইলে সাধারণের শিক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেন;

এইরূপে অনুশীলনের আধিক্যতা হইবায় গ্রীস ও রুম রাজ্য বিশেষ রূপে সাধারণের পূজ্য হইয়াছিল, কিন্তু কাল সহকারে ক্রমে২ স্বদেশের প্রতি অনুরাগের হ্রাসতা হওয়াতেই ঐ দেশের পতন হইল। অধুনা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড দেশীয় মনুষ্যদিগেরও স্বদেশের প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ এবং যত্ন সন্দর্শন করিতেছি তাঁহারা আপনাপন স্বাধীনতা ও সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি বিষয়ে বিলক্ষণ। সন্দর্শন করিতেছি তাঁহারা বাহুবলে বহু জাতিকে আপনাপন পরাক্রমের অধীন করিয়া তাহাদিগের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক বিপুল সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতেছেন।

পরন্তু আমাদিগের এই বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি নয়নোন্মীলন করিলে শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। বিবিধ হেতু বশতঃ পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ ক্রমে২ এমত দুরবস্থা প্রাপ্ত ও অজ্ঞানতায় জড়িত হইয়াছেন যে স্বাধীনতা কাহাকে বলে ও স্বদেশের মঙ্গল করা মনুষ্যের কিরূপ আবশ্যক, কেহই তাহা জানিতে পারেন না, কেবল মিথ্যা কলহ ও অপরাপর নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়ের নিরর্থক আন্দোলনে কালক্ষেপণ করিতেছেন। বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী বিদ্যা অনুশীলন পূর্ব্বক আধুনিক সুসভ্য ইংরাজ প্রভৃতি জাতিদিগের স্বরূপ অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশের প্রতি প্রীতি প্রকাশের আবশ্যকতা জানিয়াও জাতীয় সংস্কার বশতঃ উচিতরূপ যত্ন ও অনুরাগ করিতে পারেন না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার দেশমঙ্গলজনক বিষয়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে প্রথমতঃ সুশিক্ষার গুণ সহকারে তাহাতে বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ দেখান, কিন্তু জাতীয় স্বভাবের এমত বিপরীত ক্রম যে তাহা চিরস্থায়ি হয় না, শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সকল উৎসাহ একেবারে বিফল হয়, অধিকন্তু ঐ সমস্ত কৃতবিদ্য মনুষ্যের বিদ্যার ব্যবহার বিষয়ে কিছুমাত্র যত্ন দেখিতে পাই না, কোন উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিমাসে কিঞ্চিৎ২ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলেই বিদ্যাশিক্ষার সার্থকতা বোধ করেন, এবং অনুশীলন বিষয়ে অনুৎসাহী হন, কিন্তু ইংরাজ প্রভৃতি সুসভ্য জাতি যাঁহাদিগের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া আমরা সভ্যতাকে লক্ষ্য করিতেছি, তাঁহারা ক্ষণকালের নিমিত্ত অনুশীলন কল্পে বিরত হয়েন না, দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ সময় পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়ের অনুসন্ধান ও বিবিধ প্রকার বিদ্যাধ্যয়ন করেন। অতএব যে অবধি এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা শিক্ষানুরূপ ব্যবহার করণে অনুরাগী না হন, তদবধি এই দেশের অবস্থা কদাচ সংশোধন হইবেক না, অধিকন্তু ইতিহাসপুস্তক ও অপরাপর বিখ্যাত স্বদেশমঙ্গলপরায়ণ মনুষ্যদিগের জীবনবৃত্তান্ত, পাঠদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, যে ঐ সকল মহাত্মারা অজ্ঞান মনুষ্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত দুঃখিতমন বোধ করিতেন, এবং

তাহাদিগের প্রতি বিধিমত সদুপদেশ করণে বিশেষরূপে অনুরাগী হইতেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য মনুষ্যদিগের সেইরূপ স্বভাব কিছুই দেখিতে পাই না, তাঁহারা কোন জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতি উপদেশ করা ও তাহার দুঃখ সন্দর্শনে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, তৎক্ষণাৎ পরিহাস পূর্ব্বক আমোদ বৃদ্ধি করেন।

এইরূপ নানাবিধ হেতু বশতঃ বঙ্গদেশীয় মনুষ্যেরা অত্যন্ত হীনাবস্থায় পতিত রহিয়াছেন। যদবধি বিদ্যানুরাগি মনুষ্যগণ যথার্থ শিক্ষানুরূপ কার্য্য করণে প্রবৃত্ত না হইবেন, এবং স্বদেশের প্রতি প্রীতি প্রকাশে বিরত থাকিবেন, তদবধি এই দেশের শুভোন্নতি কোন মতেই হইবে না।

জগদীশ্বর আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া এই উর্ব্বরা ভারতভূমিতে আবাস স্থান প্রদান করিয়াছেন। পৃথিবীর প্রথম সময়ে এই দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত সুসভ্য ও সমান সৌভাগ্য কর্তৃক বেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তত্তাবৎ বিলয় হওয়াতে এইক্ষণে আমরা অত্যন্ত হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছি, বিলক্ষণ রূপে বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক স্বাধীনতার রসাস্বাদন প্রাপ্ত না হইলে আমাদিগের অবস্থা সংশোধনের কোন সদুপায় হইতে পারে না।

6.—*The condition of Hindu Females.*

বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে জ্ঞানবান মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে যে রূপ দুঃখ উপস্থিত হয় তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। অবলারা পিঞ্জরবদ্ধা কোকীলার ন্যায় অন্তঃপুরে অবস্থান পূর্ব্বক কেবল সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্তা থাকে, বিদ্যানুশীলন অথবা জ্ঞানশিক্ষা কিছুই করিতে পারে না, জগদীশ্বর প্রসাদাৎ মেধা-বুদ্ধি অবধারণাদি সমুদয় মানসিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা দেশীয় অন্যায় প্রথাজন্য তত্তাবৎ চালনা করণে অক্ষমা হয়, ইহা কি সামান্য দুঃখ? ফলতঃ কোন্ সময়ে এই রাজ্যমধ্যে কামিনীদিগের এতাদৃশ দুরবস্থা হওনের আদি সোপান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আমরা ইতিহাস অথবা কোন প্রকার নিয়মপুস্তকে তাহার নিশ্চিত বিবরণ কিছুই দেখিতে পাই না। কোন্ মহাপুরুষ তাহাদিগ্যে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা অকর্ত্তব্য বলিয়া বর্ত্তমান ঘৃণিত নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক প্রচলিত করেন, আমরা অদ্যাবধি তাঁহার নামমাত্র অবগত হইতে পারি নাই। কিন্তু পুরাতন গ্রন্থাদি পাঠদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, যে পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় কামিনীর মধ্যে অনেকেই বিদ্যাবতী ছিলেন; তাঁহাদিগের বিরচিত অনেক গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। লীলাবতী কর্ণাট রাজমহিষী ইত্যাদি কামিনীরা যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তৎপাঠে

কোন্ ব্যক্তি না বিশ্বাস করিবেন যে পূর্ব্বতন হিন্দু কামিনীরা বিদ্যানুশীলন করিতেন? এবং কোন্ ব্যক্তির নিশ্চিত বোধ না জন্মিবে যে অবলাদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম অতি অল্প দিবস রহিত হইয়াছে? অতএব যে নিয়ম অযুক্তিক এবং আধুনিক তাহার উচ্ছেদ নিমিত্ত বিহিত যত্ন এবং উদ্যোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা যদি জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় সৃজন কৌশলের বিবেচনা পূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষ এই উভয় জাতির মানসিক শক্তি ও সভ্যারোহির তুলনা করি, তবে প্রায় তাবদ্বিষয়েই পরস্পর ঐক্য দেখিতে পাই। অতএব পরমজ্ঞানি পরমেশ্বর যে জাতিকে সর্ব্ব বিষয়ে আমাদিগের সমতুল্য করিয়াছেন, সেই জাতিকে পশুবৎ জানিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে বদ্ধ রাখিয়া কার্য্যোদ্ধার করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য হয়? এবং তাহাতে কি পাপ জন্মে না? কোন্ জ্ঞানি ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করিবেন? স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ রূপে আমাদিগের সমতুল্য বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক আত্মানুশীলন ও পরমেশ্বর আরাধনা ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের অধিকার আছে। যদিও ব্যক্তি বিশেষের অনিয়ম ও সাধারণের অজ্ঞানতা জন্য তাহারা অত্যন্ত হীনাবস্থায় পতিতা হইয়াছে, তথাচ এইক্ষণে তাহাদিগের প্রতি বিবেচনা করা অতি আবশ্যক বোধ হয়, যেহেতু এইক্ষণকার মনুষ্যের মধ্যে অনেকের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন হইতেছে, এবং অনেক ব্যক্তি স্বদেশীয় ঘৃণিত নিয়মাদি সংশোধন করণে যত্নবান হইয়াছেন। অতএব এই উত্তম সময়ে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিতা করিয়া তাহাদিগের জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিলে অবশ্য উত্তম হইতে পারে, এবং ক্রমে ২ এই ভারতবর্ষের সম্মান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

আমরা অদ্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পাঠক মহাশয়দিগের চিত্তাকর্ষণ করিতেছি, সংবাদ পত্রে ও অপরাপর পুস্তকে ইহার বিস্তর আন্দোলন হইয়াছে, ইংরাজী বিদ্যালয়ে অল্পাধ্যায়ি বালকেরাও বক্তৃতা ও রচনাশক্তি বৃদ্ধিজন্য স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বিস্তর আন্দোলন করিয়াছে, ও অদ্যাপিও করিতেছে, কিন্তু কি দুঃখ, সাধারণে এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে অদ্যাবধি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া সুফল সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। হায় কি চমৎকার! বিবেচক বলিয়া বিখ্যাত যে সকল মনুষ্য তাঁহাদিগের নিকট স্ত্রীজাতির জ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবিধ প্রকার যুক্তি অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক আক্ষেপ করিতে থাকেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি এই মহতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক আপনাপন কন্যাদিগ্যে শিক্ষাদান করিতে পারেন না, যে পর্য্যন্ত ব্যক্তি বিশেষের সহিত একত্র হইয়া বিবেচনা করিবেন সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্ত্রীশিক্ষা প্রস্তাব জাগরূক থাকে, কিন্তু আলোচনা শেষ হইলে তৎপ্রতি আর চিন্তাপন

করেন না। আধুনিক বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিদিগের এই মহতি দোষে আমাদিগের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, তাঁহারা যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যদ্যপি সেইরূপ কার্য্য করণে অনুরাগী হইতে পারেন, তবে অতি অল্প দিবসের মধ্যে হিন্দু জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা দূরীভূতা হয়। এইক্ষণকার বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় তাবতেই উত্তম বিষয়ে মৌখিকোদ্যোগী হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা বাক্যের দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু কোন উচিত কার্য্যে বিহিত অনুরাগ ও যত্ন করিতে পারেন না। কত দিবস পর্য্যন্ত এতদ্দেশ মধ্যে স্ত্রীবিদ্যার প্রস্তাব আন্দোলন হইতেছে; শীঘ্র তাহার নিরূপণ করা অসম্ভব হয়, কিন্তু নিরর্থক গোলযোগ ব্যতীত তাহার বিশেষ ফল কিছুই দৃষ্টি করা যায় নাই। যদ্যপি এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া শিক্ষানুরূপ কার্য্য সাধনে তৎপর হইতেন, তবে এত দিনে কত স্ত্রীলোক যে বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক পরমেশ্বরআরাধনায় নিযুক্তা হইতেন, বিজ্ঞ লোকেরাই তাহার বিবেচনা করিবেন!

এই স্থলে কোন ব্যক্তি যদি এরূপ আপত্তি উপস্থিত করেন যে কোন প্রকার দেশীয় প্রথা উচ্ছেদ করা অত্যন্ত কঠিন হয়, বহুলোকের সংযোগ ব্যতীত কোন রূপেই তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, কিন্তু ইহাতে আমরা এই মাত্র উত্তর প্রদান করি, যে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে স্বদেশ মঙ্গলেচ্ছুদিগের কি কারণ অনৈক্য হয়? ঐক্যবাক্য হইয়া কার্য্যপরায়ণ হইলে যে বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে, এবং যাহাতে সাধারণের সম্পূর্ণ উপকার হইবার প্রতীক্ষা থাকে তাহাতে শৈথিল্য করা কোন মতেই কর্ত্তব্য বোধ হয় না। অতএব স্ত্রীজাতির জ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে আমরা স্বদেশ মঙ্গলেচ্ছু তাবৎ মনুষ্যকে ঐক্য হইতে অনুরোধ করিলাম; তাঁহারা আমাদিগের অনুরোধের তাৎপর্য্য বিবেচনা পূর্ব্বক পরম বাধিত করিবেন।

23-7'1